













# মুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

স্বরূপ, সংশোধিত ও পরিবর্তিত ব্রহ্ম-গ্রন্থ। সূচী—ইংলিশ হুঃধ, সত্য, জগতের ব্যতীত, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনীশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না। উৎপত্তি, বর্ণনাত্মক, প্রতীতি-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উদ্ভাপের অংগ, ফলিত রমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুত্রী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৯ হই টাকা মাত্র।

## ২। কণ্ম-কথা

মুক্তির ঋণ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম-প্রবৃত্তি—আচার—  
—ধর্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্মের জয়—বজ্র। মূল্য ১০ পঁচ টাকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—  
দুর্মহোৎসব—আচার্য্য মক্ষমুল্লার—ডেমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও  
৫)—বৃন্দাবন ঠাকুর। মূল্য ১০ দশ টানা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা

ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গাল-ব্যাকরণ  
রচনা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা  
রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী,

৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—  
—প্রকৃতির সৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—  
প্রলয়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ঈশ্বর ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বুদ্ধি ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের  
রামেন্দ্রসুন্দর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীমুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ  
ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য  
আলোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১০ দেড় টাকা মাত্র।

## আপনার ব্যবহারের জন্মই কেশরঞ্জনের অস্তিত্ব।



আপনি যদি জজ হ'ন—তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে কেশরঞ্জন ব্যবহার করিতে হইবে। বিচার-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কার্যের জন্ত আপনার স্থির মস্তিষ্ক সর্বদাই নানা চিন্তা-ভাৱে পরিপূর্ণ। এজন্য অনেক সময় আপনি কার্যে মনস্থির করিতে পারেন না। কেশরঞ্জন মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্পাদনে অদ্বিতীয়।

আপনি যদি 'ম্যাজিস্ট্রেট হ'ন—তাহা হইলেও কেশরঞ্জন আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়। বিচার ও শাসন-বিভাগের কার্যে যথেষ্ট দায়িত্ব—এ দায়িত্বের জন্ত রাতে আপনার অনিদ্রা ও চিন্তের অগ্রসন্নতা জন্মে। কেশরঞ্জন মস্তিষ্ক নীতল রাখিতে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। কাজেই ইহা আপনার নিত্য প্রয়োজনীয়।

আপনি যদি পরিক্ষার্থী হ'ন—তাহা হইলেও তাই কথাই নাই। বি, এ, এম, এ

প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষায়—অসংখ্য পাঠ্য আয়ত্তকরণে আপনার মস্তিষ্ক দৌর্বল্য-সমাক্কর হইতেছে। আপনার স্মরণ-শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। নিত্য কেশরঞ্জন ব্যবহারে মস্তিষ্ক সবল হইবে।

আপনি যদি সৌখীন হ'ন—তাহা হইলেও তাই কথাই নাই। আপনার কেশরাশি কোমল, মৃদু, কুশিত ও সুসুন্দর করিতে কেশরঞ্জনই সক্ষম। মুগ্ধমণ্ডলের ও ত্বকের লাবণ্য যদি ক্রমিতে কেশরঞ্জনই সক্ষম। আপনার গৃহের মহিলাগণের কেশকলার সৌন্দর্য সাধনে কেশরঞ্জনই সক্ষম। আর মনোপ্রাণভারী সুগন্ধে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন।

এক শিলি ১/২ এক টাকা; মাগুদি। ১/০ পাঁচ আনা।

## অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে ? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে ! দিন-রাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে-হইবে ! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন ? সত্য বটে, উপদংশ অতি লজ্জাস্বর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রমক ও ইচ্ছার বশবর্ত্ত ও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অল্পত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সাপসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—স্বার্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অত বড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি ? অপরন্ত ইহা ব্যাক্ষারে পারদ সেবন-জনিত সর্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও সার্বিক দৌর্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

মূল্য—প্রতি শিলি ১/০ দেড় টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাটল ১/০ এগার আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

সকল রোগের যোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আত্মপূর্কিক লিখিয়া পাঠাইলে,

ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত করিরাজের-

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়



বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক স্  
লিমিটেড ।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।

১। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১০/০, সাধারণপক্ষে ৫০।

২। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ঝাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সগুণাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্ত্রাশ্র ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যাকাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বাভ্যাসের জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৫০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৫০/০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৩। গঙ্গা মঙ্গল—বিজ্ঞ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যভোক্তৃক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষার অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে ছই একখানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মন্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অমূল্যগ্রন্থ ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০/০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪৩/১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## যকুৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Work, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

“—বঙ্গালীর আঙ্গণেরবের প্রতিষ্ঠা—”

‘বঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী’

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

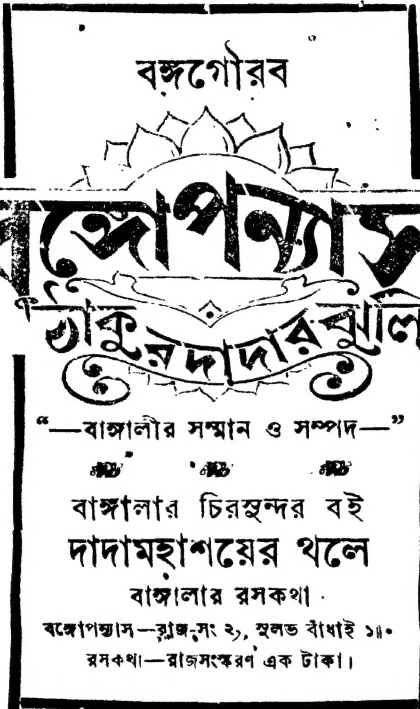
বঙ্গালার কথাসাহিত্য

“বঙ্গালীর  
স্থখে ও দুঃখে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”



বঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে

বঙ্গালার ব্রতকথা  
রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা  
—অগ্রান্ত গ্রন্থ—  
খোকা পুত্র খেলা ১০।  
এসর ও রজন প্রণীত  
আর্য্য-নারী ১।  
সরল চণ্ডী ৫।



“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরদাদার  
বুলি

বঙ্গালার রূপকথা  
রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা  
—অগ্রান্ত গ্রন্থ—  
ছেলেদের উপন্যাস  
চার ও হার  
আমালু বই  
সোণার শৈশব

—প্রকাশিত হইতেছে—

“দেশবিদেশের কথা”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.

গ্রন্থ গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,



সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

এবং  
সমগ্র বঙ্গালার সকল পুস্তকালয়



শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির

সংস্কার জন্য সদস্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত

## টাদার তালিকা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০০	জের—	২৪৩
“ হারেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক ( হাবড়া )	২১
“ হরিন্দাস চট্টোপাধ্যায়	২১	“ নন্দলাল দে ( চুঁচুড়া )	২১
“ কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায়	৪১	“ শ্রীমাকিশোর মুন্সী ( শেরপুর )	২১
“ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		“ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	
( গোরাবাজার )	৫১	( নিমতিতা )	২১
“ কৃষ্ণনাথ সেন ( দিনাজপুর )	২১	“ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২১
“ প্রভাসচন্দ্র মিত্র ( ভবানীপুর )	২১	“ বাসন্তীচরণ সিংহ ( মজঃফরপুর )	৫১
“ হরেন্দ্রকুমার বসু ( শিবপুর )	২১	“ কৃষ্ণাবধারী সেন	৫১
“ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ( নিমতিতা )	২১	“ রায় বাহাদুর মুহাঃরায় রায় চৌধুরী	
“ বিতুতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়		( রংপুর )	৫১
( নাটোর )	২১	“ অতুলচন্দ্র গুপ্ত ( বালিকতা )	৫১
“ কৃষ্ণমোহন মৈত্র ( ঘোড়ামারী )	২১	“ কৃষ্ণচরণ সরকার ( কলিগাঁও )	৪১
“ সত্যীশচন্দ্র সিংহ ( পুরুলিয়া )	২১	“ জে, এম, রায় ( ভাগলপুর )	৪১
“ প্রিয়নাথ দত্ত ( বর্দ্ধমান )	২১	“ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য ( রংপুর )	২১
“ বামাপদ দত্ত ( খাগড়া )	৫১	“ ভোগনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
“ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়		( বহরমপুর )	২১
( ভদ্রকালী )	২১	“ পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় ( পাঁচপুণী )	২১
“ বসন্তকুমার চৌধুরী ( পাখনা )	২১	“ ঘোষীচন্দ্র চক্রবর্তী ( দিনাজপুর )	২১
“ জৈশানচন্দ্র ঘোষ ( মেদিনীপুর )	২১	“ ভূপতি মুখোপাধ্যায় ( জিঙলগড়া )	২১
“ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া	২১	“ নরেন্দ্রনাথ রায়	২১
“ পরমেশপ্রসন্ন রায় ( আসানসোল )	২১	“ জে, এম, রায় ( রাইপুর )	২১
“ রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী		“ বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত ( রংপুর )	২১
( শ্রীরামপুর )	২১	“ জানকীনাথ রায় ( মাগদহ )	২১
“ রাজা নরেন্দ্রলাল খান	২১	“ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ( কাশী )	২১
	২৪৩		৩০১

କ୍ଷେତ୍ର—	୩୦୧	କ୍ଷେତ୍ର—	୩୦୫
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ବନ୍ଧୁ ମୂଲ୍ୟ	୨	ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବରଦାକାନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ	
„ ସେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ	୨	( ବେନାରସ )	୨
„ ରାୟ ବାହାଦୁର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେନ	୨	„ ଆର, ସି, ମିତ୍ର ( ସଦରବାଜାର )	୧
„ ରାଜା ବିଜୟସିଂହ ଛୋଟାରିଆ	୨	„ ଚାନ୍ଦ ବାହାଦୁର ବିପିନବିହାରୀ	
„ ଶୋହାନ୍ତ ଭଗବାନଦାସ ( ଜାଫରଗଞ୍ଜ )	୨	„ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୭
„ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ( ପୀରଗଞ୍ଜ )	୨	„ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ଧୁ	୨
„ ମହିମଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ( ପାବନା )	୨	„ ଅଟଳବିହାରୀ ଘୋଷ	୨
„ ପଦ୍ମନାଥ ଡ଼ାଢ଼ାପାଣି ( ଗୋହାଟି )	୨	„ ଶ୍ରୀମାଚରଣ ଗନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ	୨
„ ଜଳିତମୋହନ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨	„ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨
„ ହୁକୁମାର ହାଲଦାର	୨	„ ବି, କେ, ମିତ୍ର	୧
„ କାଳୀପଦ ଭାଢ଼ୁଡ଼ି	୨	„ ଅଭୁଲାନନ୍ଦ ଦାସ	୨
„ ନିର୍ମଳାଶବ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ( ଲାତପୁର )	୨	„ ଘୋଷେଶ୍ଵର ଭାଢ଼ୁଡ଼ି	୨
„ ଶତୀଶମୋହନ ଘୋଷ	୨	„ ମାନନୀୟ ଅମ୍ବକାଚରଣ ଋଜୁମଦାର	୨
„ ନରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଲାଞ୍ଜିଡ଼ି	୨	„ କୁନ୍ଦନାଥ ଚୌଧୁରୀ	୨
„ ଏନ, ରାୟ ( ଷ୍ଟାମ୍ପା, ଟାକା )	୨	„ ହୁବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ଋଜୁମଦାର	୨
„ ଘୋଷେନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ		„ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ଶୁକ୍ତ	୨
( ହରିପୁର, ବଡ଼ବାଡ଼ି )	୨	„ ସନ୍ତୋଷକୁମାର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨
„ ହରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ	୨	„ ଘୋଷେଶ୍ଵର ରାୟ	୨
„ ଉଷାପଦ ବନ୍ଧୁ	୨	„ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	
„ କୁମାର ମଣିନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବାହାଦୁର	୨	( ବାଲୁରଘାଟ )	୨
„ ରାଧିକାନ୍ତ ସାହା	୨	„ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨
„ ନଳିନୀରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ	୨	„ ଗନ୍ଧାଚରଣ ସେନ ଓ ଭୁବନମୋହନ ସେନ	୨
„ ଅକ୍ଷୟଭୂଷଣ ଗନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ ( ଟାକା )	୨	„ ବିପିନଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ତ	୨
„ ଘୋଷେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର ( ପାବନା )	୨	„ ଡା: ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ ( ମୌରାଟ )	୨
„ ବେଶ୍ୟାଧର ଘୋଷାଳ	୨	„ ସୈନ୍ଦବ ଆଉଲାଦ ହୋସେନ	୨
„ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିତ୍ର ( ହାଟୁରିଆ )	୨	„ ହରେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଲାଞ୍ଜିଡ଼ି	୨
„ ଜେ, ଏନ, ବନ୍ଧୁ ( କଟକ )	୨	„ କୁମାର ମନ୍ମଥନାଥ ମିତ୍ର ବାହାଦୁର	୨
„ ରାମଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସ୍ଵାମୀ	୨	„ ପାମ୍ଲାଲ ମଲ୍ଲିକ	୨
„ ଏସ, ସି, ଡ଼ାଢ଼ାପାଣି ( ମଗଲାବାଜାର )	୨	„ ନୀର ଶୁକ୍ଳଦାସ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨
„ ସାର ବିପିନକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ( ନାଗପୁର )	୨	„ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଋଜୁମଦାର	୨

জের—	৪৫৯	জের—	৪৪৫
শ্রীযুক্ত হুশেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৯	শ্রীযুক্ত হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ সার ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	„ ডাঃ চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর	২৯
„ অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০১	„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী	২৯	„ এন, সিংহ ( ডালটনগঞ্জ )	২৯
„ বরদাপ্রসাদ বসু	২৯	„ রাখালদাস মজুমদার	২৯
„ জে, সি, দত্ত	২৯	„ ফ্রেমশচন্দ্র রক্ষিত ( চট্টগ্রাম )	২৯
„ রাজা জগদীশচন্দ্র দেও খবলদেব	২৯	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়	২৯	„ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৯
„ ডাঃ আন, জি, কর	২৯	„ দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৯
„ রাজা শ্রীনাথ রায়	২৯	„ মুকুন্দলাল লাএক	২৯
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বাহাদুর	২৯	„ হারিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ মাননীয় ডাঃ নীলরতন সরকার	২৯	„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১	„ কালীকুমার বসু	২৯
„ ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৯	„ মাননীয় ডাঃ হুশেশপ্রসাদ	
„ গোপালদাস চৌধুরী	৪৯	„ সর্বাধিকারী	২৯
„ হরিচরণ সেন ( বদনগঞ্জ )	১৯	„ ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
„ ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৯	„ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
„ গিরিশচন্দ্র সেন ( বর্ধমান )	২৯	„ মাননীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৫৯
„ মাননীয় ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়	২৯	„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিভাগমহাধ্ব	২৯
„ কালীভূষণ সেন	২৯	„ রমেশচন্দ্র দত্ত ( নাওগাঁও )	২৯
„ মাননীয় কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ		„ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( টুচুড়া )	২৯
„ বাহাদুর	২৯	„ গৌরচন্দ্র রায় (দিল্লী, দেওয়ানগঞ্জ)	২৯
„ শরৎকুমার দত্ত ( আগড়তলা )	২৯	„ বিক্রমকুমার বসু	২৯
„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ( শুজাদিয়া )	২৯	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৯
„ রাখালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		„ গিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল	২৯
„ ( দ্বারভাঙ্গা )	২৯	„ বীরচন্দ্র সিংহ ( ভাগলপুর )	২৯
„ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ( দ্বারভাঙ্গা )	২৯	„ যতীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ( বরাহী )	২৯
„ অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী	২৯	„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ( এলাহাবাদ )	৫৯
„ গণপতি সরকার	২৯	„ পাঁচকড়ি ঘোষ	২৯
„ যোগেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী ( মাণিকগঞ্জ )	২৯	„ সার চন্দ্রমাধব ঘোষ	৫৯

জের—	৩১৮	জের—	৩১৯
শ্রীযুক্ত মনোব্রজেন ওহ ঠাকুরতা	২১	শ্রীযুক্ত এস, সি, বানার্জি	২১
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস	২১	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	২১
দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	২১	সুরেন্দ্রনাথ সেন	২১
সুরেন্দ্রনাথ রায়	২১	নগেন্দ্রনাথ দে.	২১
ক্ষেত্রমোহন বসু	২১	তারচরণ চক্রবর্তী	২১
বামিনীকান্ত সোম	২১	পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	২১
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণনগর)	২১	সারদামোহন বসু	২১
রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	ভাগ্যগোবিন্দ চৌধুরী	২১
যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২১	হরিদাস সাহা	২১
বীরেন্দ্রকুমার বসু	২১	হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	২১
প্রভাসচন্দ্র বসু	২১	অমৃতলাল শীল	২১
কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য	২১	গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়	২১
কালিদাস রায়চৌধুরী	২১	নগেন্দ্রনাথ বসু	২১
যোগেন্দ্রনাথ দে	২১	যোগেন্দ্রনাথ সেন	২১
হেমচন্দ্র সেন	২১	পুলিনবিহারী দত্ত	২১
কিরণচন্দ্র ঘোষ	২১	ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২১
মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান	২১	শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু	২১
এম, এন ঘোষ	২১	অমরেশ শিকদার	২১
শিবচন্দ্র শীল	২১	বিপিনচন্দ্র চন্দ্র	২১
সারদানাথ দত্ত	২১	কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী	২১
বহুনাথ ঘোষ	২১	গোষ্ঠবিহারী আচা	২১
বনমালী চক্রবর্তী	২১	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ)	২১
শ্রীশচন্দ্র সিংহ রায়	২১	রজনীকান্ত রায় দত্তিদার	২১
মদ্যপেশচন্দ্র সাত্তাল	২১	চন্দ্রনাথ চৌধুরী	২১
রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	২১	সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২১
মৌলবী দৌলত আহমদ	২১	রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়	২১
নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	২১	বাহাদুর সিং সিংহী	২১
রাইকিশোর প্রামাণিক	২১	ভানুদাস কবিরাজ	২১
কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১	শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	২১
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	২১	কালীকৃষ্ণ ঘোষ	২১

জের—	১৪১	জের—	৮০৫
শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বসি	২	শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ষ	৫
সেখ আব্দুল জব্বার	১	সত্যচরণ লাহা	৪
অভয়কুমার গুহ	২	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
বজ্জেশ্বর ঘোষ	২	বীরেশ্বর সেন	২
সার প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	২
কালীকুমার ভট্টাচার্য	২	যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	২
গোকুলচন্দ্র সিংহ	২	শরচ্চন্দ্র মজুমদার	২
বহুপতি চট্টোপাধ্যায়	২	রাধিকাতুষণ রায়	২
সত্যীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২	দেবনাথরণ ঘোষ	২
বিমলচন্দ্র সিংহ	২	ললিতা প্রসাদ দত্ত	২
অনাথনাথ ঘোষ	২	এ, সি মুখার্জি	২
সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	বসন্তকুমার বসু	২
ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার	২	বরদাকান্ত বার ( পুকুরিয়া )	২
শ্রীহাম মৈত্রের	২	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২
সত্যীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	নিখিলনাথ মৈত্র	২
অমৃতলাল দত্ত	২	এস. কে সেন	২
অক্ষয়কুমার সরকার	২	রামেন্দ্রনাথ ঘোষ	২
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	২	কালিদাস মিত্র	২/০
কণীন্দ্রলাল সেন	২	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	২
কালীমোহন সেন	২	বলাইচাঁদ মল্লিক	২
চাকচন্দ্র ঘোষ	২	ভূপতিচন্দ্র দাসগুপ্ত	২
এস কে চৌধুরী	২	কালীপদ সরকার	২
বিধুভূষণ গোস্বামী	২	ভূষণ শ্রীমানী	২
ললিতমোহন মৈত্র	২	কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫
	৮০৫		৮০৫

১০২০। ২৭শে চৈত্র পর্যন্ত এই টাকা আদায় হইয়াছে।

শ্রীমুকমল সিংহ

প্রধান কর্মচারী।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

( ত্রৈমাসিক )



ত্রয়োবিংশ ভাগ



পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১৩২৩

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩২ টাকা ]

[ প্রতি সংখ্যায় মূল্য ৮০ বাস আনা ।

মকঃমলে ৩৮০ তিন টাকা ছয় আনা ।

Printed by  
R. C. Mittra, at the **Visvakosha-Press**  
*9, Visvakosha Lane, Bagbazar,*  
**CALCUTTA**

## ত্রয়োবিংশ ভাগের সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোচনা	শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার	৭৯
২। ইউরুলীডের প্রথম স্বীকার্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	১২৩
৩। ইউরুলীডের স্বতঃসিদ্ধ	ঐ ঐ	১
৪। ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক	শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্	১৭৯
৫। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৯৭
৬। তাপসী রওশন আরা	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২২৩
৭। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	২৩৩
৮। দশম স্বতঃসিদ্ধ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	২৬৩
৯। নবাবিস্কৃত সূর্য্যবন্দার শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	২৮৩
১০। প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবতা	শ্রীঅখিনীকুমার দে	২২২
১১। প্রসপেক্ট পাহাড়ের ভূতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	২১৯
১২। বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখনপ্রণালী	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৫১
১৩। বাঙ্গালা শব্দকোষ [ সমালোচনা ]	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১৫
১৪। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	২৪১
১৫। বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি	শ্রীননীগোপাল মজুমদার	৬৯
১৬। মহাভারতের সময়	শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী	১৩৯ ও ১৬১
১৭। মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য	ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	৯৫
১৮। রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ	শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ	৭৫
১৯। শ্রীনগর	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	২৫৭
২০। সমালোচনার উত্তর	রায়বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ	৫৯
২১। সঙ্ঘোদন	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ	৮১





## তৃতীয় বিএইপালদেবের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসনখানি নবাবিকৃত নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি বহু দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যার উত্তম করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “Palas of Bengal” এবং “বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ” নামক গ্রন্থ-দ্বয় রচনাকালে আমাকে এই তাম্রশাসনখানি পুনর্যায় পাঠ করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে যে পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

“১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদালের [ কোম্পানী বাহাদুরের ] কুঠীর প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী [ সুলতানপুরের অন্তর্গত ] আমগাছি নামক একটি পুরাতন ইষ্টকাচ্ছাদিত পরিভ্যস্ত স্থানে এক কৃষক মুক্তিকা খনন করিতে গিয়া, এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়া, পুলিশের হস্তে সমর্পণ করায়, ইহা দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট প্যাটল সাহেব কর্তৃক কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহার আবিষ্কার-কাহিনী সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শাসনখানি তদবধি সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইতেছে।”

“সুবিধাত অধ্যাপক কোলব্রুক এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষর বিলোপের জন্ত, তিনি ইহার সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত করিতে অশক্ত হইয়া, একটি আংশিক বিবরণ মাত্রই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। সোসাইটির শত-বার্ষিকী বিবরণী প্রকাশিত করিবার সময়, অধ্যাপক হরগলি আবু একবার পাঠোদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যত দূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে এই শাসনলিপির পড়াংশের পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ কর্তৃক উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লিপির পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।”

“অধ্যাপক কোলব্রুক এবং অধ্যাপক হরগলি যত দূর পর্যন্ত পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তত দূর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। বংশবিবৃতি-সূচক শ্লোকাবলীর মধ্যে অনেক শ্লোকই নারায়ণপালদেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত ] এবং মহীপালদেবের [ বাণগড়ের আবিষ্কৃত ] তাম্রশাসন হইতে গৃহীত বলিয়া, এই দুইটি শাসন-লিপির সাহায্যে অধ্যাপক কিলহর্ণ পড়াংশের একটি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা কাহাকে ভূমি দান করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারে নাই; “দূতকে”র পরিচয়ও উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক কোলব্রুক ইহাকে “ষাদশ সংবৎসরের লিপি” বলিয়া এবং অধ্যাপক

কিল্‌হর্ণ “বাদশ বা ত্রয়োদশ সংবৎসরের লিপি” বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন” ১২

“গৌড়লেখমালা” সম্বলনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাত্ত্বশাসনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া, স্বর্গগত অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ যে অংশের পাঠ উদ্ধার করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাত্র সেই অংশের উদ্ধৃত পৃষ্ঠা ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ১৩। আমার অহুরোধে এসিয়াটিক সোসাইটিব তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, এচ., টিপার (G. H. Tipper) তাত্ত্বশাসনগানি চারি বৎসর কাল আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। “Pālas of Bengal” প্রকাশকালে এই তাত্ত্বশাসনের ভূমিগ্রহীতার নাম সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই। তাত্ত্বশাসনখানি আমার হস্তগত হইলে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তখনও পর্য্যন্ত উহা পরিস্কৃত হয় নাই, উহাব অক্ষরসমূহের মধ্যে মূর্তিকা ও তাত্ত্বকলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। তাত্ত্বশাসনের যে স্থান ভূমিগ্রহীতার নাম ও বংশপরিচয় আছে, পরিস্কৃত হইলে দেখা গেল যে, ঐ অংশের যে আনুমানিক পাঠ “Pālas of Bengal” ১৪ এয়ে ও “বাল্লালার ইতিহাস, প্রথম ভাগে” ১৫ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা মূল্যহীন নহে।

তাত্ত্বশাসনখানি পরিস্কৃত হইলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ভাগলপুরে আবিস্কৃত নারায়ণ-পালের ও বাণগড়ে আবিস্কৃত প্রথম মহাপালের তাত্ত্বশাসনের সাহায্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ, এই তাত্ত্বশাসনের প্রথম বিংশতি পংক্তির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব নহে। তাত্ত্বশাসনের উৎকর্ণ লিপির অনেকাংশ ফয়ের জন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাল-রাজবংশের যে সমস্ত তাত্ত্বশাসন অস্তাবধি আবিস্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহের মধ্যে এই তাত্ত্বশাসনখানির অবস্থা সর্বাপেক্ষা ‘শোচনীয়। একখানি তাত্ত্বপটের উভয় দিকে এই লিপি উৎকর্ণ হইয়াছিল, তাত্ত্বপটখানি ১৪ ১/২” দীর্ঘ ও ১০ ১/৪” প্রশস্ত। তাত্ত্বপটের উর্দ্ধ দিকে রাজকীয় মুদ্রা সংলগ্ন আছে। মুদ্রাটি গোলাকার এবং এই বৃত্তের পরিধি উচ্চ, বৃত্তের পার্শ্বে গোলাকার বিন্দুর বৃত্তাকৃতি মালা আছে। বৃত্তের বাহিরে চারি দিকে লতাপত্র আছে এবং ইহার উর্দ্ধে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য এবং তত্‌পরি একটি ছত্র আছে। বৃত্তমধ্যে উর্দ্ধাঙ্গে ধর্মচক্র আছে; মধ্যস্থলে একটি চক্র, চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট এক একটি মৃগ এবং চক্রের নিম্নে “ত্রিবিম্বহপালদেবঃ” লিখিত আছে। বৃত্তের নিম্নার্দ্ধে লতাপত্রে পরিপূর্ণ। রাজকীয় মুদ্রা ৭ ১/২” দীর্ঘ এবং বৃত্তের ব্যাস ২ ১/৪”।

এই লিপিতে যে সমস্ত অক্ষর আছে, সেগুলির উচ্চতা ১ ১/২” হইতে ১ ১/৪”। অক্ষরগুলি সাবধানতার সহিত উৎকর্ণ হইয়াছিল। বহু কাল ভুগর্ভে অবস্থান হেতু লিপির অনেক স্থল

১। গৌড়লেখমালা, পৃ: ১২১-২২।

২। গৌড়লেখমালা, পৃ: ১২০-২৩১।

৩। Pālas of Bengal, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 80.

৪। বাল্লালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃ: ২৩৬।

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিংশতি পংক্তিতে, আরম্ভে বিংশ হইতে পঞ্চবিংশতি অক্ষর পর্যন্ত লিপি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাম্রপট্টের দ্বিতীয় দিকে প্রতি পংক্তিতে শেষের তিন চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৮ ও ৪৯ পংক্তির অধিকাংশ একবার লিখিত হইবার পরে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে পূর্নলিখিত অক্ষরগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং সেই অংশ সেই স্থানে দ্বিতীয় বার লিখিত হইলে পূর্নলেখ ও উত্তর-লেখের রেখাসমূহ একত্র মিশ্রিত হওয়ায় লিপির এই অংশের পাঠোদ্ধার অসম্ভব হইয়াছে। আমগাছি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা প্রথম মহাপালদেবের বাণগড়-লিপির বর্ণমালা অপেক্ষা সাদৃশ্যে বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার নিকটতর। স্বরবর্ণের মধ্যে “অ” এবং “আ” সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে “জ” এবং “ভ” বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময় হইতে উত্তর-পূর্ব-ভারতের বর্ণমালার “ভ” ও “হ”এর প্রভেদ সহজে নির্ণয় করা যায়।

লিপির ভাষা সংস্কৃত, ইহার প্রথম বিংশতি পংক্তিতে পালরাজ-বংশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে চতুর্দশটি শ্লোক আছে, তাহাতে প্রথম গোপালদেব হইতে তৃতীয় বিগ্রহপালদেব পর্যন্ত কুল-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই চতুর্দশটি শ্লোকের মধ্যে দ্বাদশটি পুরাতন, ইহার প্রথম চারিটি শ্লোক ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে এবং দ্বাদশটি বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহাপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমগাছি-লিপির চতুর্দশ শ্লোকটিও বাণগড়-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা উক্ত লিপির একাদশ শ্লোক। আমগাছি-লিপির দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোক নূতন।

এই তাম্রশাসন হ (?) রধা (?) ম সমাবাসিত শ্রীমজ্জস্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীনয়নপালদেবের পাদামুদ্যাত • পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব (তৃতীয়) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং এতদ্বারা চন্দ্রগ্রহণকালে বিধিবৎ গঙ্গান্নান করিয়া বিগ্রহপালদেব ত্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলে বিষমপুরাংশে দণ্ডত্রয়েশ্বর সমেত তিন কাকিনা, দুই উমান, দুই জোণ এবং ষট্ কুলাশ্রমাণ ভূমি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শাণ্ডিল্যাসিত দেবলপ্রবর সামবেদের কোথুমী-শাখাধারী হরিসত্ত্বজ্জচারী মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিজ্ঞাবিদ ক্রোড়ঞ্চি ও সংস্কার হইতে আগত, ছত্রাগামবাসী, বেদাণ্ডবিৎ পদ্মাবনদেবের পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবের পুত্র, ষোড়শ দেবশর্মা কে ভগবান্ বুদ্ধভট্টারকের উদ্দেশ্যে, তাহার রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসরে, চৈত্র মাসের মবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র গুড়িতে পারা যায় যে, তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। পোঙ্গলী গ্রামনিবাসী মহীধরদেবের পুত্র, শিল্পী শশিদেব কর্তৃক এই লিপি উৎকর্ণ হইয়াছিল। মহীধরদেব বিজয়া-দিত্যের পুত্র এবং বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহাপালদেবের তাম্রশাসন তৎকর্তৃক উৎকর্ণ হইয়াছিল।

প্রবন্ধের সহিত যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহা কলিকাতা চিত্রশালার প্রদত্ত-  
বিভাগের শিল্পী মুনসী ওয়াহিদউদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল।

### প্রশস্তি-পাঠ

#### প্রথম দিক্

১। ওঁ স্বস্তি ॥ [মৈ]ত্রী[ং] কারুণ্যরত্ন প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেরয়সীং সন্দধানঃ

২। [স]ম্যক্ সন্ধ্যো[দিবি]ত্তাসরি [দমলজলক্ষা] লিতাজ্ঞানপ-

৩। -কঃ। জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভব[ং] শাস্ত্রী[ং]

৪। প্রাপ শান্তি[ং]স শ্রী-মান্-লোকনাথো জয়তি দশবলেহুশ্চ

৫। গোপালদেবঃ ॥ (১\*) লক্ষ্মী-জন্ম-নিকেতনং সমকরো বোচু[ং] ক্ষমঃ স্মাভরং  
পক্ষচ্ছেদ-ভরাহুপস্থিতবতামেকাপ্রয়ো ভূভূত[ি]ং। মর্যাদা-পরিপালনৈকনিরতঃ সো (শৌ)-  
র্য্য [ি]-

৬। 'লয়োহম্মদভূক্ত' ঋগ্বেদে বিল্লাসহাসিমহিমা শ্রীধর্মপালো নৃপঃ ॥ (১\*) রাম-  
শ্রেণে গ্রহীতসত্যতপসস্তত্ত্বানুরূপো শুভৈঃ সৌমিত্রে রুদ্রপাদি তুল্য-

৭। [মহিমা বাক্]পা[ল-নামা]নুজঃ। যঃ শ্রীমন্নরবিব্রুতৈকবসতিত্রীভূঃ স্থিতঃ শাসনে  
শূভ্রাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ (২\*) (৩\*) তস্মাদ্-

৮। [-পেত্র-চরিতৈর্জগ]তী স্পৃহানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনাম। ধর্মবিষা[ং]  
শময়িতা যুধ দেবপালে যঃ পূর্ব্বজো ভুবনরাজ্যস্থখাশ্রবৈ(নৈ)যৌৎ ॥ (৪\*) শ্রীমা-

৯। -[নৃ বিগ্র]হপালন্তং সমুদ্রজাতশক্রিব জাতঃ। শত্রুবিনতা-প্রসাধনবিলোপি-বিমলা-  
সিজলধারঃ ॥ (৫\*) দিক্পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহবিভ-

১০। -[কান্ ওপান্] শ্রীমন্তং জনসামুদ্রব তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং। যঃ ক্ষেপীপতিভিঃ  
শিরোমণিক্রচাশ্রিষ্ঠাংষি[ ] পীঠোপল[ং] তায়োপান্তমলঙ্কার চরিতৈঃ ॥

১১। [শৈ]রেব ধর্মাসনং ॥ (৬\*) তোয়্যশরৈর্জলধিমূলগভীরগর্ভদেবালৈশ্চ কুল-  
ভুবরুতুল্যকৈশ্চ। বিখ্যাত-কীর্তিরভবন্তনয়শ্চ তত্ত্ব শ্রীরাজ্যপাল ই-

১২। -তি ম[ধ্যম]লোকপালঃ ॥ (৭\*) তস্মাদ্ পূর্ব্বক্ষিতপ্রারিধিরিব মহসা[ং] রাষ্ট্র-  
কূটাধরেন্দ্রোজ্ঞানস্তোভু স্মোলের্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা[ং] প্রসূতঃ [ি] শ্রীমা-

১। প্রভুরা।

২। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৩। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৪। ভাষ্যশাসনে এই পৃষ্ঠ আছে, যৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক অহমিত সংশোধন-চিহ্ন মূলে লাই—গৌড়লেখমালা,  
পৃঃ ১২৪, পাদটীকা ৪।

৫। বসন্তভিলক।

৬। আর্ধ্যা।

৭। এই স্থানে ছেদ অনাবশ্যক।

৮। শার্দূলবিক্রীড়িত।

৯। "কুলভূধর"। মূলে "কুলভূর" উৎকীর্ণ আছে।

১০। বসন্তভিলক।

১৩। -[ন-গোপাপদেব]শিরতরমবনেৱেকপত্ন্যা ইবৈকো ভর্ত্তাভূমৈকরজ্জহ্যতিথচিতচতুঃ-  
সিদ্ধুচিত্রাংগুকারাঃ ॥১১ (৮\*) য[২] স্বামিন[২] রাজশুণৈরনুনমাসেবতে চা-

১৪। -[কৃতরাহ্ন]রক্তা। উৎসাহমস্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষ্মীঃ পৃথী-[২] সপত্নীমিব শীলমন্ত[২] ॥  
(৯\*) ১২ তস্মাৎভুব সবিতুর্বহুকোটিবর্ষা। কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেব

১৫। -[:। নেত্রপ্রিয়েণ ] বিমলেন কলা[ময়েন যে]নোদিতেন দলিতো ভুবনস্ত তাপঃ ॥  
(১০\*) ১৩ হতসকলবিপুলকঃ সঙ্গরে বাহুদর্শাদনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাশাঙ পিত্রাম্ [।\*]

১৬। [নিহিত-চর]ণপদ্মো ভূততাং মুগ্ধি [তস্মা] দত্তবদবনি-পালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ (১১\*) ১৪  
(১১\*) ত্যজ্ঞানোবাসজ[২] শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভূতা[২] বিতম্ন সর্বাশাঃ প্রসভ-

১৭। [মুদয়াস্ত্রে]দ্রিব রবিঃ [।\*] হত[ধ্বাস্তঃ] মিথ[প্রকৃতি]রহুরাগৈকবসতিস্ততো ধনঃ  
পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥০ (১২\*) ১৫ পীতঃ সজ্জনলেচনৈঃ ১৬ অরিরপোঃ পূজা-

১৮। [মুরস্তঃ] স[দা]। সংগ্রামে [চতুরোহ]ধিক[ধ] হরিতঃ কৃষ্ণ[ঃ] কুলে বিধিবাং।  
চাতুর্ধর্মসমাপ্রয়ঃ সিতবশ[ঃ] পু[ঞ্জৈ]র্জগজ্জয়ন শ্রীমহিগ্রহপালদেবনৃপতিঃ(২)

১৯। [পুণ্যৈর্জনানান]মভূৎ ॥ (১৩\*) ১৭ [দেশে] প্রাচি প্রচুরপন্নসি স্বচ্ছমাপীম্য তৌরং  
স্বৈরং ভ্রাতৃ তদমুমলয়োপত্যচন্দনেষু। কৃত্বা সাত্রেস্তকৃষু জড়তাং শীকটৈর-

২০। [-ভ্রতুল্যঃ] প্রালেয়াস্ত্রেঃ] কটক[মভুজ] মস্ত সেনাগজেন্দ্রাঃ ॥ (১৪\*) ১৮ স খলু  
ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান নানাবিধনোবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধনিহিত-

২১। [শৈলশিখরশ্রেণী] বিভ্রমাং ॥ নিরতিশয়ঘনঘনাবনবটাস্রামায়মানবাসরলক্ষ্মীসমীরক-  
সম্বত-জলদসময়সন্দেহাৎ। উদীচীনানেক-

২২। -নরপতি প্রাভূ[তি কৃতাপ্রামেয় হ]য়বাহিনী খ[রথু]রোঃখাত] ধূলিধূসরিতদিগন্ত-  
রাশিৎ। পরমেশ্বর-সেবা-সমাবাতাশেষজম্বুদ্বীপভূপালানন্ত

২৩। -পাদাতভর[নমদবনেঃ]। (হ?)র ধা (?) ম সমাবাসিত [শ্রী]মজ্জম্বজ্জ্বাবারাং।  
পরমসৌগতো মহারা[জা\*]ধিরাজ শ্রীনয়পালদেবপাদামুখ্যাতঃ পরম-

২৪। -শ্বরঃ [পরমভট্টারকো মহা]রাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ বিগ্রহপালদেবঃ কুশলী। শ্রীপুণ্ড্র-  
বর্দ্ধনভুক্তো কোটীবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীগ্রাম-

২৫। মণ্ডল[ান্তঃপাতি স্ব] সম্বন্ধজাবচ্ছিন্নতলোপেত অধুনা হলকলিত ॥ কাকিনীজয়ো-  
ধিকোদমানঘয়োপেত ১১।

১১। প্রকরা।

১২। ইন্দ্রবজ্রা।

১৩। বসন্তভিলক।

১৪। মালিনী।

১৫। শিমরিণী।

১৬। হুলে 'লোচনৈঃ' স্থানে 'লেচনৈঃ' লিখিত আছে।

১৭। শিমরিণী।

১৮। মলাক্রান্তা।

১৯। হুলে 'কাকিনীজয়োধিকোদমানঘয়োপেত' স্থানে 'কাকিনীজয়োধিকোদমানঘয়োপেত' উৎকর্ষ আছে

২৬। স..... সীমান্তঃ। জ্যোৎস্নসমেত। ষট্ কৃত্যগ্রমাণ দণ্ড (৭) ত্রহেৎস্বরসমেত বিষম-  
পুরাংশে সমুপগতাংশ-

২৭। -স-[রাজপুরুষান্ রাজ] রাজশ্রুত। রাজপুত্র। রাজামাত্য। মহাসাক্ষিবিগ্রহিক।  
মহাকপটলিক। মহাসামন্ত। মহাসেনাপতি। মহাপ্রতীহার।

২৮। দৌ ( : সাধসাধনিক। মহা ] দণ্ডনায়ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থানীয়োপরিক  
দাসাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ডপাসিক। দৌ—

২৯। -[ক] [ক। যৌল্লিক। ক্ষেত্রপ। ] প্রান্তপাল। কোটপাল। অঙ্গরক্ষ। তদাঙ্ক  
বিনিবৃত্তক। হস্ত্যখোড়ুনৌবলব্যাপ্তক। কিশোরবড়বাগোমহিষাক্ষা-

৩০। -[বিকাধ্যক্ষ দূতপ্রেষণিক। গমা] গমিক। অভিত্বরমাণ। বিষয়পী২। গ্রামপতি।  
তরিক। সৌড়। মালব। ষস। হুণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট।

৩১। [ ভট। সেবকাদীন। অত্যাংশা ] কীর্তিতান্। রাজাপাদোপজীবিন [ঃ\*]। প্রতি-  
বাসিনো। দ্রাক্ষগোস্তরান্। মহন্তমোন্তমকটু-বিপুরোগা মেদাকুচগুলপর্ষাভা-

৩২। -[ন বধার্থঃ মানয়তি। বোধয়তি ] সমাধিশতি চ। বিদিতমন্ত ভবতা[ং]।  
ষধোপরিলিখিতোয়ং গ্রামঃ। স্বসীমাতৃগবুত-[গোচ]রপর্যাস্তঃ সতলঃ সো[ক্ষেপঃ]

৩৩। [ সাত্তমধুকঃ। সজলহুলঃ সগর্ভো ] যরঃ সদশাপচারঃ সচৌরোদ্ধরণঃ পরিকৃত-  
সর্বপীড়ঃ। অচাটভট [ প্রবেশঃ ] অকিঞ্চিদপ্রগ্রা[হঃ সমস্তভা- ]

### ষিতীয় দিক্

৩৪। ইগ ভোগকর হিরণ্যাদিপ্রত্যায়সমেতঃ ভূমিচ্ছিন্নজ্ঞায়েনা-

৩৫। -চন্দ্রার্ককিত্তিসমকালম্ মাতাপিত্রোরাশ্বানশ্ [ চ পুণ্য ]

৩৬। -যশোভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তঃ বুদ্ধতট্টারকমুদিশ্র [ শান্তি ]-

৩৭। -ল্যঙ্গগোত্রায়। শান্তিলা-অসিত-নৈবলপ্রবরা[য়]

৩৮। -হরিশত্রুক্ষারিণে। সামবেদিনে। তৌখুমৌশাধাধায়ি-

৩৯। -সে। মীমাংসামা(ব্যাক্ত)করণতর্কবিজ্ঞাবিদে। কোড়কিবিবির্গতমৎস্তাবাসবিনির্গ-  
তায়। ছত্রাগ্রামবাস্তব্যায়। বেদান্তবিৎপদ্মাবনদেবপৈ(পৌ)ত্রায়। মহো-

৪০। পাধ্যায় অঙ্কদেবপুত্রায়। ষোড়শদেবশর্ষণে। সোমগ্রহে বিধিবৎ গজায়াং ষায়া  
সাসনীকৃত্য প্রদন্তোহিমাভিঃ। অতো ভবন্তিঃ সর্কৈরেবামন্ত[ব্য]-

৪১। স্ ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দ্দানফলগোরবাং। অপহরণেন চ মহানরক-  
পাতভয়াং। দানমিদমমুমোভামুমোচ্ছামুপালনীয়ম্ প( )ত(তি)বাসিভি-

৪২। -স ক্ষেত্রকটয়ঃ। আভ্যপ্রবণবিধেয়ীভূয় ষধাকালং 'সমুচিতভাগভোগকরহিরণ্যাদি-  
প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি ॥ সম(৪)৫ ১২ চৈত্র দিনে ৯ ভবন্তি

৪৩। 'চাঅ ধর্মাহুশ [২] সিনঃ স্নোকাঃ ॥ বহভি ( ' ) বহুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ ।  
যন্ত যন্ত যদা ভূমিস্তন্ত তন্ত তদা ফল[২] ॥ ভূমি[২] যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি বশ্চ ভূমি[২] প্র-

৪৪। -যচ্ছতি । উভৌ তৌ পুণ্য[ক]র্মাণৌ নিয়তং স্বর্গ-গামিনৌ । [।\*] গামেকাং  
ব্রহ্মমেকাঞ্চ ভূমেরপার্কমঙ্গুলং । হরসরকমায়তি যাবদাহুত[সংগ]বম্ ॥ বন্তিষর্ষ-

৪৫। সহস্রাপি স্বর্গে মোদ[তি, ভূ]মদঃ ॥ (।) আক্ষেপ্তা চান্নমস্তা চ তামেব নয়কে  
বসেৎ ॥ স্বদত্তা[২] পরদত্তা[২] বা যো হরেত বহুকরাম্ । স বি[ষ্ঠা]য়াং কৃমি['] ভূত্বা পি-

৪৬। -ভূভিঃ সহ পচ্যতে ॥ সর্বানতান্ ভাবিনঃ পার্শ্ববেজ্রাং (ন) ভূয়ো ভূয়ঃ প্রার্থযতোষ  
রামঃ । সামাজ্যোয়ম্ [ধ]র্মসেতুন পাণা [২] কালে কালে পাল[নীয়ঃ ক্র]মেণ ॥ ই-

৪৭। -তি কমলদলাযু [বিন্দুলোলাং শ্রিয়মুচিস্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ । সকলবিদমুদাহৃতঞ্চ  
বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরিকীর্তয়ো বিলো[প্যঃ ॥ ] সৌসা-

৪৮। -বস্তিমার্য্যাং [দার (?) সং সভাদ(?) সানিপিঃ ব্রহ্মাপি স্বরধামাধনোঃ শ(?)ক্র(?)  
গাম্ দত্ত ভূভুজাং ॥ শ্রীমদ্বিগ্রহপালক্ষিতিপতিতিলকো ম্ পি . . : । শ্রীবৃষায় [রাজ  
ম (?) কৌ] ধাম্-

৪৯। বজ্রিণমিহ শাসনে দূতং ॥ পোসলীগ্রামনির্যাত-মহীধরদেবহুনা ইদং শাসন-  
মুৎকীর্ণং শশিদেবেন সি (পি) স্নিনা [।]

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২০। মূলে এই অংশ এক বার লিখিত হইলে তাহা কাটিয়া সেই অংশের উপরে গুনকবার বাহা লিখিত  
হইয়াছিল, তাহার আংশিক পাঠমাত্র সম্ভব।





## বাক্সালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য\*

আমাদের মনে হয়, বাক্সালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিম-বঙ্গের প্রদেশ-বিশেষের শব্দ-কোষ; ইহা সমগ্র বাক্সালার শব্দকোষ নহে। কেন না, আমরা এই গ্রন্থে উক্ত দেশ বা প্রদেশের গ্রাম্য এবং কথ্য ভাষার শব্দাদি যে পরিমাণে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, পূর্ব বা উত্তর-বঙ্গের সেক্ষেপ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ এক জনের পক্ষে সমগ্র বঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য। তবে আশা করা যায়, অদূর-ভবিষ্যতে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের কোনও মনীষী এ বিষয়ে অধ্যাপক যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া সেই সেই দেশের শব্দকোষ সংকলন করিলে, বাক্সালা শব্দকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে বাক্সালায় আগত, শব্দকোষে সেই 'সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংকৃত হইতে নির্ণীত হওয়ার অনেক স্থলে কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে। নিম্নে তাহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(১) “অকস্মা” শব্দ শব্দকোষে গ্রাম্য বলিয়া নির্দিষ্ট এবং গ্রাম্য শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে—“গ্রাম্য, অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়।” “অকস্মা” শব্দ যে কেবল অশিক্ষিতেরাই ব্যবহার করে, ইহা ঠিক নহে। কথা কহিবার ভাষায় শিক্ষিতদিগকেও উহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ‘কস্ম’ শব্দ শিষ্ট প্রাকৃত এবং ইহারই পরিণতিতে ‘কাম’ শব্দ জাত। সুতরাং কথ্য ভাষায় ‘কস্ম’ ও ‘কাম’ উচ্চারণই স্বাভাবিক। বাহ্য স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না। এ অবস্থায় এই শ্রেণীর শব্দকে “অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষায়” না বলিয়া “কথিত ভাষায়” বলিলেই শোভন হইত।

“(২) “অকাজ” শব্দ সংস্কৃত “অকার্য্য” শব্দ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের পরিণতির ধারা আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কু—ধর্ম—ধরম, কর্ম—করম, ভ্রম—ভরম, প্রীতি—পিরীতি প্রভৃতি। উপরোক্ত নিয়মে “কার্য্য” শব্দের পরিণতিতে ‘কারয়’ শব্দ উৎপন্ন হওয়া এবং ‘জ’ স্থানে ‘য’ হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত ‘কজ্জ’ শব্দ হইতে ‘কাজ’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা বলিলে কোন গোল-যোগ হয় না। কজ্জ = কাজ, তথা অকজ্জ = অকাজ, ইহা সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

• (৩) “অতিথি” শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—“ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী।” ইহা ঠিক হয় নাই। শ্রীধরস্বামী অতিথি শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“অজ্ঞাতপূর্ব্বগৃহাগত ব্যক্তিঃ।” অতিথির লক্ষণে লিখিত হইয়াছে,—

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, বর্ষ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

+ রায় শ্রীমুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি, এম্ এ, বাহাদুর-প্রণীত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বাক্সালা শব্দকোষ।

“যন্ত ন জায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ ।

অকস্মাৎ গৃহমায়ান্তি সোহতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥”

অমরকোষে—“আগন্তুঃ গৃহাগতঃ ।” হেমচন্দ্রে—“অভ্যাগতঃ ।” এই সকল প্রমাণে অপরি-  
চিত কোন ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহাকেই অতিথি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহা  
জানা গেল। কিন্তু আজকাল পরিচিত কোন ব্যক্তি গৃহে আসিলে তাঁহাকেও ‘অতিথ’ বলা  
হয়। তা তিনি সাধু-সন্ন্যাসীই হউন, আর সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তিই হউন। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী অর্থে  
অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও নাই। অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের  
এক পর্য্যায়ের শব্দ। সহচর ও এক পর্য্যায়—এই দুইটি শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সমান অর্থে  
ব্যবহৃত যে শব্দ, তাহাই এক পর্য্যায়; আর শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়,  
তাহাই সহচর।

(৪) “অভরণ” শব্দটি গ্রাম্য বলিয়া নিদ্রিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন এবং পদাবলী-  
সাহিত্যে শব্দটির এত অধিক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাতে ইহাকে কোনরূপেই গ্রাম্য বলা  
যায় না। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

কৈলাস জিনিয়া শিব দেহের বরণ।

প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অ ভ র ণ ॥—গঙ্গামঙ্গল।

বলকত অ ভ র ণ চমকিত চন্দন :—শারদামঙ্গল।

আপন কন্ডারে নানা অ ভ র ণ দিল।

গন্ধ চন্দন মাণ্ড্যে স্রবশ করিল ॥—চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং।

সুতরাং ‘অভরণ’ শব্দটিকে গ্রাম্য বলা আমাদের মতে সমীচীন নহে। হিন্দী ভাষাতেও  
‘অভরণ’ শব্দ আছে।

(৫) “অমির” শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে অনেক দেখা যায়। উহার অর্থ অমৃত।  
অমির, ইহার উচ্চারণ-বৈষম্যে অমিরা—এই শব্দটির প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর  
আছে। প্রাকৃত ‘অমিঅ’ এবং শেষের স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু ‘অমিআ’ শব্দ হইতেই যে  
উক্ত শব্দ দুইটি আগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ত্রীষুক্ত  
যোগেশ বাবু সংস্কৃত ‘অমৃত’ শব্দ হইতেই উক্ত শব্দটিকে জাত ঠিক করিয়াছেন এবং ‘অমির’  
শব্দের জ্রীলিঙ্গে ‘অমিরা’ এইরূপ বলিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, ‘অমির’ শব্দের জ্রীলিঙ্গে  
‘অমিরা’—এরূপ বলা ঠিক নহে। রামা, শ্রামা, কেষ্ঠা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অস্ত্য স্বরের  
বলবৃদ্ধি হেতু জাত, প্রাকৃত ‘অমিঅ’ শব্দও সেইরূপ কথ্য বঙ্গভাষার উচ্চারণে অস্ত্য স্বরের  
বলবৃদ্ধিবশতঃ ‘অমিআ’ রূপের মধ্য দিয়া ‘অমিরা’ আকার পাইয়াছে, ইহাই আমাদের মত।

(৬) “আ” ধাতুর প্রয়োগে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—“আমি আই,” এরূপ প্রয়োগ  
বাংলায় হয় না। কিন্তু আমরা জানি, পূর্ববঙ্গে এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে শিক্ষিত  
লোকে প্রায়ই এরূপ প্রয়োগে অভ্যস্ত নহেন।

(৭) “আই, আউ” শব্দ দুইটি গ্রাম্য বলিয়া লিখিত হইয়াছে;—অর্থ আয়ু। “আই” শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, আমরা জানি না; কিন্তু “আউ” শব্দ প্রাচীন শিষ্ট-সাহিত্যে অনেক দেখা যায় এবং শব্দটি প্রাকৃত। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু ‘শৃঙ্গপুরাণ’ হইতে ‘আউ’ শব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাকে গ্রাম্য বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শৃঙ্গপুরাণের বানান-পদ্ধতি প্রাকৃতের নিকটবর্তী বলিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু উহাকে মূর্থ লোকের লিখিত অনুদ্ধ বানান-বোধে ‘আউ’ শব্দটিকে গ্রাম্য বলিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষার প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে উহাকে অনুদ্ধ বানান বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য হইতে ‘আউ’ শব্দের দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

অ া উ থাকিওঁ কাহাঞি মরণ ইছসি।—চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন।

নমস্কার কৈলে ন্যূণ বোলে দীর্ঘ অ া উ।—গোরক্ষবিজয়।

এই সকল দেখিয়া ‘আউ’ শব্দটিকে কোন মতেই গ্রাম্য বলা সমীচীন নহে।

(৮) “আই আই” শব্দ দুইটি সংস্কৃত “অগ্নি” সম্বোধন হইতে জাত বলা হইয়াছে এবং “আই মা” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“অগ্নি মাতঃ।” আমরা কিন্তু মনে করি, মাতৃবাচক ‘আই’ শব্দ হইতেই ‘আই মা’ এবং ‘আই আই’ শব্দের জন্ম অসম্ভব করা সম্ভব। “অগ্নি মাতঃ” এরূপ সম্বোধন কোথাও শোনা যায় না, পক্ষান্তরে “মা জননি” এরূপ সম্বোধন আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। ‘মা জননি’ সম্বোধনে বৈরূপ একার্থক দুইটি শব্দ বর্তমান এবং তাহা ঐক্যকটু বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেইরূপ ‘আই’ শব্দের মাতা অর্থ হইলেও তাহার পরে আবার ‘মা’ শব্দ সংযোগ করিয়া ‘আই মা’ সম্বোধন হইতে পারে, ইহা মনে করা অসম্ভব নয়। বিশ্বম্ভরচক “আই আই” শব্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র হইতে শব্দকোষে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নাকে হাত এয়োগণ বলে অ া ই অ া ই।

কোন একটা বিশ্বয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে জ্বীলোকেরা কেহ কেহ “ওমা ওমা” বা কেহ কেহ “আই আই” এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহার অর্থ একই মাতৃবাচক বটে। কিন্তু সংস্কৃত ‘অগ্নি’ শব্দ হইতে ‘আই’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করিলে এ স্থলে “আই আই” শব্দের কোন সদর্থ হয় না। পক্ষান্তরে জ্বীলোকেরা বিশ্বয়ে নাকৈ হাত দিয়া আই আই অর্থাৎ ও মা ও মা বলিতেছে—এইরূপ অর্থ বেশ সংলগ্ন হইতে পারে; সুতরাং আমাদের মনে হয়, বিশ্বম্ভর, বিন্দা, ঘণা প্রভৃতি অপরাপর অর্থে যে সব ‘আই’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, মাতৃবাচক ‘আই’ শব্দ হইতেই তাহার উৎপত্তি অসম্ভব করা অযুক্ত নহে।

(৯) “অঁধর” শব্দটি সংস্কৃত ‘অন্ধর’ শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা না বলিয়া প্রাকৃত “অক্ধর” শব্দ হইতে জাত হইয়াছে, এই কথা বলিলে ভুল হয়। কেন না, ‘অঁধর’ শব্দের ‘ধ’ সংস্কৃত ‘অন্ধর’ শব্দ হইতে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাকৃত হইতে পাওয়া যায়।

(১০) সংস্কৃত ‘আকুল’ শব্দের পরিণতিতে প্রাকৃত ‘আউল’ শব্দ জাত হইয়াছে,— উহার অর্থ আকীর্ণ অর্থাৎ ছড়ান। প্রাকৃত এই ‘আউল’ শব্দই বাঙ্গালা ভাষায় ‘আউল’ তথা ‘আউলা’ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলী ও অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃতকোষে আকুল শব্দের উপরোক্ত অর্থ দ্রষ্ট হইয়াছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালার আউল, আউলা ধাতুর প্রচলিত অর্থও এইরূপ বটে। কিন্তু শব্দকোষে আউল ও আউলা ধাতুর অর্থ লিখিত হইয়াছে,—‘আউলাই—মোচন করি’ এবং ইহার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—‘আউলিয়া কবরী, আউলাইল মাথার কেশ।’ উদ্ধৃত হই স্থলে ‘আউল’ ধাতুর ‘আকীর্ণ’ ও ‘ছড়ান’ অর্থ হইতে মোচন বা ধোলা—এই গোণ অর্থ (Secondary meaning) কোন মতে স্বীকার করিয়া গইলেও ‘হতা আউলান, কাপড় আউলান’ প্রভৃতি স্থলে ‘ধোলা’ বা ‘মোচন করা’ অর্থ কোনরূপেই কল্পনা করা যায় না। কোনও শৃঙ্খলা বা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিজ্ঞানতঃ জিনিষকে বিপর্যাস্ত করা অর্থেই আউলা ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। পুরোক্ত ‘আউলিয়া কবরী ও আউলাইল মাথার কেশ’ এই দুই স্থলে মোচন অর্থ কোনরূপে মানিয়া লইলেও, এখানে যে ‘বিপর্যাস্ত’ অর্থই অধিক সমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আউলা ধাতুর কেবল ‘মোচন’ অর্থ না করিয়া ‘আকীর্ণ’ ও ‘ছড়ান’ অর্থও গ্রহণ করা উচিত। আবার ‘ব্যাকুল’, ‘উৎকণ্ঠা’ অর্থেও ‘আউলা’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। বলা,—

“দেখিতে কি মুখ উঠে কি বলিব তা।

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।”—প-ক-ত, ৭৪৮ পদ।

(১১) সংস্কৃত ‘আবর্ত’ শব্দ প্রাকৃতে ‘আবট্ট’ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ব-কারের উচ্চারণ ও-রূপে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন, আবাস—আওয়াস। এইরূপে প্রাকৃত ‘আবট্ট’ শব্দ ‘আওট’ রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ‘আওটা’ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। হৃদ্ব আওটান অর্থে ছুদ্ব আলে চড়াইয়া আলোড়িত করা; ইহার অর্থ কখন ‘দ্রবীভূত করা’ হইতে পারে না। তবে ‘ধাতুদ্রব্য আওটান’—ইহাতে দ্রবীভূত অর্থ আসিতে পারে। ধাতু দ্রব্যের উল্লেখ না করিয়া, হৃদ্ব আওটানের দৃষ্টান্তের পূর্বে ‘দ্রবীভূত করি’ এই কথা বলায় সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা। আর ‘আওটা’ ধাতুর উৎপত্তি সংস্কৃত আবর্তিত শব্দ হইতে না করিয়া প্রাকৃত ‘আবট্ট’ শব্দ হইতে করাই উচিত।

(১২) “আজ” ধাতু সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে জাত, শব্দকোষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধাতুটি খাটি প্রাকৃত। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দিলাম,—

পরিকল্পিত কেন্দ্র গজা বণ আজেছে।—প্রাকৃত উপদ্রব।

(১৩) প্রাকৃত ‘অজ্জ’ শব্দ হইতে বাঙ্গালার আজ, আইজ, আজি ও আজু প্রভৃতি শব্দ জাত হইয়াছে, ইহাই ভাষাতত্ত্ববিদগণের অভিমত। কিন্তু শব্দকোষে দেখিলাম,—“স-অজ্জ—

অইদ—আইদ—আইজ আসিয়াছে, সংপ্রা° অজ্জ হইতে নহে! অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত, আজি হইত না।” আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। “অজ্জ হইতে আসিলে উচ্চারণ আজ হইত,” এই কথায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষায় যে ‘আজ’ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং এই জন্ত উক্ত ‘আজ’ শব্দটিও ভ্রমবশতই শব্দকোষে লিখিত হয় নাই! যে নিয়মে ‘আজ’ শব্দ হইতে ‘আজু’ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নিয়মেই আজ শব্দের শেষে ই-কার আগম হইয়া ‘আজি’ এবং এই ই-কার পৃথক্ উচ্চারিত হইয়া ‘আইজ’ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা অসম্ভব নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং ‘আজ’ শব্দ যখন বাঙ্গালায় বহু প্রচলিত, তখন প্রাকৃত ‘অজ্জ’ শব্দ হইতেই উপরোক্ত শব্দ সকল উৎপন্ন, ইহা বলা সম্ভব।

(১৪) সংস্কৃত অষ্ট শব্দ হইতে ‘আঠ’ ও ‘আট’ শব্দের উৎপত্তি না বলিয়া, প্রাকৃত ‘অট্ট’ শব্দ হইতে বলিলেই ভুল হয়। কেন না, ‘অট্ট’ শব্দ হইতে অট্ট=অষট=আষট শব্দ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

(১৫) অষ্টাদশ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ‘আঠার’ শব্দের উৎপত্তি হয় নাই। প্রাকৃত ‘অট্টারহ’ শব্দ হইতেই উক্ত শব্দ জাত।

(১৬) “আঠি” শব্দ সংস্কৃত ‘অস্থি’ শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া, প্রাকৃত ‘অট্ঠি’ শব্দ জাত বলাই বিধেয়।

(১৭) “আধ” শব্দটিকে গ্রাম্য বলা চলে না। শিক্ষিত লোকের লিখিবার বা কহিবার ভাষায় যে শব্দের ব্যবহার নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলা যাইতে পারে। যে শব্দ শিক্ষিত লোকে কহিবার ভাষায় ব্যবহার করেন, কিন্তু সাহিত্যে যাহার প্রয়োগ দেখা যায় না, এক্ষণ শব্দকেও গ্রাম্য বলা ঠিক নহে। পরন্তু বাহ্যিক প্রয়োগ কথিত এবং সাহিত্য উত্তর ভাষাতেই পাওয়া যায়, সেই শব্দ কোনরূপেই গ্রাম্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। ‘আধ’ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্য ও কহিবার ভাষায় এত অধিক যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। আর ‘আধ’ শব্দ সংস্কৃত অর্দ্ধ শব্দ হইতে জাত নহে—উহা প্রাকৃত ‘অদধ’-শব্দজ। সংস্কৃত ‘অর্দ্ধ’ হইতে ‘অরধ’ শব্দ হওয়াই সম্ভব। অদধ=অধ=আধ। অদধ শব্দের পরবর্তী ‘অধ’ রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।

অধ নদী গেলে পুনি বহে থর বাএ॥—কৃষ্ণকীর্তন।

(১৮) “অদ্ধল” শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে—অর্থ ‘অদ্ধ’। ‘অদ্ধল’ শব্দের পরবর্তী রূপ ‘আদ্ধল’ প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; যথা,—

কামে আদ্ধল হআঁ বাট নাহি দেখে॥—কৃষ্ণকীর্তন।

ইহার পরবর্তী রূপ ‘আধল’। যথা—“আধলের লড়ি”—কবিকঙ্কণ। ‘আধল’ প্রের পহিলে

নাহি হেরলু ।” — প্রাচীন পদ । সুতরাং “অঁধল” শব্দটি প্রাকৃত ‘অঙ্কল’ শব্দের রূপভেদ নাজ। কিন্তু শব্দকোষে ‘অঙ্ক’ শব্দ হইতে ‘অঁধল’ শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে ।

(১৯) “অঙ্কার” এবং “অঁধার” শব্দ সংস্কৃত ‘অঙ্ককার’ শব্দ অপেক্ষা প্রাকৃত ‘অঙ্কার’ বা ‘অঙ্কআর’ শব্দের খুব নিকটবর্তী । প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদে ইহারই সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

নিসিঅ অঙ্কা রণী অঁধার চোরা ।

(২০) “আপন” শব্দ সংস্কৃত আর্জুন শব্দ হইতে উৎপন্ন না বলিয়া প্রাকৃত ‘অপ্পণ’ শব্দজাত বলাই উচিত বোধ হয় । কারণ, প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘অপণ’ শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

অ প ণ রচি রচি ভবনির্কাণা ।

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অ প ণ ॥—চর্যাপদ ।

ইহার পরবর্তী রূপ ‘আপণ’ আমরা কৃষ্ণকীর্তনে দেখিতে পাই । যথা,—

অ া প ণ গৌরব রাধা রাখহ অ া প ণ ॥

বর্তমান রূপ ‘আপন’ ।

(২১) সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ‘আমি’ শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্ট-কল্পনা । ত্রিযুক্ত যোগেশ বাবু যদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতের পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার মূলে প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তবে একরূপ গোলযোগ হইত না । ‘অহং’ অর্থে প্রাকৃতে ‘অন্নি’, ‘হং’ এবং ‘মম’ এই তিন প্রকর প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা,—

অহমর্থে অন্নি-হং-মমাঃ ।—প্রাকৃতসর্বস্ব ।

এই ‘অন্নি’ হইতে বাঙ্গালায় ‘আমি’ শব্দ সহজেই আসিতে পারে ।

(২২) “আবার” শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে—“(অপর বার, আর বার=আবার) ।” কিন্তু আবার বার=আর বার=আবার, এইরূপ বলিলেই ভাল হইত । অপর-শব্দজাত এই ‘আবার’ শব্দের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে অনেক পাওয়া যায় । যথা,—

অ া অ র সন্দেশ লও বাহর কহনে ।—কৃষ্ণকীর্তন ।

(২৩) যোগেশ বাবুর সিদ্ধান্ত—‘আলগ’ এবং ‘আলগা’ শব্দ সংস্কৃত ‘অলগ্ন’ শব্দ হইতে জাত । বস্তুতঃ উহা প্রাকৃত ‘অলগগ্ন’ শব্দ হইতেই উৎপন্ন । ‘অলগ্ন’ শব্দের পরিণতিতৈ ‘অলগন্ন’ তথা ‘আলগন্ন’ শব্দ উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব এবং বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে । হিন্দী ভাষাতেও প্রাকৃতের অমূরূপ ‘অলগ্ন’ শব্দ আছে ।

(২৪) “আলোনা, লোণ, লোনা” প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ‘অলবণ’ ও ‘লবণ’ শব্দ হইতে বাঙ্গালায় আসে নাই । প্রাকৃত-সাহিত্যে ‘অলোণ’, ‘লোণ’ শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে । ইহা হইতেই বাঙ্গালার “আলোনা, লোণ ও লোনা” শব্দ জাত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই ।

(২৫) “আহীর” শব্দটি প্রাকৃত। সংস্কৃত ‘আভীর’ হইতে বাঙ্গালায় ‘আহীর’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলা অনাবশ্যক।

(২৬) “উকি” শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“উকি (ওঠা)· বা, (সং হিকা)। হেচকি।” এ সম্বন্ধে আমাদের মত অল্পরূপ। প্রাকৃতে “ওক্কিঅ” বলিয়া একটি শব্দ আছে; উহার অর্থ বাস্ত, বসি করা। এই বাস্ত এবং ‘বাস্তকালীন শব্দ’ অর্থে ‘ওক’ শব্দ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। প্রাকৃত ‘ওক্কিঅ’ শব্দের পরিণতিতে পূর্ববঙ্গে ‘ওক’ শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত, ওক্কিঅ=ওকি=উকি শব্দও পশ্চিমবঙ্গে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ ‘হিকা’ বা ‘হেচকি’ নহে, বসি বা বসিকালীন শব্দ। পূর্ববঙ্গে “ওক উঠা” শব্দের অর্থ বসি ওঠা। বঙ্গের সমস্ত জায়গার খবর অবশ্য আমরা জানি না। ‘হিকা’ অর্থে ‘উকি’ শব্দের ব্যবহার কোথাও থাকিলে উহা যৈ বাস্তকালীন শব্দের ভ্রান্ত সাদৃশ্যে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২৭) বাঙ্গালা ‘উবাড়’ ধাতু প্রাকৃত ‘উগ ঘাড়’ ধাতু হইতেই জাত। সংস্কৃত-‘উৎঘাটি’ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

(২৮) ‘উচ্ছব’ শব্দ সংস্কৃত ‘উৎসব’ শব্দ হইতে আসে নাই এবং উহা গ্রাম্যও নহে। সেতুবন্ধ নামক প্রাকৃত মহাকাব্যে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শিষ্টপ্রাকৃত। যথা,—

মহারাত্রীশ্রমাং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।

সাগরঃ সৃষ্টিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি বন্দনম্ ॥—কাব্যাদর্শ।

(২৯) বাঙ্গালা “উঠা” ধাতুর মূল প্রাকৃত “উট্ঠা” ধাতু বর্তমান। ইহার সহিত সংস্কৃত ‘উৎ-স্থা’ ধাতু বা ‘উত্থান’ শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

(৩০) “উড়নী” শব্দের মূল প্রাকৃত “ওড়্ঢণ”; অর্থ—উত্তরীয়। ইহা হইতেই হিন্দী ওড়না, ওড়নী; ওং ওড়ণা; বাঙ্গালা ওড়না ও উড়নী শব্দ জাত হইয়াছে। সংস্কৃত “(আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ, ওড়ণ, ওড়না হইতে পারে” না।

(৩১) “উড়ি” শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। উহা প্রাকৃত ‘উড়িন’ শব্দ হইতে আসিয়াছে।

(৩২) “সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুঠ ধাতু” হইতে বাঙ্গালা ‘উলট’ ধাতুর জন্ম কল্পনা করিবার আবশ্যক মোটেই নাই। উহা প্রাকৃত “উল্লট্ঠ” ধাতু হইতে আসাই সহজ। উলট ধাতুর প্রাচীন রূপ উলুটা’ বলা হইয়াছে। ইহার একটি সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত দিলে ‘উলুটা’ ধাতুর প্রাচীনত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতাম। প্রাচীন এবং পদাবলীসাহিত্যে আমরা ঐ পর্য্যন্ত ‘উলট’ ধাতুর প্রয়োগই লক্ষ্য করিয়াছি।

(৩৩) এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে প্রাকৃত এগারহ, বারহ, তেরহ, চউদ্দহ, পল্লরহ প্রভৃতি শব্দ হইতে জাত। ইহাতে সংস্কৃতের কোন সংশ্লবই নাই।



(৩৪) “এবে” শব্দ প্রাকৃত ‘এবহিং’ শব্দের পরিণতি। উহার অর্থ ‘ইদানীং’; ‘অজ্ঞাপি’ নহে। যথা—

দাণিং এনহিং এন্তহে এ ব হিং ইদানীমঃ।—প্রাকৃতলক্ষণ।

মরাঠী এবহাঁ, প্রাচীন বাঙ্গালায় এবঁহী।

(৩৫) “ওথা” শব্দ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—“ওথা...ব্য. (সং তত্র)।” এই অর্থ আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। সংস্কৃতে আমরা যে স্থলে ‘তত্র’ শব্দ ব্যবহার করি, বাঙ্গালায় সেই স্থলে ‘তথা’ শব্দের ব্যবহার হয়। সেইরূপ সংস্কৃতে যেখানে ‘অমুক্ত’, ‘অমুয়িন্’ শব্দের প্রয়োগ হইবে, বাঙ্গালায় তথায় ‘ওথা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; উহা সংস্কৃত অদস্ শব্দজাত, তদৃশব্দজাত নহে।

(৩৬) ‘কই’ শব্দ সংস্কৃত ক, কহি শব্দ হইতে জাত নহে। উহার মূলে প্রাকৃত ‘কহিং’ শব্দ বর্তমান। চর্যাপদে ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

কাহু, কহিঁ গই করিব নিবাস।

‘বলা বাহুল্য, এই ‘কহিঁ’ শব্দ প্রাকৃত ‘কহিং’ শব্দেরই অমুরূপ এবং কহিঁ = কহি = কই, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।

(৩৭) “কড়াই, কড়া” এই শব্দ দুইটি সংস্কৃত ‘কটাহ’ শব্দ হইতে জাত না বলিয়া, প্রাকৃত ‘কড়াই’ শব্দজ বলিলে খুব সহজ হইত। ‘মুচ্ছকটিকে—“লোহকড়াই।”—১ম অ°।

(৩৮) “কনয়” ও “কনয়া” শব্দ দুইটি প্রাচীন সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রাকৃত “কণঅ” শব্দ হইতে বাঙ্গালায় এই শব্দটি আগত হইয়াছে এবং ইহার অবিকৃত রূপও প্রাচীন বাঙ্গালায় বর্তমান। যথা,—

“কণঅ। সদৃশ রাধা তোক্ষার-গাঅ।”—কৃষ্ণকীর্তন।

প্রাকৃত ‘কণঅ’ শব্দের অ-কার ম-কারে এবং গকার সংস্কৃত ‘কনক’ শব্দের আদর্শে ন-কারে পরিণত হইয়াই যে ‘কনয়, কনয়া’ শব্দ জাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু গ্রীষ্মক যোগেশ বাবু ইহা স্বীকার না করিয়া, সংস্কৃত ‘কনক’ শব্দ হইতেই ‘কনয়’ শব্দের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা শব্দকোষ দেখিয়া যাহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শব্দগত ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা এই যে, ‘কনয়’ শব্দ আমরা শব্দকোষে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহার প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য আছে। এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

কনয়-খচিত অবলম্বনদণ্ড।—গোবিন্দদাস।

(৩৯) “কমন” শব্দ সম্বন্ধে, শব্দকোষে লিখিত হইয়াছে,—“কমনে...ব্য. (সং কিং

স্থানে)। কোথায়।" সংস্কৃত 'কিং স্থান' হইতে 'কমন' শব্দের উৎপত্তি আমাদের অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহার মৌলিক অর্থ যে "কোথায়", এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "কোন্" এবং "কি" অর্থে প্রাকৃত "কমণ" শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাঙ্গালাতেও উক্ত অর্থে অবিকল এই শব্দটি পাওয়া যায়। যথা,—

“ইহার মরণ হএ ক ম ণ উপাএ ॥”—কৃষ্ণকীর্তন।

সুতরাং "কমণ" শব্দের মৌলিক অর্থে যে "কি" এবং প্রাকৃত "কমণ" শব্দ হইতেই যে ইহা আগত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 'কোথায়' অর্থেও অধুনা 'কমন' শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহা ঐ শব্দটির গৌণ অর্থ (Secondary meaning)। কমনে যাও—কোথাও যাও।

(৪০) "ঘুম" শব্দ অপ্রাচীন বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাইয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল,—

ঘু ম ই ন চেবই সপরিবিভাগা।—চর্যাপদ।

তবে কেহে কাল ঘু ম যাইবৌ।—কৃষ্ণকীর্তন।

ঘু ম ক আলসে জদি পলটি হৌউ পাস।—বিভাপতি।

পালঙ্কে শয়ন ঘু মে অচেতন।—ঐ

অঁখি ঢুলুঢুলু ঘু মে তে আকুল।—চণ্ডীদাস।

লখাই বিপুলা হৈল ঘু মে অচেতন।—পদ্মাপুরাণ, (বংশীদাস)।

ইহা ছাড়া প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে ইহার আরও অনেক প্রয়োগ আছে।

'ঘুম' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। "আমরাও এ পর্যন্ত ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। কিন্তু চর্যাপদে অপরাপর প্রাকৃত রূপের মত ইহার "ঘুমই" রূপ দেখিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, উক্ত শব্দটি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিলেও আসিতে পারে। তবে যত দিন না ঐ শব্দটি প্রাকৃত-সাহিত্যে বা কোষগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, তত দিন নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইবে না।

-বাঙ্গালা শব্দকোষের ১ম খণ্ডের খানিকটা মাত্র এ পর্যন্ত আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার মধ্যে যে কয়টি বিষয় আমাদের নিকট ভুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। শব্দকোষের এই সামান্য অংশ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, সংস্কৃতের দিক দিয়া বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রকৃষ্ট পছা অবলম্বন করেন নাই। বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী। সুতরাং যে সকল শব্দ প্রাকৃত ভাষা

হইতে আগত বা উৎপন্ন, সে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃতের ভিতর দিয়া করা ঠিক নহে। তা ছাড়া আমরা এত দিন যে সকল শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলিয়া জানিতাম, এখন দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকগুলিই তৎসম। সময় ও সুযোগ হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

## বঙ্গদেশের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণবিধি এবং লিখন-প্রণালী\*

বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটি, এবং এই সাত কোটি অধিবাসীর সাধারণ নাম বাঙ্গালী। বর্তমান সময়, কয়েকটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতি গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই প্রধান। আমার বিশ্বাস, কোন ধর্মের নামে কোন জাতির নামকরণ হয় নাই। মাতৃভাষা, এবং মাতৃভূমির নামানুসারেই জাতির নামকরণ হইয়া থাকে। ইহারা কেবল হিন্দুকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিকে বাদ দেন, আমার মতে তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ, বঙ্গদেশে ‘বাঙ্গালী’ নামে কোন ধর্ম নাই। বাঙ্গালার হিন্দু-সম্প্রদায়ের ধর্মের নাম ‘আর্য্য-ধর্ম’ এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্মের নাম ‘ইসলাম-ধর্ম’। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ নাম যেমন বাঙ্গালী, সেই প্রকার মাস্ত্রাজেবু হিন্দু-মুসলমান মাস্ত্রাজী, গুজরাতির হিন্দু-মুসলমান গুজরাতী, বেহারের হিন্দু-মুসলমান বেহারী, পঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান পাঞ্জাবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার ভ্রাতা ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশেই হিন্দু-সম্প্রদায় বাস করেন। বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া, হিন্দু-সম্প্রদায়িত সংবাদপত্রাদিতে, কেবল হিন্দুদিগকে ‘বাঙ্গালী’ বলিয়া উল্লেখ করার ফলে, “ক্যালকেশিয়ান” (কলিকাতাবাসী) মুসলমানেরা হিন্দুদিগকেই বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ক্রমে স্তূর পল্লীগ্রামেও এই সংক্রামকতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা যে অমঙ্গলের চিহ্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্রমে হয় ত ইহা এক প্রকাণ্ড বিব-বৃক্ষের সৃষ্টি করিবে—হিন্দু মুসলমানের মিলনে অন্তরায় ঘটাইবে।

যে সকল মুসলমান, বাঙ্গালা দেশের মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্তা এই যে, আরবের মুসলমানদিগকে ‘আরবী’, পারস্যের মুসলমানদিগকে ‘পার্সী’ এবং আফগানের মুসলমানদিগকে ‘আফগানী’ বলা হয় কেন? আমাদের এই প্রশ্নের কি কোন সহজতর তাঁহারা দিতে পারেন? যে কারণে আরবের, পারস্যের অথবা আফগানের মুসলমানদিগকে ‘আরবী’, ‘পার্সী’ ও ‘আফগানী’ বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না, সেই কারণে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকেও ‘বাঙ্গালী’ বলিয়া উল্লেখ করা ভারসঙ্গত হইবে না কেন?

কিছু বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবৃন্দের বাঙ্গালী নাম

\* বর্তমান দিন ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম প্রণালী আবিষ্কৃত হই নাই, তত দিন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রণালীই প্রচলন বাহিনীর।

সার্থক করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে ‘বাঙ্গালী’র যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে! অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য—তথা বাঙ্গালী সাহিত্যকে একরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, বাহার ফলে, ঐ সকল সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও শ্লাঘা অমুভব করিতে পারেন।

‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’ বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য-সভা। ইহা কেবল হিন্দুরও নহে, এবং কেবল মুসলমানেরও নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এখানে সমান অধিকার। এক কথায় ইহাই বলা উচিত যে, এই “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির” বাঙ্গালীমাত্রেয়ই মহাতীর্থ। মধ্যে মধ্যে এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য কর্তব্য-কার্য্যামধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

বাঙ্গাল দেশের হিন্দু-মুসলমান ধর্মপ্রাণ জাতি। এ জাতি সর্গ প্রকার অত্যাচারই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্মের প্রতি আক্রমণ, ধর্মের নিন্দা সহ্য করিতে অক্ষম। পরন্তু বাঙ্গালা দেশে ইহাই একমাত্র স্থান, যে স্থানে একে অপরের ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও ধর্মের নিন্দা করিতে বিধি অনুসারে অক্ষম। কেবল তাহাই নহে, এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন মান্ত করিয়া, ধর্মশাস্ত্রাদির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে ধর্ম-কর্ম সমাধার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সেবা ও চর্চা করিতে সক্ষম। অতএব একরূপ মহাহযোগ্য ত্যাগ করা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কোনক্রমেই উচিত নহে।

হিন্দুর সংস্কৃত, মুসলমানের আরবী ও পার্শী-উর্দূ, এবং খৃষ্টিয়ানের ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রু ধর্মভাষা। কিন্তু ঐ সকল ভাষা, এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা নহে। এ দেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের কথিত ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং ঐ সকল ভাষায় লিখিত ধর্মশাস্ত্রগুলি যত দিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত ও বঙ্গাক্ষরে আমূল উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত না হইবে, তত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বসাধারণের ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও উন্নতি লাভ একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এবং তত দিন সম্পূর্ণরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিলাভ ঘটিবে না। সুখের বিষয়, হিন্দু-ভ্রাতারা পূর্বে হইতেই এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থাদির বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আমূল উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানেরা এই কার্য্যে এখনও তত মনোযোগী হয়েন নাই।

খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা, ইংরাজী, ল্যাটিন ও হিব্রুভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তিকা ‘বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। মুসলমানেরা, আরবী ও পার্শী-উর্দূভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সমস্ত পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সংখ্যা অনেক অধিক হইলেও, ঐ সকল গ্রন্থ বিপুল বঙ্গভাষায় লিখিত নহে বলিয়া, শিক্ষিত হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান ভ্রাতারা তাঁহার কোনই

ধবর রাখেন না, এবং আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকটও তাহার কদর কম। বঙ্গদেশের হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা যে একপ্রকার হওয়া উচিত, বোধ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যত দিন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের লিখিতভাষা একপ্রকার না হইবে, তত দিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হইবে না,—তত দিন পরস্পরের মধ্যে, সদ্ভাবের বৃদ্ধি হইবে না। আবশ্যক হইলে সকল ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন শব্দ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতভাষার শব্দ অথবা কেবল আরবী, পার্শী ভাষার শব্দ বঙ্গভাষার নামে চালাইলে চলিবে না, এবং ‘বাঁহা চলিয়াছে, কেবল তাহাই চালাও’ বলিলেও চলিবে না।

বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে এক দল লোক আছেন, তাঁহারা আরবী ও পার্শী-উর্দূভাষায় লিখিত ইসলাম ধর্মগ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় (সম্পূর্ণ অথবা আংশিক) অনুবাদ করা বা হওয়া পছন্দ করেন না। তাই তাঁহারা ‘মুসলমানী বাঙ্গালার’ পক্ষপাতী।\* এ দলের যুক্তি এই যে, “মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ কোরাণের ভাষা আরবী, এবং তাঁহাদের দৈনিক ধর্মকার্য উপাসনাদি কোরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। পরন্তু আরবী ও পার্শী-উর্দূভাষার বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ অতি কঠিন। পার্শী ও উর্দূভাষার বর্ণমালাগুলি, আরবী ভাষার বর্ণমালার অনুরূপ। তাই আরবী ভাষার শব্দ, পার্শী-উর্দূ বর্ণমালার সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল পুস্তক রচনা করা হয়, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আরবী, পার্শী ও উর্দূ অক্ষর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় ও তাহার বর্ণমালার সাহায্যে, মুসলমানী ধর্মগ্রন্থাদি অনুবাদ, এবং উদ্ধৃত করিতে হইলে, মূলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কারণ, আরবী বর্ণমালার মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর আছে, যাহার উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন অক্ষরের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। আবার উচ্চারণ ঠিক না হইলে অর্থের পার্থক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে আরবী, পার্শী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ-কার্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।”

আমার মনে হয়, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে দুই চারিটি অক্ষরের রূপান্তর উপস্থিত করতঃ কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত দলের আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে, এবং পরিষদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আরবী বর্ণমালার দিকে লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ত্রিশটি অক্ষর আরবী বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। পার্শী ও উর্দূ বর্ণমালার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; এতদ্ভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা প্রত্যেকটিতে ৩৮টি। বাঙ্গালা বর্ণমালার মধ্যে মোট অক্ষরসংখ্যা ৪৬টি। সুধীবৃন্দের অবগতির জ্ঞান আমরা নিয়ে আরবী ও পার্শী-উর্দূ অক্ষরগুলি পর'পর সন্নিবেশিত করিলাম।

\* ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলিতে প্রায় দশ, কি বায় আনা রকম শব্দ আরবী ও পার্শী।

## . আরবী-বর্ণমালা

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ن ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه لا اء ي

## পার্সী-উর্দু-বর্ণমালা

ا ب پ ت ث ت ج ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه لا اء ي ی

এইবার আমরা বর্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার কোন কোন অক্ষরের সাহায্যে, আরবী ও পার্সী-উর্দু বর্ণমালার কোন কোন অক্ষর লেখা যাইতে পারে, এবং তাহা যথাযথভাবে উচ্চারিত হইবে কি না, নিম্নে তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি।

আরবীর ‘আলেক’ ও পার্সী-উর্দুর ‘আলেক’ বঙ্গভাষার বর্ণমালার ‘আ’র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোন পার্থক্য ঘটবে না। আরবীর ‘বে’ ও পার্সী-উর্দুর ‘বে’ বাঙ্গালার ‘ব’র সাহায্যে লিখিলে কোন প্রকার অস্ববিধার কারণ নাই। আরবী বর্ণমালার মধ্যে ‘পে’ ও ‘টে’ অক্ষর নাই; পার্সী-উর্দু বর্ণমালার ঐ দুইটি অক্ষর দেখা যায়। সুতরাং বাঙ্গালার ‘প’র সাহায্যে ‘পে’ ও ‘ট’র সাহায্যে ‘টে’ লিখিলে কোনই ক্ষতি নাই। আরবীর ও পার্সী-উর্দুর ‘তে’ অক্ষর, বাঙ্গালার ‘ত’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘সে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘স’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না; সে কারণ আমার মনে হয়, বাঙ্গালার ‘স’এর নিম্নে ‘সু’ ছোট ড্যাস দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘জিম’ বাঙ্গালার ‘জ’র সাহায্যে লিখিলে, উচ্চারণের কোনই ত্রুটি হইবে না। আরবীতে ‘চে’ অক্ষর নাই, পার্সী-উর্দুতে আছে; সুতরাং উহা বাঙ্গালার ‘চ’ অক্ষরের সাহায্যে লেখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘হে’ (বড় ‘হে’) বাঙ্গালার ‘হ’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘খে’ বাঙ্গালার ‘খ’র সাহায্যে লিখিলে ঠিক হয়।

আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘দাল’ বাঙ্গালার ‘দ’র সাহায্যে লেখার পদ্ধতি প্রচলন হওয়া উচিত। আরবীতে ‘ডাল’ অক্ষর নাই, পার্সী-উর্দুর ‘ডাল’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘ড’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘জাল’ বাঙ্গালার ‘জ’ দিয়া লেখার ব্যবস্থা হউক। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘রে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘র’ অক্ষরের সাহায্যে লেখা হউক। আরবীতে ‘ডে’ অক্ষর নাই। বাঙ্গালার ‘ড’ অক্ষরের সাহায্যে পার্সী-উর্দুর ‘ডে’ অক্ষর লিখিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্সী-উর্দুর ‘জে’ অক্ষর বাঙ্গালার ‘জ’র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হয় না। সে কারণ ‘জ’র নিম্নে একটি বিশুদ্ধ ‘জু’ দিয়া, একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করতঃ, উক্ত ‘জে’ অক্ষর লেখার ব্যবস্থা করা হউক। আরবীতে ‘জে’ অক্ষর নাই। পার্সী-উর্দুর ‘জে’ অক্ষর, বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে লিখিতে হইলে, আরও একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন আমার মতে বাঙ্গালা ‘জ’

অক্ষরের নিয়ে দুইটি কুদ্র জাস দিয়া, একটি নূতন অক্ষর-সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'সিন' অক্ষর, বাঙ্গালার 'স' দিয়া লেখা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'শিন' বাঙ্গালার 'শ'র সাহায্যে লিখন-পদ্ধতি আছে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'সোয়াদ' বাঙ্গালার 'স'র সাহায্যে লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চারণ ঠিক হইবে না। সে কারণ 'স'র নিয়ে একটি বিন্দু দিয়া 'স্' একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'দোওয়াদ' বা 'জোয়াদ' বাঙ্গালার 'দ' বা 'জ' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যিনি 'দোওয়াদ' উচ্চারণ করবেন, তাঁহার কোন গোলযোগ না হইলেও, 'জোয়াদ' উচ্চারণ-কারীর পক্ষে বাঙ্গালার 'জ' ব্যবহার ঠিক হইবে না। সে কারণ 'জ'র নিয়ে দুইটি বিন্দু যোগ করিয়া, আর একটি নূতন ( ) অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'তো'এ' অক্ষর বাঙ্গালার 'ত'র সাহায্যে লিখিলে কোন দোষ হয় না। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'জো'এ' লিখিবার জন্য বাঙ্গালার 'জ'র নিয়ে তিনটি বিন্দু দিয়া (জ্) আর একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'আয়েন' বাঙ্গালার 'আ' অক্ষরের নিয়ে একটি বিন্দু ( আ) দিয়া, অপর একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করতঃ লেখার ব্যবস্থা করা উচিত। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'গায়েন' অক্ষরের জন্য বাঙ্গালার 'গ' অক্ষরের নিয়ে একটি বিন্দু (গ্) দিয়া একটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করা হউক। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ফে' অক্ষর বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লেখা যায়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ছোট কাক' বাঙ্গালার 'ক'র সাহায্যে লিখিলে চলিতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'বড় কাক' অক্ষর লেখার জন্য, বাঙ্গালার 'ক' অক্ষর ব্যবহার করিলে ঠিক হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'লাম', 'মিম', 'মু' ও 'ওয়াও' অক্ষর বাঙ্গালার 'ল', 'ম', 'ন' ও 'ও' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু 'ওয়াও' কখনও কখনও 'ব'র জায় উচ্চারণ হয়। যখন এই প্রকার ঘটে, তখন বাঙ্গালার শেষ 'ব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'ছোট হে' বাঙ্গালার 'হব' অক্ষরের সাহায্যে লেখা যাইতে পারে। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'লা'মালেক' একমাত্র যুক্ত অক্ষর। সুতরাং এই অক্ষরটি, বাঙ্গালার 'লাম-আলেক' রূপে লিখিলে ভাল হয়। আরবী ও পার্শী-উর্দূর 'হামজা' ও 'ইয়া' বাঙ্গালার 'হ' ও 'ই' অক্ষরের সাহায্যে লেখা উচিত। হিন্দির ইয়া নামক পার্শী-উর্দূর দ্বারা 'ঈ' অক্ষরের সাহায্যে লিখিলে ভাল হয়।

• উল্লিখিত ব্যবস্থানুসারে যদি আরবী ও পার্শী-উর্দূর ভাবকে বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আবশ্য-কাঙ্ক্ষারী উদ্ধৃত করা যায় এবং ঐ ব্যবহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আরবী ও পার্শী-উর্দূর ভাবের লিখিত ইসলাম-ধর্ম গ্রন্থগুলির বঙ্গভাষায় অনূবাদ করা হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। ভরসা করি, বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলী আমার এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার করিয়া য য় মতামিত প্রকাশ করিতে সন্মত হইবেন না।

আব্দ ল গফুর সিদ্দিকী





## ত্রীনগর\*

রাণাঘাটে অবস্থানকালে প্রায়ই ত্রীনগরের কথা শুনিতাম। সরকারী কার্য ব্যপদেশে কয়েক বার ত্রীনগর বাইতে হইয়াছিল। প্রথম যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখনও বসন্ত ঋতুর অবসান হয় নাই। বর্ষাকালে জল সর্বত্রই বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এ সময়ে একরূপ জলপূর্ণ স্থান পূর্বে কখনও দেখি নাই। বাস্ত-ভিটাগুলি কণ্টক-গুহ্মে লুপ্তপ্রায়, পথের উত্তরপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখাগুলি বনজ লতা প্রভৃতির সহিত আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে স্বাভাবিক তোরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণ ধারে একটি সুদীর্ঘ পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাচীন রাজপুরী এই পরিখার বেষ্টিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। পরিখার উত্তর পার্শ্ব জলপূর্ণ। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিলাম, কেবল একটি Kiosque জলটুকীর কক্ষ। ইহারই অপর পার্শ্বে কাজী সাহেবের দর্গা স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অনেকে এখানে সুগী জবাই করিয়া “শীদি” দিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-ভয় নিবারণার্থও অনেককে গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হইতে হয়। স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে, গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত জমিদার মহাশয় গাজী সাহেব কর্তৃক ঐন্দ্রাদিষ্ট হইয়া এখানে ব্যাঘ্র শীকার করিতে বিরত হইলেন। তাহার স্মরণে বিখ্যাত ইহাই সত্য বলিয়া মনে করে।

গাজী সাহেবের দর্গার উপর তোত্রা আরবী লিপি-খোদিত একখানি প্রস্তরখণ্ড আছে। বোধ হয়, ইতিপূর্বে কেহই উহা স্থানচ্যুত করে নাই। প্রথমে অজ্ঞাত মুসলমান দোকানারের সাহায্যে প্রস্তরখানি উন্টাইয়া দেখিতে পাই যে, উহা কোনও বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠ হইতে সংগৃহীত। গন্ধড়ের মূর্তি স্তম্ভরূপে খোদিত রহিয়াছে এবং উহারই শিরোদেশে বিষ্ণুপদের কিরীট এখনও দেখা বাইতেছে। আরবী লিপির একখানি ছাপ উঠাইয়া, বহুবর ত্রীমুখ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। ছাপ সম্পূর্ণ উঠে নাই বলিয়া তখন লিপিখানির সন্তোষজনক পার্শ্বোদ্ধার হয় নাই। তবে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, এই অনাবিকৃতপূর্ব লিপিখানি প্রাক-মোগল-যুগের—বঙ্গদেশের কোনও স্বাধীন বাদসাহগণের রাজত্বকালে রক্ষিত। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, গাজী সাহেব রাজবাটীর সান্নিধ্যে “আন্তানা” স্থাপন করিয়া লতন পলাতু সহযোগে অখাদ্য পাক আরম্ভ করিলে স্থানীয় হিন্দু রাজা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং এই অবিস্মৃয়াকারিতার ফলেই নগরটি ধ্বংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৬ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে দেখিতে পাই যে, নদীয়ার বিখ্যাত সংক্রামক অর বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপেই ত্রীনগর

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১ম বাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উৎসব হইয়াছিল। ফকির সন্ন্যাসীর শাপের অপেক্ষা ম্যালেরিয়ার শাপ যে সমধিক ভয়াবহ, তাহা নদীয়াবাসিগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছে। নিকটবর্তী পরিধা ও জলাশয় প্রভৃতির অবস্থা পরিদর্শন করিলে ম্যালেরিয়াই এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় কোনও প্রাচীন পুঁথি বা লিপিতে এই জনপদবিধ্বংসী মহামারীর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ বৎসর হইতে শ্রীনগর রাজপরিবারবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। নগর প্রতিষ্ঠার কাল নির্ণয়ের জন্য আমি প্রথমে আরবী লিপির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। বটতলা থানার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, হোসেনের সাহায্যে আমি উহার যে আংশিক অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রস্তরফলকটি গোড়ের বাদশাহ হুসেন সাহার রাজত্বকালেই উৎকীর্ণ এবং সম্ভবতঃ পূর্বে উহা কোনও মসজিদে সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে নূতন ছাপ আনা হইয়া যেটুকু পাঠ্যকোর হইয়াছে, নিম্নে পাদটীকায় আরবী অক্ষরে তাহা অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইল।\*

\* ফলকটি যে অত্র কোনও স্থান হইতে আনীত, এই অনুমানই সত্য বোধ হয়। কারণ, গাজী সাহেবের দরবার নিকট কোনও মসজিদ দেখিতে পাই নাই। কেবল একটি পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক-বিন্ধ্য অশোকতরু স্থানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। নিকটে একটি পাতাল-ঘরের প্রবেশদ্বার দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের অমুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই; কারণ, স্থানটি সর্পাদির আবাস বলিয়া পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলিল,—রমজানের রোজার সময় গাজী সাহেব এই পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ৪০ দিবস ভগবদারাদনায় কালাতিপাত করিতেন। গাজী সাহেবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-কাল জানিবার উপায় নাই বটে—কিন্তু শ্রীনগরের প্রাচীনত্ব নিরূপণ হুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত “ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতং” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা রাঘব “মাদর্ণাখ্যাগ্রামে চৈকাং পুরাং চকার” এবং তৎপুত্র ৰুদ্র রায় “মহর্নোত খ্যাত ইতি গ্রামে পদ্মপুষ্পাণাং বহৌঃ শ্রীনিবিশ্র শ্রীনগরেতি তস্ত সংজ্ঞাং চকার”। উপস্থিত শ্রীনগরে দুইটি মাত্র পুষ্করিণী আছে, তাহার একটিতে এখনও পদ্ম পুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। রাজা রাঘবের পুত্র রাজা রামচন্দ্রই প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তৎপূর্বে ইহা নদীয়াধিপতিগণের বিশ্রাম-

\* قال الله تعالى ان المساحدا لله فلا تدعوا مع الله احدا قال النبي صلى الله عليه

وسلام ... ابوالمظفر حسبي شاه السلطان خلد الله ملكه و سلطانه ...

অনুবাদ—পরম শক্তিমান ভগবান কহিয়াছেন, মসজিদসমূহ নিঃশব্দেই হইবে, ঈশ্বর-বাসীত জগতের কুসংস্কার আরাধনা করিও না। ... আমাদের অমুসন্ধিৎসা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি—ভগবানের কৃপা তাহার প্রতি বার্ষিক হটক ... বলিয়াছেন ... আবুল মুজাজির হোসেন শাহ ভগবান তাহাকে ও তাহার দোষ (রাখা) ও রাজত্বকে রক্ষা করেন।

নিবাসরূপেই ব্যবহৃত হইত। ক্ষিত্রীশবংশাবলীচরিতঃ গ্রন্থের জন্মণ টাকাকার W. Pertsch ১৮৫২ খৃঃ অব্দের বালিন সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র জাহাঙ্গীরের শাসনকর্তা কোনও মুসলমান রাজপুত্রের সাহায্যে পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উত্তরাধিকার-স্বত্রে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনগর অধিকার করেন এবং তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানে Pertsch-এর অনুবাদ ষষ্ঠাংশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মূল সংস্কৃতে দেখিতে পাই—“হুগলী-কোজদারোহপি মহাশোৰ্যাদিনা পরিতোষিতো রামচন্দ্রস্ত রামজীবনস্ত চ ব্যবসায়ং জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতেন জবনং স্বীয়লিখনেন বিজ্ঞাপ্য তৎস্বাক্ষরাক্রিতং রামচন্দ্রস্ত রাজা-ধিকারিষ্মত্ কং লিখনমানায়া সমর্পিতরাজ্যং রামচন্দ্রং স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। ততস্তেন প্রস্থাপিতঃ শ্রীনগরস্থিতরাজধানীমাক্রম্য রাজ্যং শাসিতুং উপচক্রমে।” এই “জাহাঙ্গীর-নগরাধিকৃতেন” পংক্তিটি স্বরণ করিয়া “শ্রীনগর” শব্দে। টাকায় Pertsch লিখিয়াছেন,—When the (Ram chandra) had obtained from the governor of Jām-hāgira the permission to hold Government over a part of the realm of his father”। টাকার পূর্বতন নাম জাহাঙ্গীর নগর; সুতরাং “জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতপ্রধান-জবনং” প্রভৃতির দ্বারা টাকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Pertsch সাহেবের মতে শ্রীনগর হুগলীর উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। বৈদেশিক পণ্ডিতের একরূপ ভ্রম স্বাভাবিক। ৮দেওয়ান কার্তিকেশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়ের গ্রন্থে শ্রীনগরের নিকটস্থ গোপালনগর গ্রাম আঢ্য ব্যবসায়িগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গোপালনগর সেন্ট্রাল সেক্সন ই, বি, এস রেলপথের একটি অনতিক্রম ষ্টেশন। এখন ষশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পূর্বে ইহা নদীয়া জেলারই অন্তর্গত ছিল। উভয় স্থানের ব্যবধান তিন চারি মাইলের অধিক হইবে না। শ্রীনগরে বঙ্গাক্ষরে খোদিত দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎসমাজে এ সম্বন্ধে পূর্বে কোনও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এই শিলাখণ্ডদ্বয় পরস্পর সন্ন্যস্ত হইয়া প্রাচীন শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। মন্দির দুইটি এখনও বর্তমান। একটিতে এখনও পূজা হইয়া থাকে, অপরটিতে কোনও বিগ্রহাদি নাই। এখন উহা অসংখ্য চর্মচটিকার আবাসস্থান এবং একরূপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ যে, উহাতে দিবাতাগেও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকা অসম্ভব নহে। মন্দিরদ্বারে পহঁছিতে আমাদিগকে দা, কুড়াল প্রভৃতির দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। মন্দির দুইটি প্রাচীন বঙ্গদেশীয় রীতি অনুসারে নির্মিত। তাৎকালীন স্থপতিগণ বোধ হয়, আমাদিগের সনাতন পর্ণশালার অনুকরণেই মন্দির নির্মাণ করিতেন। উভয় মন্দিরেই উদগত স্তম্ভগুলি (ornamental pilasters) কারুকার্য-শোভিত ইষ্টকে বিনির্মিত। অনেকগুলি ইষ্টকে শিব-মন্দিরের চিত্র ও পৌরাণিক মূর্তি প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু অর্থের বিষয়, কোথাও জল্পীলতার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-চিহ্নশালার জন্ত যে দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়াছি, তাহা পরিত্যক্ত মন্দিরটির ইষ্টকত্ব প হইতে সংগৃহীত। শুনা যায়, দেবপ্রতিষ্ঠার অল্প কাল পরেই কোনও অনাথা স্ত্রীলোক মন্দি-

রাত্যন্তরে প্রায় হওয়ার এখানে আর কখনও পূজাচর্চা হয় নাই। এই মন্দিরের শিলা-কলকটিই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। উহাতে প্রাচীন বঙ্গাকরে মন্দির সংস্থাপনবিষয়ক নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে ;—

“১৫২৬

শাকে রসগ্রহশরষিকরাজসংখ্যে

সংখ্যাবনম্বুজবিজ্জগতাহবিষম্ ।

ত্রিরাজবল্লভপতী\* নিজনির্মিতেন্নি-

ম্বস্তা(হা)পরং পরমবেশ্মনি বিশ্বনাথং ॥”

সম্ভবতঃ তক্ষণকার্যে নিযুক্ত শিল্পীর প্রমাদবশতঃ “অস্থাপয়ং” স্থানে অস্তাপয়ং এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিতে এরূপ রচনা-চাতুর্য্য নাই ; কেবল মাত্র লিখিত আছে,—

“১৫২৩

শাকে রামাক্ষবাণে শ্বো

রাজেন্দ্রিহ রাঘরঃ ।

রাঘবেশ্বরনামানং

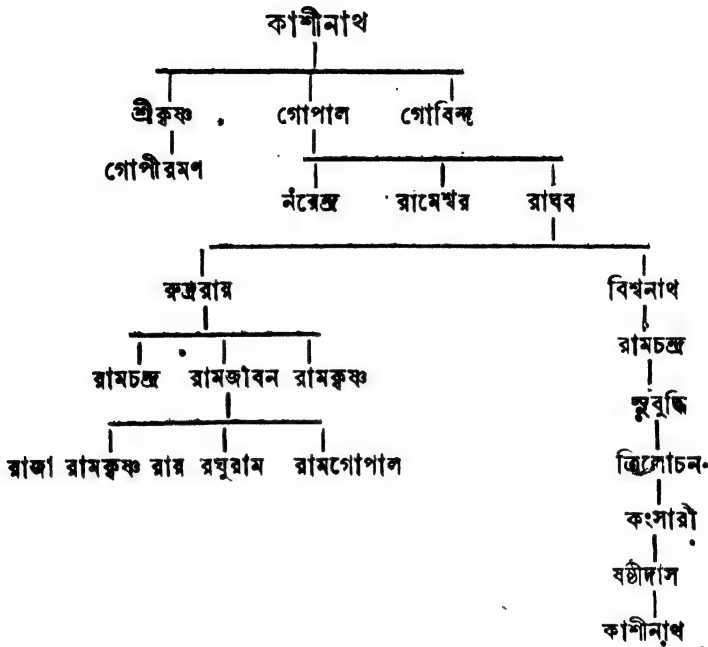
মঠে শিবমতিষ্ঠিপং ॥”

ইহা হইতে জানা যায় যে, ত্রীনগরস্থাপিতা রাজা রাঘবু প্রায় ২৪৪ বৎসর পূর্বে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অধুনা-বিলুপ্ত রাজপুরী ও অস্তিত্ব অট্টালিকাাদি সম্ভবতঃ একই সময়ে নির্মিত হইয়া থাকিবে। রাজা রাঘব বোধ হয়, শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি দ্বীনগর বা দিগ্নগর প্রামে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সেখানেও একটি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা রাঘবই বহু গোপ-অধ্যুষিত রেউই গ্রাম কৃকনগর নামে অভিহিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঘবের পুত্র কল্পরার অবসর বিনোদনার্থ মধ্যে মধ্যে ত্রীনগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্তী রাজা রামচন্দ্রের পূর্বে তথায় রীতিমত রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই। মহারাজ কৃকচন্দ্রও বোধ হয়, মধ্যে মধ্যে নোকাযোগে ত্রীনগরে গমন করিতেন। চূর্ণা নদী হইতে বাচ্কুরার খাল দিয়া তাৎকালীন নোকার আড্ডা, নোকাড়ি বা মোকাড়ি গ্রাম এবং সেখান হইতে মাঝের গ্রামের সন্নিকটস্থ বিল দিয়া ত্রীনগর পর্য্যন্ত জলপথে যাতায়াত চলিত বলিয়া বোধ হয়। ৮কালীয়ার ঘটকের চরিত্রাষ্টক গ্রন্থেও এ প্রবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্কুরার খাল এখন অপ্রাপ্ত পরঃপ্রাপ্তী মাত্র।

\* বসন্তভিলক হ্রদ, পত্নী লিখিত হইলে পূর্ববর্ণের গুরুত্ব হইবে বলিয়া পত্নী লিখিত হইয়াছে।

† দিগ্নগর রাণাঘাট-কৃকনগর লাইট রেলওয়ের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। কৃকনগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমি “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং” হইতে নদীরা-রাজগণের যে বংশলতিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—



শ্রীনগরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা কৃষ্ণ ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে আলমগীর বাদশাহের নিকট ফার্মান প্রাপ্ত করেন। তাঁহার পিতা—শিলালিপি-বর্ণিত রাজা রাঘব—মোগল-সম্রাট সাজাহানের সমসাময়িক ছিলেন এবং উক্ত বাদশাহের নিকট হইতে রায়পুর, খারিজুড়ি, আলুইয়া, মুলগড় প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত করেন। কৃষ্ণ ও তাঁহার পোত্রের রাজত্বকালে শ্রীনগরের বর্ধে উন্নতি সাধিত হয়। রাজা গোপাল বা তৎপুত্র রাজা রাঘবের সমসাময়িক, পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক, শিলালিপি-কথিত রাজবল্লভ যে কে ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। পূর্বোক্ত ভগ্ন মন্দিরের পূজারী একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরিত্যক্ত মন্দিরটি “রাজসখা” কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করেন। রাজার সখাস্থানীর কোনও অমাত্য বা স্তম্ভপত্নী কর্তৃক এতদূর স্বন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমি বরেন্দ্র-অহু-সিদ্ধান-সমিতির মেকদণ্ড, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সাহায্যে শিলালিপি দুইটির যে ছাপ লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রস্তর-বর্ণিত দুইখানি স্থানীয় জমিদারগণের অহুমতিক্রমে বরেন্দ্র অহুসিদ্ধান-সমিতির জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় আমার নিকট শ্রীনগরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় ভ্রমভ্রমণ করেন। ইহার পূর্বে মন্দির-সরিধানে উপস্থিত হইলেও আমি ছাপ লইবার অবসর পাই নাই। শ্রীনগর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কথিত আছে যে, কুজরার তাঁহার রাজপুত্রের সন্নিধানে কয়েক লক্ষ টাকা গুপ্তভাবে রাখিয়া দেন এবং ধনাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া লয়েন যে, রাজপরিবারবর্গের বিশেষ বিপদ উপস্থিত না হইলে তিনি এই গুপ্তধনের কথা ব্যক্ত করিবেন না। ধনাধ্যক্ষ এই সত্যভঙ্গ করিতে অস্বীকার করায় কুজরের কোনও পুত্র—সম্ভবতঃ রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহাকে একরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। কুজরের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা এই লুণ্ঠায়িত ধন বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হয়েন নাই। বর্তমান মহারাজার পিতামহ মহারাজ সতীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনও এক ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া জনরব হয়, কিন্তু মহারাজা উহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। শ্রীনগরের বর্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সুবৃহৎ গ্রাম-বেষ্টনীর মধ্যে ১২.১৩ ঘরের অধিক লোকের বাস নাই। ২৪য় ব্রাহ্মণ, ২১৩ ঘর শূদ্র ও ৮১৯ ঘর মুসলমান। মুসলমানেরা গাজীর দরগার নিকটেই বাস করে। পূর্বে পটুয়া, কাংস্তকার প্রভৃতি শিল্পিগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নির্দিষ্ট ছিল। এখন উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়া যায় না। রাত্রিতে বাঘের উপদ্রবে লোকে ঘরের বাহির হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার পর গোবৎসাদি ফিরিয়া না আসিলে উহা আর পরদিবস খুঁজিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। কয়েক বৎসর পূর্বে একবার ডাকাইতের উপদ্রব হওয়ায় জনসংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সম্পন্ন গৃহস্থগণ আর কেহই এ স্থানে বাস করেন না। শুনিয়াছি, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীনগরের উন্নতিকল্পে নান্নোঁরগ্রাম পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৬৪তনখ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখ্যে গ্রামের বর্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর করেন নাই। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী জমিদারগণ নদীয়ার মহারাজা বাহাদুরের নিকট এই গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদেরই কোনও আত্মীয় দরপত্তনদাররূপে এখন শ্রীনগরের দখলীকার আছেন। শুনিতে পাই, মন্দির দুইটি নাকি এখনও মহারাজা বাহাদুরেরই খাসদখলে আছে। এই প্রাচীন কীর্তির সংস্কার হওয়া বড়ই প্রয়োজনীয়। অল্প দিন হইল, সদাশয় গবর্ণমেন্ট চাকদহের এইরূপ একটি প্রাচীন মন্দির সংরক্ষিত সৌধরূপে পরিগণিত করিয়া জীর্ণসংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আপনাদের বৈধিক্যগুণের আর অধিক পরীক্ষা করা উচিত নহে। শ্রীনগরের শ্রী বহু দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার আধুনিক প্রসিদ্ধি অধিবাসিগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে—কেবল হিংস্র ব্যাঘ্রের আবাসভূমি বলিয়া। Kipling-এর Jungle Book-এর নায়ক মোগীর পিতৃপরিভ্যক্ত গ্রামের বাস্তুভিটাগুলির ন্যায় জনহীনপ্রায় শ্রীনগরের বাস্তুগুলিও নিবিড় জঙ্গল-সমাহৃত। বোধ হয়, প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের তিজ্ঞাস্বাদ স্মরণ করাইবার জন্যই—

Karela—the wild Karela  
grows over them all.

শ্রীগুরুদাস সরকার

## দশম স্বতঃসিদ্ধ\*

“ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক জ্যামিতিকারগণ, ইউক্লিডের পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের সহিত আরও নূতন পাঁচটি যোগ করিয়া, তৎসঙ্গে ষষ্ঠ ও ষেম স্বীকার্য্য সম্মিলন পূর্ব্বক স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা দ্বাদশটিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম নয়টি (ইউক্লিডের পাঁচটি ও আধুনিক চারিটি) “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধেই বিবৃত হইয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ ইউক্লিডের স্বীকার্য্য হইতে গৃহীত। সুতরাং ইহারা অপরাপর স্বীকার্য্যের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বিবৃত হইবে। অবশিষ্ট দশম স্বতঃসিদ্ধটি প্রথম স্বীকার্য্যের সহিত বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা বিধায় উহার অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত হইল। স্বতঃসিদ্ধটি এই,—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। রেখা দ্বারী মাত্র তলই পরিবেষ্টিত হইতে পারে। “সুতরাং স্থানের পরিবর্তে তল শব্দ ব্যবহার করাই ক্ষমত।” তদবস্থায় স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে;—

দুইটি সরল রেখা দ্বারা কোন তলের অংশ পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

ইউক্লিডের জ্যামিতির একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখান হইয়াছে যে, দুইটি সম-তল অবাচ্ছন্ন হইলে, তাহাদের অবচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুর যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলদ্বয়ের যে কোনটিতেই অবস্থিত করিবে। কিন্তু দশম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে উক্ত বিন্দুদ্বয়ের যোজক সরল রেখার সংখ্যা দুইটি হওয়া অসম্ভব (প্রচলিত সংস্করণ)। অতএব উক্ত অবচ্ছেদ রেখাই সরল রেখা।

এখানে উক্ত রেখাটির দ্বারা স্থান পরিবেষ্টিত হওয়ার কথা জ্যামিতিতে উল্লিখিত থাকিলেও কার্য্যতঃ তদ্রূপ কোন প্রকারের স্থানের আভাষ পাওয়া যায় না। কারণ, চিত্রে উক্ত দুইটি সমতল বাতীত অপর কোন তলই নাই; অথচ রেখা দ্বারা তল বাতীত অপর কোন স্থানও পরিবেষ্টিত হইতে পারে না। একরূপ অবস্থায় এই প্রতিজ্ঞায় দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবে?

দুইটি রেখা দ্বারা কোন স্থান অর্থাৎ তলাংশ পরিবেষ্টিত হইলে, তাহাদের উভয় প্রান্তে নিশ্চয়ই সংযুক্ত থাকিবে। যে দুইটি রেখা কোন তলাংশ পরিবেষ্টন করে না, তাহারা উভয় প্রান্তে সংযুক্তও হইতে পারে না। পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় দেখিতেছি, যদিও চিত্রস্থিত রেখাটির দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টন দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি উহার উভয় প্রান্তে সংযুক্ত আছে এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব দুইটি



সরল রেখার উভয় প্রান্তে সংযোগে অসমর্থতা প্রকাশই দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধটি এইরূপে পরিবর্তিত হইবে ;—

যে কোন দুইটি সরল রেখা উভয় প্রান্তে সংযুক্ত থাকিতে পারে না।

সাধারণতঃ “একটি রেখা তাহার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে আছে,” এইরূপ বলা হয়। অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধটিকে একরূপভাবে লিখা যাইতে পারে ;—

যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে দুইটি সরল রেখা থাকিতে পারে না।

“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে,—“রেখার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের যে কোনটিকে আরম্ভ ও সমাপ্তি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।” অতএব স্বতঃসিদ্ধটিকে নিম্নলিখিত-রূপে আরও পরিবর্তিত করা যায় ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত দুইটি সরল রেখা টানা যায় না।

দুইটি টানা না গেলেই পাঁচটি, সাতটি অথবা দশটি টানা যাইবে না। অতএব স্বতঃসিদ্ধটি এই হইবে ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

আমি একটি পাখী দেখিতেছি, মাঝে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আর পাখীটি দেখা গেল না। কারণ, পাখী হইতে যে পথে দৃষ্টি আসিতেছিল, সে পথে বাধা পড়িল। তবেই একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে অপর একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টি আসিবার মাত্র একটি পথ। ইহা দশম স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহারিক প্রমাণ। “ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিপথ দ্বারাই সরল রেখার জ্ঞানের উৎপত্তি। এখন দেখিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্টির পথ মাত্র একটি। অতএব সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দশম স্বতঃসিদ্ধের অভিজ্ঞতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধটিকে যে আকারে পরিণত করা হইল, তদ্বারা সরল রেখার ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। সরল রেখার জ্ঞানের সঙ্গে এই ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়ার অর্থাৎ সরল রেখার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দেওয়ার পূর্বেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার ইহা স্বতঃসিদ্ধ নামে কথিত হইয়াছে।

ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্যটি এই ;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

“এক” শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—( ১ ) একটি টাকা দেও অর্থাৎ দুই, কি ততোধিক নহে। ( ২ ) একটি পথ হইবেই। এখানে, দুই, কি ততোধিক পথ হইবে না, এরূপ কথা প্রকাশ করে না। শব্দ মাত্রই এক অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। ঐমতাবস্থায় গণিতশাস্ত্রে “এক” শব্দের সংখ্যাবাচক অর্থ রাখাই উচিত। তাহা হইলে প্রথম স্বীকার্য অল্পসারেই এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত একাধিক সরল রেখা টানা যাইতে পারে না।

অর্থাৎ প্রথম স্বীকার্য দ্বারা ই দশম স্বতঃসিদ্ধের কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য আমি গ্রীক-ভাষা জানি না। সুতরাং ইউক্লিড তাঁহার নিজের ভাষায় প্রথম স্বীকার্যকে যে আকারে লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ কি এবং তাহাই উক্ত স্বতঃসিদ্ধটি অল্পশেষ রাখিবার কারণ কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালার স্বীকার্যটি ‘যে আকারে’ পাইয়াছি, তাহারই অর্থ করা গেল।

ভাষার জটিলতা দূর করিবার নিমিত্ত এক শব্দের পূর্বে মাত্র শব্দ রাখিয়া দশম স্বতঃসিদ্ধকে অন্তর্নিহিত করতঃ প্রথম স্বীকার্যের নিয়লিখিত আকার প্রদত্ত হইল;—

যে কোন বিন্দু হইতে অপর যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্র একটি সরল রেখা টানা যাইতে পারে।

ইউক্লিড সরল রেখার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন;—

যে রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিন্দুগুলিই যখন পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত, তখন কাজে কাজেই তাহার অংশস্থিত বিন্দুগুলিও, উক্ত সমস্ত বিন্দুর অভ্যন্তরে অবস্থিত কতকগুলি বিন্দু হওয়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সোজাভাবে অবস্থিত। অতএব সরল রেখার অংশও সরল রেখা।

আমরা “ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে সরল রেখার উক্ত সংজ্ঞাকে সংজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করি নাই। অতএব—

যে কোন সরল রেখার অংশও সরল রেখা

এই একটি অতিরিক্ত অপ্রমাণিত সত্য হইয়া পড়িল।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখাকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষক জ্যামিতিতে (Analytical Geometry) ইহার আকৃতি অসীম। অর্থাৎ ইউক্লিডের জ্যামিতিতে বাহা সরল রেখা নামে কথিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি অল্পসারে তাহা সরল রেখার অংশ মাত্র।

ইউক্লিড দ্বিতীয় স্বীকার্যে সরল রেখাকে উভয় পার্শ্বে যথেষ্ট বৃদ্ধি করিবার সমর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদবস্থায় আমরা পূর্ব হইতেই একটি অসীম সরল রেখার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, যে সরল রেখা বর্জিত করিতে হইবে, তাহাকে উক্ত অসীম সরল রেখার অংশ মাত্র ধরিলে দ্বিতীয় স্বীকার্যের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অধিকন্তু সরল রেখার সংজ্ঞা অস্বীকার করার দরূণ যে অতিরিক্ত সত্যটি হইয়া পড়িল, তাহাও বাদ দেওয়া চলে।

তাঁহা হইবে প্রথম স্বীকার্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে—

যে কোন দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করে।

একশ্রেণীর দশম স্বতঃসিদ্ধের স্বাতন্ত্র্য রহিল না। তবে নবগঠিত স্বীকার্যের অন্তর্নিহিত

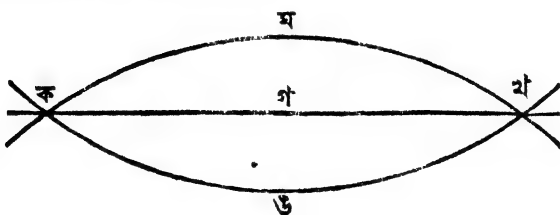
উক্ত স্বতঃসিদ্ধের ভাবপ্রকাশক “দুই বিন্দু দিয়া একাধিক সরল রেখার অতিক্রমণে অসমর্থতা” বিশ্লেষণ করিয়া সরলত্ব ধর্ম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিড সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা প্রমাণেরও কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রমাণ সময়ে, বিশেষতঃ উপস্থিত করিতে না পারিলে, “সরল” শব্দ-প্রয়োগই নিস্প্রয়োজন। অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, একরূপ কতকগুলি সত্য জ্যামিতির অঙ্গীভূত আছে যে, উহা সরল রেখার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যথাসময়ে প্রমাণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য এতাদৃশ দ্বিবিধ সত্য জ্যামিতির মূলভাগে উল্লিখিতও আছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। ইহাদের মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্বীকার্য্যে “সরল রেখা” শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য প্রথম স্বীকার্য্যের অন্তর্নিহিত হইল। অতএব প্রথম ও পঞ্চম স্বীকার্য্যই অবশিষ্ট রহিল। পঞ্চম স্বীকার্য্যে সরল রেখার ধর্ম প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু তাহা সমধিক জটিল ভাবাপন্ন এবং পরবর্তী প্রতিজ্ঞায় প্রযোজ্য। কারণ, প্রথম অধ্যায়ের ঊনত্রিংশতি প্রতিজ্ঞা প্রমাণেই পঞ্চম স্বীকার্য্যের প্রথম প্রয়োগ। প্রথম অষ্টাবিংশ প্রতিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরল রেখার ধর্মপ্রকাশক একমাত্র প্রথম স্বীকার্য্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। (যেহেতু দশম স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য ইহার অন্তর্নিহিত।) “এমতাবস্থায় প্রথম স্বীকার্য্যে সরল রেখার সংজ্ঞা অমুযায়ী ধর্ম নিহিত আছে কি না, প্রথমতঃ তাহাই দেখা কর্তব্য।

প্রথম স্বীকার্য্যকে সংজ্ঞায় পরিণত করিতে হইলে, তাহার আকার এই হইবে;—

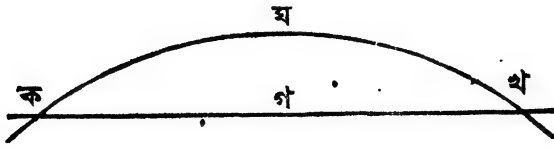
কোন দুইটি বিন্দু দিয়া যে জাতীয় মাত্র একটি রেখা অতিক্রম করে, তাহাকে সরল রেখা বলে।

উক্ত সংজ্ঞায় নিম্নলিখিত দুইটি আপত্তি আছে,—



(১) ক ও খ. দুই বিন্দু দিয়া গ একটি সরল রেখা, এবং ঘ ও ঙ একই জাতীয় অপর দুইটি রেখা অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঘ ও ঙ রেখাষয়ে কি সাদৃশ্য শীকার্য্য তাহার একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং গ সরল রেখায় কি বিশেষত্ব থাকায় ঘ, ঙ প্রভৃতি ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত অপর যাবতীয় রেখার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য উৎপন্ন করিয়া সঙ্গাতীয়

সমস্ত রেখার, সঙ্গে সাদৃশ্য সম্পাদন করে, তাহা অবগত না হইলে, সরল রেখাসমূহকে অপরাপর রেখা হইতে পৃথক্ করিয়া কি প্রকারে একজাতির অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে?

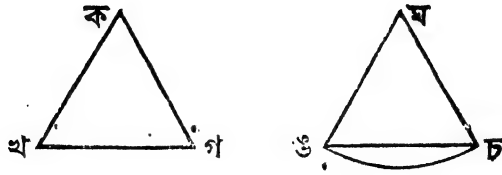


(২) ক ও খ যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত গ ও ঘ দুই জাতীয় দুইটি রেখা। গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় গ রেখা সরল রেখা। কিন্তু গ রেখা সরল রেখা হইলে, ঘ রেখা কেন সরল রেখা হইবে না? অর্থাৎ গ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা ক ও খ বিন্দু দিয়া অতিক্রম করা অসম্ভব হইলে, ঘ যে জাতীয় রেখা, সে জাতীয় অপর রেখা কোন না কোন ক ও খ বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবেই, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সত্যটি স্বতঃই উপলব্ধি হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি রেখার উৎপত্তির কারণ নহে। অতএব সত্যটি দৃষ্টিশক্তির উপরে নির্ভর করা যায় না।

সাধারণতঃ দ্রব্যের অবস্থিতি দ্বারাহ হান সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যটিত জ্যামিতিক বা জ্ঞান ও ব্যবহারতঃ দ্রব্যের অবস্থিতিজ্ঞান হইতেই লব্ধ। “ইউক্লিডের, স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—“একমাত্র চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধই বাবতীর সমানতা নিরূপণের ভিত্তি।” পুনরায় সমানতা নিরূপণ ব্যতীত কোন জ্যামিতিক প্রমাণ সম্ভবে না। সুতরাং বাবতীর জ্যামিতিক প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উপরিপাতনের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব উপরিপাতনরূপ দ্রব্যের অবস্থিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (“ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ”) উপরেই জ্যামিতি-শাস্ত্র স্থাপিত।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার দশম স্বতঃসিদ্ধের প্রথম প্রয়োগ। পূর্বে লিখিত আটটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞার সরল রেখার ধর্ম প্রকাশের আবশ্যক, তাহা চতুর্থ প্রতিজ্ঞার সাহায্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ হইতেই দশম স্বতঃসিদ্ধের সৃষ্টি গৃহীত। চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণের মধ্যে আরও দুইটি সত্য অপ্রমাণিত অবস্থায় ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। নিম্নে প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ প্রদত্ত হইল এবং তাহা হইতে উক্ত সত্য দুইটি সঙ্কলিত হইল।

যদি দুই ত্রিভুজের একের দুই বাহু যথাক্রমে অঙ্কের দুই বাহুর সমান হয় এবং সমান সমান সরল রেখার, মধ্যবর্তী কোণদ্বয়ও পরস্পর সমান হয়, তবে একের ভূমি অঙ্কের ভূমির সমান হইবে, এবং একের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ও যথাক্রমে অঙ্কের সমান সমান বাহুর সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমান হইবে।



ক খ গ এবং ঘ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ। ইহাদের ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় যথাক্রমে ঘ ঙ ও ঙ চ বাহুদ্বয়ের সমান এবং খ ক গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান।

খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সমান হইবে এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের মধ্যে ক খ গ কোণ ঘ ঙ চ কোণের এবং ক গ খ কোণ ঘ চ ঙ কোণের সমান হইবে।

কারণ, যদি ক খ গ ত্রিভুজকে ঘ ঙ চ ত্রিভুজের উপরে পাতিত করা যায় এবং ফ বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে স্থাপিত করা যায়,

এবং ক খ সরল রেখাকে ঘ ঙ সরল রেখার উপরে স্থাপিত করা যায়,

তবে খ বিন্দু ঙ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে। কারণ, ক খ, ঘ ঙ এর সমান।

পুনরায় ক খ, ঘ ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইলে,

ক গ সরল রেখাও ঘ চ এর সঙ্গে মিলিত হইবে; কারণ, খ ক গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান; ;

তাহা হইলে গ বিন্দুও চ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইবে, কারণ, ক গ, ঘ চ এর সমান।

কিন্তু খ, ঙ এর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ;

তাহা হইলে খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সঙ্গে মিলিত হইবে।

[ কারণ, যদি খ, ঙ এর সঙ্গে এবং গ, চ এর সঙ্গে মিলিত হওয়াতেও খ গ ভূমি ঙ চ ভূমির সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে দুইটি সরল রেখা একটি স্থান পরিবেষ্টন করে। বাহা অসম্ভব।

সুতরাং খ গ, ঙ চ এর সঙ্গে মিলিত হইবে ] এবং তাহার সমান হইবে। [ ৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ

তবে সমগ্র ক খ গ ত্রিভুজ সমগ্র ঘ ঙ চ ত্রিভুজের সঙ্গে মিলিত হইবে

এবং তাহার সমান হইবে।

এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ও অবশিষ্ট কোণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাহাদের সমান হইবে,

অর্থাৎ ক খ গ, ঘ ঙ চ এর

এবং ক গ, খ, ঘ চ ঙ এর সমান হইবে।

সুতরাং ...

ইহাই প্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল।

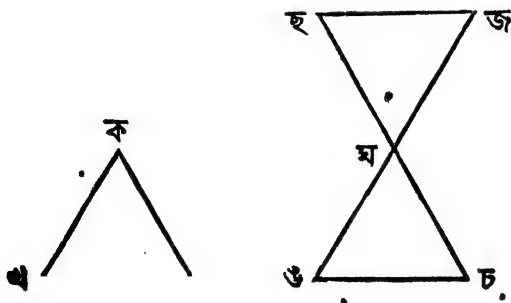
(১) ক বিন্দুকে ঘ বিন্দুর উপরে পাতিত করিয়া ক থ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার উপরে পাতিত করা হইয়াছে এবং এই উপরিপাতন একরূপভাবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, ক থ সরল রেখা ঘ ও সরল রেখার সমান হওয়ায় থ বিন্দু ও বিন্দুর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে। অর্থাৎ উপরিপাতন দ্বারা সরল রেখা দুইটি একই সরল রেখার পরিণত হইয়াছে। এই উপরিপাতনে সাধারণ জাতীয় দুইটি রেখা না মিলিয়াও থাকিতে পারে। একটি সরল রেখা একটি বৃত্তের সঙ্গে কিছুতেই মিলিত হয় না। একই জাতীয় রেখার মধ্যে একটি লম্বুতর বৃত্তের ধনুর সঙ্গে একটি বৃত্তের বৃত্তের ধনু মিলান অসম্ভব। এমন কি, একই বৃত্তাভাষের (ellipse) একাংশ অপর সকল অংশের সঙ্গে মিলান যায় না। অতএব বলিতে হইবে, সরল রেখাকে এইরূপ ভাবে মিলাইবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ইউক্লিড ইহার একটি বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই স্বীকৃতিকে হজ্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া সরল রেখার অপর একটি ধর্ম পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছি।

ক থ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার সঙ্গে মিলাইবার সময় এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে, ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপর পড়ে। ইহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত হজ্রটি পাইতেছি।

একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুকে অপর একটি সরল রেখার প্রান্ত বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়।

আমরা সরল রেখাকে অসীম ধরিয়া নিম্ন ইউক্লিডের জ্যামিতিতে স্থিত সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছি। অতএব হজ্রটি এই হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সরল রেখাটিকে দ্বিতীয় সরল রেখার উপরে এইরূপ ভাবে রাখা যায় যে, সরল রেখা দুইটি মিলিয়া এক হইয়া পড়ে।



ক থ গ ত্রিভুজকে যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহার বাহু ঘ ও না হইয়া, ও ঘ সরল রেখার বহিঃস্থ অংশেও থাকিতে পারিত। অর্থাৎ বাহুটি ঘ বিন্দুর উভয় পার্শ্বেই

ধাকিতে পারে। যথা,—য ছ জ জিভজ। এরূপ অবস্থার ক বিন্দুকে য বিন্দুর উপর স্থাপিত করিয়া ক খ বাহকে, য ও চ জিভজের য ও বাহ এবং য ছ জ জিভজের য জ বাহ এই উভয়ের সঙ্গেই মিলান যাইতে পারে। অতএব সূত্রটি এইরূপে পরিবর্তিত হইবে,—

যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বকে অপর সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সরল রেখা দুইটি মিলান যাইতে পারে।

আমরা এই সত্য অল্পসারে যে কোন সরল রেখাকে অপর যে কোন সরল রেখার সঙ্গে মিলাইতে পারি। এতদ্বারা অপরাপর রেখা হইতে সরল রেখার বিশেষত্ব নিরূপিত হইলে, ইহা নিশ্চয় যে, অপর কোন রেখা তদ্রূপ মিলাইবার চেষ্টা করিয়া, কৃতকাৰ্য্য হইতে পারা যায় না। পুনশ্চ অকৃতকাৰ্য্যতা প্রকাশ পাইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উক্ত চেষ্টার পরিণামও আমরা অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণের (experience) সাহায্য নিতে হইতেছে।

বিভিন্ন আকারের শলাকা বিভিন্ন প্রকারের রেখারূপে গ্রহণ পূর্বক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থানকে বিন্দুরূপে কল্পনা করিয়া দেখিতে পাই,—যে কোন একটি রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যায়। পরে বিন্দুদ্বয় উক্তরূপে সংলগ্ন রাখিয়া রেখাদ্বয়ের একটিকে আবর্তনপূর্বক তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্তী অপর একটি বিন্দুকে অপর রেখাটির যে কোন পার্শ্বে অপর একটি বিন্দুর উপরে স্থাপন করা যায়। তদবস্থায় রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল হইলে উহারা পরস্পর মিলিয়া যাইবে। যেহেতু দুই বিন্দু দিয়া মাত্র একটি সরল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

অতএব আমরা উক্ত প্রকারে উল্লিখিত চেষ্টার পরিণাম অবগত হইয়া নিম্নলিখিত সত্যটি পাইতেছি,—

(ক) যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর যে কোন রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত রেখাকে এরূপভাবে পাতিত করা যায় যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট নিকটবর্তী অপর একটি বিন্দু উক্ত অপর রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুটির যে কোন পার্শ্বস্থিত একটি বিন্দুর উপর স্থাপন করা যায়।

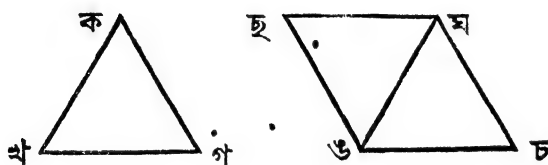
উক্ত রেখাদ্বয়ের উভয়ে সরল রেখা হইলে নবগঠিত প্রথম স্বীকার্য্য অল্পসারে তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। সুতরাং তদ্বারা উক্ত ক সত্যের পূর্ববর্তী সত্যটি প্রমাণিত হইল।

(২) ক খ গ জিভজকে য ও চ জিভজের উপর এইরূপে পাতিত করা হইয়াছে যে,

ক খ সরল রেখা ঘ ও সরল রেখার উপর স্থাপিত হয়, তাহাতে খ ক গ কোণ ও ঘ চ কোণের সমান হওয়ায় ক গ সরল রেখা ঘ চ সরল রেখার সঙ্গে মিলিত হইবে।

“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমরা কোণ সম্বন্ধীয় ব্যব-  
তীয় জ্ঞান সমতল হইতে প্রাপ্ত হই। অতএব ক খ গ কোণ ঘ ও চ কোণের সঙ্গে মিলিত  
হওয়ায় উক্ত ত্রিভুজদ্বয় যে যে সমতলের উপর স্থাপিত, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিতে  
হইবে। অধিকন্তু ত্রিভুজের তিন বাহু ও তিন কোণ মিলিয়া যাওয়ায় ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর  
মিলিত হইল, এই কথায় উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ইহা হইতে আমরা নিয়-  
মিত সত্যটি পাইতেছি।

যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত  
একটি সরল রেখার উপরে স্থাপিত করিয়া প্রথমোক্ত সমতলকে দ্বিতীয় সমতলের সঙ্গে মিলান  
বাইতে পারে।



ক খ গ ত্রিভুজটি যে ত্রিভুজের উপর পাতিত করা হইয়াছে, তাহা ঘ ও চ ত্রিভুজ না  
হইয়া ঘ ও সরল রেখার অপর পার্শ্বেও থাকিতে পারে। যথা,—ঘ ও ছ ত্রিভুজ। একরূপ  
অবস্থায়ও ত্রিভুজদ্বয় পরস্পর মিলান বাইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে;—

(খ) যে কোন সমতলের অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখাকে অপর যে কোন সমতলের  
অন্তর্ভুক্ত একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন  
পার্শ্বে অপর সমতলের অন্তর্ভুক্ত সরল রেখাটির যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি  
মিলান বাইতে পারে।

এই সত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা অনাবশ্যক বোধে বর্তমান প্রবন্ধে ক্ষান্ত রাখা গেল।  
প্রসঙ্গানুযায়ী পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল,  
তাহাতে প্রথম আপত্তিটিকে ক সত্য দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে। কারণ, সরল রেখাসমূহ মিলিত  
করার ক্ষমতায়ই তাহাদের একজাতির অন্তর্ভুক্ত করার বাধা অপনোদিত হইবে।

কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটি থাকিয়া যায়। কারণ, ক সত্য অনুসারে অন্তর্ভুক্ত বিন্দু-  
দ্বয় মিলান গেলে, যে যে রেখা মিলিয়া পড়ে, তাহারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে, তদ্রূপ  
অপন এক জাতি কেন থাকিতে পারিবে না যে, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটি উক্তরূপ অব-



হ্মার পরস্পর মিলিত হওয়া সম্ভব থাকিলেও তাহারা প্রথম জাতীয় রেখার সঙ্গে নাও মিলিত হইতে পারে।

আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

### সংজ্ঞা

১। যে রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন অংশকে উক্ত রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করা যাইতে পারে, তাহাকে নিয়মিত (Homoeomeric) রেখা বলে।

### ১ম প্রতিজ্ঞা

যে কোন সরল রেখা নিয়মিত রেখা হইবে।

ক ————— খ . গ

ক একটি সরল রেখা, ইহা নিয়মিত রেখা হইবে।

মনে কর, ক সরল রেখার, খ' গ' যে কোন একটি অংশ।

খ' গ' অংশের অন্তর্ভুক্ত খ' বিন্দুকে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে রাখিয়া তাহাকে তদবস্থায় ক সরল রেখার সঙ্গে মিলান যায়। [ ক সত্য।

অতএব খ' গ' অংশের অন্তর্ভুক্ত খ' বিন্দুকে ক সরল রেখার যে কোন পার্শ্বে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

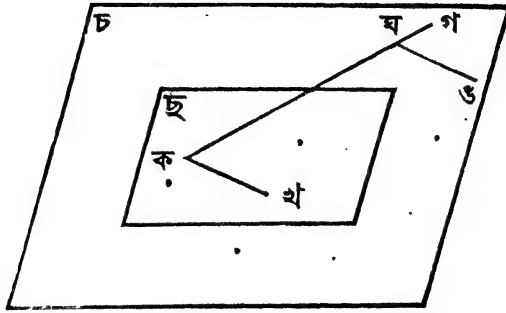
অতএব ক একটি নিয়মিত রেখা।

### সংজ্ঞা

২। যদি কোন তল এরূপ হয় যে, তাহার যে কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই চালিত হউক, তৎসঙ্গে অংশটিকে উক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াই চালিত করা যায়, তবে উক্ত তলকে নিয়মিত তল বলে।

### ২য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন সমতল নিয়মিত হইবে।



চ একটি সমতল ; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, চ তলের ছ যে কোন একটি অংশ।

মনে কর, ছ তলাংশের অন্তর্ভুক্ত ক থ যে কোন একটি সরল রেখা এবং চ তলের অন্তর্ভুক্ত ক গ যে কোন একটি রেখা।

ক গ রেখার অন্তর্ভুক্ত ঘ যে কোন বিন্দু হইতে চ সমতলে ক থ সরল রেখার সমান ঘ ও একটি সরল রেখা টান।

ক থ সরল রেখাকে ঘ ও সরল রেখার সঙ্গে একরূপভাবে মিলিত কর, যেন ক বিন্দু ঘ বিন্দুর উপরে পড়ে।

ঘ ও সরল রেখা চ তলে অবস্থিত।

অতএব উক্ত পাতিত ক থ সরল রেখাও চ তলে অবস্থিতি করিবে।

ঘ, ক গ সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু।

অতএব ক বিন্দুকে ক গ সরল রেখার উপরে যত ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে ক থ সরল রেখাকে চ সমতলে রাখিয়া অপসারিত করা যাইতে পারে।

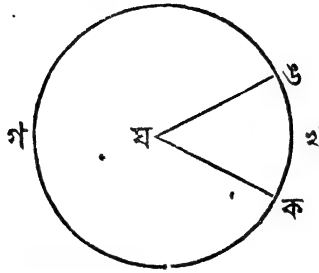
ক থ সরল রেখা চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইলে তৎসঙ্গে ছ তলাংশও চ সমতলে থাকিয়া অপসারিত হইতে পারে।

অর্থাৎ ক বিন্দুকে ক গ রেখার উপরে যত দূর ইচ্ছা অপসারিত করিয়া তৎসঙ্গে চ সমতলে অবস্থিত থাকিয়া ছ তলাংশও অপসারিত হইতে পারে।

অন্তএব চ সমতল নিয়মিত।

### ৩য় প্রতিজ্ঞা

যে কোন বৃত্ত নিয়মিত রেখা হইবে।



ক খ গ একটি বৃত্ত; ইহা নিয়মিত হইবে।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের য কেন্দ্র এবং ক খ যে কোন একটি ধনু।

মনে কর, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত ঙ যে কোন একটি বিন্দু, য ও ক এবং য ও ঙ যোগ কর।

য ক সরল রেখাকে য ঙ সরল রেখার সঙ্গে একরূপভাবে মিলিত কর, যেন য বিন্দু য বিন্দুতেই অবস্থিত থাকে।

ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি বিন্দু।

অতএব য বিন্দু হির রাখিয়া য ক সরল রেখাকে যত ইচ্ছা অপসারিত করা যায়।

উক্ত সরল রেখার সঙ্গে ক খ গ বৃত্ত যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলটি উক্ত সমতলের সঙ্গে মিলিত ভাবেই অপসারিত করা যায়।

তদবস্থায় য ঙ ব্যাসার্ধ হওয়ায় ঙ বিন্দু সর্বদাই বৃত্তের পরিধিতে থাকিবে।

কিন্তু ঙ, ক খ গ বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত বিন্দু!

অতএব উক্ত অপসারণে ক খ ধনু সর্বদা ক খ গ বৃত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে অপসারিত হইবে।

অতএব ক খ গ বৃত্ত একটি নিয়মিত রেখা।

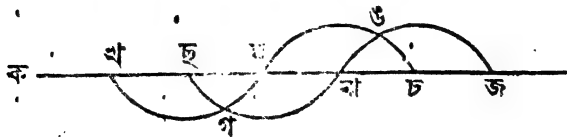
৪র্থ প্রতিজ্ঞা

যে কোন বর্তুল নিয়মিত হইবে।

[ প্রমাণ পূর্বাহ্নরূপ।

৫ম প্রতিজ্ঞা

সামতলিক নিয়মিত রেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।



ক একটি সামন্তলিক নিয়মিত রেখা; ইহা হয় সরল রেখা, না হয় বৃত্ত হইবে।

মনে কর, ক রেখার সঙ্গে থ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংলগ্ন, এক্রপ থ গ ঘ ও চ যে কোন অপর একটি রেখা।

ক নিয়মিত রেখার থ চ অংশ ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে ছ জ অংশ পর্যন্ত অপসারিত কর।

উক্ত থ চ অংশের সঙ্গে থ গ ঘ ও চ রেখা অপসারিত হইয়া মনে কর, তদবস্থায় ছ গ বা ও জ রেখায় পরিণত হইল।

মনে কর, তখন ঘ বিন্দু বা বিন্দুতে পরিণত হইলে এবং থ গ ঘ ও চ রেখা ছ গ বা ও জ রেখার সঙ্গে গ ও ও বিন্দুতে সংযুক্ত হইল।

অতএব থ গ ঘ ও চ রেখাই অপসারিত অবস্থায় উৎপন্ন ছ গ বা ও চ রেখার সঙ্গে গ ও ও সাধারণ বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে এক রেখায় পরিণত হইল না।

অতএব থ গ ঘ ও চ রেখা সরল রেখা নয়।

কিন্তু ইহা ক রেখার সঙ্গে থ, ঘ ও চ এই যে কোন তিন বিন্দুতে সংযুক্ত, এক্রপ যে কোন রেখা।

অতএব ক উর্দ্ধশক্তির (degree) রেখা না হইয়া প্রথম অথবা দ্বিতীয় শক্তির রেখা হইবে।

যদি ক রেখা প্রথম শক্তির রেখা হয়, তবে ইহা সরল রেখা।

যদি ক দ্বিতীয় শক্তির রেখা হয়।

মনে কর, ক রেখার ঘ শীর্ষবিন্দু (vertex)।

ক রেখার সঙ্গে মিলিত ভাবে থ চ অপসারিত হইলে চ শীর্ষবিন্দু তৎসঙ্গে অপসারিত হইবে।

অর্থাৎ ক রেখার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু ক রেখার শীর্ষবিন্দুরূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

অতএব ক রেখা বৃত্ত।

### ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞা

- নিয়মিত তল মাত্রই হয় সমতল, অথবা বর্তুল হইবে।

[ প্রমাণ পূর্বরূপ। রেখার স্থলে তল, সরল রেখার স্থলে সমতল এবং বৃত্তের স্থলে বর্তুল ধরিতে হইবে। ]

### ৭ম প্রতিজ্ঞা

বর্তুলক নিয়মিত রেখা মাত্রই বৃত্ত হইবে।

[ প্রমাণ মে প্রতিজ্ঞার দ্বারা। প্রভেদের মধ্যে ক' দ্বিতীয় শক্তির তলের অন্তর্ভুক্ত রেখা হওয়ার ইহা প্রথম শক্তির রেখা হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ ক সরল রেখা হইতে পারে না। ]

নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলের 'নিয়মিত শব্দ একই অর্থবাচক। তবে রেখার অন্তর্ভুক্ত পথ মাত্র একটি—উক্ত রেখা। তলের অন্তর্ভুক্ত একই বিন্দু হইতে বিভিন্ন পথ নির্গত হইতে পারে। সুতরাং নিয়মিত তলের সংজ্ঞায় “যে কোন বিন্দু উক্ত তলে অবস্থিত যে কোন রেখায়ই হউক,” এই অতিরিক্ত একটি কথা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকি,—“ঘটি যে স্থানে আছে, আসনটি সে স্থানে ছিল।” ঘটি ও আসনের আকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের স্থান অবরোধ করে। একটি যে স্থান অবরোধ করে, অপরটি সে স্থান অথবা তাহার অংশ অবরোধ করিতে পারে না, তবে উভয়ে একই স্থানে ছিল বলিলে, আমরা মাত্র এই বুঝিতে পারি যে, ঘটি যে স্থানে আছে, তাহার অভ্যন্তরে একরূপ একটি স্থান আছে যে, আসনটি যে স্থানে ছিল, উহা সেই স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমরা উপরোক্ত পরবাক্যটির অন্তর্ভুক্ত বাক্য সাধারণতঃ এইরূপ অর্থেই ধরিয়া থাকি। উক্ত অর্থ ধরিয়াই “ইউক্লিডের স্তম্ভঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ;—

“একটি দ্রব্য যে কোন একটি স্থানে নেওয়া যাইতে পারে।”

তদ্ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধে বাক্যটি দার্শনিক ভাষায় নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হইয়াছে ;—

“যে কোন একটি দ্রব্যের অংশ যে কোন একটি স্থানের অংশে অবস্থিত করিতে পারে।”

একটি বাক্য দার্শনিক ভাষায় নির্দোষ ভাবে বলা যায় সত্য, কিন্তু কথিত ভাষায় দোষ থাকিলেও কথাটি সহজে আয়ত্ত হয়। সুতরাং উক্ত সত্যটিতে দার্শনিক ভাষায় জটিলতা প্রকাশ পাইলেও কথিত ভাষায় কোন সন্দেহের নিমিত্ত আপত্তির কারণ, অথবা বোধ-সৌকর্য্যার্থে প্রমাণের আবশ্যকতা আদর্শেই অমূল্য হয় না।

আমরা সত্যটিতে দ্রব্যের অংশ ও স্থানের অংশের স্থলে কণিকা ও বিন্দু শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে সত্যটি এইরূপ হইবে ;—

একটি দ্রব্যকে একরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার একটি নির্দিষ্ট কণিকা একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উপস্থিত হয়।

অবশ্য তদবস্থায় কণিকাটি কোন একটি পথে চালিত হইবে এবং কণিকাটি একরূপ ভাবে যে কোন পথেই চালিত হইতে পারে। অতএব সত্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি দ্রব্যকে একরূপ ভাবে চালিত করা যাইতে পারে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোন একটি কণিকা যে কোন রেখার যে কোন বিন্দু পর্য্যন্ত চালিত হয়।

অর্থাৎ দেশ একটি নিয়মিত ঘন।

তবেই দেশের সঙ্গে সমধর্মবিশিষ্ট কোন জাতীয় তল ও রেখাকে যথাক্রমে সমতল ও সরল রেখা নাম দিয়া জ্যামিতিক কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উক্ত ধর্ম অনুসরণ করিয়া যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে বাইতে সমর্থ হওয়ায়, তৎসাহায্যে উপরিপাতনের প্রয়োগ দ্বারা সমগ্র জ্যামিতিক প্রতিকার মূলস্বরূপ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ও অষ্টম প্রতিকার প্রমাণ করিতে পারা গিয়াছে।

কিন্তু বর্তুল ও বৃত্তও দেশের সঙ্গে সমধর্মবিশিষ্ট। তবে সমতল ও সরল রেখায় এরূপ একটি বিশেষত্ব আছে যে, শুধু ইহারাই জ্যামিতিক শাস্ত্রের আরম্ভে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। বর্তুল ও বৃত্তে সেই বিশেষত্ব না পাওয়াতেই তাহার সাহায্যে জ্যামিতি আরম্ভ করা হয় নাই। বিশেষত্বটি এই ;—যে কোন একটি সরল রেখা অপর যে কোন সরল রেখার উপরে, কি যে কোন একটি সমতল-অপর যে কোন সমতলের উপরে পাতিত করিয়া পরস্পর মিলান বাইতে পারে। কিন্তু কি বৃত্ত, কি বর্তুল, ইহাদের যে কোন জাতীয় দুইটির পরিমাণ সমান হইলেই তাহারা মিলিত হইবে। পরিমাণ অসমান হইলে তাহাদের মিলান অসম্ভব।

আমরা সরল রেখার যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি এইরূপে উত্থাপিত হইয়াছিল ;—

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্যন্ত একজাতীয় একাধিক সরল রেখা টানা বাইতে না পারিলেও বিভিন্ন জাতীয় একাধিক সরল রেখা টানার অসম্ভবতা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায় আমরা নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

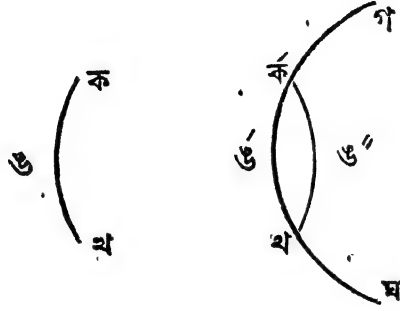
বৃত্ত হইতে সরল রেখা এবং বর্তুল হইতে সমতলের উপরোক্ত বিশেষত্ব বিশ্লেষণের উপরেই উক্ত আপত্তির সীমাবদ্ধতা নির্ভর করে। যেহেতু ইহার সাহায্যে সাধারণ জাতি (genus) নিয়মিত রেখা ও নিয়মিত তলকে বিশেষ জাতিতে (species) বিভক্ত করিতেছে।

ধূর্কেই বলা হইয়াছে, ইউক্লিডের জ্যামিতিতে সরল রেখা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্লেষণ জ্যামিতিতে ইহার আকৃতি অসীম। সমতল উভয় জ্যামিতিতেই সীমাবহিত। আমাদের জ্ঞান সান্ত। অতএব কি সান্ত, কি অনন্ত, যে কোন পদার্থের যুক্তি আমরা সান্ত পদার্থের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। এরূপ অবস্থায় কি সরল রেখা, কি সমতল, উভয়ের সান্ত অংশই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তদবস্থায় সরল রেখা পার্শ্ববর্তী বিন্দুদ্বয় দ্বারা এবং সমতল-কতিপয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বৃত্ত ও বর্তুল তদ্রূপ বিন্দুদ্বয় দ্বারা, কি রেখাসমষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। কাজে কাজেই আমরা সরল রেখা ও সমতলের সঙ্গে তুলনা করিবার নিমিত্ত বৃত্ত ও বর্তুলের পরিবর্তে যথাক্রমে ধনু ও বর্তুলাংশ গ্রহণ করিব।

সমতলে সরল রেখা ও ধনু এই উভয় জাতীয় রেখাই টানা বাইতে পারে। কিন্তু বর্তুলাংশে একমাত্র ধনুই অঙ্গণের-যোগ্য।

সমতলস্থিত যে কোন সরল রেখা অপর সরল রেখার সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলান যায়। কিন্তু সমতলস্থিত ধনুগুলির মধ্যে যেগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু, মাত্র তাহারাই মিলিত

হইবে। পুনরায় সরল রেখাগুলি দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থাতেই মিলিবে। কিন্তু সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলির যে কোন দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে।



ক খ ও গ ঘ দুইটি সমান সমান বৃত্তের ধনু। ক খ ধনুকে যদি গ ঘ ধনুর উপর এইরূপে পাতিত করা যায় যে, ক ও খ বিন্দুদ্বয় গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ক ও খ বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়, তবে ক খ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর অন্তর্ভুক্ত ঙ বিন্দুতে পতিত হইয়া উভয় ধনুকে মিলিত করাইয়া দিতে পারে। পুনশ্চ ঙ বিন্দু গ ঘ ধনুর বহির্ভাগে ঙ বিন্দুতে পতিত হইয়া ক খ ধনুকে ক ও খ ধনুরূপে স্বতন্ত্র ভাবেও রাখিতে পারে।

বর্তুলাংশে সরল রেখার অবস্থিতি সম্ভবে না। সমতলের দ্বার ইহাতেও অসমান বৃত্তের ধনুগুলি মিলান যায় না। সমান সমান বৃত্তের ধনুগুলি সমতলস্থিত বৃত্তের দ্বার উভয় ভাবেই অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু বর্তুলাংশ যদি অর্ধবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, তবে ইহাতে এরূপ কতকগুলি সমান সমান বৃত্তের ধনু আছে, যাহাদিগকে উক্ত বর্তুলাংশের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলে যে কোন অবস্থায়ই পরস্পর মিলিত হইবে। ইহারা বৃহৎ বৃত্তের (great circle) ধনু দুইটি বৃহৎ বৃত্ত দুই বিন্দুতে সংযুক্ত হইলে উভয় বৃত্তই উক্ত বিন্দুদ্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত হইবে। সুতরাং অর্ধ বর্তুল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্তুলাংশে উহাদের দুই বিন্দুতে সংযোগ অসম্ভব।

এই জাতীয় রেখাকে আমরা বর্তুল রেখা নামে অভিহিত করিব। বর্তুল রেখা-মাত্রই বর্তুলার্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্তুলাংশে অবস্থিতি করিতে পারে। অতএব ইহার পরিমাণ বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের লঘু (minor) ধনুর নাম বর্তুল রেখা। ইউক্লিড জ্যামিতিক প্রমাণের নিমিত্ত যে পাঁচটি স্বীকার্য পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চম স্বীকার্যটি প্রথম আটশটি প্রতিজ্ঞার প্রযুক্ত হয় নাই। সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্তুলাংশ ও বর্তুল রেখা প্রযুক্ত হইলে অপর স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধ কয়টিতে কোন ব্যত্যয় উপস্থিত হয় না।

স্তঃসিদ্ধ কয়টিতে সরল রেখা ও সমতল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রয়োগের কোন ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে না।

সমতলের পরিবর্তে বর্তুলাংশ ধরিয়া লইলে বর্তুলাংশস্থিত বৃত্তের কেন্দ্র উক্ত বর্তুলাংশের উপরেই অবস্থিতি করিবে এবং কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত বর্তুল রেখা উক্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ হইবে। এমতাবস্থায় বর্তুলাংশে তৃতীয় স্বীকার্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

ত্রিকোণমিতি অনুসারে সমতলের উপরে সরল রেখার আবর্তনে কোণ উৎপন্ন হয়। উক্ত রূপে বর্তুলাংশের উপরে বর্তুল রেখাও আবর্তিত হইতে পারে। অতএব বর্তুলাংশে চতুর্থ স্বীকার্য প্রয়োগেরও কোন বাধা নাই।

অবশিষ্ট নবগঠিত প্রথম স্বীকার্যটি এইরূপ হইবে ;—

যে কোন দুই বিন্দু-দিগা মাত্র একটি বর্তুল রেখা অতিক্রম করিতে পারে।

মাত্র এই কয়টি স্তঃসিদ্ধ ও স্বীকার্যের সাহায্যে ইউক্লিডের প্রথম আটটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষ দুইটি প্রতিজ্ঞা সমান্তরাল সরল রেখা নিয়। সমান্তরাল সরল রেখার জ্ঞান অনন্ত-সাপেক্ষ। অপর ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞার সমতল ও সরল রেখার স্থলে যথাক্রমে বর্তুলাংশ ও বর্তুল রেখা গ্রহণ করিলে উক্ত স্তঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য কয়টিতে কোনরূপ ব্যত্যয় না হওয়ায়, প্রমাণের পক্ষে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

তবে বাহুত্রয় পাদরেখা (quadrant) অপেক্ষা লঘুতর না হইলে ষোড়শ প্রতিজ্ঞায় উক্ত ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তরস্থ দূরবর্তী কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা লঘুতর হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বর্তুল রেখার পারমাণ পাদরেখার অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা লঘুতর ধরিয়া নিলেই আপত্তি চুকিয়া যায়।

আমরা দেখাইয়াছি, চতুর্থ প্রতিজ্ঞা প্রমাণে অতিরিক্ত দুইটি সত্যের আবশ্যক। ইহা-দিগকে ক ও থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ক সত্য সাধারণ রেখা সম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু থ সত্য বার্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে বার্তুলিক জ্যামিতিতে তদবস্থায় ত্রিভুজদ্বয়ের ভূমি, ভূমিস্থিত অবশিষ্ট কোণদ্বয় ও ক্ষেত্রফলের সমানতা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিভুজদ্বয়ের একটিকে অপরটির উপরে পাতিত করিতে না পারিলেও এবং তাহারা যে সর্বতোভাবে সমান, ইহা উক্তন জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণিত হইলেও প্রতিজ্ঞাটি যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্তুলাংশে উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা প্রমাণের একমাত্র যে আপত্তি ছিল, তাহাও অপনোদিত হইল।

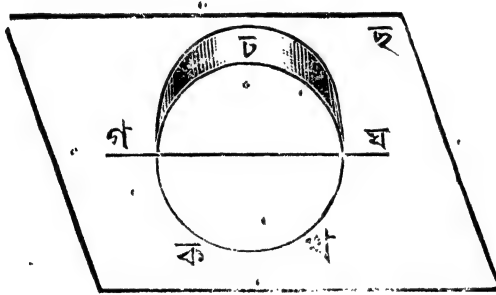
পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলি সমান্তরাল নামক এরূপ একপ্রকার যুগ্ম সরল রেখার উপর নির্ভর করে, যাহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে বর্তুল রেখায় প্রয়োগ করা যায় না। সমতল ও সরল রেখাকে সান্ত-বর্তুল ও বর্তুল রেখার সংক্ষেপ উক্ত ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা নিয়াই তুলনা করিতে হইবে।\*

\* আমরা ভবিষ্যতে ইহা দেখাইব যে, বর্তুলাংশে এরূপ কতকগুলি প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইতে পারে, যাহারা, বর্তলের পরিমাণ অনন্তে পরিণত হইলে সমান্তরাল সরল রেখাসংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা হইয়া পড়ে।



এখন দেখা যাইতেছে, বর্তুলের সঙ্গে বর্তুল রেখার যে সম্পর্ক, সমতলের সঙ্গে সরল রেখার সেই সম্পর্ক। পুনরায় সামতলিক জ্যামিতিতে সরল রেখা এবং ঘন জ্যামিতিতে সমতল, উভয়েই প্রথম শক্তির সমীকরণ দ্বারা (equation) প্রকাশিত। অতএব সমতলের সঙ্গে সরল রেখা এবং দেশের সঙ্গে সমতল একই রূপ সম্পর্কান্বিত অর্থাৎ দেশ, সমতল ও বর্তুল, ইহাদের সঙ্গে যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্তুল রেখার একই রকমের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত সম্পর্ক জ্ঞাপনের নিমিত্ত “সম” শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি এবং দেশের সঙ্গে উক্ত সম্পর্ক থাকার নিমিত্ত সমতল নাম হইয়াছে, একরূপ ধরিয়া নিয়া সমতল ও বর্তুলের সঙ্গে সেই সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত সরল রেখা ও বর্তুল রেখার সাধারণ নাম সমরেখা দেওয়া হইল।

“সমরেখা” কোন জাতিবাচক নাম নহে। ইহা দ্বারা নিয়মিত তলের সঙ্গে কোন একটি বিশেষ সম্পর্ক জ্ঞাপিত হয়, এইমাত্র। একটি নিয়মিত তলে অবস্থিত সমরেখা অপর নিয়মিত তলেও থাকিতে পারে এবং তদবস্থায় শেষোক্ত তলের সমরেখা উক্ত রেখা না হইয়া অপর রেখাও হইতে পারে।



উদাহরণ। ক খ ধনু চ বর্তুল ও ছ সমতল এই উভয় তলেই অবস্থিত। ক খ ধনু চ বর্তুলের বর্তুল রেখা। অতএব ইহা চ বর্তুলের সমরেখা। কিন্তু ক খ ধনু ছ সমতলের সমরেখা নহে। পক্ষান্তরে গ ঘ সরল রেখা ছ সমতলের সমরেখা।

এক্ষণে ক সত্যায়ুসারে নিয়মিত তলে অবস্থিত যে কোন দুইটি সমরেখা উক্ত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই তাহার পরস্পর মিলিয়া যাইবে এবং উক্ত তলে অবস্থিত অপর কোন রেখা, কি সম, কি অসম, কোন রেখার সঙ্গেই, দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই মিলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অতএব সমরেখার সংজ্ঞা এইরূপ হইবে;—

একই নিয়মিত তলে অবস্থিত যে যে রেখা উক্ত নিয়মিত তলে রাখিয়া যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার নাম সমরেখা।

অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দু মিলাইতে গৈলে, একই অথবা বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত যে কোন সমরেখা অপর সমরেখার সঙ্গে পরস্পর মিলিয়া যায়। পুনরায় একই অথবা সমান সমান

বর্তুলে অবস্থিত সমরেখাও তরুণ মিলিত হয়। কিন্তু সমতলস্থিত সমরেখা বর্তুলস্থিত সমরেখার সঙ্গে কোন রূপেই মিলিতে পারে না। অপিচ অসমান বর্তুলে অবস্থিত সমরেখারও যে কোনরূপ মিলান অসম্ভব।

আমরা যাবতীয় সমতলে অবস্থিত সমরেখাসমূহকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করিলে দেখিতে পাই, যে সমস্ত সমরেখা মিলান যায়, তাহারা একজাতীয় এবং যাহাদিগকে মিলান যায় না, তাহারা ভিন্ন-জাতীয় সমরেখা হইয়া পড়ে।

এরূপ অবস্থায় যদিও সমরেখাদ্বারা কোন জাতি প্রকাশিত না হউক, তথাপি বিভিন্ন জাতীয় সমরেখার অন্তর্ভুক্ত সরল রেখা একটি বিশেষ জাতি এবং সমান সমান বর্তুলের অন্তর্ভুক্ত বর্তুল রেখাগুলিও এক একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। একই নিয়মিত তলে অবস্থিত দুইটি সমরেখা যে কোন দুই বিন্দুতে মিলাইতে গেলেই পরস্পর মিলিয়া যায়। অতএব যে কোন দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে কোন নিয়মিত তলে অবস্থিত মাত্র একটি সমরেখা অতিক্রম করে।

দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া সমতল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রূহবিধ পরিমাণবিশিষ্ট বর্তুল অতিক্রম করিতে পারে এবং তদবস্থায় ইহাদের প্রত্যেক নিয়মিত তলে অবস্থিত এক একটি সমরেখা উক্ত বিন্দুদ্বয় দিয়া অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ দুইটি বিন্দু দিয়া একজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করা অসম্ভব হইলেও বিভিন্নজাতীয় বহুবিধ সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

নবগঠিত প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এত ক্ষণে তাহার রহস্তভেদে কৃত কার্য হওয়া গেল। স্বীকার্যটি সরল রেখার দ্বায় বর্তুল রেখারও প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা যাবতীয় সমরেখার সাধারণ ধর্ম জ্ঞাপন করে।

২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, প্রথম স্বীকার্যকে সংজ্ঞাকারে পরিণত করার প্রথম আপত্তিটুকু সত্য দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও দ্বিতীয় আপত্তিটুকু সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় না। সংজ্ঞাহুযায়ী সমরেখা বলিয়া বাচাই করিবার নিমিত্ত দুইটি রেখা মিলান ক সত্য দ্বারা ই সংঘটিত হয় এবং দুই বিন্দুতে মিলানে সমরেখাদ্বয় মিলিত হইবার নিমিত্তই দুই বিন্দু দিয়া এক জাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ ক সত্যের বর্তমানতার গতি-১ম স্বীকার্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করিয়া সমরেখার সংজ্ঞা গঠিত হইয়াছে। অথচ উক্ত দ্বিতীয় আপত্তিটিও নিরর্থক সন্দেহ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ, দুই বিন্দু দিয়া বিভিন্নজাতীয় একাধিক সমরেখা অতিক্রম করিতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে নিয়মিত তল নিয়াই চর্চা করা গেল। সমরেখা সম্বন্ধে যখন অ্যামিতির আন্দোচনা ভবিষ্যতের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

শ্রীঘোঙ্গেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত



## নবাবিষ্কৃত সূর্য্যবর্মার শিলালিপি\*

[ হারহা-প্রশস্তি ]

এই শিলালিপি যুক্ত-প্রদেশে বড়বাকী জেলার অন্তর্গত হারহা গ্রামে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রাদেশিক চিত্রশালায় অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী, এম্. এ মহাশয় সর্বপ্রথম জটনক লোকের মুখে ইহার সন্ধান অবগত হন। সম্প্রতি যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী শ্রীযুত আর্ বাণ্ [ R. Burn, I. C. S. ] মহোদয়ের যত্নে উহা লক্ষ্ণৌ-চিত্রশালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইতেছে। হারহার রাজা শ্রীযুত রঘুরাজ বাহাদুর সিংহ এই লিপিখানি উক্ত চিত্রশালায় সংরক্ষণের জন্ত অর্পণ করিয়াছেন। উৎকর্ষ লিপির একখানি ছাপ উক্ত রাজা বাহাদুর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে গত বৎসর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সোসাইটির এক অধিবেশনে হারহা-লিপির উদ্ধৃত পাঠ বিবৃত করেন। কিছু দিন পূর্বে 'সরস্বতী' নামক একখানি হিন্দী পত্রিকায় [ মাঘ, ১৩২২, পৃ: ৮০—৮৬ ] পণ্ডিত শ্রীযুত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম্ এ, উক্ত লিপির ছাপ ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য লিপি সম্বন্ধে পণ্ডিত হীরানন্দের লিখিত এক ইংরাজী প্রবন্ধ 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে। গুনিয়াছি, তাহা উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইবে। বিগত শারদীয় পূজার পূর্বে মদীয় শিক্ষক, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আমাকে বাঙ্গালার হারহালিপি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন এবং আমার ব্যবহারের জন্ত পণ্ডিত হীরানন্দের নিকট হইতে উহার দুইখানি স্কন্দর ছাপ আনায়া দেন। তদনুসারে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় ১৯১৪-১৫ সালের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে শিলাপত্রের আয়তন ও উহার আনুমানিক অস্তিত্ত্ব বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। এক খণ্ড সম্মুখ-বালাকা-প্রস্তরের উপরিভাগে অত্যন্ত যত্নসহকারে অক্ষরগুলি উৎকর্ষ হইয়াছিল। প্রস্তরখণ্ডের দৈর্ঘ্য ২' ২½" — ও প্রস্থ ১' ৪½" —। সর্বসমেত আবিষ্কৃত ছত্রে লিপি সমাপ্ত হইয়াছে। কাল-বর্ষে প্রস্তরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কতিপয়-সংখ্যক অক্ষরের অংশবিশেষ তদ্ব

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৭৭ মাসিক অধিবেশনে প্রাপ্ত।

১। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1916, p. 3 ; Appendix, D. p. 8.

২। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

হইয়াছে মাত্র। শুশুনেরপালগণের সমসাময়িক উত্তর-ভারতীয় লেখমালায় যে শ্রেণীর অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শ্রেণীর অক্ষরে লিপিখানি উৎকীর্ণ। মলশোর নগরে আবিষ্কৃত কুপ-প্রশস্তি<sup>১</sup>, মহানামের বৃদ্ধগয়ালিপি<sup>২</sup>, মহারাজ আদিত্যসেনের অক্ষসড়-লিপি<sup>৩</sup>, মহাশিবগুপ্তের সিরপুর-লিপি<sup>৪</sup> প্রভৃতির অক্ষরের সহিত হারহা-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। প্রথম হইতে শিল্পীর ন্যামোস্তোত্রেয় পূর্ব পর্যন্ত এই লিপি সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। শুশুগুণের সংস্কৃত-সাহিত্যে কৃত্রিম-পদবিজ্ঞাপ-পদ্ধতি বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে। এই কালের প্রশস্তি-সমূহ ভাষার আড়ম্বর এবং উপমার বাহুল্যেহু তাদৃশ সরল বা সহজবোধ্য নহে। যাহারা সমসাময়িক সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্য এবং উৎকীর্ণ প্রশস্তি-সমূহের একত্র অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উত্তর শ্রেণীর রচনাই একই প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হারহা-লিপি শুশু-নরপালগণের রাজ্যকালে রচিত বলিয়া ইহাও সমসাময়িক যুগের সাধারণ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। শেষের আড়ম্বরে ইহার প্রকৃত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নানাক্রম উপমার চক্রে পড়িয়া প্রশস্তি-রচয়িতার বক্তব্য সূচাক্রমে ব্যক্ত হয় নাই।

কবির ভাবের দৈন্ত ও বর্ণনার বৈচিত্র্যহীনতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত বিষদৃশ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। সপ্তম ও দশম শ্লোকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু ভাব অভিন্ন। উত্তর শ্লোকেই, আকাশে সমুদ্রিত, হোমায়ি-সঙ্গীত 'ধুমকালে' মেঘ বলিয়া ভ্রম হওয়ার শিথিল গুণ উদ্ভূত ও সুখর হইয়া উঠিতেছে। অত্র আর একজন প্রশস্তিকারও হোমায়ি হইতে অভিধিত ধুমরাশিকে মেঘ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন।

যশোধর্মদেবের মন্দশোরে আবিষ্কৃত একখানি প্রশস্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

“স্নিগ্ধশ্রামাঘুদাভৈঃ স্থগিতদিনকৃতো বজ্রনামাজ্যধূমৈ-  
রস্তো মেঘাং মঘোনাবধিষু বিদধতা গাঢ়সংপন্নদন্তৈঃ।”

—প্রাচীন-লেখমালা, কাব্যমালা-সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।

কলির অন্ধকার হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের কল্পনা হারহা-প্রশস্তির একাধিক শ্লোকে লক্ষিত হয়। একই ভাবের পুনরুক্তি কবির ভাব-দৈন্তের পরিচায়ক। লিপির কুজাপি রচয়িতার বর্ণনার বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই। তবে উহার কোনও কোনও শ্লোকে চুমৎকার ললিত পদ-যোজনার পরিচয় আছে। অনেকাংশে আলোচ্য লিপির রচনা উল্লিখিত মন্দশোর-লিপির রচনার অনুরূপ। প্রশস্তির আরম্ভে মহাদেবের বন্দনা করিয়া উত্তর কবিই সুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও একটি স্থলবিশেষে উত্তর প্রশস্তির রচনারীতির সাদৃশ্য

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pl. xxii.

২। Ibid. pl. xii.

৩। Ibid. pl. xxviii.

৪। Epigraphia Indica, Vol. xi, pl. (after p. 190)

লক্ষিত হইবে। হারহা-লিপির যে শ্লোকে লিপির তক্ষণাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পরবর্তী শ্লোকেই বৎসরের কোন্ কালে অর্থাৎ কোন্ ঋতুতে তক্ষণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। মন্দশোর-লিপিতেও ঠিক এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে। হারহা-লিপি বর্ষাকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—‘ষম্মিন্ কালেহুখুবাহা নব-গবলক্ৰচঃ প্রান্ত-লগ্নেচ্ছচাপাঃ’। মন্দশোরলিপি বসন্তকালে উৎকীর্ণ হয়, তাহার আরম্ভ এইরূপ,—‘ষম্মিন্ কালে কলম্বুহুগিরাং কোকিলানাং প্রলাপাঃ’। দুইটি শ্লোকেরই রচনা এক রকম। আরও কোতুহলের বিষয় এই, উভয় প্রশস্তিই একই বৎসরে উৎকীর্ণ হয়। হারহা-প্রশস্তি ও মন্দশোর-প্রশস্তির পদযোজনা হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এই যুগের সংস্কৃত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিশেষবহনীন, কৃত্রিম ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় হারহা-প্রশস্তির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

আলোচ্য লিপির বর্ণবিভাগ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

- দুই রকম ‘আ’-কার, যথা—‘কারণং’ (১), ‘বেধসাং’ (১) .  
 “ ‘উ’-কার, যথা—‘হতভুজি’ (৩), ‘ত্রিপুরাস্তকঃ’ (১)  
 “ ‘উ’-কার, যথা—‘ভূতাত্মা’ (১), ‘সূর্য্যবংশী’ (১৬)  
 “ ‘এ’-কার, যথা—‘কুলেন’ (৮), ‘তেন’ (১৬)  
 “ ‘ও’-কার, যথা—‘লোক’ (১), ‘যোগিনঃ’ (১)  
 “ ‘ঔ’-কার, যথা—‘গোড়ান্’ (১০), ‘নৌ’ (১৫)  
 “ ‘গ’-কার, যথা—‘শিখিগণা’ (১০), ‘রৈগুনা’ (১৪)  
 “ ‘ব’-কার, যথা—‘বলার্ঘ্যভাগমন’ (১০), ‘বারিভার’ (১০)  
 “ ‘ষ’-কার, যথা—‘বিয়তি’ (৬), ‘যৌবনং’ (৮)

লিপিতে ‘ষ’-স্থানে ‘র’-এ ‘ষ’-কলা সংযুক্ত হইয়াছে, যথা—‘ষং প্রাপ্য’ (৫), ‘শৌর্য্যং’ (৮)

রেফাক্রান্ত ‘ক’-বর্ণের দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে, যথা—‘দিক্চক্ৰ বালে’ (২), ‘ক্কৃত’ (৭)

রেফসংযুক্ত ‘গ’-এরও দ্বিত্ব হইয়াছে, যথা—‘উৎকীর্ণা’ (২২), ‘বর্গপ্রমাচার’ (৫)

অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—‘অর্দ্ধস্থিতযোষিতোপি’ (১), ‘নৃপোষ্পতি’ (৩)

কাব্য্যাংশে নগণ্য হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রশস্তি মোধরিবংশ-রাজগণের আধিপত্য-কালের অন্ততম অভিজ্ঞান। ইহার পূর্বে মোধরিদিগের আর পাঁচখানি খোদিতলিপি আবিস্কৃত হইয়াছে ;—

(১) জৌনপুরের আতালা মসজিদে প্রাপ্ত মোধরি ঈশ্বরবংশীর লিপি ;

(২) মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত, আশিরগড় নামক স্থানে আবিস্কৃত শরৎবংশীর উৎকীর্ণ ভাস্করমোহরৎ ;

১। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 228-30.

২। Ibid. pp. 219-21.

(৩-৪) নাগার্জুনী-শুভাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্মার ছইখানি খোদিত লিপি ;

এবং (৫) বরাবর-শুভাগাত্রে উৎকীর্ণ অনন্তবর্মার একখানি খোদিত লিপি২ ।

এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেববরুণার [ দেওবরগার্কের ] উৎকীর্ণ লিপি, আদিত্য-সেনের অক্ষসড়লিপিঃ এবং লিচ্ছবিরাজ অঃস্ববর্মী ও জয়দেবের খোদিত লিপিতেও কোনও কোনও মোখরি নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গগত স্তর আলেকজান্ডার কানিংহাম গয়ার সন্নিকটে মোখরিদিগের এক মুদ্রয় শিলমোহরঃ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের বহু স্থলে, মুদ্রারাক্ষসেরঃ কোনও কোনও পুথিতে এবং কাদম্বরীর একটি শ্লোকেঃ মোখরিদিগের বা মোখরি নৃপবিশেষের উল্লেখ আছে। কৈজাবাদ জেলায় মোখরিগণের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে৩। এই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদান-পরম্পরা হইতে মোখরি-রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। শর্কবর্মার আশিরগড়-লিপি হইতে৪ এই বংশের নিম্নলিখিত বংশতালিকা সংগ্রহ করা যায়,—

হরিবর্মী + জয়স্বামিনী  
|  
আদিত্যবর্মী + হর্ষগুপ্তা  
|  
ঈশ্বরবর্মী + উপগুপ্তা  
|  
ঈশানবর্মী + লক্ষ্মীবতী  
|  
শর্কবর্মী + ?

হারহা-লিপি হইতে এই বংশের একজন নূতন লোকের নাম জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে ; তিনি ঈশানবর্মার পুত্র সূর্য্যবর্মী। আশিরগড়-লিপিতে ঈশানবর্মার পুত্র রাজা শর্কবর্মার নাম আছে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেওবরগার্ক লিপিতেও শর্কবর্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়৫। এতদ্ভিন্ন ইহার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে৬। ঈশানবর্মার রাজ্যকালের লিপিআবিষ্কারের পর এখন অবগত হওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দুই পুত্র ছিল—শর্কবর্মী ও সূর্য্যবর্মী। হারহা-লিপির জয়োদশ শ্লোক হইতে মোখরিদিগের

১। Ibid pp. 223-26 ; 226-28.

২। Ibid pp. 221-23.

৩। Ibid p. 216.

৪। Ibid p. 203.

৫। Indian Antiquary, Vol. ix. pp. 171, 178.

৬। Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, p. 14.

৭। *Marsacharita*, Edited and translated by Cowell and Thomas, pp. 122, 123, 124, 173, 194, 233, 238, 246.

৮। *Mudraraksasa*, Bombay Sans. series, Introduction, p. 21.

৯। *Kadamburi*, Bombay Sans. series, p. 1.

১০। J. R. A. S. 1906. pp. 843-59.

১১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 220.

১২। Smith, J. A. S. B. 1894, p. 193.

১৩। J. R. A. S. 1906, p. 844.

সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ অভিনব ও কৌতূহলজনক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অক্ষুদ্রাধিপত্যিক সময়ে পরাক্রান্ত করিয়া এবং ‘সমুদ্রাশ্রয়’-শব্দত গোড়ীয়গণের [ ‘গোড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্’ ] রাজ্য জয় করিয়া, তৎপরে ঈশানবংশী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই—অর্থাৎ পিতা ঈশ্বরবংশীর রাজত্বকালেই ঈশানবংশী এই বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাণিনি হুত্ব করিয়াছেন,—“সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে” [ ৫।৪।২১ ], অর্থাৎ সমানকর্তৃক দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি অন্ততঃ ক্রিয়ার নিষ্পত্তির পূর্বে [ ‘পূর্ব্বকালে’ ] হয়, সেই ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞাত-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। ‘জিত্বা অক্ষুদ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অক্ষুদ্রাধিপতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ হুচিত করিবার জ্ঞাত-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। ‘জিত্বা অক্ষুদ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অক্ষুদ্রাধিপতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ হুচিত করিবার জ্ঞাত-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। ‘জিত্বা অক্ষুদ্রাধিপতিং সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’—এখানে সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অক্ষুদ্রাধিপতির পরাজয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল, এই অর্থ হুচিত করিবার জ্ঞাত-প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ‘সমুদ্রাশ্রয়ান্ গোড়ান্ আয়তি-মোচিতস্থলভুবো কৃত্বা সিংহাসনমধ্যাসিষ্ট’, এই বাক্যেও হুচিত হইতেছে যে, গোড়বিজয় পূর্বে এবং সিংহাসনে আরোহণরূপ ক্রিয়া পরে হইয়াছিল। অতএব ঈশ্বরবংশীর জীবিত-কালেই অক্ষুদ্রাজ ও গোড়রাজকে পরাক্রান্ত করিয়া তাহার পুত্র মোধরিবংশীর গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গুপ্তরাজত্বকালে প্রাচীন অক্ষুদ্রাজ্যের লোপ হইয়াছিল, সুতরাং এখানে ‘অক্ষুদ্রাধিপতি’ শব্দে কাহাকে বুঝান হইয়াছে, বলা যায় না। তৎকালে গোড়রাজ্যই বা কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, তাহাও স্থির করা অসম্ভব। জৌনপুরে ঈশ্বরবংশীর যে ভগ্ন শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে অক্ষুদ্রগণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, [ ‘বিক্র্যাদ্বেঃ প্রতিরক্ষ্ম মক্ষপতিনা শঙ্কাপরেণাসিতম্’<sup>১</sup> ]; কিন্তু লিপির অধিকাংশ ভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কি তথ্য খোদিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বিক্র্যাগ্নির রুদ্ধে অক্ষুদ্রাধিপতির সম্বন্ধ অবস্থিতির উল্লেখমাত্র হইতে অবশ্য কোনও অনুমান করা সম্ভব নহে, তথাপি ঈশানবংশীর শিলালিপিতে ঈশ্বরবংশীর রাজত্বকালে সংঘটিত মোধরিগণকর্তৃক অক্ষুদ্রগণের পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আবিস্কৃত হওয়ায় সন্দেহ হয়, হয় ত জৌনপুরের ভগ্নপ্রায় শিলাপট্টেও প্রশস্তিকার উক্ত জয়বার্ত্তাই সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোধরিগণকর্তৃক গোড়বিজয়ও বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরাংশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস এখনও অনাবিস্কৃত। গুপ্তবংশের রাজত্বকালের পূর্বেই যেন মোধরিবংশের উত্তর-পূর্ব ভারতে ঈদৃশ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকসমাজে কৌতূহলজনক বলিয়া গণ্য হইবে। গুপ্তরাজগণের সহিত মোধরিবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইহার আভাস অফসড়লিপি হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য সত্যই যে মোধরিগণ গুপ্তরাজ্যের কিয়দংশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, ইহার অবিসম্বাদিতপ্রমাণ নবাবিকৃত হারহালিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে। মহাশিবগুপ্ত-বালার্জ্জুনের সিরপুরলিপি হইতে জানা যায়, বংশ-উপাধিধারী এক রাজবংশ মগধে আধিপত্য করিতেন এবং এই বংশে সূর্য্যবংশী

১। Fleet's Gupta Inscriptions, p. 230.



নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাশিবগুপ্তের মাতামহ<sup>১</sup>। সিরপুর লিপিতে তারিখ নাই, ইহার অক্ষর আলোচনা করিয়া অত্যন্ত দেখাইয়াছি যে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উহা উৎকর্ণ হইয়াছিল এবং মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন<sup>২</sup>। রায়বাহাদুর হীরালাল অস্তুমান করেন, এই সূর্য্যবর্ম্মার নাম আবিষ্কারে পশ্চিম-মগধের বর্ম্মরাজবংশের অর্থাৎ মোঘরিবর্ম্মবংশের বংশতালিকায় একজন নূতন ব্যক্তির নাম আবিষ্কৃত হইল<sup>৩</sup>। নানা কারণে হারহালিপির সূর্য্যবর্ম্মা ও সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

এ যাবৎ মোঘরিদিগের যত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই তারিখশূন্য। কিন্তু হারহালিপিতে উহার তক্ষণকাল বর্ণিত আছে। ঈশানবর্ম্মার রাজত্ব-কালে, [ কোনও প্রচলিত অক্ষর ] ‘একাদশাতিরিক্ত’ ষট্শত সৎসর অতীত হইলে এই লিপি উৎকর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ৬১১ অক্ষ পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-চিত্রশালার কার্য্যবিবরণীতে লিখিত হইয়াছে—“Taking *atirikta* in the sense of superfluous the other possible meaning will be ‘589’<sup>৪</sup>.” আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, লিপির তক্ষণকাল ৬১১ অক্ষ হওয়া সম্ভব নহে, ৫৮৯ অক্ষই হইবে। আলোচ্য লিপির উল্লিখিত অক্ষকে বিক্রমাব্দ ধরিতে হইবে। অক্ষসড়লিপি হইতে জানা যায় যে, আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত স্বাধীশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন<sup>৫</sup>। ভিক্টোরিয়ায় মতে, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অস্তুমান ৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন<sup>৬</sup>; সুতরাং মাধবগুপ্ত, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ঈশানবর্ম্মা মাধবগুপ্তের প্রপিতামহ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সমসাময়িক, ইহা উক্ত লিপি হইতেই জানা যায়<sup>৭</sup>; অতএব ঈশানবর্ম্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। হারহালিপির তক্ষণকাল ৬১১ অথবা ৫৮৯কে বিক্রমাব্দ বলিয়া গণনা করিলে ৫৫৫—৫৬ এবং ৫৩৩—৫৪

১। “নিম্পক্ষে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে বর্ম্মণাঃ

পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকল্যঃ স্বধাতো[জি]নাম্।

বামাসান্ন হতাং হিমাচল ইব ঐ.সূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ

প্রাপ প্রাক্পরমেধর-বস্তুরতা-গর্ভানিধকঃ পদম্।”

—Epigraphia Indica, Vol. xi. p. 191.

২। নারায়ণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫৬।

৩। Epigraphia Indica, Vol. xi, p. 185.

৪। Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, for the year ending 31st March, 1915, p. 3.

৫। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

৬। V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, p. 359.

৭। Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 203-4.

খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অদকে শকাব্দ বা অন্য কোনও পরবর্তী অক্ষর বলিয়া গণনা করিলে যথাক্রমে ৬৮৯ এবং ৬৬৭ বা ইহার পরবর্তী কোনও খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ৬৬৭, ৬৮৯ বা ইহার পরবর্তী কোনও বৎসরকে জৈশানবংশীর লিপির তক্ষণকাল বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত স্বীয় প্রপৌত্রের রাজত্বপ্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব ৬১১ বা ৬৮৯ সন বৎসরকে বিক্রমাব্দ না ধরিয়া অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অক্ষর বলিয়া গণনা করিলে এইরূপ ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি ঘটিবে সন্দেহ নাই।

কৈলাবাদ জেলায় জৈশানবংশীর পুত্র শর্কবংশীর কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার কয়েকটিতে মুদ্রাক্ষণবৎসর গুপ্তাব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ণা এই সকল মুদ্রার তারিখের অক্ষগুলি পাঠ করিয়াছেন। উহার অন্ততঃ একটি ২৩৪ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্বে শর্কবংশীর পিতা জৈশানবংশীর মৃত্যু হইয়াছিল। বর্ণের কৃত পার্থক্যের যদি সম্ভব হয়, তবে জৈশানবংশীর ৫৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা সম্ভব এবং হারহালিপি কখনই উক্ত বৎসরে উৎকর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং কাজে কাজেই উহা ৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দেই উৎকর্ণ হইয়াছিল ধরিতে হইবে।

মৌখরিদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে বর্তমান শিলালিপির ৩য় শ্লোকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। এই শ্লোকে মহাভারত-বর্ণিত একটি অবদানের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত করিয়া কবি বলিয়াছেন, নৃপ অশ্বপতি যমরাজের নিকট হইতে যে শত পুত্র লাভ করেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিবর্গই ‘মুখর’ নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার কৃত্রিয়—‘মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ’। মৌখরি-গণের জাতিসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্বে স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Theodore Bloch) যে মত প্রকাশ করেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা বাইতে পারে—“It is evident that southern Magadha \* \* \* must often have changed hands between the scions of the Imperial Gupta family and the Maukhari clan of Rajputs.” কিন্তু মৌখরিদিগকে রাজপুত্র বলিয়া বর্ণনা করিবার পক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। আপাততঃ ইহার কৃত্রিয় এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে।

আলোচ্য প্রশস্তির প্রথম দুই শ্লোকে মহাদেবের স্তুতি করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় প্রায় সর্বপ্রাংশেই শিবের প্রচলিত মূর্ত্তিকল্পনারীতি অনুল্লভ হইয়াছে, কেবল বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, তাঁহার পরিধেয় বসন ব্যাঘ্রাজিনের পরিবর্তে সিংহাজিন [ ‘সৈজঘীং বসানং স্বচম্’ ]। তৃতীয় শ্লোকে মৌখরিকুলের উৎপত্তির কথা, এবং চতুর্থ শ্লোক হইতে ঊনবিংশশ্লোকপর্য্যন্ত মৌখরিনৃপতিগণের নাম, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপ ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। বিংশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, একদা জৈশানবংশীর তনয় সূর্য্যবংশী মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহা-

১১ J. R. A. S. 1916, pp. 848-49.

১২ Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-9, p. 141.

দেবের একটি প্রাচীন [ 'আন্তম্' ] ও ভগ্ন [ 'বিশীর্ণম্' ] দেবালয় দেখিতে পান। কুমারের ইচ্ছাক্রমে উহার সংস্কারকার্য সম্পাদিত হইয়াছিল। একবিংশ শ্লোকে শিলালেখের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ ঈশানবর্ম্মার জীবিতকালে ৫৮৯ সনৎসরে উহার তক্ষণ হয়। দেবালয়ের সংস্কারকার্য যে বর্ষাঋতুতে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা ষাটবিংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ শ্লোক হইতে জানা যায়, কুমারশাস্ত্রের পুত্র গর্গরাকট-নিবাসী [ 'গর্গরাকটবাসিনা' ] রবিশাস্ত্রি বর্ত্তমান প্রশস্তির রচয়িতা। তৎপরে, 'সৰ্ব্বশেষে শিল্পীর নাম। মিহিরবর্ম্মা কর্ত্ত্বক এই লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

### উদ্ধৃত পাঠ

১। লোকাবিকৃতি-সংক্ষর-স্থিতিকৃতাং যঃ কারণং বেদনাম্ ধ্বস্তধ্বাস্তচয়াঃ পরাস্তরজসো ধ্যায়ন্তি যং যোগিনঃ [১] যস্তাদ্বিস্থিতযোষিতোপি হৃদয়ে নাহ্বাদ্বি চেতোভূবা ভূতান্মা দ্বিপুমান্তকঃ স

২। জয়তি শ্রেয়ঃ-প্রস্তুতির্ভবঃ (১)১ ॥ আশোপাং ফণিনঃ ফণোপলক্ষণা সৈজ্যবীং বসানং স্বচম্ শুভ্রাং লোচনজন্মনা কপিশয়ন্তাসা কপালাবলিম্ [ ১ ] তরীং ধ্বাস্তহৃদং মৃগাকৃতি-ভূতো বিভ্রং কলাং মৌলিনা দিশাদক্ষ

৩। কবিদ্বিষঃ ক্ষুরদহি-স্থেয়ঃ পদং বো বপুঃ (২)২ ॥ স্ততশতং লেভে নৃপোষ্পতি বৈ(বৈর্ক)বস্বতাদ্যদ্যুগোদিতম্ [১] তৎ প্রস্তুতা হরিতব্রতি-কধো মুখরাঃ ক্ষিতীশাঃ ক্ষতারয়ঃ (৩)৩ ॥ তেজাপে 'হরিবর্ম্মণা' বনিভূজা ভূতিভূ

৪। বো ভূতয়ে রুদ্ধাশেবদিগন্তরাল-যশসা কৃগ্ণারিসম্পত্তিষা [১] সঙ্গ্রামে হতভূক্-প্রভা-কপিশিতং বক্ত্রং সমীক্ষ্যারিভির্যো ভীতেঃ প্রণতস্ততশ্চ ভুবনে জালামুখাখ্যাং গতঃ (৪)৪ ॥ লোকস্থিতীনাং স্থিতয়ে স্থি

৫। তস্ত মনোরিবাচার-বিবেক-মার্গর্গে [১] জগাহিরে যস্ত জগন্তি রম্যাঃ সংকীর্তয়ঃ কীর্তয়িতব্যান্নাঃ (৫)৫ ॥ তস্মাৎ পরোধেরিব শীতরশ্মিরাদিত্যবর্ম্মা নৃপতির্কভূব [১] বর্গী-প্রমাচার-বিধি-প্রণীতে র্যং প্রাপ্য

৬। সাকল্যমিষায় ধাতা (৬)৬ ॥ হতভূজি মথমধ্যাসঙ্গিনি ধ্বাস্তনীলম্ বিয়তি পবনজন্ম-দ্রাস্তিবিক্ষেপভূয়ঃ [১] মুখরয়তি সমস্তাহংপতক্ মজালম্ শিখিকুলমূকমেঘাশঙ্গি বস্য

৭। প্রসক্তম্ (৭)৭ ॥ তেনাপীশ্বরবর্ম্মণঃ ক্ষিতিপতেঃ ক্ষত্রপ্রভাবাপ্তয়ে জন্মাকারি কৃতান্ননঃ কৃতুগণেষাহত-ব্রহ্মদ্বিষঃ [১] 'যন্তোৎখাত-কলিষ্ণভাব-চরিতস্তাচারমার্গর্গং নৃপা বহ্নেনাপি যযাতি-

১। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

২। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৩। আর্ষা জাতি।

৪। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৫। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।

৬। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা-সংযুক্ত উপজাতি।

৭। মালিনী।

৮। তুল্যযশসো নান্যেহুগজ্ঞং ক্ষমা (৮)১ ॥ নীত্যা শৌর্যং বিশালং হুজ্জদমকুঠিনেং (৭) নোন্তমেচ্ছাঙকুলেন ত্যাগং পাভ্রোণ চিত্তপ্রভবমপি হুয়া যৌবনং সংযমেন [১] বাচং সত্যেন চেষ্টাং ঋতিপথবিধিনা প্রশ্রয়ে

৯। গোস্তমর্দ্বিম্ বো বগ্নং নৈব খেদং ব্রজতি কলিময়ধ্বাস্তমগ্নেপি লোকে (৯)১ ॥ যন্তেজ্যাস্বনিশং যথাবিধিতজ্যোতির্জলজ্জন্মনা ধূমেনাগ্ননভঙ্গ-মেচকরচা দিক্চক্ৰবালে ততে [১] আয়াতা নব-

১০। বারিভার-বিনময়শাবলী প্রাবুড়িত্যাদ্যাদৌদ্ধতেতসঃ শিখিগণা বাচালতামা-  
যুঃ (১০)১ ॥ তস্মাৎ স্বর্ঘ্য ইবোদয়াদ্রিশিরসো ধাতুর্নরুদ্যানিব ক্ষীরোদাদিব তর্জিতেন্দুকিরণঃ  
কান্তপ্রভঃ কোস্তভঃ [১]

১১। ভূতানামুদপত্তত হিতিকরঃ স্বেষ্টং মহিন্নঃ পদম্ রাজজাজক-মণ্ডলাধরশশি-  
শ্রীশানবন্দ্যো নৃপঃ (১১)১ ॥ লোকানামুপকারিণারিকুমুদ-ব্যানুপ্তকান্তি-প্রিয়া মিত্রাত্মা-  
কহাগর-হ্যতিক্রতা ভূরি-

১২। প্রতাপস্বিষা [১] যেনাচ্ছাদিত-সংপথং কলিযুগ-ধ্বাস্তাবময়গগং স্বর্ঘ্যেনেব সমুত্ততা-  
কৃতমিদং ভূয়ঃ প্রবৃত্তকি র্ম্ (১২)১ ॥ জিহ্বাক্ষাদিপিপতিং সহস্রগণিত-জ্বেধাক্রমহারণম্ ব্যাবন্নরি-  
যুতাতি-

১৩। সংখ্যতুরগান্ ভঙ্ক্ৰা রণেশ্ (মু ৭) লিকাম্ [১] কৃষা চায়তিমোচিতস্থলভূবো  
গোড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়নধ্যাসিষ্ট নত-ক্ষিতীশচরণঃ সিঙ্হাসনং যৌ জিতী (১৩)১ ॥ প্রস্থানেষু  
বলাধ্বাভিগমন-ক্ষোভ-ক্ষুটভুতল-

১৪। প্রোদ্ধুত-হৃগিতাক্রমশুলকচা দিগ্ধাপিতা রেণুনা [১] যস্তামুচ-দিনাদিমধ্যাবিরতো  
লোকেককারীকৃতে ব্যক্তিং নাড়িকয়েব যাস্তি জয়িনো যামাজিযামাশ্বিব (১৪)১ ॥  
প্রবিশতী কলিমারুত-ঘট্টিতা

১৫। ক্ষিতিরলক্ষ্য-রসাতলবারিধৌ [১] গুণশতৈরববধ্য সমস্ততঃ ক্ষুটিতনৌরিব যেন  
বলাদ্ধিতা (কৃত্তা) (১৫)১ ॥ জ্যাঘাত-ব্রণকুহি-ককশভুজ-ব্যাকৃষ্টশাঙ গচ্ছাতাত্তাবাপ্য পত  
জিগো রণমুখে প্রাণানমুঞ্চ

১৬। নৃ ধিমঃ [১] যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতো জাতেব ভূয়স্বরী তেন ধ্বস্তকলি-  
প্রবৃত্তির্মিরঃ শ্রীসূর্য্যবন্দ্যোজনি (১৬)১ ॥ বো বালেন্দু-সকান্তি-কুৎসভুবনশ্রেয়ো দধভৌ-  
বনম্ শাস্তঃ শাস্ত্রবিচারণা-

১। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

২। সম্ভবতঃ “অকঠিনেন” পাঠ করিতে হইবে।

৩। সম্ভবতঃ “বগ্নারৈব” লিপিকরগ্রন্থাদে এই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৫। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৬। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৭। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৮। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

৯। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

১০। পল্লবটিকা।

১১। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

১২। শার্দূল-বিক্রীড়িত।

১৭। হিতমনাঃ পারকলানাঙ্গতঃ [১] লক্ষ্মী-কীর্ত্তি-সরস্বতীপ্রভৃতয়ো যং (১৭) ১ ॥ সদ্ভূতেন বলাৎ কলেবরনতং তাবৎ প্রবুদ্ধানো বাণৈ

১৮। স্তাবদবহ্নিতং স্মৃতিভুবঃ কাস্তা-শরীরকতো [১] লক্ষ্ম্যা তাবদকাণ্ড-ভঙ্গজ-ভয়ং ত্যক্তম্ পরাপাশ্রয়ম্ যাবন্नावিরকারি যন্ত জনতাকাস্তং বপুর্কেধসা (১৮) ২ ॥ লক্ষ্ম্যা (স্মীঃ) শঙ্কভুবঃ কচগ্রহ-ভয়াবেশ-ভ্রম-

১৯। স্নোচনা যেনাকৃষ্য ভূজেন বিষ্ণুরদাসি-জ্যোতিঃকণা-সঙ্গিনা [১] কাস্তা মন্থধিনেব কামিতবিদা গাঢ়ং নিপীড়্যোরসা প্রায়োগাতুমহুয়-সংশ্রয়কৃতং তাবৎ পরিত্যজিতা (১৯) ৩ ॥ তেনানতোন্নতিকৃতা

২০। মৃগয়াগতেন দৃষ্টাভুমঙ্গকভিদো ভবনং বিশীর্ঘম্ [১] যেষচ্ছাসমুন্নতমকারি ললামভূমে ক্ষেমেশ্বর-প্রথিতনাম শশাঙ্কগুপ্তম্ (২০) ৪ ॥ একাদশাতিরিক্তেযু ষট্শ শাতিবিধিবি [১] শতেষু শরদাং

২১। পত্যো ভুবঃ শ্রীশানবর্মাণ (২১) ৫ ॥ যস্মিন্ কালেষু বাহা নব-গবলক্ৰচঃ প্রোক্ত-লগ্নেচ্চাপা স্তবজ্যাশাবিতানং সুরহরুতড়িতঃ সাদ্রধীরং কণস্তঃ [১] বাতাশ্চাবান্তি নীপান্ নব-কুসুমচয়ানভ্র-মুগ্ধে

২২। ধুনানাস্তস্মিন্ মুক্তাষুমেঘ-দ্যুতি-ভবনমদো নিশ্চিতং শূলপাণেঃ (২২) ৬ ॥ কুমারশান্তেঃ পুত্রো গগর্গরাকট-বাসিনা [১] নৃপাহুরাগাৎ পূর্বেষমকারি রবিশাস্তিনা (২৩) ৭ ॥

উৎকীর্ণা মিহিরবর্ষণা

অনুবাদ

১। ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী প্রজাপতিগণের [‘বেধসাম্’] ৮ উৎপত্তির যিনি কারণ, তমঃশূন্ত [‘ধ্বজধ্বাস্তচয়া’] ও রজোগুণহীন যোগিগণ যাহার আরাধনা করেন, অর্কনারীশ্বর [‘অর্কস্থিত-যোষিতঃ’] হইলেও যাহার হৃদয়ে কল্পর্প অবস্থিত নহেন, জীব-সমূহের যিনি পরমাত্মা [‘ভূতাত্মা’], ত্রিপুর নামক দৈত্যকে যিনি নাশ করিয়াছেন, কল্যাণের প্রসবিতা [‘শ্রেয়ঃ-প্রস্বাভঃ’] সেই মহাদেব জয়যুক্ত হউন।

২। যে দেহ সর্পের ফণাশ্রিত মণির [‘কণোপল’] ৯ জ্যোতিঃহেতু মুহূ রক্তাক্ত [‘আশৌর্ণাং’] সিংহাজিনে [‘সৈত্ব্যৈ স্বচম্’] সমাবৃত, লোচনজাত দীপ্তিতে যে দেহের

১। শাদ্ভূল-বিকীড়িত।

২। শাদ্ভূল-বিকীড়িত।

৩। শাদ্ভূল-বিকীড়িত।

৪। বসন্ততিলক।

৫। অমুটপ্।

৬। প্রধরা।

৭। অমুটপ্।

৮। ‘প্রজাপতিবর্ষণা’—অমর। মরাচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও দারভ—এই দশ জন প্রজাপতি।

৯। ‘উপলঃ প্রত্যয়ে মণৌ’—বিষ।

(দোহল্যমান) শুভ্র নরকপাল-মালা কপিশাভ হইয়াছে, যাহার শিরোভাগে চন্দের [‘মৃগাকৃতি-ভূতো’] তিমিরনাশিনী [‘ধ্বাঙমুদং’] ক্রীণকলা, মহাদেবের [‘অন্ধকবিষিঃ’] সেই ক্ষুরিত সর্পে বেষ্টিত দেহ তোমাদের স্থির আশ্রয় হউক।

৩। অশ্বপতি যমের [‘বৈবস্বতাং’] নিকট হইতে গুণশালী শতসংখ্যক পুত্র লাভ করেন। ইহাদের বংশ হইতে পট্টপাচরিতগণের শাসয়িতা [‘ছুরিতংবৃত্তিকথা’] মুখর নামক ক্ষত্রিয়রাজকুলের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৪। এই রংশে ধরিজীর কল্যাণকল্পে হরিবর্মা নামে অবনীপতি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার যশোরশির দ্বারা ‘অশেষ’-দিগ্‌মণ্ডল অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অরিকুলের সম্পৎ-রূপ তেজঃ ইনি প্রভাহীন [‘রূপগ্’] করিয়া দিয়াছিলেন। সংগ্রামস্থলে ইহার যজ্ঞান্নি প্রভা সজ্ঞাত-কপিশবর্ণ-মুখমণ্ডল-দর্শনেই, রিপুগণ ভীতিহেতু (তৎসকাশে) ‘প্রণত’ হইত বলিয়া ইনি জগতে ‘আলামুখ’ বা বহিমুখ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। যাহারা জনসমূহের জন্ত জীবন ধারণ করেন [‘লোকপৃহিতীনাং’], তাঁহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেই নরপতি মনুয় জায় আচার ও বিবেকের মার্গে অবস্থিতি করিতেন। সেই কীর্ত্তনীয়নামা নৃপতির রম্য-সদৃশাবলীর কীর্ত্তন ত্রিজগৎ গান করিত।

৬। সমুদ্র-বক্ষঃ হইতে চন্দের উদয়ের জায় সেই নৃপতি হইতে লোকপাল আদিত্য-বর্মার উদ্ভব হয়। বর্ণাশ্রম ও আচারবিধি-প্রণয়নের সাফল্য ব্রহ্মা [‘ধাতা’] ইহাকে পাইয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

৭। যাহার যজ্ঞমধ্যস্থ হোমান্নি প্রজালিত হইলে চতুর্দিক্ হইতে আকাশে সমুৎপত্ত, যজ্ঞান্নি-সজ্ঞাত [‘পবন, জন্ম’] অন্ধকারের জীয় কৃষ্ণবর্ণ [‘ধ্বাস্তনীলম্’], লাম্যমান ‘ধূম-জাল’ মেঘের প্রাপ্তি জন্মাইয়া দিয়া (১) প্রগাঢ়-মেঘাশঙ্কি-শিথিকুলকে মুখর করিয়া তুলিত।

৮। সেই নরপতি হইতে ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবপ্রতিষ্ঠায় কৃতঘ্ন [‘কৃতাত্মনঃ’] ক্ষিতিপতি ঈশ্বরবর্মা জাত হন। তিনি ক্রতুক্রিয়ায় শতক্রতু ইন্দেরও সহিত স্পর্ধা করিতেন [‘ক্রতুগণেষাহুতব্রজবিষঃ’]। তিনি কলহ-স্বভাবযুক্ত [‘কলিঙ্গভাবঃ’] নরসমূহকে উৎখাত করিয়াছিলেন। অন্তান্ত নৃপগণ যত্নসহকারেও তাঁহার আচারমার্গের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

১। মহাভারত, বনপর্ব।

২। “ছুরিতং ছুরতম্”—অমর।

৩। “লোকস্ত ভুবো জনে”—অমর। লোকানাং হিতির্যে তেবাম্।

৪। “The sacred fire, Theodore Benfey's Sanskrit, English Dictionary, p. 534.

৫। “কৃষ্ণে নীলাসিতশ্রামকালশ্রায়লমেচকাঃ”—অমর।

৬। আহুতঃ ব্রজিট্ বেন সঃ, তন্ত। “স্পর্ধারমাতঃ” [পার্বিণি—১১০৩]। আঙ-পূর্ব্বক স্তে-বাত্ত স্পর্ধা করা [‘challenge’] অর্থে প্রযুক্ত হয়।

৭। “কলিঃ স্ত্রী কলিকার্যং না পরাজিকলহে যুগে”—মেঘিনী।

৯। তিনি নীতি-পালনের দ্বারা অসামান্য শক্তি, অপক্লব ব্যবহারদ্বারা [অকঠিনেন?] বান্ধব, সংকুল-জন্মদ্বারা শোভন-ইচ্ছা, সংপাত্রে বিনিয়োগের দ্বারা ত্যাগ, লজ্জাশীলতার দ্বারা কন্দর্প [‘চিত্তপ্রভবম্’], সংঘের দ্বারা যৌবন, সত্যকথনশীলতার দ্বারা বাক্য, বেদ-মার্গানুসারিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা [‘শ্রুতিপথবিধিনা’] কার্য এবং বিনয়ের [‘প্রশ্রয়েণ’] দ্বারা ঐশ্বর্য্যকে বন্ধন করিয়াছিলেন (?)। এই বিদ্যেবময় ও তামস-[সাগর]-মগ্ন জগতে তিনি কখনও হুঃখ প্রাপ্ত হন নাই।

১০। বঁহার বজ্রসমূহে যথাবিধি দিবানিশি হোমানল প্রজ্জালিত হইত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন কজ্জলতরঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ-আভ্যাক্ত [‘অগ্ননভগ্নমেচককৃষ্ণা’] ধূমে ‘দিক্চক্র-বাল’ বিতত হইলে, বর্ষাকালে জলভারনত নব মেঘাবলীর উদয় হইল ভাবিয়া উন্নত এবং উজ্জ্বলিত মনুরবুল বাচাল হইয়া উঠিত।

১১। (সেই লোকপাল হইতে) উদয়াজি-শির হইতে সমুখিত সূর্য্যের দ্বায়, ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত দেবরাজের দ্বায়, অথবা ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্তোলিত ‘নিম্বিতেন্দুকিরণ’ [‘অর্জ্জিতেন্দুকিরণঃ’], ‘কান্তপ্রভ’ কোমলভমণির দ্বায়, জীবগণের সংরক্ষণকর্তা, মহিমার দ্বিরতম আশ্রয়স্থল, রাজাধিরাজগণের অধররূপ মণ্ডলের শশী শ্রীজৈশানবর্ষা নৃপতির জন্ম স্থল।

১২। যিনি প্রজাগণের কল্যাণকারী, রিগ্ভূজ কুমুদের কান্তি ও শ্রী যিনি বিলুপ্ত করিয়াছেন, মিত্রগণের মুখরূপ কমলের যিনি অমৃতময় বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছেন [‘অগরছাতি-কৃতা’], সেই প্রভূত-প্রভাপ্রতিশালী নরপতি, ধর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত, কলিযুগ-তামসাবয়ম এবং অভ্রাণিতপাণ জগৎকে পুনরায় ধর্ম্মাচরণে প্রবর্তিত [‘প্রবৃত্তক্রিয়ম্’] করিয়াছিলেন।

১৩। সমরে অক্লাধিপতিকে পরাজিত করিয়া তিন সহস্র [‘সহস্রগণিতজ্জৈধা’] মদপ্রাবী গজ ও মূলিকানামকঃ (?) রাষ্ট্র জয় করিয়া [‘ভঙ্কুঃ’] নিবৃত্তাধিক সামরিক

১। শ্রুতিপথবিধিনা—‘শ্রুতি’র অর্থ বেদ। ‘বিধি’র অর্থ অনুষ্ঠান। ‘কল্পে বিধি ক্রমো’—অমর। বিধি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোলক্ক ব্লেন, “Practice prescribed by the Vedas for the effecting of certain consequences.”—*Umara Kosha*, p. 185, note d.

২। ভগ্ন=ভরস। ‘ভগ্নভরস উদ্বিধা দ্বিধাং বাচিরথোদ্বিধু’—অমর। মেচক=কৃষ্ণবর্ণ। “কৃষ্ণ মেচকঃ”—হেমচন্দ্র।

৩। অগর=ন+গর। গর=বিব। অগর=অমৃত।

৪। অক রাজ শ্রীস্বতর্কা গোতমিপুত্রের মাতা বলশ্রীর নাসিকগুহালিপিতে ‘মূলক’-দেশের উল্লেখ আছে। সাতকবি মূলকদেশ অধিকার করিয়াছিলেন—*Epigraphia Indica*, Vol. viii, pp. 60, 62. রূপসন বলেন, এই ‘মূলক’ ও ‘মূলিকা’ অভিন্ন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ‘মৌলিক’ জাতির নাম পাওয়া যায়। ফিটের মতে ইহা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অবস্থিত একটি জাতি এবং ‘মূলিকা’ ও ‘মূলিকা’ অভিন্ন—*Catalogue of Coins of the Andhra. Dynasty*, p. xxxi; বৃহৎসংহিতা—১৪।৮৮, ২৩; *Indian Antiquary*, 1893, p. 186.

অথ [‘সংখ্যাত্তরগান্’] লাভ করেন এবং [‘সমুদ্রাশ্রয়ান্’] সমুদ্রাশ্রয়বিশিষ্ট গোড়ীয় জন-গণকে উত্তরকালে দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়া সেই বিজয়ী [‘জিতী’] নরপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিখিল-ক্ৰীতীশমণ্ডলী তাঁহার চরণে অবনত হইয়াছিল।

১৪। যে বিজয়ী নরপতি প্রস্থিত হইলে, সেনারূপ অৰ্ণবের চাক্ষু্যজনিত আঘাতে ভূমিতল হইতে উখিত, সূর্য্যের তেজোমণ্ডল-রোধকারী শূলিকণার দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইত। ‘আম্বুত’ অর্থাৎ দিগ্‌বিদিক্‌শূণ্য (?) দিবসের আদি ও মধ্যভাগবিরহিত হইলে এবং জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে, যেন একনাড়িকামধ্যে [‘নাড়িকটৈবৎ’] (দিবাভাগের) প্রহরসমূহ নিশাকালের প্রহরে পরিণত হইত। (?)

১৫। কলিমাৰুতচালিতা বম্বা গভীর রসাতলবারিধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তিনিই বিদৌণ নোকার ভ্রায় সেই বম্বধাকৈ অসংখ্য গুণদ্বারা সৰ্ব্বাংশে অববদ্ধ করিয়া বলপূৰ্ব্বক ধারণ করিয়াছিলেন।

১৬। ষাঁহার জ্যাঘাতব্রণহেতু-কর্কশবাহু-দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত [‘ব্যাকৃষ্টশাঙ্গচ্যুতানি’] বণসমূহে আহত হইয়া শঙ্কুবন্দ ‘রণমুখে’ পক্ষীর ভ্রায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল, এবং ষাঁহার ক্ষতিশাসনকালে পুনরায় যেন বেদজয়ের [‘জয়ী’] উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই নরপতি হইতে কলিকালোৎপন্ন তুমিরভরঙ্গের নাশয়িতা [‘ধ্বস্তকলিপ্রবৃদ্ধিতিমিরঃ’] শ্রীসূর্য্যবংশীর জন্ম হয়।

১৭। যৌবনশালী, বালশশীর ভ্রায় কাস্তিযুক্ত, নিখিল ভুবনের সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, শাস্ত এবং শাস্ত্রবিচারে আরোপিতচিত্ত [‘আহিতমুনাঃ’] (সেই কুমার) সৰ্ব্বকলাবিভ্রায় বিশারদ হইয়াছেন। (ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও বিভ্রায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সরস্বতী যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। এই ভুলোকে, ঈশ্বরি ও কামিজ্ঞানোচিত রতিভাবের তিনি রসিক [‘কামিত-কামিভাবরসিকঃ’], এবং (সেই হেতুই) সৰ্ব্বাংশে রতিপতির তুল্য হইতে পারিয়াছেন।

১৮। ষাঁহার জনচিত্তবিমোহন [‘জনতাকান্তং’] বপুঃ ষত দিন না বিধাতা সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন, তত দিন ‘প্রবুদ্ধ’ কালির বলহেতু ধর্ম্ম অবনত হইয়াছিল; রতির দেহক্ষতসম্পাদনে তত দিন কন্দর্পের বাণ নিষ্কৃত ছিল, এবং কমলা আকস্মিক পরাজয়জনিত [‘অকাণ্ড-ভজজন্তয়ং’] ভীতিহেতু পরের অপকৃষ্ট আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১। জিতী—জিতং জয়ঃ অস্তাত্তীতি জিতী।

২। নাড়িকা—‘কটৈঃ ষড়্‌ভিংশ নাড়িকা’—হেমচন্দ্র। ‘Equivalent to 24 minutes’—Colebrook’s *Umura kosha*, p. 313, note d.

৩। ভাব—‘শৃঙ্গায়ে রসতাপি কারণে চান্তরাজনি’—নানার্ষাব-সংক্ষেপ, Edited by Ganapati Sastri, p. 119.



১৯। কেশাকর্ষণ-শঙ্কা-জনিত-আসহেতু বিচলিতলোচনা রতিপ্রতিম অরিকুল-লক্ষ্মীকে তিনি বিস্মুরিত-অসির জ্যোতিঃকণা-সংযুক্ত ভূজপাশের দ্বারা সমাকর্ষণপূর্বক কামবিন্দু ময়ধের জায়, তাঁহার উরঃস্থল প্রগাঢ়ভাবে নিপীড়িত করিয়া অতপুরুষাশ্রয়-জনিত শঙ্কা প্রায়শঃ বিদূরিত করিয়াছিলেন।

২০। (সেই রাজতনয়) যিনি পতিতকে উন্নীত করেন, তিনি (একদা) যুগয়ার বহির্গত হইয়া মহাদেবের [‘অন্ধকভিদঃ’] এক প্রাচীন [‘আত্মম্’] ভগ্ন দেবালয় দেখিয়া, শক্তির আশ্রয়ভূত [‘ললামভূমেঃ’] (সেই দেবাদিদেবের) ক্ষেমেশ্বরনামে প্রসিদ্ধ (এবং) ‘শশাঙ্কপুত্র’ নিকেতন স্বেচ্ছায় সমুন্নত করিলেন।

২১। (অন্ধের) ‘একাদশাতিরিক্ত’, ষট্শুগিত শতসম্বৎসর অতীত হইলে, নিপাতিতারি [‘শাতিবিধিষি’], ভূমিপতি জ্ঞানবান্ধার রাজ্যকালে (এই নিষ্পাণকার্য সম্পন্ন হইল)।

২২। যুগকালে আরণ্য মহিষশিশুরূপ-প্রতীয়মান [‘নব-গবলৱকচঃ’] ঘনবিদ্যুৎ-স্ফুরিত জলধরগণ প্রান্তভাগে ইন্দ্রচাপসংযুক্ত (ইন্দ্রচাপদ্বারা আহত) হইয়া দিগন্ত (দিগন্তরূপ বিভীষিত) সমাক্রম করিয়া ঘন ও মূহ গর্জ্জন করিতেছিল, এবং নবকুম্ভম-ভারাবনত্র কদম্বতরুর শীর্ষদেশে পুষ্পরাজি পবনের ঈষৎ-আন্দোলনে বিকম্পিত হইতেছিল, সেই কালে বর্ষণ-নিঃশেষিত মেঘের কাস্তির ত্রায় কাস্তিযুক্ত, ভগবান্ শূলপাণির এই মন্দির নিশ্চিন্ত হইল।

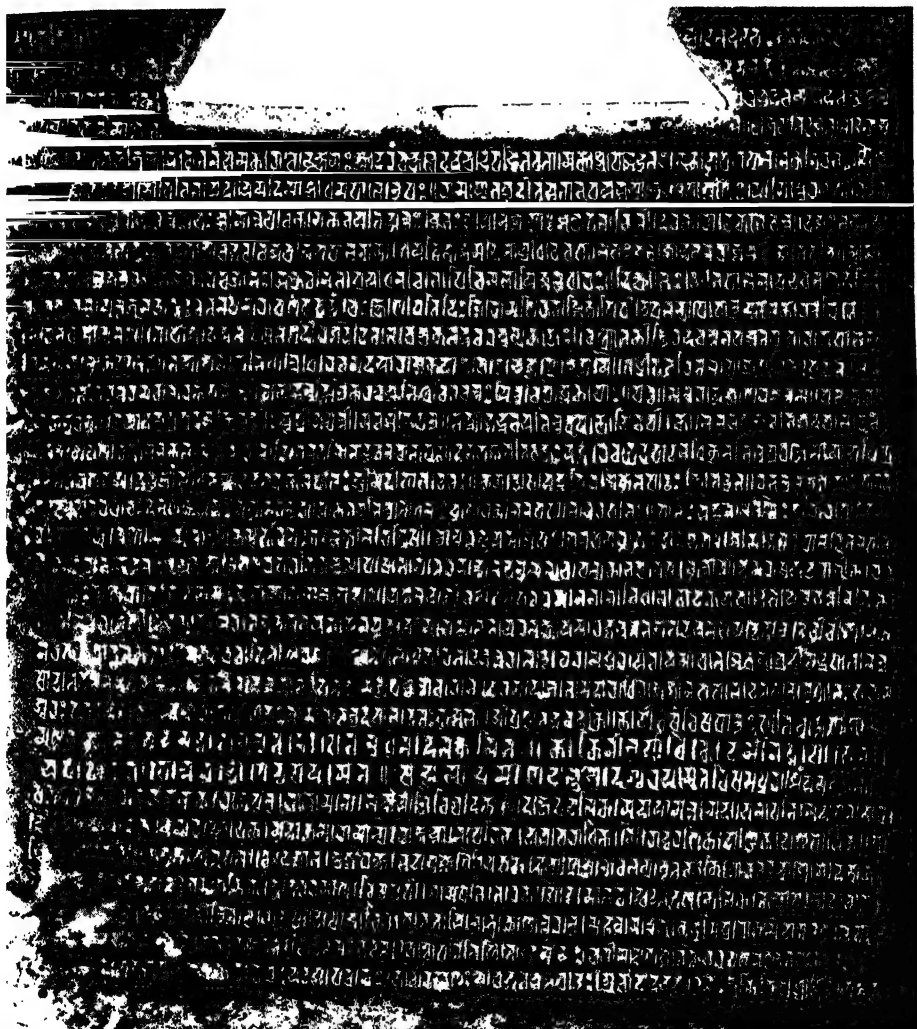
২৩। কুমারশাস্তির পুত্র গর্গরাকট-বাসী [‘গর্গরাকট-বাসিনা’] রবিশাস্তি নৃপামুখ্যগ-বশতঃ পূর্বে ইহা (এই প্রশস্তি) রচনা করিয়াছিলেন।

বিহিরবর্ষকর্তৃক ‘উৎকর্ণ’ হইল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

[illegible]







# THE



১৥ কেবলমহা হৃৎষা দ্বিহু বাজমহো  
 মংহা বাদমুহু বিহুহু তাব বিমুহ  
 হৃৎষা বাদমুহু বিহুহু তাব বিমুহ  
 মংহা বাদমুহু বিহুহু তাব বিমুহ

ঐনগরের পরিত্যক্ত মন্দিরের শিলালিপি





[ ২৩শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ]

## ইউনগরের রাজ্য শিবমন্দিরের খিজানিপি



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## কার্য্য-বিবরণী

### একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১৫ শ্রাবণ, ১৩২২, ২৫শে জুলাই, ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। একবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। ১৩২২ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ ও কার্য্যানির্কীহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৬। সহায়ক-সদস্য-নির্কীচন। ৭। পদক ও পুরস্কার বিতরণ। ৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভূত্বষণ মহাশয় কর্তৃক ১৩১১ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ। ৯। প্রদর্শন—(ক) রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তি। (খ) শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী দাসী মহোদয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত গাউন, হড্-শালের চোগা ও পাগড়ি, দোয়াত প্রভৃতি। (গ) স্বর্গীয় উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত শক ও অক্ষরাজগণের এবং মুসলমান বাদশাহগণের ২৬টি মুদ্রা। (ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভূত্বষণ মহাশয় কর্তৃক নবাবিকৃত লক্ষণসেনের তাম্রশাসন। ১০। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১১। শোক-প্রকাশ—(ক) বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস, (খ) ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, (গ) অধ্যাপক অরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম এ, (ঘ) রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, (ঙ) মন্থনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল ও (চ) অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১২। সাধারণ সদস্য নির্কীচন। ১৩। বিবিধ।

গত ১৫ শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরিষদের একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ;—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ( সভাপতি )

” ” ডাঃ ” সতীশচন্দ্র বিভূত্বষণ এম এ, পি এইচ ডি ”

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী

” সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল

রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত্ত,

” নিবারণচন্দ্র ঘটক

এম এ, বি এল

## শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

- বতীজনাথ দত্ত
- শুক্লানন্দ স্বামী
- রসিকলাল রায়
- নিত্যানন্দ রাম
- চারুচন্দ্র বসু
- যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র
- প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
- মৃণালকান্তি ঘোষ
- ব্যোমকেশ মুস্তফী
- কবিরাজ বসন্তকুমার রায়
- ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
- হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
- বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়
- রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ
- শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
- ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস
- রমণীমোহন ঘোষ
- তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- অমূল্যধন রায়
- প্রমথনাথ দত্ত
- ডাঃ আবহুলগফুর সিদ্দিকী
- কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
- মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- প্রফুল্লকুমার সরকার
- হরপ্রসাদ মজুমদার
- হুজুবিহারী বসু
- কালীচরণ মিত্র

## শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার

- সত্যচরণ ধর
- রমেশচন্দ্র মজুমদার
- সুরেশচন্দ্র বসু
- নরেশচন্দ্র সিংহ
- সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- অনন্তকুমার ঘোষ
- হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত
- পশুপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
- রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
- কিরণচন্দ্র দত্ত
- মনমথমোহন বসু
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎভট
- তারাপদ চট্টোপাধ্যায়
- নিকুঞ্জমোহন কবি-সার্কভৌম
- হেমচন্দ্র ঘোষ
- গ্রামসুন্দর দত্ত
- রামকমল সিংহ
- নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
- জগদ্বন্ধু মোদক
- দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- সরোজবন্ধু নিরোগী
- অতুলচন্দ্র মিত্র
- ননীগোপাল রায়
- হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
- বাগীনাথ নন্দী
- শচীন্দ্রসেবক নন্দী
- ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যাক
- পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
- রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- „ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
- „ বসন্তকুমার রায়
- „ আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়
- „ বিজয়কুমার মল্লিক
- „ জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ সতীশচন্দ্র মিত্র
- „ উপেন্দ্রনাথ মিত্র
- „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ যোগেশচন্দ্র সিংহ
- „ সুব্রহ্মনাথ কুমার
- „ ললিতমোহন পাল
- „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- „ শ্রীশচন্দ্র সেন
- „ কৃষ্ণবিহারী দত্ত-চৌধুরী
- „ কুঞ্জবিহারী দত্ত
- „ বিনোদবিহারী গুপ্ত
- „ অক্ষয়কুমার নন্দী
- „ সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ যতীন্দ্রমোহন রায়
- „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
- „ চুণীলাল বসু
- „ পরশুরাম মিত্র

শ্রীযুক্ত চিরসুন্দর লাহিড়ী

- „ সহদেব বিশ্বাস
- „ জীবনধন চক্রবর্তী
- „ বিপিনবিহারী ঘোষ
- „ ননীগোপাল মজুমদার
- „ নরেন্দ্রনাথ দে
- „ রামহরি ভট্ট
- „ গিরিশচন্দ্র দত্ত
- „ গিরিজাকুমার বসু
- „ নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
- „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- „ পুলিনবিহারী দত্ত
- „ অমৃতলাল দত্ত
- „ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ অমল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
- „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- „ নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ পঞ্চানন মিত্র
- „ গৌরহরি সেন
- „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- „ বামিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
- „ স্বর্ষ্যকুমার পাল
- „ ভোলানাথ কৌচ
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী প্রভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	• শ্রীপ্রমথলাল সৈয়দকার
„	„	• শ্রীশ্রীমথলাল সৈয়দকার
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবাণীনাথ মন্ডী	• শ্রীনিরঞ্জনকৃষ্ণ ঘোষ বিএ
		• ৩ আনন্দ চাট্টোপাধ্যায় সেন, কলিকাতা।

প্রভাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনির্মলচন্দ্র সেন এম্ এ ব্যারিষ্টার, এডিশনাল জজ, হোট আদালত, ১৬ পার্ক-লেন, কলিকাতা।
শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগগনবিহারী সেন পোষ্টাল ইনস্পেক্টর, ৫৯৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীহরিচরণ মিত্র ৯ গোরমোহন মুখার্জীর ষ্ট্রীট।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী	শ্রীধরেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকৃষ্ণবিহারী বসু ডিরেক্টর সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত পার্শ্বাঙ্গাল আসিস্ট্যান্ট, বারাসত।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীবিপিনবিহারী সেনগুপ্ত ৯১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।
রায়সাহেব শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	"	শ্রীজয়কালী দত্ত এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীআশুতোষ রায় এম্ এ, বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, রাঁচী।
"	"	শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, রাঁচী।
"	"	শ্রীএককড়ি সেন বি এল উকীল, রাঁচী।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরসিকরণ ঘোষ শিখ ফ্যাক্টরী, শ্রীনগর, কান্দীর।

## কার্য-বিবরণী

৫

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রী কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৩ ল্যান্সডাউন রোড।
শ্রী শ্রামলাল গোস্বামী	”	শ্রী সুব্রজকুমার চক্রবর্তী বি এম সি Calcutta Training Academy. ১৩ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রী হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, আরাধবাগ, হুগলী।
শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য্য বিত্তারত্ন, এম্ এ জুপারিশটেণ্ডেন্ট, কল্টোলায় ইণ্ডিয়া ট্রেজারির অফিস, কলিকাতা।
শ্রী ব্যোমকেশ মুস্তকী	”	শ্রী বিনোদবিহারী দত্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয়ের বাটী, কুটীবাটা, বরাহনগর।
শ্রী কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়	শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ ম্যানেজার মের্সার্স এইচ্ পি মৈত্র এণ্ড কোং, চক্রধরপুর।	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সান্নাথ শ্রী কল্যাণীচরণ বিশ্বাস দেওয়ারফিরা এষ্টেট, চক্রধরপুর।
শ্রী মন্বন্নাথ রায়	শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রী প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ ৮৮১ হুর্গাচরণ মিঞের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রী কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রী নরেন্দ্রকুমার সেন বি এ ডেপুট ম্যাজিস্ট্রেট, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শ্রী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ইউনিভারসিটি কলেজের অধ্যাপক, ২১ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা।	শ্রী নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, শ্রী যোগীন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ এ, বি এল, উকীল, বহরমপুর।
শ্রী হর্গাদাস রায়		শ্রী যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র	”	শ্রী চারুচন্দ্র সরকার এম্ এ ৬৭ হুর্গাচরণ মিঞের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রী মণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, ১৮১১ বীডন রো, কলিকাতা।



প্রভাবক	সমর্থক	সদন্ত
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এন্স সি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক, বাদসাহীমুণ্ডী, এলাহাবাদ।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	শ্রীকানাইলাল মিত্র ৩৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	রায় শ্রীকৃপানাথ দত্ত বাহাহর ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, টালা।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এন্স হাইকোর্টের উকীল, ১৩১২ বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুম্ভম লক্ষ্মীপাশা এইচ, ই, স্কুল, লক্ষ্মীপাশা, যশোহর।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদক্ষিণামোহন সেনগুপ্ত ৯১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীশঙ্কুনাথ দে ঐ ঐ।
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।
শ্রীরামহরি ভট্ট	"	শ্রীআণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায় এন্স, এম্, এন্স, ১৪ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাসিনাথ নন্দী	"	শ্রীকলীন্দ্রনাথ পাল বি এ ১৬৩ স্কটস লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীপ্রমোদকর আতর্ষী ১৪ সরকার লেন, চৌরবাগান।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	ডাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, কাশীনাথ হাউস, বরাহনগর।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী এম্ এ, ডি এন্স,

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদন্ত
ডাঃ শ্রীআব্দুল গফুর	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীসৈয়দ আব্দুরবর সাহেব
"	"	ভাতশীলা, পোঃ কালীমোহর, ফরিদপুর।
"	"	মোলবী শ্রীআব্দুররহিম খাঁ চৌধুরী
"	"	মোক্তার, সাতক্ষীরা, খুলনা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	"	শ্রীমুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
"	"	বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত, কলিকাতা।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র ধর বি এ

Senior Sanskrit Teacher, C. M. S. School, Garden Reach,

৬৮।৪ বেচু চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট, কলিকাতা।

১। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ৮কবির কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠা-সভার বিশেষ বিবরণ ৩ দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পড়িয়া শুনাইলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বার্ষিক কার্য-বিবরণ সংক্ষেপে পড়িয়া শুনাইলেন। এই বার্ষিক কার্য-বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে সকল প্রকার সদস্যের সংখ্যা ২১৪৮ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ জন সদস্যের ও সদন্ত ব্যতীত ১২ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ষে গ্রন্থশালার গ্রন্থ-সংখ্যা সকল প্রকার বাড়িয়া ৩২৫৭৮ এবং পুথিশালায় পুথির সংখ্যা ৩০৯০ হইয়াছে। এই বৎসর চিত্রশালায় অনেক নূতন মূর্তি ও কয়েকটি ছাপা প্রাচীন মুদ্রাও আসিয়াছে। এই বৎসর সর্বপ্রকারে ৫১৬৯৩৬০০ আনা জমা হইয়াছে এবং সর্বপ্রকারে ২৭৭৮৩১১ পাই ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ২৩৯১০১/১ পাই উদ্ধৃত আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে এ বৎসর চণ্ডীদাসের পদাবলী, বোধিসত্তাবদানকল্পলতা ঐশ্বৰ্য্য, শ্রীভাষ্যের ষষ্ঠ খণ্ড ও সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইয়াছে এবং আর তিন চারিখানি গ্রন্থের মূল্যংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। এই বৎসর স্থায়ী তহবিলে লালগোলায় রাজা বাহাদুরের দান ১৩০০০ হাজার টাকা ও বর্জমানাধিপতির দান ৫০০০ হাজার টাকা একুনে ১৮০০০ টাকা বাড়িয়াছে। রমেশ-ভবনের জ্ঞান মহারাজা সার্ব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ভূমিদানের ট্রাষ্টিডিড (আসপত্র) রেজিষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর বাঙ্গালায় একটি, বাঙ্গালার বাহিরে দুটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। এ বৎসর পরিষৎ হইতে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে বাহাতে পূর্বের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বাহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধি ও পঠন-পাঠনের এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা হই, তাহার জন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদে অধ্যাপক-সদস্যের দ্বারা মোলবী-সদন্ত লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৎসর লালগোলায় রাজা রাও শ্রীযুক্ত বোণীজীনারায়ণ রায় বাহাদুর বেনারসদর্শন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষাদি অনুবাদ সহ প্রকাশের জন্ত সমস্ত ব্যয়

দিতে স্বীকার করিয়াছেন। লালগোলায় রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত স্থায়ী তহবিলের ১৩০০০ টাকার সুদ হইতে আরও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ উদ্ধারের পথ আলোচ্য বর্ষে আরও সুগম হইয়াছে।

এতদ্বিন্ন রাজা বাহাদুর দশ হাজার টাকা ব্যয়ে মুদ্রিত সঙ্গীতরাগকল্পক্রমের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগে দান করিয়াছেন। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মিত দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল ও তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৮প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুরের) শতবার্ষিক জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সর্বপ্রধান। কবিবর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের চিত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ, হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যার্থ যে ১২০০০ টাকা বার্ষিক দান পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য বর্ষে বজায় আছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পুস্তকালয়ের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বাড়িয়া ৫২৫ হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগেই কাজের উন্নতি হইয়াছে। হেমবাবু এই বলিয়া এই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বোষ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচ-পত্রের মধ্যে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে, আর বেতন শীর্ষকে এক দফা বেতন খরচ লেখা আছে। ব্যাপার কি? শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন—বেতন শীর্ষকে নিয়মিত বেতনগুলিই ধরা হইয়াছে, আর পুস্তকের তালিকাদি করা হইতে যে অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রন্থশালায় ব্যয়মধ্যে ধরা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বোষ বলিলেন,—উভয় বেতন একত্র লিখিলেই চলিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—এরূপ আলোচনায় বোধ হয়, আমরা অনধিকারী। কোন্ খরচটা খাতায় কেমন করিয়া লিখিলে ভাল হয়, তাহা বলিয়া দেওয়া আর-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য। এ বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাহার আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—গ্রন্থশালায় খরচের দপ্তরী, বেতন, পুস্তক-খরিদ ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া যে বিবরণ পড়িয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কথা জানাইবার মত কাগজ-পত্র লইয়া আজ আমরা এখানে আসি নাই, কাজেই তাহা বলিতে পারিব না। আর আজ বার্ষিক অধিবেশনে এ সকল বিষয়ের আলোচনার অবসর আছে বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ স্বামী বলিলেন,—কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার সংক্ষেপে ছই চারি কথা শুনিলাম মাত্র। সমস্ত না শুনিয়া, না জানিয়া, কি গ্রহণের প্রস্তাব শুনিব? যদি জানাইবারই প্রয়োজন ছিল, তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া সকলকে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিয়া মতামত দিতে পারিতাম। লাট সাহেবের আসা উপলক্ষে একটা মস্ত খরচ-পত্রের ব্যাপার শুনিলাম, অথচ তাহার বিস্তারিত আমরা জানি না। সদস্যদের সকলকে নিমন্ত্রণ হয় নাই। লাট-বেলাটের দর্শন পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এমন সব স্থানেও যদি তাহার সন্মিলন দেওয়া না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? যাহার ফল আমরা পাইলাম না, পাইবার সন্মিলন সত্ত্বেও কেহ দিল না, তাহার খরচ আমরা কেমন করিয়া মঞ্জুর করিব? কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি কি করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন, তাহা এক বৎসরান্তে আমরা একবার শুনিতে পাই, তাহাও যদি পুরা না শুনিয়া মঞ্জুর করিতে হয়, তবে আমাদের শুনাইবার আবশ্যকই বা কি? গাড়ী ভাড়া একটা মস্ত খরচ শুনিলাম। যদি এ খরচের বিশেষ বিবরণ না জানিতে পারি, তবে স্বভাবতঃই মনে হইবে, এ বিলাসের মঞ্জুর করিব কেন? সেই জন্ত বলি, বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে সকলকে বিতরণ করা উচিত, নতুবা না দেখিয়া শুনিয়া কি গ্রহণ করিব?

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলিলেন,—প্রস্তাব যাহা হইল, সে ভাবে কাজ হইবে কিরূপে? প্রথমতঃ কার্য্য-বিবরণ এই বার্ষিক সভায় গৃহীত না হইলে ছাপা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি খসড়া ছাপাইয়া বিলি করিতে হয়, তবে এখনও মাসের মাথায় বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে, তখন খসড়া ছাপাইতে দু-এক মাস, তাহা বিলি করিয়া সমালোচনা ও মতামত আনাইয়া কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে তাহার মীমাংসা করিয়া ঠিক করিতে এক মাস, পুনরায় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ছাপাইয়া বিলি করিতে আরও এক মাস—এইরূপে আরও ৫৬ মাসের ধাক্কা পড়িবে। ইহার তিন বার ছাপার খরচা ও তিনবার বিলির ডাক-খরচা আছে, সে বোধ হয় হাজার টাকার উপর। অতএব বার্ষিক অধিবেশনের সময় ৯ মাস পরে না করিলে হইবে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—যাহাই হউক, বার্ষিক বিবরণ যখন বিচারের জন্ত আসিয়াছে, তখন না শুনিয়া বুঝিয়া বিচার করা যায় না। এ জন্ত ইহা স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন,—বার্ষিক বিবরণ ছাপাইয়া বার্ষিক অধিবেশনে বিতরণ করা কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—লর্ড কারমাইকেল সাহিত্য-পরিষদে আসিয়াছিলেন,—তাহার আশাশ্রয় সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই,—তাহার প্রধান কারণ এই, ছোট হলে ছই হাজার লোক নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মধ্যে লাট সাহেবকে ছাড়িয়া দিলে তাহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও অসুবিধা হইত। তত্ত্বিগ্ৰহণে ভিড় না হয়, সে জন্ত রাজপুরুষ-

গণের বিশেষ অগ্ররোধ ছিল। তাহার পর তিনি যে জন্ত আসিয়াছিলেন বা যে জন্ত তাঁহাকে আনা হইয়াছিল, মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল দেখান বা সে সকল কাজ করা অসম্ভব হইত। আপনাদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি এই সকল বুঝিয়া যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার আসায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা কিছু অত্যাশ্চর্য্য হয় নাই। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের ছাপা সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা উৎকৃষ্ট চামড়ায় বাঁধাইয়া উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাধারে সাজাইয়া তাহাতে খোদাই-করা রূপার প্লেটে নাম লিখিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গেশ্বরের সম্মানের উপযুক্তরূপে সভাগৃহ সাজাইতেও ব্যয় হইয়াছে। প্রোগ্রাম ছাপাইতেও ব্যয় হইয়াছে, কাজেই কিছুই অত্যাশ্চর্য্য হয় নাই এবং যে উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যয়ও হয় নাই। কার্য-নির্বাহক-সমিতি এই সমস্ত খরচ মঞ্জুর করিয়াছেন, আপনাদের কাছে সেই হিসাব অমুমোদনের জন্ত আনা হইয়াছে মাত্র।

গাড়ীভাড়া, লাইব্রেরী প্রভৃতি খরচ সম্বন্ধেও যে আপত্তি হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ। বিশেষতঃ এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণে নূতন কিছুই নাই,—বার মাসে পরিষৎ যাহা খরচ-পত্র করিয়াছেন, প্রতি মাসে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন; সভায় অত্র যে সমস্ত কাজ হইয়াছে, প্রতি মাসে মাসিক অধিবেশনে আপনাদের তাহা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন। আজ সেই সকল অমুমোদন করা, মঞ্জুর করা কাজের আর খরচ-পত্রের একটা মোট বিবরণ আপনাদের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে মাত্র। আপনারা যাহা মাসে মাসে করিয়া আসিয়াছেন,—আজ সেইগুলি একত্র করিয়া লিখিয়া আপনাদের শুনাইয়া মঞ্জুর করা ইয়া লইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে মাত্র। এই বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হেম বাবুর দুই মাস সময় লাগিয়াছে। সমস্ত পড়িতে হইলে ৪৫ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে। প্রতি বৎসরই, আজ বাইশ বৎসর কাল এই ভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়া আপনারা বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মঞ্জুর করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে ছাপাইয়া কার্য্যবিবরণ বিলি করার যে কি অসুবিধা এবং অনর্থক কত ব্যয়, তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। আর সেক্ষেপ নিয়ম এখন আপনাদের নাই। আপনারা যদি সেইরূপ নিয়ম করেন, পরে সে নিয়মে কাজ হইতে পারে। এ বার বোধ হয়, বর্তমান নিয়মেই কাজ হওয়া কর্তব্য। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল বলিলেন,—যে রূপ বুঝিতেছি, তাহাতে সমস্ত কার্য্যবিবরণ ছাপাইয়া বিলি করা অসম্ভব, তবে কেবল হিসাবের ক্ষুদ্র ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে। অনেক স্থানে তাহাই হয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলিলেন,—রায় যতীন্দ্রনাথ যে নিয়মের পরিবর্তন করার কথা বলিলেন, তাহা এখনই করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বলিলেন,—তাহা করিতে পারা যায় না, নিয়মাক্রমে বাধা ঘটে। এই বলিয়া হেমবাবু নিয়ম পড়িয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—সভায় ভাব দেখিয়া ; এবং আগ্রহ বুঝিয়া

বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অন্ততঃ হিসাবের ক্ষুদ্রতা বিলি করা হইলে যদি কাহারও কিছু দেখা শুনার দরকার হয়, তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারেন। ইহার জন্ত একটা নিয়ম করিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—যদি এখানে এই নিয়ম করার প্রস্তাব করা সম্ভব হয়, তবে হইয়া যাক, আমি বকাবকি করিবার পক্ষে নয়।

হেমবাবু তখন পুনরায় পূর্ব নিয়মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি প্রস্তাব করিতেছি, অন্ততঃ এই বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত হউক এবং কার্যনির্বাহক-সমিতিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আজিকার এই সভার আলোচনার ভাব বুঝিয়া যাহা কর্তব্য, তাহা করিবেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস ঙ্গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—ভালই হইল, এক্ষণে মীমাংসাই প্রয়োজন। যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিলাম, তাহা কোথাও নাই। স্কুলের বালাইব্রেরীর রিপোর্ট বার্ষিক অধিবেশনে ছাপাইয়া বিলি করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে কার্যনির্বাহক-সমিতিই তাহা শেন মঞ্জুর করিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে রিপোর্ট adopt করা হয়। যে সকল বড় বড় কার্যবিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর হইবার অপেক্ষা রাখে, সেখানে ছাপা হয় না; সংক্ষিপ্ত বিবরণই পড়া হয়, নতুবা কাজ চলে না। যেখানে বড় বড় Report taken as read হয়, সেখানে কার্যনির্বাহক-সমিতির উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহাদের ছাপিয়া দেওয়া রিপোর্টকে এমন অস্ত্রান্ত বলিয়া লগ্ধা হয় যে, আর পড়িবার অপেক্ষাও থাকে না। আমরা যদি আজ নূতন কিছু করি, তবে কার্যনির্বাহক-সমিতিতে অবিশ্বাস করা হইবে, অপমান করা হইবে, তাঁহারা একটা যা' তা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন, এমনটা মনে না করাই উচিত। সমিতির উপর যদি এতটুকু অবিশ্বাস থাকে, তবে সমিতির লোক বদল করিয়া ফেলা ভাল।

অতঃপর সভাপতি কার্যবিবরণ গৃহীত হইবে কি না, তাহার জন্ত মতামত চাহিলে গ্রহণের বিপক্ষে মাত্র ৪টি ভোট হওয়ায় অধিক ভোট অল্পসারে কার্যবিবরণ গৃহীত হইল বলিয়া সভাপতি জানাইয়া দিলেন।

তাহার পরে সভাপতি মহাশয় নিজের সঙ্কেদন পাঠ করিলেন। (পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ছাপা হইবে) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ সহজ-যানের গ্রন্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মুসলমান অধিকারের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এবং বাঙ্গালা ভাষার আকার কিরূপ ছিল, তাহার কতকটা আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে রচনার নমুনা এবং যে যে গ্রন্থকারের বতটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। এই সকল কারণে এই প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অভিনব অবস্থার অনেক কথা জানা গিয়াছে।



পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিত্তাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথগণ বোষ এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী।

ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এ এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ।

• সমর্থক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোষ বি এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ-নির্বাচনে দ্বাবিংশ বর্ষের জন্ত কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

• " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ বি এ

" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

" রঞ্জন আলী চৌধুরী

• শ্রীযুক্ত জে এন্ দাশগুপ্ত বি এ

" ডাঃ শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এম্ এ

" পণ্ডিত জুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

" শশিভূষণ যুগোপাধ্যায়

" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী

" অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বিএল্

• হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

" যোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি এ



এবং নিম্নলিখিত চারি জন ব্যক্তি সমস্ত শাখা সভার নির্বাচনে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

” নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল (ভাগলপুর)

” দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)

” সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ (বর্ধমান)

এই ২০ জন সদস্য এবং আর-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য্যসাধ্যকে লইয়া, দ্বাবিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় এত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের কাজের প্রতি তন্ময় হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই কয় বৎসর তাঁহারই হস্তে কার্যালয়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা করার ভার ছিল। তিনি সকল দিকে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে কাজ ফরিয়াছেন। তিনি প্রয়োজন-মত রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত অফিসে বসিয়া পরিষদের কাজ করিয়া পরিষদের প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ও অসীম শ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এ জন্ত সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার কাছে বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই অনেক সময়ে সম্পাদকের কার্য্য নির্বাহ করিতেন। এ জন্ত ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিষদের নিয়ম আছে, কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ একই পদে একাদিক্রমে ৫ বৎসরের অধিক কাল থাকিতে পারিবেন না। সেই নিয়মে যদিও হেমবাবু আর এক বৎসরকাল সহকারী সম্পাদক থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় এই বৎসরই আমরা তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছি, এ জন্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে স্নেহের বিষয় এই যে, তিনি এ বৎসর সাধারণ-নির্বাহক-সমিতির সদস্য হইয়াছেন; সুতরাং তিনি সহকারী সম্পাদক না থাকিলেও, তাঁহার সংস্কারমর্শে ও স্নেহে সাহিত্য-পরিষৎ বঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ভরসা আছে যে, আগামী বৎসর তাঁহাকে পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে আমরা পাইব।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্য নিযুক্ত করা হইল,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়

১। পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

সমর্থক—রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর

২। শ্রীবোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

৩। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ১৩২০ সালের পুরস্কার-প্রবন্ধ রচনার কলাকল ও পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নামাদি জ্ঞাপন করিলেন,—

নাম	পুরস্কার
(১) শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার রায় গুপ্ত	২০, মূল্যের পুস্তক
(২) " যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক	১৫, " "
(৩) " কালীদয়াল ভট্টাচার্য	১৪, " "
(৪) " রসিকলাল সেন	১২, " "
(৫) " শশিভূষণ পাল	১০, " "
(৬) " শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী	৮, " "
(৭) " দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬, " "
(৮) " মোহিনীমোহন রায়	৫, " "
(৯) " প্রফুল্লকুমার সরকার	৫, " "
(১০) " সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৫, " "
	<hr/> ১০০

ইহারা সকলেই পরিষদের ছাত্র-সভ্য। ছাত্রাধ্যক্ষের নির্দেশানুসারে ইহারা স্ব স্ব কৃতি অনুসারে প্রবন্ধ লিখিয়া এই সকল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাদের ইচ্ছামত বহি ইহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে নিজ নিজ পাঠ্য পুস্তক লগুয়ায়, তাহাই তাঁহাদিগকে কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির স্বর্ণপদক এ বৎসর "কবিবর্, হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহার সমালোচনা" প্রবন্ধের জন্ত দেওয়া হইবে, এরূপ ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এই সমালোচনা লিখিয়া এইকার এই স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট এ বার শিল্পিকুমার ঘোষ স্মৃতি-পুরস্কারের নগদ ২৫ টাকা পাইয়াছেন।

অতঃপর "১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" প্রবন্ধ অতি বড় হওয়ায় এবং সভার অন্ত্যস্ত কার্য বাকী থাকায় স্থির হইল, প্রবন্ধটি আগামী বাবিশং বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পড়া হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় দিনাজপুরে রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে যে গ্রামে গিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে বাহা সংগ্রহ করিয়াছেন বা বাহা করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার বখাষথ বিবরণ দিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে যে কয়টি পাথরের ও ছাঁচে ঢালা ইটের ছবি আনিয়াছিলেন, সেগুলি দেখাইলেন। পাথরের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কার্তিকের জন্ম-দৃষ্টের এক খণ্ড ভগ্নাংশ দিনাজপুর কাটাবাড়ী গ্রামের বড় শিবের মন্দিরে পাইয়াছেন। একটি গণেশ ও মন্দিরের কারুকার্যের একটু অংশ রাজসাহী সারভা গ্রামের এক মণ্ডপে পাইয়াছেন। ইটের

ছবিগুলি সমস্তই রাজসাহী মহাদেবপুরের এক ক্রোশ উত্তরে আত্মাবাড়ীর এক মন্দির-  
ধ্বংসের মধ্যে পাইয়াছেন। ইহাতে নোকারোহী রাবণ, গোচারণে কৃষ্ণবলরাম, আর  
একটি ময়ূরমূর্তি আছে। একটি পদ্ম সারতা গ্রামের গম্ভীরাতলায় পাওয়া গিয়াছে।  
অন্য সব বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি রাজা বাহাদুরের কাঞ্চনের কাছারীতে জমা হইতেছে।  
সেটেলমেন্টের কাজ চুকিয়া গেলে কাম্বচারীরা সেগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন যে, ৮রাজা রাজেন্দ্রলাল  
মিত্র বাহাদুর বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনের যুগের অগ্রতম নেতা ছিলেন। তাঁহার  
কোন স্মৃতি-নিদর্শন আমাদের নাই। শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিনিদর্শন প্রার্থনা করিয়া  
তাঁহার পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী মহোদয়া  
রাজা বাহাদুরের নিত্য ব্যবহৃত শালের পাগড়ী, শালের চোগা, ডি এল্ উপাধির গাউন  
ও হুড, নোট বুক, ডায়েরী ও দোয়াতটি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। আমরা  
ছাত্র ৩ স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের  
বন্ধে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে। আমি ইহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতা  
এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় কতকগুলি হুস্তাপ্য শকরাজ-মুদ্রা,  
অন্ধুরাজমুদ্রা, পালরাজমুদ্রা, পাঠান রাজমুদ্রা, মোগল রাজমুদ্রা উপহার দিয়া জানাইলেন,—  
তাঁহার পিতা ৮উদয়েন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারও  
এগুলি পরিষদেই দিবার ইচ্ছা ছিল। আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা হইল।  
এইগুলি ব্যতীত বিভিন্ন দেশের আধুনিক মুদ্রাও অনেকগুলি আছে, সেগুলিও সাহিত্য-  
পরিষৎকেই দিব।

সভাপতি মহাশয় এই মুদ্রা দানের জন্ত পঞ্চানন বাবুকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুদ্রাতত্ত্ববিৎ  
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাগুলির পরিচয় দিতে অনুরোধ  
করিলেন।

রাখালদাস বাবু বলিলেন,—ইহার মধ্যে ইস্লাম শাহ সুলতানের একটি, দিল্লীর  
প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহম্মদ বনু সামের একটি, ফিরোজ শাহের একটি, মহম্মদ  
শাহের একটি এবং আরজুনের একটি মুদ্রা আছে, আর শকরাজ নহপানের ৬টি,  
বিগ্রহপালের একটি, অন্ধুরাজাদের ১৩টি আর লাবিন মুদ্রা একটি আছে। নহপানের  
একটি মুদ্রার উপর গোমতীপুত্র শতকর্ণীরাজের ছাপ দেওয়া আছে। এইটি কোতুবজানক  
এবং হুস্তাপ্য।

ইহার পর শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ ঘোষ বিভাভূষণ মহাশয় লক্ষণ সেনের একখানি নূতন  
আবিষ্কৃত তাম্রশাসন দেখাইয়া বলিলেন,—এখানি ২৪পরগণা বাকুইপুরের নিকট  
গৌবিন্দপুর গ্রামে চারি বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত 'নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রবর্গী

কাটাইতে গিয়া মাটির মধ্যে পাইয়াছিলেন। এখানি লক্ষণসেনের রাজত্ব-কালের ৩য় বৎসরের দানপত্র। রাজ্যাভিষেককালে বাৎসরগোত্রীয় ব্যাসশর্ম্মাকে বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত গঙ্গাতীরে যে জমি দান করিয়াছিলেন, এখানি সেই জমি দানের দলৌ। ইহার উপরে তাঁহার অত্যাশ্র দানপত্রের ভায় সদাশিবমুদ্রা এবং তাঁহার সাক্ষি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্তের নামই আছে। অমূল্য বাবুই ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় অমূল্য বাবুকে এই নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-যুগের একতম নেতা ৮রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরের স্মৃতি-নিদর্শন আজ আমরা তাঁহার পত্নীর অনুগ্রহে অনেকগুলি পাইলাম। সেই যুগেরই আরও একজন মহোদয়েরও কোন স্মৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তিনি মহারাজ সার বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আজ তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের একটি প্যারীপ্রাচীরের অর্দ্ধমূর্ত্তি দান করিবেন বলিয়া আমার জানাইয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অতঃপর নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথি উপহারদাতাদিগকে বথারূতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ করা হইল এবং নূতন সদন্তের নির্বাচন হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
ডাঃ শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ মজুমদার	১। অভাগিনী (নাটক)
নাগরীপ্রচারিণী সভা, কালী	২। পৃথ্বীরাজ রাসো (৬১ হইতে ৬৯সর্গ)
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	৩। ঋণ পরিশোধ
	৪। রাজপুত-কাহিনী
	৫। সরল চণ্ডী
	৬। লহর
" আশুতোষ মহলানবীশ	৭। কৈবল্যতন্ত্র
"	৮। রা'সের বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী
" পঞ্চানন নিয়োগী	৯। আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)
	১০। বৈজ্ঞানিক জীবনী
" বহুনাথ মণ্ডল বি এ	১১। ইমার্সন সন্দর্ভ
" প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২। গো-জীবন
" রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	১৩। রসায়ন-প্রবেশ

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেনী	১৪। সরল পদার্থবিজ্ঞান
	১৫। সরল পদার্থবিজ্ঞান
	১৬। সংজ্ঞা পরিমিত
	১৭। ভূগোলসূত্র
	১৮। কল্যাণমঞ্জুষ বা ন্যায়প্রকাশ
	১৯। টেলিমেকস্
	২০। দ্বৈতরচন বিজ্ঞানাগর
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১। ক্রমোলা
	২২। যৎ কিঞ্চিৎ
	২৩। সার্জের বাতী
" দেবালয়-সম্পাদক	২৪। নবযুগের সাধনা
	২৫। ঐ
" বিপিনবিহারী দেবশর্মা বেদান্তভূষণ	২৬। আত্মবোধ
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত	২৭। কনক-রেখা
" রত্নপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক	২৮। সত্যনারায়ণের পাঁচালী
" নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	২৯। সঙ্গীত-শিক্ষা (১ম ভাগ)
	৩০। ক্রিডাপেট্রা
	৩১। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি
	৩২। সমাজচিহ্ন
" উদয়চাঁদ রায়	৩৩। কবি-জীবন
	৩৪। প্রাণের হিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড)
" সবকৃষ্ণ বোষ	৩৫। তর্পণ
" চাকচন্দ্র বসু	৩৬। অশোক-অনুশাসন
" হরিন্দাস হালদার	৩৭। গোবর-গণেশের গবেষণা
" রত্নপুর সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক	৩৮। আর্থিক আচারতত্ত্বাবলিষ্টম্
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	৩৯। নানান্ বিধি
" কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত	৪০। পুরাণ কথা

Supdt. Govt. Printing, India.

Chief Inspector of Explosives  
in India.

(41) Archaeological Survey of India, annual Report, 1911-12.

(42) Sixteenth annual Report of the  
Chief Inspector of Explosives in  
India, for the year ending 31st  
March 1915.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer in charge Bengal sectt Book- Depot.	(43) Statistical Returns with a]brief Note of the Registration Department in Bengal 1914.
Director, Geological Survey of India, 27, Chowringhee Road.	(44) Recrods of the Geological Survey of India, vol. XLV. Part 2, 1915.
Asst. Secretary of the Government of Punjab, P. W. D. Cambridge University	(45) Annual Archaeological Progress Report, Northern circle, 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(46) Le museon tonce I no 1.
do.	(47) Public meeting on the Civil Service Question held at the Town-Hall of Calcutta 1879.
Supdt. Govt. Press, Madras	(48) Hindu Idolatry.
	(49) A Descriptive catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. ,oriental, Mss. Library, Madras, Vol. 19
Officer in charge Bengal Sectt. Book- Depot.	(50) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1912, 1913 & 1914.
do.	(51) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency, for 1914.
Supdt. Govt. Printing, India	(52) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. April 1915.
Registrar University of Calcutta	(53) Calcutta University Calendar, Part II. 1914.
Sj. Ramendra Sundar Trivedi	(54) A vocabulary of the Japanese & Aryan Languages hypothetically compared by Kinza Hirat.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা	পুথির নাম
শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১। অধ্যাত্ম রামায়ণ ( সম্পূর্ণ )
	২। বর্ষাক্রিয়াকৌমুদী ( অসম্পূর্ণ )
	৩। নিকন্তর তন্ত্র ( খণ্ডিত )
	৪। উদ্ধার তন্ত্র ( অসম্পূর্ণ )

উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুথির নাম

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

- ৫। মহাবংশাবলী ( অসম্পূর্ণ )
- ৬। অমরকোষ ( খণ্ডিত )
- ৭। উদাহতত্ব ( সম্পূর্ণ )
- ৮। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ( অসম্পূর্ণ )
- ৯। শুদ্ধিতত্ত্ব ( খণ্ডিত )
- ১০। তিথিতত্ত্ব "
- ১১। অঙ্গব্যাকরণ ( সম্পূর্ণ )
- ১২। " " "
- ১৩। হরিবংশ ( খণ্ডিত )
- ১৪। " " "
- ১৫। তন্ত্রসার "
- ১৬। " " "
- ১৭। পদ্যজল ( স্মৃতিসংগ্রহ, সম্পূর্ণ )
- ১৮। স্মার্ত ব্যবহার্ণব "
- ১৯। উদাহতত্ব ( খণ্ডিত )
- ২০। শ্রাব্যতত্ত্ব ( সম্পূর্ণ )
- ২১। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব "
- ২২। জ্যোতিষতত্ত্ব "
- ২৩। তিথিতত্ত্ব "
- ২৪। হস্তার্ণব কাব্য "
- ২৫। ভট্টিকাব্য ( খণ্ডিত )
- ২৬। একাক্ষরাভিধান ( সম্পূর্ণ )
- ২৭। অমরকোষ ( অসম্পূর্ণ )
- ২৮। " ( সম্পূর্ণ )
- ২৯। " ( খণ্ডিত )
- ৩০। ভক্তিরত্নাবলী ( সম্পূর্ণ )
- ৩১। শ্রীমত্তাগবত ( খণ্ডিত )
- ৩২। চূর্ণাপুঙ্গাপদ্ধতি "
- ৩৩। মহাভারত, বিরাটপর্ব "
- ৩৪। মণি-কবিকা ( ২য়, অসম্পূর্ণ )
- ৩৫। রসমঞ্জরী ( খণ্ডিত )

উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

পুথির নাম

- ৩৬। সামুদ্রিক লক্ষণ ( সম্পূর্ণ )
- ৩৭। আনন্দলহরী "
- ৩৮। ভক্তিরত্নাবলী ( অসম্পূর্ণ )
- ৩৯। শাস্তিষতক ( সম্পূর্ণ )
- ৪০। শিবপূজা-বিধি "
- ৪১। কাতজবৃত্তি "
- ৪২। প্রয়োগরত্নমালা প্রকরণ
- ৪৩। প্রয়োগরত্নমালা
- ৪৪। প্রয়োগরত্নমালা ( সমাসবিন্যাস, সম্পূর্ণ )
- ৪৫। " ১ কারক কি )
- ৪৬। " .
- ৪৭। " ( তদ্ধিত প্রকরণ )
- ৪৮। " ( আখ্যাত )
- ৪৯। " ভাষা-বৃত্তি ( ১ম ২য় অঃ ) "
- ৫০। " ( ৩য় ৪র্থ অঃ ) "
- ৫১। " ( ৫ম ৬ষ্ঠ অঃ ) "
- ৫২। " ( ৭ম ৮ম অঃ ) "
- ৫৩। হর্যোর ব্রতকথা ( খণ্ডিত )
- ৫৪। দণ্ডিপর্ক "
- ৫৫। মহাভারত ( শাস্তিপর্ক ) "
- ৫৬। " আশ্চর্য্যপর্ক  
( আশ্রমিকপর্ক সম্পূর্ণ )
- ৫৭। " ( ভীষ্মপর্ক ) "
- ৫৮। " ( বনপর্ক, খণ্ডিত )
- ৫৯। " ( নারায়ণপর্ক, সম্পূর্ণ )
- ৬০। " ( সভাপর্ক ) "
- ৬১। " ( অশ্বমেধপর্ক, খণ্ডিত )
- ৬২। " ( আদিপর্ক ) "
- ৬৩। " ( অশ্বমেধপর্ক ) "
- ৬৪। " ( সভাপর্ক, সম্পূর্ণ )
- ৬৫। রতিশাস্ত্র ( " )

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ



উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

পুথির নাম

- ৬৬। চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য খণ্ড, খণ্ডিত)  
৬৭। " (অন্ত্য খণ্ড, " )  
৬৮। মহাভারত (আশ্চর্য্যপর্ক, আশ্রমিকপর্ক)  
৬৯। রামায়ণ (কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড)  
৭০। 'মহাভারত, শান্তিপর্ক (খণ্ডিত)  
৭১। " সুবলপর্ক "  
৭২। " জ্ঞীপর্ক "  
৭৩। " বিরাটপর্ক "  
৭৪। " উত্তোগপর্ক (সম্পূর্ণ)  
৭৫। " বিরাটপর্ক "  
৭৬। " দ্রোণপর্ক "  
৭৭। " সৌপ্তিকপর্ক "  
৭৮। কল্পিতগীত (মাধব-চরিত)  
৭৯। চৈতন্য-সংহিতা  
৮০। স্মরণমঙ্গল পদাবলী (খণ্ডিত)  
৮১। প্রাচীন পদ (সম্পূর্ণ)  
৮২। কুস্তকর্ণের স্নায়বাব

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, আজ বার্ষিক অধিবেশনের আনন্দের মধ্যেও আমাদের কয়েকটি শোক-সংবাদ প্রকাশ করতে হইতেছে। তন্মধ্যে সুকবি, হুগলীর জজ ৮বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এন্স মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাধারণের নিকট 'হইতে আমরা একটি সভা আহ্বানের জন্ত অস্বস্তি হইয়াছি, তাঁহার বিয়োগে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা সেই বিশেষ অধিবেশনে হইবে। অপর কয়েক জনের মধ্যে এলাহাবাদের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যু বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সে বিজ্ঞান ও কৃতিত্বে বশব্দী হইয়াছিলেন। গোড়পাদ ও নারায়ণের সাংখ্যদর্শনের যে টাকা আছে, তাহার ইংরাজী তর্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৮অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে স্বনামধন্য অতি বশব্দী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৮রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ৮সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ এক জন সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন, ব্রজমোহন কলেজ, মেট্রোপলিটান কলেজ ও রিপন কলেজে তিনি অধ্যাপকতা করিয়া বশোলাভ করিয়াছিলেন। ৮রাজচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার বিজ্ঞানহুরাথ ছিল, তিনি স্বাধীনভাবে বশব্দী ছিলেন। তাঁহার গুণ দান ছিল। তাঁহার দানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার কাছে অনেকই

উপকৃত হইতেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ৮ময়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজারের সহকারী সম্পাদক হইয়া বেশ যশোলাভ করিয়াছিলেন, নানা মাসিক পত্র লিখিতেন। চাঁদার সকলেই অল্প বয়সে অকালে পরলোকে গিয়াছেন। এক সঙ্গে এতগুলি কৃতবিদ্য, কৃতী, যশস্বী যুবকের জন্ম আজ আমাদের শোক করিতে হইতেছে! ৮ময়নাথপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ৮শঙ্করঘোষের বংশধর ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন ও সাহিত্য-পরিষদের বহু পুরাতন সদস্য ছিলেন। ইহাঁর কিছু দিন পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির শোকসম্পৃক্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হউক। অতঃপর সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যাংমকেশ মুস্তফী

महकाव्री सम्प्रदायक ।

**শ্রীশংকরকুমার রায়**

সভাপতি ।

## প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২২, ৮ই আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, ৬।০টা।

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (সহকারী সভাপতি)

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। পরিষদের সহকারী সভাপতির সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব (২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের “১৩২১ বঙ্গাব্দে নবাবালা-সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয়ের “শিলিমপুরের খোদিত লিপি” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ ও (গ) কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

উপস্থিতি—

রায় রাহাচাঁদ শ্রীযুক্ত ডাঃ চুর্ণীলাল বসু  
রায় সাহেব “ দীনেশচন্দ্র সেন বিএ  
ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত  
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ  
“ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ  
“ নিখিলনাথ রায়  
“ রসময় লাহা  
“ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব  
“ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়  
“ বোধিসত্ত্ব সেন  
“ অমৃতলাল বসু  
“ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ  
“ অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ  
“ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস  
“ মনোমোহন বসু

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ  
“ অম্বোরনাথ ঘোষ  
“ সতীশচন্দ্র মিত্র  
“ সত্যচরণ পাল  
“ রাজকুমার চক্রবর্তী  
“ হেমচন্দ্র ঘোষ  
“ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ  
“ হরেশচন্দ্র বসু  
“ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
“ কৃষ্ণনাথ সেন  
“ বতীন্দ্রমোহন মিত্র  
“ বোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র  
“ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য  
কিরীটচন্দ্র দত্ত  
ডাঃ বতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত এম্ এন্স সি

- শুভানন্দ স্বামী
- শান্তনুচরণ বিশ্বাস
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- নিত্যানন্দ রায়
- পণ্ডিত কস্তুরী রঙ্গচারী
- ললিতমোহন পাল
- বতীন্দ্রমোহন রায়
- রামহরি ভট্ট
- ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- গিরিশচন্দ্র দত্ত
- ননী গোপাল সরকার
- গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

- স্বর্ধাকুমার পাল
- নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- নলিন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- দেবকুমার রায় চৌধুরী
- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল
- নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বিএল
- জে, এন্ দাশ গুপ্ত বিএ ( অক্সন )
- অমৃতলাল বসু
- রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
- ভূতনাথ ঘোষ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

- ব্যোমকেশ মুস্তফী
- বাণীনাথ নন্দী
- স্বরেন্দ্রনাথ কুমার
- মৃণালকান্তি ঘোষ

} সহঃ সম্পাদকগণ ।

সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল । তাহার পর পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল এবং নূতন সদস্য নির্বাচন করা হইল । নিম্নে উপহারদাতৃদিগের নাম, উপহারের বিবরণ এবং প্রস্তাবক ও সমর্থকের নাম সহ নূতন সদস্যগণের নামাদি লিখিত হইল ।

প্রস্তাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীবসন্তকুমার রায়

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

শ্রীযাদবানন্দ বসাক বি এ,  
৯২ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

শ্রীমহাদেব ঘোষ

৯৫১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রণেতা	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ শুভ	শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত ১৮১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
এন. শুভ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীকিরণশঙ্কর রায় বি এ (অক্সন) ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা ৭৮১ বলরাম দেব ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীননীমোপাল রায়	শ্রীমদ্ব্যনাথ রায়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বরা ১০ শ্রীমবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিকদার C/o. St. Clear Marry & Co. ৫১৩ রয়াল এক্সচেঞ্জ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীনীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ৬৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১। তত্ত্বসংহিতা
” আশুতোষ দাশ শুভ মহলানবীশ	২। টিরা না কি
” গণপতি সরকার	৩। ঋতুসংহার
” সুখেন্দ্রলাল মিত্র	৪। পুষ্পবাণবিলাসং
	৫। প্রভাত-কমল
	৬। মহৎ জীবন (১ম খণ্ড)
	৭। ভারত উপভাস
	৮। আদিশূর ও বজ্রাল সেন
	৯। চিতোর-চাতকিনী
	১০। মেঘনাদ বধ নাটক
	১১। ধর্মসম্বন্ধ, (১ম ভাগ)
	১২। নৈশ-কামিনী কাব্য
	১৩। চোর না সাধু
	১৪। বর্ত্তকমীমাংসা
	১৫। রূপকরত্ন

উপহাৰদাতা

উপহৃত পুস্তক

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Officer-In-Charge, Bengal Sect. | 16. Report on the Maritime Trade of Bengal, 1914—15.                                |
|                                 | 17. Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies. |
| V. S. Dalal Esq. B. A           | 18. History of India from the Earliest Times, Vol 1.                                |
| Supdt, Govt. Printing, India    | 19. Annual Report of the Archaeological Survey of India, pt. I, 1912-13.            |

উপহাৰদাতা

Smithsonian Institution, Washington. ( through the Agent for Govt. Consignments, Bombay )

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

- |  |  |
|--|--|
| 20. List of Publications of the Smithsonian Institution. | 41. Do Pt. I for 1886                                    |
|  | 42. Do Pt. I for 1887                                    |
| 21. Smithsonian Misch. Collections                       | 43. Do " 1888  |
| Vol. 45 Parts 3 4.                                       | 44. Do " 1889  |
| 22. Do Vol 47, Part 1                                    | 45. Do " 1890  |
| 23. Do " 2   | 46. Smith. Misch. Collections 1913                       |
| 24. Do " 3   | 47. Smithsonian Contributions to Knowledge Vol 27, no 3. |
| 25. Do " 4   |  |
| 26. Smithsonian Misch Collections                        | 48. Do Vol 30  |
| Vol 48, Part 1   | 49. Do " 31  |
| 27. Do " 2   | 50. Do " 32  |
| 28. Do " 3   | 51. Do " 33  |
| 29. Do " 4   | 52. Do " Part of 34                                      |
| 30. Do Vol 50, Part 1                                    | 53. Do " Pt. of 34 Record of Atmospheric Nucleation      |
| 31. Do " 2   |  |
| 32. Do " 3   | 54. Do " Pt. of Vol. 35                                  |
| 33. Do " 4   | The young of the Crayfishes.                             |
| 34. Do Vol 52, Part 1                                    | 55. Do " Part of Vol. 35                                 |
| 35. Do " 2   | The Apodons Holothurians                                 |
| 36. Do " 3   | 56. Do " Pt. of 34.                                      |
| 37. Do " 4   | Glaciers of the Canadian Rockies and Selkirks.           |
| 38. Smithsonian Report for 1883                          |  |
| 39. Do " 1884  | 57. Do " no. 884.  |
| 40. Do Pt. I up to July 1885                             | The Internal work of the wind.                           |

## উপস্থিত পুস্তক

## উপস্থিত পুস্তক

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 58. Smith. Misc. Collections no. 801 | 69. Smithsonian Misc. Collections  |
| Experiments in Aerodynamics.         | Vol. I.                            |
| 59. Do " no. 353                     | 70. Do " " " 9                     |
| Tables & Results of the              | 71. Do Diptera of North America    |
| Precipitation in Rain and            | Pt. 4                              |
| Snow in the U. S.                    | 72. Do Vol. 10                     |
| 60. Do " no. 443                     | 73. Do " 11                        |
| Results of Meteorological            | 74. Do " 13                        |
| Observations made at Provi-          | ( W. S. National Museum )          |
| dence.                               | 75. Smith. Misc. Collections       |
| 61. Do " no. 1309                    | Vol. 14                            |
| Experiments with Ionized air.        | 76. Do " Do 15                     |
| 62. Do " no. 980                     | 77. Do " Do 16                     |
| On the Densities of Oxygen           | 78. Do " Do 17                     |
| and Hydrogen and on the              | 79. Do " Do 18                     |
| ratio of their atomic weights.       | 80. Do " Do 19                     |
| 63. Do " 989                         | 81. Do " Do 20                     |
| The Composition of Expired           | 82. Do " Do 21                     |
| Air and its effects upon             | 83. Do " Do 22                     |
| animal life.                         | 84. Do " Do 23                     |
| 64. Do " no. 1033                    | 85. Do " Do 24                     |
| Argon, a new constituent of          | 86. Do " Do 25                     |
| the atmosphere                       | 87. Do " Do 27                     |
| 65. Do " no. 1034                    | 88. Do " Do 29                     |
| Atmospheric actinometry.             | 89. Do " Do 30                     |
| 66. Do Pt. of Vol. 29                | 90. Do " Do 31                     |
| A Determination of the ratio of      | 91. Do " Do 32                     |
| the Specific heats, constant         | 92. Do " Do 33                     |
| pressure and at constant             | 93. Mountain Observatories "in     |
| Volume for air, etc.                 | America and Europe.                |
| 67. Do The structure of the          | (M. C. 1035)                       |
| Nucleus.                             | 94. Bibliography of the Platinum   |
| 68. On the Absorption and Emission   | Group                              |
| of air and its ingredients for       | 95. Index to the Literature of the |
| light of wave lengths                | Spectroscope.                      |

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

- |   |   |
|---|---|
| 96. Bibliography of Chemistry of Manganese 1785-1900.                           | 115. The development of the American Alligator.               |
| 97. Phylogeny of Fusus.   | 116. Smith, Explorations in Alaska in 1907.                   |
| 98. Bibliography of Chemistry, 1492-1879—See. 8.                                | 117. Cambrian Geology and Paleontology no. 2.                 |
| 99. Do „ 1st Supplement.  | 118. Do „ 3.  |
| 100. Do „ 1492 to 1902—2nd Supplement.  | 119. Do „ 4.  |
| 101. Index to the Literature of Thorium.  | 120. Do „ 5.  |
| 102. „ „ Thallium (1861 to 1896)  | 121. Do „ 6.  |
| 103. Researches in Helminthology and Parasitology.                              | 122. Do „ 7.  |
| 104. Researches on attainment of very low temperatures Pt. I                    | 123. Samuel Pierpont Langley Memorial Meeting.                |
| 105. Index to the Literature of Gallium 1874-1903.                              | 124. The Constants of Nature Pt. V. (atomic weights)          |
| 106. Do of Indium 1863 to 1903.   | 125. A new rodent of the genus Saccostomus.                   |
| 107. Do of Germanium 1886-1903.   | 126. Five new rodents from British East Africa.               |
| 108. Smithsonian Exploration in Alaska in 1904.                                 | 127. A new sable antelope.                                    |
| 109. Report on the Crustacea collected by the North Pacific Expedition 1853-56. | 128. A new species of Hippopotamus                            |
| 110. Researches on the attainment of low temperatures Pt. II.                   | 129. Development of the Brain of American alligator.          |
| 111. Index to Cambrian Geology and Paleontology Pt. I.                          | 130. Landmarks of Botanical History Pt. I Prior to 1562 A. D. |
| 112. Cambrian Geology & Paleontology no. I.                                     | 131. Smith. Miscel. Collection. 1929 Vol 56 no I.             |
| 113. The Mechanics of the Earth's Atmosphere.                                   | Do 1930 „ 2   |
| 114. The Taxonomy of the Muscoid Flies.   | Do 1931 „ 3   |
|   | 132. Do 1933 „ 4  |
|   | 133. Do 1935 „ 5  |
|   | 134. Do 1936 „ 6  |
|   | 135. Do 1937 „ 7  |
|   | 136. Do 1941 „ 8  |



137.	Smith MiscL. Collection,	1942	Vol 56	no 9	170.	Cambrian Geology and Paleon-		
						tology II.	Vol 57	no 4
138.	Do	1945	"	10	171.	Do	"	5
139.	Do	1946	"	11	172.	Do	"	6
140.	Do	1947	"	12	173.	Do	"	7
141.	Do	1988	"	13	174.	Do	"	8
142.	Do	2003	"	14	175.	Do	"	9
143.	Do	2004	"	15	176.	Do	"	10
144.	Do	2005	"	16	177.	Do	"	11
145.	Do	2006	"	17	178.	Do	"	12
146.	Do	2007	"	18	179.	Index to Cambrian Geology		
147.	Do	2008	"	19		and Paleontology Vol. 57—		
148.	Do	2010	"	20	180.	Smith. M. C. 1987 Vol 58.		
149.	Do	2015	"	21			no 2	
150.	Do	2053	"	22	181.	Do	"	2077 59 2
151.	Do	2054	"	23	182.	Do	"	2078 " 3
152.	Do	2055	"	24	183.	Do	"	2079 " 4
153.	Do	2056	"	25	184.	Do	"	2080 " 5
154.	Do	2062	"	26	185.	Do	"	2081 " 6
155.	Do	2058	"	27	186.	Do	"	2082 " 7
156.	Do	2059	"	28	187.	Do	"	2083 " 8
157.	Do	2064	"	29	188.	Do	"	2085 " 9
158.	Do	2066	"	30	189.	Do	"	2086 " 10
159.	Do	2067	"	31	190.	Do	"	2087 " 11
160.	Do	2068	"	32	191.	Do	"	2088 " 12
161.	Do	2069	"	33	192.	Do	"	2090 " 13
162.	Do	2070	"	34	193.	Do	"	2092 " 14
163.	Do	2072	"	35	194.	Do	"	2093 " 15
164.	Do	2073	"	36	195.	Do	"	2094 " 16
165.	Do	2074	"	37	196.	Do	"	2133 " 17
166.	Cambrian Geology and Paleon-				197.	Do	"	2134 " 18
	tology II. Vol 57	no	I.		198.	Do	"	2139 " 20
167.	Do	"	"	2	199.	Do	"	2141 60 1
168.	Do	"	"	2	200.	Do	"	2142 " 2
169.	Do	"	"	3	201.	Do	"	2143 " 3

উপহারদাতা

Smithsonian Institution

উপস্থিত পুস্তক

উপস্থিত পুস্তক

202. Smith. Misl. Collection,				236. Smith. Misl. Collection,			
2144 Vol 60 no. 4				2238 Vol 61 no 11			
203.	Do	„	2145 „ 5	237.	Do	„	2239 „ 12
204.	Do	„	2146 „ 6	238.	Do	„	2240 „ 13
205.	Do	„	2147 „ 7	239.	Do	„	2241 „ 14
206.	Do	„	2148 „ 8	240.	Do	„	2242 „ 15
207.	Do	„	2149 „ 9	241.	Do	„	2243 „ 16
208.	Do	„	2150 „ 10	242.	Do	„	2245 „ 17
209.	Do	„	2151 „ 11	243.	Do	„	2248 „ 19
210.	Do	„	2152 „ 12	244.	Do	„	2251 „ 20
211.	Do	„	2153 „ 13	245.	Do	„	2252 „ 21
212.	Do	„	2157 „ 14	246.	Do	„	2255 „ 22
213.	Do	„	2158 „ 15	247.	Do	„	2258 „ 23
214.	Do	„	2159 „ 16	248.	Do	„	2259 „ 24
215.	Do	„	2163 „ 17	249.	Do	„	2260 „ 25
216.	Do	„	2164 „ 18	250.	Do	„	2227 Vol 62 no I.
217.	Do	„	2165 „ 19	251.	Do	„	2253 „ 2
218.	Do	„	2166 „ 20	252.	Do	„	2273 „ 3
219.	Do	„	2167 „ 21	253.	Do	„	2254 Vol 63 no. I
220.	Do	„	2168 „ 22	254.	Do	„	2261 „ 2
221.	Do	„	2170 „ 23	255.	Do	„	2262 „ 3
222.	Do	„	2171 „ 24	256.	Do	„	2264 „ 4
223.	Do	„	2173 „ 26	257.	Do	„	2266 „ 5
224.	Do	„	2174 „ 27	258.	Do	„	2272 „ 7
225.	Do	„	2175 „ 28	259.	Do	„	2275 „ 8
226.	Do	„	2180 Vol 61 no 1	260.	Do	„	2315 „ 9
227.	Do	„	2181 „ 2	261.	Do	„	2316 „ 10
228.	Do	„	2182 „ 3	262.	Do	„	2269 „ 6
229.	Do	„	2183 „ 4	263.	(Smithsonian Physical Tables)		
230.	Do	„	2184 „ 5		Do	„	2263 Vol 64 no I
231.	Do	„	2229 „ 6	264.	Cambrian Geology & Paleontology Vol. 64 no II		
232.	Do	„	2231 „ 7		Do	„	Paleontology III no 2
233.	Do	„	2232 „ 8	265.	Do	„	2319 Vol 65
234.	Do	„	2236 „ 9	266.	Do	„	no 1
235.	Do	„	2237 „ 10				

## উপহারদাতা

Smithsonian Institution

## উপস্থিত পুস্তক

267. Do „ 1087 A catalogue of Earthquakes on the Pacific Coast.
268. Methods for determination of Organic matter in air.
269. Air and Life.
270. The atmosphere in relation to human life and health.
271. The air of towns.
272. Equipment and Work of an Airo-Physical Observatory.

## পুঁথি

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী

১। চৈতন্যচরিতামৃত—অষ্টা খণ্ড, সম্পূর্ণ

২। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব, খণ্ডিত

৩। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী

„ মদেন্দ্রমোহন ঠাকুর

৪। পদ্যমৃত সমুদ্র—শেষ নাই

„ পুণ্ডিনবিহারী দত্ত

৫। উপাসনাতত্ত্বনিরূপণ—সম্পূর্ণ

৬। চৈতন্যচরিতামৃত—আদিখণ্ড, সম্পূর্ণ

৭। স্মরণমঙ্গল

৮। প্রেমভক্তিকল্পিকা

৯। ভ্রমরগীতা

সভার অন্তর্গত কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বে রাণাঘাট কুন্তিবাস-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বকবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে জানানাইলেন যে,—বহু পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ হইতেই ফুলিয়া গ্রামে কবি কুন্তিবাসের ভিটার কুন্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার্থ চেষ্টা হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাহার ভিটার কতকটা অংশ কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ কয়েক বৎসর হইতে রাণাঘাটে একটি সমিতি হইয়াছে। এই সমিতি কুন্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ২২৭৭/১১ পাই টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন এবং আরও ৪৫০০ টাকার আশ্বাস পাইয়াছেন। জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই এ কার্য্যে বড় লইতেছেন। স্থির হইয়াছে—(১) কবি কুন্তিবাসের “দোলমঞ্চ” নামে যে মাটির চিপটা আছে, তাহা আর নী ধসিয়া যায়, এমন করিয়া বেড়া দিয়া রক্ষা করা হইবে, আর তাহার নিকট একটা পাথরের থাম বসাইয়া তাহাতে স্মৃতিফলক লাগাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার জন্ত ১৫০০ আন্দাজ ব্যয় করা হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইহার প্রচার

একটিমাত্র করিয়া দিবেন। (২) নিকটবর্তী বয়ড়া গ্রামের মধ্যাহ্নরাজী স্কুলটি কৃতিবাসের ভিটার আনিয়া বসাইয়া তাহার “কৃতিবাস মেমোরিয়াল স্কুল” নাম করা হইবে। আশা আছে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এই স্কুল চালাইবার কতকটা ভার লইবেন। ইহার একটা পাকা বাড়ী করিয়া দিতে হইবে। স্বতঃসিদ্ধি তাহার জন্ত ৬০০ টাকা দিবেন, আর বাকী টাকা স্থানীয় লোকেরা দিবেন। স্কুলটা হইলে দৌলমন্ডের চিপটি থাকিবে ভাল। ইহার কাছে কৃতিবাসের নামে একটা কুয়া কাটান হইয়াছে, তাহাও স্কুল হইলে, ভাল থাকিবে। কৃতিবাসের নাম বাঙ্গালার সর্বত্র। সর্বত্র চাঁদা উঠিলে বহু টাকা হইবে, আশা করা যায়। তাহার জন্ত কলিকাতাতেও সভা ডাকিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাতে বড় আশায়ুৰূপ টাকা পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই টাকা দিয়া কৃতিবাসের নামে পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গত দৌলপূর্ণিমায় ডাঃ রবীন্দ্রনাথ গিয়া ভিত্তি স্থাপন করিবেন, এরূপ কথা ছিল, কিন্তু বোগাযোগ হইল না। এক্ষণে আগামী ওরা অক্টোবর তারিখে মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কার্য সমাধা করিবেন, ঠিক হইয়াছে। যাহারা সেই উৎসব-সভায় যোগ দিবেন, তাহার ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাণাঘাটে পত্র লিখিলে যান-বাহনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ সাহিত্য-পরিষদেই পাইবেন। রাণাঘাট হইতে ফুলিয়া যাতায়াতে ১৪ মাইল; পূর্ব হইতে বোড়ার পাড়ীর ব্যবস্থা না করিলে, অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব মহাশয় কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের সহস্রাধিক সদস্য ছিল, তখন সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ জন করা হইয়াছিল, এখন সদস্য-সংখ্যা দুই সহস্রাধিক; এ জন্ত কার্যনির্বাহক-সমিতি নানা বিষয়ে বিচার করিয়া অবস্থা বিবেচনায় স্থির করিয়াছেন যে, এখন ইহার সহকারী সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে ৮ করা আবশ্যিক। অতএব আমি কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৮ জন করা হউক এবং সে জন্ত সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলীর ২৭ ও ৫৭ সংখ্যক নিয়মাবলীতে যে যে পরিবর্তন করা আবশ্যিক, তাহা করা হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় ইহা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন,—যখন কার্যনির্বাহক-সমিতি সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহা কর্তব্য এবং আবশ্যিক বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন আর আমাদের এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হউক। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় তাহার “১৩২১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অমূল্য বাবুর প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। তিনি যেকোন পরিপ্রশ্ন করিয়া, যেকোন বিচার করিয়া মুদ্রিত পুস্তকাদির

ও সাময়িক সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই জ্ঞান পণ্ডিতের উপযুক্ত। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞের পক্ষে দুর্লভ। প্রবন্ধটি শুনিতে আপাততঃ নীরস হইলেও, প্রবন্ধের উপাদেয়তা এবং উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ আমাদের আরও একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ মহাশয় আজ উপস্থিত নাই, তাঁহার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পড়িবেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত সিলিমপুর বলিগ্রাম গ্রামে একটি দীঘীর ধারে একটি প্রাচীন থাম পড়িয়া আছে শুনিয়া বরেন্দ্র অম্বুসদ্ধান-সমিতি হইতে আমরা তাহা আনিতে যাই। সেই থামটিতে একটা লেখ আছে, ওয়েষ্ট মেকট সাহেব সেটা দেখিয়া তাহা ছাপাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই জ্ঞান একখানি শিলালিপির সন্ধান পাই। সিলিমপুর হইতে অধ্যাপক বসাক সেখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমার ইহা সমস্ত পড়া নাই। আমি শ্লোকগুলি পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগকে মোট কথাটা শুনাইয়া দিব। বিচার-বিতর্ক ও মীমাংসা প্রবন্ধ ছাপা হইলে আপনারা দেখিয়া লইবেন। কাল কষ্টপাথরে লেখখানি খোদা। পাথরখানিও উৎকৃষ্ট জাতের এবং অক্ষরগুলি সুন্দর এবং বড় বহু করিয়া খোদা। পালিসও খুব ভাল। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রহাস নামে কোন ব্রাহ্মণ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই লেখ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে জয়পাল নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। পুণ্ড্রদেশে শ্রাবস্তী-নগরে এই ব্রাহ্মণবংশের আকরহান, বালগ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শিল্পী এই লিপি খোদাই করিয়া শেষে নিজে একটি স্মিট শ্লোক রচনা করিয়া ইহাতে খুদিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এই খোদাই কার্য্যের প্রতি কতটা যত্ন, কতটা প্রীতি, তাহা জানা যায়। এই সকল কথার পর তিনি প্রবন্ধ হইতে লেখখানির শ্লোকমালা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক মহাশয় যখন অম্বু-পস্থিত, তখন ইহার কোন সমালোচনা হওয়া ঠিক নহে। তবে দেখা যাইতেছে যে, ইহা হইতে আদিশুরের সময়ে ব্রাহ্মণাগমন প্রস্তাব সম্বন্ধে কুলশাক্তের উপাখ্যান ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তাকী মহাশয় রাধালাদাস বাবুর এই কথা লইয়া বহু আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখন উপস্থিত নাই এবং প্রবন্ধেও যখন এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার সম্পূর্ণ নাই, তখন এ-সম্বন্ধে আলোচনা এখন স্থগিত থাকাই উচিত।

অন্তঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিত্তাভূষণ এম এ, পি এচ ডি মহাশয়

বলিলেন,—দেশের সমস্ত সাহিত্যিক সভাসমিতি, এমন কি, এসিয়াটিক সোসাইটী ধরিয়্যও আমাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। গত বার্ষিক অধিবেশনে এইখানে একখানি নূতন তাত্ত্বশাসনের বিষয় গুনিয়া গিয়াছি। আবার ১৫ দিন পরে আজ আরও একখানি শিলানিগির কথা শুনিতেছি। সাহিত্যের সকল দিক্ ধরিয়্য বিবেচনা করিলে সাহিত্য-পরিষদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক বসাক যদিও আসেন নাই, কিন্তু অক্ষয় বাবু আমাদের সে অভাব বৃদ্ধিতে দিলেন না। তিনি ইতিহাস আলোচনার জন্ত আসিয়া একটা উদ্বীপনা জাগাইয়া দিলেন। মতভেদ থাকিবেই, না থাকিলে আলোচনাই হয় না। তথাপি তিনি যে একটা নূতন উদ্বীপনা জাগাইলেন, এই জন্ত আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাজান হইতেছেন। প্রবন্ধ-লেখক এই শিলালেখ আবিষ্কার জন্ত ধন্যবাদার্থ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি আজ আমাদের সভাপতি। তিনি আমাদের সহকারী সভাপতি হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা পাই না। তাঁহাকে আজ ধন্যবাদ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বরদা বাবুর কথাও বলিতেছি। তিনি আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাজান ছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি মনোহর ছিল, আবৃত্তির কৌশল মুগ্ধকর ছিল। আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—অধ্যাপক বসাক এই আবিষ্কার, পাঠোদ্ধার ও প্রবন্ধের জন্ত আমাদের ধন্যবাদার্থ। অক্ষয় বাবু আজ ইহা পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাজান হইয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কৃতিত্ব সঘর্ষে সম্প্রতি নূতন সন্থাদ এই, তাঁহারা গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ঐ শিলালেখ ব্যতীত আরও পাঁচখানি তাত্ত্বশাসন পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে গুপ্তযুগের তাত্ত্বশাসনও আছে। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না; রাখাল বাবু বলিতে পারেন। রাখাল বাবু বলিলেন,—গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের মৃত সদস্য মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয় দর্শনশাস্ত্র সঘর্ষে মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় হুগলীর মোক্তার ছিলেন ও “নবদ্বীপমহিমা” নামে নবদ্বীপের ইতিহাস-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ঘোষণেনাথ সরকার মহাশয় একজন উকীল ছিলেন। ইহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা বাইতেছে। স্বার্থান্বেষী ইহাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান হইবে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি।

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে শ্রাবণ ১৩২৩, ৮ আগষ্ট ১৯১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ

স্বকবি ও সুপ্রসিদ্ধ জেলাজজ বরদাচরণ মিত্র এম এ, সি এস মহাশয়ের অকাল-মরণে শোক-প্রকাশের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতি হন।

সভাপতি দীনেশ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ যে মহাত্মার অকালমরণে শোকপ্রকাশের জন্ত আমরা একত্র হইয়াছি, তিনি আমার হিতৈষী, বন্ধু ও পরম শ্রদ্ধাজন ছিলেন। তাঁহার শোকসভার আমায় সভাপতির আসন দিয়া আপনারা আমার অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহা পড়িয়া দিলেই আমার বাহা কিছু বলা, তাহা বলা হইবে। ইহা শোক-সভা, এখানে বেশী কিছু বলা কাহারও দরকার হয় না। নীরবেই শোকের কাজ বেশী হইয়া যায়, কাজেই সভাপতিরূপে আমি অল্প কথা বলিলেও তাহা-অশোভন হইবে না। অতঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেন ;—

“সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৯২ সালে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সেটলমেন্ট আফিসার হইয়া কুমিল্লা বান। তখন আমি ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাস্টার। আমরা একটা সাহিত্যিক ক্লাব খুলি, বরদা বাবু তাহার প্রেসিডেন্ট হন। এই সময়ে তাঁহার অবসরের অনেকগুলি কবিতা রচনা হয়। আমি সাহিত্যিক ক্লাবের সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত আমার আরও দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিদেশে বাস করার সময় বরদা বাবু সাহেবী চাল-চলনে থাকিতেন, কড়া হাকিম বলিয়া লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। সবজজ ডেপুটিরাও তাঁহার সঙ্গে খুব ঘোঁসুতে পারিতেন না ; তিনি তাঁহাদের নিকট সাহেব সিভিলিয়ানদের মত পূর্ণ সন্ত্রম আদায় করিয়া লইতেন—ইহাতে জোর জবরদস্তী কিছু ছিল না, তাঁহার ব্যবহার, কথাবার্তা ও কার্যপ্রণালীতে সহজপ্রসঙ্গ আকর্ষণ করিত। সাহেবদের সঙ্গেও তাঁহার ব্যবহার তুল্যরূপই ছিল, তাঁহারাও মিষ্টার মিত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কারণ, তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে, নিজের মত বজায় রাখিয়া স্বত্ব সাধন করিতে সাহেবেরাও অনেক সময় পারিতেন না। অনেক বড় বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বরদা বাবু নিজে যৎপরোনাস্তি ভাল

মানুষ হইলেও বাধ্য হইয়া বিবাদে প্রবিষ্ট হইলে, প্রতিপক্ষ তাঁহার তেজ দেখিয়া হটতেন, মিষ্টার মিত্র এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা ছিলেন। যাহারা মকঃস্বলে তাঁহাকে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বরদা বাবু পুরুষসিংহ—সকলকে নিজের তেজস্বিতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া নির্ভীকভাবে কর্তব্য করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তিনি অনায়াসে শিক্ষিত সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি বর্তমান সামাজিক তত্ত্ব, যে সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতেন, তাহাতে তিনি এতটা আবেগ, এতটা পাণ্ডিত্য ও স্নান্দৃষ্টির অবতারণা করিতেন যে, অধিকাংশ স্থলে তিনিই বক্তা হইতেন, অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি চুপ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং তাহা হইতে অনেক উপদেশ ও জ্ঞান লাভ করিতেন।

তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এম্ এ পরীক্ষার সর্বপ্রথম হইয়া এবং টাট্টারিয়ার সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু সুবর্ণ-পদক বক্ষে ঝুলাইয়া ও রাজকাৰ্য্যের নেতা হইয়া তিনি লোকশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই, তিনি যেখানে ছ দণ্ড কথা কহিতেন, সেইখানে লোকে বৃদ্ধি পে, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়; যখন লেখনী চালনা করিতেন, তখন সেই লেখনীর ক্ষিপ্ৰকারিতা ও তেজস্বিতা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। উচ্চ রাজকর্মচারীদের প্রতি সম্মানের ক্রটি না দেখাইয়াও বিবেকানন্দমোদিত পথে চলিতে তিনি একবারও ঘিষা বোধ করিতেন না, ফলাফলের ভায় ভগবানের উপর রাখিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট আলোপথে গন্তব্য স্থির করিতেন—যাহারা তাঁহার সেই নির্ভীকতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠা দেখিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, তিনি দশ জনের অপেক্ষা বড়। এই শ্রেষ্ঠত্বের তিলক তাঁহার ললাটে বিধাতা নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি যেখানে বাইতেন, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর আগে পড়িত, যাহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও বিষয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—‘এ লোকটি কে?’ বস্তুতঃ পরিচয় দেওয়ার যোগ্য মহৎ ব্যক্তি তিনি ছিলেন। আজ, হে বন্ধু, তোমার উন্নত বণু, তোমার প্রতিভাদীপ্ত গৌরবর্ণ মুখ, তিল-ফুল-মুন্দর নাসিকা ও পল্লচক্ষু আমার মনে পড়িতেছে, সেই মুখোচ্চারিত তপ্পিরবী-প্রবাহ তুল্য কত গুণ্য কাব্য-কাহিনী আজ স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতেছে।

বরদা বাবুর কাব্য আপনারা পড়িয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশে কবিতা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা আপনাদের অনেকে তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন, কবিতার সেক্সপ মধুর ও তেজস্বী আবৃত্তি আমি আর শুনি নাই। বোধ হয়—এ জীবনে আর শুনিব না। জীবনের ভাবী ও বর্তমানে এই এক মহা রসধারার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল। বরদা বাবুর কন্তকগুলি শেষ কবিতার বঙ্গভাষার নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল মিস্ত্রীকর হুন্দের কবিতার বাঙ্গালার একটা ওজস্বিতার স্রোত আমিয়াছেন, বরদা বাবুর শেষ কবিতাগুলি মিস্ত্রীকরে রচিত হইয়া যে গুরুগাভীর্ষ ও ওজস্বিতার প্রস্রবণ বহাইয়া



দিয়াছে—তাহা শুনিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা কবিতা শুধু লবঙ্গলতার মত কোমলকান্ত পদ-  
রচয়িতা নহেন, তাঁহার কেবল চুঁরী বা একতালার হাতঘণ: হইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ  
করিতে আসেন নাই, ঞ্চপদ ও মধ্যমানেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ। আপনাদের কেহ কেহ সেই  
সকল কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন,—আমি যখন তাহা শুনিতাম, তখন মনে হইত,  
হিমালয় পর্বত গভীর নিম্ননে কথা কহিতেছে, কিম্বা মহাসাগর বাতান্মোলিত হইয়া মুখরিত  
হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী প্রকৃতই শিখাকপালির বহনোচ্চারিত ওংকারের স্তায় ভৈরব রবে  
ঝঙ্কত হইয়া উঠিত।

বরদা বাবু বেশী লেখেন নাই; যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই এখনও পুস্তকাকারে  
ছাপা হয় নাই। আপনারা তাহার ছাপার ব্যবস্থা করিতে পারেন,—তাঁহার পুস্তকগুলি  
আপনাদের উৎসাহ ও আগ্রহের নিদর্শন পাইলে উত্তোগী হইবেন, সন্দেহ নাই।

মাস্তকের দুই দিক আছে, একটা তাহার মস্তিষ্কের পরিচায়ক, অপরটা তাহার হৃদয়ের  
গুণজ্ঞাপক। বরদা বাবুর স্তায় সজ্জন লোক এ সংসারে অনেক নাই। তিনি পয়ের দুঃখ  
দেখিলে গলিয়া বাইতেন; কেহ নিজের দুঃখের কথা জানাইলে তিনি তাহার বিপদ নিজে  
কাঁধে করিয়া লইতেন। যখন আমি ঙ্গিকট মস্তিকরোগে আক্রান্ত হইয়া একরূপ অকর্মণ্য  
হইয়া ৩৭ বৎসর শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম, তখন প্রধানত: বরদা বাবুর সহায়তাতেই আমি  
গবর্ণমেন্টের বৃত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম; আমার জ্যেষ্ঠ কস্তার বিবাহের প্রায় সমস্ত টাকা  
বরদা বাবুই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর আমার নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় উড়িয়া  
হইতে তিনি প্রায় ৩৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন,—বিপৎকালে আমি তাঁহারই মধ্যে  
আমার প্রতি ভগবৎকৃপার সত্তা অনুভব করিয়াছিলাম; শুধু আমি নহি, অনেক সাহিত্যিক  
তাঁহার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আমার বন্ধু কবির ত্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি এল  
এখন উচ্চপদস্থ, কিন্তু এক সময়ে অর্থকষ্টে পড়িয়া বরদা বাবুর দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত  
হইয়াছিলেন।

লেখকমাত্রই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি নিজে  
সাহিত্যিক ছিলেন এবং সাহিত্যিকগণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যাগোচনার রত হইলে  
তিনি অনেক সময় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বাইতেন। আপনারা অনেকেই এ সম্বন্ধে জানেন।

আমি পূর্বে লিখিয়াছি, বরদা বাবু বিদেশে সাহেবী চালচলনে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার  
হৃদয়টি প্রকৃত হিন্দুর ছিল। শারদীয় পূজার আরতির সময় তাঁহার ভক্তির উচ্ছ্বাস অঙ্গি  
স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—নগ্নপদে, জোড়হস্তে, পূজকের ভাবে সাক্ষনেজে ভগবতীর মুখের দিকে  
বঙ্কলক্ষ্য হইয়া থাকিতেন, এই সময় তিনি কত ভক্তির কথা, কত ধর্মের কথা অপরূপ আনন্দ-  
সহকারে বলিতেন; যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত। প্রবাস অর্থাৎ চাকুরীস্থল হইতে যখন  
তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন সাহেবী ঘুচিয়া ভট্টাচার্য্যের ভাব দেখা বাইত; নেকটাই, কোট,  
ওয়েষ্টকোট ও হাট পোটমেন্টের অঙ্কশায়িত হইত,—শাট ও চটজুতা পরিয়া তিনি বাঙ্গালী

হইতেন,—দেবপূজার সময়ে তাঁহার ভক্তির ভাবের কথা আমি বলিয়াছি। কিন্তু কাঠ, পাষণ ও মৃত্তিকার দেবতা অপেক্ষাও প্রকৃত দেবতা তাঁহার ছিল, সে রক্তমাংসের দেবতা। বেণীবাবুর নিকট বরদা বাবুকে আপনারা হয় ত অনেকই অনেক বার দেখিয়াছেন। সে দৃষ্টের তুলনা নাই। পিতা স্বর্গ, পিতা মোক্ষ—এ কেবল কেতাবতী গৎ নহে, এই ভাব তাঁহার মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রৌঢ়বয়স্ক বিচারপতি পিতার নিকট চিরকাল একটি বালকের মত ছিলেন, পিতার প্রতি কথা সম্ময়ের সহিত শুনিতা তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া থাকিতেন; কখন বেণীবাবুকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও তাঁহার মুখে পূর্বকাহিনী শুনিতা নানা প্রশ্ন করিতেন। বেণীবাবুর একটু অসুখ হইলে তাঁহার ভাবনায় ঘুম হইত না। যে কয়েক দিন গৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় পিতার কাছে বসিয়া কাটাইতেন। পিতার গুণকাহিনী কীর্তন করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আমি তখন বেণী বাবুর গুণের অপেক্ষা বরদা বাবুর পিতৃবাৎসল্যের কথা বেণী ভাবিতাম। দুই তিন বৎসর হইল, বেণী বাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি বরদা বাবুর অসুখ। তাঁহার মৃত্যুর কতক দিন পূর্বে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন আমি বলিয়াছিলাম—“বেণীবাবুর মৃত্যুর পর হইতেই আপনি নানা পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন, আপনি কি পিতৃশোককে বেণী বিহবল হইয়াছিলেন?” এই প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছি। কারণ, দেখিলাম, বরদা বাবু কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার দুইটি বিশাল চক্ষু অশ্রুতে পুরিয়া গেল ও গঙ বহিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বরদা বাবু বাক্যে ও ব্যবহারে সংযত ছিলেন। পিতৃশোক সেই সংঘমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছিল। তাঁহার পীড়ার পক্ষে ইহা অনিষ্টকর বুঝিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম এবং তাঁহার মন, বিবরণান্তরে ধাবিত করাইতে চেষ্টা করিলাম।

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন। তিনি নিজের রোগ উৎকট বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। মৃত্যুর ২৩ মাস পূর্বে এক দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ভীত হইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ উজ্জল মুখশ্রী তখন একবারে গিয়াছে, মুখখানি অনেকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেণীবাবুর মত হইয়া গিয়াছিল। পিতা পুত্র যে মুখের এতটা সাদৃশ্য, তাহা সেই দিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম। বেণীবাবু নবতি বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বরদা বাবু মৃত্যুকালে বোধ হয়, ৫৩৫৪ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন।

বড় জ্ঞানী ছিল, হাইকোর্টের জজ হইবেন। কুমারটুলিতে বাড়ী করিয়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন—নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিয়া এই ঋণ শোধ করিবেন, এই ভরসা ছিল। কিন্তু অবশেষে যখন তিনি হাইকোর্টের জজের পদের জন্য নির্বাচিত হইলেন—তখন উচ্চতম বিচারালয় হইতে তাঁহার নামে সমন পৌছিয়াছিল। ত্রীয়া, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—সর্ব্ব ঋতুতে বাহার গতিবিধি—বাহার আহ্বান অনিবার্য্য এবং অলঙ্ঘ্য, সেই কাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের শোক-সভা করিয়া কিরূপে বুঝাইব, আমাদের কতটা ক্ষতি হইয়াছে! আমাদের কবিতা-রাজ্যের কোকিল নীরব হইয়াছে, দয়ার প্রসবণ শুকাইয়াছে, সাহস

ও ভরসার মহীকব্ধ ভাঙ্গিয়াছে, পিতৃমাতৃ-বাৎসল্যের কুস্মিতা লতা ছিন্ন হইয়াছে ও তক্তির ক্ষেত্র উষ্ম হইয়াছে।

যখন তিনি বীরভূমের জন্ম ছিলেন, তখন চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির রচনার জন্ত তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; এই জন্ত তিনি ৫০০০০ টাকা উঠাইবেন—সংকল্প করিয়া অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে একটা চতুর্দশপদী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিবার কথা ছিল। তিনি জীবিত থাকিলে এই কার্য শেষ করিয়া যাইতেন। আজ চণ্ডীদাসের স্মৃতিচিহ্নের পাথর আমরা বরদাকবির স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিব কি? কবির স্মৃতিচিহ্ন কবিতা; মন্দিরের প্রস্তর ধসিয়া যায়—তাহার চূড়া বজ্রাহত হইয়া বিনষ্ট হয়,—কিন্তু তুর্দাস্ত কাল কবিতার একটি অক্ষরও মুছিতে পারে না,—কবির প্রতি সম্মান যে দেখায়, সেই কবির অমরত্বের অংশী হয়, কবি নিজ সাধনায় অমর। নবদ্বীপের কত রাজা রাজমুকুট রাখিয়া শ্মশানে গিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের অমরত্বের ভাগ কৃষ্ণচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন,—আমরা আজ কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-গৃহকে তীর্থে পরিণত করিব, এই চেষ্টা হউক,—তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিব, এই অহঙ্কার যেন না হয়।”

ইহার পর শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তাকী মহাশয়ের লিখিত কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিভাগধারণ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন;—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অঙ্গকার এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বঙ্গ-জননী প্রিয় সন্তান, মাতৃভাষামুগ্ধাঙ্গী, স্নকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।” পরে বলিলেন,—স্নকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় আমার বন্ধু, স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন। তাঁহার ভ্রায় সন্দন্য মহাপুরুষ অন্নই দেখা যায়। সভাপতি মহাশয়ের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে বরদা বাবুর সঙ্গুণের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মত লোক আর একটি শীঘ্র পাইব না। যখন তাঁহাকে আমাদের মধ্যে আমাদের মত করিয়া পাইব বলিয়া ভরসা করিয়াছিলাম, যখন তিনি রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে একত্র আসিয়া কাজে নামিবেন, বলিয়াছিলেন, সেই সময়েই কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইল। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন; যা ধরিতেন, তা না করিয়া ছাড়িতেন না। বাঁচিলে জয়দেব-চণ্ডীদাসের পাটে সংস্কার ও স্মৃতিরক্ষা হইতই হইত। তাঁহার ওজস্বী রচনা, ওজস্বী কবিতা, গুরুগভীর স্বাক্ষর এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। তাঁহার আবৃত্তির একটা স্বতন্ত্র প্রথা ছিল, তাঁহার নিজের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার আবৃত্তি যে একবার শুনিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। আমাদের দুর্দৃষ্ট, তাই এমন লোক অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার সাহিত্যের কাজের পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্ৰীতির কথা একটু বলিব। তিনি কায়স্থ-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বস্ত্রে বহরমপুরে, বীরভূমে

কার্য্য-সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কার্য্য-সম্মিলনের সময় তাঁহার কার্য্যশক্তির অদ্ভুত খেলা দেখিয়াছি; সকল বিষয়ের তদারক, সর্বত্র উপস্থিতি, সর্ববিষয়ের সংবাদ রাখা, সকলের আদর অভ্যর্থনার সমান বহু দেখান তাঁহার মত আর কেহ পারিত; কিনা, সন্দেহ। তিনি সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন, তাঁহার জ্ঞান আজ আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—“সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এম্ মহাশয়ের স্মৃতিনিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক।” এ প্রস্তাবের জ্ঞাত বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বরদা বাবুর স্মৃতির তৈলচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনারা অনুমতি দিলেই উহা এখানে রাখা হইবে। বরদা বাবুর সহিত একবার দার্জিলিং আমার আলাপ হয়, সেই অবধি তাঁহার বন্ধুত্বাভাৱে সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, হইতেছে, আরও হইবে। বায়স্কোপের ছবি মত কত পরিচিত মূর্তি স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়। বরদা বাবুর সঙ্গে যাহার একবার আলাপ হইয়াছে, সে কিন্তু কোন দিন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাঁর অমায়িকতা, তাঁর আত্মনির্ভরতা, তাঁর প্রতিভা আমার তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। এ শক্তি সকলের থাকে না। তাঁর চরিত্র যেমন উদার, তেমন নিষ্কলঙ্ক ছিল। আজকালকার কবিতার তাঁর প্রায়ই অক্ষুট; যেগুলি বুঝা যায়, সেগুলি প্রেম-বিরহের কথায় তরল ও মধুর। বরদা বাবুর কবিতার তেমন তরল্য ও মৃদুতা ছিল না। তাঁহার কোন কবিতা ভাবের দৈর্ঘ্যে মধুর নহে। তেজস্বীতা তাঁহার কবিতার প্রাণ। বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাঙ্গালার তিন জন তেজস্বী কবিই রোগশয্যা গ্রহণ করেন, আর সেই শয্যাই তাঁহাদের শেষ শয্যা হয়। মাইকেল মধু, হেম, বিজ্ঞেন্দ্র—সকলেরই এই দশা হইয়াছিল। বরদা বাবু এই শ্রেণীর শেষ কবি বলিলেই হয়। তাঁহারও সেই দশা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়, ব্যাংকেশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু—সকলেই তাঁহার বহু গুণের কথা জানাইয়াছেন, কার্য্যশক্তির কথা জানাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহার শোক-সভায় আমার ছটা প্রজ্জ্বল কথা নিবেদন করিতে পাইয়া সম্মানিত—গৌরবান্বিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সভাপতি দীনেশ বাবুর বাড়ীতেই বরদা বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহার পর তিনি যখন বহরমপুরে মুরশিদাবাদের গঙ্গা, তখন ডাঃ রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ দেখা হইত। সেখানে নিত্যই সাহিত্যের আলোচনা হইত। কেবল সাহিত্য নহে, স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্তা করিতেন। দীনেশ বাবু বিদেশে তাঁহার সাহেবিদ্যানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুরশিদাবাদে আদালতে ভিন্ন আর কোথাও

সাহেবিয়ানা দেখি নাই। সেখানে তাঁহার অমায়িকতা এত ফুটিয়াছিল যে, প্রীতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া বহরমপুরবাসীরা তাঁহার ছবি রাখিয়াছেন। বহরমপুরে কার্যসূ-সভায় তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি থাকিতে পারেন নাই; সবজজ দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি বরদা বাবুর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভক্তি ছিল।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—ফরিদপুরে বরদা বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। তখন হইতেই হেম বাবুর উপর, তাঁহার কবিতার উপর অটল শ্রদ্ধা দেখিয়া-ছিলাম। তাঁহার বৃত্তসংহার মুখস্থ ছিল। বরদা বাবুর শ্রায় সহস্র কবিতা প্রতি শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্তব্য। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধে বরদা বাবুর সদাশয়তার কথায় আমার একটু উল্লেখ করিয়াছেন,—তা না তুলিলেই হইত। আধুনিক কবির সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না—পার্বক্যের কথাটা না তুলিলেই ভাল হয়। তাঁহার বহু কবিতা—উৎকৃষ্ট কবিতা আমরা শুনিয়াছি,—সেগুলি ছাপা হয় নাই, লেখা পড়িয়া আছে; সেগুলি ছাপা হইলে কবি-হিসাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা শত গুণ বাড়িবে। তাঁহার সাহেবিয়ানা প্রথম জীবনে কিছু কিছু ছিল বৈ কি! এ বিষয়েও কাজের দায়ে বাধা হইয়া কিছু কিছু রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভিতরটা একবারে বাঙ্গালী ছিল। হেমবাবুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এতটা গভীর ছিল যে, এক-খান পুস্তকের নাম তিনি “হেম” রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। ‘নগেন বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, তাঁহার শ্রায় একটা লোক আমরা আর শিখ পাইব না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন,—আমি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। শোকের ভাষা অব্যক্ত; কিন্তু আমাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে হইবে, তাই ছুটা কথা বলিতে হইবে। বরদা বাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র থাকায় ‘হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা’ জন্মিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি ভ্রাতৃবিয়োগের শোক পাইয়াছি। তাঁহার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, বহু লোক তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠ না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও ছিল না। তাঁহার চরিত্র এমন মধুর, এত নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চারি দিকে সমবেত হইত। তাঁহার ভদ্রতার আকর্ষণ, আত্মীয়তার আকর্ষণ, অতি কর্কশ ব্যক্তিকেও তানিয়া আনিত। তাঁহার এই আন্তরিকতা তাঁহার কবিতাতেও ফোলা আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে ভাবের উৎস পরিপূর্ণ ছিল। যে অল্প সংখ্যক কবিতা তাঁহার ছাপা হইয়াছে, তাহাতেই সে উৎস উৎখলিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, কাছারীর কাজের পর পরিশ্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সাহিত্য-বন্ধুদের পাইলে, সাহিত্যের আলোচনায় বিনা বিরক্তিতে, বিনা অবসাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দেওয়া তাঁহার প্রীতিকর ছিল। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি একপ্রকার উপবাচক হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়া, সেই উৎসবে

যোগ দিয়া, স্বভাব-মূলভ আত্মীয়তা দেখাইয়া লোকদের মুখ ও নিশ্চিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।  
 দ্বিতীয় ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য মেডেল দিয়া আসিয়াছিলেন। শাস্ত্রে কথা আছে,—  
 মরণের পর যাহার নাম লোকে যত দিন করিবে, তার তত দিন স্বর্গলাভ হয়। যদি এ কথা  
 সত্য হয়, তবে আমাদের কবি-বন্ধুর নিশ্চয়ই সেই স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল  
 তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কবির—প্রাচীন ধরণের কবির কবিতা  
 আলোচিত আরও হবে। সেই আলোচনাতে বরদা বাবুর কবিতা কেমন স্থান পাইতে পারে,  
 তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা স্বয়ং  
 দীনেশ বাবুই আজ আমাদের সভাপতি, তখন তিনিই সে কথা বলিয়া দিবার বেশী উপযুক্ত  
 পাত্র। তাঁহার স্বত্বিরক্ষার্থ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ত অল্প কথা। এখানে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে,  
 পোকার কাটিতে পারে, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের যে চিত্র রাখিয়া  
 গিয়াছেন, ভাষার, হৃদয়ের যে চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কবিতায় যে ভাবের চিত্র আঁকিয়া  
 গিয়াছেন, তাহা কাল আর কীটে নষ্ট করিতে পারিবে না। যাক্, আজ তাঁহার শোক-সভার  
 কার্য্য সর্বাঙ্গ সুন্দর, সুসম্পন্ন হইল। হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আর তাঁহার সম্বন্ধে আমার  
 প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ পাওয়াতে আমি আজ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত  
 করিলেন,—“স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চিত্রখানি সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়ার  
 তাঁহার পুত্রগণ এবং তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বোম্ মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের  
 বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।”  
 বোধিসত্ত্ব বাবু বলিলেন,—এই মূল্যবান ছবিখানি লাভ করায় সাহিত্য-পরিষদের কৃতজ্ঞতা  
 জানান ব্যতীত আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া  
 বলিলেন,—মৃত মহাশয়ের পুত্রেরা এই ছবিখানি উপহার দিয়া সাহিত্য-পরিষদকে কৃতজ্ঞতা-  
 পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ই বদান্ততা ও সহৃদয়তা-গুণে সাহিত্য-পরিষদের একটা  
 কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের নিকট আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ।  
 এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে আর একটা অনুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা যেমন সাহিত্য-পরিষদে  
 তাঁহাদের পিতার স্মৃতিস্বাপনে সাহায্য করিয়া পুজোচিত কার্য্য করিলেন, সেইক্রমে তাঁহাদের  
 পিতার যে সকল রচনা আজিও ছাপা হয় নাই বা যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছাপা  
 হইয়াছে, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করুন। ইহাই হইল তাঁহাদিগের প্রধান  
 কার্য্য,—পিতৃকীর্ত্তি, পিতৃরচনা রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ কর্তব্য। আশা করি, এ অনুরোধ  
 তাঁহারা রক্ষা করিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র  
 মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ, তাঁহার শোক-সভায় আমি আমার শ্রদ্ধা-প্রীতি নিবেদন

করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছু বলিতাম, এখন সভাপতি মহাশয়ও অনুরোধ করিলেন। আমি গয়ায় বরদা বাবু সহিত পরিচিত হই। তাঁহার সহিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুতা হইয়াছিল। এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, অনেক সময়ে আমরা একত্রে এক বিছানায় শুইয়া কাটাইয়াছি। গয়ায় তখন ডিজেসলাল রায় ছিলেন, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন। প্রত্যাহ বরদা বাবুরই বাসায় সাহিত্যের একটা বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে আমি তাঁহার হৃদয়জাত গুণজাতের এত পরিচয় পাইয়াছি যে, মোহিত হইয়াছি। দেশ-বাংসল্য তাঁহার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিত। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল—আপনারা বোধ হয়, জানেন না—নিজের রচনার আবৃত্তি করিতে গিয়াই ভাবের মোহে মারা গিয়াছেন,—“আমার দেশ” গান গয়ায় শিখাইতে গিয়া তিনি প্রথম এক দিন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, দ্বিতীয় দিন ঐ গানের জগ্ৰই কৈলাস ডাক্তারের বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তৃতীয় দিন বামাণুকুরে রাম মিত্রের বাড়ীতে অজ্ঞান হন, তার পর নিজ বাড়ীতে মাথায় রক্ত উঠিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন—সেই শেষ। এই গান যখন গয়ায় হইত, বরদা বাবু আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। স্নকবি রসময় লাহা এখানে উপস্থিত আছেন,—তিনি বরদা বাবুর অনেক কথা জানেন। তিনি তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বরদা বাবুর আবৃত্তিগুণ অতি মধুর এবং এত ওজস্বিতা-পূর্ণ ছিল যে, শুনিলে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিত।

শ্রীযুক্ত রসময় লাহা বলিলেন,—সভাপতি মহাশয় বরদা বাবু সম্বন্ধে আমার কিছু বলিতে বলায় আমি বড় বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম,—তাঁহার এত কাছে ছিলাম যে, আজিও আমি তাঁহার মৃত্যুর কথা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। যদি আমি আর সকলের মত একটু দূরে থাকিতাম, হয় ত ছ কথ্য বলিতে পারিতাম। তিনি আমায় এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না,—আমায় ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে স্বর্গীয় বরদা বাবুর ভাগিনের শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি এ মহাশয় বরদা বাবুর রচিত “জগদ্ধাত্রী” কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। অমর বাবু বরদা বাবুর অনুকরণে, তেমনি ওজস্বিতার সঙ্গে, উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই আবৃত্তি-কৌশলে প্রীত হইলেন। অমর বাবু জানাইলেন, বরদা বাবু প্রত্যাহ সন্ধ্যার পর ইহা নিজে আবৃত্তি করিতেন এবং বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার সময় আবৃত্তির পরে তাঁহার উভয়ে ইহা আবৃত্তি করিতেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, বরদা বাবুর পুজাঙ্গণ-প্রস্তুত এই ছবিখানি সাহিত্য-পরিষৎ মান্দরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন সভান্তর হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে

১৮ই ভাদ্র, ৪৪১ সেন্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ত্রায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতৃষণ এম এ, পি এচ ডি

কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুর

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সরকার

„ মতিলাল ঘোষ

„ সনাতন মহাস্থি

„ কিশোরীলাল সরকার এম এ. বি এল

„ রাধিকামোহন সিংহ

রায়, মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর এম এ

„ হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

„ রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম এ

„ মণীন্দ্রনাথ লাহিড়ী

„ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ

„ কৃষ্ণধন দে

„ পণ্ডিত রসিকমোহন বিজ্ঞাতৃষণ

„ কৃষ্ণলাল সেন গুপ্ত

„ সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ

„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী

„ প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

„ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

„ অমরেন্দ্রনারায়ণ বসু

„ বসুধনাথ রায়

„ নকুলেশ্বর রায়

„ প্রমথনাথ মিত্র

„ সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ বোগেন্দ্রলাল সিংহ

„ অক্ষকুলচন্দ্র সেনগুপ্ত

„ শ্রামাচরণ পাল

„ নরেন্দ্রনাথ সরকার

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ সুখালকান্তি দত্ত

„ বতীন্দ্রনাথ মল্লিক

„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ

„ বতীশচন্দ্র সিংহ

„ রামচন্দ্র তর্ক

„ বামাচরণ মল্লিক



শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ

- „ হরিদাস বসাক
- „ প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত
- „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি
- „ পারালাল মল্লিক
- „ কিশোরীবল্লভ সাহা
- „ গৌরগোপাল কুণ্ডু
- „ রসিকলাল দে
- „ ব্রজগোপাল ঘোষাল
- „ সত্যচরণ চন্দ্র
- „ নন্দলাল ঘোষ
- „ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
- „ হৃদীকেশ ঘোষ
- „ অতুলচন্দ্র দে
- „ রমণীরঞ্জন গুহ রায়
- „ পঞ্চানন বসু

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

- „ ডাঃ ভুবনমোহন গাঙ্গুলী
- „ হেমচন্দ্র মিত্র
- „ প্রফুল্লকুমার বসু
- „ নটবর দাস
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- „ নগেন্দ্রনাথ সমাদার
- „ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
- „ সত্যীশচন্দ্র মিত্র
- „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদত্ত
- „ রামকমল সিংহ
- „ তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য
- „ নগিনী কান্ত চট্টোপাধ্যায়
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- „ হৃদ্যকুমার পাল
- „ ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল—সম্পাদক।

- „ মৃণালকান্তি ঘোষ
- „ বাগীনাথ নন্দী
- „ সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত একটি গীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গীত হয়।

অতঃপর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ গ্রায়ুড় উঠিয়া বলিলেন যে, সভা শোকসভা নয়। তক্তের আবির্ভাবের দিবস আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়। সুতরাং গৌলোকগত কেদারনাথের জন্মদিনের সভা—আনন্দ প্রকাশের সভা।

অতঃপর তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন,—

“দত্তাশ্রয়ার-জলধেরবদাত কীর্তিঃ

কেদারনাথ নিধিরুখিতবান হরিশ্চন্দ্রঃ।

কার্গ্যকৌস্তভধিমা স্বপদে নিবেশ্ত

দত্তাপহারক ইতি স্বয়মপি বাদম্ ॥”

এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে তিনি বলেন যে, দত্তবংশরূপ সমুদ্র হইতে ভগবান্, কেদারনাথ-রূপ নিধিটিকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে, তাই তিনি এই কার্গ্য-কৌস্তভটিকে স্বীয় চরণে রক্ষা করিলেন। একরূপ করিয়া তিনি “দত্তাপহারক” আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। দত্তবংশজাত কেদারনাথকে অপহরণ করার জন্তও তাঁহাকে “দত্তাপহারক” আখ্যা দান করা বাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন যে—“সকল ব্যক্তিই মায়ার মোহিত হয়—মায়াকে মুক্ত করিতে কেহ পারে না। কিন্তু ভক্ত কেদারনাথের জন্ত আজ মায়ী অক্ষ বিসর্জন করিতেছে। যেহেতু—“মায়াপুর” তাঁহার জন্মস্থান।

এই বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় “ভক্তি-বিনোদজীবনী” নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় পুরীধাম হইতে প্রেরিত একখানি পত্র পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অনন্তর স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত নন্দ এইরূপ :—কেদারনাথ ভক্ত ছিলেন—ভক্তচূড়ামণি ছিলেন এবং সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য-সেবাও একরূপ ভগবৎ-সেবাই ছিল। কেদারনাথ ভক্ত এবং জ্ঞানী এ দুই ছিলেন। আমার মনে হয়, ভক্তই জগতে বড়। আবার ভক্ত যদি জ্ঞানী হন তবে তিনি সকলের চেয়ে বড় হন। কেদারনাথ এই দুই ভাবেই বড় ছিলেন। জ্ঞান এবং ভক্তি—পরস্পর বিরোধী নহে। গোড়ায় এ দুইটি পৃথক্ নয়—কিয়দূর গেলে জ্ঞান থামিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বিচরণ করে। অনন্তে মিশিতে হইলে ভক্তির সহায়তা চাই। যেখানে অপূর্ণ সঙ্গীত জীব, পূর্ণ অঙ্গীমে মিশিতে চায়,—জ্ঞান সেখানে পথহারা হইয়া পড়ে। সেখানে পৌঁছিতে হইলে বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের শেষ গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে, ভক্তিমাত্রই সম্বল। কেদারনাথ এই পথের পথিক ছিলেন। স্মরণ্য তাঁর পদাঙ্গুসরণ করা সকলের কর্তব্য। ভক্তির আর এক প্রাধান্ত আছে। জ্ঞান যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে, ভক্তি দ্বারা তাহা সংশোধিত না হইলে, পতনের ভয় থাকে। কারণ, ভক্ত জ্ঞানে মনে দস্ত আসে। জগতে ভক্তি ধন্ত, ভক্তও ধন্ত, আর ভক্তিবিনোদ কেদারনাথের গুণাহুকীর্তন ক’রে—আমরাও আজ ধন্ত।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিভাভূষণ মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ,—ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ ভগবৎকৃপাশীর্ষাদ-প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। ছায়াগণ বৎসর-পূর্বে টাঙ্গাইলে তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া গিয়াছিলেন। তখন দেখেছিলাম, শিক্তি কেদারনাথ—ভিখারী বৈরাগ্য

মত মালা তিলক দায়ণ ক'রে, এজলাসে বসিয়া আছেন। কাছারী বন্ধ হইবার পর তাঁহার সহিত আমার “অচিন্তা-ভেদাভেদ-বাদ” সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সে সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, “এখানে কাহারও যুগে হরিনাম শুনিতে পাই না, আপনি যদি এখানে নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে নাম প্রচার করেন তো বড়ই কৃপা করা হয়।”

শিশিরকুমার ও কেদারনাথ কেবল পণ্ডিতের জ্ঞাত বিপ্লবী ভক্তির শিক্ষা প্রচার করেন নাই—দেশের মধ্যে যারা অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত, তাদের উন্নত করবার জ্ঞাত তাঁরা বঙ্গপরিকর হয়েছিলেন। সেই শিক্ষা, সেই দীক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীগোরাঙ্গ-মহাপ্রভু। মেদিনীপুরে আচার ও ধর্মবিহীন লোকদিগকে ভক্ত কেদারনাথ বৈরাগ্যভাবে সন্মোচনী ও মালাতিলকধারী করিয়াছেন, তাহা দেখিলে প্রকৃতই আনন্দ হয়। মহাত্মা শিশিরকুমারও এই ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপ্রাণের উদ্দেশ্যে বার বার অয়োচারণ করিয়া আমরা আজ ধন্য হইলাম।

অনন্তর কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজন্মার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ;—পূজ্যপাদ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সহিত আমার বহু দিন পূর্বে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সহিত যখন আলাপ করিতাম, তিনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন আমি তাহাতে এমন মুগ্ধ হইতাম যে, তাহা এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন মনে হইত, পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রাপ্ত কেদারনাথের হৃদয়ে আমাদের সনাতন ধর্মতত্ত্ব কি করিয়া স্থান পাইল? পাশ্চাত্য শিক্ষায় যখন আমাদের জীবনের স্রোত জ্ঞাত দিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, তখন কেদারনাথের হৃদয়ে একি ভাব? তখন আমার মনে হইত, পূজ্যপাদ শিশিরবাবু যেমন বঙ্গদেশে ধর্মের নব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও সেই ভাবে দেশের উপকার সাধন করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার সহিত বনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তখন বুঝলাম, তিনি এ যুগের মাহুষ নন, দেবতার মত—অপারিষদ জীব। তিনি এ জগতে পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা পাঠ করিলে নূতন জীবন লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই জ্ঞাত তাঁর অভাব প্রত্যাহ প্রতি ক্ষণে বোধ করি। আজ এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে তাঁহার সেই সৌম্য মূর্তি মনে হইতেছে—আর মনে হইতেছে, যেন তিনি আমাদের সমক্ষে তাঁর হৃদয়ের ভাব-ভক্তিমাধা উপদেশগুলি এনে দিচ্ছেন। তাঁর মত লোক বঙ্গদেশে জন্মানতে দেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক। এই উপদেশ অনুসারে যদি আমরা আমাদের কর্তব্যের পথ নির্ণয় করি, তবে, পরম সুখী হইব।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম এইরূপ;—আমি শ্রীভগবানের পুরেই আমার দাদা শিশিরবাবুকে ভক্তি করি। আর আমার দাদা কেদার বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভায় ভক্তি করিতেন। কেদার বাবুর সহিত আমার আলাপ বহু দিনের। তিনি ও আমার দাদা যখন ভক্তিকথা আলোচনা করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া

আমার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত। আমার এ সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, ইহারা সাধারণ ভক্ত ছিলেন না। ইহারা ভক্তির উপর প্রেম-রাজ্যে বিচরণ করিতেন—যে গুপ্ত রাজ্য সাধারণের অগোচর। দাদা ও কেদারনাথের এই ভাগ্য হয়েছিল—আর তাই তাঁদের দর্শন করে আমি আমাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এখন বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন, ইহা স্মরণে যেমন আনন্দ—তাঁর মত রত্ন-হারা হয়ে পক্ষান্তরে আবার তেমনি শোক জেগে উঠে। তবে একটু বলি, যদি আমরা তাঁর উপদেশে চলি, তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন চালিত করিতে পারি, তবে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইব।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ ;— তিনি আমার স্বজাতি ও কুটুম্ব ছিলেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। সে হিসাবে এ সভায় তাঁর স্তুতিবাদ করা আমার পক্ষে বেশী কথা নয়। কিন্তু আমি সে জ্ঞাত এ সভায় আসি নাই—কর্তব্য-বোধে—তাঁর ঐতি আমার যে ভক্তি ছিল—তাঁহারই আকর্ষণে আসিয়াছি। কেদারনাথ যে-সে ধরণের ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি একনিষ্ঠ—অর্থাৎ যাকে “sincero” বলে—তিনি সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আমাদের কর্তব্য, তাঁর উদ্দেশে ভক্তির উপহার দেওয়া। তাঁর স্বর্গগত চরণে ভক্তির অঞ্জলি দান করা আমাদের উচিত।

অনন্তর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলেন যে—স্বরূপগঞ্জে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। নবদ্বীপেও গিয়া তাঁর নাম প্রত্যেকের মুখে শুনিতে পাই। তার একটা কারণও তখন ছিল। তিনি “মায়াপুর” নামক স্থান শ্রীগৌরানন্দের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া “মায়াপুর” নাম দিয়াছিলেন। ইহাতে ঘরে ঘরে শ্রীগৌরানন্দের নূতন জন্মস্থান আবিষ্কারক বলিয়া নবদ্বীপে তখন তাঁর খ্যাতি হয়। স্বরূপগঞ্জে অবস্থানকালে নাম প্রচারের দ্বারা তিনি ঐ স্থানটিকে যেন শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি মুখে বাহা বলিতেন, মনে যাহা বিশ্বাস করিতেন, অচুঠানে ও ব্যবহারে তিনি তাই ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় সংক্ষেপে বাহা বলেন, তাহা এইরূপ,—“মানবের আত্মাই প্রধান—শরীর কিছুই নয়। যারা আত্মানন্দ, তাঁরা সকল অবস্থাতেই সে আনন্দ ভোগ করেন। স্বর্গীয় কেদারনাথকেও সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, দারুণ রোগের সময়ও তিনি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আছেন—তাঁর দেহ রুগ্ন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে আনন্দভাবের প্রবাহ যে জিতরে বহিতেছে, তা তখনও বোধ হইত। তাঁর অপেও সেই আনন্দের বিকাশ তাঁর মুখে ফুটিয়া উঠিত।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি এল মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় বাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ,—“গোলোকগত শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম ও ভক্তির কথা আপনারা সকলে নানারূপে শুনিবেন। আমি সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। তবে

তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার জীবনের যে কাৰ্য্য দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ছই একটি কথা বলিব। আর আমার মনে হয়, এইরূপ স্মৃতি-সত্যার মহাত্মার জীবনী-কথা আলোচিত হওয়াই উচিত। আমার বিশ্বাস, ভক্ত নির্ভীক ও তেজস্বী হয়েন। গোলোক-গত কেদারনাথের জীবনী হইতে তাঁহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ছই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। সে ঘটনা বরিশালে ঘটিয়াছিল। বারাসতে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর ফ্যান্সটার্ট সাহেবের জন্ত যে বাটী তৈয়ার হইয়াছিল, কেদারনাথ যখন ঐ স্থানে বদলী করেন, তখন তাঁহাকে ঐ বাটীতে রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। সে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি ঐ বাড়ীতে কোন হিন্দু বাস করেন নাই—সাহেবদিগের জন্তই উহা নির্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু কেদারনাথকে যখন ঐ বাটীতে বাস করিতে হইবে, ইহা স্থির হইল, তখন তিনি উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, বাটার উপর হইতে নীচের তলা সর্বত্র গোবর-জল দিয়া ধুইয়া লন। ভাঁবুন, ১৮৮২ সালে, যখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় দেশীয় আচারকে কুসংস্কার মাত্র বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তখন কেদারনাথের এই সদাচার পালন সামান্য হৃদয়-বলের পরিচায়ক নহে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি, একটি মকদ্দমা সম্পর্কীয়। কেদারনাথ, কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে রাশি রাশি প্রমাণ আনা হইয়াছে, কোন ক্রমে তাহার অব্যাহতির আশা নাই; কেদারনাথ রায় লিখিবার উপক্রম করিতেছেন। তখন একজন প্রবীণ মোক্তার আদালতগৃহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে—হজুর, আজ আমার মনে দারুণ আক্ষেপ হইতেছে। আমি জানি, সুবিচারক ও জ্ঞানী বলিয়া, আপনায় খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ একজন নিরপরাধীর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্রেশ পাইতেছি। এই বলিয়া মোক্তার কাঁদিয়া ফেলিলেন। হৃদয়বান কেদারনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আজ এখনই ঘটনাগুলি বাইতে হইবে।” কিন্তু ঘটনাগুলি আদালত হইতে বহু দূরে অবস্থিত, অথচ কোন যান-বাহনের সুবিধা নাই, জানিয়াও তিনি পদব্রজে তথায় যাইতে উত্তত হইলেন। অনেকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে তথায় চলিলেন। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। তথায় গিয়া দেখা গেল যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে স্থান, যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে—তৎসমস্তই মিথ্যা। কেদারনাথ ইহা অবগত হইয়া আসামীকে অব্যাহতি দান করেন। ভক্তের হৃদয় এইরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী হইয়া থাকে। এই জন্তই ভক্ত প্রজ্ঞাদকে হিরণ্যকশিপু নারায়ণ শ্রবণে বিরত করিতে পারে নাই।”

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রতিকৃতির বস্ত্রোন্মোচিত করিলেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী কর্তৃক মধুর কণ্ঠে কীর্তন হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমণীলকান্তি ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী  
সভাপতি।

## স্থগিত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯শে ভাদ্র ১৩২১, ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি (ক) সদস্যনির্বাচন, (খ) পুথি ও গুপ্তকোপহাতিদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। গত মাসিক অধিবেশনে পরিপূর্ণিত নিয়মানুসারে চারি জন নতুন সহকারী সভাপতি নিয়োগ জন্ত কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব এবং সহকারী সভাপতি সংক্রান্ত ১৮ ও ৫৭ নিয়মের প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্তন জন্ত কার্যনির্বাহকসমিতির প্রস্তাব। ৪। বার্ষিক কার্যবিবরণীর খসড়া এবং আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমস্ত সদস্যের নিকট বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে প্রেরণ জন্ত রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্যনির্বাহকসমিতির মন্তব্য। ৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত অপরেণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক নবাবিকৃত শুভাকর দেবের তাম্রশাসন। ৭। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “বড়দর্শন,” (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত” নামক প্রবন্ধ। ৮। শোকপ্রকাশ,—রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহানমোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,

শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায়

এম্ এ, বি এল

“ যোগেন্দ্রনাথ শুক্ল

“ হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

“ পুলিনবিহারী দত্ত

“ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

“ হেমচন্দ্র ঘোষ

“ নিবারণচন্দ্র ষটক বি এ

“ অমৃতগোপাল বসু

“ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

“ বামাচরণ মজুমদার

“ কীরণচন্দ্র দত্ত

“ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

“ হেমচন্দ্র দাশ শুক্ল এম্ এ

“ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

“ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

“ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

“ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

“ জানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল

“ চক্রচন্দ্র বসু

“ ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

“ জানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

“ সত্যশচন্দ্র মিত্র

“ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

“ মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

“ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্তা

“ যোগেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

" নিত্যানন্দ রায়

" নগিমোহন মিত্র

" বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ, এম এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

" বাণীনাথ নন্দী

" সুরেন্দ্রনাথ কুমার

" সুশীলকান্তি ঘোষ

সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গত প্রথম মাসিক অধিবেশনের ও প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২ (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযোয্যকেশ মুস্তফী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ আমহাষ্ট' ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র দুর্গাপুস্তকালয়-সম্পাদক, হলদিয়া, ঢাকা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
"	"	শ্রীআনন্তভোষ ধর ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ হেডমাষ্টার, সিন্ধুর, মহাশায়া ইনস্টিটিউশন, সিন্ধুর, হুগলী।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীসোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ রিপন কলেজের অধ্যাপক, ৭৬ হরিশ চাটুখোর ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরায় ক্ষেত্রমোহন বসু বাহাধুর বি এ ৯০।৩ মেছুরাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমদ্ব্যনাথ রায়	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ মেট্রপলিটান ইন্সটিটিউশনের অধ্যাপক, ৫২ গ্রো ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস জেলাস্কুলের সহকারী শিক্ষক, মালদহ।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	ডাঃ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্ এম্ এস ৩৫২ বীডন ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	"	সেথ শ্রীআবদুর জব্বার পশ্চাশী, চাপারকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীকালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০ বেলতলা রোড, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে ৬২ সাউথ রোড, ইটালি।
শ্রীসৈয়দ আলী আখতার	"	মৌলবি সিরাজউল ইসলাম এম্ এ ৬১১১ সি ওয়েলিংটন ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীগুলিনবিহারী দত্ত	"	শ্রীঅমৃতলাল মল্লিক ২ সিকদারপাড়া ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুঁথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র	১। মেঘদূত ২। অবসর
" যুধিষ্ঠিরনাথ উকীল	৩। শ্রীশ্রীভূগোপুরাণ
" মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪। সঙ্গীত-সুধাকর ( ১ম খণ্ড )
" মোহাম্মদ রেজাজুজ্জীন আহম্মদ	৫। আমার সংসার-জীবন
" হরিন্দাস ঘোষ	৬। জীব-মাধব ( ১ম খণ্ড )
" অমৃতলাল সেনগুপ্ত	৭। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	৮। সমাজ-সংস্কার ও সভ্যপীর-ব্রতকথা
" তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	৯। অর্দ্ধকালী
" নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ	১০। ইলিয়াডের গল্প
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১। গৌড়ে স্বর্ণবাণীক্



## উপহারদাতা

## উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	১২। চুপীর দেওয়ান মহাশয়
	১৩। পদার্থ-বিজ্ঞান
” পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৪। পরলোকভ্রম
” সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫। কর্ণাট-কুমার
” কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স	১৬। ফুলঝুরি
” ললিতা প্রসাদ দত্ত	১৭। ঐতিহ্যচরিতামৃত ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
	১৮। চৈতন্যশিক্ষামৃত
	১৯। শ্রীমন্তগবদগীতা ( মাধব ভাষ্য )
	২০। শ্রীমন্তগবদগীতা ( রসিকরঞ্জন ভাষ্য )
	২১। শ্রীমদায়্যারসংগ্রহ
	২২। শ্রীকৃষ্ণবিজয়
	২৩। বিষ্ণুসহস্র নাম
	২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
	২৫। জৈনোপনিষদ্
	২৬। চৈতন্যোপনিষদ্
	২৭। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা
	২৮। তত্ত্বমুক্তাবলী
	২৯। প্রেম প্রদীপ
	৩০। বিজ্ঞানগ্রাম ও সম্রাসী
	৩১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
	৩২। কল্যাণ-কল্পতরু
	৩৩। দত্তবংশমালা
	৩৪। সজ্জনতোষণী ( ২য় খণ্ড ও ৪র্থ হইতে ১৭শ খণ্ড )
	৩৫। শ্রীপদ্মপুরাণ ( সৃষ্টি, ভূমি ও স্বর্গখণ্ড )
	৩৬। ঐ ( পাতাল ও উত্তরখণ্ড )
	৩৭। ঐশ্বরীশিষ্টকং

শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র মিত্র

(1) Meeting of the Witangemot

(2) The English Influence on Bengali Literature.

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী

(3) Journal of the Asiatic Society, no. 37  
March, 1885.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবদৌ	(4) Do Journal A.S.B. Feb. 1847
	(5) Do " March "
	(6) Do " April "
	(6) Do " May "
	(7) Do " Decr. "
	(9) Do " no. 3 1858
	(10) Do " 1 1861
	(11) Do " 2 1862
	(12) Do " 1&3 1863
	(13) Do " 1&2 1864
	(14) Do " 3&4 1866
	(15) Do " 1&2 1868
	(16) Proceedings Do . 1865
	(17) South Indian Inscription Vol 3
Officer in Charge Bengal Sect. Book Depot.	(18) Report on the Workings of Hospitals for 1914.
	(19) Annual Reports on the Police Adminis- tration of Calcutta and its Suburbs for 1914.
Cambridge University	(20) Reports of the Cambridge University Library Syndicate 1914.
Supdt. Govt. Printing India	(21) Statistical Abstract for British India, Vol I.
	(22) Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1915.
	(23) Hookworms Disease.
শ্রীযুক্ত পঞ্চাননবিক্রম রায়চৌধুরী	(24) In Memoriam—Sarada Ch. Mahapatra Vol I.
Supdt. Govt. Press, Allahabad	(25) List of Sanskrit and Hindi Mss. Sanskrit College, Benares, 1913-15.
	(26) List of Sanskrit, Jain & Hindi Mss. of the Sanskrit College, Benares, 1914-15.
Registrar, University of Calcutta.	(27) Calcutta University Minutes, Pt. 6, 1914.
	(28) Do " " " 7, 1914.
Supdt. Govt. Printing Burma	(29) Reports of the Supdt. Archæological Survey, Burma, 1915.

উপহারদাতা

উপহার পুস্তক

শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত

(30) Sri Sri Gourangaleela Smarana-mangala-Stotram.

(31) The Pariade or Adventures of Porus.

পুথি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১। নামহীন 'সহজিয়া পুথি—বিজয় ব্রহ্ম হরিদাস

৩। কার্যনির্বাহক-সমিতির মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ও ৫৭ ধারার সহকারী সভাপতির নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অংশ সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে উক্ত সমিতির প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। বহু আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবর্গ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ২৮ ধারার ১৬ জন স্থলে ২০ জন এবং নিয়মাবলীর ৫৭ ধারার ৪ জন স্থলে ৮ জন ও দুই জন স্থলে ৪ জন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বোম্বাস্তরহ, এম্ এ, বি এল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিবর্তিত নিয়মাবলী অনুযায়ী নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে নির্বাচিত হউন—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।

২। মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্।

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি এস।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, কোন নিয়মানুসারে এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল। সম্পাদক মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, কার্যনির্বাহক-সমিতি আপনা হইতেই সহকারী সভাপতি নিয়োগ বা নির্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া উক্ত সমিতি সাধারণ সভাস্থলে তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন। "

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইল।

৪। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার পূর্বে সকল সদস্যের নিকট উহা প্রেরণ জন্ত রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ২য় কার্যনির্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠিত হইল,—

“স্থির হইল যে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে

উপস্থাপিত করিবার পূর্বে সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠান হইবে। কিন্তু এই মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সাধারণ সভায় নিয়োগানুসারে কার্য করিতে হইবে।”

বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল, স্থায়ী তহবিল, গৃহনির্মাণ তহবিল ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার অন্ততঃ ১০ দিন পূর্বে সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ৬বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় ৬বিপ্রদাস বাবুর বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার পরিচয় দিলেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবু যে এই চিত্র পরিষদে উপহার দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়ের “শুভাকরদেবের তাত্ত্বশাসন”-প্রদর্শন পরবর্তী অধিবেশনের জন্য স্থগিত রহিল।

৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “ষড়্দর্শন” ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত” নামক প্রবন্ধধর্ম পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৮। তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করিলেন,—

- (ক) ৬রায় কালিকান্দাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই.
- (খ) ৬গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম এ, বি এল্
- (গ) ৬মহেশচন্দ্র জায়রাম (পায়রাডাঙ্গা, নেওগাশী, রঙ্গপুর)
- (ঘ) ৬রায় লক্ষ্মীনারায়ণ আচা (আরমবাগ)
- (ঙ) ৬আবদুর রহিম খাঁ চৌধুরী

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মৃত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সভাপতি।

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়,—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;—(ক) সদস্য নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ ;—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাৰ্ণবের “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহাৰহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞান্ধন এম্ এ, পি এচ ডি

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ

” শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

” রমাপ্রসাদ চন্দ্র বি এ

” নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

” যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

” বসন্তকুমার রায়

” গিরিজাপ্রসন্ন সার্যাল

” পুলিনবিহারী দত্ত

” কবিরাজ জীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

” কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ

” ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

” অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য

” সতীশচন্দ্র মিত্র

” ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

” হেমচন্দ্র ঘোষ

” ঞ্গেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

” গিরিশচন্দ্র দত্ত

” মনোজকুমার বসু

” রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

” ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

” রজনীকান্ত বক্সী

” সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত

” রামচন্দ্র শাস্ত্রী

” বতীন্দ্রমোহন রায়

” কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

” বতীন্দ্রনাথ দত্ত

” মদ্যথনাথ রায়

” আন্ততোষ মহলানবীশ

” গোপীকান্ত ভট্ট

” আনন্দনাথ রায়

” বিশ্বনাথ সেন

” প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

” নগেন্দ্রনাথ বরা

” নিত্যানন্দ রায়

” ললিতাপ্রসাদ দত্ত

” শিবেশচন্দ্র পাঁকড়াশী

” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ

” দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

” রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত রায় স্বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহঃ সম্পাদকগণ

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। (ক) নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	কুমার শ্রীরাধিকান্তব্রজ রায় ১ গোরাবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী	শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল্ ৪০ সীতারাম রোড।
„	„	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এস্ সি ৭৮/১ হারিসন রোড।
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীজীবনমোহন বসু বি এস সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীরসিকলাল দত্ত এম্ এস্ সি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীকরণাম্বর খাত্তগীর এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এস্ সি রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
„	„	শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী পরমেশ প্রসন্ন রায়	শ্রী হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রী অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল। শ্রী জ্ঞানকী প্রসাদ আইচ সাবরেজিষ্ট্রার, আসানসোল। শ্রী বীরেন্দ্রকুমার বসু বি এ সাবডেপুটি কলেজ্টার, আসানসোল। শ্রী জ্ঞানকীনাথ পাল পুলিশ ইন্স্পেক্টর, আসানসোল। শ্রী যুধিষ্ঠির গড়াই আসানসোল। মৌলবী মহাম্মদ সহিচ্ছাহ এম এ, বি এল উকীল, বসীরহাট, ২৪ পরগণা। শ্রী হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, লাভপুর, বীরভূম। শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীরাধালাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমন্মথনাথ বসু এম্ এ, বার-এট-ল ৫০ গোয়ালটুলী রোড। রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার শ্রী শরচ্চন্দ্র সিংহ ৬৯ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রী কীরণচন্দ্র রায় শ্রী বাণীনাথ নন্দী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২৭।১ নিবেদিতা লেন, বাগবাজার। শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রীমন্মথনাথ রায় শ্রী অমরনাথ মল্লিক এম্ এস সি, বি এল, ৬৬ হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রী মলিনচন্দ্র মিত্র ৪।১ গোপাল বিশ্বাস লেন।

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রী যুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১। ঠাকুর-মা'র ঝুলি
হেমেন্দ্রকুমার রায়গুপ্ত	২। পসরা
কুলদারঞ্জন ব্রহ্মচারী	৩। শ্রীশ্রীসৎসুক-সঙ্গ

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

Supdt. of Archæological  
Survey, Frontier Circle

(4) Annual Report of the Archæological  
Survey of India, Frontier Circle for  
1914-15.

Officer in charge, Bengal  
Sect. Book Depot

(5) Report on the Administration of the  
Sectt. Deptt. in Bengal, for 1914-15.

Asiatic Society of Bengal

(6) Memoirs of the Asiatic Society of  
Bengal, Vol V, No 3.

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাশয়, সিদ্ধান্তবারিষি মহাশয় অল্পপস্থিত থাকায় এবং তাঁহার প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত না হওয়ায় উহা পঠিত হইল না এবং উক্ত প্রবন্ধপাঠ আগামী অধিবেশনের জন্ত স্থগিত রহিল। কেন প্রবন্ধ আসিল না, তাহার অনুসন্ধান হইবে— সভাপতি মহাশয় এ আশা দিলেন।

৪। গত অধিবেশন হইতে স্থগিত শুভাকর দেবের তাত্ত্বশাসন প্রদর্শন সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত গ্রহণ করা হইল। অধিকাংশের মত হইলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উক্ত তাত্ত্বশাসন প্রদর্শিত হইল। রাখাল বাবু তাত্ত্বশাসনখানির অংশ-বিশেষের পাঠ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এখনও এই তাত্ত্বশাসন বিষয়ে গবেষণা শেষ করিতে পারেন নাই; উহার অক্ষরতত্ত্বাদি বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া উহার সময় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই তাত্ত্বশাসনোক্ত দাতা “সৌগত” ও “তথ্য-গত” শুভাকর দেব। উক্ত বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বৌদ্ধ ছিলেন এবং গৃহীতা চাতুর্কেদী ব্রাহ্মণগণ। স্থান তোশলি। কিন্তু এই শাসনোক্ত তোশলি এবং অশোকাস্ত্রশাসনের তোশলি একই কি না—তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত রমাশ্রীচন্দ্র মহাশয় বলিলেন যে, এই শাসন এবং এই শ্রেণীর শাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না এবং আপনাদের মত সমর্থন করিবার জন্ত আত্মতত্ত্ববিবেক বা বৌদ্ধাধিকার নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ভিক্ষু এবং আরণ্যকদিগের মধ্যে বাণ কিছু প্রভেদ ছিল; গৃহীদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু বলিয়া বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না। কিন্তু রমা-শ্রীচন্দ্র বাবু আত্মতত্ত্ববিবেকের অংশবিশেষ যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, উহার ব্যাখ্যা সেরূপ হইবে না এবং বিভ্রান্তব্যবহার মহাশয় উহার সাধারণকর্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। বৌদ্ধাধিকার হইতে উক্ত ভাংশে বৌদ্ধ হিন্দুর মধ্যে যে কোন প্রভেদ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই।

সভাপতিকে ধন্যবাদপূর্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
সভাপতি।



## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ১১০ টা

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কাগ্য (ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন ;—(ক) শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী মিত্র-জায়া মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্ণীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি, প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, (খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ষটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রাচীন রোপা বৃক্ষ। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়ের “সাতবাহন-রাজ-বংশ”, (খ) শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয়ের “মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি”, (গ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের “পার্সেন্টের (1 Percent) প্রতিশব্দ” ও (ঘ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ এম্ এ মহাশয়ের “গিজোর সভ্যতার ইতিহাসের উপক্রমণিকার প্রথম অধ্যায়।” ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) যতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমসুন্দর কর ও (ঘ) হরকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ( সভাপতি )

“ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

“ “ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ষটক বি এ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

“ হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ বি এ

“ চারুচন্দ্র বসু

“ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব,

“ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ

সিদ্ধান্তবারিধি

“ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

“ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

“ গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ

“ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

“ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

“ রবীন্দ্রনারায়ণ বোষ এম্ এ

“ বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্মত

“ মন্মথমোহন বসু এম্ এ

“ রামকমল সিংহ

“ চিত্তরূপ সাঙাল বি ই

“ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

“ যতীন্দ্রমোহন রায়

“ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

“ হেমচন্দ্র সেন শুভ এম্ এ

“ বামাচরণ মজুমদার

“ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

“ অমৃতগোপাল বসু

“ সতীপ্রসাদ সেন শুভ

“ হেমচন্দ্র বোষ

শ্রীযুক্ত সম্মর্থনাথ বসু

- „ গিরিশচন্দ্র দত্ত
- „ অমৃতলাল দত্ত
- „ তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- „ সম্মর্থনাথ শীল
- „ শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়
- „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিবরণ সরকার

- „ হুসেননাথ সরকার
- „ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- „ সুর্য্যকুমার গাল
- „ ভোলানাথ কৌচ
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ, এম এ, বি এল ( সম্পাদক )

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| „ মুণালকান্তি ঘোষ                | } সহকারী সম্পাদক |
| „ বাণীনাথ নন্দী                  |                  |
| „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ |                  |
| „ কিরণচন্দ্র দত্ত                |                  |
| „ হুসেননাথ কুমার                 |                  |

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

১। গত তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল ।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ

শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২২ বীডন ষ্ট্রীট ।

শ্রীহুসেননাথ কুমার

শ্রীহেমেন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম আর এ এস,

২৩২ কানাইলাল ধর লেন ।

শ্রীবদ্রনাথ দে

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

শ্রীউষাপদ বসু এম এ, বি এল

বাসী, রাজনগর, বারবজা ।

শ্রীহুসেননাথ কুমার

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ

শ্রীযাদবচন্দ্র দাস

তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর ।

ডাঃ শ্রীকিরণেন্দ্র ঘোষ ডি পি এচ (লণ্ডন),

ডি টি এম ( লিভারপুল ),

কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, রোনিও মেডিকেল হল ।

শ্রীরসিকলাল রায়

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস এম্ এ

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।

প্রণেতা	সম্পর্ক	সদস্য
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
"	"	১৩৮।১ কালীঘাট রোড।
"	"	শ্রীকালিদাস নাগ
"	"	জুলোজিক্যাল গার্ডেনার।
"	"	শ্রীমন্নথনাথ বসু বি এ, এম্ এ (কেমিস্ট্রি),
"	"	বার-এট-ল, ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর
"	"	৫০ গোয়ালটুলী রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীমুগলকান্তি ঘোষ	শ্রীহরদয়নাথ মিশ্র
"	"	উত্তর চাত্রা, গোবরডালা পোঃ, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীভূতনাথ প্রধান
"	"	শামটা, বশোহর।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুঁথি ও পুস্তকের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার	১। শ্রীহরিনামামৃত
"	২। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রহ্লাদ-চরিতামৃত
"	৩। কান্দালের কুপালাভ
"	৪। ক্রিওপেট্রা
"	৫। ধর্মভাষ্য-বারিধি
"	৬। অধিকাচরণের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও জীবনী
"	৭। বাক্লা
"	৮। অন্নবিস্তর
"	৯। বর্দ্ধমানের ইতিকথা
"	১০। ঐ
"	১১। দেবী ও দানবী
"	১২। দময়ন্তী
"	১৩। দায়জিলিং
"	১৪। চুষক বিজ্ঞান
"	১৫। বঙ্ক জ্যোতিষ-মানমন্দির
"	১৬। আনিমেষের প্রসার ( ২য় খণ্ড )
"	১৭। পরিব্রাজকহৃৎকমাল

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৮। উপবাস
Registrar, Calcutta University (19)	Calcutta University Calendar Pt 8—1915.
Do	(20) " " Regulations 1914.
Do	(21) " " Minutes Pt. 7— 1913.
Librarian, Presidency College (22)	Catalogue of Books in the Presi- dency College Library Pt. I.
	(23) Do Do Pt. II.
Director, G. S. India	(24) Records of the Geological Survey of India Vol. 46. August 1915.
Secy. to the Govt. of India (25)	Report of the Committee on Co- operation in India 1915.
in the Dept. of Rev. & Agriculture, Bengal Sectt. Book Depot. (26)	53rd Report of the Govt. Cinchona Plantations in Bengal 1914—15.
Smithsonian Institution, Washington. (27)	Smithsonian Misch. Collections Vol 65. no. 2. The Development of the lungs of the alligator.
Do	(8 ) Do Vol 65. no. 5. The Microspectroscope in Mineralogy.
Do	(29) Do Vol 65. no. 7.
Supdt. Govt. Printing, India (30)	Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills. July 15.
Surveyor Genl. of India (31)	Genl. Report of the Survey of India, 1913—14.
Supdt. Govt. Printing, India (32)	Report of the Chief Insp. of Mines in India for 1914.
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (33)	Religion of love or hundred apho- rism of Sandilya.
	(34) Nature in the Poetry of Milton.
	(35) Milton's Sonnets.

শ্রীযুক্তা রাণী কুবনমোহিনী মহোদয় কর্তৃক উপহৃত পুঁথি—

১। ভারতগোপনিষৎ

৩। মহাভারত (সত্যপর্ব)

২। কাম্যকাবিবিচার

৪। পঞ্চপঞ্চিকুনটিকা

৫। শ্রীকৃত্ত	৩২। ষট্চক্রবিবরণ
৬। মণিকটিকা	৩৩। গুরুগীতান্তোত্র
৭। তত্ত্বচিন্তামণি	৩৪। অমরকোষ
৮। দায়াদিকারক্রমসংগ্রহ	৩৫। কুজিকাতন্ত্র
৯। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র	৩৬। কালীখণ্ড
১০। মাতৃকাজগন্নাঙ্গল কবচ	৩৭। রামতাপনীমোপনিষৎ
১১। বগলামুখীকবচ	৩৮। পরামর্শকাটা
১২। বীজগণিত	উপদেশমুমাটি
১৩। তুলাদানপ্রয়োগ	কেবমুমাটি
১৪। অথর্ক-শিরোপনিষদীপিকা	সিদ্ধান্তলক্ষণ
১৫। ভক্তিরসায়নে ভক্তিবিশেষলক্ষণ	৩৯। অত্রিসংহিতা
১৬। নিরুদ্রপশুবন্ধঃ	৪০। কুলশাস্ত্র
১৭। বৃহজ্জ্বালোপনিষৎ	৪১। সাহিবংশের তালিকা
১৮। মহাভারত ( সভাপর্ক )	বৃহজ্জ্বালোপনিষৎ
১৯। নারায়ণোপনিষৎ	জীবমুক্তোপনিষৎ
২০। দুর্গাসহস্রনাম	শিক্ষাজ্যোতিষনিষট্
২১। কৃষ্ণসহস্রনাম	বলভদ্রসহস্রনাম
২২। রসগঙ্গাধর	বৃহদ্বেদতা
২৩। পাতঞ্জলযোগভাষ্য	অনুমানটীকা
২৪। রামসহস্রনাম	বাক্যপদীর
২৫। গণপতিসহস্রনাম	শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ
২৬। রাক্ষস কাব্য	উদাহ-তত্ত্ব
২৭। উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ	বিপ্রভক্তি-চন্দ্রিকা
২৮। পুষ্পসুত্র	ঐ ঐ
২৯। বজ্রহুচ্যোপনিষৎ	জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব
৩০। নারায়ণীয়-উপনিষদ্ভাষ্য	৪২। Black Yajur Veda
৩১। ষট্চক্রপ্রণক	

৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয় প্রদত্ত পুথিগুলি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী এম্ এ মহাশয়, বলিলেন,—এই পুথিগুলি বহু মূল্যবান এবং এইগুলি স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল ও তাঁহারই ভবনে এগুলি এ বাবৎ রক্ষিত ছিল। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্ত রাণী ভুবনমোহিনী মহোদয় কর্তৃক পুথিগুলি পরিষদে উপহার-স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইতিপূর্বে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের ব্যবহৃত পরিচ্ছাদি,

আরও কতগুলি দ্রব্য শ্রীযুক্ত রাণীকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। এই দানের জন্য তাঁহার পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই পুঁথিগুলি তাঁহার নামে পৃথক্ ভাবে সংরক্ষিত হউক। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত মুদ্রা প্রদর্শিত হইল।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক তাঁহার “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পাঠিত হইবার পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে—কিছু কাল পূর্বে আমি এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে চাওয়ায় সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধটি পাঠের জন্য আমার বাটীতে পাঠান বাইতে পারে না, তবে পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া আমি এই প্রবন্ধ পড়িতে পারি। তদনুসারে আমি এক দিন পরিষৎ মন্দিরে আসি, কিন্তু প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় আমাকে দুই দিন পরে আসিতে বলা হয়—তদনুসারে আমি পুনরায় যাই, কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ দেখান হয় নাই। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারণ, প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে কাহাকেও উহা পাঠ করিতে দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন যে, তিনি রমেশ বাবুকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন এবং তিনি যত দূর জানেন, তাহাতে এইরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে রমেশ বাবু সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রবন্ধগুলি পরিষদের হস্তগত হইবার পূর্বে সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিষয়ে নানা বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রবন্ধগুলি এখন হইতে হস্তগত হইবার পূর্বে পাঠের জন্য বিজ্ঞাপিত হইবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রোচ্যবিজ্ঞাপনমহাশয় মহাশয় তাঁহার “সাতবাহন-রাজবংশ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের “সাতবাহন-রাজবংশ” প্রবন্ধোক্ত কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন।

রমেশ বাবু বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাহার সার মর্ম এইরূপ,—অন্ধ্রদেশের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোল রহিয়াছে। প্রবন্ধ-পাঠক হাতীশুকার শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, সম্রাতি লুডার সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহা পি, সি, মুখার্জি বহু দিন হইল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই সে মত গ্রহণ করেন নাই। ৩৭২ খৃঃ পূর্বে চন্দ্রগুপ্তের অভিব্যক্তি ধরিলে পুষ্যমিত্রের তারিখের গোল হয়, সমস্ত ভারতের ইতিহাস পরিবর্তন করিতে হয়, স্মৃতির ৩৭২খৃঃ পূর্বে হইতে পারে না। ঋতুর্দর্শনার গির্গার লিপির পাঠও এখন পরিবর্তিত হইয়াছে, এখন আর ৭২ খৃঃ অব্দ স্বীকৃত নহে। ঋতুর্দর্শিনামক(৭) প্রায় ১৩০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

নহপান ৪৬ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। গৌতমীপুত্র ১২৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহারকর দেখাইয়াছেন, শালিবাহন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, এক রাজবংশের নাম। অন্ধ্ররাজ হাল-সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অন্ধ্রভৃত্য ও অন্ধ্র—দুইটী আলাহিদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু গৌতমীপুত্র উপাধি এক বংশের, অপর বংশের নহে; তাহার প্রমাণ নাই। সিমুকের নাম সাতকর্ণীর সময়ের লিপিতে পাওয়া যায় মাত্র, সুতরাং ঐ নাম হইতেও প্রকৃত কাল নির্ণয় চলে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন যে, নগেন্দ্র বাবু পুরাণের উপর বহু অধিক মাত্রায় নির্ভর করিয়াছেন, ততটা করা যায় না। পুরাণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুই নাই। মৌর্যবংশের বংশলতা প্রদান করিতে গিয়া পুরাণকারগণ বেক্রপ গোলে পাড়িয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুরাণকে ইতিহাস আখ্যা দেওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে, *Sandracottus* ও অশোক এক ব্যক্তি; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ অশোকের লেখমালা। তিনি তাঁহার অশ্বশাসনবিশেষে নিজেকে আন্তিকোণ, মক ও তোরময়ের সমসাময়িক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন প্রতীচ্যের কালতত্ত্বের সহিত প্রাচীন প্রাচ্যের কালতত্ত্বের সঘর্ষ-নির্ঘর্ষ একপ্রকার নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যদি আবার নূতন উপপত্তি লইয়া নগেন্দ্র বাবু প্রাচীন ইতিহাসক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতীচ্যের কালতত্ত্ব সংশোধন করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার নূতন তত্ত্ব খাপ খাইয়াইতে হইবে। বহু দিন না তিনি তাহা করিতে পারেন, তত দিন তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার ঐতিহাসিক জগতে গৃহীত হইবে না। আর এক কথা, তিনি যে নহপানকে বহু পূর্ববর্তী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহা কোনও প্রকারে হইতে পারে না। কারণ, গ্রীক aspirated H বা *h* অক্ষরের ব্যবহার নহপানের মুদ্রায় দেখা যায়। এই সকল মুদ্রায় এই aspirated H বা *h* অক্ষরের ব্যবহার ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নহপানের তারিখ অনেক পরে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর কথা টঁকে না।

শ্রীযুক্ত চার্লস বক্স মহাশয় বলিলেন যে, Sir Wiliam Jones এর লেখার প্রমাণিত হইয়াছে যে, *Sandracottus* ভিন্ন ব্যক্তি। পি, সি, মুখার্জি প্রথমে লেখেন যে, অশোকই চন্দ্রগুপ্ত বা *Sandracottus*। ইতিহাস ও পুরাণ বা জনশ্রুতি সমান ভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে। *Sandracottus* এবং অশোক এক ব্যক্তি নহে, ইহা সমসাময়িক প্রমাণ করিতে পারি। সিমু অন্ধ্ররাজগণের স্থাপিত নহে, ২২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অন্ধ্ররাজগণ সঘর্ষে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সঙ্কলন ও শিলালিপি ব্যাখ্যা করিতে বাইরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা মিলাইয়া অন্ধ্ররাজগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এসজনক্রমে ডাঃ Sewell স্বীয় *Antiquities of Madras* নামক গ্রন্থেও অন্ধ্ররাজগণ সঘর্ষে অনেক কথা

বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে অন্ধ্ররাজ সম্বন্ধে বত নাম পাওয়া যায়, অস্ত্র কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। পৌরাণিক নামের সহিত শিলালিপির কোন কোন নামের যখন ঐক্য আছে, তখন পুরাণোক্ত বিবরণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। শিলালিপির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পুরাণকে বতটুকু দাঁড় করিতে পারা যায়, তাহা করিতে হইবে। শিলালিপি দ্বারা অন্ধ্ররাজগণের উৎপত্তি ও অবসান নির্ণয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজগণের অবসান হয় নাই। সম্ভাব্যতী পূর্ণ ও অন্ধ্ররাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে প্রভুত্ব হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাকবি হালপ্রণীত সত্যসই গ্রন্থ মহারাজ্য প্রাকৃতে লিখিত। হালের অপর নাম সাতবাহন। অনেকে মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্ররাজবংশে প্রভুত্ব হইয়াছিলেন। পালি মহাবংশের গণনা অনুসারে অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অশোকের সময়ের উৎকীর্ণ ও মেগাস্থিনিউসের Sandra Kottas প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে অশোককে খৃঃ পূঃ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু “অশোক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক” এই কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, তাঁহার আন্তরিক কথা নহে। তিনি উহা Seriously behave করেন না। ত্রিযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিলালিপি ও সমসাময়িক ঘটনা মিলাইয়া লইবার কথা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। পুরাণে মতগুলি অস্ত্র প্রমাণনিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া লওয়া উচিত নহে। অন্ধ্ররাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবে বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

যে সকল আধুনিক মত লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষ আলোচনা করিলেন, তাহা মতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশীয় মত অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনুবর্তী না হইয়াই আলেকসান্দারের সমসাময়িক Sander katlasকে একমাত্র নামসানুস্তে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই মতবাদ আলোচনার বিষয়। যখন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ, এই তিন সম্রাটের মধ্যেই শাক্যবুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রিয়দর্শীর আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য নাই, তখন দেশীয় মত উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য মতবাদের অনুসরণ করা সমীচীন নহে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্রীল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মতে ৫৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করেন। এ দিকে জৈন শাস্ত্রানুসারে ৫২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মহাবীর স্বামীর মোক্ষ হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাক্যবুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর সমসাময়িক। সিংহলের মহাবংশের মতে বুদ্ধ-নির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মৌর্যসম্রাট অশোকের অভিষেক এবং জৈনশাস্ত্রের হেমচন্দ্র ও প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহাবীর স্বামীর মোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রাচীন প্রমাণ অনুসারে অশোক প্রিয়দর্শীই আলেকসান্দারের সমসাময়িক হইতেছেন। প্রাচীন



শিলালিপি ও ভাস্কর্য্যাদি আলোচনা করিলে পিতামহ ও পৌত্রের একই নামের বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুভবংশ, অঙ্গবংশ ও চালুক্যবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ আলোচনা করিলেই পাইবেন। সেইরূপ গ্রীক গ্রন্থকারগণ অশোক প্রিয়দর্শীর পৈতামহিক নামেই তাঁহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মেগাস্থেনিস তাঁহার অপর নাম palim leothrus বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তি, অশোক প্রিয়দর্শীর অস্থানাসনে যে কয় জন বন-নৃপতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই আলেকসান্দারের বহু পরবর্তী। কিন্তু আমি আমার বিশ্বকোষে প্রিয়দর্শী শব্দে গ্রীক ইতিহাসের সাহায্যেই প্রমাণ করিয়াছি, ৩২৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ মধ্যেই অর্থাৎ দেশীয় প্রমাণ-নির্দিষ্ট অশোকের সময়েই অশোকাস্থানাসনে বর্ণিত পঞ্চ বন-নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে আমি সাহিত্য-পরিষদে বিশেষ আলোচনা করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত আছি। মোর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই মোর্য্যক আরম্ভ। হাতিশঙ্কর জৈনরাজ খারবেলের শিলালিপিতে ১৬৫ মোর্য্যকের অঙ্ক দেখিয়া আসিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্ড্রজিও ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ১৬৫ মোর্য্যক স্থির করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে কয়েক বর্ষের বর্ষাতিশায্যে ঐ অঙ্ক কিছু ক্ষয় হইয়াছে। এ অঙ্ক মৃত্যুর দ্বায়েবের নব পাঠে ঐ অঙ্ক স্থান পায় নাই। এই হাতিশঙ্কর লিপির সাহায্যেই আমরা অঙ্গনৃপতি শাতকর্ণির প্রকৃত কালনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছি। পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ অঙ্গনৃপতিগণের মুদ্রার সাহায্যে যে রাজবংশমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাণ-বর্ণিত অঙ্গ-রাজবংশের তালিকার অমিল নাই। সকল মুদ্রার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ মুদ্রার সাহায্যে অঙ্গ-রাজবংশের ধারাবাহিক তালিকা ঠিক হওয়া অসম্ভব। এ কারণ পুরাণের তালিকাই প্রামাণিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক বিবরণীর সাহায্যেই যে মহাপুরাণ-সমূহের প্রাচীন রাজবংশের তালিকা ও রাজ্যকাল-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না। এখন এ দেশের নবীন ঐতিহাসিকগণ পুরাণের উপর ততটা আস্থাবান না হইলেও প্রাচীন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ পুরাণ-প্রমাণ বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত দিন সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অঙ্গরাজবংশ ও অঙ্গভৃত্যবংশ এক ও অভিন্ন। আমি পুরাণ-প্রমাণে বিশেষ করিয়া আমার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অঙ্গরাজবংশ ও অঙ্গভৃত্যবংশ এক নহে।

অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন,—যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, প্রাককার প্রবন্ধ ও আলোচনা সেই উদ্দেশ্যের প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে করি। আগেকার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে Gentleman করা অর্থাৎ নানা বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা কতকটা বহুদর্শী করিয়া তোলা। এখনকার উদ্দেশ্য কেবল পণ্ডিত বা Expert তৈয়ারী করা। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ নিজের সীমার বাহিরে বাইতে চান না। ভ্রতরাজ বাহিরের আলোচনার তাঁহারা ততটা আস্থাবান নহেন। সুতরাং উত্তর শ্রেণীর মধ্যে

যে সামান্য মতভেদ ঘটিবে, তাহা স্বাভাবিক। আমি ও নগেন বাবু সেই আগেকার ক্লাসের লোক। সব দিক্ হইতেই সত্য সংগ্রহ করা উচিত। পুরাণের বিষয়টি, ভূত ঐতিহাসিক নামগুলি বা ঘটনা অগ্রাহ্য নহে; তবে যে ভাবে এখন সচরাচর পুরাণ ছাপান হইতেছে, সেই সকল ভ্রম প্রমাদযুক্ত সংস্করণের উপর বিশ্বাস করা যায় না। বহু প্রাচীন পুঁথি মিলাইয়া উপযুক্ত ভাবে এডিট করিতে হইবে। মোটের উপর Properly edit হইলে পুরাণকে Contemporary record বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পুরাণের প্রাচীন পুঁথি এখনও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। পাজিটার সাহেব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পুরাণগুলি Contemporary। এখন তিনি বেদ হইতে ঐতিহাসিক উপাদান বাহির করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচীন পুরাণের পুঁথিগুলি মিলাইয়া দেখিলে সকলগুলির মূল এক এবং একতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে ৫৪৩ হইতে ৬৬ বৎসর বাদ দিয়া খৃষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্বে বুদ্ধনির্করণ ধরিয়া লইয়াছেন। এখন আবার কান্টনের Dotted record অনুযায়ী এক পক্ষ ৪৮৬ ও আর এক পক্ষ ৫৮৩ বর্ষ বলিতেছেন। স্মৃতরাং বুদ্ধ-নির্করণাঙ্ক সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্যেরা একমত নহেন। নহপান সম্বন্ধে দুই দলের মত মিলিবে না। আমি ও বন্ধু জৈসবাল উভয়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নহপানকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই লইতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বলিতেছি, আজ আমাদের কিছু কাজ হইয়াছে; তজ্জন্ত আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি। এইরূপ আলোচনার পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং আমরাও আলোচনার ফলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।

(খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয়ের “মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি” নামক গ্রন্থ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব মহাশয়ের “পাসেন্টের প্রতিশব্দ” নামক গ্রন্থ-দ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) বতীশচন্দ্র সমাজপতি, (খ) গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, (গ) হেমসুন্দর কর ও (ঘ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমুর্গালকান্তি ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৬শে আগ্রহায়ণ ১৩২২, ১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি;—(ক) সদন্ত-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত সোনার পুঁথি, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাজালা পুঁথি এবং (গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের এবং উদুগপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের খোদিত লিপি। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের “রাজ্যপালের ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন”। ৫। শোকপ্রকাশ—কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল, শিবনাথ গুপ্ত বি এ, অধিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি এল এবং জৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ ( সভাপতি )

„ রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদী এম এ

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম এ, পি এচ ডি

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

মোহানন্দ রণ্ডান আলী চৌধুরী

„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ

শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি এ

„ বতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল

„ দামোদরদাস বর্মন

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ

„ রায় বহুনাথ মজুমদার বাহাছর

„ ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এম এ, বি এল

এম এ, পি এচ ডি

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

„ নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

„ কেদারনাথ মজুমদার

„ শুদ্ধানন্দ স্বামী

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ

„ মদনমোহন বসু এম এ

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

„ চিত্তম্বন্ধ সান্নাল বি ই

„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ এম এ, বি এল

„ সিন্ধুসিংহ সিংহ বি এ

„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ গোলোকেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত রামচরিত্র ভট্ট বি এল

- ” বামাচরণ মজুমদার
- ” নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব
- ” কুমার অধিক্রম মজুমদার
- ” মন্থনাথ ঘোষ এম এ
- ” মহেন্দ্রনাথ সরকার
- ” কুমার পরীক্রম মজুমদার
- ” কেশবনাথ ভারতী
- ” অম্বিকাচরণ বসু
- ” মনোমোহন চক্রবর্তী
- ” মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
- ” কেশবলাল রায় চৌধুরী
- ” বসন্তকুমার রায় এম এ
- ” কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ” মন্থনাথ রায়
- ” গোপীকান্ত ভট্ট
- ” গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন

- ” দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ” জীবনধন চক্রবর্তী
- ” পুলিনবিহারী দত্ত
- ” জয়ীকেশ লাহিড়ী
- ” ডাঃ আকুল গফুর সিদ্দিকী
- ” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ
- ” মহেশচন্দ্র সেন
- ” যোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র
- ” হেমচন্দ্র ঘোষ
- ” অমৃতলাল বসু
- ” রামকমল সিংহ
- ” তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- ” নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- ” উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- ” জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল ( সম্পাদক )

- ” মৃণালকান্তি ঘোষ
- ” বাণীনাথ নন্দী
- ” সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- ” কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

১। গত মাসিক আধবেশনের কার্য্য-বিবরণী লিখিত হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইল না ।

২। (ক) যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল কালনা, বর্ধমান ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীদিবানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল কালনা, বর্দ্ধমান।
শ্রীধনকৃষ্ণ ঢোল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী শ্রীরামপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকৃষ্ণনিহারী রায় চৌধুরী বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীভূপতিনাথ দাস	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রী বাহাদুর সৈয়দ আওলাত হাসান রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	মিঃ জে, এম, মিত্র হাইকোর্টের উকীল ৮ হরিপাল লেন, কলিকাতা।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালীপদ সরকার এম্ এ এসিষ্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর অব স্কুল, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	মিঃ এ, কে, গুপ্ত বি এ আসিষ্ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ইণ্ডিয়া স্টেট রেলওয়ে, ২ কর্পোরেশন স্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ, ডায়মণ্ড হারবার।
মুন্সী আব্দুল করিম	শ্রীবোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅন্নদাচরণ সেন গুপ্ত শুচিয়া, এম্ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।
শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১২০ অপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সীতানাথ রোড। শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর আশুতোষ লাইব্রেরী ৫০।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ কুমাৰ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল এম এ, বি এল লেকচারার ইন্ বোতানি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীরাখালরাজ রায়	"	শ্রীশ্রামাপদ রায় রাজপুর তেঘরী পোঃ, মুরশিদাবাদ।
শ্রীষোণীক্ৰনাথ সমাদ্দায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ ঘোষ জমিদার, ১০২ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল তেলেনিপাড়া, হুগলী।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তীপাড়া, বারাসত, চম্পননগর।
শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকেশবলাল রায় চৌধুরী উকীল, যশোহর।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমোহিনীমোহন সাহা মার্চেন্ট, ২৪ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, হাটখোলা।
কে, বিশ্বরাজ ধনন্তরী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরীকেশ ভট্টাচার্য গয়ড়া, বেনাপোল, যশোহর।
		শ্রীকৃষ্ণধন প্রধান কল্লাদহ, বেনাপোল, যশোহর।

২। (খ) অতঃপর নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদৰ্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১। বন-কুম্ভম
" কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম এ	২। ক্রিওপেট্রা
"	৩। পাষাণী
" বিধেশ্বর দাস	৪। কাক্তিক-চরিত
" ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫। গোপতত্ত্বকৌমুদী
" সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৬। অঞ্জলি
" নিত্যানন্দ গোস্বামী	৭। মঙ্গল-নিৰ্বোধ

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস-ডিপজিটরী ৮। বাসবদত্তা

২। রসতরঙ্গিণী

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর

১০। ক'নে মা

„ অবনীকুমার রায়

১১। মাহিষ্য-বিবর্তি

„ হৃষীকেশ মিত্র

১২। সহ-মা

১৩। ছোট বউ

„ মোক্ষদা প্রসাদ রায় চৌধুরী

১৪। সদগোপকুলীনসংহিতা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

১৫। আয়তত্বদর্শন

২৪। আত্মবোধ

১৬। সঙ্গীত-কুসুম

২৫। অপচয় ও উন্নতি

১৭। অমিয়-সঙ্গীত

২৬। বেদান্তসার (সটীক)

১৮। প্রেমতত্ত্বগীতাবলী

২৭। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যম্

১৯। সাধনগীতি

২৮। বিবেক-চূড়ামণি

২০। আত্মিকতত্ত্বমালা

২৯। সংকীর্ণন

২১। ছায়া বা বিষাদ-গীতি

৩০। ও সার নিত্যক্রিয়া

২২। মানসিক বা শ্রীগৌরাজের উপদেশ

৩১। বৈরাগ্যাশতক

২৩। জ্ঞানরত্নাকুর

৩২। শাস্তিশতক

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

৩৩। প্রাকৃতিকী

৩৪। বৈজ্ঞানিকী

৩৫। গ্রহ-নক্ষত্র

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক

উপহৃত পুস্তক

৩৬। বনকুল

৪২। মানস-কুসুম

৩৭। প্রথম প্রয়াস

৪৩। সুধা-বিষময়

৩৮। অবলা কি অ-বলা

৪৪। কবিতা-কদম্ব

৩৯। প্রণয়-পাগল

৪৫। বৃটীশ-সঙ্গীত

৪০। বিশ্বেশ্বর-বিলাপ

৪৬। নিষ্ফল তরু

৪১। কবিতাকল্পলতা (১ম ভাগ)

৪৭। কবিতাহার

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

উপহৃত পুস্তক	উপহৃত পুস্তক
৪৮। জাতীয় সঙ্গিলনী-সঙ্গীত	৬৬। কুম্ভমাঞ্জলি
৪৯। হরধনুর্ভঙ্গ	৬৭। জ্ঞী-স্বাধীনতা ও জ্ঞাশিক্ষা
৫০। সাক্ষাৎ দর্পণ নাটক	৬৮। এখন আসি ?
৫১। একেই কি বলে সভ্যতা ?	৬৯। স্বর্ণরেণু
৫২। প্রেমপাশ নাটক	৭০। কথোপকথন-রহস্য
৫৩। জামাইঘণ্টা	৭১। বিদ্যামালিনী (২য় খণ্ড)
৫৪। পরী	৭২। মাস্তিক সঙ্গীত
৫৫। রুষ-তুর্কযুদ্ধ	৭৩। সঙ্গীতহার
৫৬। ভারতসীমান্তে রুষ, ( ১ম ভাগ )	৭৪। প্রলাপ
৫৭। চিন্তা-রহস্য	৭৫। বসন্তনির্গম
৫৮। বাঙ্গালীর মুণ্ডু	৭৬। ঋতুবিলাস
৫৯। আদর্শ-নারী	৭৭। অচলবাসিনী
৬০। কাণ্ডার কুম্ভ বা চরিদাসের	৭৮। ভগ্নীবিলাপ
মৃত্যুশয্যা	
৬১। শাস্তি-রহস্য	৭৯। বামনভিক্ষা
৬২। মডেল ভ্রাতা, (১ম ভাগ)	৮০। কবিত্তীনন্দলহরী
৬৩। রজনীচন্দ্র উপাখ্যান	৮১। বিদগ্ধমুখমণ্ডনং
৬৪। ধর্মচিন্তা (১ম খণ্ড)	৮২। যোগসাধন (১ম সংখ্যা)
৬৫। মাতৃভক্তিতরঙ্গিনী	৮৩। ঐ (২য় সংখ্যা)

উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রবিদত্ত

পঞ্চাশৎ ভট্টাচার্য্য

উপহৃত পুস্তক

৮৪। নিভৃত-বিলাপ
৮৫। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
৮৬। জাতীয় মহাসমিতি
৮৭। কল্যাণ
৮৮। আচার্য্যের উপদেশ (২য় খণ্ড)
৮৯। কৈশোরক
৯০। উপনিষদাবলী
৯১। যোগাশুধি
৯২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা



উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়  
" ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বসু

উপহৃত পুস্তক  
২৩। অধ্যাত্ম-গীতা  
২৪। ম্যালেরিয়া ও হোমিওপ্যাথি  
মতে তাহার প্রতিকার

উপহারদাতা—শ্রীভারতধর্মমহামণ্ডল

উপহৃত পুস্তক  
২৫। ভারতধর্মমহামণ্ডল-রহস্য  
২৬। সাধন-সোপান  
২৭। দৈবীমীমাংসা দর্শন  
২৮। কল্যাণশিক্ষা-সোপান  
২৯। সদাচার-সোপান  
১০০। শ্রীসত্যার্থবিবেক (১ম খণ্ড)  
১০১। কল্লিপুরাণ  
১০২। যোগদর্শনঃ  
১০৩। ভক্তিদর্শন  
১০৪। নিগমগমচক্রিকা, (১ম ভাগ)  
১০৫। " " (২য় ভাগ)  
১০৬। " " (৫ম ভাগ)  
১০৭। " " (৬ষ্ঠ ভাগ)

উপহৃত পুস্তক  
১০৮। শ্রীভারতধর্ম-মহামণ্ডলরহস্য  
১০৯। শ্রীগুরুগীতা  
১১০। শাস্ত্রসোপান  
১১১। ধর্মসোপান  
১১২। ধর্মপ্রচারসোপান  
১১৩। ব্রহ্মচর্যা আশ্রম  
১১৪। গীতাবলী (১ম ভাগ)  
১১৫। নবীন দৃষ্টিমৈ প্রবীণ ভারত  
১১৬। রাজশিক্ষা-সোপান  
১১৭। সাধনসোপান  
১১৮। সদাচারসোপান  
১১৯। হিন্দি রত্নাকর ( ১ম ভাগ,  
১ম—৪র্থ সংখ্যা )

উপহারদাতা

Secy. to Govt. of India  
Rev. & Agricult.  
Director Genl. of  
Observatories  
Officer in charge,  
B. S. Book Depot  
Supdt. Govt. Press, Madras

উপহৃত পুস্তক

120. Quinquennial Review of Forest Administration in British India for 1909—10 to 1913—14.  
121. Report on the Administration of the Meteorological Deptt. in 1914—15.  
122. Annual Report of the Veterinary College, Bengal for 1914—15.  
123. Report on Sanitation in Bengal for 1914.  
124. Annual Returns of Vaccination in Bengal for 1914—15.  
125. Report on the Police Administration in Bengal Presidency for 1914.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Supdt. Govt. Press, Madras.	126. Annual Report of the Archæological Deptt, Southern Circle, Madras for 1914—15.
	127. Epigraphical Report, Madras, for 1914—15.
Director, Geological Survey of India	128. Records of the Geological Survey of India, Vol. 45. pt. 3.
Smithsonian Institution, Washington.	129. List of Publications of the Bureau of American Ethnology.
	130. Dictionary of the Choctaw Language.
	131. Smithsonian Misc. Collections. Vol. 65. No. 8.
	132. Do Vol. 65. No. 4.
	133. Do " No. 6.
Superintendent Govt. Printing, India	134. Review of the Trades of India in 1914—15.
W. D. Westervelt Esq.	135. Legends of old Honolulu.
Supdt. Govt. Printing, India	136. Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills in Sept. 1915.
শ্রীযুক্ত রবিন্দ্র	137. Echoes from East & West.
	138. Sakuntala and her Keepsake.
	139. Poems, Pictures and Songs.
	140. Prosody & Rhetoric.
	141. Stories in Blank Verse.
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	142. The Vegetarianism.
	143. The Treatment of the British Indians in Transval.

৩। (ক) অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রজনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার প্রদত্ত সোনার পুথি প্রদর্শন করিলেন। তিনি এই পুথির উপকরণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত পুথিগুলি প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুথিগুলিতে রশজিংমলের ভণিতা রহিয়াছে। পুথিগুলিকে নাটক বলে, কিন্তু ইহা আমাদের জাত নাট্যশাস্ত্রানুযায়িত নাটক নহে। ইহাতে অনেকগুলি গানের সমাবেশ আছে। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা। তিনি আরও বলিলেন যে, এই শ্রেণীর পুথির নিদর্শন বোধ হয় এই প্রথম।

(গ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত চিত্তরূপ সান্নাল মহাশয়ের প্রেরিত ও পরিষদে রক্ষিত একটি ধাতুমূর্তি ও এই ধাতুমূর্তির পশ্চাতের লিপি প্রদর্শন করিলেন। মূর্তিটি পালবংশীয় নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে রাখালবাবু—বিহার নগরের নিকট বড়গাঁও গ্রামে একটি জৈনমন্দিরে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি স্তম্ভের গাত্রে খোদিত শিলালিপির পাঠ প্রদর্শন করেন। এই লিপিটি রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যকে খোদিত হইয়াছিল।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পূর্বপ্রদর্শিত নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নূতন খোদিতলিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল এবং প্রস্তাবিত হইল যে, ইহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাত করা হইবে।

১। কুমার বরদ্বিন্দুনারায়ণ রায়। ২। জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, বি এল। ৩। শিবনাথ গুপ্ত বি এ। ৪। অম্বিকাচরণ গুপ্ত। ৫। বিহারীলাল পাল ও ৬। জৈলোক্য-মোহন গুহ নিয়োগী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ

সহকারী সম্পাদক।

শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

## ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—৩রা পৌষ ১৩২২ সাল, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;—(ক) সদস্য-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারভাষণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি ইষ্টক। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এক্স জি এন্স মহাশয়ের “প্রাপ্তিপতি পাহাড়ের ভূতত্ত্ব”, (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয়ের “টাস্টুরের ইতিবৃত্ত”। ৫। বিবিধ।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ( সভাপতি )

” ” ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি.এচ. ডি

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়ণ ঘোষ এম্ এ

” পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

” মন্থনমোহন বসু এম্ এ

” বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

” রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

” স্বতীন্দ্রমোহন রায়

” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

” বসন্তকুমার ঘোষাল

” ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

” নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত

” প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

” মন্থননাথ মিত্র

” রমেশচন্দ্র বসু বি এ

” অকিঞ্চন দাস

” রামকমল সিংহ

” স্বতীন্দ্রনাথ ঘোষ

” তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

” হেমচন্দ্র ঘোষ

” মন্থননাথ রায়

” যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

” হরীকেশ মিত্র

” প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

” তারকনাথ রায়

” নগিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

” পুলিনবিহারী দত্ত

” নিরঞ্জনচন্দ্র ঘটক বি এ

” ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ

” হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

” শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীযুক্ত রায় স্বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ত্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

” স্বতীন্দ্রনাথ কুমার

” বৃণালকান্তি ঘোষ

” বাণীনাথ নন্দী

” কীরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদক

সভাপতি মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লেখা শেষ হয় নাই বলিয়া উহা পঠিত হইবে না।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ	পণ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গবর্নেন্ট জ্যোতির্বিদ, ২৬ গ্রেট স্ট্রীট।
শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীগিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১২২,৩এ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ Personal Asst. to the Director General of Agriculture. ১২২।৫এ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীনীলগোপাল মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৩।২ আমহার্ট স্ট্রীট (Top Flat)।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীচন্দ্রচন্দ্র বসু	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র এম্ এ শ্রীনগেন্দ্রনাথরায় বসু শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ৬৪ স্কুইয়া স্ট্রীট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীমন্মথনাথ রায়	শ্রীসুকুমার পাকড়াশী ১৬ হরিপালের লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪২ আপার সার্কুলার রোড।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীজীবনধন চক্রবর্তী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় ১৯ নূরুন্নাহদ সরকার লেন। শ্রীমোহনামহম্মদ আকরাম খাঁ মোহাম্মদী-সম্পাদক, ৩৯ আপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু	শ্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫১২ নীতানাথ রোড।
"	"	শ্রী শিশিরকুমার ভট্টাচার্য এম্ এ ২২ সি, যুগীপাড়া লেন।
"	"	শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪২ বলঙ্গা লেন।
"	"	শ্রী গিরীজনাথ সেন বি এল ৫৯১৩ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ শ্রীঅমল্যরতন চক্রবর্তী বি এন্স সি, এন্স বি, ৮৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬১১ আপার সাকুলার রোড।
"	"	শ্রী ক্রীতীশচন্দ্র পাল ১৬ নন্দনবাগান লেন।
"	"	শ্রী বামাপদ বসু ২২ বন্দাবন মল্লিক লেন।
শ্রী রামকমল সিংহ	"	শ্রী তারকনাথ রায় ৬৭৮ বলরাম দেব ষ্ট্রীট।
শ্রী রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী	শ্রী তারাপ্রসন্ন গুপ্ত	লেপ্টেন্যান্ট শ্রী শ্রীমা প্রসন্ন গুপ্ত

(খ) তৎপরে নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ গ্রন্থ পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা  
শ্রী যুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উপহৃত পুস্তক

- ১। চাট্টনৌ
- ২। বঙ্গদর্শন—৬ষ্ঠ, ১৮৮৪ (খণ্ডিত)
- ৩। বাণবোধ জৈনধর্ম (১ম ভাগ)
- ৪। A dictionary of the Bengali Language with Bengali Synonyms and an English interpretation.  
(খণ্ডিত)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৬। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, 1914-15.
	৭। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presi- dency of Bengal for 1914-15.
Secretary, Asiatic Society of Bengal.	৮। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal for 1914-15.

৩। (ক) তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির এক এক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিলেন,—

- (ক) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল, ১৪৬৪ খৃঃ
- (খ) প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল (Asiatic Societyর পুথি)
- (গ) অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা—গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল (ঐ)
- (ঘ) অমরকোষ—গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল (ঐ)
- (ঙ) পঞ্চকায়— " ৩৮শ " " (Cambridge University Library)
- (চ) পঞ্চরস—জ্ঞানপালের ১৪শ " " ১৬৮৮ খৃঃ (ঐ)
- (ছ) শুদ্ধাবলীবিবৃতি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল (ঐ)
- (জ) যোগরত্নমালা— " ৩২শ " " (ঐ)
- (ঝ) (১) প্রজ্ঞাপারমিতা—মহীপালের ৬ষ্ঠ " " (Asiatic Society of Bengal)
- (২) ঐ হরিবংশীর ১২শ " "
- (ঞ) ঐ রামপালের ১৫শ " " (Bodleian Library)

(খ) তৎপরে পরিষদের ছাত্র-সভা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয় তিন খণ্ড কারুকার্যাবশিষ্ট ইষ্টক প্রদর্শন করিলেন। প্রফুল্ল বাবু বলিলেন যে, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের ১৪ মাইল দূরে বাগআঁচড়ার চাঁদরায়ের চিপিতে ১ম ইট পাওয়া গিয়াছে। এই চিপির উপর এক শিবমন্দির আছে, তাহাতে নক্সা-করা ও মূর্তিযুক্ত ইষ্টক আছে। ২য় ইষ্টকখানি কাটগড়ার পশ্চিমে একটি ৬ হাত উচ্চ চিপিতে পাওয়া গিয়াছে। চিপির উত্তরে কলিঙ্গের বিল ও পূর্বে গড়খাই। ৩য় ইটখানি মহারাজপুর ও কাটগড়ার অঞ্চলে কাটগড়ার চিপির উপর পাওয়া গিয়াছে। মহারাজপুরে পূর্বে একজন রাজা ছিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় "প্রস্পেক্ট (Prospect) পাহাড়ের কূতস্থ" নামে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে মহাশোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাহুগুণ মহাশয় "টেম্পলের ইতিবৃত্ত" নামক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই সম্বন্ধে বিভাজ্যবর্ণ মহাশয় ১৪ ১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। অদ্যকার প্রবন্ধটি তাহার ভূমিকা। অদ্যকার প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিয়ে পদত্ব হইল,—

তেজুর সম্বন্ধে আমি ক্রমান্বয়ে ১০।১৫টি প্রবন্ধ পাঠ করিব। আজ তেজুরের পূর্বাভাস-মাত্র উপস্থাপিত করিব। কেজুর ও তেজুর দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার বিখ্যাত। কেজুর শব্দের অর্থ বুদ্ধবচন এবং তেজুর শব্দের অর্থ শাস্ত্র। কেজুর কথাটা ব, ক, লুপ্ত অকার, পুনশ্চ লুপ্ত অকার, গ, ঘ, উ, র—এই কয়টা অক্ষরের সমন্বয়ে ( *bkah-hgyur* ) উৎপন্ন হইয়াছে। কা ( *lhka* ) শব্দের অর্থ আজ্ঞা ও গ্যুর ( *hgyur* ) শব্দের অর্থ অনুবাদ। কা ও গ্যুর এই দুইয়ের একত্র উচ্চারণ লাসা নগরীতে কাস্যুর, খামরাজ্য ও মঙ্গোলিয়ায় কাস্যুর, এইরূপ হইয়া থাকে। কাস্যুর শব্দের অর্থ আজ্ঞার অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের তিব্বতীয় অনুবাদ। আর তেজুর শব্দ ব, স, ত, ন, লুপ্ত অকার, গ, য়, উ, র—এই সকল অক্ষরের সমন্বয়ে ( *bstan-hgyur* ) উৎপন্ন হইয়াছে। তেন ( *bstan* ) শব্দের অর্থ উপদেশ ও গ্যুর ( *hgyur* ) শব্দের অর্থ অনুবাদ। তেজুর শব্দের প্রকৃত অর্থ উপদেশসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ বুদ্ধবচনের যে সকল ভাষা বা ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ। এক কথায় বলিতে গেলে বুদ্ধবাক্যের টীকার নাম তেজুর। যদিও তেজুরে সম্মিবিষ্ট কোন কোন গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধবাক্যের টীকা নহে, তথাপি ঐ সকল গ্রন্থ বুদ্ধবাক্য বুঝবার সহায়স্বরূপ বলিয়া তেজুরে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ তাৎপর্য্য দরিয়া রামায়ণের কিয়দংশ, মহাভারতের কিয়দংশ, সমগ্র মেঘদূত, বহু টীকা-সমন্বিত পাণিনি ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত চন্দ্রব্যাকরণ, বহু টীকাসমন্বিত কলাপ ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত সারস্বত ব্যাকরণ, বহু টীকা-সমন্বিত দত্তীর কাব্যাদর্শ, বহু টীকাসমন্বিত ছন্দোরত্নাকর, বহু টীকাসম্বন্ধে বিবিধ আয়ুর্বেদগ্রন্থ ও বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ, অজ্ঞাত বহু দর্শন ও কাব্যগ্রন্থ তেজুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তেজুর গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তিব্বতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তিব্বত দেশ সংস্কৃত গ্রন্থে হিমবৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদোক্ত উত্তরকুরু এই হিমবৎ দেশের অন্তর্গত ছিল। খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে চানগ্রন্থে তিব্বতের লোকসমূহ কিরাঙ জাতি নামে অভিহিত হইয়াছে। কিরাঙ জাতি বাঘাব ও মেঘপালক। উহাদের মধ্যে প্রায় ১৫০ প্রকারের শ্রেণী ছিল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, কিন্তু এক স্থানে বহু দিন থাকিত না। এক্ষণে সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর তিব্বতীয়গণ অট্টালিকাদি নির্মাণ করিয়া বহু দিন এক স্থানে বাস করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ তিব্বতীয়গণ এখনও বাঘাবরূপে ভ্রমণ করিতে পারেন নাই। কিরাঙ জাতি ও সাধারণ তিব্বতীয়গণ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চাহে না। আমি দার্জিলিঙে যখন গবর্ণমেন্ট প্রেসের অংশবিশেষের ( *Tibetan Section* ) অধ্যক্ষ ছিলাম, সেই সময়ে কয়েকটি তিব্বতীয় ও কিরাঙ-বালক ঐ প্রেসে কাজ করিত। উহারা যথাসময়ে আগমন বা প্রত্যাগমন অথবা



নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যাবিশেষ সম্পন্ন করার কিছুতেই সম্ভব হইত না। অথচ তাহা-  
দিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে দিলে দুই ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পরিমাণে ও যেমন স্নন্দরভাবে  
কার্য করিত, বাধাবিধি করিয়া সমস্ত দিন খাটাইলেও সেই পরিমাণ কার্য হইত না। চাকরি  
বাইবার ভয় তাহাদের একেবারেই নাই। আমি দুই একবার তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম,—বদি  
তোমরা নিয়মমত না আইস, তাহা হইলে তোমাদিগকে রাখা হইবে না। তাহারা ক্ষণকাল  
কাজ করিবার পর বলিল—মহাশয়, আমরা কি এখনই চলিয়া যাইব? আমি বলিলাম—  
যাও। দুই ঘণ্টা পরে দেখিতে পাইলাম, তাহারা বাজারে কুলির কার্য্য করিতেছে। দৈনিক  
১০ (চারি আনা) উপার্জন হইলেই তাহারা আর কোন কৰ্ম্ম করিতে চাহে না। দেশীয় মন্ত ও  
কুটী কিনিয়া মনের স্বখে গান ধরিয়া কোন স্থানে বসিয়া থাকে অথবা পরিচিত লোকের সহিত  
আনন্দপ্রমোদ করিয়া সময় কাটায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সর্বপ্রথম রাজতন্ত্র-প্রণালীর শাসন আরম্ভ হয়।  
“এ-টি চনু-পো ( স্ক্রাসনবীর ) নামক জনৈক ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিব্বতে  
গমন করিয়া তথায় শাসন করিতে থাকেন। ইনি লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। পালিভাষায়  
লিচ্ছবি শব্দ ও সংস্কৃতে নিচ্ছবি শব্দ একই। মনুর মতে নিচ্ছবিগণ ব্রাহ্ম ক্রিয়। ৮।১০  
বংসর পূর্বে আমি Indian Antiquary নামক পত্রিকায় “Persian affinities  
of the Lichhavis” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই লিচ্ছবিগণ পারসিকবংশসম্ভূত।  
তিব্বতের প্রথম রাজা ভারতবাসী হইলেও পরম্পরাক্রমে তিনি পারস্যবংশসম্ভূত।  
তিব্বতদেশে অতি প্রাচীন কালে যে Bon ধর্ম প্রচারিত ছিল, উহা পারস্য দেশ হইতে  
আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ কনিক মহাবান  
বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার করিবার পর তিব্বতদেশ হইতে অনেক লোক ভারতবর্ষে আসিয়া  
সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করেন। তাহাদের অনেকেই সুপণ্ডিত ও সুলেখক  
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কতিপয়ের জীবনচরিত ও পুস্তক চীনভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে।  
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে “হ্লা—খো—খো—রি” নামক রাজার রাজত্বকালে স্বর্গ হইতে  
“Zamatog” ( কারগুব্যহ ) নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজসিংহাসনের উপর নিপতিত  
হয়। এই গ্রন্থে ঐ ঋণপদ্মে হঁ নামক বড়ুকরী মহাবিদ্যার উপদেশ আছে। ঐ গ্রন্থ  
রাজা অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দেন এবং অদ্যাপি উহার প্রাতিদিন পূজা হইয়া থাকে।  
“নাম্—রি—শ্রোক্ত—চেন্” নামক রাজার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ  
হইতে গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে লেখনপ্রণালী  
প্রচলিত ছিল কি না, বলা কঠিন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে “শ্রোক্ত—চেন্—  
গম্—পো” নামক রাজার রাজত্বকালে তিব্বত দেশে ভারতবর্ষীয় লেখনপ্রণালী  
প্রবর্তিত হয়। তাহার রাজত্বকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাসা (Lhasa) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়।  
রাজা স্বয়ং নেপালরাজ-দুর্জিত ও চীনসম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার এই দুই

পত্নীর সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতদেশে বহুলপ্রচার লাভ করে। রাজা শ্রোঙ্-চেন্-গম্-পো স্বীয় পুরোহিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। এই পুরোহিতের নাম খোন-মি-সজোটি। তিনি অমুমান ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মগধ দেশে আসিয়া লিপিকর নামক একজন ব্রাহ্মণ ও দেববিজ্ঞা-সিংহ নামক একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র বহুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া রাজার আদেশে অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রণালীতে তিব্বতীয় সাহিত্য গঠন করেন। তাঁহার প্রণীত স্মৃ-তাগ্ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ। ইহার পর তিব্বতীয় দেশে যে সকল রাজার আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে বহু গ্রন্থ আনিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাল্-পা-চেন নামক রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে বহু পণ্ডিত আহৃত হইয়া তিব্বতে গমন করেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভারতবর্ষে তৎকালে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহা সমস্ত ও অনেক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাল্পাচেন্ স্বীয় ভ্রাতা কর্তৃক নিহত হইলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভা ক্ষীণ হয়। কিন্তু কিছু কাল পরে আবার বৌদ্ধধর্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

১৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমশীপুর নামক স্থানে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতিশের আবির্ভাব হয়। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব ঘটে। তিনি যখন বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বত দেশে আহৃত হন। তথায় তিনি ১৩ বৎসর অবস্থান করেন। তিব্বতের লেখাঙ্ নামক নগরে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে অতিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি তিব্বতে যাইয়া বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিরচন ও অনুবাদ করেন। ইতিপূর্বে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত লাহোর হইতে তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। তাঁহার কৃত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। তিব্বতের বর্তমান বৌদ্ধধর্ম পদ্মসম্ভবের প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ঞ্জালক শাস্ত্রাঙ্কিত নাগর্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি য়েহোর। তিনিও তিব্বতে যাইয়া তন্ত্রত্যা রাজাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে তিব্বতের রাজা ঠি-সোঙ-দে-চেন ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেন। উহার নাম সাম্-ইএ (অচিন্ত্য বিহার)। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে কালচক্র তন্ত্র তিব্বতে প্রবেশ করে। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে শাক্যশ্রী পণ্ডিত কাশ্মীরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ অধ্যক্ষ। বিক্রম-শিলা বিহার বক্ত্রিয়ার খিলিজি কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে শাক্যশ্রী পণ্ডিত ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করিয়া বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে কুব্-লাই খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার পরবর্তী ঘটনা এ স্থলে বর্ণিত হইবে না। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ

তিব্বতে রচিত বা অনুবাদিত হয়, ঐ সকল গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করিয়া বুতোন নামক পণ্ডিত ছইখানি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। তাহারই একখানির নাম তেজুর। সংকলনকর্তা বুতোন স্বয়ং অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতের পশ্চিম বিভাগে শালু নামক বিহারে জীবন যাপন করেন। অনুমান ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তেজুর রচিত হইবার পর উহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। উহাতে প্রাক্কিণ্ড-দোষ একেবারেই নাই। কেজুরে ১০০ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেজুরে ২২৫ খণ্ড পুস্তক ও এক খণ্ড Index আছে। তেজুরের প্রত্যেক খণ্ড পুস্তকে অনুমান ১০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। অতএব কেবল তেজুরে নূনান্বিত ২২৫০ খানি ভারতীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। উহার অনেক গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন ভারতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনুবাদ তিব্বতে রহিয়াছে। যথা—দিক্তনাগের প্রমাণসমুচ্চয়, রবিশঙ্করের আখ্যাশতক ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এখনও তেজুর গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় নাই। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্বে হজসন সাহেব নেপাল হইতে কেজুর গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তেজুর পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ৮ বৎসর পূর্বে যখন আমি কোন কোন বিষয় অন্বেষণ করিবার জন্ত তেজুর দেখিতে চাই, তখন আমাকে উহার জন্ত ৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া সিকিমের পেমিয়াংচি ও ফোডাঙ নামক বিহারে বহু কষ্টে সিকিম-রাজের সহায়তা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশ লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিব্বতীয়-গণকেজুর বা তেজুর বিক্রয় করিবার কথা তখন মনেও ভাবেন নাই। কিন্তু কালের কি পরিবর্তন। গত ৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ৪ খানি তেজুর আসিয়াছে। আমি তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া স্বয়ং একখানি কিনিয়াছি। সাহিত্য-পরিষৎ, ইউনিভার্সিটি ও এসিয়াটিক সোসাইটিতে আর তিনখানি আছে।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে তাঁহার সারবান্ প্রবন্ধ-পাঠের জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তেজুর সম্বন্ধে নানা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণন করার জন্ত ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

৫। অতঃপর পরিষদের দুই জন প্রাচীন ও হিতৈষী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় শোকপ্রকাশ করিলেন ও তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহায়ত্বভিত্তিক পুত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দেবেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনে মিথিলায় বাঙ্গালীর আধিপত্যের শেষ হইয়াছে। তিনি হাতোয়ার অত্যন্তম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়  
সভাপতি।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৪শে পৌষ, ১৩২২, ২ই জানুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;—(ক) সদস্ত-নির্বাচন, (খ) পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক বিজয়সেনের তাম্রশাসনের চিত্র। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ ;—(ক) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয়ের “বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান”, (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” এবং (গ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বৃদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি”। ৫। পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের ২০ স্থানে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং ‘বোড়শ’ স্থলে ‘বিংশ’ এইরূপ লেখা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৬। শোকপ্রকাশ—মৌলবী আবদুল মোয়াজ্জেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে।

উপস্থিতি—

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ (ব্যারিষ্টার)
„ নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ	„ অমৃতগোপাল বসু
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ	„ প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ
„ রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ	„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
„ রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু এম্ বি	„ নির্মলচন্দ্র সেন ( ব্যারিষ্টার )
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ	„ নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
„ ডাঃ বভীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি	„ সতীশচন্দ্র দত্ত
„ তান্ময়াপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ	„ সর্বেশ্বর পালচৌধুরী
„ গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	„ চারুচন্দ্র বসু
„ বভীন্দ্রমোহন রায়	„ হেমেন্দ্রনাথ সেন
„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্	„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
„ ককণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ	„ মহেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন ও পু

- „ সত্যীশচন্দ্র ঘোষ
- „ ক্ষেত্রনাথ রায়
- „ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়
- „ এইচ নরসিংহ শাস্ত্রী
- „ টি শ্রীনিবাস আয়াদার
- „ সত্যানন্দ বসু
- „ শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়
- „ দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
- „ যোগেশচন্দ্র সরকার
- „ খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- „ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- „ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- „ রামহরি ভট্ট বি এল
- „ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
- „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
- „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
- „ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

- „ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
- „ আশুতোষ দত্ত ওপু
- „ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- „ শরচ্চন্দ্র গুহ
- „ সিতেশচন্দ্র কর
- „ গোবিন্দগোপাল ঘোষ
- „ শশিভূষণ সিংহ
- „ মন্থকুমার রায়
- „ যতীন্দ্রনাথ পাল
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট
- „ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
- „ রামকমল সিংহ
- „ পুলিনবিহারী দত্ত
- „ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
- „ স্বর্ধাকুমার পাল
- „ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- „ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার

- „ কিরণচন্দ্র দত্ত
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ মুণীলাকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ আর এ এস মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী ডি এসসি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) ৬প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের ও ৬কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) কয়েকটি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লিখিত হইয়া প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া পড়া হইল না।

২। (ক) বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি এল, উকীল, কালনা, বর্ধমান।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন গবমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক, ভোলা, বরিশাল।
"	"	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ঢাকা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীদীপেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল মুক্তফ, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস মেদিনীপুর, সাহিত্য-সমাজের সহঃ সম্পাদক।
শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ	"	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল উকীল, পুর্নগিয়া।
শ্রীদীপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু ৬৭ আমপুকুর স্ট্রীট।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীরমানাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীগুরুপ্রসন্ন রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ রায় সিঙ্গাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীরাধেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, বুলবুলপুর, মুচিয়া, মালদহ।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ ১ উল্টাডাঙ্গা রোড

প্রতাবক	সমর্থক	সহক
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীধরেন্দ্রনাথ রায়, মোক্তার, ভোলা, বরিশাল।
শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীচাক্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ২ ক্যান্টনমেন্ট রোড, লক্ষ্মী।
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত	"	শ্রীসরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী অম্বিদার, রাণাঘাট।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	লেন্টেন্যান্ট সতীজ্ঞনাথ সুর এ বি
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরামকমল চট্টোপাধ্যায় উৎকরা, টোপসী পোঃ, রাণীগঞ্জ।
"	"	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ বসু জেমুয়া, মেজিয়া পোঃ, বাঁকুড়া।
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশশিভূষণ রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।
"	"	শ্রীকুঞ্জবিহারী রায় সিদ্ধাবাদ, মালদহ।

২। (খ) তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে বথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত	১। জগত রহস্য
" সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়	২। রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত
	৩। শ্রীশ্রীমোহন-মাহাত্ম্য
	৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী পদাবলী
" অতুলচন্দ্র মিত্র	৫। প্রবাস-প্রবন্ধ
" বতীজ্ঞমোহন রায়	৬। চাকার ইতিহাস (২য় খণ্ড)
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	৭। সর্পাঘাত ও বিষ-চিকিৎসা
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.	৮। Report on the Administration of the Excise Dept. in the Presi- dency of Bengal for 1914-15.
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯। Modern Review Vol 3. 1908
	১০। " Vol 4. 1908
	১১। " Vol 7. 1910

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১২। Modern Review Vol 14 1913
	১৩। " Vol 15 1914
	১৪। " Vol 16 1914
Librarian, Indian Association for the Cultivation of Science	১৫। Bulletin No 1 to 13. Indian Association for the Cultivation of Science.
Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot	১৬। Report on Inland Emigration for June 1915.
শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রলাল মিত্র	১৭। National Magazine Vol 24, 1912
Supdt. Govt. Printing	১৮। Cotton Spinning & Weaving in Indian Mills—October—1915.
খান বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল হোসান	১৯। Old Dacca

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বিজয়সেনের তাত্ত্বশাসনের চিত্র প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শন উপলক্ষে রাখালবাবু বলিলেন যে, এই তাত্ত্বশাসনটি সেন-রাজবংশের প্রথম তাত্ত্বশাসন—ইহাই ইহার বিশেষত্ব। ইহা ২৪ পরগণা বারাকপুরে E. Shu-Macher নামক একজন জর্মান বণিক প্রাপ্ত হন। মেসার্স সেন ক্রেয়ার মরের আফিসের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই তাত্ত্বশাসনের সংবাদ দেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় কর্তৃক “বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান” শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্ত লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু আদিশূরের কাল সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এইরূপ Destructive সমালোচনা করিলে চলিবে না, Constructive sideও দেখাইতে হইবে। আদিশূর কোন শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অজ্ঞাত মতের ভুল দেখাইয়াছেন।

• অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনিলাল বসু এম্ বি, এক্ সি এম্ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু কেবলমাত্র Destructive সমালোচনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, আদিশূর সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি আদিশূর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একদেশদর্শিতা দেখান নাই।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার মহাশয় বলেন যে, আদিশূরের কাল নির্ণয় করা প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে কি প্রণালীতে ইতি-



হাস রচনা করিতে হইবে, তাহাই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। ইউরোপে বাহ্যিক সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অর্থাৎ Higher criticism ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আদিশূরের প্রসঙ্গ তিনি উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ destructive criticism, এ কথা অনেকাংশে সত্য। Higher criticism মাত্রেরি প্রায়শঃ destructive criticism ; কারণ, ইহা প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ধ্বংস করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবু ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বেদোক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ না করিলেই ভাল করিতেন। কারণ, বেদে “ইতিহাস” শব্দের বহুপ্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। কুলশাক্ত ও তাম্রশাসন—এই উভয়ের প্রতিই Higher criticism প্রযোজ্য। শিলালিপি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, রাখাল বাবুরা কেবল মাত্র ইহার অক্ষরের দিক্ দৃষ্টি করেন, কিন্তু সঙ্গত ব্যাখ্যার দিক্ একবারেই দৃষ্টি করেন না। ব্যাকরণের দোষ হউক, অলঙ্কারের দোষ হউক, তথাপি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহারা এমন অর্থ করেন, যাহা কোন সংস্কৃতনবীশ প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধের নাম “বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান”। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র মহাভারত ও কুলশাক্ত লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। আমরা আশা করি যে, তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান আলোচনা করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের মতে মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কিন্তু ব্যষ্টিভাবে মহাভারতের মূল্য না থাকিলেও সমষ্টিভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অগ্নিপুরণে হাগতা-শাক্ত সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই সকল বাদ দিয়া কেবল মাত্র ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হয়। ইতিহাসের এই সঙ্গীর্ণ অর্থ আমি কোন মতেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের একটি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস-সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার এক শ্রেণীর লোক মহাভারত প্রভৃতিও মানেন, আবার প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতিও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। অপর শ্রেণীর লোক কেবল মাত্র মুদ্রা, শিলালিপিতেই আস্থাধান। তাঁহারা পুরাণ, মহাভারত, কুলশাক্ত প্রভৃতি গ্রাহ্য করেন না। অর্থাৎ

রমাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধ গুনিয়া আশা করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় শেখোক্ত পক্ষ সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ইহাঁরা পুরাণ ও কুলশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পরন্তু ইহাদিগকেও ঐতিহাসিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে শিলালিপিও কাব্যবিশেষ, স্মৃতিরূপে তাহার সকল কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শিলালিপির সকল কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। ত্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিয়াছেন যে, মহাভারতকে ইতিহাসরূপে না ধরিয়া প্রবন্ধলেখক ইতিহাসের মর্যাদার হানি করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক কি অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন।

অতঃপর ত্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। ইহাদিগকে Fairy tales প্রভৃতি বলিয়া উড়াইয়া দিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে।

তৎপরে ত্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, বর্তমান যুগে ইতিহাসের উপাদানগুলিকে dissect করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বাহির করা হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের যুগে অনেক বিপদ আছে। প্রথমে সকলেই জানিতেন যে, পুরাণ শাস্ত্রগুলি সকলেই সত্য, কিন্তু পরে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উহাঁদের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য আছে এবং সেই জন্তই সেইগুলি সর্ব-স্থানে গ্রহণীয় নহে। শিলালিপিগুলি সম্বন্ধেও আমরা একবারে বিশ্বাস করি না—একটির দ্বারা আর একটি সপ্রমাণ হইলে তবে সেটি গ্রহণীয় হয়।

ত্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগে। সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেরই। সকলেই এখানে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন।

অতঃপর ত্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেন্দী মহাশয় বলেন যে, আজকাল ইতিহাস-সেবকগণ যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বাঞ্ছনীয়। এইরূপে দলাদলি না থাকিলে আজকার প্রবন্ধ ও আলোচনা, এই উভয় হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতাম। আর দুই দল থাকিলেই একে অস্ত্রের ভুল দেখাইতে পারেন। তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তথ্য নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দুই পক্ষের তর্ক দ্বারা ক্রমশই সত্য আবিষ্কার হইবে।

সর্বশেষে ত্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিলেন যে, আমার প্রবন্ধের যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, আমার বহুবর্গই তাহাদের উত্তর দিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু অহরোধ করিয়াছেন যে, ইতিহাসের অস্ত্রান্ত উপাদান সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধ লিখি। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। কারণ, ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ত্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে তাহা বলিয়াছেন এবং অস্ত্রান্ত অনেক স্থলেই তাহার আলোচনা আছে। অনুল্য বাবুর আপত্তি

সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বেদে ইতিহাস শব্দের নানারূপ অর্থ থাকিতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত বৈদিক কালে ইতিহাস বলিতে কি বুঝাইত, তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করি।

যদি অধিক হওয়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” এবং শ্রীযুক্ত ননীমো পাল মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ-দ্বয়ের পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন ৩১শ নিয়মের “২০” স্থলে ২৫, ১৬ স্থানে ২০, ৪ স্থানে ৫ এবং ষোড়শ স্থানে বিংশ এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মৌলবী আব্দুল মোয়াজ্জেদ খাঁ এম্ এ মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করা হইল। তিনি সাহিত্যসেবক এবং সাহিত্যাহুসারী ছিলেন। (খ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও নাটক-লেখক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্য-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাঁর জন্ত আমরা সকলেই হঃখিত। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ও পূর্ব্বোক্ত মুসলমান সদস্য মহাশয়ের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়  
সভাপতি।

## অষ্টম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৬ই মাঘ, ১৩২২, ৩০শে জানুয়ারী ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা

আলোচ্য বিষয় ;—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্যাদি ;— (ক) সদন্ত-নির্ব্বাচন, (খ) পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। প্রদর্শন—(ক) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি স্মরণস্মৃতি, (খ) প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় কর্তৃক বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি। ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ”, (খ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি”, (গ) ও (ঘ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার সেন মহাশয়ের “রামশর্ম্মার বচন” ও “গ্রাম্য কবি কুমরে গুরু মহাশয়” নামক প্রবন্ধ। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিষচন্দ্র সান্নাধ্য মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬ বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম এ	শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র ঘোষ এম এ
“ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাণব	“ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
“ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ	“ অসীমকৃষ্ণ দেব
“ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল	“ হরেন্দ্রনাথ বল
“ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ	“ ললিতমোহন সিংহ
“ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ	“ রামেশ্বর সেন
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি,	“ গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ
এম এ	“ উপেন্দ্রনাথ দে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল	“ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ	“ অসিতকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ	“ মণিমোহন মিত্র
“ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল	“ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
“ শিশিরকুমার মৈত্র এম এ	“ রামকমল সিংহ
“ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	“ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়
“ কালিদাস মল্লিক এম এ	“ গৌরহরি মেনন

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার রায়

শ্রীযুক্ত পান্নালাল জৈন

- সুদীপচন্দ্র ঘোষ
- সত্যকুমার রায়
- রজনীকান্ত বিজ্ঞানতত্ত্ব
- উপেন্দ্রমোহন যুগোপাধ্যায়
- সাতকড়ি সাহা
- কৈলাসচন্দ্র জ্যোতির্বার্ণব
- লালজী

- নন্দকিশোর জৈন
- শচীন্দ্রসেবক নন্দী
- নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
- তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- ভোলানাথ কৌচ
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার

বাণীনাথ নন্দী

• যুগলকান্তি ঘোষ

} সহঃ সম্পাদক :

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে কার্য্য কতক দূর অগ্রসর হইলে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধবস্তুরি	শ্রীরামকমল সিংহ	মিঃ এন কে দত্ত ড্রিল মাস্টার, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
"	"	শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোম্পানী। ঐ ঐ ।
"	"	ইউ, সি, ভদ্র হেড মাস্টার, টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। ঐ ঐ ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস চাটাই মহল, কাণপুর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র সিভিল লাইনস্, কাণপুর।
"	"	এম্, সি, সিংহ, বি এ. এম এল সি শুক্কুল কাছারী, বিজনোর।

প্রদাতক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীরাগ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কুমার শ্রীমন্মথনাথ দেব বাহাদুর “রাজবাড়ী”, বালেশ্বর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	“	মিঃ জে সি ব্যানার্জি ১০ কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
“	“	শ্রীকামাখ্যা প্রসন্ন রায় বি এ কিশোরগঞ্জ এইচ ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীস্বধীরচন্দ্র ঘোষ ৬০।১ ডি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীঅসি তকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ৩৮ পার্কভীচরণ ঘোষ লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা	শ্রীশ্রামলাল চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ২২ বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বি এ মিনার্ভা থিয়েটারের অধিকারী। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেন্ট, গ্রাহাম কোং, ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী হরিশোষের ষ্ট্রীট।
“	“	
“	“	

তৎপরে নিম্নলিখিত উপস্থিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপস্থিত পুস্তক
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত গুপ্ত	১। আদর্শ-বিশ্বক বটকৃষ্ণ পাল
“	২। শ্রীমন্ত সওদাগর
“	৩। দোলপূজার পাঁচালী
“	৪। শনির পাঁচালী
“ কবিরাজ নিশিকান্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রী	৫। রোগবিজ্ঞানম্
“ মহেন্দ্রনাথ মল্লবর্ষণ	৬। ঝালমালুতঙ্ক বা দ্বিতীয় বর্ণ ( ১ম ভাগ )
“ মহেশচন্দ্র পাল	৭। ছোট গিন্নী

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল	৮। বেহুদ বেহার
	৯। মানহানি
পি এন দত্ত	১০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈষ্ণব কাণ্ড, ১ম ভাগ)
	১১। বান্দীকির রামায়ণ
	১২। কবিকঙ্কণচণ্ডী
	১৩। শ্রীপদ্মপুরাণ
	১৪। মনসার ভাসান
	১৫। আদর্শ-বণিক্ বটকৃষ্ণ পাল
	১৬। বরণডালা
	১৭। সমাজ-সমস্তা
	১৮। গুরু-বণিক্ (১ম ভাগ, ১৩২২)
	১৯। গিরিশ-গীতাবলী
	২০। ইন্দু
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১। “ক”কাকের অঙ্কুর
মহেন্দ্রনাথ দাস	২২। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
	২৩। ঐ ঐ
সিতেশচন্দ্র সাক্ষাল	২৪। আত্মদর্শন
বনওয়ারীলাল গোস্বামী	২৫। কীর্তনানন্দ
	২৬। ঐ
স্বামী সারদানন্দ	২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ (পূর্বকথা ও বাণ্যজীবন)
	২৮। ঐ (সাধকভাব)
	২৯। ঐ (শ্রুতভাব, পূর্বার্ধ)
	৩০। ঐ (ঐ, উত্তরার্ধ)
	৩১। স্বামিশিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড)
	৩২। ঐ (উত্তরকাণ্ড)
	৩৩। ভারতে শক্তিপূজা
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৪। Catalogue of Mss. in the Bishop's College Library, Calcutta.

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩৫। Motor Car Guide for Calcutta. ৩৬। Calcutta Motor Car Hand-Book. ৩৭। Police Rules for the Regulation of Traffic in Calcutta. ৩৮। Annual Report of the Archeological Survey of India, Eastern Circle for 1914-15.

পুথি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর রায় বি এ	৩৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ৪০। অষ্টাদশ পদাবলী
--------------------------------	--

৩। (ক) তৎপরে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুরের প্রদত্ত তিনটি মুসলমানী আমলের স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা তিনটির পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(খ) তৎপরে বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। কিছু দিন হইল, পুথিখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দুই শত বর্ষ পূর্বেও আমাদের রাঢ়দেশে প্রচুর বৌদ্ধসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা বা দলপতি ছিল, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম মানিতেন—পঞ্চশক্তি মানিতেন। বুদ্ধরূপী দাক্ষিণ্যই তাঁহাদের সর্বপ্রধান উপাস্ত ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, যেক্ষ-নিধন ও বিমল ধর্ম-স্থাপন করিবার জন্ত বুদ্ধদেব অবতার হইবেন। তন্মধ্যে রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ একজন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার আদিকাণ্ডে ১৩৪।১৩৫ পাতে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে,—

রামানন্দ কণ্ঠে জার ধর্মনিষ্ঠা হয়।  
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম না ছাড়য় ॥  
সর্ব-ধর্ম মোর মহাকালী আজ্ঞা দান।  
রূপা করি বিবেচন্য কর বলবান ॥  
কালী বাম হৈলে আর কুল নাই পাই।  
কালীকূপা হইলে নিগমগম্য পাই ॥  
ডঙ্কা দিব জগমাঝে কালী যদি করি।  
কাল্য হুয়া প্রকাশিব জুবন ভিতরি ॥  
বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।  
পাপ কপি ক্ষিতি হৈতে পুর করি দিব ॥



রাধা কালী লক্ষ্মা বাণী গঙ্গা গুণবতী ।  
 পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি ॥  
 দান যশ পৌরুষের সীমা করি জাব ।  
 এটি ঘটে আর অশ্রু মুক্তি প্রকাশিব ॥  
 জজাব ত্রেতার ধর্ম কলির ভিতরে ।  
 এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥  
 জ্বলন স্নেহের রাজ্য বলে কাড়ি লব ।  
 একছত্রে রাজ্য করি দাক্ষবল্লী দিব ॥

রামায়ণ পুথি—১৩৪ পাতা ।

কবি রামানন্দ আরও প্রকাশ করিয়াছেন,—

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক ।  
 বুদ্ধ ভাষা গুনিয়া বুঢ়ায় হুংগ শোক ॥  
 সর্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার ।  
 কলি যুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥  
 কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী ।  
 শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা জননী ॥

পুথিঃ ৮৫।১ পৃষ্ঠা ।

‘এই রামায়ণে অনেক কথা আছে, যাহা অপর কোথাও নাই। এই রামায়ণের উপর একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ পূর্বের কখনও পঠিত বা আলোচিত হয় নাই। লেখকের আলোচ্য বিষয় “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নাম পাইবার যোগ্য কি না, এ সকল বিষয়ে পণ্ডিতেরা নানা আলোচনা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু নূতন পথে চলিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় এত দূরূহ যে, আমি প্রবন্ধ প্রবণমায়ে ইহার বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা অকপটে বলিতে পারি না। ইহার বিচার-প্রণালীতে কোন ফাঁক আছে কি না, হঠাৎ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। অল্প পরিষদে উপস্থিত পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে সাহস করিবেন না। প্রবন্ধটি যত্নপূর্বক পাঠ না করিলে কোনরূপ মত প্রকাশ সম্ভব হইবে না। তবে প্রবন্ধের শুরুত্ব সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে চাই। ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ—‘যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান, তাহার পরস্পর সমান’। এই সমানতার অর্থ কি? দুইটি সরলরেখাকে কখন সমান বলিব? একটার উপর আর একটা চাপাইয়া Superpose করিয়া দুইটি সরল

রেপার সমানতা নিরূপিত হয়। ইউক্লিড তাহাই ধরিয়াছেন। কিন্তু সরলরেখা কোন বস্তু নহে—তাহাকে সরাইয়া অল্পত্র লওয়া চলে না। একটা গজকাঠি সরান চলে, এই গজকাঠি এক সরলরেখায় রাখিয়া পরে অল্প সরলরেখায় লওয়া চলে। কিন্তু এই অপসারণ হইলে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হইয়া যায়, স্থানান্তরিত করিলামাত্র যদি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণান্তর হয়, তাহা ধরিবার কোন উপায় নাই। আর একটি উপায় আছে,—কোন দ্রব্য সমান uniform বেগে চলিতেছে। প্রথম সরলরেখা অতিক্রমে যে কাল লাগে, দ্বিতীয় সরলরেখা অতিক্রমে সেই কাল লাগিলে দুই সরলরেখাকে সমান বলা যায়। কিন্তু উভয় স্থলে কাল সমানত্ব নিরূপণ কিরূপে হইবে? তেমন ঘড়ী কোথায়? পৃথিবীর একবার আবর্তনে যে কাল, আর একবার আবর্তনে সেই কাল ধরিয়া লইয়া ঘড়ী তৈয়ারী হয়। ধরা হয়, পৃথিবীর বেগ uniform। কিন্তু পৃথিবীই যে uniform বেগে চলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথায়? উহা ধরিতে গেলে *arguing in a circle* ঘটে। যোগেন্দ্র বাবু তাহা দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর ও গ্রহগণের আবর্তনে uniform ধরিয়া জ্যোতিষিক গণনা চলিতেছে—তাহাতে গণিত ফল ও প্রত্যক্ষ ফল মিলিতেছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই অনুমানের logical ভিত্তি কাঁচা। ফলে আমাদের spaceকে আমরা সর্বত্র সমাকার বা homogeneous ধরিয়া লইয়া ইউক্লিডের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। উহার logical basis কতকটা হয়, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইউক্লিডের যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা সমান শব্দের সংজ্ঞা মাত্র। এই সকল প্রশ্ন সাধারণ বিজ্ঞানীর মনে উদ্ভিত হয় না। যোগেন্দ্রবাবুর মনে উদয় হইয়াছে—তিনি গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছেন,—এই অল্প তাঁহাকে ধন্বান্দ দিতেছি। তিনি যে নূতন পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। উহা ভবিষ্যতে সূর্য্যগণের বিবেচ্য। এই অতি দূরূহ তত্ত্বের আলোচনায় তিনি যে সাহিত্য-পরিষৎকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রধানতঃ দুইটা বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে এই যে, ইউক্লিড যেন্ত্রলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বতঃসিদ্ধ কি না, এ বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে এবং ইহার ফলে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ পর্য্যায়চ্যুত হইয়া পড়ে। স্বতঃসিদ্ধের সংখ্যা সম্বন্ধেও তর্ক উপস্থিত হয় এবং দ্বাদশটি স্বতঃসিদ্ধ স্থলে দুইটি, কি তিনটি স্বতঃসিদ্ধ মানিলেই চলিতে পারে। যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের বিশেষত্ব কিন্তু এখানে নহে। স্বতঃসিদ্ধের সম্বন্ধে একরূপ আলোচনা পূর্বে অনেক হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের যে অবতারণা যোগেন্দ্রবাবু করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। সে বিষয়টি হইতেছে এই,—স্বতঃসিদ্ধের আলোচনা করিতে গেলেই special equalityর কথা আসিয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন উঠে, কখন দুইটি spaceকে সমান বলা বাইতে পারে? যদি বাল যে, যে দুই স্থান একই দ্রব্য অধিকার করিতে পারে, সে দুই

স্থান সমান, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিরূপে জানা যাইবে যে, একই দ্রব্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার সময় তাহার আরম্ভনের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না? সুতরাং একই দ্রব্যের দ্বারা অধিকৃত হইলেও ছই স্থান সমান, ইহা বলা যায় না। সেইরূপ uniform motion এর দিক্ হইতে যদি equal space এর এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, একই দ্রব্য সমান বেগে একই সময়ে যে ছই স্থান অতিক্রম করে, সে ছই স্থান সমান, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কিরূপে জানা গেল যে, একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে? বাস্তবিক একটি দ্রব্য সমান বেগে চলিতেছে কি না, ইহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্য একই সময়ে সমান স্থান অতিক্রম করে কি না। এইরূপে যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, সকল প্রকার equality টি spacial equality র উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন উঠে, তবে special equality জানা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে যোগেন্দ্রবাবু একটি অভিনব theory খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিন্দু dimensionless নহে, বিন্দুর অতি ক্ষুদ্র dimension আছে। সুতরাং বিন্দুর finite সমষ্টিতে finite space পাওয়া যায়। সমস্ত space ই তাঁহার মতে point cluster মাত্র। ছইটা space সমান, যদি তাহাতে সমানসংখ্যক বিন্দু থাকে। ইহা পদার্থবিজ্ঞানের Ion theoryর analogyতে কর্তৃত। এরূপ theory টেকিবে কি না, বলা যায় না। তবে ইহা যে একটি অত্যন্ত অভিনব theory এবং ইহার বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ মহাশয় বলিলেন,— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাবু ও শ্রীমান্ শিশিরকুমারের অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য নাই। প্রবন্ধ লেখকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং আমাদের চিন্তা করিবার বিষয় আছে। পঠিত প্রবন্ধ সমস্ত আমার অধিগম্য হয় নাই। ছাপায় পড়িতে পাইলে হয় ত হইবে। আমি প্রত্যক্ষ-বাদী হইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে চাই। দেশজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা দর্শনে বিচার্য। ক্ষেত্রতত্ত্বের বিন্দু (point) নিয়ত স্থান, কিন্তু অপরিমাপ। অতএব “দেশজ্ঞান আর কিছু নহে, বিন্দুর সমষ্টিমাত্র” বলিলে দার্শনিক কূটতর্কের (metaphysical subtlety) মধ্যে পড়িতে হয়। প্রবন্ধ ছাপা হইলে কথটা বুঝিতে পারা যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, যোগেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতেছেন। আশা করি, তাঁহার আলোচনার ফল পরিবর্তক জানাইবেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল মহাশয়দ্বয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

৪। (খ) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রাখিল।

৪। (গ ও ঘ) শ্রীযুক্ত অখিনীকুমার সেন মহাশয়ের "রামশর্মার বচন ও গ্রাম্য কবি কুমরে ঞ্জর মহাশয়" নামক প্রবন্ধের পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। শোকপ্রকাশ—(ক) নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র ও (খ) জ্যোতিশ্চন্দ্র সাত্তাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সভাপতি।

## নবম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৩শে মাঘ, ১৯ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

আলোচ্য বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। মাসিক নির্দিষ্ট কার্য্যাদি—(ক) সদস্য-নির্বাচন ও (খ) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি," (খ) কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ-কবিত্ত্বামণি মহাশয়ের "স্বপ্নতে ধর্ম্মতাব" ও (গ) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ মহাশয়ের "শালিগ্রাম" নামক প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষয়ভিত্তিক ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

" মনোমোহন চক্রবর্তী

" তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য

" বতীজমোহন রায়

" নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

" পূর্ণপতি রায় বিদ্যাধিনোদ

" উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

" প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ

" শচীজ্ঞসেবক নন্দী

" অমৃতগোপাল বসু

" ভোলানাথ কৌচ

" রামেশ্বর সেন

" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

" ক্ষেত্রনাথ বসু

" গোলাম দরবেশ দের্দার

" অমৃতলাল দত্ত

" অখিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

" মথুরানাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত ঞ্জালকান্তি ঘোষ

" বাণীনাথ নন্দী

" স্বরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয় সভাপতি-রূপে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রস্তাবিত হইলেন ও উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। এম হইতে সপ্তম অবধি মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। কেবল ৪র্থ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায় উহা পরবর্তী অধিবেশনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

২। (ক) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বখোঁচিত প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজকুমার শ্রীজগদীশচন্দ্র দেব বি এ মেদিনীপুর।
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	" "	শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ২৭ মথুর সেন গার্ডেন লেন।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	" "	ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম বি ৪৪।১ গ্রে স্ট্রীট।

" (খ) নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১। সমসাময়িক ভারত, (১ম কল্প, প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড) ২। ঐ (১ম কল্প, ২য় খণ্ড, প্রাচীন ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড) ৩। ঐ (৮ম খণ্ড, চৈনিক পরিব্রাজ, ১ম খণ্ড) ৪। গয়াকাহিনী ৫। হিন্দুসমাজের বিরাট বৃত্তি সন্দর্শন ৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ ৭। মোদমজুবা ৮। অগ্নতের সভ্যতার ইতিহাস (নুচনা)
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ চক্রবর্তী	
রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর	
শ্রীযুক্ত বজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	

উপহারদাতা  
শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক

উপকৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক

৯। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ভূমির রাজস্ব-

বিষয়ক নীতি

১০। বিদ্যাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না

১১। বিষ্ণুপ্রাণ ( শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা সহ,

১ম খণ্ড )

১২। ঐ ঐ ( ২য় খণ্ড )

১৩। দৌহাবলী—তুলসীদাসী ( হিন্দী )

১৪। ভাষ্যদর্শী, ( ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা )

১৫। ঐ ৪র্থ ভাগ, ৫ম ( হিন্দী )

১৬। ঐ ৫ষ্ঠ ভাগ, ৭ম ( " )

শ্রীযুক্ত বহুমাখ দে তত্ত্বনিধি

১৭। নাত্তিক ও জাপানী যোগী

Officer in-charge, Bengal  
Sectt. Book Depot.

১৮। Report on Wards attached and  
Trust Estates in Bengal for  
1914-15.

Secy. Asiatic Society.

১৯। Memoris of Asiatic Society of  
Bengal, Vol IV, No. 2.

Registrar, Calcutta  
University.

২০। Calcutta University Calendar  
pt. I, 1915.

২১। Calcutta U. Minutes pt. I. 1915

২২। Do Do pt. II "

২৩। Do Do pt. III "

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাক

২৪। The Genl. Stamp Act, No. 180-  
1869.

২৫। Report of the 14th Indian National  
Congress 1901.

২৬। The Indian Tax Act, 12 of 1841.

২৭। Resolution on the Indian Income  
Tax Act, 1871.

২৮। The St. John Ambulance Asso-  
ciation in India.

২৯। Light on the Path.

৪। (ক) ভাংগরে সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি"-নামক প্রবন্ধ পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের কর্তৃত্ব পত্রিত হইল। প্রবন্ধের প্রতিপাত বিষয়

সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক বলেন যে, নেহ শব্দ খাঁটি প্রাকৃত। সংস্কৃতে বেধানে নেহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাকৃতে সেই স্থলে নেহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা হইতেই এই শব্দ পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন বাঙ্গালার বানান প্রাকৃতির অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা প্রধানতঃ প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সাতবাহন-বিরচিত গাথাসপ্তশতী নামক প্রাকৃত গ্রন্থে লালসা অর্থে লেহলা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পদাবলীতে ব্যবহৃত “লেহ ও লেহা” শব্দ এই লেহলা শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পদাবলীর দুই এক স্থলে সেই শব্দ লেহলা অর্থাৎ লালসা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। অতএব “লেহ”, “লেহলা”, “নেহ” ও “নেহ” শব্দের মূলে প্রাকৃত এবং উক্ত ভাষার ব্যবহৃত ‘লেহ’, ‘নেহ’ ও লেহলা শব্দত্রয় হইতে যে পদাবলী-সাহিত্যের ‘লেহ’, ‘লেহা’ ও নেহ শব্দের উৎপত্তি, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ না করার সভাপতি মহাশয় ত্রিযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার “সুশ্রুতং ধর্মভাব” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন যে, সুশ্রুতসংস্কৃতির বৈদিক ধর্মের অনুশাসনটি দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্মের গুরু অনুভূত হয় না। প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে এ সম্বন্ধে সভাপতি কেহ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই।

সভাপতির নির্দেশ মত “শালিগ্রাম” নামক তৃতীয় প্রবন্ধ লেখক ত্রিযুক্ত প্রফুল্লকুমার সন্ন্যাস মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। ত্রিযুক্ত প্রফুল্লবাবু মূর্খিদাবাদ লাইনে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন এবং নদীয়া জেলার শালিগ্রামে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে ত্রিযুক্ত রজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধর্মবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, শালিগ্রাম সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যিক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধর্মবাদ প্রদানপূর্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

# দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবন

সময়—১৫ই ফাল্গুন, ১৩২২, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬,

রবিবার, অপরাহ্ন ৫১.০টা

- আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্বাচন।  
৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এক্ জি এস মহাশয় কর্তৃক স্কোলারশিপ নামক খনিজ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ,—  
(ক) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “বুদ্ধগয়ার হুইথানি শিলালিপি”, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়ের “রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব্দ” নামক প্রবন্ধস্বরূপ।  
৬। শোক-প্রকাশ,—(ক) লোকনাথ চক্রবর্তী বি এল ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

## উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ
” যোগীন্দ্রনাথ সমাদার বি এ	” পুলিনবিহারী দত্ত
” ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস	” জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
” নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ	” শিবেশচন্দ্র পাকড়ানী
” গৌরহরি সেন	” দ্ব্যকেশ মিত্র
” অতুলচন্দ্র সেন	” যোগজীবন মিত্র
” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	” সত্যীন্দ্রসেবক নন্দী
” ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত	” বতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
” গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ	” তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
” রামেশ্বর সেন	” স্বর্ধাকুমার পাল
” বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূজ	” নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
” হেমচন্দ্র ঘোষ	” ভোলানাথ কৌচ
” আমোদমোহন সাহা	” শচীন্দ্রসেবক নন্দী
” হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	” উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
” প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ	” দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

” যুগলকান্তি ঘোষ

” কিরণচন্দ্র দত্ত

” হরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহকারী সম্পাদকগণ।



সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীশচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্ উকীল, পুন্ডলিয়া।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীনাগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ কব্জিয়-বাঁকব সম্পাদক, মেদিনীপুর।
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত		শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী উকীল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীঅরদাচরণ সেনগুপ্ত

অচিয়া রাইকৃষ্ণ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার,

অচিয়া, বড়মা পোঃ, চট্টগ্রাম।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীয়ার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮১৩ বাগবাজার ষ্ট্রাট, কলিকাতা।

৩। নিম্নলিখিত পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল ;—

উপহারদাতা	উপহৃত পুথি
শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী গণেন্দ্রনাথ	১। কেংকারিণী-তন্ত্র ( তৈত্তরবাচাৰ্য্য ) ২। নিরুত্তর-তন্ত্র ৩। ভূতভায়র ( বীজাভিধান সম্বন্ধে ) ৪। হস্তামলক ( হস্তামলকাচাৰ্য্য ) ৫। কাত্তরুত্তি—আখ্যাত ( দুর্গাসিংহ ) ৬। স্মৃতিতত্ত্ব ( রঘুনাথন তত্ত্বাচাৰ্য্য ) ৭। ইতিহাসসমুচ্চয় ৮। শৃঙ্গারতিলক ( মহাকবি কালিদাস ) ৯। একাক্ষরকোষ ( পুষ্করোত্তম ) ১০। পদ্যাকুতটীকা ১১। নানার্থ-ধ্বনিসমঞ্জসী ( গদ্যসিংহ ) ১২। ললিতাবলী ( দিগম্বর তত্ত্ব ) ১৩। জাতিমালা ( পরাসর-পদ্মতি ) ১৪। তত্ত্বের পুথি ( সংগ্রহ ) ১৫। 'নিগমকল্পকল্প

উপহাৰদাতা  
শ্ৰীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

উপস্থিত পুস্তক

- ১। রাসপঞ্চাধ্যায় ও উদ্ধবদূত গ্রন্থ (খণ্ডিত)
- ২। ভারতবর্ষের ইতিহাস
- ৩। ভূগোল-বিবরণ
- ৪। "ঐ" (২য় ভাগ)
- ৫। পঞ্চম খণ্ড পাঁচালী (দাশরথি)
- ৬। বিজ্ঞানন্দর
- ৭। দণ্ডবিধির আইন  
(১৮৬০ সালের ৪৫ আইন)

শ্ৰীযুক্ত রাইমোহন বরাট

স্বামী যোগানন্দ

- ৮। জমিদারী-দৰ্পণ
- ৯। শ্ৰীশ্ৰীচলভক্তি
- ১০। তত্ত্বপ্রকাশিকা, বা শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণদেবের

উপদেশ

শ্ৰীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ

- ১১। লীলাবৃদ্ধি

শ্ৰীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন

- ১২। বিভাসাগর
- ১৩। প্রবাদমালা, বঙ্গদেশীয় বিবিধ জ্ঞানপ্রদ  
ব্যবহারমূলক, (১ম ভাগ)
- ১৪। প্রবাদমালা, (২য় ভাগ)
- ১৫। ভূদেবনির্কাণ্ডম্
- ১৬। সরলময়রকোষ: (১ম কাণ্ড)
- ১৭। চাপকান্নোক্ত:

শ্ৰীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

- ১৮। একতারা
- ১৯। বীধি

শ্ৰীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শৰ্ম্মা প্রহরাজ

- ২০। দুর্গোৎসব-তরঙ্গিণী

শ্ৰীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

- ২১। A Catalogue of Palm-leaf and  
Selected Paper, Mss. belonging  
to the Durbar Library, Nepal,  
Vol II.

- ২২। Search for Sanskrit Manuscripts.

Supdt. Govt. Printing, India.

- ২৩। Annual Report of the Board of  
Scientific Advice for India  
for 1914-15.
- ২৪। Cotton Spinning and Weaving  
in India.

উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

- Supdt. Govt. Printing, India. ২৫। Report of the Agricultural Research Institute and College, Pusa, for 1914-15.
- Secretary to the Govt. of India, ২৬। Notification and Order relating to the war in force in Bengal.
- ২৭। Report of the Agricultural Department, Bengal, for the year ending June 1915.
- Secy. Govt. of Bombay, General Deptt. ২৮। Progress Report of the Agricultural Survey of India, Western Circle.
- ২৯। Report of the London Advisory Committee for Indian Students in the United Kingdom.
- Smithsonian Institution, America. ৩০। Annual Report of the Smithsonian Institution for 1914.
- ৩১। Smithsonian Miscellaneous Collection Vol 65. No. 3.  
Do „ No. 10.

২৪। ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস মহাশয় কর্তৃক স্কেলারিট নামক খনিজ পদার্থের প্রদর্শন স্থপিত রহিল।

২৫। ত্রিযুক্ত নমীগোপাল বসুমতার মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার “বৃদ্ধগয়াব হুইথানি শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মতামত জানিতে চাহিলে ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় প্রবন্ধে উদ্ধৃত কোন মন্তব্য সম্বন্ধে একটি ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করেন। স্থির হইল যে, এই ভ্রমের বিষয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে জানাইতে হইবে।

ত্রিযুক্ত রাধালয়াজ রায় বি এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার “রেশমশিল্পের পারিতোষিক পক্ষ” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই প্রবন্ধ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় কর্তৃক উপস্থিত মিনেচিৎ হইলে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৩৬। (ক) লোকনাথ চক্রবর্তী বি এন্ড ও (খ) যোগেন্দ্রনাথ সরকার বি এন্ড মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারদ্বয়ের নিকট পরিষদের সহায়ত্বভিত্তিক পত্র প্রেরিত হইবে, স্থির হইল।

সভাপতি মহাশয়কে বক্তব্য দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## তৃতী বিশেষ অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২১ মাঘ ১৩২২, এই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ শ্রীমানী

„ অমৃতলাল দত্ত

„ রজনীকান্ত রায় .

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ শরৎলাল বিখাস বি এ

„ শচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ স্বতীন্দ্রমোহন রায়

„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ রামকমল সিংহ

„ সুরেন্দ্রনাথ নির্যোগী

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু

„ ভোলানাথ কৌচ

„ কবিরাজ মধুরানাথ মজুমদার

„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় স্বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিব্রহ্মণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ বাগীনাথ নন্দী

সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহঃ সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতাবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক লিখিত হইতেছে। এই অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অনুবাদ-লেখক কর্তৃক পঠিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন  
স্বর্গীয় মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের  
মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
সময়—১৩ই শ্রাবণ, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, শুক্রবার, ৬ ঘটিকা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্. ( সভাপতি )  
সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি  
মহারাজ সার প্রভোতকুমার ঠাকুর, কে, টি বাহাদুর  
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	সত্যচরণ বসু এম্ এ
নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
শেষপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	তারাপ্রসন্ন বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ
গগনচন্দ্র রায়	চিত্তমুখ সাহা বি ই
চিরসুহৃৎ লাহিড়ী	রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানসাহিত্য	কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ
রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, এফ সি এফ	কালিকানন্দ ঠাকুর
মাননীয় রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ	গুজ্জানন্দ স্বামী
হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ	জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
রমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
পার্সালাল মল্লিক	চারুচন্দ্র বসু
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ	মন্মথমোহন বসু এম্ এ
রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ	যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ
যতীন্দ্রমোহন রায়	ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	জীবনধন চক্রবর্তী
	প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	শ্রীমলাল মল্লিক

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু

শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত

„ ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

„ শ্রীমলাল চক্রবর্তী

এল্ এম্ এম্

„ নগেন্দ্রনাথ রায়

„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

„ 'ত্রৈলোক্যনাথ' চট্টোপাধ্যায়

„ মহাদেব সেন

„ রামকমল সিংহ

„ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

„ কমুদবন্ধু দাসগুপ্ত

„ শান্তিসাধন বিশ্বাস

„ বসন্তকুমার রায়

„ স্বতীন্দ্রকৃষ্ণ নিরোগী

„ প্রজ্ঞোত্তকুমার রায়

„ নিত্যানন্দ রায়

„ ননীলাল বসাক

„ সত্যেন্দ্রসেবক নন্দী

„ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

„ স্বতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ স্বতীন্দ্রনাথ মল্লিক

„ সূর্যকুমার পাল

„ শনৎকুমার ঘোষাল

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র

„ ভোলানাথ কৌচ

„ বসন্তকুমার ঘোষাল

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় স্বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ বাণীনাথ নন্দী

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার

} সহঃ সম্পাদকগণ

সভাপতি মহাশয় কোন বিশেষ অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহানুভূতিশূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কমুদচন্দ্র সিংহ বি এ

মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উত্তটগার, বি এ

„ কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহঃ সম্পাদক )

সভারস্তে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কর্তৃক গীত হয়।

কি জানি আজি সে কোথা

মুরতি-প্রতিষ্ঠা যার ।

শত গুণে জাগে শুধু

শত-গুণ-স্মৃতি তার ॥

উচ্চ তার শির, উচ্চ তার জ্ঞান,

উচ্চ তার মান, উচ্চ তার প্রাণ,

নম্র পল্লবিত তরুর সমান,

তাই সাধ তারে শুধু দেখিবার ।

মর্ত্য মূর্তি আর পাইব কোথায়,

রেখে শত কীৰ্ত্তি-বিভূতি হেথায়

সে যে গেছে চ'লে দূরে অমরায়,

তাই সাধ হেথা মূর্তি-প্রতিষ্ঠায় ।

গৌরব কি তার মূর্তি-প্রতিষ্ঠায়,

গৌরব তাদেরি যারা দিতে চায়,

আদর্শে দেখায়ে গুণ-গরিমায়

মূর্তি-লক্ষ্যে শত পথ সাধনার ।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ কাব্যার্থ মহাশয় মহারাজ-রচিত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকের আবৃত্তি করিলেন ;—

( ১ )

ম পূজাং ন মন্ত্ৰং ন বা যাগযজ্ঞং, ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্ ।

ঋদীয়াং পদ্যজং মদেকাবলম্বং, প্রসাদ প্রপন্নে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥১॥

গতং যৌবনক্যাতিভোগাভিলাষৈরিদানীং জয়া হ্যাগতা দেহমধ্যে ।

ন পশ্যামি মাতঃ পরিজ্ঞাপহেতুং, প্রসাদ প্রপন্নে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥২॥

শরীরং তথা যে মনোজ্ঞা ন বুদ্ধিঃ, সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদাস্তে ।

ন পুণ্যং ন ধর্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ, প্রসাদ প্রপন্নে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥৩॥

সদা ভীতচিন্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা, ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনাস্তে ।

অপারা কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ, প্রসাদ প্রপন্নে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥৪॥

ন চাভ্যাস গতির্থে বিনা পাদপদ্মং, কুরু তং শরণ্যে যথেষ্টং হি কালি ।

প্রপশ্যাম্যদূরে মহাধোরকালং, প্রসাদ প্রপন্নে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥৫॥

দম্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঙ্কণীনিমান্ ।

তদাপ্রয়ং চিরং যাচে যতীজ্জ্বেহতিদীনে ॥৬॥

( ২ )

শুণু রে মানস শুণু হিতবানীং  
 ত্যজ নিজচঞ্চলভাবমিদানীং ।  
 পরিহর সত্ত্বমহমিতি গর্গঃ  
 কালগ্রাসে নিবসতি সর্কম্ ॥১॥  
 মৃগতৃষ্ণাসম-ভববিভবাশা  
 শাস্তা ন ভবতি ভোগপিপাসা ।  
 ইহ সংসারে নহি স্মৃৎশেষঃ  
 প্রভবতি নিত্যং দুঃখবিশেষঃ ॥২॥  
 ষায়াসুখং বিচরসি লোকে  
 স্মৃৎসন্ধানান্ মজ্জসি শোকে ।  
 ব্যর্থং পরিজনবৈভববিত্তং  
 ব্রহ্মময়ীপদমাশ্রয় নিত্যম্ ॥৩॥

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থধনোহন বসু এম্ এন্ মহাশয় মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত  
 ইংরাজি কবিতাটি আশ্রিত করিলেন,—

# MOON LIGHT ON THE RIVER.

( From "Flight of Fancy"

by the Late Maharaja Sir J. M. Tagore. )

The silv'ry moon, in majesty serene,  
 Enthron'd sits. Beneath, the Ganges spreads  
 Its breast.—a sheet immense of crystalline,  
 Where Heaven's ethereal dome, begemmed with stars  
 Is mirrored.—"beautiful exceedingly !"   
 Along the verdant banks the stately palms  
 Their lengthened shadows fling ; the mangoe tree,  
 Its leaves with silver tipp'd, a chequered shade  
 Extends ; while oft some silken plot of ground,  
 Enamelled o'er with flowers of orient hue,  
 Laughs gaily on the sight. In tranquil flow  
 The stream roll on, unruffled with a wave,  
 Like infancy's sweet thoughts—so pure, so calm !—  
 And such the stillness that pervades this hour,  
 That not a rippling sound is heard against  
 The vessel's side. The winds, now weary grown



With wafting fragrance from the nectar'd cup  
Of each fresh opening flower, have sunk to rest.  
Nor aught else stirs ; except at intervals  
In melting cadence from some far off tree  
Is heard the *Kokil* singing to his mate ;  
Or, oftener yet, the crickets piercing chirp  
That makes the silence doubly felt. 'Tis now  
That contemplation reigns supreme ;  
'Tis now that Nature with her Maker holds  
Communion deep. A spell there is in such  
A time as this that leads the pensive soul  
To tender mem'ries of the blissful past !

অতঃপর শ্রীযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয় কর্তৃক মহারাজের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি  
গীত হয় ;—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

তুষার-ধবল হৃদে নিলিম নলিনী ।

হরহৃদি মাঝে আমার শ্রামা না জননী ॥

রূপে সে তিমির রাশি

অথবা তিমিরনাশি

উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌন্দামিনী ।

মনে এই অভিলাষ

কাটিয়ে সংসার-পাশ

যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ ছ'খানি ॥

অতঃপরে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত “বতীঙ্গ-  
স্বরণ” নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ;—

বতীঙ্গ-স্বরণ ।

শুভ দিনে শুভ ক্ষণে দেশমাতৃকার গর্ভে

কচিং জনমে অসন্তান ;

ক্ষিতিলে লভে যশ অতুল সম্পদ জুথ

ভাগ্যবান্ লভয়ে সম্মান ।

পূর্বজন্ম-কর্ম-ফলে, কীর্ত্তি স্থতি-সৌধ স্থাপি

লভেন এ ভবে অমরতা,

মৃত্যুর পরেও কভু যশ-খ্যাতি জ্যোতি তাঁর

প্রাপ্ত নাহি হয় মলিনতা ।

কত নয়নারী ফেলে      অশ্রুজল তাঁর তরে  
 সহগুণাঙ্গী তাঁর স্মরি ;  
 নিত্য পূজা করে তাঁরে,      হৃদি-সিংহাসনে রাখি  
 দেবতার পুত পদে বরি ।  
 তুমি সেই ভাগ্যবান,      শুভ দিনে শুভ কণে  
 জন্মেছিলে বিরাট পুরুষ !  
 এ বঙ্গ মাঝারে দেব      অতুল সম্পদ খ্যাতি  
 লভেছিলে পরম পৌরুষ ।  
 কর্মক্লান্ত দেহে পরে,      দেশমাতৃকার অঙ্ক  
 শূন্য করি লভেছ বিশ্রাম  
 "স্তিত্বদাত্রী" "ব্রহ্মময়ী"      স্নিগ্ধা কোলে, বহে যথা  
 শান্তি-সমীরণ অবিরাম ।  
 যেই কীর্তি-স্মৃতি-সৌধ      স্থাপন করিয়া গেছ  
 তার সেই অতি উচ্চ চূড়ে,  
 আজিও তেমতি দেব      পত পত শব্দে সদা,  
 বিজয়-কেতন তব উড়ে ।  
 সেই তব রাজপাট,      সেই রাজ-সিংহাসন  
 আজিও তো রয়েছে বজায়,  
 সেই রাজসম্মান      মহারাজ উজোপাধি  
 আজো তব মহিমা যে গায় ।  
 সেট তব প্রতিষ্ঠিত      দেবালয়ে আজো বাজে  
 সুমধুর আরতির বাজ,  
 তোমার স্থাপিত সেই      অন্নসত্ত্রে প্রতিদিন  
 অভুক্ত অতিথি'পায় খাত্ত !  
 তব প্রতিষ্ঠিত টোলে      দীন বিদ্যার্থীর দল  
 লভিছে আজো বিজ্ঞাপিকা,  
 আজিও বাচকবন্দ      রিক্ত হস্তে নাহি ফেরে  
 যথায়োগ্য পায় দেখি ভিক্ষা ।  
 বঙ্গ-বিধবার দুঃখে      দুঃখিত হইয়া তুমি  
 করে গেছ যে বিরাট দান ।  
 আজিও তাহার তরে      দেবীরূপা মাতৃরূপা  
 বিধবারা করে যশোপান ।  
 অধিকন্তু কলিকাতা      সমগ্র বঙ্গের মাঝে  
 হেন শুভ অহুষ্ঠান কই ?  
 বাহাতে তোমার দান,      হয় নাই বরিষণ ;—  
 অহুষ্ঠিত হ'লো তোমা বই ।  
 যে দিকে ফিরাই আঁধি      সর্বত্র দেখিতে পাই  
 তোমার সে জীবন্ত প্রতিমা,

সর্বত্রই তব নাম অঙ্কিত রয়েছে দেখি  
প্রকাশিছে তোমার গরিমা ।  
পরিষৎ মন্দির মাঝে তোমার প্রস্তর-মূর্তি  
প্রতিষ্ঠার দিনেতে হে আজ,  
কত কথা মনে পড়ে, তোমার সে গুণপনা  
কেমনে প্রকাশি মহারাজ ?  
বীণাপাণি কমলার একত্র যে সম্মিলন  
অসম্ভব—কভু দেখি নাই !  
সম্ভব হইয়াছিল দেখেছি কেবল মাত্র  
যতীন্দ্রমোহন, তব ঠাই ।  
আচণ্ডালে সম ভাব, রাজকর্ষচারী প্রজা  
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সেবে,—  
তুমিই করেছ জ্ঞানি, দেখেছ নেহের চক্রে  
যে এসেছে তব পাশে যবে ।  
বঙ্গদেশে নাট্যশালা, যাহা আজ নাট্যমোদী  
ব্যক্তিদের হর্ষ-নিকেতন,  
প্রতিষ্ঠাতা কে তাহার— তুমিই তো মূল তার  
নাট্যশালা তোমার স্থাপন ।  
বঙ্গীয় সাহিত্য যবে শিশু—তখন তাঁহার  
শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলে দেব তুমি,  
বঙ্গীয় সাহিত্যে দান রহিবে অক্ষয় তব  
যত দিন রবে বঙ্গভূমি ।  
তোমার সুযোগ্য পুত্র তব কীর্তি যদি ওহে  
রাখিয়াছে সবই উজ্জল,  
তথাপি কেমন বেন তব লাগি তপ্ত শ্বাস  
বাহিরায় ঝরে আঁখিজল ।  
তবে আমাদের এই দুঃখের সাঙ্ঘনি দেব  
“কীর্তির্যন্ত স জীবতি” ভবে,  
বহু দিন বহু বর্ষ বঙ্গবাসি-হৃদাসনে  
মূর্তি তব প্রতিষ্ঠিত রবে ॥

তৎপরে মহারাজ বাহাদুরের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি ত্রিযুক্ত বামাপদ হালদার মহাশয়  
কর্তৃক গীত হয়;—

মিশ্র খাণ্ডাজ—জলদ একতালা

কি শোভে আছু বুলনে ।

কি শোভে আজ কুঞ্জমাঝে

রসিকরাজ রাধা সহ রাজে

(আজি বুলনে) ।

শ্রাবণ-শশী মেঘ-মিলিত  
কছু বিকাশ বখনও মুদিত  
গৌকুল-শশী হেরি ত্বরিত  
লুকায় যেন লাজে

( আজি ঝুলনে ) ॥

গোপীগণ একসঙ্গ গায় ঐত রসতরঙ্গ  
নৃত্য সহিত অঙ্গ-ভঙ্গ  
ঘন মৃদঙ্গ বাজে ।  
ফুটিল সকল কানন-ফুল  
পবন বহন মন্দ মুহুর  
ধন্ত হইল যমুনাকুল  
সধুর যুগল সাজে

( আজি ঝুলনে ) ।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে “ষতীন্দ্র-প্রসঙ্গ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় বক্তৃত্তা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার জীবনী সংগ্রহ ও তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার তদীয় উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ও বাঙ্গালা দেশের জমিদারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহারাজ ষতীন্দ্রমোহন না জানিতেন, এমন জিনিষ ছিল না। তিনি সকল জিনিষের অন্তঃস্থল বুঝিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা করিলে গত ৫০ বৎসরের Political Life এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মাতৃ-ভক্তি অসাধারণ ছিল। Lord Lytton তাঁহাকে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে যাইতে অনুমতি না দেওয়ায়, তিনি ঐ দরবারে যান নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ মহাশয় বলিলেন,—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়া থাকি। অথ আমরা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একজন ভক্তের পূজা করিতে আসিয়াছি।” মহারাজের নানা গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। British Indian Association-এর গৌরবজনক অনেক কাজই মহারাজ বাহাদুরের পরামর্শ-মত হইয়াছিল। ৬কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া

Hindoo Patriotএর প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি দূরদর্শী, চতুর ও অভিজ্ঞ রাজ-নীতিক ছিলেন। তাঁহার মনে হয় যে, মহারাজের একান্ত নিষ্ঠা, দেবভক্তি ও মাতৃভক্তির জ্ঞে তিনি “বাবু যতীন্দ্রমোহন” হইতে উচ্চ “মহারাজ বাহাদুর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাইকেল মধুসূদনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। মধুসূদন যখন নিতান্ত অপরিচিত, তখন মহারাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিত্তাশায়ী মহাশয় ও প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা বাতুলতা মাত্র এবং তাঁহারা উহার স্থানিজে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাহার মর্ম্ম বুঝিতেন ও মাইকেলকে প্রশ্রয় দিতেন। সকলেই অবগত আছেন যে, মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিয়োগান্ত নাটক লেখেন। তাঁহার প্রথম বিয়োগান্ত নাটক কৃষ্ণকুমারীর সম্পূর্ণ ব্যয় যতীন্দ্রমোহন বহন করেন। যেমন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, যতীন্দ্রমোহন মাইকেলকেও সেইরূপ প্রশ্রয় দেন। যতীন্দ্রমোহন নিজে বাণীর সেবক ছিলেন ও বাণীর সেবকদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অতঃপর সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,— যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যায়-রাগী পুরুষ ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার স্মৃতি-সভায় উপস্থিত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। তিনি আমায় ভালবাসিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কত বলিব, বলিতে কথা ফুরায় না। তিনি যথাসাধ্য ও যথাসাধ্য ধন ও মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিম্নলিখিত ভাবে হয়। তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Tagore Law Professorshipএর আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। তখন Thesis লেখা ছিল না, অনেকটা canvassing দ্বারা নির্বাচন হইত। আমি প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ঐ পদের যোগ্য কি না। আমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু প্রতাপচন্দ্র পাল আমাকে কৃষ্ণদাস পালের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, একটু আধটু canvassing করাইতে হইবে। অগত্যা প্রফুল্লকুমারের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত তাঁহারা আমাকে যতীন্দ্রমোহনের নিকট যাইতে বলেন। আমি তখন হাইকোর্টের একজন নগণ্য উকীল। কিন্তু তবুও তাঁহার কাছে যাইতে তিনি এত মিষ্টভাবে আদর করিলেন, যাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত সরল ছিল। অথচ তিনি রাজনৈতিক জটিলতা খুব বুঝিতেন এবং অনেককে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তাঁহার আর এক গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি তাহার নিকট যাইতেন, তা আহ্বানকারী ধনীই হউক, আর দরিদ্রই হউক। তিনি নিজে সাহিত্যসেবী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা পার্শী ইত্যাদি সকল ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আমি একবার তাঁহার প্রাসাদে বেড়াইতে গিয়া একটি ইংরাজি কবিতা দেখি; উহা পাইকপাড়ার রাজা জৈধরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুর পর রচিত। জানিলাম যে, উহা মহারাজ বাহাদুরের নিজের লেখা। কবিতাটি ঠিক মনে নাই। স্মরণ কবিতাটি মুদ্রণ-

যোগ্য। তাঁহার বাড়ীতে কল্পিত গুহার একটি মূর্তির নীচে তাঁহার রচিত যে একটি সুন্দর লোক আছে, তাহা ব্যাকরণ-দৃষ্ট হইলেও উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—যখন কালীতে কাশীরেশ মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে return visit দিতে আসেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। এই সময়ে তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আপাত শুনিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। তিনি ভূম্যধিকারীর প্রকৃত আদর্শ ছিলেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অত্যন্ত আদর করিতেন। দাণ্ডারায়ের প্রাচীন পাঁচালী-জানা লোক খুব কমই ছিল। কোন সময়ে শুনা যায় যে, বঙ্কেশ্বর নামক একজন লোক দাণ্ডারায়ের পাঁচালী জানেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া দেই গান শুনিয়া-ছিলেন। কোন ভাল গাইয়ে বা বাজিয়ে আসিলে তিনি তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিতেন ও উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে অসাধারণ ভক্তি ছিল। কালীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবমন্দির তাঁহার প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যায় আস্থা ও দেবভক্তি প্রকাশ করিতেছে। ঐ মন্দির-বাটীতে আপী জন ছাত্র বাস করে ও আহার পায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—“মহারাজ যতীন্দ্রমোহন উর্দু ও পারশি খুব ভাল জানিতেন ও ঐ ভাষাষয়ের অতি সুন্দর উচ্চারণ করিতে পারিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, জানিতাম। লেডী কর্জনের আমলে লাট-প্রাসাদে একটা গার্ডেন পার্টি হয়। বঙ্গীয় সম্পাদকরূপে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ঐখানে লেডী কর্জন নিজে সকলকে চা দিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে যদি Lady Curzon নিজে চা দেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন, দেখিবার জন্ম ব্যর্থ ছিলাম। যখন Lady Curzon চা দিলেন, তখন তিনি নিজে হাত পাতিয়া লইলেন, তারপর পাগড়িতে ঠেকাইয়া ফেরৎ দিয়া বলিলেন যে, ‘হিন্দু মতে দেবতার প্রসাদ মাথায় রাখিতে হয়, খাইতে নাই। ইহাতে ধর্ম ও বজায় রহিল, আপ্যায়নও করা হইল। তিনি একজন ভক্ত সাধু ছিলেন এবং তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারি যে, তিনি একজন সাধক ছিলেন। তারা-পীঠের “বামা গঙ্গা”কে বোধ হয়, একমাত্র যতীন্দ্রমোহনই নিজে বাড়ীতে আনিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বে মনে হয়, যেন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর যেন কথা শেষ হইলে তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—কোলে নে মা—তাহার পরই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। বাহারী তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমার কথার সত্যতার প্রমাণ দিবেন। তাঁহার বাড়ী একটি আসল বৈঠকখানা ছিল। তিনি একজন সুকবি পৃষ্ঠপোষক ও নেতা ছিলেন; তিনি অতীতের ভাণ্ডার ছিলেন। আমি যে প্রাচীন কালের বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়াছিলাম, তাহার পনের আন মহারাজা বাহাদুরের নিকট হইতে।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বঙ্গ-

দেশের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এই কয় অংশে বিভক্ত করা যায় ;—প্রথম পলাশীর যুদ্ধের দিন ২৩শে জুন ১৭৫৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯১ সাল অর্থাৎ Lord Cornwallisএর আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত। তখন নবগত ইংরাজের অত্যাচারে দেশ জর্জরিত। বঙ্গীয় প্রজার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় কোনরূপ সাহিত্য-চর্চাই হয় নাই। ১৭৯৫ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত Lord Cornwallisএর সময় দেশের প্রজার অবস্থা কতক ভাল হয়। এই সময় দুই একখানা বাঙ্গলা বই লিখিত হইতেছিল। ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ এই বিশ বৎসর বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয় এবং উহা অনেক বর্দ্ধিত হয়। এই সময় অনেক ইংরাজ আমাদের দেশের ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করেন। এই সময় রাম-মোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ বা ৫৭ এই সময়ে বঙ্গভাষার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়। অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু গ্রন্থ এই সময় লিখিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি অনেক হয়। তখনও ষতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তখন হিন্দু কলেজে বিদ্যালভ করিতেছিলেন। তিনি একজন ভাল ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৫৭—১৮৮৩ এই সময়ে বঙ্গের বিশেষ উন্নতি হয়। সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক—এই সকলের উন্নতির কেন্দ্র ছিলেন সায় ষতীন্দ্রমোহন। তাঁহার যত্নে বেলেগেছে ও তাঁহার নিজ বাড়ীতে নাট্যশালা প্রস্তুত হয়। তিনি প্রকৃত গুণীর গুণ বুঝিতেন। ষতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার কেন, ভারতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ১৮৮০ সালের পর হইতে ষতীন্দ্রমোহন নিজে বড় একটা কিছু করিতেন না, তিনি কেবল উপদেষ্টা ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ ও নানা বিষয়ে নব্য সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেন। Hindu Collegeএর Theatre হল ভাঙ্গিয়া দিবার কথা হয়। মহারাজের মনে ইহাতে আঘাত লাগে। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার পুত্র প্রদ্যোতকুমারকে সঙ্গে লইয়া ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, এই Hall এর যেন অগ্নি ব্যবহার না হয়। Sir Andrew Fraserএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহারাজা ষতীন্দ্রমোহনের নাম বলিবা মাত্র উহা বন্ধ হয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একতালার আসিয়া মহারাজের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং মহারাজের দোহিত্র শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এই মূর্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপন করায় তাঁহাকে অক্ষতরিক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শেষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র  
সভাপতি।

# শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না ছঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চতত্ত্ব, উত্তাপের অপচর, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।

মূল্য ২৭ ছই টাকা মাত্র।

## ২। কর্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃতি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জর—বজ্র। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোল্ৎজ—আচার্য্য মক্ষমুলার—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেজনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৭ এক টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বরষ—জানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রেরণ। মূল্য ১৭ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এসু কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পান্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।



## লক্ষকণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি !!

রাজা মহারাজা বলেন—কেশরঞ্জন তৈল স্নগন্ধি তৈল-জগতের সত্রাট।  
যেমন এক চক্রে জগতের তমোনাশ করে, তেমন এক। কেশরঞ্জন নিজের ঔজ্জ্বল্যে সকলের  
চিত্তের অন্ধকার হরণ করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে, কেশ  
মল্লণ ও কোমল করিতে, কেশবৃদ্ধি করিতে আর সর্বোপরি মহামুগ্ধে ইহাই অধিতীর।

হাইকোর্টের জজেরা বলেন—বাণারী দিব্যরাত্রি মস্তিষ্ক আলোড়ন করেন,  
বাঁচাদের প্রতি কথায় মাথা ঘামাইতে হয়, কেশরঞ্জন তৈল তাঁচাদের পক্ষে নিভা-  
বাবহার্য্য। মানসিক পরিশ্রম জনিত দারুণ চিন্তাবগাদ ও মস্তিষ্কর দৌর্ব্বল্য দূর করিতে  
কেশরঞ্জন তৈল মস্তশক্তিসম্পন্ন।

মূল্য এক শিশি ১/ এক টাকা; মাটলাদি ১/০ পাঁচ আনা।

## আশা ত্যাগ করিতে নাই।

অর্শ হইয়াছে, ভয়ানক রক্তস্রাব হইতেছে, মলদ্বারে ভয়ানক যাতনা—টুন্টনানি, মল-  
ত্যাগান্তে যাতনার বৃদ্ধি, রায়ে অনিদ্রা—দিবসে অবশু প্রকৃতি হ্রাসকণ দেখা দিয়াছে বলিয়াই  
যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, একরূপ নচে। একরূপ হলে অমুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে,  
অর্শের প্রকৃত নিরাময়কর ঔষধ কোথাও আছে কি না। তাহা না দেখিয়া যত্নশীল বশে,  
লোকের কুপরামর্শে হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন হইলে, কিম্বা ঠাণ্ডা চুঁতি বা  
অস্ত্রার টোটকা টুটকি করিলে বিষম অনর্থপাতের সম্ভাবনা। ইহাতে রোগ ও রোগীর  
যত্নশীল হইবে,—রোগের উপশম হয় না বরং আরও কুজ্জসাধা করিয়া তুলে। অনেকের মনের  
ধারণা—অর্শরোগ একবার হইলে তাহা আর আরাম হয় না। ইহা মহাজ্ঞম। অর্শের প্রথম  
অবস্থা হইতে যদি সূচিকিৎসা হয়, তাহা হইলে অতি সহজেই রোগ আরাম হইয়া যায়। যে  
দিকে অগ্নি লাগিয়াছে, সে দিকে জল না ঢালিয়া অপর দিকে ঢালিতেছি; তাহাতে কি অগ্নির  
বিস্তার হ্রাস পায়? মনে করিয়া রাখুন, আমাদের “অর্শোহর বটিকা” সর্ববিধ তরুণ ও পুরাতন  
অর্শরোগে অব্যর্থকলগ্রহ মহৌষধ। আমাদের পথ্যাপথ্য পুস্তকের ব্যবস্থার সহিত এই মহৌষধ  
সেবন করিলে অন্তঃ ও বহিঃকলজাত সর্ববিধ অর্শ, তজ্জনিত বেদনা, জালা, টুন্টনানি,  
সূচীবেধবৎ যত্নশীল ও রক্তপূর্ণাধিগ্রাব নিবারিত হয়; কখনও কোনরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার  
প্রয়োজন হয় না।

মূল্য—প্রতি কোটা ৪০টি বটিকাসহ

১০ টাকা।

ডাকমাশুল ও প্যাকিং

১০ চারি আনা।

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পারিস কেমিক্যাল সোসাইটি  
লণ্ডন সার্জিক্যাল এন্ড সোসাইটি ও লণ্ডন সোসাইটি অব  
কেমিক্যাল ইণ্ডস্ট্রীর সভ্য,  
**শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ**  
আম্বুবেরদীয়া ঔষধখালদা,  
১৮১২, ১৯নং সোনার চিংপুর রোড কলিকাতা।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

এণ্ড

ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়াক'স্  
লিমিটেড ।

৯১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।

১। **ধর্মপূজাবিধান**—রাবাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বাভ্যেবীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাচীন বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। মূল্য—সদস্তপক্ষে ৯০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ৯০, সাধারণপক্ষে ৫০।

২। **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাঁহারা কবিকল্প চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অস্ত্রাজ ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হইলেও অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। ভাষাতত্ত্বাভ্যেবীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ৫০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

৩। **গঙ্গা-মঙ্গল**—বিজ্ঞ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যভৌতিক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষার অধিক আকর্ষিত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। অহুসঙ্কিত ভাষাতত্ত্বজ্ঞের জানিবার ও শিখিবার বিষয় ইহাতে অনেক আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৯০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৯০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

**পুস্তক পাইবার ঠিকানা**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির  
২৪৩/১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## যক্ষ্ম, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown. Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm ointment for ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য

স্বীকার্যটি এই;—

“যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবৰ্দ্ধিত করা যাইতে পারে।”

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধেও তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বীকার্যে উক্ত সরল রেখার পরিবৰ্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অল্প প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞা দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্তই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ববৃত্তোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত ভলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমবৈধকে, উঁহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখার পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লম্বু ধর্ম্ম পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অমুদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

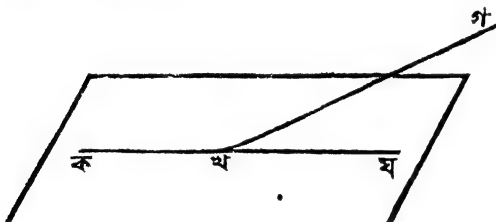
ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্তই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্যের অমুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানু-যায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামন্তলিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্বত্রই সমতলের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

এ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দেশে থাকিতে পারে না।



কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর,  $ক খ গ$  সরল রেখার  $খ গ$  অংশ উক্ত সমতলের বহির্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে  $ক খ$  সরল রেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা  $খ ঘ$ ।

অতএব  $ক খ গ$  ও  $ক খ ঘ$  এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ  $ক খ$ ।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা  $খ$  বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া  $ক খ$  ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসবর্গ পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দেশে থাকিতে পারে না।”

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

“যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অর্থাৎ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।”

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরম্ভ, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্কর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্কর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্কর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্বত্রই সরল রেখাকে সাস্ত্র আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সাস্ত্র রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্কর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদ্বয়কে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

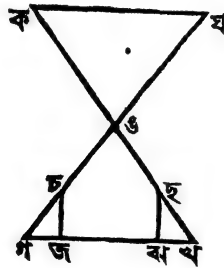
“ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, “কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্যন্ত যে পথে গমন করে, অতঃপর এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ববর্তী বিন্দুকে পরবর্তী ও পরবর্তী বিন্দুকে পূর্ববর্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।” অর্থাৎ যে কোন রেখার আরম্ভকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরম্ভরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্বর্তী বিন্দু সেই রেখার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এক্ষণে অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরম্ভ ও সমাপ্তি হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত ভাষ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই;—



কারণ, “মনে কর, ক খ ও গ য দুইটি সরল রেখা ও বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে।

আমি বলি যে, ক খ ও গ য একই সমতলে অবস্থিত করিবে; এবং প্রত্যেক জিহ্বা একই সমতলে অবস্থিত করিবে।

কারণ, ও গ ও ও খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ খ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ও গ খ জিহ্বা একই সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ও গ খ জিহ্বার অংশ চ গ জ অথবা ছ খ খ এক সমতলে অবস্থিত



থাকিয়া অপর অংশ অত্র সমতলে অবস্থিত করে, তবে ও গ ও ঙ থ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপর অংশ অত্র সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ও গ থ ত্রিভুজের চ গ থ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপর অংশ অত্র সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ও গ ও ঙ থ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপর অংশ অপর সমতলে অবস্থিত করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

[ ১১—১ ]

অতএব ও গ থ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ও গ থ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ও গ ও ঙ থ সরল রেখার প্রত্যেকেই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ও গ ও ঙ থ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক থ ও গ থ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

[ ১১—১ ]

অতএব ক থ ও গ থ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

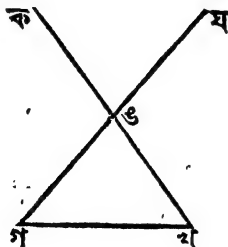
এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিত করিবে" ইহা সপ্রমাণ করিবার অন্ত চ গ জ অথবা ছ থ বা ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিত করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্রমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্তরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক থ য সরল রেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিয়া গ থ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, ক থ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিত করার (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ার) ক থ গ ও ক থ য সরল রেখাভয়ের ক থ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই;—



“ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ও বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত ষষ্ঠাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দিকে এক্রপ ভাবে আবর্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ও বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ও ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এক্রপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, বাহা পরবর্তী প্রতিজ্ঞায় অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় বাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে “বৃত্তমাত্রই ব্যাসবরা হই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়” এই তথ্যটি নিত্যত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্মই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দিকে আবর্তন করাইয়া, কোন নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পারিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারস্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম শতাব্দীর সম্ভ্রমরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অঙ্কসারে বিন্দুয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকিবে অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সহজে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা ঋ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। ঋ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্তর্জ চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেখোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্তন ব্যাপারের পূর্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্তনের কোন আবশ্যিকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় ক'থ'য় সরল রেখা ও গ' বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ক'থ' সরল রেখা ও গ' বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত ঋ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। ঋ তথ্যটি এই;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলখয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্ত ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে ক খ ও ক গ সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে ঘ ও ঘ চ সরল রেখাখয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিকূজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঘ ও ঘ চ সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল বাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অনুযায়ী যে যে সমতল ঘ ও চ বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, ঘ চ সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং “ঘ ও ঘ চ সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে” ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, ঘ ও সরল রেখা ও চ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্বারা উক্ত ঘ ও ঘ চ সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, “দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে”, সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক বলিয়াই যেকোন ক চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান বাইতে পারে, তজ্জপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, বাহার নিমিত্ত ঐ চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিলেই নির্যুক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধর্ম ও সমান সমান বৃত্তের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বৃত্তল সমান হইলেই তাহাদ্বিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধর্ম ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে “দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে যেকোন সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বৃত্তলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান বাবতীয় বৃত্তলংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে ঐ চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিম্নমিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরাটর অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিম্নমিত তলকে শেষোক্ত নিম্নমিত তলের সহিত মিলান বাইতে পারে।

কোন বর্ত্তলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজ্জাতীয় অপর বর্ত্তলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখার স্থাপন মাত্র বর্ত্তলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি সমতল মিলাইতে হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা বাতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। বর্ত্তুল হইতে সমতলের একরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা ক্রমাগতই উপরিপাতনের প্রয়োগ স্বক্কে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্বারা একটি নিয়মিত রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সহিত কোন অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু একদল পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। নিম্নে উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

গ    উ    ঘ  
ক ————— ঘ

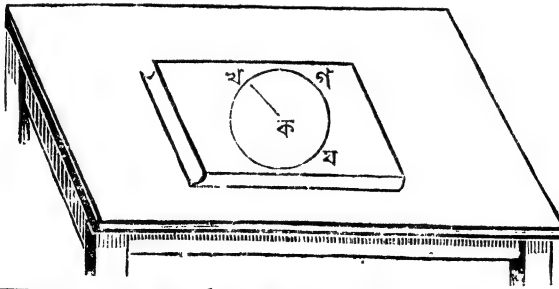
ক থ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে গ ঘ একটি লঘুতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। গ ঘ যষ্টিটি ক থ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া ক থ যষ্টির উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু গ ঘ যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা ক থ যষ্টির একটি কণিকার সহিত উ বিন্দুতে সংযুক্ত রাখা গেল। এখন আর গ ঘ যষ্টি ক থ যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি ক থ ও গ ঘ কাটি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের ধনুর আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য সম্পাদিত হইবে।

• আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি ;—

( ক ) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজ্জাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।\*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে “স্থির” বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।



\* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এমনভাবেই যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে “স্থির” বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্বত্রই সহাইতে পায়া যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে ক বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

একশে আর পুস্তকখানা সর্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি থ বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ক থ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া থ গ ঘ বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা ক বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে থ বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্বদাই থ গ ঘ বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি থ বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

বর্ত্তলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে ;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই ;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্তুলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্ম উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্তুলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্তুলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

“দশম স্তম্ভঃ” নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ অতি নিকটবর্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শোষণিত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান-বৃত্তের ধর্ম দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধর্ম দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বৃত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তত্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যে রূপে দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ; --

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, একরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত “যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।” এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহার। একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যিকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বৃত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বৃত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বৃত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বৃত্তুলের সমবিশিষ্টকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্বে সমতলের অস্তিত্ব আবশ্যিক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা



সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সরলরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সরলরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্বাচন অপরাপর সরলরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সরলরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—“দেশ, সমতল ও বর্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।” তদবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তরস্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতার একাধারে সমতল ও বর্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্যতঃ উভয়দিকের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্তুলের অবস্থিত সরলরেখাগুলিকে যেকোন এক এক জাতীয় সরলরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সরলরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২৩শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে বাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (২ পৃঃ)।

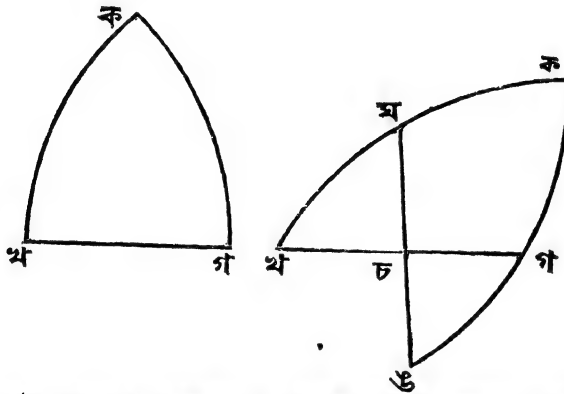
এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সমজাতীয় বর্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তজ্রপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্তুল রেখা সরল রেখা।

“দশম স্বতঃসিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

### প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।



ক খ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান। ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্র বোলে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)

তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্ধের অর্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্ধের পাদরেখার সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)

তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।

মনে কর, ক খ বাহু বৃহত্তর ও ক গ বাহু লঘুতর।

ক খ হইতে ক ঘ পাদরেখা ছিন্ন কর।

ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া ক ঙ পাদরেখার পরিসৃত কর।

ঘ ও এই দুই বিন্দুকে বর্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর ।

খ গ ও ঘ ও এর ছেদ বিন্দু চ ।

ক ঘ ও ক ও এর প্রত্যেকে পাদরেখা ।

অতএব ক ঘ ও ক ও এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান ।

আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধের সমান ।

অতএব ক ঘ ও ক ও এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান ।

অতএব ঘ খ, গ ও এর সমান ।

এক্কে ঘ খ চ ও গ ও চ দুইটি ত্রিভুজ ;

ইহাদের ঘ খ বাহু গ ও বাহুর সমান ;

অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ও চ কোণের সমান ,—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ ।

এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্যস্ত গ ও চ কোণের সমান ।

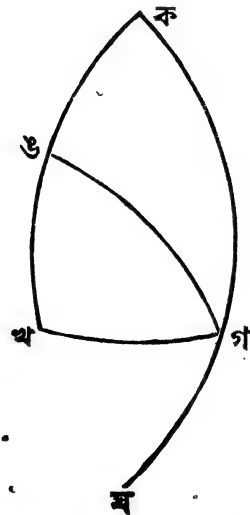
অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ও কোণের সমান ।

কিন্তু চ গ ও ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান ।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্জুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে ।



ক খ গ একটি বার্জুলিক ত্রিভুজ । ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর ; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে ।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ঙ অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্ত্ত ল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ঙ ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের ঙ খ গ ও খ গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ঙ কোণ যোগ করিলে

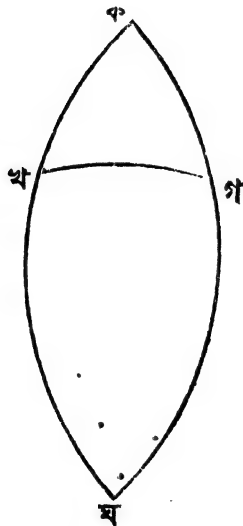
ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

### তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাদ্বাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।



ক থ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক থ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর; ক থ গ ও ক গ থ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক থ ও ক গ বাহু বর্দ্ধিত করিয়া ক বিন্দুর বিপরীত য বিন্দুতে মিলিত কর।

ক থ য ও ক গ য রেখাঘরের প্রত্যেক বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব ক থ য ও ক গ য রেখাঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক থ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর।

অতএব থ য ও য গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব য থ গ ও য গ থ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক থ গ ও য থ গ কোণঘর একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান;

এবং ক গ থ ও য গ থ কোণঘর একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক থ গ ও ক গ থ কোণঘরের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

( ১ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

( ২ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

( ৩ ) বার্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

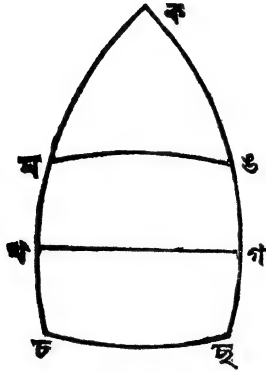
সমতল যদি দেশের বৃহৎ বর্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাভয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

( ১ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

( ২ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

( ৩ ) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুঘরের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য বই কিছুই নয়।



ক খ গ একটি বার্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে ছই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাঘরে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই ছই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে ছই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে ছই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর ;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে ছই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে ছই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও ছই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা অথবা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয় ;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউরেন্ডের প্রথম অধ্যায়ের ষড়্বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্তমানের উপরে সমান্তরাল বর্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহার

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্যোৎ বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অরিপ কার্ণোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্তুলাকার হইলেও তাহারই উপস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিত্যস্থ কুট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা “বর্তুল রেখা মাত্রই বর্তুলে অবস্থিত করে,” একমাত্র ইহাই স্মৃতিত হইতেছে। অর্থাৎ এই সত্যটি স্মৃতিকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, “বর্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।”

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিয়মিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত করে, সর্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সাস্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সাস্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া বর্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

## দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি\*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,—সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথিখানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অত্মপি স্মরণিত হ্রদ সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ভায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাসে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তজ্জি এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্যও অত্যন্ত পুথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলকাতার বিলাপ, বারমাসা ও চৌজিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি; তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। ‘ক’ চিহ্নিত পুথিখানার শেষে ‘ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১৩ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম ফেওঢালা’ লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অত্মপি আমাদের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত ঐযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জাতি বৈজ্ঞান্য দত্ত কর্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সন্নিহিত ‘খ’ চিহ্নিত পুথিখানা অংগসাক্ষত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অত্র একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা ‘সাত নকলে আসল খাতা’ এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু তুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূল্যের পৃষ্ঠার নীচের পাঠ্যস্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রত্যত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-



দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে ঋ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অল্পখানার পরিবর্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর ‘ক’ পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে ‘খ’ পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি বেরূপ বিভিন্ন স্বর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের হই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অত্র কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ-বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনার পাদ-টীকায় ছক্কহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

### ওঁ নমো গণেশায় নমঃ ।

বন্দো দেব গণপতি                      মৃষিক বাহনে গতি

এক-দন্ত বিয়-বিনাশন ।

লঙ্ঘ্যদর স্থল-কায়                      সিন্দুরে মণ্ডিত তায়

চতুর্ভুজ গজেন্দ্র-বদন ॥

প্রথম<sup>১</sup> দানব সাথে                      প্রণমহ তুত-নাথে

বৃষাকৃচ্ছ শশান-বেহারী ।

পশ্চিধান ব্যাঘ্র-ছাল                      গলায় হাড়ের মাল

ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী ॥

ভূমিগত হৈরা কায়                      বন্দো দেবী মহামায়

মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিত ।

একমন চিত্ত হৈরা                      শক্তিগণ সঙ্গে লৈরা

সর্ব দেবে যারে করে স্তুতি ॥

বন্দো মাতা ভাগীরথী                      হরি-পদে উতপতি

মিজ-নাথ-অটা-বিলাসিনী ২ ।

ভগীরথ-তপ-বলে                      প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলেও

ঐশ্বর্য্যীঃকলুব-নাশিনী ॥

১। ‘প্রথম’ ঋ পুথি। ২। ‘নিবাসিনী’ ঋ পুথি। ৩। ‘প্রকাশিত’ ইত্যাদি স্থলে ‘আসিলে অবনিতলে’ ক পুথি।

একচিত্ত করি মন বন্দো দেব নাগায়ণ  
কমলা-সেবিত পদ ধার ।  
নরসিংহ-রূপ ধরি হিরণ্যকশিপু মারি  
খঙাইলে পৃথিবীর ভার ॥  
বন্দিবঃ ভারতী-পায় শুভ্রঃ স্তবর্ণ-কায়ঃ  
বাক্যময়ী স্মৃতিদায়িনী ।  
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে বসন বান্ধিয়া গলে  
কমলা কমল-বিলাসিনী ॥  
রাজহংস রথে গতি বন্দো দেব প্রজাগতি  
ত্রৈলোক্য গায়ত্রী করি সঙ্গে ।  
ভাবিয়া বাহার পদ মুনিগণে পায় বেদ  
চতুর্ভুজ লোহিত সর্বাঙ্গে ॥  
ঐরাবত-রথে গতি শচী সঙ্গে সুর-পতি  
মহিষ-বাহনেতে শমন ৮ ।  
প্রথমহ ভক্তি-মনে অজ-রথঃ ছত্ৰাশনে  
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন ॥  
বন্দো সিদ্ধু-সুত-পায় ১০ বোল-কলা-পূর্ণ-কায়  
কহিণ্যাদি নকত্র-সংহতি ।  
গমন অরুণ রথে নব গ্রহ করি সাথে  
প্রথমহ দেব দিন-পতি ॥  
দীন-হীনজন-বন্ধু ভক্ত-করণা-সিদ্ধ  
ত্রিশূল-চরণ বন্দো মাথে ।  
ভূমিগত হৈয়া কায় ১১ বন্দি কবিগণ ১২-পায়  
বিয়চিত্ত দ্বিজ ১৩ রঘুনাথে ॥  
সবে হৈয়া বিনিপুণ ১৪ শোন সত্য-দেব-গুণ ১৫  
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুভ্র' ক। ৬। 'স্তবর্ণকায়' খ। ৭। 'চতুর্ভুজ' ইত্যাদি  
স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্করেশ্বরী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে বমরাজ' খ।  
৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'ভার' খ। ১২। 'করিগণ' খ।  
১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব  
দেবগণ' খ।

অন্তঃ ১৬ যুগে মাহি ছিল তেই সে পুরাণে নৈল ১৭

কবিগণে নানা মতে ভাষা ১৮ ॥

পূর্ব কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম

ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।

তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি

ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥

নিত্য সেই বিপ্র জন গ্রাম করি পর্যটন

নিজোদর করয়ে পালন ।

আরো ১৯ দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্যটনে যায়

তাহে দেখে ২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥

ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্\*

হুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।

সদানন্দ শুনি বাণী ঘোড় করি ছই পাণি

নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥

শুনি প্রভু দয়াময় তাহে ২১ উপদেশ কয়

সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।

বহু মন্ত্র-তন্ত্র ২২ নয় সেবিলে বিভূতি হয়

সত্য সত্য কহিল বচন ॥

সোয়া পরিমাণ করি আশ্ব-তপ্তুল-শুড়ি

রস্তা দুই ২৩ হিন্দু ২৪ মিশ্রিত ।

প্রতিবাসী যত ধনী ২৫ সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি

নারায়ণে করি নিবেদিত ॥

সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি স্তবকতি ২৬

যায় যেই মানস করিয়া ।

ভক্তি করি রস্তা-পাত লইষেক বুড়ি হাত

প্রসাদ থাইবে তাহে ২৭ নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিত্র্যের করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ।  
 \* দিক্—( সংস্কৃত 'দিক্' = দিক্‌সমূহ ) দিকে। ২১। 'তাথে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ।  
 ২৩। 'যুক্ত' খ। ২৪। 'ইন্দুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'ভকতি' খ।  
 ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া নগরে গেলেক খাইয়া  
 বুদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।  
 সেই দিন ভিক্ষা করি যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯  
 ঘরে আসি করিল পূজন॥  
 বিধি মতে সেবা৩০ করি সভা ভরি৩১ বলে হরি  
 তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।  
 উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ স্তবন করিলা দ্বিজ  
 বর দিলা সত্য-ভগবান৩২॥  
 পণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ ঐহিকে পাইবে সুখ  
 পারত্রিকে৩৩ আমার স্থান৩৪।  
 এহা বলি দয়াময় আর করি দিবাচর৩৫  
 তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দান॥  
 সেই বর প্রকাশিল দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল  
 ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।  
 বিজ্ঞ৩৮ রঘুনাথে কয় সেবিলে বিভূতি হয়  
 সেব সবে সত্য-ভগবান৩৯॥  
 ধর্ম ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ। বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।  
 কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৩০ করিল গমন॥ পর্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর॥  
 কষ্ট-ফলে রোদ্র-জালে তুষ্ট-যুক্ত হৈয়া। সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে বাইয়া।  
 কত দূরে কানীপুরে উত্তরিল। গিয়া॥ ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া॥  
 বিপ্র দেখি বলে ছুখী৪১ জল কর দান। ভিক্ষা-পথে সেই মতে গুলিয়া বিধান।  
 সদানন্দ পায়্যানন্দ করাইল পান৪২॥ ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান॥  
 ভক্তিমন্ত দেখি শাস্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে। তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।  
 কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪॥ উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল॥

২৮। 'নমন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ।  
 ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারত্রিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ।  
 ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দ্বিগুণ নিজ পরিচর' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বুদ্ধি' খ।  
 ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার  
 আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান'  
 খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপূর্ণ কাষ্ঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে  
 'দুঃখ দূর হৈল তোর কিমত প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত  
 সব বৃত্তান্ত' খ।

সত্যনারায়ণ

শুনি হিত আনন্দিত কাঠরিয়াগণ । তার শেষে সর্ব দেশে হইল প্রকাশ ।  
 ঘরে যাইয়া তুষ্ট হৈয়া পূজে নারায়ণ ৪৬ ॥ সত্য-দেবে পূজি সবে ছুঃখ কৈল নাশ ॥  
 তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর । ঘোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন ।  
 ছুঃখ গেল ধন হৈল বিভূতি বিস্তর ॥ ছুঃখ হয় কৃপা কর ৪৭ সত্য-নারায়ণ ॥

ত্রিপদী ।

রক্তপুর ৪৮ নামে গ্রাম সর্ব-শুণে শুণ-ধাম  
 তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি ।  
 ভাৰ্য্যা তার লীলাবতী রূপে শুণে মহামতি ৪৯  
 ঘরে তার নাহিক সন্ততি ॥  
 এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন  
 কান্ধীপুরে কৈলা ৫০ অধিষ্ঠান ।  
 তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে ৫১ সাধু-তরি  
 এক কত্ৰা হৈল উপদান\* ॥  
 রাধি কলাবতী নাম পাত্র আনি অল্পপাম  
 শঙ্কপতি তাহান বিধান ৫২ ।  
 শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি  
 কত্ৰাকে করিল সম্প্রদান ॥

খর্ব ছন্দ ।

বর সঙ্গে মন-রঞ্জে তুষিয়া সুন্দরী । কত ৫৪ দিনে সাধু ৫৫ মনে বাণিজ্যে যাইতে  
 শাস্ত্র-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি ॥ সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে ॥  
 ছুই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল । শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ৬ নৌকা-আরোহণ ।  
 মহানুখে সকোতুকে রজনী বঞ্চিল ॥ উচ্চ-রব মাল্লা সব করে ঘন ঘন ॥  
 এহি মতে আনন্দেতে সাধু কত্ৰা পাইলে । সর্ব পথে নানা মতে দেখি তীর্থগণ ।  
 সত্য-দেবা নৈলে সেবা ৫৩ সাধু কর্মক্ষেপে ॥ প্রণমিয়া প্রবঞ্চিয়া ৫৭ করিল ৫৮ তর্পণ ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-ষয় স্থলে 'কাঠতক্ষ সেই বাক্য শুনি সাবধানে। ভাগ্য  
 মানি দ্রব্য আনি পূজিল বিধানে ॥' ক। ৪৭। 'ছুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ।  
 ৪৮। 'রক্তপুর' খ। ৪৯। 'মহাসতী' ক। ৫০। 'হৈলা' খ। ৫১। 'আইল' খ।  
 \* উপদান=উৎপত্তি। ৫২। 'রাধি' ইত্যাদি পংক্তিষয় খ পুথিতে নাই। ৫৩। 'সত্য'  
 ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ। ৫৪। 'এক' খ পুথি। ৫৫। 'হৈল' খ। ৫৬।  
 'শুভ' ইত্যাদি স্থলে 'শুভক্ষণে সুলগনে' ক। ৫৭। 'করে যায়া' খ। ৫৮। 'মান বে' খ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্ ।  
 রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান ॥  
 আজ্ঞা পায়া বাসা লয়া ছান্দিল দোকান ।  
 পূর্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্ ॥  
 রাজ-ঘরে যায়া চোরে সর্ব্ব স্ব হরিল ।  
 সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল ৬০ ॥  
 চরগণ অক্ষুণ্ণ রাজ-আজ্ঞা পায়া ।  
 হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়া ॥  
 নারায়ণে কুপ্ত-মনে ৬১ বৃদ্ধ বিশ্র হৈয়া ।  
 মুক্তা কাণে সাধু পানে ৬২ দিলা দেখাইয়া ॥  
 স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শ্রদ্ধাপতি ।  
 চোর করি ৬৩ আনে ধরি শস্তুর সংহতি ॥  
 কৰ্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা ছই জন ।  
 গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ ॥  
 জামাতার বহুকাল ৬৪ শস্তুর সংহতি ।  
 দেখি ৬৫ লীলা ছুঃখীলা সদত রোদতি ॥  
 সত্য-কোণে কোনরূপে ৬৬ হরি নিল ধন ।  
 কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ ॥  
 দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে ।  
 ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে ॥  
 উপবাসে বেলা-শেষে ৬৭ সাধুর কুমারী ।  
 ভিক্ষা জন্তে গেল কন্তে ৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী ॥

সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ ।  
 কলাবতী ছুঃখ-মতি পুছিল কারণ ॥  
 পূজা মত বিধি যত শুনিয়া বিশেষ ।  
 ভাগ্য মানি দ্রব্য আমি পূজে হৃষীকেশ ॥  
 তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ ।  
 সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন ॥  
 নিজা হৈতে উঠি প্রাতে কহে ৬৯ পাত্ৰ স্থানে ।  
 বন্দিযুক্ত ছই মুক্ত ৭০ সেই ক্রমে আনে ॥  
 তুষ্ট মনে ছই জনে করাইল নান ।  
 নিতি কৰ্ম্ম যথা ৭১ ধৰ্ম্ম বস্ত্র-পরিধান ॥  
 ছই জন আলিঙ্গন করি নূপ-বর ।  
 মিষ্ট ভাষি ৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর ॥  
 অশ্ব গজ বানা ৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার ।  
 রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার ॥  
 হীরা মতি নানাজাতি প্রধান ৭৪ যতেক ।  
 সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক ॥  
 নানাবিধি তৈজসাদি কহন না যায় ।  
 গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায় ॥  
 বানিয়াতি নানাজাতি লজ্জ তেজপাত ।  
 জাতিফল নিয়াছিল এলাচি শুভ্রাত ৭৫ ॥  
 নিজ পুরী শূন্ত করি দিল ৭৬ নানা ধন ।  
 যোড়-কর ৭৭ পরিহার করয়ে রাজন ॥

৫৯। 'স্ব' ক। ৬০। 'নিল' ক। ৬১। 'ক্ৰোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি  
 স্থলে 'মুক্তা' চলে সাধুগলে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে  
 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোণে' ইত্যাদি স্থলে  
 'দৈবযোগে কৰ্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক।  
 ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিজা' ইত্যাদি স্থলে  
 'দেখি সপ্ন কহে প্রব্র নিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'যত' খ। ৭২। 'রাশি' খ।  
 ৭৩। 'দিব্য' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিষয় ক পুথিতে  
 নাই। ৭৬। 'দ্বিরা' ক। ৭৭। 'করযোড়ে' খ।

দৈবাবধীনে ৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা । পড়ি ভূমি পদ নমি কৈলা সজ্জাব ৮০ ॥  
 বিনা দোষে কৈল ৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা ॥ মৃহভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায় ।  
 রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন । করি নতি গণপতি চড়িলা ৮১ নৌকার ॥

ত্রিপদী ।

আনন্দে চড়িয়া ৮২ নাথ সদাগর দেশে যায়  
 হরি বলে ৮৩ দাড়ি মাঝিগণ ।  
 হেন কালে ধীরে ধীরে ৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে ৮৫  
 আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥  
 পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে  
 পরিহাসে ৮৬ সাধু কহে কথা ।  
 তুমি ভিক্ষু ৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল  
 ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥  
 শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি ৮৮  
 এবমন্ত বলিলেন ছলে ।  
 নৌকার বত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল ৮৯  
 ভাসিয়া উঠিল সব জলে ৯০ ॥  
 দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন ৯১  
 হেন কালে কহে শম্ভুপতি ।  
 আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর ৯২  
 তবে তোমার যুচিবে দুর্গতি ॥  
 সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা  
 জামাতার সহিতে গমন ।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিভয় স্থলে খ  
 পুথির পাঠি যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত । তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িলা ভূমিত ॥'  
 ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে  
 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বুদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যে'  
 খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'বহুমণি' খ। ৮৯। 'নৌকার' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার  
 বতেক ধন আচরিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব' জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১।  
 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার  
 বিজয়' খ।

নতশির গদগদ                      ধরিত্রা বিপ্লবের পদ  
 করিলেন অনেক স্তবন ॥  
 সাধু যদি মিনতিলা২৩              শুনি দ্বিজ২৪ তুষ্ট হৈলা  
 নৌকা কাছে করিলা গমন ।  
 দয়া কৈলা নরহরি                      ধনপূর্ণ হৈল তারি  
 নমি সাধু চলিলা তখন২৫ ॥  
 বাহ বাহ সাধু ডাকে                      মাল্লাগণ বাহে ঝাকে  
 নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম ।  
 পবন-সঞ্চারে২৬ ধায়                      আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়  
 সঙ্ঘাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥  
 গৃহে লীলাবতী ধনী                      পুরোহিত ডাকি আনি২৭  
 পূজা করে সত্য-নারায়ণ ।  
 হেন কালে বলে চরে                      লক্ষপতি আইল ঘরে  
 মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥  
 আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি                      শীঘ্রগতি সাধু-নারী  
 নদীতীরে করিলা গমন ।  
 কলাবতী শুনি কথা                      প্রসাদ কেলিয়া তথা  
 ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥  
 এথা ঘাটে সদাগরে                      নানা স্তম্ভল করে  
 লাগাইয়া সপ্তধ্বনা তারি ।  
 বাস্তভাণ্ড উতরোল২৮                      নাহি শোনে কার বোল  
 ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ খঞ্জরি ॥  
 কলাবতীর অপরাধ                      তাহে ঘাটে পরমাদ২৯  
 কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল ।  
 উদ্ভিত নির্মল১০১ শশী                      শঙ্খপতি ছিল বসি  
 নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥  
 হেন কালে সদাগরে                      নানা স্তম্ভল করে  
 নৌকা হইতে উঠিলেক তটে ।

২৩। 'প্রণতিলা' খ। ২৪। 'প্রভু' খ। ২৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল  
 গমন' খ। ২৬। 'গমনে' খ। ২৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি  
 ডাকি লীলা' ক। ২৮। 'উচ্চ রোল' খ। ২৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু জগন্নাথ'  
 ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'কুণ্ড হোয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।



সাধু আদেশিলা লোকে                      শীঘ্র আন জামাতাকে  
 নোকা সহ নাহি দেখি ষাট ॥  
 আহা প্রভু অগ্নাধ                      কিবা হৈল সজ্জাবাত  
 প্রাণ-সম জামাতা কোথায় ।  
 লীলাবতী শুনি বাণী                      শিরেতে পাষণ হানি  
 অচেতনে পড়িয়া তথায় ১০২ ॥  
 হেন কালে কলাবতী                      ধায়া আসি শীঘ্রগতি  
 কথা শুনি হৈলা অচেতন ১০৩ ।  
 ক্ষেপেকে চেতন পায়্যা                      ধরা-তলে লোটায়্যা  
 সক্রমে করিছে রোদন ॥

লাচারি\* ।

কান্দে নারি কলাবতী                      আহা প্রভু প্রাণপতি  
 অভাগিনী ডাকিছে তোমায়ে ।  
 কোন অপরাধে মোরে                      পাসরিলা প্রাণেশ্বরে  
 কি কারণে ভেজিলে আমারে ॥  
 সপনেহ তোমা বিনে                      অস্ত্র নাহি মোর মনে  
 তবে কেনে নিদ্রা হইলা ।  
 প্রফুল্ল সময় পায়্যা                      মধু-পান না করিয়া  
 কেনে পুষ্প বিসর্জন কৈলা ॥  
 চন্দ্র-হীন ১০৪ নিশি-শোভা                      সূর্য্য বিনা যেন দিবা  
 শিখী যেন বিনা কাদঘিনী ।  
 মণি-হারা যেন ফণী                      শশী বিনা কুমুদিনী  
 কাদঘিনী বিনা সোণামিনী ॥  
 জল বিনা যেন মীন                      সরোবর পদ্মহীন  
 পদ্ম যেন বিনা মধুকর ।

১০২ । ‘অচেতনে’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া’ খ । ১০৩ । ‘হেন কালে’ ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

\* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওঁট তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে ‘হে’, ‘ওহে’, ‘আরে’ ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয় । ১০৪ । ‘তারা-হীন’ ক ।

রাজা-হীন যেন ভূমি                      তোমা বিনে তেন আমি  
শোকানলে হৈয়াছি কাতর ১০৫ ॥  
পরবাসে ছিলে ১০৬ ভূমি                      সতত চিন্তিত আমি  
আগমনে পরিবে বাঞ্ছিত ।  
ষাদশ বৎসর পরে                      যদি বা আসিলা ঘরে  
তাছে বিধি ক'রল বঞ্চিত ॥  
কোন অপরাধে মোরে                      বিধি বিড়ম্বনা করে  
কিবা মোর লিখিল ললাটে ১০৭ ।  
কোন জন্মে ছিল পাপ                      কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ  
তে কারণে পতি ডুবে ঘাটে ১০৮ ॥  
বারমাদী ।  
ইহ ত বৈশাখ মাস                      তুহিন ১০৯ হইল নাশ  
প্রচণ্ড যে হইল তপন ১১০ ।  
বসন্ত আগত দেখি                      ডাকরে কোকিল পাখী ১১১  
আমি তাহে হুঃখিত বিনন ॥  
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডাকর্ণ ১১২                      গ্রীষ্ম হৈল স্নানাকর্ণ ১১৩  
পক্ষ আত্র হইল মিলন ।  
ফুটিল বকুল জাতি                      তাহে মোর নাহি পতি ১১৪  
কাল যাবে করিয়া কেমন ॥  
আবাড়েতে ঘন বৃষ্টি                      শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি  
ভাদ্র মাসে পক্ষ তালগণ ।  
আম্বিনেতে দশভুজা                      ত্রিভুবনে করে পূজা  
তাছে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পর-বাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিল' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা                      বিষম মদন-জালা  
চিন্ত মোর করয়ে দাহন ।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অম্বরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোল' খ। ১১৩। 'স্নানারোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাছে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

কার্তিকে শরত কাল      নিশি-শোভা অতি ভাল ১১৫  
 মার্গশীর্ষে নবীন ভোজন ।  
 পৌষ মাসে দিবা-হ্রাস      দীর্ঘ রাজ অভিলাষ  
 তাহে মোর পতির মরণ ॥  
 মাঘ মাস মহাধন্য      স্নানদানে মহাপুণ্য  
 স্নমধুর ১১৬ তাষুল চর্কণ ।  
 ফাল্গুনেতে মন্দ শীত      চৈত্রে নারী হরষিত ১১৭  
 তাহে মোর পতির নিধন ॥  
 এহি মতে কলাবতী      বিলাপ করিয়া অতি  
 উচ্চস্বরে ১১৮ করিছে রোদন ।  
 কাতর করুণা\* শুনি      দয়া কৈলা দেবমণি ১১৯  
 বিজয়ঘুনাথের বচন ॥  
 থকি ছন্দ ।

লক্ষপতি শুদ্ধমতি করে হাহাকার ।	তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু গদাধর ।
হেন কালে পড়ি গেলে শব্দ হৃদহার ॥	নৌকা ঘাটে ভাসি উঠে জলের উপর ॥
শোন সাধু তোর বধু কহক কন্যারে ।	লক্ষপতি শীঘ্রগতি জামাতা আনিলা ।
ভূমিগত প্রসাদ ১২০ তুলিয়া থাইবারে ॥	নারীগণে শুভক্ষণে ঘরে নিয়া গেল ॥
এত শুনি সাধু-মণি হৈল হরষিত ।	বারেবার অঙ্গীকার পূজা করিবার ।
মৃত দেহে হৈল তাহে জীব সঞ্চারিত ১২১ ॥	তুষ্টমনে ছই জনে আরম্ভিলা তার ॥
আচম্বিতে সচকিতে সাধু লক্ষপতি ।	নিমন্ত্রণ নিবেদন করি সদাগর ।
ভাষ্যা লীলা আদেশিলা অতি হৃষ্টমতি ॥	চারি পাশে দেশে দেশে পাঠাইলা চর ॥
লীলাবতী শীঘ্রগতি কন্যাকে কহিল ।	বাস্তবকার নাট্যকার বিভাধরগণ ১২৩ ।
সাধু-কন্যা মানি শ্রদ্ধা ১২২ প্রসাদ থাইল ॥	যত ১২৪ প্রজা সাধু রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ॥

১১৫। ‘কার্তিকে’ ইত্যাদি স্থলে ‘উষা মাসে দেবরাস দশ ইন্দ্র পরকাশ’ ক। ১১৬। ‘স্নমধুর’ খ। ১১৭। ‘চৈত্রে’ ইত্যাদি স্থলে ‘চৈত্র মাসে বসন্ত’ ক। ১১৮। ‘উচ্চস্বরে’ ক। \*করুণা=কাতর-উক্তি। ১১৯। ‘কৈলা’ ইত্যাদি স্থলে ‘কৈলা দেববানী’ খ। ১২০। ‘প্রসাদ বত’ খ। ১২১। ‘এত’ ইত্যাদি পংক্তিষয় স্থলে—

‘এত শুনি সাধুমণি হৈলা অচেতন।

তপ্ত স্থল দিলা জল কোন মহাজন ॥’ ক।

১২২। ‘সাধু’ ইত্যাদি স্থলে ‘বাস্তব হৈয়া শীঘ্র বাইয়া’ খ। ১২৩। ‘বিভাধরগণ’ খ।

১২৪। ‘সঙ্গে’ ক।

প্রতিবেশী দাগদাসী আসিয়া মিলিল ১২৫ ।  
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল ॥  
দুগ্ধ শুদ্ধ রস্তু আর আতব তণ্ডুল ।  
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাষুল ॥  
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ ।  
উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান ॥  
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচূর খাসা ।  
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা ॥  
কন্দ গাঠা জজীমিঠা ১২৬ এলাচির দানা ।  
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা ॥  
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব কত কব তারে ১২৭ ।  
ফল আদি নিরবধি দিল ভারে ভারে ॥  
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে ।  
নারীগণ ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে ॥  
স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ ১২৯ ঘটে করিয়া স্থাপন ।  
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ ॥

উত্তরাসো অগ্রকাশে স্মরি বিষ্ণু-বীজ ।  
ধানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ ॥  
ঢোল ডম্ফ জগম্প খঞ্জরি মৃদঙ্গ ১৩০ ।  
তাষুরা মন্দিরা আর তবল ব্রহ্ম ॥  
সপ্তস্বর সেতার আর সারিন্দা পিনাক ।  
বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ ॥  
উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে ।  
বেশ করি বিজ্ঞাধরী নাচে কোতুকে ॥  
সুস্বরিত ১৩১ গায় গীত গাথক সকল ।  
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল স্তম্ভল ॥  
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী ।  
স্বর পুরি ১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি ॥  
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন ।  
হুংখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ ॥  
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু ।  
কৃপা-মন নারায়ণ তার ১৩৩ ভবসিদ্ধ ॥

স্তব অক্ষর চোতিশ\* ।

করি ষোড়শাশি

কহে স্ততি-বাণী ১৩৪

কাতর কলুষ-জ্ঞানে ।

১২৫ । ‘প্রতিবেশী’ ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, বথা—

‘সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন । সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ ॥ গোরস ইক্ষুক রস্তু আতব তণ্ডুল । বাটা ভারি সজ্জ করি শুবাক তাষুল ॥’ ১২৬ । ‘কন্দ’ ইত্যাদি স্থলে ‘নকুলামি নানাবিধি’ খ । ১২৭ । ‘মিষ্ট’ ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে ‘যত সর্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর । লিখিতে কহিতে হর গ্রহস্ত বিস্তর ॥’ ক । ১২৮ । ‘নারীগণ’ ইত্যাদি স্থলে ‘মধ্যাহ্নে বিজ্ঞাসনে বেদবিধি মতে ॥’ ক ।

১২৯ । ‘পূর্ণ’ ক । ১৩০ । ‘ঢোল’ ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ বথা—‘চাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ খঞ্জরি । তাষুরা সারিন্দা বীণা শানাই তেউরি ॥ সপ্তস্বর সেতার কাড়া মন্দিরা পিনাক । বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ ॥’

১৩১ । ‘সুস্বরেতে’ খ । ১৩২ । ‘স্বর পুরি’ স্থলে ‘সব নারী’ খ । ১৩৩ । ‘নারায়ণ তার’ স্থলে ‘গদাধর তরাণ’ খ । \* এই স্তবের কলিগুলি রামকলি রাগিণী ও একতালা ভালে গীত হইয়া থাকে । ১৩৪ । ‘করি’ ইত্যাদি স্থলে ‘করি স্ততি-বাণী করযোড়-পাশি’ খ ।

କୃଷ୍ଣ କୃପାମୟ	କେଶି-କଂସ-ଜୟ ୧୦୫
କ୍ଳେଶ-କ୍ଳୟ କର ଦାସେ ୧୦୬ ॥	
ଧଳ-ତାପ-ହାରୀ	ଧଳ-କ୍ଳୟ କରି
ଧିତି ଧରିଛ ଆପନେ ।	
ଧୈରୋଦ-ନିବାସୀ	ଧ୍ୟାନେ-ବିଳାସୀ
ଧେମା କର ଧିନ ଜନେ ॥	
ଗୋଲକ ଛାଡ଼ିয়া	ଗୋପ-ଗୃହେ ବାସୀ
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ-ଗିରିଧାରୀ ।	
ଗୋପ-ଶିଳ୍ପ ଲୟା	ଗୋ-ଧେନୁ ଚରାୟା
ଗୋପୀ-ଚିତ୍ତ କୈଳା ଚୁରି ॥	
ସୋର ଭବାର୍ଣବେ	ସୁଗତି ଏ ସବେ
ସେରିଛେ ଶମନ-ଦୂତେ ।	
ସରୋର ସେବକ	ସୁଚାଓ ବିପାକ ୧୦୭
ସୋଷଣା ରବେ ୧୦୮ ଜଗତେ ॥	
ଉତପତ୍ତି-କାରୀ	ଉନମତ୍ତ-ଐରି
ଉଡ଼ିଆୟ ଅବସ୍ଥିତି ।	
ଉକ୍ତି-ସୁକ୍ତି-ନାତା	ଉମାପତି ଧାତା ୧୦୯
ଉଦ୍ଦେଶିଆ କରେ ଶ୍ରୁତି ॥	
ଚଣ୍ଡୀ-ଚକ୍ରେଶ୍ବର ୧୧୦	ଚତୁର୍ଭୁଜ-ଧର
ଚକ୍ଷୁଚୂଡ଼ାକିନ୍ନ-ମାଧା ୧୧୧ ।	
ଚାକ୍ଷୁ ଚନ୍ଦ୍ର-ବର ୧୧୨	ଚରଣେ ନନ୍ଦର ୧୧୩
ଚୂଡ଼ାୟ ମୟୂର-ପାଦା ॥	
ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-କାରୀ	ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀହରି
ଅନ୍ଧା ସ୍ନେହ ଅବତୀର୍ଣ ।	
ହିଳ ଦଶ-ସୁଖ	ହିତ୍ର ନବ ଦଣ୍ଡ
ହିଲେ କୈଳା ହିରା ଭିର ॥	
ଜୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ	ଜାୟବ-ନନ୍ଦନ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ-ସାମୀ ।	
ଜଗତ-କାରଣ	ଜଗତ-ପାଳନ
ଜଗତ-ନାଶନେ ଜାମୀ ୧୧୪ ॥	
ଝଲମଲ ମୁଖ	ଝଲକେ ଛିଲୋକ
ଝଲମଲ ବନ ମାଳା ।	

୧୦୫ । ‘କୃଷିକ କୃପାମୟ’ ଥ । ୧୦୬ । ‘କ୍ଳେଶ ଦିଲା ଦୀନ ଦାସେ’ ଥ । ୧୦୭ । ‘ଅପଦେ’ ଥ । ୧୦୮ । ‘କରେ’ ଥ । ୧୦୯ । ‘ଉଡ଼ି’ ଇତ୍ୟାଦି ପଂକ୍ତିଦ୍ବୟ ଥ ପୁଥିତ ନାହିଁ । ୧୧୦ । ‘ଚକ୍ରେଶ୍ବରୀ’ ଥ । ୧୧୧ । ‘ଚକ୍ଷୁ’-ଇତ୍ୟାଦି ହଲେ ‘ଚକ୍ଷୁଚୂଡ଼ାକିନ୍ନା ମାଧା’ ଥ । ୧୧୨ । ‘ଚକ୍ଷୁଧର’ ଥ । ୧୧୩ । ‘ଚରଣେ ନନ୍ଦର’ ହଲେ ‘ଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଦଳ’ ଥ । ୧୧୪ । ‘ଜଗତ’—ଇତ୍ୟାଦି ହଲେ ‘ଜଗତ-ସଂସାର-କର୍ତ୍ତା ଭୂମି’ ଥ । ‘ଜାମୀ’ (ସଂସ୍କୃତ—‘ସାମୀ’)=ଐହରୀ ।

ঝাপনে ১৪৫ কলুশ                      ঝঙ্কারে মাহুশ  
    ঝাটে হর ১৪৬ যম-জালা ॥  
 নিয়মিত-কর্তা                      নিয়মিত-ভর্তা  
    নিয়ন্তরূপ তুমি ।  
 নিয়মিত-বদ্ধ                      নিস্তার-মুকুন্দ  
    নিদানে পরিছি আমি ১৪৭ ॥  
 টুটাইছে যমে                      টোনসরোসমে(?)  
    টঙ্ক\*-ধারী অমুচরে ১৪৮ ।  
 টঙ্কারহ ধমু                      টলমল তনু ১৪৯  
    টুটাও ভব কিঙ্করে ॥  
 ঠাকুর নিকটে                      ঠেকেছি সঙ্কটে  
    ঠাইট নাহি মারে দাসে ১৫০† ।  
 ঠেকিয়াছি ঘোরে                      ঠাঙা কর মোরে  
    ঠাই দিয়া পদ পাশে ॥  
 ডাহিনে বামেতে                      ডাঙ্গা বাণ হাতে  
    ডংসিছে শমন-দুতে ।  
 ডর নাহি তাকে                      ডাকিয়া তোমাকে  
    ডকা মারি\*\* রবিহতে ॥  
 ঢাক ঢোল আদি                      ঢকা নানাবিধি ১৫১  
    ঢল ঢল কাঁসী বাজে ।

১৪৫। ‘ঝলকে’ খ। ১৪৬। ‘নাশ’ খ। ১৪৭। ‘নিয়মিত’ ইত্যাদি চারি পংক্তির  
 স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—‘নিয়ত-কারণ                      নিমিত্ত-পূরণ  
    নিধন জনের’ বদ্ধ ।  
 নিয়জন রূপ                      নির্বিকার-স্বরূপ  
    নিত্য নিত্য ভব-সিদ্ধ ॥’

\* ‘টঙ্ক’=পাষণ-ভেদকারী বস্ত্র-বিশেষ । ১৪৮। ‘টুটাইছে’ ইত্যাদি পংক্তির স্থলে খ  
 পুথির পাঠ যথা—                      ‘টলমল নীরে                      টুটিয়া গম্বীরে  
    টুটাইলা তুমি-তলে ।’

১৪৯। ‘টঙ্কারহ’ ইত্যাদি পংক্তির স্থলে খ পুথিতে নাই । ১৫০। ‘ঠাইট’ ইত্যাদি স্থলে  
 ‘ঠাই’ দেও দীন দাসে’ খ।† ‘ঠাইট’ ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সম্মিষেচক প্রভু) দাসকে  
 ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয় । ‡ ‘ডাঙ্গ’=  
 অকুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ । খ ‘ডংসিছে’=গীড়ন করিতেছে ; (এখানে দংশন অর্থ সম্ভব  
 হয় না ; বিভাপতির পদাবলির ‘দমন-লতা জহু দমসল হাত’ ইত্যাদির সহিত তুলনীয়) ।  
 \*\* ‘ডকা মারি’=বিজয়-সূচক ডকা-ধ্বনি করি । ১৫১। ‘ঢাক’ ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে  
 খ পুথির পাঠ, যথা—‘ঢল ঢল নেত্র ঢল ঢল গাজ ঢল ঢল কাঁসী বাজে ।

ঢল ঢল লইয়া ঢল ঢল বাজিয়া ঢল করিয়া সাজে ॥’

চোলে বাজে তাল	চোলে বন-মাল
চলু চলু আঁধি সাজে ॥	
অনন্ত-সংস্থিত	অনন্ত-বেষ্টিত ১৫২
অনন্ত তোমার নাম ।	
অনন্ত-শয়ন	অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥	
ত্রিলোক-তারক ১৫৩	ত্রিগুণ-ধারক
তবু তোমা ১৫৪ কেবা জানে ।	
তাপিত তনয়	আসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে ১৫৫ ॥	
হাবর অঙ্গম	স্থষ্টি স্থিতি বম
হুলাস্থল ১৫৬ ভূমণ্ডলে ।	
পরপর ১৫৭ ভয়	থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥	
দম্ভজ-দলন	দৈবকি-নন্দন
ছষ্ট কংসাসুর-ঐরি ।	
দীনহীন বন্ধু	দয়াময় সিন্ধু
দরিত্র-তরণে তরি ১৫৮ ॥	
ধরাধর ধরি	ধরণী উদ্ধারি
ধন্ত করিলে মহিমা ১৫৯ ।	
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে	ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা ১৬০ ॥	
নম নারায়ণ	নম জনার্দন
নরসিংহ-অবতারী ।	
নম সনাতন	নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ১৬১ ॥	

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তবু তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান রেখ' খ। ১৫৭। 'পরসুর' খ। ১৫৮। 'দরিত্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন                      ধন্ত ত্রিভুবন  
ধরিলা চরণ-ভরজে ।—খ পুথি ।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—

'নমো নমো নম                      নমো নরোত্তম  
'নমো নৃসিংহ' অবতারী ।  
নমো নারায়ণ                      নমো নিরঞ্জন  
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ                      পতিত-পাবন  
    পতিত জনের বন্ধু ।  
 পতিত কিঙ্করে                      পাণিষ্ঠ পামরে ১৬২  
    পার কর ভব-সিদ্ধ ॥  
 কণি-ঐরি-কঙ্ক্রে                      ফিরহ ১৬৩ আনন্দে  
    কণি-সজ্জা কণি-পতি ।  
 কণি-মণি গলে                      কণি-রূপ ছলে  
    কণায় ধরিছ ক্ষিতি ॥  
 বৈকুণ্ঠ-নিবাসী                      বিপিন-বিলাসী  
    বৃন্দাবনে বংশীধারী ।  
 বক বধিবারে                      বসুদেব-ঘরে  
    বলভদ্র-অবতারী ॥  
 ভারাবতারণে                      ভুবন-পালনে  
    ভৃগুরাম অবতার ।  
 ভব-ভয়ে ভীত ১৬৪                      ভকতি-বঞ্চিত  
    ভবার্ণবে কর পার ॥  
 মোহিনীর ছলে                      মোহি দৈত্যকূলে  
    মায়াতে করিলা নষ্ট ।  
 মুকুন্দ মুরারি                      মধুকৈটভারি  
    মহিমা বেদ-অপষ্ট ॥  
 যজ্ঞ-যোগ্য-কারী                      যজ্ঞ-যম-হারী  
    যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি ১৬৫ ।  
 যোগ-নিজ্ঞা-রূপ                      যোগেন্দ্র-স্বরূপ  
    যোগমায়াময় নিধি ॥  
 রাম-রূপ ধরি                      রাবণ সংহারি  
    রক্ষা কৈলা সুর-লোকে ।  
 রবির তনয়                      রিপু হ্রাশয়  
    রক্ষিতা হও সেবকে ॥  
 লয়া তব নাম                      লজ্জা সিদ্ধধাম  
    লক্ষা-জয়ী হনুমান ।  
 লক্ষ্মী-জনর্দন                      লক্ষ্মী-নারায়ণ  
    লক্ষ্মীপতি ভগবান ॥  
 বামন হইয়া                      বলিকে ছলিয়া  
    ব্রহ্মাণ্ডে ১৬৬ লইলা ভিক্ষা ।

১৬২। ‘পতিত’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে’ খ। ১৬৩। ‘ফিরয়ে’ খ।  
 ১৬৪। ‘ভব’ ইত্যাদি স্থলে ‘ভয়ভীত-চীত’ ক। ১৬৫। ‘যজ্ঞ’ ইত্যাদি পংক্তিষয়ের স্থলে  
 ক পুথির পাঠ বধা,—‘জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি’ ১৬৬। ‘ব্রাহ্মণে’ খ।



বরাহ-রূপেতে                      বসিয়া বনেতে ১৬৭  
    বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥  
 শক্তি-শূলধর                                      শঙ্খচক্রেধর  
    শঙ্কু স্বর স্বরূপিলে ১৬৮ ।  
 শর-বাহু ঐরি                                      শশি-কলা ধরি  
    শাক্তানন্দ প্রদাইলে ১৬৯ ॥  
 বড়গুণাপ্রিত                                      ঘটকর্ম্ম বর্জিত  
    যট্টরাত্র-নির্কঙ্কিতা ।  
 বড়ভূজ-ধারী                                      বড়রিপু-হারী  
    ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা\* ॥  
 সর্ব-বেদ-বিধি                                      সর্ব-গুণ-নিধি  
    সর্ব জীবে তুমি ভর্তা ।  
 সৌখ্য-মোক্শ-দাতা                                      সংসার-পালিতা  
    সর্বেশ্বর সর্ব-কর্তা ॥  
 হান্ত-লীলা করি                                      হৈলা হর-হরি  
    হলধর অবতীর্ণ ।  
 হিরণ্যকশিপু                                      হৈয়া তার রিপু  
    হেলায় করিলা চূর্ণ ॥  
 ক্ষত্রিয় সকলে                                      ক্ষয় কৈলা ছলে  
    ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি ।  
 কীণ দীনহীন                                      ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন ১৭০  
    ক্ষমা কর নরহরি ॥

কুব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান ।                      ভক্তি-ভাবে যেই সবে পুজে চিরকাল ।  
 তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দান ॥                      ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥  
 পূজা সাজে কষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি ।                      সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম ।  
 নিমন্ত্রিত বিদ্যারিত কৈলা বধামতি ১৭১ ॥                      সমাপ্ত হইল পুঁথি করহ প্রণাম ॥  
 কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল ।                      দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি ।  
 লীলাবতী সজে করি স্বর্ণপুরে খেল ॥                      সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি ১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বাসেতে' খ। ১৬৮। 'স্বরূপিনী' খ। 'শঙ্কু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয়  
 এই যে—শঙ্কু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯।  
 'প্রদাইনো' খ। \* 'পূর্ণিতা' = পূর্ণায়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্তা। ১৭০। 'কীণ' ইত্যাদি স্থলে—  
 'কীণ হীন জনে ক্ষুদ্র কল্প জনে' খ। ১৭১। 'বিদ্যারিত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক যত বার  
 বধা তথি' খ। † 'ঠাকুরাল' = ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অস্তিত্ব  
 কলিচি ক পুঁথিতে নাই।

## “সংবাদসাধুরঞ্জন”

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের কাঁইলের মধ্যে জঁখরচন্ড গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুস্ত্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিং বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮৫৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দেশ আছে। মাসিক মূল্য ১০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম “সংবাদসাধুরঞ্জন”। আকার তৎকালীন প্রাচ্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১”x৮”। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম “সুধীরঞ্জন” বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—“মদ্রচিত গল্প পল্প পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঞ্চা মাত্র।”

“সংবাদসাধুরঞ্জন”র আলোচ্য সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যমুবাদ দৃষ্ট হয়,—

“প্রচণ্ডপাণ্ডুরতরুপ্রভঞ্জনঃ । সমস্তসল্লোকমনোহরুরঞ্জনঃ ॥

সদা সদালোচনলোচনাঞ্জনঃ । প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ ॥

প্রচণ্ড পাণ্ডুরূপ তরুপ্রভঞ্জন । সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন ॥

সদা সং আলোচন লোচন অঞ্জন । সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥”

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় শেষ কলামের অন্তর্ভাগে লিখিত আছে—“এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়। মাসিক মূল্য ১০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২১০ টাকা।” এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—“Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor.”

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। “সাধুরঞ্জন” পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক “পাণ্ডুপীড়নের” মৃত্যুর পর \*। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

\* পাণ্ডুপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ দ্রষ্টব্য)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ভাষ্য আন্তরিক বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলামে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চাকরাণি ও দুই ভাগ বাছবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীহর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, “খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি” নামক যে “মাসিক পুস্তক” ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় “আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে”। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকতর প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। “অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এট যে, তাঁহার স্বার্থ রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র রূপণতা না করেন।” (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা “মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটরি ৬৭ নং ভবনে।”

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে প্রথমেই “হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামচরণ বরাদ মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন”। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এতরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলামের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দা: ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন তদ্রূপ পক্ষিকগণের প্রতি আবির্ভাব নিক্ষেপ করিবার সময় ক্রমক্রমে “মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে” কাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্তৃক তজ্জন্ত বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। “কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবির্ভাব আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।” এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলামের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলামের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলাম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলাম ও ২য় কলামের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিভ্রাটিকার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিভ্রাটাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা—“মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্বরা ভূমিতে বিভ্রাটান্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদক্ষুর উন্মূলন হইয়া বজ্রাঘু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ওদার্য্য ধৈর্য্য গাভির্ঘ্য শোণ্য ভৌর্যাদি স্রগন্ধি স্তম্বর কুম্মাদিতে সুরমা চিত্ত ক্ষেত্রে স্রশোভিত করে। এবং সেই মনোবন্ অরণ্যানি অন্তরালে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকৃষ্টমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্তার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলামের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলামের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত “ছাত্র হইতে প্রাপ্ত” শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় “কল্পণাময় বিশ্বাধিপ”এর গুণকীর্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্বোক্ত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে “কস্তুচিং বলাগড়ি বিভালয়স্থ ছাত্রস্য” স্বাক্ষর।

তৎপরে ৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলামের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলামের অর্ধাংশ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত “কস্তুচিৎ হৃগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্ত। সাং কাঞ্চনপল্লী” স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—“মহাশয় মদীয় নিয়ন্ত্র কতিপর পদ্যপীক্তি অমুকম্পা প্রকাশ পুরসের ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্ত্রভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।” কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অমুকরণে লিখিত, বিশেষতঃ কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

“উঠরে কামিনী প্রাণ বামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো॥”

বিষয়—নারিকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নারিকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাটীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জিত নহে। “বদন থলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা মদন দিয়া করহ দংশন” প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই “সাধুরঞ্জন” পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতার এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হৃগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে “হাতে ঝড়ী” এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপর কবিতাবলী তাঁহার “পদ্যসংগ্রহে” (১৮৬৬) সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মানব-চরিত্র” শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্ত পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অস্ত্র কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অমুগ্রহ করিয়া পরিষদগ্রহাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ স্বস্তির ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

## ভদ্রাজ্জুন \*

ভদ্রাজ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা—রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ণ নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রাজ্জুন। অর্থাৎ। অজুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ।। শ্রীতারচরণ শিবদার কর্তৃক প্রণীত।  
“রমৈষা ভগিনী পার্থ সারণশ্চ সহোদরা।। সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মৈ দয়িতা সূতা” ॥  
কলিকাতা। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।। শকাব্দ ১৭৭৪।।

পুস্তকের আকার ৭" X ৪"।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাশ্রাণী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রাজ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় “নারায়ণে” (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) “বাঙ্গালা আদি নাটক” এবং “প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুস্ত্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরণবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরণবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচ্চন্দ্র ঘোষের “ভানুমতী চিন্তাবিন্যাস” ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রাজ্জুন নাটকের পূর্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরণবাবুর “বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্বকথা” শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত “রমণী নাটক”এর উল্লেখ আছে। এই “নাটকের” এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরণবাবু বাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাহল্লর ধরণের অথচ ভদ্রপেন্দা বিকৃতকটির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দীর্ঘশব্দবোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ :—“শ্রীশ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক। / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা শ্রামপুষ্করিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক গোড়ির স্রমাদ্ সরল / বঙ্গভাষায় পরায়াদি / বিবিধ প্রকার অভি / নব ছন্দে দিয়া ২ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / ভে বেমুর্জী এণ্ড কোম্পেনির ইষ্ট / ইণ্ডিয়ান নামক ছাপা যন্ত্রে ব্রত্বিত হইল। / সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৭৩ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক বাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্রাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন। / মূল্য ১ টাকা মাত্র। /” উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকায় সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

## [১] বিজ্ঞাপন

“মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ণে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন ; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে ; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্ভত হইলে গ্রন্থকর্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাপ্তকৃত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জ্ঞাত পরোপকাররূপ পরম লাভ মহামুসমাঞ্জে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্তারদিগেরও মানস চক্ষু তাহা লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয় ; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [ ২ ] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও হৃদয়শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

“আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিধান বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; তাঁহারা সকলেই ইহার আভ্যাস পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্তাকে কোনক্রমেই হান্তাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিভাগ নিপুণ ক্তরাব্যাস \* যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না ; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়েরদিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না ; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, বাহা সর্বজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[ ৩ ] “কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্বমনোরঞ্জনক কোন পদার্থ এই জগৎগুলে অস্তিত্ব লাভ করে না। অধিক কি কহিব, যিনি এই অধিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতীপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহান হইয়া অনেককেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি আকিঞ্চকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব ? বিশেষতঃ বাল্যলা ভাষা এখনও নবীন ও অলঙ্কারপরিহীন, এবং তাঁহার দারিদ্র্যাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। বাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিশা স্বতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

চিত্তাকর্ষণী শক্তি অল্পে এমন নহে ; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্বল্যমান করাই কর্তব্য ; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[ ৪ ] “বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলাসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজন্যই তত্ত্বগণ আসিয়া তত্ত্বাভি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাত্মারতীয়া আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সংকলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারা যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমন নহে ; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্ব্যতীত সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া লুপ্ত বহুমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

- [ ৫ ] “এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার স্বকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাৱশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গল্প পট্ট রচনার নিয়মের অগ্রাধা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্ভবতঃ কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; বলা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে স্বপ্রদার ও নটর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অগ্রান্ত কার্য্য, এবং বিদুষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় ( Act ) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক ( Act ) এক্ট বৈশিষ্ট্য ( Scene ) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত ( Scene ) সিন্ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ষটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই ( Scene ) সিন্ কহে। বলা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞানন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চী-পুরে ভট্টের গমন ও স্তম্ভের সহিত তাহার কথোপকথন, ষত্বেপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [ ৬ ] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের অতিক্রমিত প্রায় ইউরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইউরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নৈপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্ব্যতীত কুশীলবগণের

ভায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া বুদ্ধস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলাহুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

“বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতা হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে শ্রেণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আভ্যুপগম্য দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারচরণ শীকদার।”

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পরায়চ্ছন্দে রচিত “আভাস” শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—১২) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবদ্ধে সামান্তভাবে গল্পাংশের স্মৃতি করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রাশংসা, কোরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইত্যগ্রহ রাজপুত্রী নিশ্চয় ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

“যথাবিধি রাজকার্য্যে ক্রটি নাহি তার।

নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥

বাজসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।

সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥

নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।

তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অঙ্কন॥” (পৃ ১২)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৪২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠা নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র

হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা

যুধিষ্ঠির

অধিপতি

ভীম

অর্জুন

নকুল

সহদেব

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ

দ্রুপদ

ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ

দ্রুপাদ

ঐ

ভীষ্ম

শ্রীমতের তনয়

কর্ণ

দ্রুপদের তনয়



বহুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বহুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বহুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সায়থী

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
• কুম্বিনী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অভ্রান্ত কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মজপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।”

### প্রথম অঙ্ক—( পৃ: ১—১২ )

প্রথম সংযোগস্থল ( পৃ: ১—১০ ) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিশূণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অভ্রান্ত পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পক্ষ মঞ্চে বিরোধাকুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।” (পৃ: ৪) নারদ কহিলেন—“ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।” বলিয়া স্ত্রী উপস্থন্দের কথা পরারহুন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃ: ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে ক্রকাসহবাসের জন্ত এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। “তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে ষাটশ বর্ষ তীর্থপর্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ক্ষম্য হইবেক না।” (পৃ: ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃ: ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দহ্মাগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধান হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জুনের শরণাপন্ন। অর্জুন বলিলেন—“প্রভো, কণেক বিলম্ব কর।” মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অত্ৰাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম । ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উত্তত হইলে অৰ্জুন অগত্যা পূৰ্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুৰ্দ্ধার লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন । এই দৃষ্টে গম্ভ অপেক্ষা পত্নের ভাগই অধিক ; সৰ্ব্বত্র পয়ার, কেবল অৰ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, ( পৃ: ১৪—১৫ ) সেখানে দীর্ঘ ত্রিগদী ব্যবহৃত হইয়াছে । এই দৃষ্টের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

“[ এইরূপ বিবেচনা করিয়া অৰ্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূৰ্ব্বক ধনুৰ্দ্ধার লইয়া তত্বরদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন । ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অৰ্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন । ]”

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ১৫—১৬ ) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার । যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদীর সম্মুখে অৰ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্যটনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রোপদী অৰ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অম্বযোগে বোগদান করিলেন ; কিন্তু অৰ্জুন প্রতিজ্ঞালব্ধনে অশক্ত । “অৰ্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ।” ( পৃ: ১৬ ) । এই দৃষ্টে গম্ভ পত্ন ( পয়ার ) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । যথা,—

\*দ্রোপ । অৰ্জুন কি বলিতেছে ।

যুধি । তীর্থতে যাইবে ।

দ্রোপ । কিরূপ সম্ভবে ইহা ।

অৰ্জু । অত্থথা নহিবে ।

দ্রোপ । কি কারণে হেন উক্তি ।

অৰ্জু । সন্ধি লজ্জিয়াছি ।

দ্রোপ । লজ্জিয়াছ তাহাতে কি ।

অৰ্জু । দোষী হইয়াছি ।

দ্রোপ । কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো ।

অৰ্জু । তোমার গৃহেতে ।

যবে তুমি ছিলে ধৰ্ম্মরাজের সনেতে ।” ইত্যাদি ( পৃ: ১৬—১৭ )

দ্বিতীয় অঙ্ক—( পৃ: ১৯—৪০ )

. প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বনুদেবের শয়নাগার । বনুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ । সুভদ্রাকে যৌবনহা ও বিবাহযোগ্য দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা । আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উষ্মেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্ত

তাঁরা, এই বাঁকা গৃহের অশ্লীল চিত্রপরিচিত গাঁহী চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহা ব কিয়ৎকাল এখানে উদ্ধৃত হইল।—

দেব। তুমি কে সংসারের কিছুই জান না।

বহু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না।

দেব। ছই সন্ধ্যা চতুর্বিধ রসেতে ভোজন।

রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন ॥

ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।

মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয় ॥

বহু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।

ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি ॥

দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।

পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া ॥

রোহি। দিখী, কি বলিতেছ ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার ঘুর হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তায় লে শয়ন করিয়াছি। হা!—বহুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।

বহু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি ছরবস্থায় রাখিয়াছি ?

দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই ; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—(বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)

বহু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না ॥

বহু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।

রোহি। রহস্তে নাহিক কাষ যাও মেনে চল ॥

বহু। কি কথায় রহস্ত পাইলে তুমি টের।

রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য কেয় ॥

বহু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।

রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম ॥

বহু। ছন্দোবৃত্ত বাক্য ছাড়ি কহ করি স্পষ্ট।

রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট ॥

বহু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।

রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে ॥

বহু । আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই ।  
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥

( গমনোদ্‌বোগ করিলেন )

দেব । কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ ।  
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥

( বহুদেবের হস্ত ধরিলেন )

বসো ২ কোথা যাও কথাগুলি শুন ।

বুদ্ধিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥

বহু । দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা ।

আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥

স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয় ।

মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥

রোহি । করি নাই আমি নাথ তোমাতে রহস্য ।

তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ ॥

সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন ।

হৃদয়েতে সরোবর কলিকা দর্শন ॥

এমন যুবতী কত্যা যাগার আগারে ।

নিশ্চিত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥

অনুচা তনয়া ঘরে বড়ই বালাই ।

কখন কি হয় আমি সদা ভাবি ত্রাই ॥” ( পৃ: ২০—২৩ )

বহুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন । এখন রাজি অধিক, “নিজায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর । ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপূরে কল্যা প্রাতে হবে প্রতিকার ।” ( পৃ: ২৪ )

“( অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্বক শয়ন করিলেন । )”

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ২৫—৩০ ), বহুদেবের উপবেশনাগার । বহুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন । “তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন” । বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি । হৃদ্যোধন রহিয়াছেন । তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না ; কারণ, হৃদ্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না । বহুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন ; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটতে পারে । বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না । বহুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, বাহাতে ক্রোধের সহিত কলহ না হয়। প্রথমমাংশে গল্প থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৩১—৪০ ), যত্নপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।” রোহিণী শুনিয়াছেন যে, হৃষ্যোদনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, হৃষ্যোদন ছুশ্রিও ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

“দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে হৃষ্যোদনকে সকলে কাণা-রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে ? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধুর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট ছুশ্রের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটে। কিন্তু তাহাতে হৃষ্যোদনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোহুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি ? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উভারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ঠিক বেয়াই কাণা, তাতে ঠিক কি আটক থাকে। বেয়াএর সঙ্গেত ঠিকের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছি, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্কাস স্তম্ভর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ঠিকের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হয়ে জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে ভাষাভাষার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্ত করিতেছ, কর। আমি এ গল্পের মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা कहিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা বাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি ? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)\* ইত্যাদি। পৃ: ৩২—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, স্নাত্তদার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্বন্ধ বাহা তাহা কে অন্তর্থা করিবে।

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রাজ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরুগম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়্যারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা “সাধু” ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।\* উপরোক্ত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বহুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের “ঘোঁট” ঘেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃ: ৪০—৪৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অজুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অজুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গড়ে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃ: ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অজুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরুজনকে অজুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্বের দ্বায় সমস্ত গড়ে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃ: ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্তৃক অজুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গড়ে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃ: ৪৭—৫৩)। পর্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা স্নাত্তদাকে অজুনের কথা ও পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

\* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কটকিত ভাষাবিভ্রাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রেয়বর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পঞ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে ( পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী ) রচিত। শেষভাগে গদ্য ( এক পৃষ্ঠা ) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্ত্রে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল ( পৃঃ ৫৩—৬১ )। রাজবন্দী। কৃষ্ণ ও অর্জুন ( নেপথ্য ) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও গ্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাত্মক প্রসঙ্গ ( Comic element ) আনিয়াছেন। এই দৃশ্ত্রের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্ভেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবন্দী।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।

সুধাহুদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই ॥

চমকে চমকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,

মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই ॥

বাতুল। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্ ?

মদ্য। ওরে শ্রালা মার নাম গাইতেছি।

বাতুল। তুই শ্রালা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্রালায় মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি ?\* আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্রালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতুল। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।\*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্রালা অগুস্তি—অগুস্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস, তুই কি জানবি। তোর বুদ্ধি আছে, মা জ্ঞান আছে।

( ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্বার গান আরম্ভ করিল )

ঐ আসতেছে অর্জুন।

আমি মদের জন্তে হব খুন ॥

যখন অর্জুন আসবে-কাছে

তার কাছে ভিক্ষা চাব,

সে আমার যা ভিক্ষা দেবে,

\* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মন কিনে খাব ।

ঐ আসতেছে অর্জুন ।

১ম পথি । ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে । চল নিকটে গিয়া দেখি ।

২য় পথি । না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে । মাতালের কি জ্ঞান থাকে ? সে কি বলিতে কি বলিবে । লোকে বলে, দণ্ডি, শূদ্র, ও মত্ত ইহাদের নিকট বাইবে না ।

৩য় পথি । চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে ।

( সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল )

বাতু । তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ ।

মত্ত । শ্রীলা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন ? আমি তোঁর কি ধার ধারি । শ্রীলা তুই বেটা, তোঁর বাপ বেটা ।

বাতু । বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ থানায় শুঁড়িয়া রাখিব ।

মত্ত । কৈ আর শ্রীলা মার দেখি ।

( ছই জনে বাহুবল আরম্ভ করিল ) পৃ: ৫৩—৫৫ ।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও ছই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ । তৎপরে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইলেন । কেহ বলিল, রথে ছই কৃষ্ণ—অর্জুন কোথা । কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অশ্রু জন উদ্ধব । ইহা লইয়া মত্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃষ্টের শেষ । এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না ।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃ: ৬১—৭৩) । “অট্টালিকোপরি” সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন । অর্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কোতূহল এবং অর্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাক্ষুণ্য । এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হালতাশ, ও খিয়েটারী ঢং আছে ; তাও আবার পরারে গ্রথিত । ভদ্রার তখন “সখি ধর-ধর” অবস্থা । “বল সত্যভামে আর কি কব তোমার । অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায় ।” ইত্যাদি ৬৩ পৃ: হইতে ৭৩ পৃ: পর্য্যন্ত । ভদ্রা কর্তৃক ভারতচন্দ্রের অহু করণে অর্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক । ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বোষাল “নারায়ণ” (১৩২১-২২) পৃ: ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই । ভদ্রাকে এইরূপ অর্ধৈর্ষ্য ও প্রগল্ভতা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্জঙ্ঘা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন । কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না ; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জুনকে মিলাইয়া দিবেন । “বিজ্ঞানন্দরী” নারিক। ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে । সত্যভামা বলিলেন, “আজি রজনীতে ভঞ্জে করিব বিহিত । অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোঁর প্রীত ॥” কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—“এখনো রজনী সখি বহুকণ আছে । ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে ॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল । কি হবে



আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥” শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কায়—“(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর বাহে হয় প্রতিকার ॥”

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্তৃক স্তভদ্রার আয়জির নিবেদন। কৃষ্ণের সন্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জুন স্বীকার না করে! সত্যভামাকে বলিলেন,—“তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। স্তভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত ॥” প্রথম কদমংকি গচ্ছে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ দ্বিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা স্তভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক কবিতা-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মায়ুলী কাব্যগত আদর্শাশ্রয়ী ও প্রাণহীন।

“অর্জু। (স্তভদ্রাকে দেখিয়া) অগ্নি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিনী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরভর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীও রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্যাই তোমার হৃদে হৃদিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে অদৌর কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।” (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন স্তভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেম-নাগরে হাবুডুবু ও স্তভদ্রার হাত ধরিয়া টানাটানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অহুমতি ব্যতিরেকে “ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না”। সত্যভামা কৃষ্ণের অহুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গাঙ্করী বিবাহ নিকাহ করিয়া স্তভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উদ্ভাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গম্ভ ও পদ্মে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। ইন্দ্ৰিনী, স্তভদ্রাভ্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্যোধনের বিবাহের কথা শ্রুতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রুতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা রাজার উত্তোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; শ্রুতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গন্ত।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৮৮—৯২ ), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং বাহাতে দুর্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গন্ত, ভীমাদির কথোপকথন পর্যায়ে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৯২—৯৫ )। হস্তিনার রাজবন্দী। “বরবেশি দুর্যোধন, দ্রুপদ, কণ, ভীম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।” ইহা দেখিয়া কোরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, “নিকট হইতে তব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়”। দুর্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংস্রক, কোরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, “আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্ত হইবে।” সমস্তটা গদ্য।

### পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল ( পৃ: ৯৫—৯৭ )। রৈবত পর্বতোপরি অটালিকা। ভরকাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। “বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥” ( পৃ: ৯৬ )। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ৯৮—১০০ )। রৈবত পর্বত। অর্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জুনকে তালিম কবিত্তে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন স্রুতজ্ঞাকে হরিজ্ঞা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জুনকে স্রুতজ্ঞা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

\* তৃতীয় সংযোগস্থল ( পৃ: ১০০—১০১ )। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্যা প্রাতে তাহার আগমনবার্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গন্ত।

চতুর্থ সংযোগস্থল ( পৃ: ১০১—১০৮ )। অন্তঃপুর। দুর্যোধনের সহিত পুনর্বার বিবাহের কথা শুনিয়া স্রুতজ্ঞা ক্রীড়িয়া আকুল। “কালিকূট দাও সখি আমি করি গান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।” স্রুতজ্ঞার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদগদ প্যানপেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং বাজাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়্যারে বজ্জতা অত্যন্ত ক্লাস্তিকরক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে “ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।” তার পর পদ্ম হইতে গন্তে লম্বা লম্বা বজ্জতা।

“সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্যাণেতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্ণব কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্দোষ করিবে? কৃতাস্ত্রাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত জ্ঞানোদিত হয়, ও যাহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?” ইত্যাদি (পৃ: ১০৫—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বজ্জতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই! এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাব্যর স্বাবাসিন্দ্র প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্ত অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃ: ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। “কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।” দারুক অর্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃষ্টের কোনও তাৎপর্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গন্ত।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃ: ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, কঞ্জিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শত্রু ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাজে হরিদ্রালেপন করিতে বাইতেছেন। গন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃ: ১১২—১১৫)। বাণীতট। সুভদ্রাহরণ দৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ও বোধেই নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

“(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া/রথারোহণে গমন করিলেন।” (পৃ: ১১৩)। তার পর কুলনারীগণের হাহতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্ত প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃ: ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে পদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবস্ত্র। হর্ষোদ্যন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরষাজিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃ: ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত হর্ষোদ্যন ও দুঃশাসনের কটুক্তি ও ভীমের ক্রোধ। যুদ্ধ ভীম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাস্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও হর্ষোদ্যনের ক্রোধ, আক্ষালন, খেদ, হাহতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃ: ১৩০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জুনকে শাস্তি দিবার জন্ত সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।\* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বুধ। কারণ, অর্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। “ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রেভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্বে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জুন ইন্দ্রজিতের দ্বার নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বুধা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দ্রুত হইবে।” (পৃ: ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকণ্ঠব্যতাবিশ্রুত হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই ক্রোধের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃ: ১৩৬—১৪২)। প্রথমংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বলদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কার্য্য কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—বহুগণ সকলেই একপরাশর হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। “এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমাদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্য-বাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।” (পৃ: ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বলদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—ক্রোধের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

“এত অপমান যার                      জীবনে কি স্মৃতি তার

ধিক্‌ ধিক্‌ আমার জীবন।

আছিল যতেক স্মৃতি                      লজ্জায় শুঁজিয়া মুখ

হলধরে করেছে বর্জন ॥

\* কিন্তু ইহার পূর্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া কিরিয়া আসিয়াছেন। “বলদেব আপনি লাজল স্বীকার করি। এসেছেন কিরিয়া সংগ্রাম পরিহারি।” (পৃ: ১১৮)। নাট্যকারের অববধানভাষ্যতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন ছুঁথের পাশে

কি করিব গৃহবাসে

লোকালয়ে না রহিব আর ।

ছাড়ি সবে মম আশ

সুখে কর গৃহবাস

সব আশা ঘুচেছে আমার ॥” ( পৃ: ১৪২ )

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত ।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই । নাট্যসম্বন্ধ চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় । ঘটনাপুঞ্জের ষাৎপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য । এই জ্ঞান আধ্যাত্মবস্তুর বা Plot নির্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না । প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না । মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রসঙ্গ । এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট । গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টাঙ্গভূতি ও তাহা বাক্য করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে । মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সঙ্গীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে । কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত ; এই ছুঁপ্রাপ্য অপূর্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য ।

পরিশেষে ব্যক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল । কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান ও আধুনিক সময়ে যেরূপ ছুঁপ্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায় ।

শ্রীশ্রীশীলকুমার দে

## বাক্সালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( ২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা ) শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় “বাক্সালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য” করিয়াছেন। তাহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সৰ্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে; যাহাঁরা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চিরদিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ, উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম “বাক্সালা ভাষা”, এবং “বাক্সালা-শব্দ-কোষ” ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাহাঁদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন! অন্ততঃ তাহাঁদের শ্রম-লাভব হইত মনে করি।

হুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের “অতিথ” শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, “ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী”, তিনি এই অর্থে “অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও” পান নাই।\* কিন্তু “অতিথ-সেবা”, “অতিথ-শালা”, “অতিথ-ককৌর”, ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সৰ্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাহাঁরা “অতিথ” নামে সেবা পান, তাহাঁরা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে “অতিথ” আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ “অতিথ-অভ্যাগত”র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্থিত নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি “অতিথ-ককৌর”, “অতিথ-অভ্যাগত” প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে “সহচর” সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, “অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্যায়ের শব্দ।” তিনি বলেন, “শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।” সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা ‘সহচর’ নহে; সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি; ‘সহচর’

\* উত্তর-রাষ্ট্র—কান্দি অঙ্কণে ‘অতিথ’ (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ—ছাইমাথা কটাধারী পশ্চিমবঙ্গের সন্ন্যাসী বুঝার।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, ‘অনুচর’, ‘উপচর’, ‘প্রচর’ ও ‘প্রতিচর’, এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে ‘অতিথি’ (‘অতিথ’ নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইহারা ‘অভ্যাগত’। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অস্ত্রের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে ‘বন্ধু’, মাননীয় হইলে ‘অভ্যাগত’, মধ্যম কিংবা লঘু হইলে ‘আগন্তু’, সাধু সন্ন্যাসী হইলে ‘অতিথি’, এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে ‘পথিক’। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সংকার পান না। ‘এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। ‘অতিথি’ শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাহাঁকে পরিতোষ-পূর্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাহাঁরা ইংরেজী তত্ত্বের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি ?\*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, বাহার পরিবর্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এত সামান্য কথা, বাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ফুলিয়া যাই, অস্ত্রের উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারি না। ‘উকি’ শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিকা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও ‘উকি’ শব্দ আছে, অর্থ উদ্গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ববঙ্গে ‘ওক’ শব্দ আছে, অর্থ “বাস্ত [ বাস্তি ? ] এবং বাস্তুকালীন শব্দ”। বিক্রমপুরের (মুনসীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে ‘ওক দেওয়া’ অর্থে বয়ন-চেষ্টা করা, এবং ‘উখাল করিতেছে’ অর্থে বমি করিতেছে।† ‘উকি’ ও ‘ওক’ শব্দের মূল এক বোধ হয়। ‘উখাল’ মনে হয় ‘উদ্গার’ হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, “প্রাকৃত “ওক্খিঅ” বলিয়া শব্দ আছে, উহার অর্থ বাস্ত, বমি করা।” এই “প্রাকৃত” শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। ‘ওক্খিঅ’, অনুকার শব্দও হইতে

\* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমার অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য ঐত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি ‘অতিথ’ আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মূলার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক ‘অতিথ’ নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাড়—কালি-অকলে ওকাই—বমি, ওকাই করা—বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। ‘উকি’ শব্দের মূলে ‘উদগার’ থাকিতে পারে, ‘হিকা’ও থাকিতে পারে ; উহা অমুকার শব্দও হইতে পারে। “প্রাকৃত” “ওক্টিঅ” বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্ত হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের “প্রাকৃত” ? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

‘ওক’ ও ‘উকি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য ? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয় ? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য ; কিন্তু, মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত ত্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতর-বিশেষ হয়। ‘অভরণ’, ‘আউ’, শব্দ ধরুন। পুরান বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, কেহ ‘অভরণ’ কিংবা ‘আউ’ লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে ‘আভরণ’ ও ‘আয়ু’ বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি ? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—“বাঙ্গালা”, “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”, এবং “গ্রাম্য”। “বাঙ্গালা” কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথার লেখার চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা ‘বাঙ্গালা’ বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথার চলে, কিন্তু, শিক্ষিতের লেখার চলে না, তাহা “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”, এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা “গ্রাম্য”। “গ্রাম্য” রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিস্ত্র, কাজ্জ, ধম্ম, কন্ম, পুন্নি, ‘মনিষ্‌বি’, মচ্ছ, উচ্ছব, রাস্তি, আদ, ডেফ, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ “প্রাকৃত”। আমিও তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া “প্রাকৃত” সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে “বাঙ্গালা-প্রাকৃত” সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে “বাঙ্গালা”। ইহা দেখিয়া “বাঙ্গালা-প্রাকৃত” নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু, “গ্রাম্য” সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি “বাঙ্গালা” ও “বাঙ্গালা প্রাকৃত”, এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও ক্রাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা বাহতেছে। “বাঙ্গালা” কাহার, বাহার, করিতেছিল, আজির, ঐজির, ইত্যাদির “বাঙ্গালা-প্রাকৃত”রূপ, কার, যার, ক’রিতেছিল বা ক’ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অভাব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবের দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত, লোকে ‘কর্তা’ ( বা কর্তা ), ‘কর্ম’ ( বা কর্ম ) বলেন, লেখেন।



অ-শিক্ষিত বলে ‘কত্তা’, ‘কন্ম’। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত ‘কত্তা-গিন্নী’, ‘কত্তা-ভজা’, এমন কি ‘কত্তান্তি’ না বলিয়া পারেন না। ‘কর্তা-গৃহিণী’ বলিতে পারেন, কিন্তু ‘কর্তা-গিন্নী’ কিংবা ‘কর্তা-ভজা’ বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ ‘অমুদ’ ধরুন। এই রূপ, ‘বান্দালা-প্রাকৃত’। “বান্দালা”রূপে ‘ঔষধ’ যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। “গ্রাম্য”রূপে ‘ওষুদ’। কিন্তু, ‘ওষুধ’ রূপ “প্রাকৃত”ের উপরে উঠিয়াছে। ‘কন্ম’ শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে ‘কর্ম’। ‘কাজ-কন্ম’ শিক্ষিতের মুখে ‘কাজ-কর্ম’। অতএব ‘কাজ’, ‘কন্ম’, ‘বার্ঘ’, ‘বান্দালা’; কিন্তু ‘কাজ্জ’-‘কন্ম’ “গ্রাম্য” মনে করিতে হইতেছে। মস্তব্যাকারী লিখিয়াছেন, “কথ্য ভাষায় ‘কন্ম’ ও ‘কাম’ উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেহাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।” এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া জৈপ্ত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? ‘কন্ম’, ‘কন্ম’ শুনিতে শুনিতে ‘কর্ম’ শব্দ শিক্ষা হয়। যাহাঁরা ‘কন্ম’ রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাহাঁদের ‘কর্ম’ শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল বিজবালকের উপনয়ন হইত; বিজকত্তার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ঠমুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শূদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর ‘বার্ঘ’, ‘কর্ম’, ‘রাত্রি’ প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শূদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় ‘কাজ্জ’, ‘কন্ম’ ‘রাত্তি’ প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া ‘কাজ’, (কোথাও কোথাও) ‘কাম’, ‘রাত’ বলে। এই যে কোন শব্দকে “সংস্কৃত”, কোন শব্দকে “প্রাকৃত” বণিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি “সংস্কৃত” বলিয়াছি, তিনি “প্রাকৃত” অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের “প্রাকৃত” ভাষা বলিয়াছেন। “সংস্কৃত-প্রাকৃত” বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বান্দালার “প্রাকৃত” বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বান্দালা ভাষারই নাম “প্রাকৃত” ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে বহু শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল “প্রাকৃত” বলিয়া এক কথা/মস্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল “সংস্কৃত” দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, “বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা বাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।” আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে ( ২৭ পৃ: ) লিখিয়াছি, “সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা ‘ইতর’ লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে ‘ভদ্র’ লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই ‘ইতর’ ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করিতেছি না?” কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। “প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী”—ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বঝি? দ্বিতীয়তঃ, “সংস্কৃত” ও “প্রাকৃত” ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের “সংস্কৃত”, না “প্রাকৃত” মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? “প্রাকৃত” ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। ‘জননী’ অর্থে মাতৃশব্দের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কত্না প্রসব করেন, কোন এককালে করেন।” প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন “প্রাকৃত” ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে “প্রাকৃত” ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাইরা হয় ত বলিবেন, প্রসবাস্তে জননীর কাল হইয়াছে, কত্নাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি “বাঙ্গালা ভাষা” পুস্তকের প্রথম ভাগে ( ১৯ পৃ: ) লিখিয়াছিলাম, “অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথাই যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথাও অর্থ নাই।” তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কত্নারূপে অত্য়পি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কত্না সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কত্না উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু, যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ “সংস্কৃত” ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু, যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অশ্রুত ছিল।

\* পুরাতনে যে গুণ অশ্রুত থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু, যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অন্ত উপায় নাই। পূর্ব “প্রাকৃতের” ধন্য কন্ম্ব অত্য়পি আছে, ‘অজ্ঞ অট্টী ওসঢ়’ গিয়াছে, ‘অজ্ঞি অট্টি ওবুধ’ আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাহা বাছা সংস্কৃত শব্দ বাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা বাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের “প্রাকৃত্য”, কিন্তু জনক “সংস্কৃত্য”। সে কালের “প্রাকৃত্য” ও “সংস্কৃত্য”র বিবাহে যে সম্ভাবন জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। “সংস্কৃত্য”, “প্রাকৃত্য” পাণিগ্রহণ না করিলে “প্রাকৃত্য” প্রাকৃত্য থাকিয়া দাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য ( যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং ), সেই ভিন্নবর্ণীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, ( যেমন, উপ্‌পাও—উংপাতঃ, গোট্‌টী—গোষ্ঠী ) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া দাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, “সংস্কৃত্য” ভাষায় চলিতেছিল। তাহারা ‘গাথা’ নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় “সংস্কৃত্য” ও “প্রাকৃত্য”র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় “সংস্কৃত্য” ও “প্রাকৃত্য”র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে “সংস্কৃত্য” ও “প্রাকৃত্য”র বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কণ্ঠা? অর্থাৎ “সংস্কৃত্য” ও “প্রাকৃত্য” কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের জ্ঞান বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জ্ঞা নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। ‘দুই’ গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয়; আবার ‘এক’ সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা বলি, “প্রাকৃত্য”ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, “সংস্কৃত্য” ও “প্রাকৃত্য” ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমার সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অমৃভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অল্প ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু, অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। ‘ভাষা’ সংজ্ঞা স্থানে ‘ব্যাকরণ’ সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ ( ইংরেজী ‘গ্রামার’ অর্থে ) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের ঘোষ করিতে পারা যায় কি? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব? ‘কানায়

অনুয়েল, ডক্টর কল দিয়ে কীয়ার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্রামের কথাবার্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্রামের কথাবার্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন 'সংস্কৃত' হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃত"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে এই ভাষায় কাহতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, স্ত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অল্প দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃত"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, বাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা'নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্ভানে সম্বন্ধে পালিত ও রক্ষিত, অল্পটা বজ্র। বৃক্ষটা অনেক দূর পর্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্ভান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনধারণ করে, অস্বল্পে মরিয়া যায়, কিংবা বজ্র আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃত"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-বস্ত্রে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নার বজ্র হইয়া গেল। "প্রাকৃত"র সমুদ্রয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। বাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা; শক্তি জাগ্রত। লেখা লীলা, না কথা লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষাণ, সাধন-তজ্ঞন করে নাই। ভাবার প্রাণ, ধ্বনি; লেখা চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাক্ষেতিক চিত্রদ্বারা বুদ্ধিতে হয়। বর্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুদ্ধিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্ভ্রমত মহাশয় বলিতেছেন, “কৃষ্ণকীর্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।” জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু, চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।\* সে চিত্রকর কেমন, যে ভ্রামকে ভ্রাম্যরূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—অধিক ইত্যাদির অভেদ বুদ্ধিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আশি—আনি, আপমাণ—আপমান, শূণ—সুণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন? এ দিকে শূনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সূদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অত্র দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিং ও ইতিহাস-বিং ৬ শত বৎসর পূর্বেও বাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্বের শৃঙ্গপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্ভ্রমত মহাশয়ের “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত শব্দ”র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে বাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা”র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুয়া নামক বাঙ্গালীর ছুইটি পদে ২৩ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি “প্রাকৃত”। তিনি ‘প্রাচীন বাঙ্গালা’ ও ‘চলিত বাঙ্গালা’—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা “প্রাকৃত” কিংবা “তজ্জাত” বলেন নাই। বরং সাং পং পত্রিকায় বলিয়াছেন “সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন”। তাহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু, “প্রাচীন অবস্থা”র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল “প্রাকৃত” বলাও যা, “সংস্কৃত” বলাও তা; কারণ, “প্রাকৃত” ব্যাকরণের সূত্র পাই না, “সংস্কৃত” ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাবাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ “সংস্কৃতে”র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ “প্রাকৃতে”র দিকে চলিয়া পড়িয়াছেন। “প্রাকৃত” ভাষার উৎপত্তি সন্দেহ, এমন কি,

\* “কৃষ্ণকীর্তন” সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃশেষরূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আদিয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। বাইরা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ “প্রাকৃত”, এই দেখ “প্রাকৃত”, তাইদিগকে একটা জিজ্ঞাস্ত আছে, সেটা কোন্ “প্রাকৃত”? শোরসেনী, মাগধী, অধঃমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ “প্রাকৃত”? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা “প্রাকৃতের” একটাও নহে, একটা ‘নব-প্রাকৃত’, যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া বান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদ স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মাহুঘ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার “প্রাকৃত” ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু “সংস্কৃত”কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া “প্রাকৃতের” ব্যাকরণ করিয়া-ছিলেন। তাইরা স্বত্র করিলেন, “প্রাকৃতের” একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা। লিখিলেন, ‘ভূ’ ধাতুর পদে ‘ভবতি’ না হইয়া ‘হোতি’ হয় ইত্যাদি। তাইরা “প্রাকৃত” হইতে “সংস্কৃতের” বান নাই; বলেন নাই “প্রাকৃত” ‘মী’ হইতে ‘অহম্’, ‘অমিঅ’ হইতে ‘অমৃত’, ইত্যাদি। কারণ “সংস্কৃত” নিত্য ও পরিচিত, “প্রাকৃত” অনিত্য ও অপরিচিত। বাংলা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাইদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্বে ‘অহম্’ বলিত, এখন ‘আমি’ বলে, পূর্বে ‘একাদশ’ বলিত, এখন ‘এগারহ’ বা ‘এগার’ বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাংলার ‘আমি’ শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। ‘অহং’ অর্থে প্রাকৃতে ‘অস্মি’, ‘হং’ এবং ‘মম’ এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। \* \* এই ‘অস্মি’ হইতে বাংলার ‘আমি’ শব্দ সহজেই আসিতে পারে।” তা পারুক; ‘আমি’ শব্দের অব্যবহিত পূর্বরূপ ‘আস্মি’ (বোধ হয় পড়িতে হইবে ‘আম্হি’) শব্দের ‘হ’-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের “প্রাকৃতে”, কবেকার “প্রাকৃতে” ‘অস্মি’ বলিত? “প্রাকৃত” ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,— অহং, অহস্মি, অস্মি, অম্হি, হং, অহঅং, স্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, “হইতে” শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু, রূপ-পরিবর্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সঙ্ক্ষেত্ব তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা ঘরা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, বাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাংলা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন ছইই, বলি ও লিখি, তখন ছইই যে এক, তাহা বলিলে বাংলা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটার আসিতে পারা যায়।

(২) “সংস্কৃত-প্রাকৃত” চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাংলা তাহা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাংলার দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন রূপ ধরিব ? পূর্ব-পূর্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্ষ হইত না ; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। “বাল্লাভাষা” গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা বাইবে, পূর্ব-প্রাকৃত” হইতে শব্দ আনিতে বত লোপ, আগম বলিতে হয়, “সংস্কৃত” হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। “প্রাকৃত” “উট্ট” ধাতু হইতে বা “উট্ট” ধাতু সহজে আসে বটে ; কিন্তু “উট্ট” ধাতু হইতে কি “উৎ-হা”, না “উৎ-হা” হইতে “উট্ট” ? “প্রাকৃত” “ওড়ঢণ” [?] হইতে “আবরণ” ( বা ‘প্রাবরণ’ ), না ‘আবরণ’ হইতে ‘আউরণ’, ‘উরণ’—উড়নী ? ‘ওড়ঢণ’ শব্দের মূল কি ? “প্রাকৃত” ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। ‘ওড়ঢণ’ কি ‘দেশী’ শব্দ ? “সংস্কৃত-সম” যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, “সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।” তিনি কারণ দেন নাই ; বোধ হয় ‘ওড়ঢণ’ প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পৰ্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের ‘ওয়াড়’ ও কৃষ্ণকীর্তনের ‘ওহাড়ন’, স’ আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাল্লাভাষা ‘নিজা’ শব্দের রূপান্তরে ‘নিদ’, ‘নৌদ’ প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল ‘ঘুম’ শব্দ তত প্রাচীন নহে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র বিদ্বৎসম মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অল্পমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

( ৩ ) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাল্লাভাষা ‘দুধ আওটু, আর ‘দুধ আওটাও’, দুইই বলা যায়। একটা স’ ‘আবৃৎ’ ধাতু হইতে, অপরটা স’ ‘আবর্ত’, বরং ‘আবর্তিত’ শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্-কন, ধক্-ধক ইত্যাদি দ্বিব্রুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স’ ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাল্লাভা ভাষা “দেশজ” শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের “দেশজ” শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় “প্রাকৃত” ভাষার “ভিতর দিয়া” সংস্কৃতে গেলে তুই হইতেন। “ভিতর দিয়া” গেলে উদ্ভব হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা বাইত, বাল্লাভা একটা “প্রাকৃত” বাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাল্লাভা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ “প্রাকৃত”-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই ; কারণ, যখনই “প্রাকৃত” বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ “প্রাকৃত” ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণী

## দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল

শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সাহা বি ই

„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ

„ ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ

„ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এম্ এ, পি এইচ ডি

„ বিজয়লাল দত্ত

„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

„ চারুচন্দ্র বসু

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

এম্ এ, বি এল

ডি এম্ সি, ব্যারিষ্টার

„ সত্যানন্দ বসু বি এল

„ সরলকুমার বসু

„ অনন্তনারায়ণ সেন

„ সন্তোষকুমার বসু এম্ এ, বি এল

„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ

„ ললিতাপ্রসাদ দত্ত

„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

„ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব

„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ পাঁচকড়ি দাস

„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

„ যতীন্দ্রমোহন রায়

„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব

„ সতীন্দ্রসেবক নন্দী

„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল

„ তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞানবিনোদ বি এ

„ জগদ্বন্ধু মোদক

„ হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ আশুতোষ মহলানবীশ

„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

এম বি, এক সি এস

„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

„ রামহরি ভট্ট বি এল

„ শুক্লানন্দ স্বামী

„ ননীগোপাল মজুমদার

„ মোলবী রওশন আলী চৌধুরী

„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

„ গৌরহরি সেন

„ অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

„ রমণীমোহন ঘোষ বি এ



ত্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ

- হরগোবিন্দ লঙ্কর চৌধুরী
- চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
- সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মন্থননাথ রায়
- শক্তিসাধন বিশ্বাস
- কবিরাজ মথুরানাথ কাব্যতীর্থ
- সতীশচন্দ্র মিত্র
- ক্ষীরোদপ্রসাদ বিত্তাভিনোদ, এম্ এ
- প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- গণেশনাথ ব্রহ্মচারী
- কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- বসন্তকুমার বসু এম্ এ, বি এল
- ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল এম এস
- ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
- হরপ্রসাদ মজুমদার
- ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ

এম্ ডি, এম্ এম্ সি

- বিধুভূষণ সেনগুপ্ত এম্ এ
- শ্রীমাদ রায়
- অনাথনাথ ঘোষ
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
- গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি ই
- শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্তৃ
- ডাঃ ললিতমোহন পাল

ত্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ

- নগেন্দ্রকুমার রায়
- বসন্তকুমার রায়
- অক্ষয়কুমার বসু
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল
- ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তী
- তারাপ্রসন্ন শস্ত্র বি এ
- গিরিশচন্দ্র দত্ত
- জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী
- শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
- সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- অতুলচন্দ্র সেন
- প্রসন্নকুমার সরকার
- হৃষীকেশ মিত্র
- সত্যেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ
- বিনোদবিহারী দত্ত
- শ্রীমাদ ভট্টাচার্য্য
- সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- শচীন্দ্রনাথ বসু
- সিদ্ধেশ্বর দাস
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসভ
- তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
- সূর্য্যকুমার পাল
- বিনোদবিহারী চক্রবর্তী
- রামকমল সিংহ
- পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
- ভোলানাথ কৌচ

ত্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল ( সম্পাদক )

- মৃণালকান্তি ঘোষ
- বাণীনাথ নন্দী
- সুরেন্দ্রনাথ কুমার

সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক) অনিবার্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। দ্বাবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতি মহাশয়ের সম্বোধন। ৪ (ক)। ১৯২৩ বঙ্গাব্দের জ্ঞান কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ১৯২৩ বঙ্গাব্দের জ্ঞান কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব। (গ) ১৯২৩ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠন। ৫। ১৯২৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর। ৬। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ। ৭। চিত্র প্রতিষ্ঠা—(ক) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (খ) কবি ৬রজনীকান্ত সেন ও (গ) অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়গণের চিত্র। ৮। প্রবন্ধপাঠ,— শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৯২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিবরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ। ৯। ত্রিপুরা ও নন্দীয়া-কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-স্থাপন-সংবাদ। ১০। পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩ ও ৫৯, ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্তন সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ১১। প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জ্ঞান কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠন ও কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-চৈত্য। ১৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১৪। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ১৫। শোক-প্রকাশ—(ক) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, (খ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, (গ) চারুচন্দ্র মল্লিক, (ঘ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক, (ঙ) প্রমথকুমার ঘোষাল এম্ এ, (চ) রামকমল রায় বি এল, (ছ) হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (জ) ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ১৬। বিবিধ।

১। অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত ১০ম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, গত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ কোন সভায় পঠিত বা গৃহীত হয় নাই। অতএব উহা এই সভায় পঠিত ও গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তাঁহারা আরও প্রশ্ন করিলেন যে, উহা পূর্বে কোন মাসিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয় নাই কেন?

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রস্তাবের সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত

হউক। শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত ষাটবিশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র শস্ত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্যবিবরণীমধ্যে প্রেস কমিটির সদস্যগণ একসময়ে যে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এবং এই ঘটনার উল্লেখ করা হউক। ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহারা কবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বলিলেন যে, গত কল্যাকার সভায় তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। উপস্থিত অধ্যক্ষ সদস্যগণ বলিলেন যে, এই ঘটনার উল্লেখ পূর্ববৎসরের বার্ষিক কার্যবিবরণ মধ্যে থাকিতে পারে না। সভায় সমবেত সদস্যগণের মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রস্তাব অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপস্থাপনের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে পঠিত বার্ষিক কার্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বোধন পাঠ করিলেন (ইহা পরিষৎ-পত্রিকার ২৩ ভাগ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলায় বিভোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে মুদ্রিত পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালাভাষায় লেখা “বৌদ্ধ গান ও দোহা” পরিষৎকে উপহার দিলেন।

৪ (ক)। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বর্ষশেষে সভাপতি অবসর গ্রহণ করেন, এই জন্ত তিনিও অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—শুনিলাম, যোগাতর ব্যক্তি সভাপতি হন, ইহাই কাহারও কাহারও ইচ্ছা। আমি বর্তমান বর্ষের জন্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম সভাপতির পদে প্রস্তাব করিয়া অস্ত্যকার সভাপতির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি আই ই মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। ঐ পত্রে ডাঃ বসু মহাশয় জানাইরাছেন যে, তিনি পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই সভাপতি-পদে পুনর্নির্বাচিত হউন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু মহাশয় সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র শস্ত্র মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রতিবাদের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বধন দেখিলেন যে, অধিকাংশ

সদস্যই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে ২৩শ বর্ষের জন্ত পরিষদের সভাপতির পদে নির্বাচিত হইলেন।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ২৩ বর্ষের জন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্মধ্যক্ষ হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও কর্মধ্যক্ষের নাম প্রদত্ত হইল।

প্রস্তাবক

সমর্থক

কর্মধ্যক্ষ

সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল

২। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়  
বাহাদুর

৩। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

৪। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়

৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ

মহাতাপ বাহাদুর কে টি,

কে সি এস আই, কে সি আই ই

৬। মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ

সর্বাধিকারী

৭। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৮। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ

১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

২। " সুরেন্দ্রনাথ কুমার

৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত

৪। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫। " মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

মহামহোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ

প্রস্তাবক

সমর্থক

কর্তাধ্যক্ষ

ধনাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত    শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র    শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু    "    "    প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাধ্যক্ষ

"    শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার    "    কালিদাস নাগ

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু    "    মৃণালকান্তি ঘোষ    "    নীলমণি চক্রবর্তী এম্ এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

"    খগেন্দ্রনাথ মিত্র    "    প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়    ১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

২। "    উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ (গ)। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্তগণ সাধারণ-সদস্তগণ কর্তৃক কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইরাছেন,—

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত   | ১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ   |
| ২। "    রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ১২। "    হেমচন্দ্র সরকার              |
| ৩। "    খগেন্দ্রনাথ মিত্র        | ১৩। "    পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ |
| ৪। "    নগেন্দ্রনাথ বসু          | ১৪। "    মন্থনমোহন বসু                |
| ৫। "    হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত       | ১৫। "    বাগীনাথ নন্দী                |
| ৬। "    হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ      | ১৬। "    যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত        |
| ৭। "    যোগীন্দ্রনাথ সমাচ্চার    | ১৭। "    মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী       |
| ৮। "    রমাপ্রসাদ চন্দ           | ১৮। "    চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  |
| ৯। "    রমেশচন্দ্র মজুমদার       | ১৯। "    কেশবচন্দ্র গুপ্ত             |
| ১০। "    ডাঃ বনজরীলাল চৌধুরী     | ২০। "    ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত     |

এবং নিম্নলিখিত সদস্তগণ শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত হইরাছেন,—

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী | ৩। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ |
| ২। "    বোধিসত্ত্ব সেন                   | ৪। "    নবকৃষ্ণ রায়    |

৫। তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ২৩শ বর্ষের আর্থ-মানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বজেটের মধ্যে হাওলাত টাকার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্বসম্মতি-

ক্রমে বজেট গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করিলে, স্থির হয়, উহার বিষয় আগামী মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সহায়ক-সদস্যরূপে নির্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ( কলিকাতা )

২। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ

৩। " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( কুচবিহার )

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব সমর্থন করিলে উক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব-সম্মতিক্রমে সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৭। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা হইল,—

( ১ ) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র

( ২ ) রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র

( ৩ ) অম্বিকানন্দ চর্য্যাকারী মহাশয়ের ব্রোমাইড

এই চিত্রগুলির মধ্যে প্রথমখানি রাজসাহী জোয়াড়ানিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও তদখানি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চর্য্যাকারী মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি রজনীকান্ত-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত ১ম ও ৩য় চিত্রের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত রহিল।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় জানানইলেন যে, নদীয়া কৃষকসংগঠন ও জিপুরা কৃষিক্ষেত্র পরিষদের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

১০, ১১ ও ১২ আলোচ্য বিষয় সমগ্রভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের অন্ততম সহায়ক সদস্য কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র সরস্বতীমূর্তি ও ৩ খানি পুঁথি প্রদর্শন করিলে প্রদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক উক্ত দ্রব্যগুলি সাদরে গৃহীত হইল।

১৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ( গ্রন্থতালিকা পরে দ্রষ্টব্য )।

১৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বখারাত্তি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )

১৫। নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যুতে পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হইল। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ১। গণিত খরচের শাস্ত্রী         | ৫। প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ        |
| ২। রজনীকান্ত চক্রবর্তী (মালদহ) | ৬। রামকমল রায় বি এল               |
| ৩। চাক্ষু মল্লিক               | ৭। হিরণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়      |
| ৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক        | ৮। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ |

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

### উপস্থিত পুস্তকের তালিকা

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত | ১৮। গোলে বকারলী                          |
| ১। তপতী                           | ১৯। কাণ্ডেনবাবু                          |
| ২। আদিশূর ও বজ্রালসেন             | ২০। কেরাণী-চরিত                          |
| ৩। পৃথ্বীরাজ                      | ২১। বাপ রে কালি                          |
| ৪। পল্লী-সমিতি দর্পণ              | ২২। বিল-বিভ্রাট, পঞ্চরং, ১ভাগ            |
| ৫। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত            | ২৩। প্রণয়-কুসুম                         |
| ৬। নটেন্দ্রলীলা কাব্য             | ২৪। অবোধ প্রবোধ                          |
| ৭। অবসর-সরোজিনী                   | ২৫। যুবরাজের অত্যাধর্না                  |
| ৮। কতিপয় কবিতা                   | ২৬। গোহত্যা ও গোরক্ষা                    |
| ৯। গোরেন্দা-কাহিনী, নং ২          | ২৭। মিত্র-বিলাপ কাব্য                    |
| ১০। আচা-ভ্রমর বোম্বাচাক           | ২৮। ভারতে বন                             |
| ১১। বিলাতী সতী                    | প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ শীল          |
| ১২। সুরা-সারোজার                  | ২৯। মেঘদূত                               |
| ১৩। মোদকোৎপত্তি                   | ৩০। আশ্রম                                |
| ১৪। কতিপয় কবিতা                  | প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী |
| ( ইংরাজী অম্ববাদ সহ )             | ৩১। বিধবার ছেলে                          |
| ১৫। সময়-শায়িনী                  | ৩২। ধর্মজীবন, ১ম খণ্ড                    |
| ১৬। বড়রসামোদ নাটক                | ৩৩। ঐ ২য় "                              |
| ১৭। ভারত অধিকার                   | ৩৪। ঐ ৩য় "                              |

- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন  
৩৫। রামদাস-গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ষড়ঙ্গী  
৩৬। দম্পতির ধর্ম্ম-বৈবরণ্য  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাকমল যুগোপাধ্যায়  
৩৭। দরিত্রের ক্রন্দন  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
৩৮। ধর্ম্মপাল  
৩৯। প্রাচীন মুদ্রা, ১ম ভাগ  
৪০। স্তবক  
৪১। শুদ্ধ  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
৪২। কাকনমালা  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ  
৪৩। জ্ঞানযোগ  
৪৪। কর্ম্মযোগ  
৪৫। ভক্তিযোগ  
৪৬। রাজযোগ  
৪৭। ভক্তিরহস্য  
৪৮। ধর্ম্মবিজ্ঞান  
৪৯। পরিব্রাজক  
৫০। ভাববার কথা  
৫১। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য  
৫২। বর্ত্তমান ভারত  
৫৩। পদ্মাবলী, ১ম ভাগ  
৫৪। ঐ ২য়  
৫৫। ঐ ৩য়  
৫৬। চিকাগো-বক্তৃতা  
৫৭। ভারতে বিবেকানন্দ  
৫৮। কথোপকথন  
৫৯। শ্রীরামায়ণ-চরিত  
৬০। সাধু নাগ মহাশয়

- ৬১। মদীর আচার্য্যদেব  
৬২। পণ্ডারী কাব্য  
৬৩। নিবেদিতা  
৬৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ  
৬৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তবমালা  
৬৬। সন্ন্যাসীর গীতি  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার  
৬৭। নদীয়া-মামুরী  
৬৮। শ্রীগোরাঙ্গ  
৬৯। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম খণ্ড  
প্রদাতা—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যরামায়ণতীর্থ  
৭০। শ্রীমদগোমলম.  
৭১। হরিশ্চন্দ্রমৃতং  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ রায় চৌধুরী  
৭২। নব যুগের সাধনা  
৭৩। Glances from the Life-story  
of Sasipada Banerjee.  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ  
৭৪। প্রশ্ন-প্রশ্নাপ  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়  
৭৫। লয়  
প্রদাতা—শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য  
৭৬। ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার  
প্রতিকার  
প্রদাতা—৮ব্যোমকেশ মুস্তকী  
৭৭। চারুচর্য্যামৃতক  
৭৮। প্রার্থনা ( ১ম ভাগ )  
৭৯। অর্ধ-পুষ্প  
৮০। মঙ্গল-নির্বোধ  
৮১। সত্যনারায়ণের পাঁচালী  
৮২। কবিতাবলী  
৮৩। কবিতাবলী ( ১ম ভাগ )



প্রদাতা—৮ব্যোমকেশ মুস্তফী

৮৪। উপনিষৎ ( ১ম খণ্ড )

৮৫। উপনিষৎ ( ২য় খণ্ড )

৮৬। আৰ্য্যধাত্ত্রীবিজ্ঞা ( ১ম খণ্ড )

৮৭। হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব ( ১ম ভাগ )

৮৮। আৰ্য্য-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা

৮৯। বিষ্ণুপুরের ৮কালীমাতার পূর্ববৃত্তান্ত

৯০। পূজা

৯১। প্রমোত্তর-রত্নমালা ( ১ম )

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু

৯২। পদ্মমালা ( ১ম ভাগ )

৯৩। ঐ ( ২য় ভাগ )

৯৪। ঐ ( ৩য় ভাগ )

৯৫। নাগাশ্রমের অভিনয়

৯৬। মনোমোহন-গীতাবলী

৯৭। হিন্দু আচার-ব্যবস্থা

৯৮। ছলীন

প্রদাতা—ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ

৯৯। বীরবাণী

১০০। দেববাণী

১০১। পাণিনির মহাভাষ্য

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ

১০২। মন্দির

১০৩। শ্রীহরিলীলারসামুদ্র-সিন্ধু ( ১ম ভাগ )

১০৪। ঐ ( ২য় ভাগ )

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫। কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাধুর

১০৬। চীবর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

১০৭। নীলদর্পণ

১০৮। নবীন তপস্বিনী

১০৯। লীলাবতী

১১০। বিয়ে-পাগলা বুড়ো

১১১। জামাইবারিক

১১২। যমালয়ে জীয়াস্ত্র নাহুয

১১৩। স্রুগুনী কাব্য

১১৪। দ্বাদশ কবিতা

১১৫। পদ্মসংগ্রহ

১১৬। দীনবন্ধুজীবনী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অমূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১১৭। অশ্রুধারা

১১৮। বিধিপ্রসাদ

১১৯। ভীষণ প্রতিশোধ

১২০। পলাশীর স্মৃতি

১২১। বঙ্গলক্ষ্মী

১২২। গতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাইমোহন বরাট

১২৩। স্নেহলতা

১২৪। শ্রীএকাদশী বা ভক্তিবিন্দু

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী

১২৫। উদ্ধব-সংবাদ

১২৬। সরল সঙ্গীত বা হারমোনিয়ম শিক্ষা,

১ম ভাগ

১২৭। ঐ, ২য় ভাগ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্তিদার

১২৮। সরল যোটকবিচার-শিক্ষা

১২৯। স্বাস্থ্য, সুখ ও চিরযৌবন লাভের

সহজ উপায়

১৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা ও তাহার প্রতিকার

১৩১। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক

বৎকিঞ্চিৎ

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩২। সতী স্মৃতি

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত

- ১৩৩। দেশের গান  
১৩৪। অর্চনা  
১৩৫। সভাপ্রশস্তি  
১৩৬। নির্বর  
১৩৭। কাকলী  
১৩৮। স্বনামকাহিনী  
১৩৯। মোহিনী মায়া  
১৪০। আর্থানীতিবিজ্ঞান, (১ম পাঠ)  
১৪১। বিধবা দর্শনে ও পুনর্ভূ  
১৪২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহা-  
দুরের জীবনচরিত  
১৪৩। পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণ  
১৪৪। সটীক বৈষ্ণব আচার-রত্নাবলী  
১৪৫। প্রাণের টান  
১৪৬। সমাজ-সমস্যা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত

- ১৪৭। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর-দর্শন,  
(১ম ভাগ)  
১৪৮। " " (২য় ভাগ)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

- ১৪৯। স্বয়ংদর্শন (২ খণ্ড)

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার

- ১৫০। মার্কিনযাত্রা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরাধাল ঘোষ

- ১৫১। বিশ্বশক্তি  
১৫২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী  
১৫৩। শ্রীশ্রীশকাষ্টকম্  
১৫৪। পাগল  
১৫৫। নিগ্রো জাতির কর্মবীর  
১৫৬। বর্তমান জগৎ, (১ম ভাগ)  
১৫৭। " " (২য় ভাগ)

১৫৮। বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্ম

- ১৫৯। চান্দেলী, (১ম খণ্ড)  
১৬০। সোনার দেশ, (১ম খণ্ড)  
১৬১। গনশা  
১৬২। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র  
১৬৩। কমলা  
১৬৪। পাগল হরনাথ, ( ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ  
খণ্ড )

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গোলামী শশিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়

- ১৬৫। ধর্ম্মতত্ত্ব, তত্ত্ববাদ  
১৬৬। " " রাধাতত্ত্ব-রাসলীলা  
১৬৭। সাধক-সহচর  
১৬৮। হেমচন্দ্র  
১৬৯। কুস্তলীন-পুরস্কার, (১২শ ও ১৩শ)  
১৭০। চঞ্চলা  
১৭১। রত্নোদ্ধার  
১৭২। অমৃত

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

- ১৭৩। বীরপূজা  
১৭৪। বাহাহর

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

- ১৭৫। মাধবী

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

- ১৭৬। মুর্ছনা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিত্যশ্রুপ ব্রহ্মচারী

- ১৭৭। শ্রীকৃপদাগীতচিন্তামণি

প্রদাতা—শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী

- ১৭৮। পোষাপুত্র  
১৭৯। বাগদত্তা  
১৮০। ময়নশক্তি

- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেধ মৌলবী জমিরুদ্দিন ২০১। মুরজ মুরলী
- ১৮১। ইসলামী বক্তৃতা ২০২। জীবন বীমা
- ১৮২। ইসলামী সভ্যতা প্রদাতা—শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৮৩। আসল বাঙ্গালা পঞ্চল ২০৩। শ্রোতের ফুল
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্মা
- ১৮৪। মহাভারত, আদিপর্ক ২০৪। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত
- ১৮৫। রামায়ণ, ৭ম কাণ্ড ২০৫। কৃষ্ণচরিত
- ১৮৬। দিগদর্শন, এপ্রিল ১৮১৮, মার্চ ১৮১৯ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- এবং জাহ্নবীরী ১৮২০, এপ্রিল ১৮২০ ২০৬। সংসারচক্র
- ১৮৭। লিপিমাল্য ২০৭। সোনার স্বপন
- ১৮৮। ভারতবর্ষের ইংলণ্ডীয়দের রাজবিবরণ ২০৮। তোমারই
- প্রদাতা—শ্রীমতী অমরুপা দেবী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী
- ১৮৯। জ্যোতিঃহার্য ২০৯। গোধন
- ১৯০। চিত্রদ্বীপ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- ১৯১। উষা ২১০। জগদগুরু আবির্ভাব
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
- ১৯২। মোমতাজ, ২য় খণ্ড ২১১। শতদল
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিজয়নাথব মিত্র প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ
- ১৯৩। কোরক ২১২। ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত ২১৩। আত্মতত্ত্বপ্রকাশ
- ১৯৪। ছায়াময়ী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়
- ১৯৫। বসন্তোৎসব ২১৪। কবিকথা, (১ম খণ্ড)
- ১৯৬। অহিংসাদিগুদর্শন ২১৫। মরণ-রহস্য
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভুলকৃষ্ণ গোস্বামী ২১৬। প্রতাপাদিত্য
- ১৯৭। শ্রীমত্তগবদগীতা প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সেধ রেজাকউদ্দিন আহম্মদ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ ২১৭। সচিৎ আরব জাতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড
- ১৯৮। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ২১৮। ঐ ঐ ঐ ৩য় খণ্ড
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ
- ১৯৯। নুরজাহান ২১৯। চট্টগ্রামের বিবরণী ও ভৌগোলিক ভাগ
- প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্কাধিকারী প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঠাকুর
- ২০০। শুভকর্মে গড় ও পড় ২২০। মুরলী

উপহাৰদাতা

উপহৃত পুস্তক

শ্ৰীযুক্ত ৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী	২২১।	কালীকুসুমাবলী
পান্নালাল জৈন	২২২।	ভায়দীপিকা ( জৈনগ্রন্থমালা, ১০ )
পুলিনবিহারী দত্ত	২২৩।	শৃঙ্গারতিলকম্
ঐভাতচক্ৰ সুখোপাধ্যায়	২২৪।	আহিকতত্ত্বমালা
Supdt. Govt. Printing, India	২২৫।	Loan Exhibition Antiquities Coronation Durbar 1911.
	২২৬।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Dec. 1915.
	২২৭।	Patent Office Hand-book.
	২৭(ক)।	Cotton Spining & Weaving in Indian Mills Jany. 1916.
	২২৮।	Do Feb. 1916.
	২২৯।	Do March „
	২৩০।	Do April „
	২৩১।	Statistics (tables relating to Banks in India.)
	২৩২।	Annual Archæological Report 1912 to 1913.
	২৩৩।	Do Part 1st. 1913 to 1914.
	২৩৪।	Indian Archæological Policy 1915.
	২৩৫।	Statistical Abstract of Public Health 1913—1914.
	২৩৬।	Indian Education in 1914—1915.
Officer in Charge, Bengal Sectt. Book Depot.	২৩৭।	Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal for 1914—15.
	২৩৮।	Resolution Receiving the Report on the Working of the District Boards in Bengal 1914—1915.
	২৩৯।	Report on Public Instruction in Bengal for 1914—15.
	২৪০।	Supplement to the Report on Public Instructions 1914—15.
	২৪১।	Notifications and Orders relating to the War in force Bengal.
	২৪২।	Annual Progress Report on Forest Administrations in Bengal 1914—15.

- ২৪৩। An Introduction to the Grammar of the Tibetan Language with the Texts of situp, sumtag etc.
- ২৪৪। Report on the Working of the Municipalities in Bengal 1914—15.
- ২৪৫। Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1915.
- ২৪৬। Publications of the Department of Education 1911—15.
- ২৪৭। Proceedings of the Board of Forestry.
- ২৪৮। Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Dept. in Bengal 1915.
- ২৪৯। Annual Report on Royal Botanical Garden and of the Gardens in Calcutta and Darjeeling 1915—16.
- Under Secy. to the Govt. of India Commerce and Industry ২৫০। Report on the Weights & Measures Committee 1913—14.
- শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ২৫১। A Short History of the Indian Kayasthas.
- Under Secy. to the Govt of India Education Dept. ২৫২। Report of the Central Indiginous Drugs Committee Vol. I.
- ২৫৩। The Second Report of the Indiginous Drugs Committee.

প্রণয়ক

সম্বন্ধ

সদস্য

শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজ, কটক।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	"	শ্রীকীরোদচন্দ্র সেন বি এ, পি সি এস, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, করিমপুর, মাদারীপুর।
"	"	শ্রীবাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চীফ্ একাউন্ট্যান্ট, মিউনিসিপাল করপোরেশন, রেঙ্গুন।
"	"	রায়বাহাদুর শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ বি এল, ময়মনসিংহ।
"	"	মুহান্নীর নবাব নবাবজাদা সৈয়দ আলতাক আলী, দি প্যালেস্, বগুড়া।

অধ্যাপক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীস্বরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅম্বিকাসরণ দত্ত বি এ, পি সি এস, সার্বভিবিসনাল অফিসার, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।
শ্রীনলিনীচন্দ্রন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, ব্যাকরণতীর্থ, এমএ, ৭৪।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীগিরিজাতুষণ চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটী, বশোহর।
"	"	শ্রীস্বরেজনাথ ঘোষ ১৩ বনুপাড়া লেন।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীচুর্গাদাস সরকার ৮ মহেশচন্দ্র দত্ত লেন, আলিপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৬২ বেলগেছিয়া রোড।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ তাঁতিবাজার রোড, ইটালি।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরিদাস বিজ্ঞানিধি, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅম্বোরনাথ বসু ওভারসিয়ার, ডি: বোর্ড, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীসতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার—কোর্ট অব ওয়ার্ডস এণ্ট্রি, নুরসন্দ, মজঃফরপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	শ্রীদাশরথি ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, হুগলী কোর্ট, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীদীননাথ সেন বি এল, উকীল, চুঁচুড়া।
"	"	শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, টেনীং কলেজ, হুগলী।

প্রবাসক

সমর্থক

সদস্য

শ্রীরামকমল সিংহ

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ্র

হলদিয়া, দুর্গাপুস্তালয়ের সম্পাদক, ঢাকা।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ আনীর এন্ট্রিট, সাতক্ষীরা, খুলনা।

## প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সি এস আই, এম্ এ ডি, এম্ সি ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

• ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

• মধুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ,

• হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরস্তু,

কবিচিন্তামণি

এম্ এ, বি এল

• কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব

• নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব,

• সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ

সিদ্ধান্তবানিধি

• চিত্তমুখ সান্তাল বি ই

• ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

• গুরুদাস সরকার এম্ এ

• খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

• ললিতাপ্রসাদ দত্ত

• চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল

• বতীন্দ্রনাথ দত্ত

• অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

• বতীন্দ্রনাথ মল্লিক

• সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল

• বামাচরণ মজুমদার

• হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ

• দুর্গাদাস ত্রিবেদী

• চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

• পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

• প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

• মন্থননাথ রায়

• হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

• সুরেন্দ্রনাথ সেন

• চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ

• প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

• শশিভূষণ সিংহ বি এ

• বাদরচন্দ্র মিত্র

• সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ

• জ্ঞানেন্দ্রনাথ বোষ বি এ

শ্ৰীযুক্ত ললিতমোহন পাল

- মহম্মদ এয়াকুব আলি
- আহম্মদ আলী
- মহম্মদ আব্দুল লতিফ
- মাহম্মদ মণিরজ্জমান
- বাণীনাথ নন্দী
- রাজেন্দ্ৰনাথ বসু
- ডাঃ বারিদবৰণ মুখোপাধ্যায় এল এম এম্
- গঙ্গাধৰ ভট্টাচাৰ্য্য
- সত্যচৰণ বসু এম্ এ
- সুরেশচন্দ্ৰ দেব
- শান্তিসাধন বিশ্বাস
- জ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ
- কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুৰী
- জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ দাস এম্ এ, বি এল
- রাজেন্দ্ৰনাথ ঘোষ
- রবীন্দ্ৰনাথ চক্ৰবৰ্ত্তী
- অনন্তচৰণ ভট্টাচাৰ্য্য
- হেমচন্দ্ৰ ঘোষ
- বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্ববল্লভ
- রামকমল সিংহ
- সুরেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্ৰীযুক্ত ষজ্জেশ্বৰ দাসগুপ্ত

- সতীশচন্দ্ৰ দাসগুপ্ত
- বসন্তকুমাৰ রায়
- গোলাৰ মোস্তেকা
- নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ
- মহেন্দ্ৰকুমাৰ রায় চৌধুৰী
- অতুলচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তী
- শ্ৰীশচন্দ্ৰ বসু
- কমুদেৱ রায়গুপ্ত
- জিতেন্দ্ৰনাথ সেন
- কৰুণাচন্দ্ৰ মজুমদাৰ
- প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ত্ৰৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- পুলিনবিহারী দত্ত
- মণীন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ
- হৰেকৃষ্ণ চন্দ্ৰ
- বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ
- ললিতমোহন বসাক
- ফণীন্দ্ৰকৃষ্ণ বসু
- হুলালচন্দ্ৰ মিত্ৰ
- গিরিজাভূষণ ঘোষাল

শ্ৰীযুক্ত রায় বতীন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী শ্ৰীকৰ্ত্ত, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল—( সম্পাদক )

- শ্ৰীগালকান্তি ঘোষ
- কিরণচন্দ্ৰ দত্ত
- সুরেন্দ্ৰনাথ কুমাৰ
- নলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত

} সহকাৰী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। পুস্তক ও পুথি উপহাৰদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সাধা-  
ৰণ সদস্য নিৰ্ব্বাচন। ৩। পৰিষদেৰ নিয়মাবলীৰ ১৩ (খ), ২৫, ৩৯ (ক) ও (খ), ৫৩,  
৫৯ ও ৬৭ সংখ্যক নিয়মগুলিৰ পৰিবৰ্ত্তন ও পৰিবৰ্ত্তন সম্বন্ধে কাৰ্য্যনিৰ্ব্বাহক-সমিতিৰ প্ৰস্তাব।  
৪। প্ৰতি বৎসৰ ২২ বৈশাখ তাৰিখে সেই বৎসৰেৰ জ্ঞাত কাৰ্য্য-নিৰ্ব্বাহকসমিতি গঠন ও  
কৰ্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে শ্ৰীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়েৰ প্ৰস্তাব। ৫। প্ৰবন্ধ-



পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিদ্যভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) শ্রীযুক্ত স্থপীলককার দে এম্ এ, বি এন্ মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধবহু। ৬। প্রদর্শন;—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২ খানি প্রাচীন ইষ্টক, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত ১ খানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি পস্তর-চৈত্য এবং (গ) শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত মণ্ডরামণ্ডল হইতে আনীত দুই কাজার বংশের পুরাতন কতকগুলি প্রস্তরের ভগ্ন নারী হস্ত, নারী-মুণ্ড, গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন। ৭। শোক-প্রকাশ;—রসিক-লাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৮। বিবিধ।

সভার কার্যারম্ভে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বর্তমান বর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সাদর সম্বাধন ও অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলিলেন,—“অজ্ঞ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধন্ত হইল। ডাক্তার বসুর ভ্রায় জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টহার কর্ণধার। তাঁহার অমৃত প্রতিভা, জ্ঞান ও বিচৈর্যমা সর্বজনবিদিত। তাঁহাকে কর্ণধাররূপে পাইয়া পরিষদের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি যে তাঁহাকে আজ অভ্যর্থনা করিতে পাইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। কেন না, আমি তাঁহার ছাত্র। এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, ডাক্তার বসু তাঁহার অমৃত জ্ঞান ও প্রতিভা পরিষদের কার্যে নিয়োজিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন সমুন্নতির পথে চালিত করিবেন।”

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গ ও এই আবেদন সর্বাঙ্গতঃ করণে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বসু সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আজ আমার দার্জিলিং বাইবার কথা ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করি। ইতিপূর্বে জুলাই মাসে দার্জিলিংএ আমি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শরীর ভাল নহে বলিয়া আমি ডাক্তারের সার্টিকিট দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, গুরুতর তার গ্রহণ করিতে আমি অসমর্থ। অবশেষে শুনলাম যে, আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন। আমার বহু দূর শক্তি, আমি এই কার্যে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় হয় ত বহু পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাকে এই গুরুতর কার্যভার প্রদান করিয়া তিনি অসর গ্রহণ করিলেন। যাচা হউক, যখন এই ভার আমার উপর পড়িয়াছে, তখন আমি যথাসাধ্য এই সভার উন্নতিসাধনে আমার শক্তি নিয়োজিত করিব।

প্রথমে তিনটি বিষয়ে এই সভার উন্নতি করিতে আমি ইচ্ছা করি। একটা বিষয় আজ বলিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, অল্প দিনে সাহিত্য-পরিষৎ উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

কারসী দেশে যে French Academy of Literature আছে, পরিষংকে তাহার তুল্য করিতে হইবে। সেখানকার নানা Politicianদের ছবি ও নানা দলভ পুস্তক এমন সুত্রিস্ত ভাবে সাজান আছে যে, সেখানে প্রবেশ করিলে লোক মাত্রেয়কে এমন একটা তন্দ্রাভাব আসে Academyর সৌন্দর্য্যে ও মহত্বে যেন মন মুগ্ধ হয়। পরিষং-গৃহে আসিলে যেন সেইরূপ ভাব আসে, সেইরূপ ভাবে পরিষংকে গ'ড়ে তুলিতে হবে। অনেক অমূল্য জিনিষ এখানে আছে, বহু বড় লোকের হাতের লেখা, রামমোহন রায়ের পাগড়ি, বাকিমের কলম ইত্যাদি অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহার সুবিজ্ঞান নাই। এখন পরিষংকে এমন করিতে হইবে যে, কেহ আসিয়া জানিতে পারে যে, ইহা একটী সমস্ত কীর্তি। একটা কীর্তি করিতে হইবে। Artএর জন্ত বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভার দিতে হইবে। রাখালবাবু Antiquity সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় দেখিবেন, প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাশয় নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অজ্ঞাত কয়েক জনকে বহু সাজাইবার ভার দিতে হইবে। পরিষদের সমস্ত সদস্যদের চিঠি লিখে জানানতে হবে যে, প্রত্যেকে এক এক বস্তুকে দিয়ে পরিষদের এক এক সেট বহু কিনিয়ে দেন। বস্তুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে উপহার হিসাবে বা অল্প কোন উপায়ে পরিষদের বইগুলি বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয় কার্য্যে আনিতে গেলে সকলকে চেষ্টা করে কিছু কিছু টাকা দিলেই এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। জাহ্নবীর মাসের মধ্যে এ কাজটা সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি নিজে ১০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।

তারপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, পরিষদের পক্ষ হইতে আমিও ডাক্তার বহু মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার জন্যই ডাক্তারের বাধা সর্ব্বোচ্চ ডাক্তার বহু মহাশয় পরিষদের কর্ণধারের কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিষদের সকল দিকে তাঁর দৃষ্টি বাড়িতেছে। তিনি বৈজ্ঞানিক মত আছেনই, কিন্তু তিনি একজন বড় শিল্পী (Artist)। তাই প্রথমেই সেই দিকেই দৃষ্টি পড়িতেছে। পরিষদের পার্শ্বে সাত কাঠা জমি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে যে "রমেশ-ভবন" হইবে, তাহা কত দিনে হইবে, জানি না। কিন্তু মাল-মসলাগুলি বাহাতে ঠিক থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে পরিষৎ বাহাতে রমণীয় ও কমন্সীয় স্মৃতি ধারণ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ২৯ জনে মিলে "নিছাবর ত্রুট" অবলম্বন করে প্রত্যেকে ১০০ টাকা তুলে দিলে, আর ডাক্তার বহুর ১০০ টাকা যোগে ঐটে ৩০০০ টাকা হবে। তাতে সভাপতি মহাশয়ের প্রতীকিত কার্য্য সম্পন্ন হতে পারে। তখন সভাপতি মহাশয় এসে তাহার বৈজ্ঞানিক গিঠাপুলি বিতরণ করিবেন। স্থবের বিষয় এই, কয়েক জন এই ভার গ্রহণ করেছেন।

ডাক্তার বহু শীঘ্র সভা ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রথমেই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয় আমার

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ স্নেহধক ছিলেন; নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পক্ষে তাঁহার নিদর্শন আছে। সরলতা ও সাহিত্য-সেবার জন্ত তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। আমি প্রস্তাব করি—“বঙ্গীয়-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, পরলোকগত রসিক-লাল রায়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নানা সন্দর্ভ লিখিয়া ও ভারতের অস্ত্রান্ত ভাষা হইতে আভরণ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে সাজাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার শোক-সম্পন্ন পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীলাল রায় বি এ মহাশয়কে পরিষৎ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।”

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্র বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলিলেন,— রসিকলাল বাবু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসার কথা শুনিতে পাই। তিনি সরল ও উদার ছিলেন। তিনি স্নেহধক ছিলেন। উচ্চ উচ্চ বিষয়ে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ছিল। তিনি বহুতর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুর মাসেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্মজীবন আদর্শস্বরূপ।

সকলে মণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রামেন্দ্র বাবু এই সময়ে “সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুম”—বাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রথমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে দান করেন। তখন আমরা জানিতাম যে, এই পুস্তক এক খণ্ডই আছে। পরে লালগোলায় রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয় হইতে আমরা এই পুস্তকখানির ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড একত্রে পাই। তাঁহারই ইচ্ছামত ও তাঁহার আনুকূল্যে এই পুস্তকের হাজার কপি করিয়া ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ১০ বৎসর পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের সময় রচিত হইয়াছিল; এই জন্তই বোধ হয়, ইহার নাম “সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম” হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নাম ৬কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগসাগর। লালগোলায় রাজা বাহাদুর নিজে ১০০ খণ্ড তাঁহার বঙ্গবান্ধবকে উপহার দিবার জন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, আর বাকী ২০০ খণ্ডের স্বয়ং সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তবে জানাইয়াছেন যে, ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অস্ত্রান্ত সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। প্রাচ্য-বিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রবাবু নানা পণ্ডিতগণের সাহায্যে এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। শুনিতেছি, ইহার ৪র্থ ভাগও নাকি আছে।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় লালগোলায় রাজা বাহাদুরের বদান্ততার জন্ত ধন্যবাদের প্রস্তাব করিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশবাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে পুস্তক সম্পাদনের জন্ত নগেন্দ্রবাবুকে এবং এই পবিষদের জন্ত ঐ দান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রামেন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব লালগোলায় রাজা বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সময়ে অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া ডাঃ বনু মহাশয় অনিবার্য কারণবশতঃ সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ নূতন নির্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিয়মালীয়া আবশ্যকীয় পরিবর্তনগুলি প্রস্তাব করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ঐ পরিবর্তনগুলি গৃহীত হইল।

১৩ (খ) দ্রষ্টব্য :—সদস্যগণ কলিকাতা ও মফস্বল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। যাহারা সাধারণতঃ কলিকাতার অবস্থান করেন, তাঁহারা কলিকাতা শ্রেণীভুক্ত ও যাহারা মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারা মফস্বল শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

(১২) দ্রষ্টব্য :—এই নিয়মাস্তর্গত মফস্বলের অধিবাসী অর্থে যাহারা সাধারণতঃ মফস্বলে থাকেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সদস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ মফস্বলে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবেন। (২৫) ও কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক কর্মস্বাক্ষররূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩৯) (ক) যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে প্রস্তাব সর্বোচ্চ কার্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও কোন প্রস্তাব প্রথমে কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না হইলে, পরিষদের কোন অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না।

(খ) কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্যের কোন প্রস্তাবের আলোচনায় কার্য-নির্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্য-নির্বাহক-সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্তী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ভূক্ত করিয়া দিবে।

(৫৩) নিয়মে মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পর “বার্ষিক অধিবেশন” যোগ করিতে হইবে।

(৬৭) (ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমতি লইবার পূর্বে ৫০ টাকী পর্যন্ত সম্পাদক নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার অব্যবহিত পরবর্তী অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বি এ হিণ্ডাব-পরিদর্শক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ তারিখে সেই বৎসরের জ্ঞান কার্য-নির্বাহ-সমিতির গঠন ও কর্মস্বাক্ষর নিয়োগ হউক। ডাঃ গফুর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। রামেন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব সম্পর্কে এক সংশোধিত প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব এই—প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে যাহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইতে পারে, ইহার সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার জ্ঞান কার্য-

নির্কাহক-সমিতিতে অমরোদ্য করা হউক। কাগ্য-নির্কাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জগদীশ সরকার এম এ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছইখানি প্রাচীন ইষ্টক এবং যেখান হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওখানকার শিলালিপির পাঠ বাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় জগদীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় বি এ-প্রদত্ত একখানি প্রাচীন ইষ্টক ও একটি প্রস্তর-টোতা প্রদর্শিত হইল। শ্রীযুক্ত পুণ্ড্রবিহারী দত্ত মহাশয় তীর্থ ভ্রমণকালে মথুরামণ্ডল হইতে সংগৃহীত প্রস্তরের কতকগুলি ভগ্ন নারীমূর্ত্ত, নারীমুণ্ড ও গোমুখ প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে যথাবিধি ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সময়াভাবে শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত অশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল মহাশয়ের “হউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ পাঠ স্বাগত রহিল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রস্তাব করিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

### পরিশিষ্ট

১। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত টাকা দিতে বা সংগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ক)	ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	১০০/-
(খ)	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০০/-
(গ)	নগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত	১০০/-
(ঘ)	চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০/-
(ঙ)	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০/-
(চ)	কিরণচন্দ্র দত্ত	১০০/-
(ছ)	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১০০/-
(জ)	রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	১০০/-
(ঝ)	রায় বভ্রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী	১০০/-
(ঞ)	বামাচরণ মজুমদার	১০০/-
(ট)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০/-
(ঠ)	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০/-
(ড)	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০০/-

১৩০০/-

২। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত উবেশচন্দ্র মৈত্র	১। রাক্ষস-রহস্য
• বোপেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২। অর্জুন
• চিত্তমুখ সাত্তাল	৩। মহাভারত (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
	৪। বিজ্ঞানন্দর (খণ্ডিত ও ছিন্ন)
• কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ	৫। উৎস
	৬। মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের ৩য় বার্ষিক অধি- বেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
• ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী	৭। কলিকাতা-রহস্য (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
	৮। ললাটি লিখন
	৯। সত্যপ্রশস্তি বা তর্পণাঞ্জলি
	১০। দার্জিলিং প্রবাসীর পত্র
	১১। বসন্ত-গাথা
	১২। বিজ্ঞানগণে ধর্ম্মশিক্ষা
	১৩। মৃত্যুর পর জীবন
	১৪। অবকাশ-লহরী
• ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়বিনোদ	১৫। আহেরিয়া
	১৬। রামায়ণ
• ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭। প্রাণের কথা
	১৮। ঐ পিতা নোহসি
	১৯। শ্রীভগবৎকথা
	২০। শিক্ষা-সমতা ও কৃষিশিক্ষা
শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র চৌধুরী	২১। নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগোরাধ
• Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	২২। Report on Emigration from the Port of Calcutta to the British and Foreign Colonies.
Superintendent Govt. Printing, India.	২৩। Monthly Statistics of Cotton Spin- ning and Weaving in Indian Mills, May 1916.
Officer in Charge. Bengal Secretariat, Book Depot	২৪। Annual Report on the Police Admi- nistration of the Town of Calcutta and its Suburbs 1915.

Supdt. Govt. Printing, Burma.	২৫।	Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma for the year ending 31st March, 1916.
Officer in Charge Bengal Secretariat Book-Depot.	২৬।	Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1915-16.
Registrar Calcutta University	২৭।	Calcutta University Minutes, Part VIII. 1913.
	২৮।	Do. Part VI. 1915.
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	২৯।	Vernacular literature of Bengal before the introduction of English Education.
Supdt. Govt. Printing, India		Patent Office Journal, April to June, 1916.
Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot.		Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1915-16.

## পুথি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	১।	জৈমিনি ভারত ( দ্বিজ অভিরাম )
	২।	গীত-গোবিন্দ ( গিরিধর দাস )
	৩-৪।	গীত-গোবিন্দ ( গিরিধারী দাস )

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	লক্ষ্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত ১১ কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
"	"	শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ বি এল উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চন্দ্র ২৪৩ অপার সাকুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল চালতা বাগান, কলিকাতা।

## ২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৫শে ভাদ্র, ১৩২৩, ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ( সভাপতি )

মহাসচিবাপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,

সি আই ই, এম্ এ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

• রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

• নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ

• নিখিলনাথ রায় বি এল্

• হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

• যাদবচন্দ্র মিত্র

• রাধারমণ বিজ্ঞাতৃষণ

• ডাঃ আবহুল গফুর দিদ্দিকী

• শুদ্ধানন্দ সান্না

• ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

• পুলিনবিহারী দত্ত

• হেমচন্দ্র ঘোষ

• নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

• উমাচরণ ঘোষ

• প্রমথনাথ মিত্র

• নিমাইকিশোর গোস্বামী

• সত্যীন্দ্রসেবক নন্দী

• ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত

• শরচ্চন্দ্র সিংহ

• জ্যোতির্শ্রম চট্টোপাধ্যায়

শান্তিসাধন বিশ্বাস

• প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

• ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

• বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্ম

• তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

• মণীন্দ্রমোহন বসু

• বাণীনাথ নন্দী

• শিখিভূষণ সরকার

• ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

• ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এম্

• নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাৰ্ণব

• অধিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্

• ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্ এ, ডি এম্ সি

• অমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ

• সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্

• কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্

• হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

• যতীন্দ্রমোহন রায়

• রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

• রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

• মন্যথমোহন বসু এম্ এ

• রামকমল সিংহ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত্ত, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

• কিরণচন্দ্র দত্ত

• মৃণালকান্তি ঘোষ

• নলিনীরঞ্জন গণ্ডিত

সহকারী সম্পাদকগণ ।



আলোচ্য বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। প্রবন্ধ-পাঠ;—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ” ও (খ) শ্রীযুক্ত জুগীপকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিপিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল্, (গ) বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) হেমেন্দ্রমোহন বসু ও (ঙ) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় অত্রতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অত্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ২২শ বর্ষের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন ও দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন এবং বর্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনসমূহের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে কার্য-বিবরণগুলি গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল,—

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। কৈলাসবাসিনীর পতিদান ও গণেশের জন্মাখ্যান
	২। বৌবাবু
	৩। গোফুল-লীলা
	৪। গুইকোওয়ার নাটক
	৫। হৃদয়-লহরী (কাব্য)
	৬। ভারতে রাজপুত্র
	৭। স্মৃথ
	৮। উপহার-কুসুম
	৯। শরৎকুমারী
	১০। লয়লা-মজনু
	১১। কানন-বালা
	১২। ভালবাসা
	১৩। বসন্তকুমারী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	১৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ ভাগ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী	১৫। ক্লিপেট্রা
	১৬। সমাজ-চিত্র
	১৭। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি

উপহারদাতা	পুস্তক
শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থকুমার মজুমদার	১৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড
“ স্বামী সত্যানন্দ	১৯। অমৃতভূত যোগসাধন
“ স্বরেন্দ্রকুমার বসু	২০। বকুল
	২১। স্মৃতি
“ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২২। মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড
“ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৩। চপলা, ২ খানি
	২৪। অনিলা বা বর-বদল, ২ খানি
“ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৫। Select Revelation of St. Mechtild, The Isle of Wright. The All-Indian Ayurvedic Conference, Seventh Session—Madras—1915.
Secretary, Smithsonian Institution	২৬। Report on Wind Tunnel experiments in Aerodynamics. Cambrian Geology and Paleontology. The Sense Organs on the Mouthparts of the Honey Bee.
Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle.	২৭। Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March 1915.
Curator, Peshawar Museum.	২৮। Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1915—16.
Director, Geological Survey of India.	২৯। Records of the Geological Survey of India, Vol. XLVI pt. 2, 1916.
Superintendent, Govt. Printing, India.	৩০। Monthly Statistics of Cotton Spin- ning and Weaving in Indian Mills, June 1916.
*Officer in charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	৩১। Fifty-fourth Annual Report of the Government Cinchona Plantation and Factory in Bengal, for the year 1915—16. Annual Returns of the Lunatic Asy- lum in Bengal, with brief notes for the year 1915.

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে সাধারণ সভাকল্পে  
নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র এম্ এ, বি এল, ৫১ নূরমহম্মদ সরকার লেন।
"	"	শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল, ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীবিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড ক্লার্ক, হ্যালফোর্ড স্মিথ এণ্ড কোং, ১ মিশন রো।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়, ষ্টাণ্ডার্ড বুক সোসাইটি, ৯ জামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
"	শ্রীবাণিনাথ নন্দী	শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব এম্ এ, ৬৩২ হরিঘোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীজহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড, সিমলা।
"	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ গোঁসাই গলি, বাগবাড়ার।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী সেখ আবদুর রহিম, 'মোসলেম-হিটৌরী'র সম্পাদক, ২১ আন্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী আবদুল হাকিম, ঐ ঐ ।
"	"	ডাঃ আবদুল্লা আলমামুন সোহাওয়ার্দি এম্ এ, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ব্যারিষ্টার, ৩ ওয়েলেসলি ১ম লেন।
"	"	মৌলবী মণির-উজ্জমান, ২৯ অপার সার্কুলার রোড।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শান্তিপুর, নন্দীয়া।
"	"	মৌলবী রেহাজদ্দিন আহম্মদ, দলগ্রাম, তুঘড়াগার, রতপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সমস্ত
ডাঃ আব্দুল গফ্ফর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মুন্সী আফ্‌সারদ্দিন আহম্মদ, ২১ আণ্টনিবাগান লেন।
"	"	মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহাবাবুর কাছারী, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	ডাক্তার আবদুল হাদি খাঁ, খুষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার, মাথাভাঙ্গা, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
"	"	মোলবী মোহাম্মদ কে টাদ, চীফ্ এক্সামিনার্স অফিস, এক্সপেনডিচ্যার সেক্সান, ই, বি, রেলওয়ে, ৩ কয়লাঘাটা ষ্ট্রীট।
"	"	সৈয়দ মোহাম্মদ ইসরাইল, ৭ নং শিয়ালদহ রোড।
শ্রীধীৰেন্দ্ৰকৃষ্ণ বসু	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ৮।১ বাহির মিৰ্জাপুর রোড।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার এম্ এ, ২২।১৩এ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র এম্ এ বঙ্গবানী কলেজের অধ্যাপক, ২।১এ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবিজয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	"	শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬ বলরাম বসুর লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীথামিনীকান্ত সোম, বরগেট, গোপালনালা, দিল্লী।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যভূষণ, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন।
শ্রীবিমোদবিহারী দত্ত	"	শ্রীকণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটা, ঝিনাইদহ, বশোহর।
"	"	শ্রীকুমারশঙ্কর রায়, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।
শ্রীললিতমোহন পাল	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীবোগেন্দ্ৰনাথ সেন, ১৫৬।২ অপার সার্কুলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
তীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীশৈবশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরভূম।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	"	শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বি এল, জজকোর্টের উকিল, কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাধেন্দ্রকিশোর সেন, জমিদার, সেনবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক।
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়	"	শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এম্ এ, বি এল, জমিদার, হুগলি।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন।

৪। (ক) অতঃপর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় তাঁহার “১৩২২ বঙ্গাব্দের বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, ১৩২২ বঙ্গাব্দে মোট ৭৮৪ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১৮ খানি বিজ্ঞান-পাঠ্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-সমষ্টির নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়া তদন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংখ্যাও দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এক অভিনব আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পুস্তকাদির সহিত তিনি নানা সাময়িক পত্রের সারগর্ভ প্রবন্ধাদিরও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত নানা পুস্তক ও মাসিক পত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনার আবশ্যকতা আছে; কিন্তু যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে পরিষদে এরূপ আলোচনার নিয়ম নাই এবং এই প্রবন্ধের আলোচনার সহিতও পরিষদের দায়িত্ব নাই। ইহাতে প্রবন্ধ-কারের নিজের মতই প্রকাশ করিয়াছেন। আর এক কথা, প্রবন্ধ-লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তালিকায় সকল গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের উল্লেখের সুযোগ হয় নাই; সেই জন্য এই তালিকা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ নহে।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—“অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ সমালোচনার জন্য মতামত সঙ্ক্ষে পরিষৎ দায়ী নহেন। এই সমালোচনার অনেক প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই আছে। ইহা তাঁহার নিজের মত। আজ পরিষদে এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার সময় নাই এবং আবশ্যকও নাই। আমি নিজেই অনেক স্থলে প্রবন্ধ-কারের সহিত একমত নহি। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে পারেন। আমরা বারান্তরে এরূপ প্রবন্ধের উপযুক্ততা বিবেচনা

করিয়া পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু আমরা সকলেই এই বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত যে, অমূল্য বাবুকে তাঁহার বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রবন্ধের জন্ত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৪ (খ)। শ্রীযুক্ত অশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয়ের লিখিত “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ সমগ্রভাবে পঠিত হইল না। প্রবন্ধটিতে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ভাল করিয়া শুনা আবশ্যক বোধে উহা বারাস্তরে পঠিত হইবে বলিয়া উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ৮প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের এই অধিবেশনে “জন্মভূমি”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে কবির জীবনীর সহিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে কৃতিত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, “মহাভারত নাট্যকাব্য” নামক বিরাট নাট্যগ্রন্থ “সোনার স্বপন” ও “তোমারই” নামক গীতিনাট্য ও নাটিকা প্রভৃতি রচয়িতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও স্থললিত-গান-রচয়িতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকালে ৪০ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সালে ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। গান-রচনায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বিরাট মহাভারতখানিকে নাট্যকাব্যে গ্রথিত করা। কিন্তু চঃখের বিষয়, অষ্টাদশশতাব্দীর মধ্যে ২৬১৭ খ্রীঃ অব্দে কেবলমাত্র আদি ও সভা পরুষয় নাট্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রফুল্লচন্দ্র ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক উপভাষা-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিশাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসিবক নন্দী মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। হরিশাধন বাবু লিখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই প্রফুল্লচন্দ্রের কবিতার প্রতি অমুরাগ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সমুল্য তিনি পড়িতে ভাল বাসিতেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি “অন্ধবিলাপ” নামক একখানি পঞ্চময় নাটিকা রচনা করেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ও আজন্ম বিলাসক্রোড়ে পালিত; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি তাঁহার খুব দয়া ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; নিজে গান রচনা করিয়া, নিজে সুর দিয়া, নিজেই তাহা গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। মহাভারত নাট্যকাব্য তাঁহার অভুলনীয় কীর্তি। মহাভারত নাট্যকাব্য ব্যতীত তাঁহার রচিত আর দুইখানি নাটিকা ক্লাসিক রঙ্গক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল—“সোনার স্বপন” ও “তোমারই”। শেযোক্তখানি অভিনীত হইবার দুইদিন পূর্বে কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় বন্ধু ক্লাসিক রঙ্গক্ষেত্রে অধ্যক্ষিকারী সুপ্রসিদ্ধ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যার্থ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের “সীতারাম” উপভাষা নাট্যকাব্যে পরিবর্তনের জন্ত আবশ্যিক গীতগুলি রচনা করিয়া দেন। প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের অল্প প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। আজ পরিষৎ-পন্থিরে তাঁহার যে স্মৃতি-রক্ষা করা হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয়।

অতঃপর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন যে, “প্রফুল্লচন্দ্রকে আমি বিশেষ ভাবে জানিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বড়-বাড়ী-প্রস্তুত-কারকের মধ্যে একজন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান বাঁধিতেন। তাঁহার তিন পুরুষে সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যখানি যদি কেহ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষায় এক অপূৰ্ণ সামগ্রী হয়।”

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—“আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অসাধারণ ছিল, সঙ্গীত-রচনায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলিতেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতি যথার্থভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি “মহাভারত নাট্যকাব্য”খানি সম্পূর্ণ করিতে হয়।”

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। তৎপরে (ক) ৮গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ, (খ) ৮ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, (গ) ৮বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (ঘ) ৮হেমচন্দ্রমোহন বসু নামধেয় সদস্তগণের ও (ঙ) খ্যাতনামা সাহিত্যিক ৮ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। স্থির হইল যে, পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মীয়গণের নিকট পরিষদের সমবেদনা সূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৮ই আশ্বিন ১৩২৩, ২৪শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, ব এল্ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এল্

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্ এ, বি এল

„ রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্তী এল সি ই

„ ব্রজেন্দ্রকুমার রায়

„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন,

„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্ এ, বি এল

„ বাদবগোবিন্দ রায়

„ ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

„ শ্রীজীব কাব্যতীর্থ

ডি এস সি ( ব্যারিষ্টার )

„ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

„ ডাঃ অম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ,

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র

পি এইচ্ ডি

„ বসন্তকুমার রায়

„ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ

„ ললিতমোহন পাল

„ রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

„ বিজেন্দ্রনাথ সিংহ

„ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ

„ হিমাংশুশেখর লাহিড়ী

„ হরিন্দাস চট্টোপাধ্যায়

„ জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী

„ অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণ

„ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

„ বরেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যমল্লভ

„ মণুরানাথ বসু

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

„ নরেন্দ্রকুমার মজুমদার

„ রজনীকান্ত পাল

„ বভীন্দ্রনাথ দত্ত

„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

„ যোগেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত বি এ

„ মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ অম্বিনীকুমার ঘোষ

„ সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল

„ রামকমল সিংহ

„ রাজকুমার চক্রবর্তী

„ জগদ্বন্ধু হালদার

„ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

„ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্ এ

„ ভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

„ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য

„ পান্নালাল দাস

„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

„ বভীন্দ্রমোহন রায়

„ স্বর্ধ্যকুমার পাল



শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

• দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

• ভোলানাথ কৌচ

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

• কিরণচন্দ্র দত্ত

• অরেন্দ্রনাথ কুমার

• নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

} সহকারী সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি-উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ সদস্য নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় কর্তৃক “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ,” (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

অন্ততঃ সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় “ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় “কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—“প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় তাঁহাদের গবেষণা ও পরিশ্রমের জন্য সকলেই ধন্যবাদার্থ। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ প্রবন্ধের আলোচনা করুন।”

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমলচরণ ঘোষ বিভূষণ মহাশয় বলিলেন—“কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” পুস্তক প্রকাশের কাল-সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে ১৭৩৪ খৃঃ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকের টাইটেল পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না বলিয়া, উহার প্রকাশকাল ঠিক নিরূপিত হওয়া কঠিন। আমার ধারণা, এই পুস্তকখানি ১৭৩৪ খৃঃ রচিত হইয়া থাকিলেও উহার প্রকাশকাল ১৭৪৩ খৃঃ। ১৭৩৪ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট তারিখে Father Frey Manoel da Assumpcao নামক ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়াল নগরীর একজন পর্তুগীজ Augustinian মিশনারী বঙ্গভাষা ও পর্তুগীজ ভাষায় একখানি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের কথোপকথনচ্ছলে সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি ইহার নাম দেন “Compendio dos Misterios da Fee, ordenandoem lingua Bengalla”। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “Creper Xaxtrer Orth bhed” এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে “Cathecismo da Doutrina Christaa” লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আর দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্বন্ হইতে প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের যে খণ্ডিতাংশ আছে, উহার চতুর্থ পৃষ্ঠার ভাওয়ালের নাম লিখিত

আছে। পুস্তকখানির বাম দিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্তুগীজ অনুবাদ আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ—Bengal Past and Present, 1914, No 17, pp 40-63 পৃষ্ঠায় আছে। ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে Francis Xavier লিখিত “Catecismo de Doctrina” নামক একখানি খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের পুস্তক গোয়া হইতে প্রকাশিত হয়। উহার সহিত Father Manoel এর এই পুস্তকের কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। এই পুস্তকের ভাষার সহিত ঢাকা অঞ্চলের ভাষার সহিত অনেক মিল আছে। তবে ঐ জেলার কোন্ অংশের সহিত ঠিক মেলে, তাহা বলা যায় না। প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।”

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—“এই পুস্তকের টাইটেল পেজ না থাকিলেও যখন উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় (Dedication) ১৭৩৪ খৃঃ লিখিত আছে, তখন অনুলা বাবু ১৭৪৩ খৃঃ পুস্তকের প্রকাশকাল বলিয়া কেন নিরূপণ করিতেছেন, তাহা ভাল বুঝা গেল না। Grierson সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভাষা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, ঢাকার ভাওয়াল নগরীতে পর্তুগীজ গীর্জা আছে—পুস্তকের ভাষা ঐ অঞ্চলেরই বলিয়া বিশেষ বুঝা যায়।”

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন—“পুস্তকের Dedication পৃষ্ঠায় অনুবাদ করিবার সময় আমি প্রবন্ধ-লেখকের সঙ্গে ছিলাম। উহাতে ১৭৩৪ সালই আছে। Xavier রচিত ঐ সম্বন্ধীয় পুস্তকখানি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। উহা বাঙ্গালা নহে।”

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—“এই প্রবন্ধদ্বয়ের আলোচ্য বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। আমি এ বিষয়ের মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহি। তবে ভাষার সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, উহা ভাওয়াল অঞ্চলেরই ভাষা। ঐ অঞ্চলে অনেক পর্তুগীজ বাস করিত। তাহারা অনেক দেশীয় লোককে Baptised করিয়াছিল। ঐ স্থানে পর্তুগীজদের অনেক ভূ-সম্পত্তি আছে। ভাওয়ালের রাজার ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল সম্পত্তি মৌরুশী গ্রহণ করেন। আমি সেই জন্ত ঐ বিষয়ের কাগজ-পত্রের আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উহা হইতে জানিতে পারি যে, পর্তুগীজেরা ঐ প্রদেশে আপন ভাষা চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রকৃত আরবী ভাষার স্বরবর্ণ উচ্চারণের বেশ ব্যবহৃত আছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে উহা পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। তবে মিশ্র আরবীতে স্বরবর্ণ উচ্চারণের ব্যবহৃত নাই বলিয়া অনেকে খাঁটি আরবীতে ঐ দোষ অনুমান করিয়া থাকেন।

“এখনও ইউরোপীয়গণ ভাষা-সম্বন্ধে একটি Character চালাইতে ইচ্ছুক। Roman Character চালাইতে এখনও বিশেষ চেষ্টা আছে।

“Phonetic এর ইতিহাস থাকা আবশ্যিক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তাহা কতকটা অসম্ভব। কারণ, প্রতি জেলার প্রভেদ আছে। তবে চেষ্টা করা উচিত ও ভাল।

“প্রবন্ধলেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ। তবে এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরই আলোচনার সুবিধা হয়।”

২। তৎপরে অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার গোচরার্থ বলিলেন, যে (ক) কার্য-নির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, “বিগত বার্ষিক অধিবেশনে চিত্রশালার প্রস্তাবিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণী চক্রবর্তী এম্ এ মহাশয় ঐ পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্বাচিত হউন।”

(খ) আর কার্যনির্বাহক-সমিতির অগ্রতম সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্থান পরিবর্তনে শূন্য হওয়ায় ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্বাচিত হউন।”

৩। তৎপরে বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বধারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার, ২০ গোপীমোহন বসাকের লেন, ঢাকা।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, C/o শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, ৭৯ লিট্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব, উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মুনী আবদুল লতিফ, C/o মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াসিন উকিল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী নজরুদ্দিন আহম্মদ সাহেব, উকীল, বর্দ্ধমান।
"	"	মৌলবী কাজী সামসুল আমির, মোক্তার, বর্দ্ধমান।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	"	B. Krishnappa Esq Hon. Secretary, Karnataka Sahitya Parishad, Bangalore.
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, আর, আর, ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীমশীলকুমার দে	শ্রীমরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন আই সি এস, Asst. Collector, Dharwar, Bombay Presidency. শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৮ কুমারটুলী লেন।
"	"	শ্রীমধীরকুমার হালদার আই সি এস, Asst. Collector, Sahora, Bombay Presidency.
"	"	শ্রীখগেন্দ্রভূষণ রায় এম্ এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ২০ বীডন স্ট্রীট।
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী	"	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, কাইটাইল পোঃ, কামালপুর গ্রাম, ভায়া কেণ্ডুরা, নয়মনসিংহ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীউমাচরণ দাস, ২৮ কানাইলাল ধর লেন।
"	"	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বোষ, জমিদার, ৪৬ পাথুরিয়া বাটা স্ট্রীট।
"	"	শ্রীনিশানাথ চট্টোপাধ্যায়, ইটালি।
"	"	ডাঃ শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	"	রায় সাহেব শ্রীচুর্গাচরণ চক্রবর্তী, এল্ সি ই ৩১ হরলাল মিত্র স্ট্রীট।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	"	শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বলবাসী কলেজ, ২৪২ শাখারীপাড়া রোড।
"	"	শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ হরিশ মুখার্জি রোড।
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরজতচন্দ্র সেন, ৮০ লোয়ার সাকুলার রোড।
"	"	গণিত শ্রীতারকেশ্বর পদোপাধ্যায়, ৮৭ সীতারাম বোষ স্ট্রীট।

প্রত্যেক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	সমর্থক	নূতন সদস্য
	শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল. ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	ডাক্তার বি, গাঙ্গুলী এম্ বি, ২৭।৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্র বসু লেন, শ্রামবাজার।
"	"	শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, দক্ষিণাড়া।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, ১৬২।১ অপার চিংপুর রোড।
"	"	শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীতারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, শ্রামবাজার বিভাগাগর স্কুল, ২৭ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীইন্দ্রভূষণ দে, ৬১ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভাগ্যধর মল্লিক এম্ এসসি, বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বোষ, ম্যামেজার, মনোমোহন থিয়েটার, ১৪ বসুপাড়া লেন।
"	"	শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, সম্পাদক, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, ২৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
"	"	ডাঃ জে এন্ কাঞ্জিলাল, এম্ বি, ৩ মদন মিত্র লেন।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু. উকীল, ২ গোবর্দ্ধন দাস লেন।
"	"	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৫১।২ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্বতীর্থ

প্রধান পণ্ডিত, রাণীগঞ্জ এইচ্.ই. স্কুল, রাণীগঞ্জ।

৫। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

উপহারদাতা

পুস্তক

শ্রীযুক্ত ঞ্ণালকান্তি ঘোষ

১। বৃহৎ অঙ্কুত রামায়ণ

„ যোগেন্দ্রনাথ দে

২। বঙ্গীয় বৈজ্ঞ-বাক্যজীবী সভার

১৫শ বার্ষিক কার্যবিবরণ

„ সম্পাদক, কার্যস্থ-সভা

৩। বঙ্গদেশীয় কার্যস্থ-সভার ১৫শ

বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

৪। হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও

ধর্মনীতি

Supdt. Government Printing,  
India

৫। Report of the Chief Inspector  
of Mines in India, 1915.

Officer in Charge,  
Bengal Secretariat, Book Depot.

৬। Report on the Police Adminis-  
tration in the Bengal Presi-  
dency, for the year 1915.

৭। Report on the Working of  
Hospitals and Dispensaries  
under the Govt. of Bengal,  
1915.

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮। Report of the Grand Aur-  
vedic Exhibition, Muttra,  
1913. A.D. in Hindi.

„ কলিতমোহন বসাক

৯। Principles of Surgery in Hindi.  
Practice of Surgery in Hindi.  
Do in Urdu.

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঞ্ণ

১০। কৃষ্ণপ্রেমভট্টরজিণী ( ভাগবতচর্চা )

৬। অভ্যন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীস্বরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩, ৩রা ডিসেম্বর, অপরান্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত হুসেইনচন্দ্র রায় চৌধুরী ( সভাপতি )

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়

শ্রীমৎ স্বামী শুক্লানন্দ ( বেলুর মঠ )

শ্রীযুক্ত যথেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

„ রজনীকান্ত বিজ্ঞানিন্দ

„ কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ

„ প্রতাপচন্দ্র সেমগুপ্ত এম্ এ, বি এল্

„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

„ শান্তনুচরণ বিশ্বাস

„ মহেন্দ্রনাথ মহান্তি

„ বতীন্দ্রনাথ দত্ত

„ বাণীনাথ নন্দী

„ গিরিশচন্দ্র দত্ত

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ

„ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ মন্থনাথ রায়

„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

„ হুসেইননাথ ভট্টাচার্য্য

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

„ গৌরহরি সেন

„ ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

„ রামকমল সিংহ

„ সাতকড়ি সাহা

„ অমরনাথ মল্লিক

„ কুমুদরঞ্জন রায়গুপ্ত

„ সিদ্ধিকুমার সরকার

„ পরমানন্দ আচার্য্য

„ কল্যাণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ দেবেন্দ্রনাথ বোষ

„ অমিতাভ বসু

„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

„ সিতাংশুভূষণ মিত্র

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

„ হুসেইননাথ কুমার

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

„ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সাধারণ-সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ;—  
(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিনি, এম্ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পুথির সংস্করণ” এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, “শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ

সম্বন্ধে মন্তব্য।” ৫। প্রদর্শন—কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর-প্রদত্ত একটি স্মৃতিমূর্তি ও একটি সদাশিব-মূর্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) বিহারীলাল গুপ্ত সি এন্স, (গ) মোহিনীনাথ বিশি, (ঘ) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঙ) হরেকৃষ্ণ চন্দ্র, (চ) গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ এবং (ছ) নবজ্ঞানর বর্ষণ মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অল্পতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুঁথি উপহার পাইয়া পরিষৎ উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ও ধন্যবাদ দিলেন। [ তালিকা পরে দ্রষ্টব্য ]

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বখারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্বসম্মতিক্রমে সমস্তরূপে নির্বাহিত হইলেন। ( তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি, এম্ এ মহাশয়ের “প্রাচীন পুথির সংস্করণ” নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সহযোগযোগী বলিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভূক্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্ত প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্থ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি একথা বলা চলে—কোন শব্দের কোন বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার স্বীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক ‘কুসীদ’ শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতভেদে একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুভ্রম নান্যপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোনটি শুদ্ধ, তাহা কে স্বীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু ‘প্রাকৃত’ শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, ‘সর্বনাম’ ও ‘ক্রিয়ার’ ব্যবহার বিভিন্ন য়েণে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু একই গ্রন্থকারের পুস্তকে এইগুলির যদি পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা সম্বন্ধে কি বুঝা যাইবে? বিভিন্ন বিভক্তি পাইলে যোগেশ



বাঁধুর মতে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বা উল্লেখ করা উচিত। লিপিকরের ভাষা শোধিত করিতে হইলে তাহা জানিয়া করা উচিত।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সমরোপযোগী হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি রীতিমত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়ার কাল কিঞ্চিদধিক ১৫।১৬ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতেই যে বিশেষ সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত পুথিগুলি সম্পাদিত হইতেছে, একথা সর্বথা বলা চলে না। পুথি সম্পাদন বিষয়ে সাধারণতঃ দুইটি মত শুনা যায় ;—কেহ কেহ বলেন—“যদ্ব্যন্তঃ তন্নিখিতং”, অন্ত দলে বলেন—নানা পুথি মিলাইয়া গ্রন্থলেখকের অন্তমোদিত বানান স্থির করিয়া ও পাঠান্তরাদি দিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত পুথি সম্পাদন করা উচিত। প্রথম মতটি সমীচীন নহে। ইংলণ্ডে এই কার্য চলিতেছে। প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ গবেষণা ও অহুসঙ্কান আবশ্যক। প্রথম, গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকরের বাসস্থান, কাল প্রভৃতি জানা আবশ্যক এবং এই সকল বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইলে গ্রন্থ-সম্পাদনে বিশেষ সাহায্য হইবে। পাদটীকা ও ভূমিকায় এই সব বিষয়ের আলোচনা থাকা আবশ্যক। যোগেশ বাবু এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিবার জন্য ও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় বলিলেন,—শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার স্বধন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১৫খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকরের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—প্রাচীন পুথির সম্পাদনকালে সম্পাদকের প্রধান কর্তব্য, পুথিখানি বার বার পাঠ করা। আদর্শ পুথির বহুস্থলে সেগুলিও বহু বার পাঠ করা উচিত। অনেক অহুসঙ্কানের পর তবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত। আজকালকার সম্পাদিত অনেক পুথিতে বড় বড় ভূমিকা থাকে বটে, কিন্তু ছুঃখের বিষয়, আদর্শ পুথিগুলি যে সম্পাদক কর্তৃক ভাল করিয়া পঠিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক সময়ে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—পুথি-সম্পাদনের অনেকগুলি রকম আছে। প্রথমে একখানি পুথি বা অনেকগুলি পুথি দেখা আবশ্যক। পুথি নূতন, কি পুরাতন, জানা আবশ্যক—পুথিখানি প্রকাশ করিবার আবশ্যক আছে কি না, জানা উচিত। তারপর পুথি

প্রকাশের পূর্বে বর্তমান ইউরোপীয়গণ-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা সম্পাদন করা আবশ্যক।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি ও প্রবন্ধটির আলোচনা, উভয়ই সুন্দর হইয়াছে। পরিষদে ও পরিষদের শাখাসমূহে আজকাল অনেক পুথি সংগৃহীত হইতেছে। কতকগুলি প্রকাশ করা উচিত। প্রথম যুগে যাহা হইয়াছে, তাহা এখন চলিবে না। এক দল বলেন, প্রাচীন পুথি পাইবা মাত্রই ছাপান উচিত, অল্প দল বলেন,—ছাপাইবার উপযুক্ত কি না ও আবশ্যক আছে কি না, বিচার করিয়া ছাপান উচিত। উভয় পক্ষের অনেক যুক্তিও আছে। এখন আলোচনার কাল আসিয়াছে, পুথিগুলি প্রকাশ করিবার বিচার আবশ্যক। একটি বিচার-সভা গঠিত হওয়া উচিত। পরিষৎ পুথি-প্রকাশ বিচার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। প্রবন্ধ লেখক সকলেরই ধন্যবাদার্থ।

(খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “বাল্মীকি শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য” নামক প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রদত্ত একটি “সূর্য্য-মূর্ত্তি” ও একটি “সদাশিবমূর্ত্তি” প্রদর্শিত হইল। প্রদাতাকে এই দুইটি প্রাচীন শিলামূর্ত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য “বিশেষ” অধিবেশনের প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হইবে, স্থির হইল। উপস্থিত সভায় শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মহারাজের বিজ্ঞাবত্তা, আচার, বিনয় ও সৌজাত্যের কথা মনে হইলে তাঁহার অভাবে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্ব ছিল। এ দিকেও তিনি আমাদের বিশ্ব-বিজ্ঞানায়ের বি এ উপাধি পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। সুপণ্ডিত এবং বেদান্তাদি দর্শনে অগাঢ় ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্যের সহিত তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে শুনিয়াছি। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। বাল্মীকি ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ‘সাহিত্যসংহিতা’, ‘সৌরভ’ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার গোঁথ্যে আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু দেশের পক্ষে বড়ই অন্তঃজনক।

(খ) ৮বিহারীলাল গুপ্ত—স্বনামখ্যাত গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি প্রথম যুগের সি এস, ব্যারিষ্টার হইয়া পরে লিগাল রিম্যাগুয়ান্সার হন। শেষে হাইকোর্টের অল্পতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং কৰ্ম্মাবসানে বরোদারাজ্যের Prime minister নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ‘রমেশ-ভবনের’ Patron হইবার জন্য ইনিই বরোদার মহারাজকে অনুরোধ করেন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫০০ পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন।

(গ) ৮মোহিনীনাথ বিশি—ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। ৮ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র, ৮শিশিরকুমার ঘোষ ও ৮রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র আঁকাইয়া ইনি পরিষদে দিয়াছিলেন। পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ও তদ্ব্যতীত কিছু দিয়াও গিয়াছেন।

(ঘ) ৮নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (থাকবাবু)—ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালায় সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অভ্যর্থনায় অভিনেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি পরিষদের বন্ধু ছিলেন। নটকুলচূড়ামণি ৮অর্জুনেরেশ্বর মুস্তফী মহাশয়ের শেষ জীবনে তাঁহাকে নিজ বাটিতে রাখিয়া প্রকার সহিত ইনি মুস্তফী মহাশয়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ইহারই আলয়ে মুস্তফী মহাশয়ের দেহাবসান হয়।

(ঙ) ৮হরেকৃষ্ণ চন্দ্র—ইনি অল্প দিন হইতে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন।

(চ) ৮গণপতি রায় বিজ্ঞাবিনোদ—ইনি হাওড়ায় স্কুলবিশেষের পণ্ডিত ছিলেন। সদস্য হইয়া অবধি ইনি পরিষদের নানা অধিবেশনে ও সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতেন।

(ছ) ৮নবহুন্দর বর্মণ—ইনি পরিষদের রঙ্গপুর-শাখারও সদস্য ছিলেন ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রকাশের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে পরিষদের সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

অতঃপর মহারহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সভাপতি।

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিভীষ	১। ছিন্ন হার
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	২। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ
„ দেবকুমার রায়চৌধুরী	৩। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী
	৪। চন্দ্রবীপের ইতিহাস
„ শ্রীজীব দেবশর্মা	৫। বৈতোক্তি-রত্নমালা
„ ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৬। গোষ্ঠিল-গৃহস্থজন্ম ( ৩ খণ্ড )

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত ঠাকুর উদয়নারায়ণ সিংহ	৭। আর্থাভটিয়ন্ ৮। ভায়দর্শনন্ (২ খানি) ৯। স্বর্য়সিদ্ধান্ত
প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০। Great Britain's Measures against German Trade. The Germans at Louvain
Registrar, Calcutta University	১১। Calcutta University Minutes Part VII 1915. Do. Calendar Part. III. 1916.
Supdt. Govt. Printing, India	১২। Statistical Abstract for British India Vol. IV. Administrative, Judicial and Local self Government 1913-14.
Supdt. Govt. Printing, India,	১৩-১৪। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July and August, 1916.
Director of Statistics	১৫। Indian Wheat and Grain Elevation. ১৬। Statistics of British India, Vol. V. Education. 1914-15. Review of the Trade of India in 1915-16.
Secretary, Smith Sonian Institution.	১৭। A list of the Birds observed in Alaska and North-eastern Siberia during the Summer of 1914. ১৮। Arequipa Pyrhellometry. ১৯। Descriptions of a new genus and eight new species and subspecies of African Mammals. ২০। Physical Anthropology of the Lenape or Delawares and of the Eastern Indians in general. ২১। Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1915. ২২। On the distribution of radiation over the Sun's Disk and new evidences of the Solar variability. ২৩। The Pyransmeter—an instrument for measuring Sky-radiation.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Secretary, Smith Soniam Institution.	২৪। Three new Africans shrews of genus Crocidura.
	২৫। The Ordaz and Dortal expeditions in search of El-Dorado, as described on Sixteenth century Maps.
	২৬। Opinions rendered by the International Commission on Zoological nomenclature.
Supdt. Govt. Printing, India	২৭। Report on the Administration of the Meteorological Department of the Govt. of India in 1915—16.
Dy. Supdt. Survey of India Dehra-Dun	২৮। The Pendulum operations in India and Burma 1908 to 1913.
Supdt. Archæological Survey, Madras.	২৯। Annual Report of the Archæological Department Southern circle, Madras, 1915-1916.
President, Advisory food Committee.	৩০। Report of the Calcutta Advisory food Committee for the period ending 31st July, 1916.
Officer in charge, Bengal Secretariat Book Depot.	৩১। Report on Sanitation in Bengal for the year 1915.
	৩২। Annual Statistical Returns and short notes on vaccination in Bengal for the year 1915-16.
	৩৩। Administrative Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1915-16.
	৩৪। Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1915-16.
Supdt. Govt. Montype Press	৩৫। Annual Returns of Statistics relating to Forest Administration in British India 1914-1915.
Registrar, Calcutta University.	৩৬। Calcutta University Minutes Part VIII. 1914. Do Part. I. 1916. Do Calendar Part I. 1916.

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Press, Madras.	৩৭। The Progress report of the Assistant Archaeological Superintendent for Epigraphy Southern circle for the year 1915-16.
Supdt. of Archaeology, Hyderabad State.	৩৮। Annual Report of the Archaeological Department of His Highness the Nizam's Dominions 1323-24F 1914-15. A. D.
Director, Geological Survey India.	৩৯। Records of the Geological Survey of India Vol. XLVII, Part 3, 1916. ৪০। Memoires of the Geological Survey of India Vol. XLIII, Part, 2.
Professor of Sanskrit, Deccan College.	৪১। Descriptive Catalogue of the Collection of Sanskrit Manuscripts in the Government Library.

প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রী গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী আশুতোষ সরকার বি এ, বি টি শিক্ষক, আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট স্কুল, ঢাকা।
"	"	শ্রী সুধাংশু মোহন মিত্র বি এ, বি টি ঐ ঐ।
"	"	শ্রী সতীশচন্দ্র সেন বি এ, বি টি ঐ ঐ।
শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রী সুশীলচন্দ্র বসু বি এ হেড মাস্টার, কোড়াদহ উ, ইং, স্কুল।
শ্রী হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	ডাঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শ্রী কামাখ্যাশ্রম রায় বি এ সহঃ প্রধান শিক্ষক, এচ আই স্কুল, সন্তোষ।
শ্রী নীলমীরজেন পণ্ডিত	"	শ্রী বঙ্কিমবিহারী ঘোষ ২ নেবুবাগান লেন, বাগবাড়ার।
শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ	শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী নগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাজপেট, ৪৭১১ নীলকমল কুণ্ড লেন, শিবপুর।
শ্রী ভদ্রচন্দ্র হুথোপাধ্যায়		শ্রী নৃসিংহদাস বসু বি এল হাতিরকুল, কোরগর, ই, আই, আর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীমত্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় বি ই এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, কান্দিয়া, আহমদপুর, কালনা রেলওয়ে, বর্ধমান । শ্রীনরীগোপাল বসু বি ই ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণপাড়া, কোরগর । শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল ঘোষপাড়া, কোরগর । শ্রীবতীন্দ্রনাথ রায় শিক্ষক, কোরগর হাই স্কুল, কোরগর । শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত বি এ ৪৩ চাবাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট । শ্রীগোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ গুলু ওস্তাগরের লেন । শ্রীঅপরূপকুমার মল্লিক পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা । শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দালাল ১০ ভৈরব মুখার্জি লেন, বেলগেছিয়া । শ্রীআমিনদ্দিন মহম্মদ আড়দার, ট্রামডিপোর সমুখ, বেলগাছিয়া । শ্রীকানাইলাল দাস ৩ মহেন্দ্রবসুর লেন, শ্রাবজার । শ্রীবতীন্দ্রনাথ দে ৯ কুণ্ডুর লেন, পোঃ বেলগেছিয়া । শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডুর ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম্ বি, সেরপুর, বগুড়া । শ্রীবোজেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর বি এ কিরণগঞ্জ হাই স্কুল, কিরণগঞ্জ (পূর্ণিয়া) । শ্রীজ্যোত্স্নমোহন মৈত্র এম্ এ হেডমাষ্টার, জর্জ ইনষ্টিটিউশন, বগুড়া । শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবনবিহারী কুণ্ডু জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	শ্রীবোগেন্দ্রনারায়ণ সাত্তাল জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
"	"	কবিরাজ শ্রীনীলরত্ন ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ, কবিভূষণ সেরপুর, বগুড়া।
শ্রীমদ্বৈশ্যচন্দ্র সাত্তাল	"	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন ডাকারগড়, বি, এন্ রেলওয়ে।
"	"	শ্রীমহীতোষ সাহা ঐ ঐ।
শ্রীআণ্ডতোষ দাসগুপ্ত	"	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র প্রামাণিক কেদারপুর, বি, এন্ রেলওয়ে।
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীআণ্ডতোষ মুখোপাধ্যায় ইম্পীরিয়াল কোল কোং, ঝরিয়া, ই, আই, আর।
"	"	শ্রীগঙ্গানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ হেডপণ্ডিত, রাণীগঞ্জ হাই স্কুল, রাণীগঞ্জ।
শ্রীশৈবশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	"	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ সম্পাদক—সাহিত্যসভা, লাউপুর স্কুল।
"	"	শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এ লাভপুর।
"	"	শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, এভোয়ালী।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় লাভপুর।
"	"	শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর।
শ্রীবোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্র সন্দ্বর জিবেদী	শ্রীঅর্জুনকান্ত মহান্তি এম্ এ কটক।



প্রত্যয়ক	সমর্থক	সম্ভ
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ও শ্রী বি এ, বি টি বালেশ্বর।
শ্রীহরিকঙ্কর দাস	"	দেওয়ান আবদুল হামিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীকালীকিশোর দাস শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীস্বর্ধাকুমার দত্ত কাজুনগো, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ ইন্দ্রেশ্বর, শ্রীহট্ট।
শ্রীরাধালাল রায়	"	শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এটর্নি সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ৭২১৩ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর।
শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ বোষ এল্ এম্ এস্ ১৪ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।
"	"	এস্ সি মুখার্জি স্কোয়ার, বালীগঞ্জ।
"	"	শ্রীকেশবশ্বর মুখোপাধ্যায় বলরাম দে ষ্ট্রীট।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন বোষ বি এল্ কামারনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন জমিদার, সেনবাড়ী, ব্রহ্মনসিংহ।
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাধালালচন্দ্র বোষ বরিশাপুর পোঃ, গ্রাম পাহাড়পুর, রাজসাহী।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশ্রীরাম মৈত্রের	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার দরিয়াপুর পোঃ, গ্রাম চক্‌উজান, রাজসাহী।
শ্রীশৈলেশনাথ বিশি	"	শ্রীঅন্তরকুমার বোষ এম্ এ আঠারবাড়ী স্টেট, আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	শ্রীসুরেশনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীতারারচরণ চক্রবর্তী বারাণসী।
"	"	শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বারাণসী।
শ্রীপঞ্চানন বোষ	শ্রীহেমচন্দ্র বোষ	শ্রীরজনীকান্ত দাস ১৭-১৮ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপ্রণবদেব মুখোপাধ্যায় কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর, সাদার্শ ডিভিশন, পুলিশ কোর্ট।
"	"	শ্রীমৃগাঙ্কশেখর মুখোপাধ্যায় ছাপরা।
"	"	মৌলবি আলি হোসেন কাননগো, গোরাবাজার, বহরমপুর।
শ্রীহরিনাথ বোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মুন্সেফ, হুগলী।
শ্রীরসিকচন্দ্র বসু	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বোষ	শ্রীমুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্তী করটীয়া পোঃ, ময়মনসিংহ।
		শ্রীআশুতোষ রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
		শ্রীবসন্তকুমার রায় বি এ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
		ডাঃ শ্রীজ্ঞানদামোহন সাহা এল্ এম্ এল্ করটীয়া, ময়মনসিংহ।
		শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ করটীয়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এ মেদিনীপুর।

প্রভাবক	সমর্থক	সমস্ত
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীশ্রাদাদাস মুখোপাধ্যায় মগমা কলিয়ারী, মানভূম।
শ্রীনীলগোপাল বসুমদার	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট।
শ্রীসোমনাথ রায়	"	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীবোগেন্দ্রকুমার সেন ওষ্ঠ	"	শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।
মোলবী আবদুল করিম	"	শ্রীবিপিনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন	"	শ্রীহরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মজঃকরপুর।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল উকীল, মজঃকরপুর।
"	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত বি এল উকীল, মজঃকরপুর।
শ্রীসোমনাথ রায়	শ্রীবাগীনাথ নন্দী	শ্রীশচীপতি রায় সবরৈজিষ্ট্রার, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়, সবরৈজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীস্বর্ধাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর।
"	"	শ্রীহরিচরণ সেন বদনগঞ্জ, হুগলী।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীর্গহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ঢাকা।
"	"	শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়, বোক্তার বরিশাল।
"	"	শ্রীরাসবিহারী সেন পণ্ডিতসার, করিমপুর।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কটক।

## কার্য-বিবরণী

৫৩

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীনিরঞ্জন সেন বি এ কার্তিকপুর, করিমপুর।
"	"	শ্রীশ্রীমন্তকুমার দাস শুশ্রু এম্ এ রঙ্গপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন বি এল উকীল, ময়মনসিংহ।
"	"	কবিরাজ শ্রীলালবিহারী মজুমদার মালদহ।
শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীপ্রসন্ন-বিশ্বাস ধারদার।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত	শ্রীসীতেশচন্দ্র রায় এম্ এ ৪৭ করপোরেশন স্ট্রীট।
"	"	শ্রীদেবপ্রসাদ বোষ এম্ এ অধ্যাপক, রিপণ কলেজ।
"	"	শ্রীমেঘনাথ সাহা এম্ এ ৯২ অপার সারকুলার রোড।
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ।
"	"	এম, সেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীমৃণালকান্তি বোষ	শ্রীমন্মথনাথ রায় ৫ কলেজ কোয়ার্টার।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বারভাঙ্গা।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ আরল্ হোটেল, বাঁকীপুর।
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীষাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন, রেজুন।
		শ্রীনরেন্দ্রকিশোর রায় ২৮ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
এস গাঙ্গুলী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র এম্ এ ১৫২ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর।
শ্রীচূর্ণপ্রসাদ রায়	শ্রীরামকমল সিংহ	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় নান্দাস, ইসাবপুর পোঃ, বগুড়া। ডাঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসারদাকান্ত গোস্বামী ঐ ঐ।
শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	"	শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল, বরিশাল।
"	"	শ্রীগোষ্ঠমোহন বসু বি এল ১২ ছকু খানসামার লেন।
"	"	শ্রীপ্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ চীফ্-সেক্রেটারিয়েট্ অফিস, রেজুন।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেন, বেলেঘাটা।
শ্রীকৃষ্ণনাথ দে তত্ত্বনিধি	"	মোলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী জমিদার, কোটালপুকুর পোঃ, সাঁওতাল পরগণা।
"	"	শ্রীসারদাচরণ দত্ত বেনাবাগান, দেওঘর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	শ্রীহেমচন্দ্র বোষ	রায় বাহাদুর শ্রীহারাগচন্দ্র দেব কাণপুর জজ কোর্ট।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, পরমিটবাট, কাণপুর।
"	"	শ্রীপ্রসন্নগচন্দ্র মিত্র, উকীল সিভিল লাইন, কাণপুর।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্যারেড, কাণপুর।
"	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেমিষ্ট, এড্রিকালটার কলেজ', কাণপুর।

প্রভাবক	সমৰ্থক	সম্ভ
ত্ৰিনিত্যানন্দ ৰাম	ত্ৰিৰামকমল সিংহ	ডাঃ ত্ৰিহৰেন্দ্ৰ দাস এম্ এ, এম্ ডি ১৪১ আমহাষ্ট ষ্ট্ৰীট।
ত্ৰিৰামহৰি ভড়	ত্ৰিকিয়ণচন্দ্ৰ দত্ত	ত্ৰিকালীকৃষ্ণ-ভট্টাচাৰ্য্য এম্ এ, বি এল ৪৩২ এ বেণেটোলা লেন।
"	"	ত্ৰিষতীজনাথ বহু ৭১ কৰ্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট।
ত্ৰিসতীশচন্দ্ৰ নিয়োগী	"	ত্ৰিসত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদাৰ ৩৩ গ্যালডাউন ৰোড।
ত্ৰিঅতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়	ত্ৰিৰামকমল সিংহ	ত্ৰিবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এম্ সি ৱাঁচী।
ত্ৰিষতীজনাথ মল্লিক	"	ত্ৰিজ্ঞানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬৩ ফকীৰচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী ষ্ট্ৰীট।
"	"	এন্, আৰ চাৰ্জি ৪১১ শিবশঙ্কৰ মল্লিক লেন।
"	"	এ, কে ব্যানার্জি স্কোয়াৰ ২০ চুনাপুৰ লেন।
"	"	ত্ৰিযোগেশচন্দ্ৰ ৰায় ৬২ বহুবাংজাৰ ষ্ট্ৰীট।
ত্ৰিবসন্তৰঞ্জন ৰায়	ত্ৰিৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী	ত্ৰিচাক্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ বি এ পুৰা, মজঃফুৰপুৰ।
"	"	ত্ৰিজ্যোতিষচন্দ্ৰ মণ্ডল এম্ এ গণিতাধ্যাপক, সি, এম্ এন্ কলেজ, কলিকাতা।
ত্ৰিশান্তনচন্দ্ৰণ বিশ্বাস	ত্ৰিৰামকমল সিংহ	ত্ৰিযোগেন্দ্ৰলাল চৌধুৰী এম্ এ, বি এল জমিদাৰ, হুগলী।
"	"	ত্ৰিৰামপ্ৰসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এন্ অঁটপুৰ, হুগলী।
ত্ৰিবাণীনাথ নন্দী	"	ত্ৰিবিজেন্দ্ৰনাথ ৰায়চৌধুৰী বি এ ১৬৪১১১ ৱসারোড, সাউথ, তবানীপুৰ।
ত্ৰিমহেন্দ্ৰনাথ মহান্তি	"	ত্ৰিগিৰিজাত্মৰূপ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, মেদিনীপুৰ।

প্রভাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীশুকদাস সরকার	শ্রীরামকল সিংহ	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বি এ ডেপুটি ম্যানেজার, হাওড়া।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীগৌরহরি সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ ১ গোরাবাগান লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ২৩ নেবুতলা লেন।
শ্রীভারপ্রসন্ন বিজ্ঞাবিনোদ	"	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রধান পণ্ডিত, মগরা হাট এইচ, ই স্কুল, মগরাহাট।
"	"	শ্রীগিরিজাতৃষণ মণ্ডল, উকীল, ভারমণ্ডহারবার।
শ্রীরামবাছ ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীনলিনীকান্ত রায় বি এ বিহার ও উড়িষ্যা রেভিনিউ বোর্ডের হেড এসিষ্ট্যান্ট, বাঁকীপুর।

### প্রথম বিশেষ অধিবেশন

বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ১৪ঠা পৌষ

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনোপলক্ষ্যে শোক-সভা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীযুক্ত চাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ
• মণীন্দ্রনাথ সিংহ শর্মা	• পান্নালাল মুখোপাধ্যায়
• ভানুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	• অজরচন্দ্র সরকার বিজ্ঞাবিনোদ
• ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	• চিত্তমুখ সান্নাল বি ই
• পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ	• চিরঞ্জয়লাহিড়ী
• হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ	• সুরেন্দ্রপ্রসাদ চৌধুরী
• প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	• কিশোরীমোহন গুপ্ত
• গিরিজাপ্রসাদ বসু	• বোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈভবনাথ ভট্ট

- ননীগোপাল দে
- সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু
- প্রভাতচন্দ্র সুখোপাধ্যায়
- সমন পূজানন্দ স্বামী
- বিজয়লাল দত্ত
- হরগোবিন্দ লক্ষ্মণ চৌধুরী
- শিশিরকুমার সুখোপাধ্যায়
- অতুলচন্দ্র লাহিড়ী
- ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী
- ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- আনন্দকুমার দাস
- বিনয়ভূষণ রক্ষিত
- হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- য়নোরঞ্জন চক্রবর্তী
- নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব
- জামলাল চক্রবর্তী
- অমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন
- ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
- ননীগোপাল মজুমদার
- চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
- মহেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়
- হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
- জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
- বিধুভূষণ সেনগুপ্ত
- হরপ্রসাদ মজুমদার
- শরচ্চন্দ্র ঘোষ
- সোমেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়
- গিরীন্দ্রনাথ সেন
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
- গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- আনন্দচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন

- পূর্ণচন্দ্র সেন
- শিশিরকুমার ভাট্টা
- শিশিরকুমার দে
- হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
- এম্ এন্ রাই
- ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী
- ডি এম্ সি
- গিরিজাকুমার বসু
- কুমার শরদিশুনারায়ণ রাই প্রাক্ত
- এম্ এ
- বিনোদবিহারী বিজ্ঞানবিদ
- কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্
- বাণীনাথ নন্দী
- মতিলাল ঘোষ
- হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন
- এম্ এ, বি এল
- রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী এম্ এ
- রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
- কালিদাস নাগ এম্ এ
- সত্যজয় রাইচৌধুরী
- হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
- কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ
- গুরুদাস সরকার এম্ এ
- গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
- প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
- রাই বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী
- পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি এ
- চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
- ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র
- শরৎলাল বিশ্বাস



শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ বি এ

- কালীচরণ মিত্র
- কালীকুমার বসু
- সুরেন্দ্রনাথ সেন
- প্রভাসচন্দ্র দে
- লাডলীমোহন মিত্র এম্ এম্‌সি
- গিরীশচন্দ্র দত্ত
- পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
- এ সি সিংহ
- জে সি ভট্টাচার্য্য
- প্রভাসচন্দ্র বসু
- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মহেশচন্দ্র রায়
- রবীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র

- ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- অমূল্যচন্দ্র রায়
- দেবেন্দ্রনাথ রায়
- তারাশ্রম স্তম্ভ বি এ
- ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
- সতীশচন্দ্র সেন নন্দী
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ
- রামকমল সিংহ
- তারাশ্রম ভট্টাচার্য্য
- স্বর্গাকুমার পাল
- ভোলানাথ কৌচ
- দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
- উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

- সুরেন্দ্রনাথ কুমার
- কিরণচন্দ্র দত্ত
- নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
- মুণীলাকান্তি ঘোষ

} সহকারী সম্পাদকগণ ।

সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কর্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ আধবেশন । মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন,—সুসঙ্গ-রাজবংশ বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন । দিনাজপুর, নাটোর, বর্ধমান প্রভৃতির জায় সুসঙ্গ-রাজবংশও বহু প্রাচীন । ইহাদের মহারাজা উপাধি পুরুষাত্মক । সুসঙ্গ-রাজবংশ সমাজে বহু সম্মাননীয় । স্বশ্রেণীর সমস্ত কুলীন সমাজের সহিত ভোজন ও আদান প্রদান ইহাদের চলে । এমন কি, মহারাজা নিজেই পরিবেশন করিয়া থাকেন । রাজা রাম সিংহ এই বংশের মধ্যে একজন পূর্বতন বিশিষ্ট ব্যক্তি । মুসলমান রাজত্বকালে, তাঁহার সময়ে তিনি বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় তিনি একজন বিশেষ ব্যাংগ পণ্ডিত ছিলেন । জাবিড়, জৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র পণ্ডিতদের বিচার-সভায় তিনি স্বয়ংই মধ্যস্থের স্থান অধিকার করিতেন । দুঃখের বিষয়, তিনি শেষকালে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া একজন মুসলমানীকে বিবাহ করেন ।

কলিকাতাৰ কোন এক সভায় খ্যাতিমানা শ্রীযুক্ত আনন্দ চান্দ মহাশয় এক দিন সভাপতি ছিলেন। তথায় একজন বক্তা বলিলেন,—ধনীরা এবং ধনীপুত্ৰেরা যদি সৱস্বতীৰ উপাসনা করেন, তাহা হইলে বড়ই শোভন হয়। ধনিসম্প্ৰদায়কে সৱস্বত সেৱাপৰায়ণ কৰিতে বক্তা বিশেষ চেষ্টা পান এবং উৎসাহাৱিত কৰিতে চেষ্টা করেন। ইনিই সুসঙ্গের কুমুদচন্দ্ৰ। তিনি নিজে তাহা কৰিয়াছিলে, নিজে আজীবন সৱস্বত সেৱাপৰায়ণ হইয়া দিনাতিপাত কৰিতে। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাৰ অকাল-মৃত্যুতে ধনী-সম্প্ৰদায়ৰে এক মহাৰত্ব হাৱাইয়াছে, তাহাই নহে, বঙ্গদেশেৰে একটা নক্ষত্ৰপাত হইয়াছে—বলাও যায়। তাঁহাৰ জন্ত শোক-সভায় যোগদান কৰিতে পাইয়া আমাৰা দূৰদেশবাসী হইয়াও বিশেষ গৌৰৱাৱিত। তাঁহাৰ জন্ত শোক-প্ৰকাশ সকলোৱেই উচিত। আপনাৰা যথোপযুক্তভাবে তাঁহাৰ জন্ত শোক প্ৰকাশ কৰুন ও তাঁহাৰ স্মৃতিচিহ্ন ৰক্ষাৰ বন্ধবান হউন।

ৱায় বাহাদুৰ শ্রীযুক্ত ৰাধাবল্লভ চৌধুৰী মহাশয় বলিলেন,—মহাৰাজ কুমুদচন্দ্ৰ আমাদেৱ দেশেৰে লোক, এক জেলানিবাসী। তিনি বজ্ৰেৰ একজন কৃতী সন্তান, অগ্ৰগণ্য জমিদাৰ, বংশেৰে একজন শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ। বিষংসমাজে তাঁহাৰ মৃত্যুতে বিশেষ অভাৱ ঘটিবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য। আমি সংক্ষেপে তাঁহাৰ বিষয়ে দুই চাৰিটা কথা বলিব। মহাৰাজা কুমুদচন্দ্ৰ ১২৭৩ সালেৰে ১৮ই আষাঢ়, ইংৰাজী জুন, ১৮৬৬ খৃঃ জন্ম গ্ৰহণ কৰেন। ১৩২৩ সালেৰে ১০ই আশ্বিন ইংৰাজী ১৬শে সেপ্টেম্বৰ ১৯১৬ তাঁহাৰ মৃত্যু হয়। জীবনকাল পূৰ্ণ ৫০ বৎসৰ। চৰিত্ৰ—তিনি প্ৰাচীন বি. কোর্সেৰ বি. এ. ছিলেন। ডাক্তাৰ বন্ধুৰ সহিত তিনি বিজ্ঞানেৰ আলোচনা কৰিতেন। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে অনৰ্গল বক্তৃতা কৰিতে ও কাব্য ৰচনা কৰিতে পাৰিতেন। তিনি জ্যোতিষ জানিতেন। বন্ধু ও কৰ্ত্তা উভয় প্ৰকাৰ সঙ্গীতে তিনি পাৱদৰ্শী ছিলেন। ৰাজা ৰাজকুমাৰ সিংহেৰে পৰ ১২৯৭ সালে ১৭ই পৌষ কুমুদচন্দ্ৰ সুসঙ্গের ৰাজা হন। এই সুসঙ্গৰাজ ইতিহাসে সামন্ত অৰ্দ্ধস্বাধীন ৰাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। Permanent Settlement-এৰ সময় হইতে ইহাৰা জমিদাৰ। লৰ্ড ৱিপণেৰে সময় ১৮৮৪ খৃঃ সুসঙ্গ-ৰাজ বংশাৱগত মহাৰাজা উপাধি প্ৰাপ্ত হন। কুমুদচন্দ্ৰেৰ পিতা এই উপাধি পান। কুমুদচন্দ্ৰ বংশগত হিসাবে ১০০ জন Armed Retainer এৰ অধিকাৰ, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতিৰ ছাড় এবং গৱৰ্ণমেণ্টেৰ Private Entry অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হন। তিনি Patriot ছিলেন, কিন্তু Politics বা ৰাজনীতিৰ চৰ্চ্চা কৰিতেন না। তিনি ৰাজনৈতিক সভায় যোগদান না কৰিয়াও দেশেৰে বহু কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিতেন। শিখৰা, অৱহান-বালক ছাত্ৰ ও ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত প্ৰভৃতি বহুতৰ লোককে বৃত্তিদান কৰিতেন। স্বদেশী আন্দোলনেৰে বহু পূৰ্ণ হইতে স্বদেশী শিল্পেৰে প্ৰবল অনুৰাগী ছিলেন। শিল্পেৰে উন্নতিকল্পে বহু সাহায্য কৰিতেন। তিনি প্ৰজাবৎসল ছিলেন। এজমাগিৰ ম্যানেজাৰ থাকিলেও তিনি নিজে প্ৰজাদেৱেৰে সন্ধান লইতেন এবং স্বকৰ্ণে তাহাদেৱেৰ আবেদন শুনিতেন ও যথাসাধ্য প্ৰতিকাৰ কৰিতেন। ৰাজপুৰুষদিগেৰে সহিত তাঁহাৰ বিশেষ

ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বিদেশীয় ভোজে কখনও যোগদান করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি High regard পাইয়াছিলেন। তিনি আত্মচরিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তজ্জাত সমাজ-সংস্কারে বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্বীয় শ্রেণীর ৮টি পটিকে একত্র মিলাইয়া বারেন্দ্র-সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জাতীয়-ভাবে জীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই ময়মনসিংহে তিনি মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দেশের লোক বলিয়া আমি গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণাবলী-সম্বলিত বিস্তৃত জীবনী আপনাদের অমূল্য হইলে আমি লিখিতে চেষ্টা করিতে পারি। ( সুন্দর-রাজবংশের অনেক কিয়দন্তী এই স্থানে চৌধুরী মহাশয় বিবৃত করেন। )

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের দুইটি গুণ ছিল। তিনি সকল সাহিত্যের অমুরাগী ছিলেন। তিনি উদ্ভূত জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি মিশিতেন। গরীব ছাখী, বড় লোক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মুসলমান, মোলভি, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের সহিত তিনি আলাপ করিতেন। ভ্রমণে বাহির হইয়া আমার বাসায় গিয়া কত দিন আলাপ করিয়া আসিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কখন ‘তুমি’ ছাড়া ‘তুইরে’ বলিতেন না। ইহা বড় সামান্য গুণের কথা নহে। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইরাছি।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাশয় বলিলেন,—মহাপুরুষের তিরোভাব হইয়াছে। তাঁহার অমায়িকতা, উদারতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণে আমরা মুগ্ধ হইরাছি। সরল, স্বাধীন, আদর্শ মানবের গুণ মহারাজ কুমুদচন্দ্রে ছিল। আমি নিজে তাহা অমূল্যব করিয়াছি। বারেন্দ্র-সমাজের অগ্রণী “উদয়চল” বলিয়া তাঁহার বংশ বিখ্যাত—আজ উদয়চলের ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব-রবি অন্তর্মিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, এইরূপ সাধু, রাজপুরুষের অকাল-মৃত্যুতে আমরা বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইলাম।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রে নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সহিত সরলতা ও বিনয় থাকায় একটা অপূর্ণ সমাবেশ হইরাছিল। হিন্দু মুসলমান উভাহকে সমানভাবে আদর করিতেন। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এই বিশেষ অধিবেশন হওয়াই ইহার প্রমাণ। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা মর্শ্বাহত। তিনি যখন সে দিন কলিকাতায় তাঁহার বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশে গমন করিবার প্রস্তাব করেন, আমি সেই সত্য উপস্থিত ছিলাম। সেই বিদায় আমাদের সহিত শেষ বিদায় হইবে, ইহা আমরা কেহই কল্পনা করি নাই। অতঃপর আমরা সেই কথা স্মরণ হইয়া মর্শ্বাস্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছি। কুমুদচন্দ্রে পুরাতন বংশের বংশধর। আভিজাত্যে, বিনয়ে, বিদ্যায় তিনি আদর্শস্বরূপ ছিলেন। এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। এমন আদর্শের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা দেশের প্রত্যেকের উচিত।

পরে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ

বিনয় অসাধারণ ছিল। এই বিনয় থাকা প্রযুক্তই তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মত মহারাজের স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত।

তারপর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। শোকে প্রণীড়িত হইয়াও তিনি কাতর অবস্থায় সত্য ও কর্তব্যের পালনে অটল ছিলেন—আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিজে পরম হিন্দু ছিলেন; সেই সঙ্গে অপরকে হিন্দু-আচার রক্ষণশীল দেখিলে নানা উৎসাহ দান করিতেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের সহিত বাচিয়া আলাপ করিতে বস্তুবানু দেখিয়াছি। এই দুইটি অমুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়া পরলোকগত মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—বেশনটি যায়, তেমনটি পাওয়া যায় না। আজকাল বড় বংশের মান-সম্মান, মর্যাদা বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কারণ—Tradition of the Family বজায় রাখা বড় শক্ত। কুমুদচন্দ্র স্বীয় শ্রেণীর আট পটীর মেলনে বিশেষ বস্তুবানু ছিলেন। বিনয় ভিন্ন মহৎ হওয়া যায় না। মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহে বিনয় বঞ্চেষ্ঠ ছিল। পদমর্যাদা-জনিত সমাজের প্রতি দারিদ্র্য-বোধ না থাকিলে কোন সমাজের নেতা হওয়া যায় না। তাঁহার সে বোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—পাখী, বোড়া, মণিযুক্তা, এ সকল চিনি—কিন্তু মানুষ চিনি না। তিনি চমৎকার ভাবে সকলকে বাগিরে আনিতে পারিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির জন্ত পিতা পিতামহের ও বংশের স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া এই দারুণ পীড়া লইয়াও দেশে বাইতে বিশেষ অমুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকালকার কালে জমিদারগণের মধ্যে এরূপ দেশপ্রীতি বিরল। স্মৃতি রক্ষা করিতে হইলে মৃত ব্যক্তির নান্য গুণের আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণগুলি জীবিত রাখা কর্তব্য। পরিষৎ মহারাজার স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করিয়া ভালই করিয়াছেন। সামাজিক, ধর্মবিষয়ক ও জাতিবিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনার নেতৃত্ব করিতে মহারাজের মত দ্বিতীয় বস্তুশীল ব্যক্তি পাওয়া যায় না। বারেন্দ্র শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি হওয়ার বড়ই শোভনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—মহারাজ কুমুদচন্দ্রের সহিত আমরা সভাপতি জগদীশচন্দ্রের প্রথম ছাত্র। তিনি মহারাজা হইলেও চিরউদার এবং উদ্বুদ্ধ-হৃদয় ছিলেন। নানা বৈষয়িক কার্য্যে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য ও বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। নানা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান রাখিতেন এবং অমূল্যবস্তুকে বলিয়া দিতেন। মরমসিংহের বস্তুতা কেমন সুন্দর হইয়াছিল। তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন; তাঁহাকে পাইয়া জাতি গৌরবান্বিত; তিনি জাতির অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার অভাবে আমরা বিশেষ

স্থাপিত। ব্যক্তিগত হিসাবে তাঁহার অভাবজনিত শোকে আমার পক্ষে শ্রান্তিশোকের ভাৱ লাগিয়াছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়োপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ( প্রস্তাব কয়টি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )

শেষে সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, আমরা নিম্নলিখিত সমস্ত মহাশয়গণের নিকট হইতে অনিবার্য কারণে অগ্রপস্থিতিজ্ঞাপক ও সহায়ভূতিহচক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ( ১ ) রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, ( ২ ) মহারাজা সার গিরিজানাথ রায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাবৃষণ

সভাপতি।

### পরিশিষ্ট

প্রথম প্রস্তাব,—

প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যিকগণের অকল্পিত পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা, লোকপ্রিয় স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং মহারাজ বাহাদুরের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদের শোকে ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব,—

কি ভাবে মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতিতে অগ্ররোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব,—

এই শোক-সভায় গৃহীত মন্তব্যগুলির অমূল্য সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

## ২৩শ বার্ষিক, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ .

সভাপতি—আচার্য্য ত্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। নূতন নিয়ম গঠন প্রস্তাব—“যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোনও কার্য্যের জন্ত বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্য্যের জন্ত কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে বা কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।” এই নূতন নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) ত্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত “ত্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য”, (খ) ত্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বিজয় রথুনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি” এবং (গ) ত্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত ও কবিতা” নামক প্রবন্ধত্রয়। ৬। প্রদর্শন,—(ক) ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক স্কেলিরিট নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) ত্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং ত্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

সভাপতি মান্নবর বিজ্ঞানার্চ্য্য ডাক্তার ত্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইতে অনেক রাজি হইয়া গিয়াছে, এখন—এত রাত্রে অঙ্কুর সকল আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রবন্ধাদি আগামী অধিবেশনে পঠিত হইলেই ভাল হয়। অতঃ কেবল গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও কার্য্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভার কার্য্য শেষ হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, এই সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির বাহাতে কেবল নামে মাত্র পর্য্যবসিত না হয়, দেশবাসীর নিকট বাহাতে নামে ও কর্ম্মে মন্দির বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেরূপ ইচ্ছা করি। আমি ইহাকে দেশীয় ভাবে ও দেশীয় প্রথায় সাজাইব, ইচ্ছা করিরাছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে দেশীয় ভাষায় আমি আপনাদের নিকট কিছু বলিব। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। যদি শরীর সুস্থ থাকে, শীঘ্রই সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব।

তিনি নূতন সভ্য সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি আপনাদিগকে আনন্দের

সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যেই অনেক নূতন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রায় তিন শত টাকা আয়ও বাড়িয়াছে। আমি ভরসা করি, পরিষদের প্রত্যেক সভ্যই, পরিষদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমিকে বড় করিতে হইবে এবং ইহাই আমাদের সর্ব-প্রধান কর্তব্য।

উপসংহারে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া, মন্দিরের মধ্যে জেদ করিয়া তর্ক-বিতর্ক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যাহারা কর্মী, তাঁহাদের মধ্যেই মতভেদ হয়। কিন্তু সেই মতভেদকে মনান্তরে পরিণত করা উচিত নহে। আর মতভেদ হইলে রাগ করাও অসুচিত।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ, নূতন সদস্য নির্বাচন এবং পুঁথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ( তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ) তাহার পর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী মহাশয় হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে,—আমরা আমাদের বর্তমান সভাপতি মহাশয়কে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়াছি এবং আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন আমাদের সেই প্রজ্জ্বল ও বরেন্দ্র সভাপতি মহাশয়কে কোন প্রকারেই সাহায্য করিতেছি না। তাঁহার বাক্য আমাদের পক্ষে আদেশ; কিন্তু আমরা তাঁহার আদেশ মাত্র করিয়া চলিতেছি কৈ? পূজার এক মাস পূর্বে তিনি পরিষদের সদস্য-গণের নিকট, পরিষদেরই মঙ্গল ও উন্নতির জন্ত, কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু হুঃখের বিষয়, আজিও আমরা তাঁহাকে এক কর্দমিকও দেই নাই। তিনি আমাদের সম্মান বৃদ্ধির আশায়, বাহিরের লোকের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

দ্বিবেদী মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে সভায় নূতন নিয়ম পঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বে তিনি বলেন যে, আপনাদের সম্মুখে এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করা প্রজ্জ্বল সম্পাদক মহাশয়েরই উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁহার মত না থাকায়, তিনি ইহা উপস্থাপিত করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া, কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইতেছে। ইহা বলিয়া হেমবাবু প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—“যদি পরিষদের কোনও সদস্য পরিষৎ হইতে কোন কার্যের জন্ত বেতন বা এ্যালাউন্স গ্রহণ করেন বা পরিষদের কোন কার্যের জন্ত কমিশন গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিষদের কর্মসাধ্যক্ষরূপে বা কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।”

প্রস্তাব পাঠ শেষ হইলে, হেমবাবু নিম্নলিখিতরূপে বেতন, এ্যালাউন্স ও কমিশনের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেতন মানে—মাসিক কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য করা। এ্যালাউন্স মানে—সময়মত কার্য করিয়া মাসিক বা বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করা। ইহা কতকটা পেন্সিয়ানের তায়। কমিশন মানে—আদারী টাকার উপর শতকরা, হাজার-করা কিম্বা প্রতি টাকায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। এডিট মানে—কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের চুক্তিতে নির্দিষ্ট কার্য করা।

অতঃপর হেম বাবু বলেন, যখন পরিষদের শৈশব ও বাল্য অবস্থা ছিল, যখন পরিষৎ কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন বেতন, কমিশন, এ্যালাউন্স অথবা এডিটিং ফি, কোন কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য অথবা কোন কর্মকারককে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তখন এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি পরিষদের জন্ত খুবই কাজ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এ্যালাউন্স দেওয়া হইত। পরিষদের এখন আর সে অবস্থা নাই। এখন অনেক সভ্য আছেন, যাহারা বিনা পয়সায় পরিষদের সেবা ও কার্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ্যালাউন্স আদি না দিয়া, যখন কার্য করিবার লোক আমরা পাইতেছি, তখন উহা কেন দিব ? বিশেষতঃ যদি কোন কর্মকারক অথবা কার্য-নির্বাহক-সমিতির কোন সভ্য এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য করেন, তবে অনেক সময় আবশ্যক হইলে এবং তাঁহার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সম্পাদক, কি সভাপতির বিপক্ষে কোন মত দিতে পারেন না এবং তিনি সম্পাদক মহাশয় প্রভৃতির কোন অন্তায় কার্যের প্রতিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন। এ্যালাউন্স আদি গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্বাধীনতা থাকে না। সে কারণ আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ স্বেচ্ছায় বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। দুই শ্রেণীর সভ্যের দ্বারা কার্যনির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়া থাকে ; যথা—Ex-officio এবং মাদারগ সদস্য। সকল সভ্য-সমিতিতেই আমার এই প্রস্তাবের সমর্থক নিয়মাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়মাবলী আরও কঠিন। যদি কোন লোক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে বেতন প্রাপ্ত হইবেন বা কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন, তবে তিনি ভোট দিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণরূপে মূল প্রস্তাব এবং হেম বাবুর বক্তৃতার সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে, কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে যখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল, তখন ইহার পক্ষে ৯টি এবং বিপক্ষে ৭টি ভোট হইয়াছিল। কিন্তু এই সাত জনই সাহিত্য-পরিষদের গঠনকালে ইহার ধাত্রীস্বরূপ কার্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমি একজন। যাহারা হাতে করিয়া এই সাহিত্য-পরিষৎকে গড়িয়াছেন, তাহারা বেকরূপ ভাবে ও যে প্রকার প্রাণের টানে পরিষদের মঙ্গল চিন্তা করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা যতটা স্বাভাবিক, ততটা আর কাহারও পক্ষে নহে। কারণ, যাহারা যে বস্তুকে হাতে করিয়া গড়ে, তাহাদের সেই বস্তুর উপর মমতা অধিক হয়। সে বস্তুকে তাহারা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু মনে



ভাবে। আমরা যাহারা সাহিত্য-পরিষদের ধাত্মীয় কার্য্য করিয়াছি, তাহারা কেহই ত এক দিনও এরূপ কোন ক্রটি দেখিতে পাই নাই, যে জল্প অল্প এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। বরং মনে হয়, ঐ ভাবে কার্য্য চালাইলে, সাহিত্য-পরিষদের ক্রমেই উন্নতি হইবে। হেম বাবু ৬ব্যোমকেশ বাবুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যখন সেক্রেটারী বা সম্পাদক ছিলাম, তখন তিনি ৬ব্যোমকেশ মুস্তকী) বেতন গ্রহণ করিয়াও আবশ্যক হইলে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করিতেন। হেমবাবুর এই প্রস্তাবের মূলে ব্যক্তিগত কটাক্ষ রহিয়াছে। আমি অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিতেছি যে, এই প্রকার ব্যক্তিগত মনোভাব লইয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে যোগদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিবাদের সমর্থন করেন। বক্তা বলেন,—শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই এইরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু আমি তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপ এই স্থানে “আত্মীয়-শিক্ষা-পরিষদের” উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে স্থানে আমরা চাকরী করি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেক টাকা দিয়াছেন ও দিয়া থাকেন। সেখানে আমরাও যেমন ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহারাও সেইরূপ। আবশ্যক হইলে হীরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হেমবাবুর প্রস্তাবিত এই নূতন প্রস্তাবটি গ্রহণের কোনই আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন,—এই নূতন প্রস্তাবের যিনি প্রস্তাবক, তাঁহার কথা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলেন যে, আমি যখন “জুলোজিক্যাল গার্ডেনের” সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলাম, তখন কার্য্যকরী সমিতিতে আমিও মেম্বর ছিলাম। আবশ্যক হইলে কর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষেও ভোট দিতাম। যখন কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য কিম্বা বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইত, তখন কেবল সেই ব্যক্তিই, সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। ইহাতে কখনও কোন অসুবিধা হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিশয় মূল্যবান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু ও শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুদ্বয় যে সকল যুক্তি দ্বারা ঐ প্রতিবাদের অন্তিমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন, আমার মতে তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান করিলে যেমন কালীপ্রসন্ন বাবু ও বিজয় বাবুর সপক্ষে ছই একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপে শ্রীযুক্ত হেমবাবুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। অধিকাংশ সভা-সমিতির সদস্যবর্গ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি ভুলসা করি, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবটি বাহাতে অত্কার সভার গৃহীত হয়, আপনারা সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, আজি আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমি আজ ২৩ বৎসর পরিষদের সহিত লিপ্ত আছি। পরিষদের নানা বিভাগে আমি কার্য্য করিয়াছি এবং এখনও কার্য্য করিতেছি। মধ্যে কয়েক বৎসর মাত্র, শারীর অসুস্থতার জন্ত বিশেষভাবে পরিষদের কার্য্য করিতে পারি নাই। আজি আমাকে পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে আমার দুঃখ ও অভিমান নাই এবং তাহাতে আমি অপমানও বোধ করি না। পরিষৎ আমার বড়ই প্রিয়। আমি ঝাড়ু বরদার হইতেও রাজী আছি। গত বৎসর আমি সহকারী সম্পাদক হইতেও রাজী হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছে। অর্থাৎ আমার কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার দ্বারা পরিষদের কোন কাজ করাইয়া না লইয়া আমাকে আপনারা পিঞ্জরাপোলে পাঠাইতে চাহেন।

কিন্তু এই দুঃখের উপরেও আজি আমি বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। তাহার কারণ এই যে, আমার বন্ধুবর্গ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হইয়াছেন। আমি যখন সম্পাদক ছিলাম, তখন হেমবাবুর দ্বারা সহকারী সম্পাদক প্রাপ্ত হইয়া, আমি অনেক কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, আজি আমাকে তাঁহার প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইতেছে।

সকল কার্য্যই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রস্তাবিত প্রস্তাব গৃহীত হইলে, পরিষদের কার্য্য ভালভাবে চলিবে না। আমার মনে হয়, এ সকল কার্য্যে আইন-কানূনের জবরদস্তি করা উচিত নহে; এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই।

পরিষদের কর্ম্মীর অভাব; কার্য্যের অভাব নাই। যাহারা বিনা বেতনে এবং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাহারা ইচ্ছা করিলে পরিষদের অনেক উপকার করিতে পারেন। আমি জানি, জনৈক ভদ্রলোক প্রবেশিকার একটি টাকা দিয়া, ৩৪ মাসের মধ্যেও সভ্য হইতে পারেন নাই। ইহা কি কর্ম্মীর অভাবের জন্ত নহে? পরিষদে অনুসন্ধান করিলে একপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

প্রস্তাবিত বিধি সমীচীন এবং যুক্তিযুক্ত হইলেও এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে কি না, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় তিন মাস পূর্বে এই পরিষদের জন্ত কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন এবং আমরা অনেকেই তাঁহাকে আশা দিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ৬ব্যোমকেশের মত বা তত্ত্বল্য কোন ব্যক্তিকে সভ্য রাখিয়া এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে ক্ষতি কি? শুনিতেছি, লোকের অভাব নাই, কিন্তু কাজ ত কিছুই হইতেছে না। এককালে আমার এমন ক্ষমতা ছিল, যখন নিঃস্বার্থভাবে সাহিত্য-পরিষদের অনেক কার্য্য করিয়াছি। দশ, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছি। কালক্রমে আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন যদি পরিষৎ

আমাকে কিছু কিছু কমিশন দেন, আমি তাহা লইতে রাজী আছি এবং তাহাতে আমার অপমানই বা কি আর আপনাদের তাহাতে ক্ষতিই বা কি ?

আমি সামান্য স্থূল মাষ্টার। আমি যেখানে কার্য্য করি, সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-ভার এখন একটি পরিচালন-কমিটীর উপর তুলিত। সেই রিপণ কলেজের পরিচালন-কমিটি, কয়েক জন অবৈতনিক ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বেতনভোগী কর্মচারীর সমবায় গঠিত। আমি তন্মধ্যে একজন। কৈ, তাহাতে তো আমাদের কার্য্যের--কোন ক্ষতি হয় না ? আমাদের দ্বারা কখনও কোন কার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে বা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কলেজের Founder মহাশয় কখনও এরূপ কথা বলেন নাই। পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণের এখনও সময় আসে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, “ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিবার জন্তই আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।” কিন্তু তিনি এ কথা কোথায় পাইলেন ? আমি প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, আমি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি না। হীরেন্দ্র বাবুর এইরূপ বলা নিতান্তই অশ্রাব্য হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন যে, আমি এক্ষণে কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিতেছি। আমার প্রথম চিন্তা এই যে, অতঃপর আমার সভাপতি থাকা উচিত কি না। কারণ, কোন কোন সভ্য যখন কাহাকে কাহাকে পিঞ্জরাপোলে পাঠাইতে চাহিতেছেন, তখন আমি তাঁহাদের গুরু হইয়া কি বাদ পড়িব ? তাই ভাবিতেছি, অতঃপর আমার স্থান কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। কারণ, পরিষৎ আমাদের দেশের দেশী সভা। এখানে কোন বিদেশী আদর্শ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে এবং অবস্থা বুলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিষদে যে সমস্ত পুস্তক ছাপা হইয়া গুদাম-জাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে পরিষদের মর্যাদার হানি হইতেছে। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে কার্য্য হইতেছে না। স্মৃত্যং সকল দিক্ ভাবিয়া কার্য্য করা প্রয়োজন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে এবং এখন রাজিও অনেক হইয়াছে। এখন ইহা শেষ করা উচিত। সাহিত্য-পরিষদের সভ্য নহেন, এমন কেহ যদি এই সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকট আমার অনুরোধ, তিনি যেন ভোট দিবেন না। আমি প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে যাহাদের মত আছে, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষ মতাবলম্বীদিগের ভোট গ্রহণ করিব।

সভাপতি মহাশয়ের এই কথার পর কি ভাবে ভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহারই আলোচনা আরম্ভ হয়। তখন হেমবাবু বলেন যে, আপনি অল্পমতি করিলে, ভোটদাতারা

আপনার সম্মুখ দিয়া, হলের দক্ষিণ দিকে চলিয়া বাইতে পারেন এবং সেই সময়ে আপনি ভোট-গণনা করিতে পারেন। তখন এই ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে, এই উভয় দলের ব্যক্তিগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৭ জন এবং বিপক্ষে ৩৮ জন ভোট দিয়াছিলেন। বিপক্ষে এতদতিরিক্ত আর কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন, অনাবশ্যক, বোধে তাঁহাদের ভোট লওয়া হইল না। ইহার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ  
সভাপতি।

### পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত নূতন সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল উকীল, ছোট আদালত, ২০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীহরেকৃষ্ণ যজুর্বেদী “বিরক্ত-মন্দির”, ভরতপুর, রাজপুতানা। শ্রীজীবানন্দ মল্লিক অপার ক্লাট, ইষ্ট এণ্ড, ১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহঃ সম্পাদক, বীরভূম অমুসন্ধান-সমিতি, হেতমপুর রাজবাটি, হেতমপুর, বীরভূম। শ্রীকৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্য গ্রাম ধনঞ্জেল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী। শ্রীনরীণোগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৪১এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উকীল, বর্দ্ধমান। শ্রীললিতকুমার নিরোণী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
শ্রীললিতবীরজ্ঞান পণ্ডিত	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	
শ্রীহর্গপ্রসাদ রায়		
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদন্ত
শ্রী গুরুদাস সরকার	শ্রী হরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রী বিনোদবিহারী রায় একাউন্ট্যান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, নং ১, কলিকাতা ডিবিগন।
"	"	শ্রী জ্ঞানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, ভট্টাচার্য্য কামানপুর, চাকদহ, নদীয়া।
শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র বসু	"	শ্রী অন্তর্যমরণ রায়, এটর্নি ২৮ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ৪ বাহির মীর্জাপুর রোড।
"	"	শ্রী অমিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য লেন, গড়পার, কলিকাতা।
"	"	শ্রী শ্রীগীতনাথ সরকার ১৩৩ বাহির মীর্জাপুর রোড।
"	"	শ্রী লালবিহারী বসু ২০ জগন্নাথ দত্ত লেন।
"	"	শ্রী রঘুনাথ দত্ত ৫ জগন্নাথ দত্ত লেন।
শ্রী বিনোদবিহারী দত্ত	"	শ্রী অমিয়নাথ রায় বি এ ৮ ভুবনমোহন সরকার লেন।
"	"	শ্রী চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল অফিসিয়েটিং ম্যাসেজ, মুনসী হাউস, বরাহনগর।
"	"	শ্রী নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার, টাকী।
"	"	শ্রী হিরণকুমার ঘোষ, জমিদার, ঘোষবাবুর বাটা, টাকী, ২৪ পরগণা।
"	"	রায় শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, জমিদার, টাকী, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রী মোহিতচন্দ্র কুণ্ডু, জমিদার টাকী, ২৪ পঃ।

প্রদাতক	সমর্থক	সহায়
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাজিলাল	শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীকৈলাশচন্দ্র দাস চীফ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, কন্ট্রোলার অফিস, শিলং, আসাম। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র or P. C. Mitter Esqr. E. A. Superintendent. Survey of India. Camp Dibrugarh, Assam. শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত C/o কে বি সেন এণ্ড ব্রাদার্স, ৬০ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীঅখিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীগিরিশচন্দ্র মৈত্র এল্. এম্. এন্স Asst. Surgeon, Juvenile Jail, Alipur. C/o শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র, এসিষ্ট্যান্ট জেলার।
শ্রীমন্মথনাথ দত্ত	"	শ্রীকমলাপ্রসাদ দত্ত, জমীদার বৈষ্ণবপুর গ্রাম, পোঃ টেঁরা, মুর্শিদাবাদ। শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ ভগীরথপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পোঃ ভগীরথপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীশরৎকুমার দত্ত, সেক্রেটারী জে, আর, সমিতি, পোঃ টেঁরা, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধনরক্ষক নারায়ণপুর সমিতি, নাভাডাঙ্গা, পোঃ নদীয়া।
"	"	শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মহান্তা	"	শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় সাবরেজিষ্ট্রার, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।
শ্রীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীদীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ ১৬০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীউপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্কাধিকারী ৪৩ মোহন বাগান রো, রাউজান, চট্টগ্রাম। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু হরিবোধের ষ্ট্রীট

প্রস্তাবক	সমর্থক	সহজ
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীহেমনাথ রায় Telegraphist, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস, কলিকাতা।
"	"	শ্রীউমানাথ রায় সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিস।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন বি এন্ ৩৬।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।
"	"	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২০ জোড়াপুকুর স্কয়ার।
"	"	শ্রীঅমূল্যচরণ সেন ৫৩ বারানসী ঘোষের স্ট্রীট।
ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	এস্, আর, দাস, ব্যারিষ্টার ৮ ওল্ড পোষ্ট আফিস স্ট্রীট।
"	"	জি, সি, মণ্ডল ৯৩।৩এ আপার সাকুলার রোড।
"	"	শ্রীধামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩।১ আপার সাকুলার রোড।
"	"	এস্, এম্, বসু ৯৩ আপার সাকুলার রোড।
"	"	মিঃ ভৌমিক টেলিগ্রাফ স্টোর্স।
"	"	শ্রীঅনন্তনাথ মিত্র সাবজজ, গয়া।
"	"	জে, এন্, রায় আই, সি, এস্, হাজরা রোড।
শ্রীশরচ্চন্দ্র প্রকায়স্থ	"	শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাইয়া গোপাল নগর, মথুরাপুর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার ভগবতীপুর, বাটেশ্বর পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীপদ্মপতি হালদার দৌলতপুর, কলতা পোঃ, ২৪ পঃ।

প্রদাতক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীশরচ্চন্দ্র প্রকায়হ	শ্রীরাম বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব, মড়িগঙ্গা লাট, মড়িগঙ্গা, ২৪ পঃ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ হালদার হরিণডাঙ্গা, ডায়মণ্ড হারবার পোঃ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীযত্ননাথ বসু বি এল বসিরহাট, ২৪ পঃ।
মহম্মদ শহীজুল্লাহ	"	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এল ঐ ঐ শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল ঐ ঐ
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহু "গোবিন্দ আশ্রম", পটেশপুর, মেদিনীপুর।
ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	"	শ্রীসুনীতিকুমার পাণ্ডা ২৫।২ রামমোহন সাহার লেন।
"	"	শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু বি এল সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বসিরহাট, ২৪ পঃ।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

## উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত অগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১। স্পন্দকারিকাঃ ২। শিবস্বত্ববার্ত্তিকং ৩। কেশিয়াড়ী ৪। জ্ঞানমিশ্রবংশম্ ৫। আৰ্য্য-সমাজ-সংস্করণ ৬। ভক্তকালী গ্রামনিবাসী স্মৃত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বা ভৈরব-কথা
" রাধানাথ পতি	
" কালীহর বিদ্যালয়কার	
" সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	
" ডাঃ আবুতলাল সরকার	৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science for the year 1914.



প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt. Govt. Printing	৮। Monthly Statistics of Cotton-Spinning and Weaving in Indian Mills, September 1916.
Secretary, Smithsonian Institution	৯। Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915.
Do	১০। Dynamical Stability of Aeroplanes.
Do	১১। Sources of Nitrogen Compounds in the United States.
Do	১২। Smithsonian Miscellaneous Collection Vol. 65.
Do	১৩। Cambrian Geology and Paleontology.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book Depot.	১৪। Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1915—16.
Supdt. Govt. Printing, India	১৫। Patent Office Journal, July to September, 1916.
Officer-in-Charge, Bengal Sectt, Book-Depot	১৬। Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1916.
Agricultural Adviser, Govt. of India, Pussa	১৭। Report of the Agricultural Research Institute and College, Pussa, 1915—16.
ত্রিযুক্ত সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৮। A rough sketch of the antecedents, family history, official career and loyalty etc. of Sati Prosad Sen, 1915.

## ২৩শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৫শে পৌষ, ১৩২৩, ৯ই জাহ্নবীরী, মঙ্গলবার, রাত্রি ৭।০টা।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি, এইচ্ ডি ( সভাপতি )

- রাজা . রবীন্দ্রনাথ রায়  
    . রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ  
    . কালিদাস নাগ এম্ এ  
    . ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী  
    . নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত  
    . পান্নালাল বাকুলীওয়ারা দিগন্তরী় জৈন  
    . ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকর্ত্ত  
    . কালীচরণ মিত্র  
    . স্বামী শুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী  
    . তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিজ্ঞাবিনোদ, বি এ  
    . যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত  
    . হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ  
    . বাণীনাথ নন্দী .  
    . বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ  
    . তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য  
    . স্বর্ধ্যকুমার পাল  
    . ভোলানাথ কৌচ  
    . দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ  
    . উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ত্ত, ভক্তিবূষণ, এম্ এ, বি এল্, ( সম্পাদক )

    . কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহকারী সম্পাদক )

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “বিগ্রহপালদেবের তান্ত্রশাসন,” (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত “শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য”; (গ) শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বিজয় রত্ননাথের সত্যনারায়ণের পুথি” এবং (খ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন পল্লীসংগীত ও কবিতা”। ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ শ্রুপ্ত এম্ এ মহাশয় কর্তৃক “স্কেলেট্রিট” নামক খনিজ পদার্থ এবং (খ) ও (গ) শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৬। শোকপ্রকাশ—৬৮শতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাত্বরণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সন্মেলনের মৃত মহারাজার শোক-প্রকাশার্থ গত ৪ঠা পৌষ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ( তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৩। নূতন কয়েক জন সদস্য যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার “বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিগ্রহপালদেব পুণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণীগ্রামমণ্ডলের দণ্ডজাহেখর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুলা, ২ দ্রোণ, .. ২ উন্মান এবং ৩ কার্কিনী পরিমাণ ভূমি ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশে শাণ্ডিল্যাগোত্রীয় ক্রোড়াক্ষি ও মৎস্তাবাসাবিনির্গত ছত্রাগ্রামবাসী, বেদান্তবিৎ পদ্মাবণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেব শর্ম্মার পুত্র, সামবেদীয় কোথুমা শাখাধ্যায়ী, মৌমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিজ্ঞাবিৎ খোহুল দেবশর্ম্মাকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গজান্নান করিয়া ষাটশ রাজ্য-সম্বৎসরের চৈত্র মাসের নবম দিবসে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের দূতকের নাম পড়িতে পারা যায় নাই। পোসলীগ্রামবাসী মহাধর দেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী কর্তৃক এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্বে ডাক্তার কালহর্ষ এই তাম্রশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তির গুণ্যংশের পাঠ পূর্বে উদ্ধার হয় নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“পালবংশের ইতিহাস” রাখালবাবু ইংরাজীতে ইতিপূর্বে লিখিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর মেমোয়ার্সে (Memoirs) উহা প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত পালবংশের ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। রাখালবাবুই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম স্তনাইয়াছেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে রাখাল বাবুকে এই মূল্যবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

(খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গালা শব্দকোষের ৪০টি শব্দের বৃৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। যোগেশ বাবু অধিকাংশ স্থলেই কষ্ট করিয়া শব্দের মূল নিরূপণে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ সহজে শব্দগুলি সাধিত হইতে পারে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধটির কতকাংশ আমরা শুনিলাম। বাকীগুলি এইরূপই। মন্তব্যটি সুন্দর হইয়াছে। এখন আপনারা আলোচনা করুন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—এইরূপ অস্তিত্ব খণ্ডেরও আলোচনা পণ্ডিত মহাশয় করুন এবং যে অংশটি শেষ করিয়াছেন, উহার সম্যক পর্যালোচনার জন্য যোগেশ বাবুকে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, প্রবন্ধলেখক যে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। কারণ, আমরা বেশী শব্দগুলিই প্রাকৃত বলিয়া অনুমান করি।

ডাঃ আব্দুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—উর্দু ভাষায় “কুরী” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ হিসাবে জাতিবাচক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই কথাটির অর্থ উর্দুতে বাগ্‌দত্তা কত্কা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি পরিভ্রমের সহিত লিখিত, স্মৃতিস্তিত এবং সুলিখিত হইয়াছে। আমি প্রবন্ধকারের মতের সহিত একমত।

শ্রীযুক্ত শুকানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধোক্ত গ্রাম্য কথাটা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। “গ্রাম্য”-কথাটা একটি দোষ ব’লে মনে করি, এই গ্রাম্য কথার বিপরীতে কি “সহরে কথা” হইবে?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বেশী ভাগ শব্দই যে “প্রাকৃত” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। প্রাকৃতও আছে এবং অল্প ভাষা হইতে পরিবর্তিত শব্দের অস্তিত্বের সন্ধানও পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শব্দকোষের সম্পূর্ণ অংশের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যোগেশ বাবুর নিকট পাঠাইলে ভাল হয়। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের পরিভ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিতেছি। “গ্রাম্য” শব্দটি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে “অসংস্কৃত” শব্দ অর্থাৎ বাহা সাধু শব্দ নহে।

(গ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয়ের “বিজয়ঘুরামের সত্যনারায়ণের পুঁথি” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট ভ্রষ্টব্য)। সভাপতি মহাশয় সতীশ বাবুকে এই পুঁথি সংগ্রহের জন্য ধন্তবাদ দিলেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের “পন্নী-সংগীত” নামক প্রবন্ধের সারাংশ নলিনীবাবু কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধের জন্য জীবেন্দ্র বাবুকে ধন্তবাদ দেওয়া হইল।

এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক চট্টগ্রাম পট্টনা সাহিত্য-সম্মিলনে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গ্রামা-সংগীত, কবিতা, হৈয়ালী, প্রবচন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া যে সকল গান করে, তাহার নাম “ভোর”। প্রবন্ধের প্রথমে এই “ভোর”-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর কৃষকেরা মিলিয়া “ভোর” গাহিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি গানও ইহাতে আছে। ইহার পর কয়েকটি প্রেম, বৈরাগ্য, শিব ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত, শোভার বিবরণ ও তামাকের বিবরণ প্রভৃতি আরও অনেক গান ইহাতে আছে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্তৃক “ফেলেরিট” নামক খনিজ পদার্থ প্রদর্শিত হইল। “ফেলেরিট” Zinc দস্তা বেশী পরিমাণে আছে। Dehra-Dun পালাওরাতে যমুনার তীরে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার নাগ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়-প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মূর্ত্তার প্রদর্শন স্থগিত রহিল।

শোক-প্রকাশ ;—শ্রীযুক্ত ললিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৮৫তম বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবি পরিষৎ মন্দিরে রাখা উচিত। স্থির হইল যে, প্রস্তাবটি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত হউক। তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরিবার-বর্গের প্রতিনিধিকে পত্র প্রেরিত হউক। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই মহোদয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শরৎবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। Collegeএ এক্ এ পর্য্যন্ত এবং Civil Engineering Collegeএ কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উন্নতি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাস, উকীল মহাশয়কে রহমৎগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঠিকানায় শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র দেওয়া হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ইহার জন্য বিশেষ শোক-প্রকাশক অধিবেশন করা উচিত। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব প্রেরিত হউক। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কাব্যকর্ত্ত মহাশয় সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পর সভাভঙ্গ হইল।

### পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “বিজ্ঞ রঘুনাতনের সত্যনারায়ণের পুঁথি” নামক প্রবন্ধের সারমর্ম,—

গ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাত কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও, তিনি যে শতাধিক বর্ষ পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অস্বাভাবিক করিতে পারা

ষায়। ১২৪৩ সনে লিখিত একখানা পুথির শেষে লেখা আছে যে, এই পুথি ১২২২ সনে লিখিত পুথি দেখিয়া নকল করা হইল। সুতরাং কবির জীবিতকাল যে, ইহারও কিছু পূর্বে হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই পুথিখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত খামগড় গ্রামে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সুরলয় সহযোগে অষ্টাপি গীত হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের পুথির পাঠই সকল স্থলে হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুথিখানি মনসার ভাসানের জায় পূজার সময় সুরলয়-যোগে গীত হইয়া থাকে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। প্রবন্ধ-লেখক ইহার দুইখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন; একখানির লিপিকাল ১২৪৩, আর একখানির লিপিকাল ১২৮৬। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পুথি হইতে এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনানৈপুণ্যে অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম পুথি মূলরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পুথিখানির পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা	পুস্তকের নাম
Supdt, Govt Printing. India.	১। Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I, 1914-15.
Curator, Dacca Museum.	২। The Second Annual Report of the Dacca Museum for the year ending March, 31st, 1916.
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য	৩। পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ
• সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪। শাস্তি
• মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী	৫। হিতবাণী
• রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৬। সুরজ-সুরলী
চিন্তরঞ্জন দাশ	৭। বাকীপুর সম্মিলনে পঠিত দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী	৮। ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ
পদ্মালাল জৈন	৯। বীরভূম-বিবরণ, ১ম খণ্ড
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১০। ভাষা হরিবংশপুরাণ ( হিন্দী )
সহকারী সম্পাদক।	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি

## প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীগোবিন্দহরি দাস, জমিদার ১৮ গোপীমোহন বসাক ষ্ট্রীট, ঢাকা।
ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু	"	শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় স্বর্ণগ্রাম টি এটেট, শালগ্রাম, জলপাইগুড়ি।
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীকালীকঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কেলনার কোং অফিস, বাকীপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকীপুর।
"	"	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিষ্ণু, কন্ট্রাক্টর বাকীপুর।
"	"	শ্রীযশীদাস মল্লিক দিনাজপুর।
"	"	শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্তী বসন্তপুর গ্রাম, বাদবপুর পোঃ, বশোহর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীহরীকেশ ভট্টাচার্য গয়ড়া, পোঃ বেনাপোল, বশোহর।
"	"	শ্রীপঞ্চানন উপাধ্যায় বোধখানা, অমৃতবাজার পোঃ, বশোহর।
"	"	শ্রীআশুতোষ দত্ত কৰ্মকার দৌলতপুর, বেনাপোল পোঃ, বশোহর।
"	"	শ্রীঅশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য বসন্তপুর, বাদবপুর, বশোহর।
"	"	শ্রীগণেশ দাস ম্যানেজার নবাবস্থান বোর্ডিং, বাকীপুর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীয়েবতীমোহন বসু ৩৩ গৌরালনগর, ঢাকা।
"	"	শ্রীক্ষিতীন্দ্র দাস শুক ৩২ থ্রে ষ্ট্রীট।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	রাজা শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় পোড়গাছী, পুড়া, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু আড়বাগিয়া পোঃ, ২৪ পরগণা।
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল উকীল, মতিহারী।
"	"	শ্রীআনন্দকুমার চৌধুরী, উকীল, বেনারস সিটি।
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত	শ্রীসচ্চিদানন্দ সান্নাল এম্ এ, বি এল উকীল, চাঁদমারী, দার্জিলিং।
শ্রীকালীচরণ মিত্র	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরেন্দ্রলাল কাজিলাল ১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪৩ অপার সাকুলার রোড।

## ২৩শ বার্ষিক, দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে শোক-সভা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সত্যচন্দ্র
" বাণীনাথ নন্দী	বিজ্ঞাতৃষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
" দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	" রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিএল্
" নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী	" ললিতমোহন নিয়োগী
" অবনীমোহন বসু	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
" যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	" চণ্ডীদাস মজুমদার



শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী

শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী

„ পান্নালাল মল্লিক	„ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পুণিনবিহারী দত্ত	„ সুনীতিকুমার পাল এম্‌এ
„ অমৃতলাল মজুমদার	„ যোগেন্দ্রনাথ পাল
„ বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ	„ চণ্ডীচরণ চন্দ্র
„ সতীপ্রসাদ সেন শুশ্রূ	„ যতীন্দ্রনাথ সেনশুশ্রূ
„ সতীজীবন মুখোপাধ্যায়	„ নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী
„ মন্থনাথ মিত্র	„ ভূতনাথ দত্ত
„ প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	„ ননীগোপাল মজুমদার
„ নিখিলনাথ রায় বি এল্	„ মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যার্থী
„ যতীন্দ্রনাথ কাজিলাল	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎসভ
„ সন্তোষকুমার লাহিড়ী	„ সূর্যাকুমার পাল
„ হরিমাধব চট্টোপাধ্যায়	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ ডাঃ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়
„ এম্‌বি, এক্‌সি এস্	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকর্ত	„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, ভক্তিভূষণ, এম্‌এ, বি এল্ (সম্পাদক)

„ সুরেন্দ্রনাথ কুমার (সহঃ সম্পাদক)

## বিশেষ শোক-সভা

২৯শে মার্চ ১৩২৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্রতম বিশিষ্ট সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অমুপস্থিতির জ্ঞাত অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন যে, এই সভায় এমন দুই এক জন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাহারা আমার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের জীবন-কাহিনী অবগত আছেন। আপনারা তাঁহাদের নিকট ৬দাস মহাশয়ের কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করিবেন। আমি কেবল তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথাই উল্লেখ করিতেছি।

গত ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রথম এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হয়। শোভাবাজার

রাজবাটীতে একটি সভা করিয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। যে সকল মহাত্মা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সেই সভায় আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সর্ব্বদাই কৰ্ম্ম দ্বিগুণ বাস্তব থাকিতে ভালবাসিতেন।

আপনারা প্রত্যেকেই হয় ত সেই স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার কীর্ত্তি-বশের বিষয় অবগত আছেন। তিনি বঙ্গের, তথা ভারতের কৃত্তী সন্তান ও কৃত্তী পুরুষ ছিলেন। আজি বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা এহেন কৰ্ম্মবারকে অকালে হারাইয়াছি। যাহারা বঙ্গের, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা একে একে সবাই চলিয়া যাইতেছেন; ইহা বাংলার ও বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই শোকের কথা।

তিনি তিব্বতে গিয়া, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, ঐ ভাষার ভাণ্ডার হইতে যে সকল অমূল্য রত্ন আনিয়া বঙ্গভাষার কণ্ঠের বৃদ্ধি ও সাজ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট অতুলনীয়। “অবদান-কল্পলতা” নামক মহাগ্রন্থখানি তাঁহারই চেষ্টায় এবং তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ও সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষার অমুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্যে কিছু দিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনই পরিষদের মঙ্গল-চিন্তায় বিরত হয়েন নাই। পরিষদের নিয়মানুসারে আমরা তাঁহাকে পুনরায় পরিষদের বিশিষ্ট-সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

যে সময় তিনি প্রথম অবদান-কল্পলতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার প্রস্তাব করেন, সে সময় আমি পরিষদের সম্পাদক ছিলাম।

অতঃপর সভাপতি ত্রিবেদী মহাশয় ও দাস মহাশয় সম্মিলিত করিবার জন্ত ও সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবার জন্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। ডাঃ-এর বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় প্রথমে সভার সমক্ষে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া পরে স্বর্গীয় মহাত্মার কৰ্ম্মের একটি তালিকা বিবৃত করেন।

প্রথম প্রস্তাব।—“বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অমূল্য সঙ্কীর্ণ, পর্য্যটক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও বিশিষ্ট সদস্য, স্বনামধন্য রায় শ্যামচন্দ্র দাস বাহাদুরের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্শ্ববেদনা জানাইতেছেন।”

এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া, বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাস মহাশয় সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বহু লোক তাঁহার পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন। বঙ্গদেশে এমন একজন লোক বিরল; ভারতেও এমন লোকের অভাব। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যখন তিনি প্রথম তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তিব্বতীয়

অনেক লামার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সেখানে লামার পরিচ্ছদে থাকিতেন। কিন্তু যখন সেখানকার তিব্বতীয় বোদ্ধেরা তাঁহার বিবরণ জানিতে পারিল, তখন তাঁহার তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিল। তিনি কোন উপায়ে ইহা জানিতে পারিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি ত বাঁচিলেন, বিপদ হইল সেই লামার। লামাকে তাহার জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৈজ্ঞানিক তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এই সময়ে দার্জিলিংএ একটি ভূট্টা স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি ঐ স্কুলের অল্পতম শিক্ষক লামা উত্তেজু গ্যাহোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুঙ্গু নগরীতে গমন করেন এবং ছয় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন ও তিব্বত হইতে অনেক সংস্কৃত ও তিব্বতীয় পুস্তক আনয়ন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পুরোঁক লামার সহিত তিনি পুনরায় তিব্বতের পুরোঁক নগরীতে গমন করেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি লাসা নগরীতেও গমন করেন। তাঁহার পূর্বে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নয়নসিংহ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসিংহ লাসা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎবাবু ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তিব্বতের অনেক পর্বত, নদী এবং অজ্ঞাত প্রয়োজনীয় স্থানের মানচিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাঁহার তিব্বতের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত গবর্ণমেন্ট ক্রয় করিয়া অগ্রকাশ প্রজাবলীর মধ্যে রাখিয়া দেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কোণম্যান মেকলে সৈন্ত সমভিব্যাহারে তিব্বত যাত্রা করিবার অল্প চীন গবর্ণমেন্টের অমুমতির আশায় শরৎবাবুকে সঙ্গে লইয়া পিকিন নগরে গমন করেন। মেকলে সাহেবের উদ্ভোগ ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু শরৎবাবু মেকলে সাহেবকে অনেক প্রকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দান করেন।

তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে লামার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিতেন বলিয়া কাবু-লামা বা নেপালী লামা নামে পরিচিত ছিলেন। চীনদেশে গিয়াও তিনি লামার পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। সেখানে তিনি ঋষি লামা বা কাম্মীর লামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মেকলে সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে Hard Son of Soft Bengal বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি জাপানে গমন করিয়া তথাকার অনেক তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Buddhist Text Society নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া একখানি Journal প্রকাশ করেন। তিনি অনেক প্রাচীন ও দুর্লভ বৌদ্ধ, সংস্কৃত

এবং পালি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয় এবং সেই হইতে আমি উক্ত সোসাইটির ও Journal-এর এবং গ্রন্থের প্রকাশে সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করি।

শরৎ বাবু কর্তৃক আরম্ভ তিব্বতীয়-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে সহায়তা করিবার জন্ত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট আমাকে কলকাতনগর কলেজ হইতে কলিকাতায় নিয়োগ করেন। তদবধি আমি শরৎ বাবুর সমস্ত কার্য্য, কি গ্রন্থপ্রকাশ, কি পত্রিকা পরিচালন, সকল কার্য্যেই সহায়তা করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশিত হয়। ঐ সময় আমেরিকায় রক্ষিলা সাহেব শরৎ বাবুর ভ্রমণরত্নান্তের সার সঙ্কল করিয়া Journey to Lhasa and Central Tibet নামে পুস্তক প্রকাশিত করেন। Indian Pandits in the Land of Snow গ্রন্থে শরৎ বাবু তিব্বত ও ভারতের অনেক কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্পাদিত ‘অবদান-কল্পলতা’ এসিয়াটিক সোসাইটী এখনও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিপৎকালে তাঁহার ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল। বস্তুতঃ সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি অতিশয় নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গত ৫ই জাহুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে সি আই ই খেতাব পাইয়াছিলেন। তিনি রায়বাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে বাইয়া যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে চট্টগ্রাম সহরে এক জায়গীর দান করিয়াছিলেন। দার্জিলিং নগরীতেও তাঁহার একটি বাড়ী আছে। তাঁহার পুত্রগণ সুশিক্ষিত ও সুশীল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় চুলীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, কেবল বক্তৃতা দিয়া ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যুত মহাত্মার জন্ত শোক প্রকাশ করিলে ঠিক হইবে না। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিলে, তবেই তাঁহার প্রতি ঠিক সম্মান করা হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আমি পরিচিত হই। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর সকলের আপনার জন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রায় শ্রীযুক্ত বতীজ্ঞানাথ চৌধুরী মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রস্তাবটি এই ;—

“স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাগ্‌ছর সি আই ইর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবহার নিমিত্ত পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর ভার্য্যপণ করা হউক।”

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পূর্বে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কেহই তিব্বতে যান নাই। তিনি ও শরৎবাবু তথায় নানা বিপদে পড়েন, তৎপরে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীরা অধ্যবসায়হীন, তাঁহারা বিপৎকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করতঃ কোনও বিষয়ের অনু-সন্ধান করিতে একান্ত অসমর্থ। তিনি বাঙ্গালীর এই দুর্নাম দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন আমাদের সকলের আদর্শস্বরূপ হওয়া কর্তব্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।—“অস্ত্রকার সভার বিবরণ এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের পুত্রদিগের নিকট প্রেরিত হউক।”

শ্রীযুক্ত ডাক্তার আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় উহা অনুমোদন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক আধিবেশন

২৯শে মাঘ, রবিবার, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বিষয়—১। গত দুইটি মাসিক আধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের “নবাবিকৃত সূর্য্যবন্দার শিলালিপি”। ৫। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতি হেতু পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্ৰ-চন্দ্র জিবেদী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় গত দুইটি মাসিক আধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিতে উদ্ভূত হইলে, সর্বসম্মতিক্রমে উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। পুস্তক ও পুঁথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন [ ক পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ] ও নূতন সদস্য নির্বাচন-কার্য্য [ খ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ] শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় “নবাবিকৃত সূর্য্যবংশীর শিলালিপি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। [ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-সার শেষে উষ্টব্য ]।

মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—এই মৌখরী-বংশের সহিত গুপ্তরাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলেন,—লেখকের এখনও ছাত্রজীবন। তথাপি তাঁহার প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণা আছে। ইহা একটি মৌলিক প্রবন্ধ। ইহা কম স্মৃতির কথা নহে।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, লেখক প্রবন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা আজিও জনগণে প্রকাশ হয় নাই। এই প্রবন্ধের দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ  
সভাপতি।

## কং পরিশিষ্ট

উপহারদাতা।	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ত্রীনাথ চন্দ্র	১। ইন্দ্রপ্রস্থ
	২। তত্ত্বলীলা
	৩। ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর
সৈথ মোহাম্মদ জমীন্দার	৪। শোকানল
	৫। হাঞ্জলে হজরত মোহাম্মদ ও পাজীর ‘মেয়েদার সাহেবের সাক্ষ্য
	৬। প্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ও পাজীর খোকা ভঞ্জন
শ্রীযুক্ত বিগিনবিহারী দেবশর্মা	৭। আত্মবোধ
মতিলাল রায়	৮। অরবিন্দের পত্র

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ গীল	৯। ত্রিপঞ্চ ( ১ম খণ্ড )
„ কুমার শৌরীজকিশোর রায়চৌধুরী	১০। ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার ( ২য় খণ্ড )
„ যোগেশচন্দ্র রায়	১১। হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা
„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও	১২। ১৯২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা ( প্রথম বৎসর )
„ রাখালরাজ রায়	১৩। বেদান্ত-দর্শনম্ ( সচিগ্রম্ )
শ্রীমদ্বিরজ্ঞানানন্দ তীর্থস্বামী	১৪। স্বাস্থ্য-নীতি
ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বসু	১৫। ঐ ( গার্হস্থ্য )
„ উমেশচন্দ্র দাস	১৬। স্নেহের বানধন
Curator, Govt. Oriental Manuscript Library, Madras.	১৭। The Progress of the Search for Oriental Mss. during the year 1915—1916.
Sapdt Govt. Printing India.	১৮। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Oct. 1916.
Secy. Indian Association for the Cultivation of Science.	১৯। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol I. 1917.
Registrar, Bengal P. W. D. Sectt. Cal.	২০। Annual Progress Report of the Supdt. Mahomedan and British Monuments, Northern Circle for the year ending 31st March 1917.
শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র	২১। Demon Cultus in Mundari Children games.
	২২। On North Indian Charms for Securing Immunity for the Viras of Scorpion Stings
	২৩। North Indian Folk-Medicine for Hydrophobia and Scorpion Stings.
	২৪। Some North Indian Charms for the Cure of Allments.
	২৫। North Indian Incantations for Charming Ligatures for Snake-bite.

উপহারহাতা—গ্রন্থসংক্ষেপ মিত্র

- ২৬। "The Crocodile in Bengali Folklore and Cult" and "A note on the Worship of the Pipal-tree in Bengal."
- ২৭। A note on a Cure-Charin for the bite of the Boda snake and the Folk-lore of the headless man in North Behar.
- ২৮। On some Behari Modes of Trial by Ordeal.
- ২৯। A Plea for Nature-study in Indian Schools.
- ৩০। Biography sketches of Indian Antiquarians.
- ৩১। An ancient Egyptian in Buddhist Guise.
- ৩২। Some Behari Amulets.
- ৩৩। A Plea for Aquarium in Calcutta.
- ৩৪। A few Behari Folk-lore Paralles etc.
- ৩৫। Behari Omen's from chirping and falling of Lizard.
- ৩৬। Notes on the Calcutta Zoological Gardens.
- ৩৭। Arboriculture and Horticulture in Ancient and Mediæval India.
- ৩৮। Sorcery in Ancient Mediæval and Modern India.
- ৩৯। On some Superstitious Beliefs about the Lizard.
- ৪০। On Rain ceremony in the District of Murshidabad.
- ৪১। Notes on the Kayesthas of Bihar.
- ৪২। The Pea-cock in Asiatic cult and superstition.
- ৪৩। The Behari belief in the Efficacy of "Jackals Horns" as a Talisman.
- ৪৪। The supposed Maya origin of the Elaphcephalous Deity Ganesha.
- ৪৫। Note on the Sword-blade vow and Behari Folk-tales of the "Mann and Fuchs" Type.
- ৪৬। The Thunder-Myths of the Primitive Races.
- ৪৭। Some Behari Mantrams or Incantations.
- ৪৮। Further notes on Sorcery in Ancient, Mediæval and Modern India.
- ৪৯। The Tiger in Malay folk-lore, Proverbial Philosophy and Folk-medicine.
- ৫০। North Indian Children's games and Demon-cultus.
- ৫১। The Folk-lore of Japan.
- ৫২। On the Malay versions of two ancient Indian Apologues.
- ৫৩। A Behari nursery-story of the Bargaining Animals Type.
- ৫৪। Further notes on the Primitive method of Computing time and distance.
- ৫৫। The Evolution of Superstition about unlucky days and objects.
- ৫৬। On the Indian Folk-beliefs about the Tiger. Part III.
- ৫৭। On some Superstitions regarding Drowning & Drowned persons,



- ৫৮। On North Indian Folk-lore about Thieves and Robbers.  
 ৫৯। The Bear in Asiatic and American ritual and belief.  
 ৬০। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.  
 ৬১। Note on the use of Locusts as an article of diet among the ancient Persians.  
 ৬২। On the Harparawri or the Behari women's ceremony for producing rain.  
 ৬৩। A note on the primitive method of Computing time.

## উপহারদাতা

## পুস্তক

Officer in charge, Bengal Secretariat Book Dept.	৬৪। Report on words, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1915—16. ৬৫। Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal for the year 1915—16. ৬৬। Report of the Agricultural Department, Bengal for the year ending 30th June, 1916.
Registrar, Calcutta University	৬৭। Calcutta University Calender, Part II. 1916. ৬৮। Do Do Minutes. Part II. 1916.
Supdt. Archaeological Survey of India, Western circle	৬৯। Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western circle for the year ending 31st March, 1916.
Director of Statistics, Calcutta.	৭০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November, 1916.

## ( খ ) পরিশিষ্ট

## প্রস্তাবক

## সমর্থক

## দ্রষ্টব্য সদস্য

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী    শ্রীযাত্র বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী    শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
 এটর্নী এট-ল, ওল্ড পোষ্টাফিস্ ব্লক্ট।  
 শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্ এ, বিএল  
 উকীল, বাঙ্গুরহাট, ২৪ পরগণা।

প্ৰস্তাবক	সমৰ্থক	নতুন সদস্য
শ্ৰীৰমেশচন্দ্ৰ মজুমদাৰ	শ্ৰীৰায় যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী	শ্ৰীৰাছগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বহরমপুৰ, জিলা গজাম, মাদ্রাস।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	শ্ৰী প্ৰভাতচন্দ্ৰ সেন, কবিরঞ্জন ৩৪৭ অপাৰ চিংপুৰ ৰোড।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীসুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়	শ্ৰীতুষ্ণলাল বিজ্ঞাবিনোদ ২০৮ ভবানীচরণ দত্ত ষ্টীট। বি, এন্ মুখার্জী স্কোয়াৰ ৫০ বাগবাজার ষ্টীট।
ডাঃ আবহুল গফ্ফৰ সিদ্দিকী	শ্ৰীহেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	মোলভী ফজলের রহমান বি এ, স্কুল সাবইনস্পেক্টর, বাহুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
শ্ৰীবঙ্কুবিহারী ভাট্টা	শ্ৰীৰামহৰি ভট্ট	শ্ৰীক্ষিতীশকমল সেন এম্ এ ১৬১ মদন মিত্ৰের লেন।
শ্ৰীনলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীবসন্তরঞ্জন রায়	শ্ৰীউপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৩১২ বিশ্বনাথ মতিলাল লেন, বহুবাজার। শ্ৰীধীৰেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বি এ ৪ ব্ৰজনাথ দত্ত লেন, বহুবাজার।
শ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন রায়	"	শ্ৰীমহেন্দ্ৰচন্দ্ৰ দাস বি এ হেডমাষ্টাৰ, উজানচৰ হাই স্কুল, জিঁপুৰা।
শ্ৰীনলিনীৰঞ্জন পণ্ডিত	শ্ৰীৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী	শ্ৰীৰবীন্দ্ৰকুমাৰ বসু এম্ এ, বি এল্ “দীনধাম,” ৬ দীনবন্ধু লেন। শ্ৰীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত বি এম্ সি ৩৯৩ বি স্কিৱা ষ্টীট।
"	"	শ্ৰীহৰীকেশ মিঞা ১২২১২ অপাৰ সাকুলার ৰোড।
আবহুল কৰিম	"	শ্ৰীলালমোহন চক্ৰবৰ্ত্তী বি এল্ উকীল, জৰ্জকোর্ট, চট্টগ্ৰাম, বাঙেল ৰোড।
শ্ৰীবাণীনাথ নন্দী	শ্ৰীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্ৰীনাৰায়ণচন্দ্ৰ নিয়োগী ৯ উল্টাডিকি জংসন ৰোড।
শ্ৰীৰামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী	শ্ৰীসুৰেন্দ্ৰনাথ কুমাৰ	কুমাৰ শ্ৰীবিজ্ঞাননাৰায়ণ ৰায় জেমো, কান্দি, মুৰ্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক

সদস্য

নৃতন সদস্য

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জীবদী

শ্রীশ্রীরামেন্দ্রনাথ কুমার

কুমার শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়

জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

”

”

কুমার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

ঐ

ঐ।

### নবাবিস্কৃত ‘সূর্য্যবম্বার শিলালিপি’ প্রবন্ধের সারাংশ

বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বড়-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হারহা নামক স্থানে মোথরিরাজ ‘ঈশান বম্বার’ রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক হিসাবে উহার বিশেষ মূল্য আছে। উপরিউক্ত প্রবন্ধের লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। বর্তমান শিলা-লেখে মোথরী-বংশের নৃপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশানবম্বার পুত্র “সূর্য্যবম্বা” মুগয়ায় বহির্গত হইয়া বনমধ্যে একটি ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া, উহার সংস্কার করাইয়া দেন। তৎপক্ষে বর্তমান শিলালেখ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মোথরিগণের এতদ্ভিন্ন আর পাঁচখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনও-টিতে তারিখ নাই; কিন্তু হারহা প্রশস্তিতে মন্দিরের পুনঃ নির্মাণাব্দের উল্লেখ আছে। বিক্রমাব্দ বা মালবাব্দের ৫৮৯ সন্থসর অভ্যুত হইলে উক্ত নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হয়। আনু্যোচ্য লিপি দ্বাবিংশ সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এবং ত্রয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রশস্তি-কারের নাম “রবিশাস্তি” ও শিল্পীর নাম “মিহিরবম্বা”।

## ২৩শ বার্ষিক, অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৯ই ফাল্গুন, ১১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার, অপরাহ্ন ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। সদস্য-নির্বাচন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের লিখিত “চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান”। ৫। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন বুদ্ধা। ৬। বিবিধ।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যচন্দ্র বিদ্যাবূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি

- „ আবহুল গফুর সিদ্দিকী
- „ বাণীনাথ নন্দী
- „ পান্নালাল জৈন
- „ বিপিনবিহারী বিদ্যাবূষণ
- „ বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদল্লভ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ

- „ অরেন্দ্রনাথ কুমার
- „ কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ।

অদ্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য হওয়ার উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই জন্ত অধ্যাকার সভাধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা স্থির হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, স্থাগিত অষ্টম ও নবম মাসিক আধবেশন

৫ই চৈত্র, ১৮ই মাচ্চ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দে

„ হীরেন্দ্ৰনাথ দত্ত বেদান্তমত, এম্ এ, বিএল্	„ বসন্তরঞ্জন রায়
„ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ ডি	„ মথুরানাথ মজুমদার
„ খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র এম্ এ	„ অনাথনাথ ঘোষ
„ মন্থনমোহন বসু এম্ এ	„ ললিতমোহন বসু
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী
„ বিপিনবিহারী বিজ্ঞানভূষণ	„ হীরেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ দুর্গাপ্রসন্ন সার্ক্সভোম	„ রামকমল সিংহ
„ দুর্গাদাস ভট্ট	„ মাধনলাল মুখোপাধ্যায়
„ প্রবোধকুমার দাস	„ সতীশচন্দ্র মিত্র
„ মোজাম্মেল হক	„ শৈলেন্দ্ৰনাথ সেন
„ মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত	„ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
„ স্বামী শুদ্ধানন্দ	„ এন্ জি মুখার্জী
„ পুলিনবিহারী দত্ত	„ লালবিহারী বসু
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	„ সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী
„ সূর্য্যকান্ত মিত্র	„ সুনীতিকুমার পাণ্ডা
„ পান্নালাল মল্লিক	„ কৃষ্ণদাস বসাক
„ যতীন্দ্রমোহন বসু	„ হরিন্দাস বিজ্ঞানবিনোদ
„ গুরুদাস সরকার এম্ এ	„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ	„ চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী	„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
„ রাজেন্দ্ৰনাথ নন্দী	„ তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	„ ভোলানাথ কৌচ
„ মন্থননাথ রায়	„ হেমেন্দ্ৰচন্দ্র রায়
„ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী	„ উপেন্দ্ৰনাথ উপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তিবূষণ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ৰনাথ কুমার

„ জলিনীরঞ্জন গুপ্ত

„ করণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ ।

স্থগিত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশ। ২। গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। সদস্যনির্বাচন। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিজ্ঞাত্বষণ মহাশয়-লিখিত “চণ্ডীকাব্যের মূলানুসন্ধান”। ৬। প্রদর্শন—কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। ৭। বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,—১। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ২। সদস্য-নির্বাচন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লিখিত “উপনিষৎ, তাহার সময় ও বিচার” নামক প্রবন্ধ। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক খাসিয়া পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) দীনেশচন্দ্র রায়, (খ) বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, (গ) সারদাগোবিন্দ তালুকদার ও (ঘ) শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। বিবিধ।

সভারসভে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাত্বষণ মহাশয় পরিষদের দেশ-পূজ্য সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ‘নাইট’ উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন যে, ডাঃ বসুর উপাধির আবশ্যক নাই। তিনি বিজ্ঞানচর্চায় যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগন্নাথ হইয়াছেন। এ দেশে দর্শনাদি শাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞানে আমরা নগণ্য ছিলাম। জগদীশ বাবু আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি জগদীশ বাবুর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত এবং তাঁহার সম্মানে বাঙ্গালী মাঝেই গৌরবান্বিত।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, সভার অমুমোদনে উপস্থিত সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এই উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

২। তৎপরে অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক গত সপ্তম মাসিক ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠিত হইলে উহা গৃহীত হইল।

৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। (পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)।

৪। সদস্য-প্রস্তাব—কতকগুলি নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইল,—

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বার চৈত্র মাসে, বৎসরের আর শেষ অধিবেশনে এইরূপ সদস্য প্রস্তাবের দীর্ঘ তালিকা কিছু বিষন্ন-জনক। এই সকল ব্যক্তি সদস্য-পদ গ্রহণে ইচ্ছুক কি না, না জানিয়া তাঁহাদিগকে সমস্তরূপে প্রস্তাব করিয়া পরিষদের কতকগুলি অর্থ অথবা ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আর বর্ষশেষে নাম প্রস্তাব

করিলে তাঁহারা মাত্র এক মাসের জন্য টাকা দিয়াই সারা বর্ষের বা পূর্বতন সদস্যগণের ভ্রায় সমান অধিকার পাইবেন, ইহাও সমীচীন নহে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে, এই দীর্ঘ সদস্য নাম-সম্বলিত প্রস্তাবগুলি অন্ততঃ এই মাসের জন্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ আবচল গঙ্গুর সিদ্ধিকী মহাশয় বলিলেন যে, পূর্বপ্রচলিত নিয়মানুযায়ী এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ প্রস্তাবিত হইলেই তাঁহারা সদস্য হইলেন না, যিনি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং প্রবেশিকাস্বরূপ এক টাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাকেই সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে। আরও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব পূর্বপ্রচলিত ব্যবহার-বিবৃদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইতে পারে না। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব নিয়ম-বিবৃদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্থনবাবু বলিলেন যে, মাত্র এক মাস কালের জন্য সদস্য হইয়া তাঁহারা অন্ততঃ ভোট দিবার অধিকারী না হন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবের বিবৃদ্ধি বলিলেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই প্রস্তাবের বিবৃদ্ধি আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহাও প্রচলিত নিয়মাবলীর বিবৃদ্ধি, এই জন্য গ্রহণীয় হইতে পারে না। যদি খগেন্দ্র বাবু বা মন্থন বাবু প্রস্তাবটি কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর অন্তর্গত করিয়া উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উহা আলোচিত হইতে পারে। অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্থন বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়। বহু সদস্যের মতে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক সদস্য-প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবগুলি ভোটে দেওয়ার উহা গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় “কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান” নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে কবি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণাদির অনুমোদিত। উপাখ্যানভাগের অনেকগুলিই কোন না কোন পুরাণ হইতে গৃহীত। সৃষ্টি প্রকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ভৃগু মুনির যজ্ঞ রচনায়, দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে, শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনায়, সতীর দক্ষাগলে গমন ও দেহ-ত্যাগে (শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ও বৃহদ্রাশ্মপুরাণ) সতীদেহ-স্বর্গে শিবের নৃত্য (বৃহদ্রাশ্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১০ম অধ্যায়), হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশে ও হর-কোপানলে মদন ভাস্কর্য্য ব্যাপারে বৃহদ্রাশ্মপুরাণ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এইরূপ মন্তব্যপূর্ণ হইতে গণেশের এবং বৃহদ্রাশ্ম পুরাণ হইতে কান্তিকেশের জন্মকথা সম্বলিত হইয়াছে। পতিব্রতা-মাহাত্ম্যকথনে মহাত্মারতের বনপর্ব্বের অংশবিশেষের সার-সঙ্কলন করা হইয়াছে। ইত্যাদি।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—অষ্টম অধিবেশন ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি সদস্য নির্বাচন প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপন করিতেছি।

সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত ১০(ক) ধারা অনুসারে অনুপস্থিত সদস্য অত্র সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু কোন উপস্থিত সদস্য তাহার সমর্থন না করিলে, সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। সেই কারণে আমি প্রস্তাব করি যে, উপস্থিত প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা পুনঃ পঠিত হউক। কোনও উপস্থিত সদস্য কর্তৃক উহা সমর্থন করার পর, সর্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সকল সদস্য গৃহীত হউক এবং এই ভাবে সমর্থিত হইবার কালে আপত্তি করিলে সেই সকল নাম প্রস্তাব স্থগিত থাকিতে পারে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু প্রথমে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারকার প্রস্তাবটি নূতন এবং ইহা আলোচিত হওয়া সদস্যগণের অভিপ্রায়-সাপেক্ষ। সদস্যগণ ঐ ভাবে অভিপ্রায় জানাইলে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়।

প্রস্তাবিত নামতালিকা একে একে পঠিত হইবার কালে অনেক নামের মূল সমর্থনকারী উপস্থিত না থাকায় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কেহ না কেহ সেই সেই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলেন, কিন্তু যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার সময় অনেকগুলি নাম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে শ্রীযুক্ত মন্থধর্মোহন বসু এম্ এ মহাশয় এক এক আপত্তি করিলেন ও সেই সেই নামের প্রস্তাবগুলি আপত্তির জন্ত স্থগিত রহিল, বাকীগুলি গৃহীত হইল।

“নবম” মাসিক অধিবেশনের প্রথম কয়েকটি কার্য্য উক্ত অষ্টম মাসিক অধিবেশনে যথারীতি সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের “উপনিষৎ ও তাহার কাল” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পঠিত হইল এবং প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় খাসিয়া পাহাড় হইতে আনৌত খাসিয়া জাতির নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিলেন। এই জন্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহঃ সম্পাদক।

সভাপতি।

### উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	১। প্রাচীন ভারত
শ্রীশচন্দ্র শর্মা	২। ছত্রভঙ্গ



উপহারদাতা	উপদ্রুত পুস্তক
শ্রীযুক্ত হরীকেশ মিত্র	৩। স্বামীর ভিটা
„ কেশবচন্দ্র গুপ্ত	৪। বিবাহ-বিপ্লব
„ রাজকুমার বসু	৫। কবি কালিদাস
„ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	৬। অঙ্কপুস্তক
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	৭। পৃথ্বীরাজ
„ রাজকুমার বসু	৮। রামায়ণ-কাহিনী
„ নিয়ন্ত্রনানন্দ তীর্থস্বামী	৯। শ্রীকৃষ্ণগুণপরিক্রমা
„ সত্যচরণ শাস্ত্রী	১০। ভারতে অলিক্সন্দর
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১১। জালিরাং ক্লাইভ
„ সূর্য্যপ্রসন্ন রাজপেয়ী	১২। কয়েকটি প্রবন্ধ
„ নবকৃষ্ণ ঘোষ	১৩। মালা
„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	১৪। প্যারীচরণ সরকার
„ নিশিকান্ত বসু রায়	১৫। বিজেন্দ্রলাল
„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৬। তর্পণ
সম্পাদক, মেদিনীপুর-শাখাপরিষৎ	১৭। শাস্তি
	১৮। ইলিয়াডের গল্প
	১৯। অভিসির গল্প
	২০। অঙ্ককণা
	২১। বাঙ্গারাগ
	২২। সাধুচরিত
	২৩। ব্রাহ্মণ-কর্তৃত্ব
	২৪। শাস্তি-রহস্য
	২৫। মেদিনীপুর শাখাপরিষৎ-শাখার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের অভিযোজনা-সমি- তির সভাপতির অভিভাষণ। মেদিনী- পুর শাখা-পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গীত।
Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot.	২৬। Report on the Administra- tion of Bengal. During 19- 15—16.
ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল	২৭। Map of Calcutta.

উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোষ

Officer-in-Charge,  
Bengal Sectt. Book Depot.

Supdt, Govt. Printing, India.

Registrar, Calcutta University

উপস্থিত পুস্তক

- ২৮। Labour-Room Clinices, being Aids to Midwifery Practice.  
২৯। Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1915-16.\*  
৩০। Bengal District Gazetiers. Rajshahi Vol. XXXIII.  
৩১। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December, 1916.  
৩২। Calcutta University. Minutes Vol. LX. Part III 1916.

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক

সমর্থক

প্রস্তাবিত সদস্য

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বোষ	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মোলবী কাজি ইমদাছুল হক বি এ, বি টি হেড মাস্টার, ট্রেণিং স্কুল, ২৮ কনভেন্ট রোড, ইটালী।
"	শ্রীকৃষ্ণদাস সরকার	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় ইন্সপেক্টর ট্যাক্স এসেসর, করিমপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, উকীল ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক	শ্রীময়ধর্মোহন বসু	শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেসিয়ার, মিউনিসিপাল অফিস, বরাহনগর।
শ্রীযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ শ্রীবাসী এল্ এম্ এস্ বারাসত, চন্দননগর।
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মোলভী আবদুল মালিক চৌধুরী লাবান, শিলং।
"	"	মুল্লী মোহাম্মদ শরাকৎ আলী লাবান, শিলং।
"	"	মুল্লী তোরাবদ্দিন আহম্মদ গাঁড়াদহ, পোঃ ভালগাছী, পাবনা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	ডাঃ এম্‌ এবরার আনসারী কুড়মান, বর্ধমান।
"	"	শ্রী ককর্ণানিধান দত্ত গুপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ২৪ পরগণা।
"	"	মৌলভী মহম্মদ জাহেদ ৪২ বৈঠকখানা রোড।
"	"	মুন্সী নবাব জ্ঞান C/o মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন, উকীল, বর্ধমান।
"	"	শ্রী অনাথনাথ ঘোষ ৬০ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
"	শ্রী নলিনী রঞ্জন পাণ্ডিত	মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ ৪০ গোরস্থান রোড, কড়েরা।
"	"	মুন্সী সেথ আবদুল রহমান ২৩ নর্থ শিয়ালদহ রোড, কলিকাতা।
"	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯৪ রসারোড নর্থ, ভবানীপুর।
শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী নলিনী রঞ্জন পাণ্ডিত	শ্রী চুলীলাল পাল বি এ ৮ রাজার গলি।
শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র বসু	"	শ্রী ভবানীচরণ চক্রবর্তী ৩ দৈবর মিল বাই লেন, রায়বাগান।
"	"	শ্রী রাধিকানাথ সাহা ১৬ লক্ষ্মীকুণ্ড, বেনারস।
শ্রী ভ্রামা পদ রায়	"	শ্রী কোমারীশচন্দ্র রায় সেক্রেটারী, নসিগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, বর্ধমান।
"	"	শ্রী ব্রহ্মপদ সিংহ গ্রাম ভূমিহর, পোঃ মৌজাপুর, মুর্শিদাবাদ।
"	"	শ্রী জ্যোতিষর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এম্‌ সি ৪৬ পুলিশ হাসপিটাল রোড।

প্রস্তাবত	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীশ্রীমাপদ রায়	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীশুণাকর মুখোপাধ্যায় বীরভূম, সানবাটা রোড, রামপুর হাট।
শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র রায়	"	শ্রীশশিভূষণ দাশ বিজ্ঞানরত্ন, বিজ্ঞানব কুমিল্লা।
"	"	শ্রীকমলীকুমার সিংহ সম্পাদক, ত্রিপুরাহিতৈষী, কুমিল্লা।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীমদ্রথমোহন বসু	শ্রীসরোজবন্ধু মিত্র ৪২।১ হরিশোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১১০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদেবশঙ্কর সেনগুপ্ত ১ জরিফ্ লেন।
"	"	শ্রীস্বর্নানারায়ণ সেন এম্ এ ২৬।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।২ গৌরলাহা ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় বীণাপাণি লাইব্রেরী, মল্লারপুর, বীরভূম।
"	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী বেতাগরী, শ্রয়মনসিংহ।
"	শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এ রায়পুর হাউস, ৮২ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর।
"	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীভীমাপদ ঘোষ এম্ এ হেডমাষ্টার, কান্দী রাজস্কুল, কান্দী।
"	"	ডাঃ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ সেন এল্ এম্ এস্ কান্দী।
শ্রীসুশীলকুমার দে	শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীঅজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ৪২ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীশুকদাস সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীকুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত বি এ, এম্, আর, এ এস্, ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সঙ্ঘ
শ্রীশুরেন্দ্রনাথ সরকার	শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীগিরিজাতৃষণ বোম্বাল এম্ এ ইন্টারপ্রিটর, চিক্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।
শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপশুপতি পাল সাং রাণ্ডতা, শ্রামনগর, ২৪ পরগণা।
"	"	শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এম্ সি দক্ষিণেশ্বর, এড়িমান্দহ, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ওভারসিয়ার দক্ষিণ বারাসত, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি তেলিনীপাড়া, হুগলী।
শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেন্তাদার, মুলেককোট, হাজীপুর, মজঃকরপুর।
"	"	শ্রীভূষণচন্দ্র নাগ বি এ হেডমাষ্টার, এইচ্ ই স্কুল, হাজীপুর, মজঃকরপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উকীল ভাইস্ চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, সারান, ছাপরা।
"	"	শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ এডিটর অফ লোক্যাল একাউন্ট্যান্টস্ বেহার এণ্ড উড়িষ্যা, মতিহারি, চাম্পারান।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীশুরেন্দ্রনাথ সরকার	কুমার শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ কালীপুর।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৪ জেলেটোলা লেন।
"	"	শ্রীচাক্রচন্দ্র সিংহ এম্ এ প্রোফেসর পাটনা কলেজ, মোরাদপুর, বাঁকীপুর।
"	"	শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র বোষ মৌলিক ২২ বীরজাকর্স লেন।
"	"	শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন ফোরার।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীগুরুদাস সরকার	শ্রীষিজরঞ্জন ঘোষ বি এ ১৬ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার ।
"	"	শ্রীশুরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার ।
"	"	শ্রীরমেশনারায়ণ সিংহ ৪৬ আমহার্ট্‌ ষ্ট্রীট্‌ ।
"	"	শ্রীষিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌ কান্দৌ, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন শুগু, নায়েব কান্দি রাজ এষ্টেট, কান্দি, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্‌ মুন্সেফ, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ।
"	"	শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার কুড়ুমগ্রাম, বীরভূম ।
"	"	শ্রীরামলাল ঘোষ লাহিড়িয়া সরাই, ধারভাঙ্গা ।
"	"	শ্রীবোগীন্দ্রমোহন সিংহ পাঁচঘরা, জনাই, হুগলী ।
"	"	শ্রীহরীদাস অধিকারী বি এল্‌ উকীল, কান্দৌ, মুরশিদাবাদ ।
"	"	শ্রীঅখিনীকুমার দত্ত এম্‌ এ প্রোফেসর মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর ।
"	"	শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল, মেদিনীপুর ।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীমাধনলাল মৈত্র হরিপুর, পাবনা ।
ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ৯৪ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর ।
"	"	মুল্লী গাজী আমম আহম্মদ ৩১ডি আপার সাকুলার রোড ।
শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ	"	শ্রীহরিনাস ভট্টাচার্য্য সোনারপুর, বেনারস সিটি ।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরমণীকান্ত সেন ধুবড়ী, আসাম।
"	"	শ্রীদামিনীকান্ত চৌধুরী H. K. Hostel, রাজসাহী।
"	"	দি কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ বাকালোর।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ ১৩ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল
"	"	শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বুক ডিপার্টমেন্ট, মেসার্স গ্রোহাম এণ্ড কোং।
"	"	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু "দীনধাম", ৬ দীনবন্ধু লেন।
"	"	শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায়চৌধুরী হরিশোষ ষ্ট্রীট।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীনাগিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীফণীশ্রীকৃষ্ণ বসু এম্ এ ২ ভাল্লুকপাড়া লেন।
শ্রীবামাচরণ মজুমদার	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মহম্মদ আজিজুল হক বি এল কৃষ্ণনগর।
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার	শ্রীপ্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী এম্ এ, বি এল ৬৮২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রলাল রায় বি এল ৫ হাজরা রোড।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	কুমার শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় মনোহরপুরগড়, পোঃ দাঁতন, মেদিনীপুর।
"	"	মহারাজকুমার শ্রীজগদীশনাথ রায় দিনাজপুর রাজবাটা পোঃ, দিনাজপুর।
"	"	কুমার শ্রীপূর্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
"	"	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ রায় দিনাজপুর রাজবাটা পোঃ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত দত্ত
তীনগেজনাথ বসু	ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	অধ্যাপক ত্রীচুনোলাল দে এম্ এ কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	অধ্যাপক ত্রীরজনীকান্ত বসু এম্ এ কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	অধ্যাপক ত্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজ, গোহাটি।
"	"	ত্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ জর্জটাউন, এলাহাবাদ।
"	"	ত্রীরামশঙ্কর রায়, উকীল চৌধুরীবাজার, কটক।
"	"	পণ্ডিত ত্রীরামাধীন অবস্থী ১২ বারানসী ঘোষের ২য় লেন।
"	"	ত্রীবনবিহারী পালিত, উকীল চৌধুরী বাজার, কটক।
"	"	ত্রীপীযুষকান্তি ঘোষ ২ আনন্দ চাটার্জী ষ্ট্রীট, বাগবাজার।
"	"	ত্রীশরচ্চন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর রাজবাটি, আসাম।
"	"	ত্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, চিকিৎসক ৩০ বসুপাড়া লেন।
"	"	ত্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল উকীল, ৪৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট।
"	"	কুমার ত্রীমন্মথনাথ দেব বালেশ্বর, রাজবাটি।
"	"	ত্রীনন্দলাল রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ বাকুইপুর, ২৪ পরগণা।
"	"	ত্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, জমিদার ৪৭ পাথুরিয়াবাটি ষ্ট্রীট।
"	"	ত্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু ৭১ পাথুরিয়াবাটি ষ্ট্রীট।
"	"	ত্রীশরৎকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল ৮৫ জে ষ্ট্রীট।



প্রতাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	মিঃ এন্স সি সেন, কটোপ্রাকার হাথুরারাজ, হাথুরা।
"	"	ত্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদক পল্লীবাণী, হাওড়া।
"	"	ত্রীলাল কাব্যতীর্থ জৈনহিতৈষিণী সংস্থার মন্ত্রী, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার।
"	"	ত্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী কায়স্থ-সভার কার্যাব্যাহক, ৮৫ থ্রে স্ট্রীট।
"	"	ত্রীভূজেন্দ্রনাথ দত্ত, দেওয়ান হাথুরারাজ, হাথুরা।

## ২৩শ বার্ষিক, দশম মাসিক অধিবেশন

১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এন্স এ ( সভাপতি )

মহারাজোপাধ্যায় ডাঃ ত্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ ত্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র বসু

ত্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র সরকার এন্স এ

পুলিনবিহারী দত্ত

চাক্রিকচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ

কেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকর্তা

চিরঞ্জীব লাহিড়ী

চিত্তমুখ সাহাণ বি ই

অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বিএ

শ্যামলাল মল্লিক

বোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

গঙ্গাধর দত্ত

শরৎচন্দ্র গুপ্ত

ললিতমোহন বসু

নরেন্দ্রচন্দ্র দেব

ডাঃ শ্যামলাল গঙ্গুল সিদ্ধিকী

বাণীনাথ নন্দী

অজয়চন্দ্র সরকার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ

রামকমল সিংহ

গিরিশচন্দ্র দত্ত

ভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ

.. পূর্বাঙ্গনার পাল

.. দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

.. উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

.. হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্ষ, ভক্তিতত্ত্ব, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ

.. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

.. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

.. কীরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সদন্ত-নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিভাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত “আসামের পত্র-পত্রিকা।” ৫। গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না—কার্য্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত এই মন্তব্য আলোচনার জন্য গণিত-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব। ৬। শোক-প্রকাশ—ডাঃ নগেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নকল না হওয়ার উহার পাঠ হৃদিত রহিল।

২। সদন্ত-নির্বাচন-কার্য্য কোন বিশেষ কারণে হৃদিত রহিল।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে বধারীতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিভাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়ের “আসামের পত্র-পত্রিকা” নামক প্রবন্ধটি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিভাবিনোদ মহাশয় পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটিতে অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিভাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। বাঙ্গালা ভাষার পত্র-পত্রিকার যেমন নানা বিবরণ এবং ইতিহাস সংগৃহীত হওয়ার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের সংগ্রহে অনেক সাহায্য হইয়াছে, সেই মত অসমীয়া ভাষার নানা পত্র-পত্রিকার বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার পদ্মনাথ বাবু অসমীয়া ভাষার ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

৫। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, “গণিত-

শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির অধিবেশন আবশ্যক হইলে পরিষৎ মন্দির ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারিবে না”—কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত এই মন্তব্য তাঁহারই পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার এই বিষয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই জন্ত এই প্রস্তাবের আলোচনা আবশ্যক হইল না।

৬। শোকপ্রকাশ,—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—৮নং প্রবন্ধনাথ মন্ডী মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাকৃষ্ণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

### উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

#### উপহারদাতা

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

• সভ্যচরণ সেনগুপ্ত

• জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত

• হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার ১১১খানি পুস্তক পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

#### উপহারদাতা

Supdt, Patent Office  
Officer-in-charge,  
Bengal Sectt. Book Depot.

Supdt. Co-Operative  
Movement In India.

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

#### উপহৃত পুস্তক

১। কাশীর কিঞ্চিৎ

২। ভৈরবজা-মণি-মালিকা ( ১ম খণ্ড )

৩। সুধমণি

৪। কতকগুলি ঋণ্ডিত মাসিক পত্রিকা

#### উপহৃত পুস্তক

১। Patent Office Journal 1916.

২। Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle 1915-16.

৩। Report on Public Instruction in Bengal for 1915-16.

৪। Do ' Do Supplement.

1915-16.

৫। Statements showing progress of the Co-Operative Movement in India during the year 1915-16.

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## ২৩শ বার্ষিক, তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ১২শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

অপরাহ্ন ৬:০ ঘটিকা

প্রবন্ধ—“গিজোর ( Guizot ) সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ”।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ শুভ এম্ এ

শ্রীযুক্ত সত্যীন্দ্রসেবক নন্দী

„ গুরুদাস সরকার এম্ এ

„ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

„ তারাশ্রম ভট্টাচার্য

„ ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ বিনোদগোপাল রায়

„ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ

„ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

„ মণিমোহন বসু

„ শুকানন্দ স্বামী

„ প্রভাতচন্দ্র চন্দ্র

„ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য

„ স্বর্ষ্যকুমার পাল

„ কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

„ বাণীনাথ নন্দী

„ বসন্তরঞ্জন রায় বিজ্ঞানভ

„ উপেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়

„ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

„ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

„ ধনয়নাথ মিশ্র

„ হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী

„ ভোগানাথ কৌচ

„ হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি এল্

„ শশীন্দ্রসেবক নন্দী

„ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, ভক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক )

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবহুল গফুর সিদ্দিকী

কিরণচন্দ্র দত্ত

} সহঃ সম্পাদক ।

আলোচ্য বিষয়,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত “গিজোর ( Guizot ) সভ্যতার ইতিহাস” বিষয়ক গ্রন্থের ( দ্বিতীয় অধ্যায়ের ) অনুবাদ পাঠ ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ শুভ এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ মহাশয়ের অনুমোদনে ও উপস্থিত সদস্যবর্গের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ।

সভাপতি মহাশয় বলেন,—গিজোর ইতিহাস গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর দ্বায় অনুবাদকের হস্তে পড়িয়া ইহার অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইতেছে, গত প্রবন্ধ পাঠের সময় তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। পুস্তকে ইউরোপীয় সভ্যতা সৰ্ব্বদে অনেক তথ্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের গৌরব যে আরও বৃদ্ধি হইবে, সে সৰ্ব্বদে কোনই সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে প্রবন্ধ-লেখক রবীন্দ্র বাবুকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য প্রবন্ধের এটরূপ নিয়ম আছে যে, প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু গত বারের প্রবন্ধ কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রবন্ধ-লেখক প্রবন্ধ প্রকাশের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করিতে না পারেন, আমাদেরকে বলিলে এবং প্রবন্ধ আমাদের নিকট পাঠাইলে, আমরা ব্যবস্থা করিতে পারি।

উত্তরে প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, “শীঘ্রই কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিব।” অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

# সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

১৩২৪ বৈশাখ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সংগৃহীত ।

গত বর্ষের জের—	৮৮১/০	জের—	১০৫৩/০
শ্রীযুক্ত অমূল্যনাথ ঠাকুর	১০০/০	শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ দাস	২০/০
বোধিসত্ত্ব সেন	৫০/০	পূরণচাঁদ নাহার	২০/০
অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়	২০/০	কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন	২০/০
হারাপচন্দ্র চাকলাদার	২০/০	হেমচন্দ্র মিত্র (খ)	২০/০
প্রমোদচন্দ্র রায়	২০/০	রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ্র	২০/০
নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	২০/০	সতীশচন্দ্র ঘোষ	২০/০
কালিদাস চক্রবর্তী	২০/০	নন্দলাল সিংহ	২০/০
কালীপদ বসু	২০/০	কবিরাজ গণনাথ সেন	২০/০
নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০/০	পঞ্চানন মিত্র	২০/০
চন্দ্রভূষণ ভাট্টা	} ২০/০	নন্দলাল রায় চৌধুরী	২০/০
জ্যোতিভূষণ ভাট্টা		রসিকরঞ্জন ঘোষ	২০/০
প্রমথনাথ বিশ্বাস	২০/০	মহাধনাথ সেন	২০/০
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০/০	যতীন্দ্রনাথ সেন	২০/০
ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাসূর	২০/০	নরেন্দ্রনাথ বসু	২০/০
	১০৫৩/০	যোগীন্দ্রনাথ সমাদার	২০/০
			১০৮২/০

ভ্রম-সংশোধন—২৩শ, ৪র্থ সংখ্যায় এই হিসাবে সাহায্যকারী মহোদয়গণের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ভ্রমক্রমে অন্তরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই ভ্রম আমরা চূড়িত। তালিকার ১ম পুঃ—জে এম রায় (ভাগলপুর) স্থলে—নরেন্দ্রনাথ রায় (ভাগলপুর) হইবে। জে এম রায় রায়পুর স্থলে যতীন্দ্রনাথ রায় (রায়পুর) হইবে। জানকীনাথ রায় (মালদহ) স্থলে রামকিঙ্কর রায় হইবে।

তালিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—জে এন্ বসু (কটক) স্থলে জানকীনাথ বসু (কটক) হইবে, এস্ সি ভট্টাচার্য্য (মগলাবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মগলাবাজার হইবে, আর সি মিত্র (সদরবাজার) স্থলে রমেশচন্দ্র মিত্র (সদরবাজার) হইবে; বি কে মিত্র স্থলে বিজয়কেশব মিত্র হইবে।

তালিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়—যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (বরাহী) স্থলে যতীন্দ্রনাথ সিংহ (বরাহী); যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (শ্রীহট্ট) স্থলে যজ্ঞেশ্বর দাসগুপ্ত (শ্রীহট্ট) হইবে; নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় স্থলে নরেন্দ্রকিশোর রায় হইবে; কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

## প্রাকৃত-প্রকাশ

বরকচির স্বত্ব, ভাষা ও কাব্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ, বিবিধ পরিশিষ্ট,

৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও টাকা-টিক্সনী সহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত

ছাত্রগণের সুবিধার্থে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও পরিচ্ছেদান্তে অমূল্যলিপি প্রস্তাবনী এবং ভাবাত্মকবোধীর সুবিধার্থে বর্ণনাত্মক শব্দ ও স্বত্বস্বচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃত্তি যেননাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য ১১০ টাকা।

১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, কলিকাতা। শ্রীরামকমল সিংহের নিকট প্রাপ্য।

“—বঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—”

‘বঙ্গালীর চিরকালের সামগ্রী’

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

\*

বঙ্গালার কথাসাহিত্য

\*

“বঙ্গালীর  
হৃথে ও হৃৎথে  
বিজ্ঞান  
ও  
উৎসবে”

“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক্য”



বঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে



বঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরমার  
ঝুলি

বঙ্গালার ব্রতকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা

—অত্যন্ত গ্রন্থ—  
টাকা খুঁজ খেলা ১০.  
এসর ও রজন প্রণীত  
আর্য্য-নারী ১০.  
সরল চণ্ডী ৫০.

“—বঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—”

বঙ্গালার চিরসুন্দর বই  
দাদামহাশয়ের থলে

বঙ্গালার রসকথা  
বঙ্গোপভাস—রাজ-সং ৫, হলত বাঁধাই ১০.  
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

বঙ্গালার রূপকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা  
মুদ্রা

—অত্যন্ত গ্রন্থ—  
হেলেনের উপভাস  
চারু ও হারু  
আমালু বই  
সোণার শৈশব

—প্রকাশিত হইতেছে—

“দেশবিদেশের কথা”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.

নবগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
সাইবেরীতে,

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।  
এবং

## সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের বর্ষ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেঞ্জনাথ বিজ্ঞানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিজ্ঞানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( প্রথম ভাগ ১৩০৫ ) “বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রিঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিজ্ঞানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। স্মরণ্য বর্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।<sup>১</sup> এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্মান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward or A History of the Serampur Mission*, 2 vols. London. 1859. vol II p. 161 ; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen*. 1898. pp. 230-33 ; *Oalcutta Review*, XIII ( 1850 ), Art. “*Barly Bengul Language & Literature* ; ৪ CXXIV. (1907 ), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey*. London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey*. London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুস্তাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ার এ সমস্ত সত যে জরাজীর্ণ, তাহা সংজ্ঞেই বুঝা যায়। এমনকি, মার্মান সাহেব যখন তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission*, Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে ( *History of Bengal*, 1859 p. 251 ) ২০ শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখের পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ( *History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877 ) মার্মান সাহেবের শ্রীরামপুরনিবাসের ইতিহাস গ্রন্থভূত তারিখ বখাষ্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় ( *Descriptive Catalogue*, 1855. p. 66 ) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা হৃদয়ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিবরণ বক্তৃতায় বৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিচ্ছে ১৮১৯।



Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।<sup>১</sup> সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাকলা ভাষার সর্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।<sup>২</sup> কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাকলা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল।<sup>৩</sup> এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা<sup>৪</sup> হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন।—

“সমাচারদর্পণ।”

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের। [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক<sup>৫</sup> [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক। [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা। [হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শম্যানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission*, Vol II, p. 167; Marshman, *History of Bengal*, p. 251; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII; Smith, *Life of Carey*; *Friend of India*, 1850, Sep. 19; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু যেভাবেও লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুষ্কাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উক্ত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্ত্যস্ত হলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বাক্যনির মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগদর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাকলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্বেশীর । [লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার । [বি]জ্ঞা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে । [সক]লের সম্মতি হইল না এই । [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা । [হইত] তবে কাহারো উপকার । [হইত] না অতএব তাহার পরী[বর্তে] এই সমাচারের পত্র ছা[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে । [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ ।—

[এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে । ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে । [এই এই সমাচার দেওয়া যাইবে । ]

[১ এতদ্বেশীর জ্ঞান ও কলেক্তর<sup>১</sup> । [ ]র ও অল্প রাজকর্ম্মাধ্যাক্ষেরদের] নিয়োগ ।—

[৪ শ্রীশ্রী]র বড় সাহেব যে ২ । [নূতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি । [প্রকাশ করিবে]ন । ।

[৩ ইংলণ্ড] ও ইউরোপের অল্প ২ । [প্রদেশ হইতে] যে যে নূতন সমাচার । [আইসে এবং] এই দেশের নানা । [সমাচার] ।

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ । ।

[ এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত ]

৫ লোকেরদের জ্ঞান ও বিবাহ । ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া । ।

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্তৃক । যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই । সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে । এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ । ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই । সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প । ও কল প্রভৃতির বিবরণ<sup>২</sup> থাকে । তাহাও ছাপান যাইবে । ।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিজ্ঞা ও জ্ঞানবান লোক । ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ । ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে । প্রাতঃকালে সর্বত্র দেওয়া যাইবে । তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা । । প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের । পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে<sup>৩</sup> । ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের । ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা[হ]ে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে । ।”

প্রথম দুই সংখ্যার আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল ।—

১ম সংখ্যা ।—

পৃঃ ১—১ । সমাচারদর্পণ ( ২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত )

২ । মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার ( পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত )

\* ১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ( ৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬ ) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে ।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে “ইস্তাহার” আছে,—“দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে ।” অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে “ইস্তাহার”—“এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্ত ১।০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাসের কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১।০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক ।” তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২ বার টাকা ।

পৃ: ২—১। প্রথম স্তম্ভ অন্ত্যস্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে “রাজকর্মে নিয়োগ” শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাণ্ড

ওলাউঠা

যুবরাজের কন্ঠার মরণ ( পৃ: ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত )

পৃ: ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরকপুর পৌছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার ( ২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত )

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপবীপের ঝড়

মান্দরাজ ( ৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত )

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—( কয়েক লাইন খণ্ডিত )

ইংলণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ ( পৃ: ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত )

পৃ: ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয়

—হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ

( ৩য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত )

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) “ইস্তাহার” আছে—“এই সমাচারের পত্র] অতি স্বল্প ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃ: ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাণ্ড

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোরা

পৃ: ২।—( ১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না। )

চোড়িগড় অধিকার

২৩ আকরেল

বাণিজ্য

মরীচি উপবীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃ: ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব পৃষ্ঠার অক্ষুণ্ণ)

অক্ষত সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজকীয় বায়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গোড় নগর সঞ্চায়ী প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গোড় সঞ্চকে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অক্ষুণ্ণ

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সঞ্চকে ইস্তাহার। ( বর্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোট উদ্ধৃত )

সমাচারদর্পণের আকার ১৩" x ২১"। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা ( ৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫ ) হইতে নিম্নোক্ত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—“দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ” জানন্ত সমাচারস্ত দর্পণে।” ৬৪ সংখ্যা ( ৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮ ) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—“সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়স্থচক সবাদপত্র।” ১২ ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা ( ৮ আগষ্ট ১৮১৮ ) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় “সেরিফ সেল” বা “জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার” কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অন্ত্যস্ত জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত ( ৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯ )। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় “বাজার ভাণ্ড”র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কোতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১১০/-; “উত্তম গারি স্বত” ২০/-; মধ্যম ঐ ১৬/-; তৈঁসা স্বত ১৫/-; মধ্যম তৈঁসা ১৫/-; নীল উত্তম ১৬০/-, অল্পপ্রকার নীল ১১০/-; কাশীর চিনি ১০/-, মধ্যম ৮১০ ইত্যাদি। ( ১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬ )।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সঞ্চকে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার ছএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ ( ১১ শ্রাবণ, ১২২৫ ) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান ( শকসিদ্ধ ) সঞ্চকে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—“এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি পাত্র অপাঠি হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়াননারীর

১১। “বৃত্তান্তানিহ” হইবে। এই ভুল ১৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ( ১৩০৫, পৃঃ ২৫৯ ) “সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক” উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মিথ্যাব্যাপী নহে।

ভার দেশীয় ভাষার বিবরণী দস্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রত্নসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ [ ] রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ] যতকা সূচ্যে বাহার লইবার বাহা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুক্ত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈন্যসিটি অর্বাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমতি।” ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।”

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুস্থাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের ( ১৮ই আশ্বিন, ১২২৫ ) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—“নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবলি সাত বর্ণ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রদ্বারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিজ্ঞা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেলদ করা ইহার মূল্য কি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিবা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেবোদার সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।” লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া বাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন” ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালী ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা “বাঙ্গালী ব্যাকরণ” নহে; বরং ইংরেজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালার লিখিত; তন্নিম্ন অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ ( ১১ আশ্বিন, ১২২৫ ) হইতে—

“কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১০। শব্দসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকার উল্লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়—  
“পঞ্চম গণেশজন্ম গঙ্গারূপিতঃ। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পঠিতে।” পূনশ পৃঃ ৪৮৮—“নতু ক্ষত্যাধুনিঃ পরিবর্তনমণে শাক ঈদৃশবিজাতিঃ শ্রীযুগীতাবরথো বুধপণ্ডিতঃ পুস্তকঃ নিম্পাৎ” ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্র (title-page) “কলিকাতার ছাপা হইল ১২২৪ সাল” এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৪০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুসরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং বাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং বাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।”

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্‌ লিঙ্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ ( ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫ ) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

“খ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

স্বশ্রীম কোর্টের পণ্ডিত খ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য খ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী ভীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।”

১৩ই মার্চ, ১৮১৯ ( ১লা চৈত্র, ১২২৫ ) তারিখের ৪০ সংখ্যা হইতে—

“কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।”

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে বত বত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাম সকল খ্রীযুক্ত গোরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনাদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় বাদুশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।”

২০শে মার্চ, ১৮১৯ ( ৮ই চৈত্র, ১২২৫ ) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

“শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুর সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থীগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিজ্ঞা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয়ের এককালে প্রস্তুত হওয়া তার তৎপ্রযুক্ত ভার ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অল্প অল্প শাস্ত্রের টোল চোপাড়ী সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিজ্ঞাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও হর্যাসিকান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুর সাহেব

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।”

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ ( ২২শে চৈত্র, ১২২৫ ) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

“পুস্তক ছাপান।

\* \* \* \*

এইক্ষেণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নতুন অভিধান<sup>১০</sup> করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অত্ৰাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অশ্রুমান করি যে এমত অভিধান পূর্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্তীকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অশ্রুমান হয় যে লাগাদ প্রাণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।”

২৯শে মে, ১৮১৯ ( ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

“স্কুল সোসাইটি।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসাইটির শেষ সভাতে নিশ্চয় কর (sic) গেল যে এই সোসাইটি এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিররণ শিক্ষা করিবার জন্তে বর্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার বশ<sup>১১</sup> সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরান্তসারে উইলার্ড সাহেব বর্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের ধোঁরাকা-দিয় জন্তে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাত্ত বাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহার ছয়

১০। শব্দকল্পদ্রুম। ( see Second Report of the Cal. School Book Society 1819, p. 50 )

১১। ক্যাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন এতিনিমিত্ত ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার মীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্ধমানে পাঠাইয়াছিল। ( Long's Introduction to Adam's Reports : Lushington, History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity. Cal. pp. 145-155 )। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালী ভাষার কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, যথা—“উপদেশ কথা (ইতিহাসের হৃৎচন) পরম ইংলণ্ডীয়োপা-খ্যাসের চৃষক কলিকাতা-১৮২০” ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের বোণা বেতন পাইবেন।\*

পরবর্তী ৫৫ সংখ্যায় ( ৫ই জুন, ১৮১৯ । ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) পুনশ্চ—

“স্কুল সোসাইয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসাইয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইরাছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞা-নুসারে গুরুদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসাইয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোন্নয় দেখিয়া সত্যই ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসাইয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসাইয়েটীর বিষয় ছাপাইরাছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসাইয়েটীর ও পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্তে যে উইলার্ড সাহেবকে বর্ধমান পাঠান গিয়াছে<sup>১</sup> তাহাতে সেখানকার ক্যাপ্তান ট্যুরট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ষণীয় অতএব অসম্মান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।\*

• উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

“নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইরাছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপার প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ার কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আশা করিয়া তরোসা হইরাছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই তরোসা সকল হয় তবে এতদেশীয় লোকেরদের বর্ধে উপকার হইবে।\*

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal*. London, 1868 প্রভৃতি।



তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর “ব্যবচ্ছেদবিদ্যা” (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিজ্ঞা সম্বন্ধীয় পুস্তক “বিদ্যাহারাবলী” নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা<sup>১১</sup> ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

“নূতন পুস্তক।

শ্রীযুক্ত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলীজ (sic) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যায় কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিধা ছাপায় বর্দ্ধ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাসং ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিধা ছাপায় বর্দ্ধেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ একই নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।”

১৯শে জুন, ১৮১৯ ( ৬ই আষাঢ়, ১২২৩ ) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

“জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১১। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—“বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্বগ্রন্থ ভাবং আনুর্ভবনবিজ্ঞানাদি মূল গ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান ফিলিক্স কেরী কর্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এনসেলোপেডিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। গরিষ্ঠ উলিগাম কেরী কর্তৃক তর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিতুল্য তর্কশিষ্টোন্নতি বর্দ্ধক সাহায্যকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britannica by F. Carey. Assisted by Sreekantha Vidyalkar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820.” শ্রীযুক্ত নীলেশচন্দ্র সেন (History of Beng. Lang. & Lit. p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে “Hadavali Vidya” (হাড়াবলী বিজ্ঞান) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় “হারাবলী” হানে “হাড়াবলী” হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিজ্ঞান ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান অর্থে ভ্রমক্রমে লগ্না হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অবস্থান অসমর্থনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepage-এ এবং যে বে কুলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে ধরিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কোকুরলোদীপক; প্রযুক্তান্তরে ইহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উপরোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রত্যাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রজবিশেষ ভাষায় দৃপতিত ছিলেন। ১৮২২-খ্রীঃ অবঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহার মৃত্যু হয়। (Bengal Obituary, p 350)

অগরাধদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিনী ও তাল মানেতে পূর্ণ অঙ্গ্যাপি সর্বত্র প্রকাশ হয় নাই।”

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ ( ২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬ ) ৮১ সংখ্যা হইতে—

“নূতন পুস্তক।

লক্ষ্মীতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।”

ইহার পূর্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ ( ১৩ই পৌষ, ১২২৫ ) ৩২ সংখ্যা হইতে—

“সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু তুল্য এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় বর্ধাধ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।”

সহমরণ সম্বন্ধে আলোচন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অস্ত্রান্ত সংবাদে তাহার সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ ( ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬ ) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

“বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীত্রৈলোক্যমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতিয় প্রতিবিধি কিম্বা নিবেদন বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিবেদন আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি জীৱি আমি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ণের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।”

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ ( ৩রা আশ্বিন, ১২২৬ ) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

“নূতন পুস্তক।

লক্ষ্মীতি ছই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইরাছেন তন্মিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বস্থজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ হুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ হুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অভ্যন্তর দিন প্রকাশ হইরাছে।”

স্কুল সোসাইটির উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসাইটির উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপর নিয়োজিত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ ( ৬ই কার্তিক, ১২২৭ ) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

“স্কুলবুক সোসাইটি।

১১ অক্টোবর বৃথাকারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইরাছে এবং ঐ সোসাইটি অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষণোয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসাইটির ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইরা দিয়াছেন। ২০ শ্রীযুত মন্তেও সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার ২১ কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়দ্বারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসাইটির কোমিটিতে আপন শিতার ভার পাইরাছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতী হইরাছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেগেন্ডব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হামিদেব কথাক্রমে পুনর্বার ঐ সোসাইটির অন্তঃপাতী হইরাছেন।”

মেন্ডিস্ ( Mendies ) সাহেবেবর ২২ অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জাহুয়ারী, ১৮২১ ( ১৬ই মাঘ, ১২২৭ ) ১৪১ সংখ্যায় ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসাইটির রিপোর্ট ( *First Report of the School Book Society, Cal. 1818. p. 61* ) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পুস্তকোপেক্ষকরণ বাৎসরিক ১০০ টাকা চাঁদ দিতেন।

২১। ইনি মে, ১৮০১ খঃ অব্দে কোর্টউইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্‌ মাস্টার নিযুক্ত হন, ( *Roebuck, Annals of the Fort William College. 1819. App III. p 48* )। উক্ত কলেজের ডাক্তার গিলক্রিস্ট ( *Gilchrist* ) সাহেব যে রোমপুস্তকবলের ছয় ভাষার ( হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে ( *Roman Character* ) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদ ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [ *Preface to Oriental Fablest 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, College of Fort William 1805 p. 221* ]। উক্ত পুস্তকের মূখ্যবন্ধে গিলক্রিস্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের বশেষে প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট ( ১৮১৮, পৃঃ ৯ ) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন ( *Native Secretary* ), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—“An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native. as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822.”

## “ইতাহার।

জানসেন ডেজনারী।

সকল লোককে অবগত করা বাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেজনারী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেজনারী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অল্পসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিস্তার করা যাইবে। ইহাতে বিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও বিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়ের বখেট উপকার হইবেক। এই কেতাব অল্পমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তত্ত্বিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব বিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে তাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন যেতিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পছন্দ হবে অতএব তাহার বেগরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।”২০ [ এই ইতাহার পরবর্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল ]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদ ৩১শে মার্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যার বেধা বার,—

## “ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত কিলিজ কেরি সাহেব২০ ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র আকরে ছই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তত্ত্বিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক বাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহার হিন্দুস্থানীর প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিয়া

২৩। ১৬৭ সংখ্যার ( ১ই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮ ) যেতিস সাহেব তাহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমস্ত কেতাব বাঙ্গালার তর্জমা করা সমর ও পরিগ্রহ-সাধনক। “মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্যন্ত এক শত বিশ পেন্স ছাপা হইয়াছে এই অল্পসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমগ্র হইলে তাহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।”

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সম্বল করেন নাই, পরন্তু কিলিজ কেরী তাহাকে বখেট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই হার তত্ত্বিন্ন অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary*. Cal. 1857, p 349 ; *Wenger, Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800*. Cal. 1908. Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত খ্যাকর সাহেবের নিকটে কিবা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত কলিকর কেঁর সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।”

২রা জুন, ১৮২১ ( ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮ ) ১৫৯ সংখ্যার “মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ” সম্বন্ধে কিছুদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইত্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানান্তাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে “শ্রীকালীনাথ শৰ্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা” এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—“এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।” পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্বমুদ্র ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা<sup>১৫</sup> সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—( ১৬৩ সংখ্যা। ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮ ),—

#### “নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি বহু-পদ জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ ছই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূৰ্ণ এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে বৃত্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরবৃত্ত ও ত্র্যক্ষরবৃত্ত ও চতুরক্ষরবৃত্ত ও বর্ধাহানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরবৃত্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং গড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিজলাত ও মুহুত্তেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপার। এবং অক্ষসংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ ও অকার ও বকার ও পকার ও বকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ঘটকারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও ক্রমস্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্তমান কাল পর্য্যন্ত দ্বিজীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাবিকারাবধি বর্তমান পর্য্যন্ত [০] যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের মূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূৰ্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।”

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীর সমাচার। এতদ্বির প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষৎপ্রকাশ্যে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদসাহ বা তৎপরিবারের খবর, খ্রীষ্টীয়ত বড় সাহেবের মক্কেল পর্যটন (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতার জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপহৃত্য, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ষড়, ভূমিকম্প, সাহেবের রথ, লাগাবাবুর (ককচের সিংহ) বৃত্ত্য (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (২৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। হুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও২৬ জানা যায়,—

“স্বগ্রীষ কোর্টের শেষ মিছিলের সময় যখন কর্ণ সমাপন করিয়া ঐকুড়ি বিদায় পাইল তখন তাহার। খ্রীষুত জজ সাহেবের নিকট পুলিশের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐখ্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে হুর্দ্বর্ষ বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন গলিজ ছিল যে তাহার হুর্গন্ধে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিশের সাহেবেয়া অস্ত্র অস্ত্র কর্ণে থাকিয়া এই কর্ণ করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহার। এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব খ্রীষ্টীয়তকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।” (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্তিক, ১২২৫)

পুনঃ—

“কলিকাতার নরদমা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেয়া নিযুক্ত আছেন তাহার। অজ্ঞান করিয়াছেন যে কলিকাতার অনেক অনেক গভীর নরদমা আছে তাহাতে অস্ত্র কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত হুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদমা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদমা করা বাউক।” ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)।

নূতন রাস্তা নির্মাণ সম্বন্ধে,—

“মোকাম কলিকাতার ধর্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুঙ্খরিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও তিন বাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।” (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

হুএকটা আকণ্ডি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। বলা,—

“আন্তর্য চক্ৰলাত।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্যগ্রহণে অসভ্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে জাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ৰহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ৰ উপরে

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল বৈবাহ্য সেই বাসচক্রে অকস্মাৎ হুটি হইয়া ছই চক্ষু সমান হুটি হইল ।” ইত্যাদি ( ২৪শে মার্চ, ১৮২১ । ১২ই চৈত্র, ১২২৭ )

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার । ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অত্যন্ত রাজনৈতিক বা শাসনসংক্রান্ত সংবাদও থাকিত । এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ইতিহাস বোটাছুটি গড়িয়া লওয়া যায় । পিটার্সবার্গের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, মিস্ত্রী প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজত্ববর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেন্টহেলেনা দীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীবৃদ্ধ রঞ্জিত সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায় । এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও স্তূতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না । ২৭ বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে, স্তূতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে ছএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব ।

#### “বোনাপার্ট ।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেন্ট হেলেনা নামে উপদীপে বন্দ করিল সেখান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট তুলিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরানুগ্রাহক অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল । বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় কোশ দীর্ঘ একটা রাহা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অত্যাধি তাহাতে দুষ্টপাত করেন নাই সে উপদীপে ইংলণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমসংসার দিনের মধ্যে ছই বার বার এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংলণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না ।” ইত্যাদি ( ২০শে জুন, ১৮১৮ । ৭ই আষাঢ়, ১২২৫ )

#### “বোনাপার্ট ।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু বলাপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দের তথাপি তাহা হইবে না ।” ( ২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮ । ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫ )

#### “বোনাপার্ট ।

সান্ত হেলেনা দীপ হইতে, এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট এইদিনি পীড়িতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন ।” ( ১০ই অক্টোবর, ১৮১৮ । ১৮ই আশ্বিন ১২২৫ )

## বোনাপাট।

বোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগষ্টের সমাচার আগিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেনাপতিরদের জিঘাংসে বোনাপাটকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিঘাংসে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইরা তাঁহাকে পুনর্বার যে নতুন সেনাপতিরদের জিঘাংসে রাখিয়াছিল তাহারদের পরীক্ষিত করিয়া পুনর্বার নতুন সেনাপতিরদের জিঘাংসে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কথ্য দেখিতে পাই।” (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সৰ্ব্বত্র উল্লেখযোগ্য সমাচার বা সম্ভব ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)

পেশোরা (ঐ)

চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)

২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)

সোলাপুর (ঐ)

৩। চান্দাগড় (১০ জুন)

জুনরগড়দিগর দখল (ঐ)

রইগড় (ঐ)

নাগপুরের রাজা (ঐ)

পেশোরা (ঐ)

৪। বাজিরাওর জীর বিবরণ (২০ জুন)

হসিংহবাদ (ঐ)

৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিদ্ধিরা (২৭ জুন)

রণজিৎ সিংহ (ঐ)

বাজিরাও (ঐ)

৬। [ সিদ্ধিরা সৰ্ব্বত্র—মূল খণ্ডিত ] ২৫ জুলাই

১০। শ্রীজিৎকজী দাংলিরা (৮ আগষ্ট)

লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)

১১। গত বছরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ

শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)

১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [ যুদ্ধবিবরণের ] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,



শ্রীশ্রীযুতের নিকট বান্ধালি লোকের নিবেদনপত্র ( ঐ )

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র ( ঐ )

১৩। শ্রীযুতের [ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ] অবশিষ্ট কথা ( ৫ সেপ্টেম্বর )—পূর্বাহ্নবৃত্তি

নন্দলাভীরহু দেশের সমাচার [ ঐ ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ ঐ ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ] অবশিষ্ট কথা—পূর্বাহ্নবৃত্তি ( ১২ সেপ্টেম্বর )

১৫। ইংলণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ ( ১৯ সেপ্টেম্বর )

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জের বিষয় ( ২৬ সেপ্টেম্বর )

১৭। প্রিন্স চার্লস্‌ অফ ওয়েলস ( ৩ অক্টোবর )

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ( ঐ )

নাগপুর ( ঐ )

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর ( ১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর )

১৯। পশ্চিম দেশের [ মহারাষ্ট্র ] সমাচার ( দীর্ঘ প্রবন্ধ ) ( ১১ সেপ্টেম্বর )

গড় কোটা ( ঐ )

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার ( ৫ ডিসেম্বর )

ওআহবিরদের বিষয় ( ঐ )

২১। যুদ্ধের সমাচার ( ২৬ ডিসেম্বর )

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতুহলোদ্দীপক জ্ঞানগুরু সম্বন্ধাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাগিচা ( ২০ জুন )

বেলুন ( ঐ )

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় ( ঐ )

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা ( ২৭ জুন )

৩। বর্মার দেশ ( ৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯ )

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ ( ১৮ জুলাই )

৫। পৃথিবী ও তাহার সম্ভাবন ( ২৫ জুলাই )

৬। তর্পিদো কল বিষয় ( ১৫ আগষ্ট )

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ ( ২২ আগষ্ট )

৮। গ্রীনল্যান্ডেরদের ধর্ম ( ১০ অক্টোবর )

১। দিল্লীর লুট [ নাদেরশাহ আক্রমণ—“জৌ সাহেবের” পুস্তক হইতে ] ( ১৭ অক্টোবর )

১০। শাহ আলম বাদশাহ ( ৭ নভেম্বর )

১১। গোলা ও বধিরের পাঠশালা ( ২৮ নভেম্বর )

১২। ডৈঅজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য ( ঐ )

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( ১২ ডিসেম্বর )

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রম ( ১৯ ডিসেম্বর )

এই সকল সম্বন্ধাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে “ইতিহাস” ২০ এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কোহুকর চুটকী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর “ইতিহাসমালা” ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ভাষা আর একখানি স্তম্ভের গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহ্যিক ভাবে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

“উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক সুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও বোধোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক সুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ বাহার দাড়ী উঠে নাই এমনত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকল দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আশ্চর্য্যকৃত হইলেন।” (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুষ্কাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। ২১ মহেঞ্জনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। “ইতিহাস” এ হলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর “ইতিহাসমালা” বা ভারীচাঁদ দত্তের “নবোন্নত ইতিহাস” ইত্যাদি পুস্তকের দ্বারা হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in 1857*. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব খরিদাছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ( ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃ: ২৫০ ) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রী: অ: পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাদালা এলিরাটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রী: অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত 'কাইল পাইরাছি'; এবং ইন্স্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রী: অব্দের কাইল ( অসম্পূর্ণ ) পাইরাছি। এই সকল কাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্তী ইতিবৃত্ত সযত্নে নিরলিখিত করেকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

- ( ১ ) ১৮৫২ খ্রী: অ: ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।
- ( ২ ) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্তমান ছিল।
- ( ৩ ) *Cal. Chr. Observer*, 1840, ( February p 65-66 ) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মুদ্রা হয় নাই।
- ( ৪ ) ১৮৪১ খ্রী: অ:, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অবদর্শন হইয়াছিল। এবং ওরা যে শনিবার ১৮৫১ খ্রী: অ: ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রী: অব্দের যে কাইল আমরা পাইরাছি, তাহার ওরা যে তারিখের কাগজে ১ বালাম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নতুন পত্রাঙ্গের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠার নিম্নোক্ত মুদ্রণ দেখা যায়,—

“সমাচারদর্পণের নমুনা।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভুলসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিষেন। বখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অবদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুদিত হইল। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।” ইত্যাদি ( ১ বালাম ১ সংখ্যা ১৮৫১, ওরা যে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ )

- ( ৫ ) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা বিতাবী বা ইংরাজী ও বাদালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ( পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃ: ২৫৪-৫৫ ) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রী: অ: পাহারীদর্পণের সমান্তরালবশত: হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রী: পর্য্যন্ত উহার প্রোভাৎসা, ১৮৫১ খ্রী: অব্দে প্রোভোদ্ধার দ্বারা হয়। কিন্তু ১৮৪২ খ্রী: অ: হস্তান্তরিত হওয়ার সবন্ধে উক্ত পত্রিকার লেখক কোনও সূক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খ্রী: অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত আশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি বিভ্রান্ত অমূলক। ১৮৪১ খ্রী: অব্দে দর্পণের অবদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, দার্পনময় সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অল্প কার্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিচালনা করেন।

ভাষাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্যন্ত ইহার বিতরণিত বর্তমান ছিল। কিন্তু কোন সময় হইতে ইহা প্রথম বিতরণী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।<sup>৩১</sup> *Cal. Chr. Observer* ১৮৪০ উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৩৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা বিতরণী (ইংরাজী ও বাঙ্গালী) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মূল্য ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা বিতরণী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। ছুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কর্তৃদেখে লিখিত আছে,—“Serampur, Published every Saturday Morning।” এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—“Published Every Wednesday and Saturday Morning”। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেথাক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampur every Saturday Morning।<sup>৩২</sup> ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শম্যান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

“চম্ব্রিকাসম্পাদক মহাশয় মর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি মর্পণের কাৰ্য্যে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন মর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৮ ডাক্তার কেরী

৩১। পরিবর্তন-পত্রিকার উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ বিতরণী হইয়াছিল। ইহা সত্য। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উল্লেখিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই কণকায় সম্পাদক যে কাক্তি কেবল সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরেই বোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।” ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—“শ্রীরামপুরের বঙ্গালয়ে শ্রীটৌলেণ্ড সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত।” (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যার কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

“সোলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেন্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল” ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (Return relating to Bengali publications. 1859, p. x1) এবং ইহা বোধ হয় কিকিন্দবিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রুঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্ত হইয়াছিল (Long, Return etc. 1855, p. 141)। ইহার মুক্তার পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড-সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন। ৩২

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩০-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; বাক্যান্তে পরবর্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীশ্রীলকুমার দে

৩২। Bengal Academy of Literature পত্রিকার (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের অন্ত দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচক্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চক্রিকার লিখিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

## মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি\*

### ১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রবর্তীর ভূত্বক অহুসন্ধান করিতে বাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দমে মহিষ ও নান্দ্রবের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিস্তৃত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অহুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্বোক্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বাকুইপুরের কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'৬" ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'৩" ফুট লাল আঁটাল কর্দমের পর প্রায় ২২'২৩" ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'১৮" ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে উপর হইতে ২'৩" ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'১২" ফুট লাল আঁটাল কর্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাতির কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'৩" ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'৮" ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'৩" ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'১৬" ফুট লাল আঁটাল কর্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিরাবুজের কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা বরবরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'১৪" ফুট লাল আঁটাল কর্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দম বর্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দমের নিম্নেই অতীত কালের জল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দম পূর্বে লাল আঁটাল কর্দমরূপে অতীত কালের জলের উপর নিষ্কণ্ট হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জলের অকার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনার স্থানবিশেষে উপরের ৪'৫" ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'৮" ফুট

\* বনোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে প্রণীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দমের পর প্রায় ১২'১৩' ফুট কাল আঁটাল কর্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দমের নিম্নেই অতীত জলগুলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দম পূর্বে লাল ছিল। জলগুলের অকার-সংশ্লিষ্ট কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিষয়,—

(১) উত্তির কোন কোন স্থানে ২'৩' ফুট সাধারণ পলির পর শালা বালি ও কোন কোন স্থানে ২'৩' ফুট সাধারণ পলির পর জৈবৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দম বাহির হয়। ইহার স্ফুলতা ৩' ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দম কোন কোন স্তর-বিভাগে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিভাগে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০'১১' ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩'৪' ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিষা বাইবার পথে এক স্থানে ২'২.৫' ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিষার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দম বাহির হয়। একটি তত্ত্বলোক ঐ কর্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—“গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল?”

(৪) আলমপুর, লুজি ও বজবজ, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দার<sup>১</sup> এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দম এত লাল যে, পুকুরের পাক পর্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর<sup>২</sup> নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩'৪.৫' ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাবৃত্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজুর জলগুলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গজার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে বাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতার<sup>৩</sup> লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়।<sup>৪</sup> এই বালি বর্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট<sup>৫</sup> ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিভাগের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিত্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মাজুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

পদার বালি হইতে জৈব লাল আভাবুক্ত। পূর্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৬' ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬' ৭' ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৬' ৭' ৮' ফুট কেকালে লাল রক্তের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) ভারকেন্দ্রে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার নিকটবর্তী স্থলতানগাহার ৩' ফুট হইতে ৬' ফুট নিম্নে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২' ১৪" ইঞ্চি গাঢ় লাল রক্তের ও শক্ত। ইহা স্রুটির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। স্থলতানগাহার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩' হইতে ৬' ফুট পতীর। এই কর্দ্দমস্তর নিম্নভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু বত উপরের দিকে বাওয়া যায়, ততই কেকালে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত জৈব লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গায়ে লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। স্থলতানগাহার বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুলিকা ও বালির গুলিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা তাকিলে ভিতরে স্পষ্ট স্পষ্ট মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতজ (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎপাত্রের ভাঙা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুষক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহজ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা বাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুলিকার উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি তাকিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে জৈব লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ বহিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুলিকাগুলির ভিতরে করতজ দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুষক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তম হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহজ্রাবের সাহায্যে গুলিকাগুলি বুজবুজ দেয় না। প্রস্তর-গুলিকাগুলি আর-প্রস্তরের ধ্বংসে উপর হইয়াছে অনুমান হয় ও ভংগরে জলক্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুলিকাগুলিকে লাটেরাইট বলা চলে। বালির গুলিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু জৈব লাল আভাবুক্ত। কাল অংশ বহিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৪ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাত্তাল এম্‌ এম্‌ সি মহাশয় মগরার বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিত ছিলান। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সবচেঁ কিছুই লিপেন নাই। বাহাই হটক, এই অনুসন্ধানের কালে স্থলতানগাহা, নানাদ ইত্যাদি স্থানের ভূতত্ত্ব আশার মোটামুটি ধারণা ছিল। এখন লিখিতে আর বাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা স্থলতানগাহানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইরাছি।



অতি স্থল ভাঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি কীর্ণভাবে চূষক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উক্ত প্রক্রিয়ায় বহুসংখ্যক ভাঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। অল্পমিশ্রিত লৌহজাতকের সাহায্যে বালির শুষ্ক কাল অংশ বড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্বে, উপরোক্ত প্রস্তরশুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানাগুলির চারি দিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাঁছার বালির সহিত গণ্ডোরানা প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—“Iron-stone shale”এর স্রষ্টাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্ধমানের রাণা মাটি প্রবাদে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিভক্ত্যের কোন কোন অংশ মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিভক্ত্যের উপর হইতে ২’ ১০” ইঞ্চি নিয়ে ও কোন স্তর-বিভক্ত্যের ৪’ ফুট নিয়ে দৃষ্ট হয়। বীকা নদীর শাখা বোদীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২’ ফুট নিয়ে, ৪’ ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের স্কুজ স্কুজ নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২’ ১০” ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও জ্বৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে ভাঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাঁছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও জ্বৎ শক্ত ২’ ১৪” ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে পাঁচটে যুগের কর্দম-প্রস্তর বর্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে লাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে “Iron-stone shale” প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর বেক্রপ প্রস্তর-শুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও স্কুজ নালায় লাল বালির ভিতর এইরূপ প্রস্তরশুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরশুটিকা ও হানীর লাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) জিলপুরের স্তর-বিভক্ত্যে লাল আঁটাল কর্দম-স্তর নাই। উপরের ৩’ ফুট লোঁচাশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭’ ফুট আঁটাল কর্দম ও ইহার নিয়ে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণপ্রাচীনবাসী গ্রীষ্মক জেলায় যে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেক্টর ভূতত্ত্বের দ্বারা অধ্যাপক গ্রীষ্মক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্. এ. এক্. বি. এন্স মহাশয় হস্তলিপিতে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিব্যরাজ আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিরাহিলা ও লাল বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। বিদ্যাপুর ২১০ পদ্মপুর কোয়ার দিব্যদীপ্তি: আর্কি, সি, বাগার্কির নিকট হইতে সংগৃহীত।

জৈব লাল আভ্যন্তরীণ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪'৬" ফুট, লাল কর্দমের রং বেশী ফেকাসে হইলে জৈব লাল আভ্যন্তরীণ দেখায়।

(২) 'ফুটীগোদার' স্তর-বিভাগে লাল কর্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩' ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬' ফুট আঁটাল কর্দমস্তর। আঁটাল কর্দমের নিম্নে কাল পাক দেখা যায়।

(৩) গিলারটাটে লাল আঁটাল কর্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫' ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাক।

## ২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে বতাই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দম-স্তরের কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটনা-ছিল, বাহীর কলে এই দেশের কর্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটনা-ছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিস্তৃত নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্বোক্ত রঙের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২' ১০" ১৪" ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উত্তর স্থানের বালিতে আর-প্রস্তর-ভটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরা-ইটের অংশ। ছই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের স্তর অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচটে ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধরাসে লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরবালির ভিতর দিয়া প্রবাহিত

১। শিবিরপুর ২১১ পদপুস্তক কোয়ার্‌স নিবালী মি: আর, সি, বানার্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু মিলে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাব, জলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাব সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির স্রষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্যন্ত স্থানের পূর্ববিস্তৃত লাল কর্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অসম্ভব হইবে, আসানসোলের পাঁচটে, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন কয়লা পদার্থ ও মৃৎপাট্যাদি প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, জলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু, আমতা, মাকড়না, এমন কি, মগরাহাট পর্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতার ক্রমে ক্রীণতা প্রাপ্তির অমুসারে প্রস্তরগুলিকা, মৃৎপাট্যাদি, লাল বালি ও লাল কর্দম বিকিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে জলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচটে, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উত্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়নার জলস্রোত অতি কম থাকার লাল কর্দম-স্তর বিকিপ্ত হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেশ্বর, জলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকার বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ বতাই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্যন্ত বালি ও কর্দম বিহবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্য যে সকল স্থানে পূর্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্বের প্রবল জলস্রোত ক্রীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দম নিক্ষেপ করে। পূর্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব অশেষ কমিয়া আসা। ইহার বিবরণ পরে বিধে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্বোপেক্ষ কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে জমজাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন বেরূপ শাদাটে বালি নিক্ষেপ হয়, পূর্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতার জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি নিকটে। বর্তমান কাল নদী ও কুতল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পলিভূমির উপর মানাব,

হুলডানগাছ, তারকেবর, মাছু ইত্যাদি হান। এই সকল হানে কুতল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মাজুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই হানগুলি বর্তমান দামোদরের উপর বা অতি নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা হইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের খাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া ক্রম হওয়ার কেবল লাল কর্দমের জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের ছই পারে (বাধ না থাকিলে) বহু দূর পর্যন্ত এখনও লাল কর্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদীর ধরিয়া গেলে পাঁচটে বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাধা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনডাল, আমতা প্রভৃতি হানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ লাটেরাইটময় দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উপর লাল কর্দম আনিয়া দেয় ও পূর্বেও দিত। মগরার পূর্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্যন্ত যে লাল কর্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দম হইতে উপর হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্তী হানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল, অতীত-জঙ্গলময় বীণগুলি কর্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন প্রায় ৮।১০ হুট বা ১২।১৫ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে। গঙ্গা-দামোদর পলিকুমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতনঃ বেক্সণ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্তন ঘোঁটামুটি এক প্রকার ধরা বাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই ছই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়,  $৫২^{\circ} = ৪৫৮$  বা  $৫২^{\circ} = ৩৬৭$  বৎসরে এক ফুট কর্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৪০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India ( Raniganj section ) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বর্ষীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

৪। আমতা-মির্জাপুরী শ্রীকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বর্ষীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সংকৃত।

মোটাশুটি এক ফুট করিয়া কর্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইরাছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটাশুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিষ্কিণ হইয়াছে।<sup>১</sup>

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অল্প কর্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দমস্তর প্রায় ৬'৭.৫' ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অল্প কর্দমস্তর ব্যতীত মোটাশুটি ১৩' ফুট হইতে ২০' ফুট, এমন কি, ২২' ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব ধরিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর বত লাল কর্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, বতটা দেশ হইতে লাল কর্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে বতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দম গঙ্গার আলিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহে মোটাশুটি ১৩' ফুট হইতে ২০' ফুট, এমন কি, ২২' ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে বধন লাল আঁটাল কর্দম উপরে বর্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ার কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ২'৩' ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০' ফুট আঁটাল কর্দমস্তর লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দম, লাল কর্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দম উপরেই বর্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাজের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া বাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এক্ষণ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্তী কোন কোন স্থরবিভাগে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতি-লাভ হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) জৈব লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪'১৫' ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দম, অত্যন্ত ফেঁকাসে হইলে জৈব লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ দৌহ থাকিলে কর্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ বতই কম হয়, কর্দমের রং ততই ফেঁকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দম জৈব লাল আভাযুক্ত দেখায়। বাহাই হউক, এই জৈব লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি জৈব লাল আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অল্পটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটাশুটি বলা যায়, জৈব লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও বতটা লাল কর্দম গঙ্গার পূর্বে আসিত ও পরে বতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানসমূহের লাল কর্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ভ্রং লাল আভ্যন্তর কর্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলাও রজে অত্যন্ত কেরাসে। এই সকল হইতে অস্বাভাবিক হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দম পায়, সেই দেশ, পূর্বে বেশী লাল কর্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গার আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। যেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২' বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোঁড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দম-সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০' ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩' ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশ্লিষ্ট হয়। এখন  $২৬২ \times ১০ = ২৬২০$ ,  $২৬২ \times ১৩ = ৩৪০৬$ । তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে গঙ্গার লাল কর্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দম ১৩' ফুট হইতে ২২' ফুট গভীর। এখন  $২৬২ \times ১৩ = ৩৪০৬$ ,  $২৬২ \times ২২ = ৫৭৬৪$ । তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে। শেষ কথা—প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

### ৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দম-স্তর পাওয়া যায়, এই সকল

গঙ্গার জল হইতে নিষ্কিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরা-ইট প্রান্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গার আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিষ্কিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্তমান ডারমগুহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডারমগুহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্মই মগরাহাটের বতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে বাওয়া বার, লাল আঁটাল কর্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ভ খুলিলে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাখাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) জুলতানগাঁহার বালি পতনের শেষ কাল, মল্লধা-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দম বহন করে। দামোদর লাটেরা-ইট প্রভৃতি প্রান্তরময় দেশের বতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অকলে বা কলিকাতার এক অক্ষাংশে দামোদর-পলিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্বে বেরুণ ঘাট হইত ও প্রান্তর খোঁত হইত, এখন তত ঘাট হয় না ও সেই জন্ম প্রান্তরগুলিও তত খোঁত হইতে পারে না। প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী ঘাট হইত ও বিশেষভাবে প্রান্তর পরিবর্তন করিতে ও খোঁত করিতে পারিত।

শ্রীহরেশচন্দ্র দত্ত

পৃষ্ঠা-১৮০ক

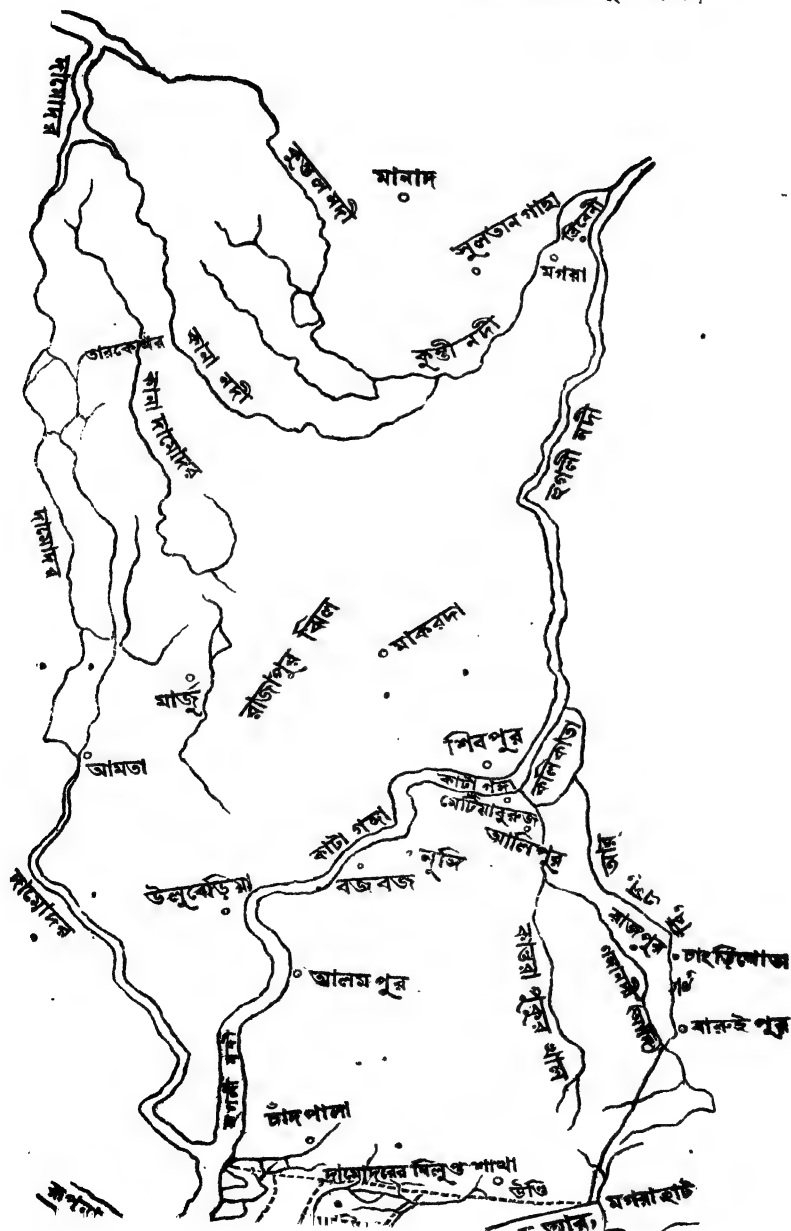
# গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি।

(গভর্মেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০  
১ ইঞ্চি = ৪ মাইল

ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী

দামোদরের বিলুপ্ত শাখা :







## ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্বে 'স্থানান্তরে' এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আরো কিছু বলিব। অল্পসঙ্কিৎস্থ পাঠকগণ আমার ঐ পূর্বোক্ত কথার সহিত বর্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্ত্যন্ত বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষার ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ ঋ, যথা—

✓ ক হইতে ( ক ঋ+উ+তি ) ক রো তি (ঋ)।

✓ ভ " ( ভ ঋ+অ+তি ) ভ র তি (ঋ)।

(খ) ঋ=ই ঋ, যথা—

✓ ক হইতে ( জি-হি ঋ+স+তি ) জি হী ষ তি (অখ)।

✓ ক " ( চি-কি ঋ+স+তি ) চি কী ষ তি (অখ)।<sup>১</sup>

✓ কৃ " কি র (ঋ, লোট, ম=এক)।

(গ) ঋ=উ ঋ, যথা—

✓ ক হইতে ( কৃ ঋ+উ+মস্ ) কৃ মঃ (ঋ)।

" " ( কৃ ঋ+উ+হি ) কৃ ক (ঋ)।

" " ( কৃ ঋ+উ ) কৃ ক (=ঋকৃ), নিষণ্ট, ৩. ১৮।

✓ তৃ " ( ত-তৃ ঋ+ই ) ত তৃ রি (ঋ, =বিজ্ঞেতা,

জঃ—পা० ৭, ১, ১০৩)।

✓ ভৃ " ( বৃ-ভৃ ঋ+স+তি ) বৃ ভৃ ষ তি (ব্রা; জঃ—✓ মু হইতে  
মু ষ তি, ইত্যাদি, পা० ৭, ১, ১০২)।

১। বা ত্ লার উ চার ণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকতাপ্রাঃ গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ঋকার ঋকারেই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি উকারান্ত ও ঋকারান্ত ষাত্ত্ব হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের ( বড় ও ছোট উভয় ) বৈদিক ব্যাকরণেই বিহারপার্থক্য প্রচলিত ষাত্ত্বকে হ্রস্ব-স্বরান্ত করিয়াই গরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঞ=এ ঞ্, এ রে

ঞকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবস্থা
বৃ ক	বে হৃ ঞ্ ক। <sup>১</sup>
মৃ ত	* মে ঞ্ ত, মে ঞ। <sup>২</sup>
পৃ ত না	* পে ঞ্ ত না, পে ঞ না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ কৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা—

(ক) ঞ=র, যথা—

- ঞ জু (ঞ°) হইতে ঞ জি ঠ (ঞ°, অবস্থা র জি ঠ ;  
 লৌকিক সংস্কৃত ঞ জি ঠ, পা° ৬, ৪, ১৬২)।  
 ✓ কৃ হইতে কৃ তু (ঞ:—উপাদি, ১, ৮°)।  
 ✓ দৃ হৃ, দৃ হ (ঞ°, লোট্. ম° এ°), দৃ চ (ঞ°),  
 কিন্তু ঞ হৃ ৭ (ঞ°, ‘দৃ চ করিয়া’)।  
 ✓ দৃ শ্, ঞ ঠ্, ম্ (ঞ°), ঞ ক্য তি (ত্রা°)।  
 ✓ মৃ দৃ\* হইতে ঞ দ (ঞ°)।  
 ঞ ক ন্ (ঞ°) ও ঞ ক (ঞ°) উভয়ই হয়।

(খ) ঞ=রি, যথা—

- ✓ কৃ হইতে ক্রি ঞ তে (ঞ°)।  
 ✓ মৃ, ঞ্রি ঞ সে (ঞ°)।<sup>৩</sup>

১। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এ ঞ্ শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্তমান বিহারী ভাষায় (সর্ব-  
 রিয়া—বস্তি জেলা, ও মজিসী—চম্পারণ জেলা) ম হ তা রি (=মা, মাতৃ শব্দ হইতে)।

২। সংস্কৃত ত°=অবস্থা য, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part I. § 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৩। ✓ মৃ দৃ ও ✓ ঞ হৃ বস্তুত একই।

৪। ✓ ঞ (গতি)=✓ রি (এবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঞ = ক, যথা—

বৃ ক = ক ক ( ঞ০, ৬, ৩, ৭ ) ।\*

✓ দৃ ( তুলঃ—দৃ তি = চন্দ্র বা চন্দ্রপুটক ) অথবা ✓ দৃ হইতে  
ঞ ( ঞ০, দা ক, দা ক পা জ ), জ ম ( ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫, ১১ ) ।\*

(ঘ) ঞ = রে, যথা—

গৃ হ হইতে \* ঞে হ, গে হ ( বাজ. স. ৩০, ২ ) ।

গৃ হ্য „ \* ঞে হ্য, গে হ্য ( ঞ০ ৩, ৭০, ৭ ; বাজ. স. ১৬, ৪৪ ) ।

৮। সারণ এখানে ইহার অর্থ ‘দীপ্ত’ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে ‘ও য দী’ শব্দের সহিত ইহার যোগ থাকায় বৃ ক অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃত বৃ ক স্থানে ক ক প হ্রস্বসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পুরোক্ত ক ক শব্দই পালি-প্রাকৃতির দ্বিগমে (অনাদিহিত ক = কথ) ক ক হইয়াছে। বৃ কের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐষ্টব্য—✓ বৃ ধ্—✓ ঞ ধ্, বৃ জি—ক জি, বৃ বভ—ক ব ভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ক ব ভ দেখকে বুঝাইতে বৃ ব ভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, জঃ—লঘীমত্ৱ, ১), বৃ গো তি—উর্গো তি।

১০। এই ঞ শব্দ যে, ✓ দৃ অথবা ইহারই অপ্সর রূপ ✓ দৃ (‘বিদীর্ণ করা’ বা ‘বিদীর্ণ হওয়া’) হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আৰ্য-ধাতুমালায় (Aryan Roots) ইহা (✓ দেদ্র, ✓ দৃ) অন্ততম। সংস্কৃত ও অবন্তার ঞ, সংস্কৃত দা ক (অবন্তা দাউক), দৃতি, তর, গ্রীক *drus* (= বৃক, বিশেষভাবে ওক), *drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। ঐষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496; সংস্কৃতে ঞ ও তর শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরেন্দ্র টীকাকার ভাস্করী-দীক্ষিত উপাদি সূত্রে অম্বুনায়ে (১.১৭) ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—“ঞ য তি উর্ধ্ব, ঞ গতো...ভুঃ” যেমন শ ত ঞ, ইত্যাদি। তর শব্দের ব্যুৎপত্তি “ত র তি, ত র স্ত্য নে ন ইতি বা (উপা ১.৭)। কিন্তু দা ক শব্দের ব্যুৎপত্তি উপাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—“দী র্ধ তে ইতি দা ক।” পানিনি ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৫.২.১০৮), ঞ শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে ম প্রত্যয়; কিন্তু তিনি ঞ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেয় নাই। এখানে ঞ শব্দের অর্থ দার বা কাঠ, অতএব ঞ, অর্থাৎ দার বা কাঠ আছে বলিয়া বৃ ক ঞম। ঞ ম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে (৫.১১) আছে, নিক্কোও পাওয়া যায় (৫.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দার অর্থে ঞ শব্দই ছিল। পরে ঞ আছে বলিয়া বৃ ক-অর্থে ঞ ম হইল। তাহার পরে আবার ঞ, ঞ ম উভয়ই বৃ ক অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পানিনির সময় পর্যন্ত ঞ দার-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবশেষে উভয় শব্দই বৃ ক-বাচী হইয়া পড়িলে পরবর্তী পণ্ডিতগণ পানিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) সূত্রে ঞ ম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া গিষিতে বাধ্য হইলেন—“ঞ বৃ কঃ সোহিত্যন্তি জমকতগেতি ঞ মো ২ পি বৃ ক এব” (১)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দী র্ধ হয় বলিয়াই কাঠ ঞ, দা ক। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উ বৃ তি ধ (✓ ভিন্ ক্লিয়ারে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল অকার থাকে।

যু ছ র হইতে \* ত্রে ছ র, মে ছ র ( শতপথ )।<sup>১২</sup>

ঋকারের এই যে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যমিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্তই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, ( পুরোহিত্বিত বা ওলা র উচ্চারণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। তদনুসারে তাঁহাদের মতে ক্র ষো ২ সি ( বাজ. স., ২, ১ ) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ষো ২ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরোহিত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ জন্ত লৌকিক সংস্কৃতির অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষায় সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, বাহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। অরাদি রূপ ( § ৩ ), যথা—

(ক) ঋ=অ র্ ( অর ), যথা—

✓ যু হইতে ম র তি ( পা. ) ; ম র ই ( প্রা. )।

(খ) ঋ=ই র্ ( ইর ), যথা—

✓ গৃ হইতে গি র তি, গি ল তি ( পা. ) ; গি র ই, গি ল ই ( প্রা. )।

(গ) ঋ=উ র্ ( উর ), যথা—

✓ কৃ হইতে কু র্ মা ন ( পা. )।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ ( § ৪ )। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন ( র ) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতির উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।<sup>১৩</sup> উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ=৳র=অ, যথা—

কৃ ত হইতে \* ক্র ত, ক ত ( পা. ), ক অ ( প্রা. )।

নৃত্য , \* নৃত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত যে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই ✓ যুত্ হইতে হইয়াছে,—✓ যুত + অ ন = \* ত্রে ত ন = বে ত ন ( তুলঃ—ব র্ত ন, বৃ ত্তি )। পরবর্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—✓ বা + ত ন ( উপা. ৩.১০০ )।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = \*রি<sup>১০</sup> = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা°)।

ঋ তে „ রি তে (পা°)।

শৃ দ „ \*স্রি দ, সিদ।

অ গা ল<sup>১১</sup> হইতে \*স্রি গা ল, সি গা ল (পা°), সি আ ল (প্রা°)।

(গ) ঋ = \*ক্ৰ<sup>১২</sup> = উ, যথা—

বৃ হ র তি হইতে ক্ৰ হে তি (পা°)।<sup>১৩</sup>

বৃ ক্ৰ „ \*ক্ৰ ড্ ট, বৃ ড্ ট।

(ঘ) ঋ = \*য়ে = এ

বৃ হ ং ক ল হইতে \*বে হ ং ক ল, বে হ প্ ফ ল (পা°)।

বৃ ক্ত হইতে \*ত্রে ক্ত, বোঁ ক্ত (প্রা°)।<sup>১৪</sup>

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ° প্রা°, ১৮, কৃশী° ৩৫ পৃ°; বা° প্রা°, ১, ৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল<sup>১৫</sup> দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২, ১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত্. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ঠ, ত্রা ল, শৃ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ঠ, ত্রা ল, শৃ ক র।

১৬। এখানে ‘বৃ’ শব্দের গুরুত্বাভাৱে হ্রস্ব রাধিবার ভ্রান্ত উচ্চারণের দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বোঁ ট ও বি ট শব্দও হয় (চত্, ২.৫; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩; ধরকৃষ্ণি, ১.১০; জিবিজয়, ১.২.৮৩; ক্রমদীপক, ২.৬৭)। বোঁ ট হইতে বাঙ্ লাং বোঁ ট, বে ট। বৃ ক্ত = \*বৃ ক্ত = ব ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্ লাং বোঁ ট। প্রাকৃতচল্লিকাকার (বড়ভাটচল্লিকা, ৩৫২ পৃ°) বোঁ ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বোঁ ট ক = বোঁ ট অ =) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত যুগের দুই পার্শ্বভাগ (“হনুশব্দ আন্তপার্শ্বভাগদোর্বর্ত্তে”—বৈদিকভরণ-টীকা, তৈ°, প্রা°, ১.২.২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম ব ব'।<sup>১২</sup>

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্তান্ত অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধ আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মুর্দ্ধা, ইহা মুর্দ্ধান্ত—“স্ব্যমুর্দ্ধন্তা ঋটুরযাঃ” (পাণিনি-শিকা, ১৭)। মুর্দ্ধা বলিতে মুখ বিবরের উপরিভাগ (তৈ. প্রা., ২, ৩৭, বৈদিকাতরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মুর্দ্ধা, (৩) ব'ব', (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মুর্দ্ধা ও (৩) ব'ব', এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রস্তোজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের দ্বারা রকারেরও উচ্চারণ মুর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলের (বাল্. প্রা., ১, ৫৮; ঋ. প্রা., ১ম পটল, ৩৬ পৃ.; বাজবল্য-শিকা, শিকাসংগ্রহ, কাশী. ৩৩ পৃ.); এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাল্. প্রা., ১, ৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋকুপ্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ.) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান ব'ব' (ব'ব' ?), ইহা বাৎস্তা<sup>১৩</sup> ব'ব'। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২.৪১) ইহাই অতিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাশ্রেণের মধ্য-স্থান দ্বারা দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মুর্দ্ধার, (২) ব'ব' ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাদৃশ্য আছে, তাহা ন্পষ্টই বুঝা যায়। তিন্ন তিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মুর্দ্ধা বা ব'ব' উচ্চারিত হইয়া থাকে। মুর্দ্ধা, ব'ব' ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১২। “ব ব' নাম রেক-টবর্গ-স্থানবোধঃ” —বৈদিকাতরণ-টীকা (তৈ, প্রা., ২, ১৮); “ব ব' ইতি দন্তপট-ভেদপরিচায় উচ্চারণদেশঃ,” —ক্রিভাষ্যর-টীকা (ঐ)। ত্রুতলঃ—ব ৭ ব (ব ব') শব্দেন দন্তমূলাৎ উপরিষ্টাৎ উচ্চনঃ প্রদেশঃ,” —ব, প্রা., ১ম পটল, কাশী, ৩১ পৃষ্ঠা, উকট-ভাষ্য।

২০। বাৎস্তা পাঠ বোধ হয় অন্তত, উকটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২, ১৮) ব ব' বলিতে যাহা বুঝায়, ব'ব' শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐটব্য টীকা, ১২।

চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা ব্রহ্ম, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ. প্রা., ১,৫২-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ইহাদের যথাক্রমে নাম অর্দ্ধ মাত্রা (১), অণু মাত্রা (২), ও পরমাণু মাত্রা (৩)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা (১), অন্তে আর এক অণুমাত্রা (২) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা (৩) ; এইরূপে মোট (  $১ + ১ + ৩ = ৫$  ) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাষয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ( “ঋবর্ণে রেকলকারো সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এক বর্ণৌ”—বাজ. প্রা., ৪,১৪৬)। এই রকার সাধারণ রকার হইতে ব্রহ্মতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ. প্রা., ৮,১৪ ; ঙ্রঃ—অ. প্রা., ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনার বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে। ১২

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাষয় কাহার? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই (  $১ + ১$  ) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ. প্রা., ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর, দুইটি কণ্ঠ্য ( “কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...” )। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ. প্রা., ১,৬৫ ; ঋ. প্রা., ১,৮, কাসী. ৩৫ পৃ. ; বাজবল্যশিক্ষা, শি. স. ৩৩ পৃ. ) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদগণ স্বর তত্ত্বের স্থলে (তৈ. প্রা. ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। ট্রটব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাতরণ ব্যাখ্যায় (তৈ. প্রা. ২১,১৫) উক্ত বরজটি “বলোমধ্যে ভবত্যর্দ্ধ-মাত্রা রেকলকারোঃ”—বাজবল্যশিক্ষা, শি. স. সংগ্রহ, ৩২ পৃ.,। ঋকারে যেমন রকার, ঋকারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক বিষয়।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অব্যবহার্য্য দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অব্যবহার্য্য বর্ণমালায় বহু স্থলেই এ-র-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে। এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে অকার রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম, ইংরাজী *led* শব্দের *e*-র ভায় ইহা উচ্চারিত হয়। অব্যবহার্য্য একার তিনটি ব্রহ্ম (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle) ; এ-র-এ হলে ব্রহ্ম।



মিরা বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়। ২০ “ব স্ব হিঃ” ( তৈ০ স০ ১, ৬, ৮ ), এখানে মধ্যবর্তী রকারের আদিত্যে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে ( স্বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না )। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে ( যেমন আমরা করি—ব হিঃ ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদগণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঈকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় ( বাজ০ প্রা০, ৪, ১৭ ; তৈ০ প্রা০, ২১, ১৫, টীকা )।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্তমান গোড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। ‘সে পথে আ স তে-আ স তে (= আসিতে-আদিত্যে) পড়ে গেল’, এখানে মনে হয়, মধ্যবর্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (= ধীরে-ধীরে) হয়। মে ব লা, বা দ লা, এখানেও স্বকারে ও হকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, মে দ্ৰা, বা দ্ৰা বলা হয় কি ২২ যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। বাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনার তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঈকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-স্ব-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মাহুষ চার নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে বেক্রমে বত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌বহ্ন বেক্রমে বতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে ; ‘বাক্যরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঈকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষায় এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া বাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, বাহাতে বধাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-স্ব-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-স্ব ( অস্ব ), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে স্ব-অ ( স্ব ) হইয়া পড়িল ; বাহার ‘পূর্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া ( অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রা ) উচ্চারণ করিলেন, তাহাদের নিকটে অ-স্ব ( অস্ব ) হইল, আর বাহার পরবর্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট ঋ-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল, ২৫ কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১০। ঋকারের অস্তিত্ব পরিবর্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্বোক্ত অ-ঋ-অ, ইহাই ই-ঋ (ইর) ও ঋ-ই (রি), এবং উ-ঋ (উর) ও ঋ-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্বে দেখান হইয়াছে, √ ক হইতে চি-কি-ঋ-স-তি, চি কী ঋ তি; √ হ হইতে জি-হি-ঋ-স-তি হইতে জি হী ঋ তি, √ কৃ হইতে কি র তি; এই সকল স্থলে ঋকার ই ঋ হইয়াছে। আবার √ ক হইতে ক্রি য় তে, √ তৃ হইতে ত্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই ঋ অথবা রি হয়।

√ কৃ (= কৃ + অ-ঋ-অ) + অ + তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্ত উচ্চারণের বাগ্‌ব্রজ প্রথম হইতেই উদ্ভূত হয়, যেমন কাহাকেও আবার করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্ত উদ্ভূত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ বাহ্য একই কথা, পূর্বোক্ত প্রকারে পরিবর্তিত রূপ অ-ঋ-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারণের বাগ্‌ব্রজ (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া কেলে। ক্রি য় তে, ত্রি য় তে; এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ + য + তে, √ তৃ + য + তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য বকার থাকায় বাগ্‌ব্রজ ইহা উচ্চারণ করিবার জন্ত পূর্ক হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া কেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠ্যের পরিবর্তে তালব্য করিয়া কেলে।

§ ১১। ই ঋ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (চিন্তনীয় গুণ বিধি) এ ঋ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§ ১৩ ৩, ৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ ঋ অথবা কৃ হইবার নিয়ম সন্দেহ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের বর্ণিও অর্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসম্মিথানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; তাহারই মাত্রায় মধ্যে ইহাকে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ব ট, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং বকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-ওষ্ঠ্য-ভেদে এই মাত্রাটির ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ বকার ও টকারের মধ্যে বকার অর্ধমাত্রা (১) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্ধমাত্রা (১), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিলাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সন্দেহ প্রতিপাদ্যে বহু কথা আছে (ঐত, প্রা, ২১, ১, ইত্যাদি)।

✓ ক্ৰ+উ (+হি) হইতে কু ক্ৰ, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠ্যকে উপস্থিতি করিয়া ফেলে ( ১তম প্রাণ, ২, ২৪ ), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র অ-এর পূর্বের ভাগ উ র্ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে ✓ ক্ৰ+উ+তি=( ইহার মধ্যবর্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ার ) ✓ ক্ৰ+ও+তি, এই জন্ত ঋকার উর্ না হইয়া অর্ হইয়; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত; অ কণ্ঠা ও উ ওষ্ঠ্য; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠা অংশ অকার; ইহারই প্রতি বাগ্যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র-অ ইহার আদি অংশের, অণুমাত্রিক কণ্ঠা অকারের কোনো পরিবর্তন অনাবশ্যক হওয়ার কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্ হইয়া যায়। ✓ ভ্ হইতে ব্, ত্ব্ ভ্ তি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংসর্গে ঋকার উর্ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই তাহার বিধান হইতেছে ( ১, ১, ১০২ )—“উদ্ ওষ্ঠ্যপূর্বন্ত।”

§ ১৯। বর্ণ বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যতিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্, ইর্, উর্ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রধার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যা একবারে র্ হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লিপি বা র সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও ( বর্ণেও ) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতে বাক্যরূপকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই। ১০ এই জন্তই সিংহলী ১৭ ও বাঙলা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে বুজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীনিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২০। অণুজ্ঞানে কচিং দুই একটা পদে দেখা যায়, ক্ৰ বা ( ক্ৰা ), ন্ ব ( ন্ৰ ), ক্ৰ, চ, ৮, ১২, ১৩।

২১। ভারতের প্রাদেশিক আদি-ভাষাসমূহের তথ্যালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহার পক্ষপাত ভিত্তি বিনষ্টভাবে সম্ভব।

## ‘ঋ’ সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় স্তোত্রের সপ্তম ঋকে যে ‘রুক্ষঃ’ শব্দটি আছে, উহা ‘বৃক্ষ’ শব্দের অপভ্রংশ নহে ; ছান্দোগ্য কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। ‘ওষধীষু’ সপ্তমীতে আছে, আর ‘রুক্ষঃ’ প্রথমার পদে ‘অগ্নিঃ’ এই উহা কৰ্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, ‘ওষধী’ শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া ‘বৃক্ষ’ অর্থের সূচনা হয় না। ‘রুক্ষঃ’—অর্থ ‘দীপ্তঃ’ ; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে ; আমাদের ‘রুক্ষ মেজাজে’ এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋকৃটির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

দিবো ন যন্ত বিধতো নবীনোদ্-

বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নুনোৎ।

সূর্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত কল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

‘ঋ’ অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ‘ভারতবর্ষের বর্ণমালা’ ও ‘ব্যাকরণের সন্ধি’ নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। ‘অ’ স্বরের ‘আ’ যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার ‘অ’ ও ‘আ’ উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে ‘ই’ উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন ; ‘ব্যাকরণের সন্ধি’ প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ ‘ঋ’, অ, ঞ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ‘ঈ’রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে ; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। ‘ঋ’ স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে ‘উন্’ হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented ‘উ’ ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটয়া থাকে। অস্তহ ‘ব’ অক্ষরটির উচ্চারণ যে ‘উ-অ’, তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার



## ❧ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

ক ক শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃ ক হইতে হয় নাই, আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অল্প উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

অথেষ্টের ক ক শব্দটি বৃ ক হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজের উল্লেখ করিয়াছি, সারণ ক ক শব্দের অর্থ দীপ্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সারণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্তব্যটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলি দরকার,—

“দেবো ন বস্ত বিধতো নবীনোদ্

ব্রহ্মা ক ক ঙবধীযু নুনোং।”

সারণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু ক ক শব্দ এখানে প্রথমাস্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তমাস্ত ( ক কে ), এবং তাহাও আবার বহুবচনে ( বৃকেষু, ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—‘( কাম- ) বর্ষণকারী ( অগ্নি ) বৃক ও ওয়ধি-সমূহে ( তাহাদিগকে বহু করিবার সময় ) অত্যন্ত গর্জন করিতেছে।’ পদপাঠ যে সর্গজ্ঞ অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অভ্রান্ত মন্ত্র পর্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ ভাল হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির স্মরণশক্তি হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যা-তারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত তুলিয়া দেওয়া বাউক—

“ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি

দেব আ মর্ত্যেযা।” অথেষ্ট, ৮, ১১, ১।

পাঠকগণ পূর্বোক্ত “ক ক ঙবধীযু” ইহার সহিত “দেব আ মর্ত্যেযা” ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানকার পদপাঠ আছে—

“দেবঃ ( প্রথমাস্ত ) আ মর্ত্যেযু আ।”

সারণের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—“হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানসঃ মর্ত্যেযু আ মর্ত্যেযু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্মণাং রক্ষিতা ভবসি।” পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, সারণ দে ব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার বৈ

ছুইবার নাই। সূলে ছুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ=চ। সারণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া “মহুয্যোষু চ দেবেষু চ” বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্তী ম র্ত্যো য় পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমীর একবচন থাকায় “দে বো জ্যো ত মা নঃ” বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমাস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক ছুইটা আ-শব্দই সুপষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৮, ১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমাস্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্দেহ না হইয়া পুনরবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“যদা আকারদ্বয় সমুচ্চয়ার্থক। দে বে ইতি সপ্তমাস্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্যে য় আ মহুয্যোষু চ ব্রতণা অসীতি পূর্ববৎ।” \*

একপ মন্ত আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

“ছান্দস” ভাষার অন্তর্ভুক্ত যদি ক ক না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākṛitism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক হইতে ক কথ (=ক ক) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮, ২, ১২৭; বরকৃষ্ণ, ১, ১২; লক্ষ্মীধর, ১, ৪, ৭; সিংহরাজ, ৪, ১; মার্কণ্ডেয় ১, ৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ করা যাইবে?

জাদিহিত অন্তঃ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। ঐ (=তু+বৈ), তৈ, স, ১, ৭, ১, ৪; ৬, ২; ২, ২, ৪, ৮; ইত্যাদি; স্বা ব (=তু+বাব), তৈ, স, ২, ১, ৫, ৮; ইত্যাদি; অ ব তি যো (=অমু+ব তি যো) অথ, স, ১৫, ১, ৫৬। বাহ্যভারে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে ক ক শব্দ বৃ কের ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে ক ক (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অর্থে বাঙলার “কক মেজাজ” ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সারণের মতে) ক ক শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র তির আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমান্ন গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এই-রূপে নিত্য অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাক দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের ক ক আমাদের বাঙলার ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

\* এই মন্ত্রটি অধর্কবেদেও (১১, ৫২, ১) আছে, কিন্তু সারণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ও অধর্কবেদে এই একই মন্ত্রের সারণ-ভাষা দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক দেখানীয় নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্তব্যে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূ ক শব্দ আছে (রূ ক নহে)। ইহা √ রূ ক (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, করুণ, শুষ্ক, অনিষ্ট, অচির, ইত্যাদি। অমরে (১, ২২৫) লিখিত হইয়াছে—“রূকস্তপ্রোচ্যচিক্ণে।” এখন ‘রূ ক মেজাক’, ‘রূ ক স্নান’, ‘রূ ক কথা’ ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ স্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদের রূ ক শব্দের সহিত যোগ অব্যবহারে কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূ ক শব্দই বাঙলায় (মারসিতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রূ ক, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রূ ক্স পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত ম ক্স = লৌকিক সংস্কৃত মংক্স; ম য় র প ক্ষী = ম য় র প ং ক্ষী = ম য় র প ক্ষী)। প্রাকৃতের রূ ক হইতে রূ ক্ খ হয়; তাহা হইতে বাঙলা-প্রভৃতিতে রূ খা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রূ ক শব্দ আলোচনার তাঁহার নিজস্ব কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonauto-graph এর কথাযাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, ‘অ’ ও ‘আ’ উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে ‘ই’ উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, “দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।” কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, “উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।” ইহার তাৎপর্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

### রূ ক শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋ ক শব্দ রূ ক অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অঙ্কবাক্য আছে :—“ঋক বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকামরত। ওষধীভি-বনস্পতিভিঃ প্রজায়েরেতি।” সারণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্বে] অলোমক (ওষধাদি লোমরহিতা) এবং ঋক (মার্দবরহিতা, জুয়া) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]” এখানে সারণমতে ঋ ক অর্থে স্পষ্টতই বৃহত্তারহিত—জুর—রূ ক। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনার প্রাঙ্গণিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম।

পত্রিকাধ্যক্ষ।





## মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উচ্চল রত্ন, প্রান্তঃস্বরগীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নানুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অমূল্যলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদেরকে তৃপ্ত করিয়া-অনৈক কৰ্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদেরিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপত্যের নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অত্র দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। বাহা হউক, কার্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটা ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অত্র দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

• এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম। এইগুলি বত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাধীর-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্প্রতিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। “দয়াসিদ্ধ দয়ারাম” কর্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিবাতিথ্য-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কত্থা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপি। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পুরকের।

## ১। শিব-মন্দির

শাক্যে রামর্জু কালক্ষিতপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-  
দেশে কৈলাসাবাসপাদকরদমিতস্থাসিস্ত্রচিহ্না-  
স্তুরাজ্ঞা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-  
মনাথেশ্বরায় প্রাদাহুজ্ঞপতাকং পরং (পর) পদমজু  
লং লক্কুকামঃ শিবায় ॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

## ২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল  
শাক্যে রামগজাজেন্দুমিতে সম্বৎসবে গতে  
উত্তরায়েণে মিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ  
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা  
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

## ৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রক্তকোণ্যাক্চিন্তে শকপতি-  
গণিতে হায়ণে চারুগেহে প্রাদাহ স্বর্গায় পিত্রোর্ম্মণিম-  
য়বিলসদীপ্যামানে ধরণ্যা(ং) স্বধ্বন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্যাং দ্বি-  
জন্পবিবুধৈর্ম্মন্ত্রামানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-  
থ্যো নিজগুণবিদিতো নির্মলাজ্ঞা স্মৃণীলঃ

### ৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্য  
শাকে চ রসবর্জিত  
দয়্যাসিন্দু দয়্যারাম(ঃ)  
ভবায় ভবনং দদৌ

### ৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

ঋগ্মৈত্রিশাকে শ্রী  
ভবানীতনুসম্বা  
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা  
শ্রীমদগোপালমন্দিরঃ

### ৬। শিব-মন্দির

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র  
বজ্রভূমীন্দ্রভামিনী  
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী  
ভবানীশ্বরমন্দিরঃ

### ৭। দেবীপুর-মন্দিরঃ

নবম্মিত্রমে শাকে  
রামরুদ্রশ্য কমিনী  
মন্দিরঃ মোহিনীশ্য  
নির্ম্মমে রামমোহিনী

### শ্রীপুরগাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি একশে লোপ পাইরাছে। তবে পরম্পরায় স্তম্ভ হওয়া বার যে, এখানে এই লিপির অনুবাদী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইরা একই দিনে ও একই শুভক্কে প্রতিষ্ঠা করাইরাছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইরা-  
ছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিবক্ষণ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পুরগাঁদ বাবু কর্তৃক  
ব্রত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রস্তুত  
পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।







মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। ত্রীগোপাল-মন্দির।

## আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া ওজ্রপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ-

১। কুতিশিবৃৎখ্য প্রাক্ । ১। গী।

[ সম্পূর্ণ সৌকট হইতেছে—

যুগরবিতরণাঃ ষাণ্মশি চরপিরিঙু শুঙ্কল্ কু তিশিবৃৎখ্য প্রাক্ ।

শমি চু তি, য় শুর তিচ্চাত কুজ ভ দি য়, ৭ ভুগ্বধ সৌরাঃ ।

[ এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০,

কায়ণ,	খু	=	২,০০,০০
	যু	=	৩০,০০,০০
	যু	=	৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—১৭,৭৫,৩১,৩৬

কায়ণ,	চ	=	৬
	য	=	৩০
	শি	=	৩,০০
	বি	=	৩০,০০
	ভু	=	৫,০০,০০
	শু	=	৭,০০,০০
	চু	=	৭,০০,০০,০০
	ল	=	৫০,০০,০০,০০ ;

কু অর্ধাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, ( পূর্বাভিমুখে )

কায়ণ,	ভি	=	৫,০০
	শি	=	৭,০০
	যু	=	২৩,০০,০০
	৫০	=	১৫,০০,০০,০০,০০
	খু	=	২,০০,০০,০০
	য	=	৩০,০০,০০,০০ ;

শমির ভগণ—১৫,৬৫,৬৪

কায়ণ,	চ	=	১৫,০০,০০
--------	---	---	----------



গীতিকার পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপাদের মধ্যে উভয় মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন ।২

ঙ =	৫,০০
বি =	৬,০০
খ =	৪
ব =	৬০ ;

ভুক্ত ভগণ—৩৬,৪২,২৪

কাগণ, বি =	২,০০
রি =	৪,০০
হু =	৬,০০,০০
ঝু =	৩০,০০,০০
ভু =	২৪ ;

কুজের ভগণ—২,২২,৬৮,২৪

কাগণ, ভ =	২৪
দি =	১৮,০০
লি =	৫০,০০
ঝু =	২,০০,০০
মু =	২০,০০,০০
ধু =	২,০০,০০,০০ ;

ভুক্ত এবং বুধের ভগণ সূর্যের ভগণের সমান ।

‘আর্যভট্টের নিয়মানুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালী—

(১) ক হইতে ষ পর্যন্ত যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ ; বধা, ক=১, খ=২, গ=৩, দ=১৮, ব=২৬, ত=২৪, ম=২৫ ।

(২) ব=৩০, র=৪০, ল=৫০, ব=৬০, শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০ ।

(৩) কোন অক্ষরের পর অক্ষর থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দেশিত সংখ্যাকে “একক” স্থানে লিখিতে হইবে ।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঋ, ঌ, ঐ ও, ঔ যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে ।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই ব্রহ্ম স্বরের নির্দেশিত সংখ্যা বৃদ্ধিতে হইবে ।

— জীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার ]

২। অমূলোমগতির্বোহঃ পঞ্চাচলং বিলোমগং যদ্বৎ ।

অলানি ভানি তদ্বৎ সপশ্চিমগানি লকারাঃ । ১ । গো ।

[ নৌকাহিত কোন ব্যক্তি সমুদ্র দিকে বাইতে বাইতে তীরহ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদিকে চালিত দেখে, লকার অবস্থিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশবস্তুকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে ।

উদয়াস্তমরনিসিদ্ধং নিত্যং এবহেৎ বারুনা ক্ষিপ্তঃ ।

লকারসপশ্চিমণৌ ভগল্পরঃ সগ্রহৌ ভ্রমতি । ১০ । গো ।

— জীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার ]

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ গ্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্য্যভটীয়া। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্য্য ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের বাবতীর জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। একরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসামান্য প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয়া চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে প্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৫টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎসপ্তি কখন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর “দশগীতিকা” বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালার পাঁচটি বর্ণ আছে, তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে, সুতরাং পাঁচটি বর্ণে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মাস্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ বরের উর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩.১৪১৫৯২... ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু বখাৰ্ণের নিকটবর্তী।<sup>৩</sup> ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যজ্ঞাবী কল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির বড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুর্থিকং শতমষ্টগুণং বাবষ্টিগুণা সহস্রানাং।

অনুভববিদ্যভাসনো বৃত্তপরিধাঃ। ১০। প।

[ বাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ

$$= (৪ + ১০০) \times ৮ + ৬২,০০০$$

$$= ৬২৮৩২।$$

—ঈদরেজুহুয়ার মজুমদার ]

বাইতে পারে।<sup>১</sup> তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যোত্বের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি আনিবার ফল। ইহার দ্বারা ই আর্ঘ্যভট্ট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থূল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্ঘ্যভট্ট দ্বীয় জন্মসময় ও আর্ঘ্যভট্টীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা বাইতেছে।<sup>২</sup>

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিয়ে পৃথিবী “মেধী” (খোঁটা)রূপে অক্ষরিক্ষে বিরাজমান।<sup>৩</sup> ইহার পূর্বে আর্ঘ্য্য তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ণিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৫। পরিধে: বহুভাষজ্যোতির্বিজ্ঞানে সা তুল্যা ২। ১। প।

[ পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্ধের তুল্য ]

মধ্যসিদ্ধান্ত এবং দৈনন্দিক মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৬। বট্যাকানায় বট্ঠির্বা ব্যতীতান্তরমত যুগপাদঃ।

ত্র্যমিকা বিংশতিরজ্যান্তদেহ মম জন্মনৈবিতীতঃ ১০। ক।

[ গীতিকাপাদের তৃতীয় (ভাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্ঘ্যভট্ট বলিয়াছেন, ত্র্যক্ষর একদিন = ১৫ মনু, ১ মনু = ৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ); আর্ঘ্যভট্টের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্ঘ্যভট্টের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে; সপ্তম মনুর সপ্ত-বিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্ঘ্যভট্ট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) “চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে”; অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্ঘ্যভট্টের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৭। ভাষামধ: শব্দৈশ্বর্যহরশব্দ-ভৌমার্কগুণবৃদ্ধয়োঃ।

তেবামধন্ত ভূমিমেধীভূতা ধমধ্যাহ্না ১৫। ক।

[ নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে বধ্যাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ্যার অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে দ্বিত, ধাতুমদক বলাবদ)কাদি বস্তুনার্থ স্থাপিত স্থূল শব্দ)রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অঙ্গ দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।' এরূপ লিখন সম্বন্ধে টীকাকার বাহ্মাঙ্কোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্তরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই “মেধ” এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে ‘তাহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাহার পূর্বাধার লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন দীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠিক ভগ্নরে ভূগ্রহের ও অগ্র গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।’ অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ বোঝানে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমঙ্গলমধ্যস্থঃ কালেনায়েন পুরয়তি চন্দ্রঃ।

উপরিষ্টাৎ সর্কেবাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী ১১০। ক।

[সকলের নিয়ে থাকিতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্কাপেক্ষা অঙ্গ এবং সেই অঙ্গ চন্দ্র সর্কাপেক্ষা অঙ্গ সময়েই নিজ মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকিতে শনিকক্ষার পরিধি সর্কাপেক্ষা অধিক, সেই অঙ্গ মণ্ডল পূরণ করিতেও তাহার সর্কাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অয়ে হি মণ্ডলেঃ স্না মহতি মহাশ্চন্দ্র রাণমো জ্যেষ্ঠাঃ।

অশোঃ কলাভৈথং বিতাপভুল্যাঃ শব্দক্ষাত্ব ১৪। ক।

[অঙ্গ মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির বোজন পরিমাণ অঙ্গ বৃদ্ধিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যদির বোজন পরিমাণ অধিক বৃদ্ধিতে হইবে।

রাশি—যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ—যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির বোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যদির বোজন পরিমাণেরও অঙ্গাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাত্মসিদ্ধং ভূগ্রহচরিতং ভগ্নরে জোষা।

গ্রহভগ্নপরিভ্রমণং স বাতি ভিদ্ধা পরং ব্রহ্ম ১১। গী।

ভগ্নরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ বরণ) বাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাত্ম সন্ধে জ্ঞান জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাঃপক্ষমো গ্রহাশোঃ

•

• ১০। গী।

[হালের অনুসারে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (—২০) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্ত্যস্ত গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অঙ্গমাত্র ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic = 24 degrees.

—[শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহারাজ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অথবা ইউরোগীর্ণগণের মতে উহা ২৩°২৫′

প্রাণেনৈতি কলাং ভং যুগাংশে। গ্রহজবো ভবাংশেহর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী ।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত। (ঘ) গোলপাদের ৯১০ অর্ধ্যার দ্বারা অর্ধ্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অহুলোমগতির্নৌহঃ পশ্চত্যাচলং বিলোমগং যদ্বৎ ।

অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কারাং ॥ ৯ ॥ গো ।

উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ ।

লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো ।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্বাভিমুখে আবর্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের “সগ্রহ” শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে অর্ধ্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অস্ত্র গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

অর্ধ্যভটের অব্যবহিত পরবর্তী প্রতীকন্দী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইঁহার কলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি অর্ধ্যভটের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অস্ত্র বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈলোক্যসংস্থান নামক জ্যোতিষ অধ্যায়ে তিনি অর্ধ্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগুণঃ ।

বস্ত্রবং স্ত্রোনাভাঃ ন স্যাৎ পুনঃ স্থনিলয়মুপেযুঃ ॥ ৬

অস্ত্রচ ভবেদভূমেরুলা ভ্রমরংহসা স্বজাদীনাম্ ।

নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথান্নগা স্ত্রাৎ কথং ভ্রমতি ॥ ৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে অর্ধ্যভট পৃথিবীকে “মেধী”রূপ বলার পূর্বাগর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুস্তকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই ফলাই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের ঋণ্ডন (৭)। আবর্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উদ্ভিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ বখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অক্লিষ্টকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২২ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার ঋণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্ষদি তহি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।

আবর্তমানমূর্য্যাস্তের পতন্তি সমুচ্চুরা কস্মাৎ ॥ ১৭ ॥ তত্ত্বপরীক্ষাধায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইহাদের পরে লল ও ত্রীপতিও বরাহের অস্বরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের ঋণ্ডন করিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট ‘যুগ’ শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন<sup>১</sup>; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকার ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কাশিক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্তযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন<sup>২</sup>। ইহা মন্বন্তর-সংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

১। যুগবিন্দুগণাঃ পৃথ্ব ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০ বৎসরে রবির ভ্রমণ যু=২০০০ যু=৩০০০০ যু=৪০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০ হইল। তাঁহার লক্ষ্যবোধক আর্য্য্য ঐষ্টব্য।

২। দিব্যং বর্ষসংখ্যং গ্রহসামান্তং যুগং দ্বিঘটকগুণং।

অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাম্ ॥৮। ক।

[ আর্য্যভট পূর্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ=১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্ত যুগ ( বখন সকল গ্রহ সমন্বয়ে ফিরিয়া আসে ), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

আর্য্যভট্টের মতে বুধবার মেঘ রাশির আদিত্যে সত্যযুগের প্রভৃতি হয়, বৃহস্পতিবারে ষাপরের শেষ হয় এবং বুধষ্টির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন<sup>১১</sup>। ইহাই সর্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন বুধষ্টির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মহা নক্ষত্রে ছিলেন। বুধষ্টির রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে<sup>১২</sup>। ইহা জ্যোতিষী গণ যুনির মত। কিন্তু তিনি যুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি ষাপরাস্তে ও কলির প্রায়স্তে দিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহক্ষুণ্ড আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারা ই তিনি আর্য্যভট্টের সত্য যুগের প্রায়স পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রহ; সূত্ররাজ মনুয্যোক্তি হইতে গরীয়াম্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাপ্রো তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অন্ননগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অন্ননগত্রেয় দোহল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ তাবই উপলব্ধ করিয়াছেন।

কাহো যববো চ মনুযুগ শব্দ গতাতে চ মনুযুগ হনা চ।

কল্পাদেবুগপাদা গ ৫ গুরু দিবসাদ ভারতাৎ পূর্ব্বঃ ১৩। গী।

[ ১ ভ্রাক দিবস=১৪ মনুযুগ বা মনুষ্যস্র,

১ মনুষ্যস্র = ৭২ যুগ,

১ যুগ = সত্য, ত্রেতা, ষাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে বুধষ্টিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্ব ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ বুধষ্টিরাদির মহাপ্রস্থানের দিব গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—ঈশ্বরেন্দ্রকুমার মল্লভার [.

১১। গুরুদিবসাদ ভারতাৎ পূর্ব্বঃ ১৩। গী।

\* \* \*  
\* বুধসিদ্ধান্তসিদ্ধান্ত লঙ্কারাং ২। গী।

[ লঙ্কার বুধবারে মেঘ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ। ]

১২। আসন্ মহাপ্রস্থানঃ শাসতি পৃথ্বীঃ বুধষ্টিরে যুগতো।

যড়্বিকৃৎপকবিযুতঃ শকালন্তস্ত রাজ্যস্ত।

১৩। বিবৃৎক্রান্তিবলয়ঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ ত্রাৎ।

ভক্তগণা সৌরোক্তা ব্যতা অমৃতপ্রয়ঃকরে।

বরাহের একরূপ চাতুরী স্বেও আর্য্যভটের সত্য প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন ভ্রান্ত মত পুনঃ বলীয়ান হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্বে ব্রহ্মফুটসিদ্ধান্তের প্রতিভাযুক্ত টীকাকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথ্বকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার হর্য্যদেব যজ্ঞ ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্বে প্রাহৃত হন। ইহার গ্রন্থেরও প্রচার হইয়াছে ; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমানীশ্বরের রচিত ভ্রান্তমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর বাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—হর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১½ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই তত্ত্ববিনয় ও বিশ্বাসবান ছিলেন। তবে ঋষিগণের ভ্রাতৃ তাহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দর্শনগতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রহরাজ্য করিয়াছেন এবং শেষে তাহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও বশের লোপকারী বলিয়া অভিধাণ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিক্রিয়া। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত। ১৬

### কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অনন্যলনং বহুতং যুজ্জলাতৈঃ স এবায়ং ।

তৎপক্ষে তত্ত্বগণা করে গোহস্তনন্দগোচরা ।

বস্ত্রেশ্বরপল্লবোহপি সৌরসিদ্ধান্তেত্ত্বাৎ

আগমপ্রামাণ্যেণ ভগবৎপরিধিবৎ কথং তৈনোক্তৈঃ—ভাষ্য ।

১৪। ভূরবাবৃত্যবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং ।

১৫। আর্য্যভটায়ঃ নমো পূর্বে ঋষিভ্যং সপদ্যং ।

স্বকৃত্যবোঃ প্রণামং কুরুতে শ্রীকৃষ্ণকং যোহস্ত ৥৫০৥ গো ।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষিসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দুর্ব্বিজ্ঞষ্ট অর্থ্যং “লোহার কড়াই” বলিয়া পরিভাষা করিয়াছেন। অধুনাতন কালের “বার্প্পত্য” নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার বার্থ্য অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার পরে পণ্ডিত স্বাক্ষর বিবেদী উহার টীকা লেখেন।





## “আর্য্যভট্ট” সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে “লঘু-আর্য্যভট্টীয়” নামক গ্রন্থোক্ত তুঙ্গ-বাদমতের বিশেষ আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভট্টীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Kern এর সংস্করণে ( ১৮৭৫ খ্রীঃ )  $১৩+৩৩+২৫+৫০=১৩+১০৮=$  মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির “আর্য্যষ্টশতকম্” নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে বাহাই হউক, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Collectionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নিভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে— $১৩+৩৩+২৭(৭)+৫০=$  মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের বথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) “গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অমুদীর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে”, গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। “মণ্ডল” অর্থ যে বিষয় নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্ততম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা স্ব স্ব কক্ষ্যার অমুদীর্ঘ নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় “স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত” বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্ততম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকার আমরা বাহা জানিতে পারি, তথ্যভীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই “পুরাতন স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত” নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভট্টের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রন্থ এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ত্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত\* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পক্ষসিদ্ধান্তিকার যে ভুলভ্রমভের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়ের (৬২৮ খ্রীঃ) বেন এই উত্তর (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ব্রাহ্ম) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভট্টের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিষেষ এবং অযাচিত কটুবাণ্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভট্টের শাখার (School of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভট্টের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের সীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জ্ঞাত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সম্ভবোপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

\* ভারতী, আর্ষাচ ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট্ট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

- (১) “আর্য্যভট্টীয়”—Dr. Kern's Edition, 1875.
- (২) আর্য্যভট্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
- (৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
- (৪) Colebrooke, Essays, Vol. II, pp. 364-365 ; pp. 420-429.
- (৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
- (৬) Dr. Thibaut—পক্ষসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
- (৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
- (৮) Bulletin, Calcutta Mathematical Society, Vol. III.
- (৯) ভারতবর্ষ, ১৩২০-২১।
- (১০) ভারতী, ১৩০০।—“সুগ্রহী”র ত্রীযুক্ত অপূর্ণচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্তান্ত জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ জটিল।
- (১১) ভারতী, ১৩০১।—ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের “হিন্দু-জ্যোতিষবিগণের বিবরণ” জটিল।

## ২৪শ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা

### উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এন্স ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এক্ সি ডি

শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ

পার্সালাল মল্লিক

স্বর্গাকান্ত মিশ্র

চিত্তরুথ সান্তাল বি ই

বিনয়কুমার সেন এম্ এ

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত

ললিতা প্রসাদ দত্ত

বাগীনাথ নন্দী

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়

মৃণালকান্তি ঘোষ

রামকমল সিংহ

হেমচন্দ্র ঘোষ

টি, পি, মুখার্জী

নলিনচন্দ্র মিশ্র বি এ

শান্তিসাধন বিশ্বাস

শরৎচন্দ্র দেব বি এ

হীরলাল সিংহ

রাধিকা প্রসাদ দত্ত

চণ্ডীচরণ চন্দ্র

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী-শ্রীকর্ত, এম্ এ, বি এন্স ( সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ( সহকারী সম্পাদক )

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ। ২। নূতন সদস্যনির্বাচন। ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত হুশীল-কুমার দে এম্ এ, বি এন্স মহাশয়ের “রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ” ও (খ) শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের, “লংকৃত, প্রাকৃত ও বাহালা” নামক প্রবন্ধবহু। ৫। নিয়মাবলী-পরিবর্তন প্রস্তাব—বর্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম দ্বিগুণিতভাবে পরিবর্তন করা সর্বদে কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব—“১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অল্পমোহক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে।” “১৩ (খ) ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আগতি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্বাচন হগিত রাখিরা তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সভায় নির্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে না।” ৬। শোক-প্রকাশ—

(ক) সার প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর কে টি, এম্ এ, ডি এল, সি আই ই, (খ) বিনিষ্ট সদস্য সার জর্জ বার্ড উড্, (গ) বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী, কবিরঞ্জন এবং (ঙ) হরিধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।  
৭। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায়, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, এম্ আর এ এম্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। অত্যন্তম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

২। যথারীতি সদস্যরূপে নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সমস্ত
শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী মনোমোহন ভট্টাচার্য ৫০ মুকিয়া ষ্ট্রীট।
শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়	শ্রী রামকমল সিংহ	শ্রী হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ ১৬ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রী গোপাল মুখোপাধ্যায় বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া।
শ্রী হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রী গলিতচন্দ্র মিত্র	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বারলাইব্রেরী, হাওড়া।
শ্রী রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী	শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন, জমিদার ৪০, অগস্ত্যকুতু (বেনারস সিটি)।
"	"	শ্রী রমেশচন্দ্র সেন এম্ এ ফিজিয়ার অধ্যাপক, জি, বি, বি, কলেজ, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রী অভূলানন্দ সেন এম্ এ ইতিহাসের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
"	"	শ্রী হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ অকশাজের অধ্যাপক, ঐ ঐ।
"	"	শ্রী ক্ষেত্রপাল দাস এম্ এম্ সি অকশাজের অধ্যাপক, ঐ ঐ।

প্রতাবক	সমর্থক	প্রতাবিত সমস্ত
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীবিজয়কুমার রায় এম্ এ অধ্যাপক রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
"	"	শ্রীঅম্বোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল উকীল, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি এল ঐ ঐ।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বি এল ঐ ঐ।
"	"	ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভায়া এল্ এম্ এম্ Medical Practitioner, মজঃফরপুর।
"	"	শ্রীঅনন্তমোহন সেন এম্ এ Demonstrator Physics, জি, বি, বি, কলেজ। মজঃফরপুর।
"	"	ডাঃ শ্রীসত্যীশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এম্ Medical Practitioner, সাজাহানপুর, ইউ, পি।
"	"	শ্রীসত্যীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাশহাল ইন্সটিটিউট কোম্পানীর ইন্সপেক্টর, মোরাদপুর, বাকীপুর।
"	"	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্টেশন মাস্টার, বক্সার, ই আই রেলওয়ে।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	"	ডাঃ শ্রীহৃদীরকুমার সেন এম্ বি এসিষ্টেন্ট সার্জন, গঙ্গা।
		ডাঃ বি, এম্, বসু এল্ এম্ এম্ সিভিল সার্জন, হাজীপুর।
		শ্রীবক্তিশচন্দ্র মিত্র বি এল উকীল, বাকীপুর।

প্রভাবক	সমর্থক	প্রদাত্ত সন্ত
শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীঅমলাকান্ত সরকার বি এ ১ হার্ডিং হোষ্টেল, কলিকাতা।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবল্লভকুমার সরকার পোঃ আউলীয়াবাদ, গ্রাম স্থলতানপুর, শ্রীহট্ট।
"	"	শ্রীতারিণীচরণ শর্মাচার্য পোঃ ৩ গ্রাম, ফান্দাউক, জিঃ দ্বিপুয়া।
শ্রীরামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীরামেন্দ্রচন্দ্র নাগ ম্যানেজার, নাগ ব্রাদার্স কোং ৭১২ হ্যালিডে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
"	"	শ্রীগিরীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ৫১১ মুরহান্দ সরকার লেন।
"	"	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৫৬১ আপার সাকুলার রোড।
শ্রীরামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী	"	শ্রীউমেশচন্দ্র দে বিখাস, ইঞ্জিনিয়ার পোর্ট ক্যানিং কোং, ক্যানিং টাউন, ২৪ পঃ।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিক ৪৬ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
"	"	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত ১০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নাগ শ্রীযুক্ত শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের বাটা।
"	"	চক্রকান্ত ঘোষের রোড, ময়মনসিংহ।
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ঘোষ	"	শ্রীবিলকান্তি ঘোষ বি এ ২ আনন্দ চাটুখোর লেন, বাগবাড়ার।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলি পরিষদে উপহার পাওয়ার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ, বি এল মহাশয় উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ-দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এম মহাশয় উহা সমর্থন করার সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা

ডি, এল, ভণ্ড

উপহৃত পুস্তক

১। বৈভবর্ণ-বিনির্ণয়

২। মহাব্ধতি

উপহারদাতা	উপকৃত পুস্তক
শ্রীমুক্ত রায় বহনানন্দ মজুমদার বাহাদুর	৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধি- বেশনের কার্যবিবরণ
" দামোদরদাস বর্ষণ	৪। শ্রীমৎ বলভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
" মোহিনীমোহন বসু	৫। জীবের শিবজলাভের উপায়
" প্রসাদদাস সুখোপাধ্যায়	৬। শ্রীমক্ষিণেশ্বর
" অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭। মোহন-মাদুরী
" রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮। আলোচনা ( ১ম খণ্ড )
	৯। " ( ২য় খণ্ড )
কালীকমল দত্ত	১০। দুর্গাবতী
	১১। ক্ষেত্রপাল
	১২। হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন বসাক	১৩। ঢাকা জম্মাষ্টমী মিসিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৪। কাকুনতলার কাপ
Officer-in-charge,	১৫। Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs. 1916.
Bengal Sectt. Book Depot.	
Do	১৬। Report on the Maritime Trade of Bengal for the Official year 1916—1917.
Do	১৭। Report on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign Colonies. 1916.
Registrar, Calcutta University.	১৮। Calcutta University Minutes, Vol. LIX, Part VIII. 1915.
Do	১৯। Do. Vol. LX, Part IV. 1916.
Do	২০। Do. Senate and Faculties from 19th June to 31st Dec. 1915.
Surveyor General of India.	২১। Survey of India, General Re- port, 1915—16.
Supdt. Govt. Press. U. P.	২২। List of Sanskrit, Jain and Hindi Mss., Sanskrit College. Benares. 1915—16.



উপহারদাতা

উপহৃত পুস্তক

Supdt. Govt. Printing, India.

২৩। Statistical Tables showing for each of the years 1901—'02 to 1915—16, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899—1900 to 1901—'02 with, an Introductory Memorandum.

Do

Do

২৪। Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1917.

২৫। Do. May. 1917.

২৬। Patent Office Journal, April to June, 1917.

Secy. Indian Science Association.

২৭। Report of the Indian Association for the Cultivation of Science. 1915.

২৮। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, vol. III, Pt. I. 1917

২৯। What are the Tantras and Their Significance.

৩০। Origin of the Vajrayana De-vatas.

৩১। A Study in Mantra Shastra.

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের লিখিত “রাম-নিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহার সংক্ষিপ্ত সার পঠিত হইল এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

রামনিধি গুপ্ত-রচিত গীতরত্ন গ্রন্থের বিবরণ ও তাহা কত দূর আশাশীল, তাহার বিচার করা হইয়াছে। গীতরত্ন ১২৪৪ সালে নিধুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। ইহার তৃতীয় সংস্করণ তৎপুত্র অন্নগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গানের অভ্যাস সংগ্রহে যে সকল টপ্পা নিধুবাবুর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তৎসমূহের আলোচনাপূর্বক দেখান হইয়াছে যে, গীতরত্নই নিধুবাবুর টপ্পার আদি ও আশাশীল সংগ্রহ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং নিধু-

বাবুর টঙ্গার বাঙ্গালা স্রীতি-সাহিত্যে স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উক্ত টঙ্গাসমূহের কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা হইয়াছে।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সান্যাল বি, ই মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। পাঠান্তে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুণীলাল বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল ও সভাপতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েক জন প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং স্থির হইল যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয় এই প্রবন্ধের বিষয় কি বলেন, জানিতে পারিলে এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা হইবে। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই,—

১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার “বাঙ্গালা শব্দকোষ” গ্রন্থের কতক অংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আলোচনা করেন। এই আলোচনার উত্তর, কোষকার ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখানই উচিত। অথচ তিনি স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার প্রবন্ধের সেই অসংগতি দেখান হইয়াছে। আরও দেখান হইয়াছে যে, বাঙ্গালার মূল প্রাকৃত—ইহা স্বীকার করা ভিন্ন অস্ত্র উপায় নাই।

৫। নিয়মাবলী-পরিবর্তন প্রস্তাব।—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কার্যনির্বাহক-সমিতি, নিয়মাবলীর ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়মের যে সংশোধিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উপস্থাপিত করিলেন এবং পূর্ব-নিয়ম কি ভাবে ছিল, তাহাও জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, সদস্য-নির্বাহক-সমিতি গত বর্ষশেষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, কার্যনির্বাহক-সমিতি এইরূপ পরিবর্তন সমীচীন বোধে অনুমোদনের জন্ত সভায় উপস্থাপিত করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিশেষ আবশ্যকবোধে এই নিয়মের পরিবর্তন-প্রস্তাব কার্যনির্বাহক-সমিতি আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রস্তাবটি এই,—

বর্তমান ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব,—“১৩ (ক) প্রস্তাবক ও অনুমোদক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৩ (খ) ব্যক্তি-বিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভায় তাঁহার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সভায় নির্বাচন বিবেচিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে না।”

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দের পর পর দুইটি

সংশোধিত প্রস্তাব আনয়ন করেন। উহা বধারীতি সমর্থিত না হওয়ার আলোচিত হইল না। তৎপরে ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩ (ক) নিয়মটি এই ভাবে সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন,—

“কোনও মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবক ও সমর্থক উভয়ের মধ্যে যে কেহ উপস্থিত থাকিলে সদস্য-নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে। সত্তা সেই প্রস্তাব অমুমোদন করিলে প্রস্তাবিত সদস্য সাধারণ-সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবেন।”

ত্রিযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করার সভার অমুমোদনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৩ (খ) ধারাটির পরিবর্তন আলোচনা-কালে ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, “কার্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত ১৩ (খ) নিয়ম সৰ্ব্বদে আমি নিম্নলিখিত সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি। যথা,—“স্থগিত রাখিয়া উহা” এই কয়েকটি শব্দের পর এবং “অব্যবহিত পরবর্তী” এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে, এই কয়েকটি শব্দ সংযোজিত হউক,—“পরবর্তী কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে বিবেচিত হইয়া”।

ত্রিযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। উহা গৃহীত না হইয়া পরিশেষে ১৩ (খ) ধারাটি এই ভাবে ত্রিযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ও ত্রিযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

“১৩ (খ)—ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে সভার উপস্থিত কোন সদস্য আপত্তি করিলে সেই সভার তাঁহার নির্বাচন স্থগিত রাখিয়া অব্যবহিত পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে তাঁহার নির্বাচন বিবেচিত হইবে। এই নির্বাচন ব্যালট দ্বারা সাধিত হইবে। চৈত্র মাসে কোন সদস্য-নির্বাচন হইবে না।”

৬। শোকপ্রকাশ—(১) তার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রায় বাহাদুর ঐশ্বর্য্য ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, “বঙ্গদেশের মুখোজ্জলকারী জ্ঞানসন্ধান, পঞ্জাব চীফ কোর্টের চীফ জুজিস্, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক মাস হইল, পরলোক-গমন করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙালী বঙ্গমাতার নাম উজ্জল করিয়াছেন, স্বর্গীয় তার প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের অন্ততম প্রধান। তাঁহার প্রতিভা, মনীষা ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় সর্বজন-বিদিত। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নয়—বাঙালীর সমস্ত সাহিত্য-সমাজ ও সমগ্র বঙ্গদেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। দেশের ও দেশের, যে সকল সাধারণ হিতকর অমুষ্ঠান তাঁহার জীবনকালে উপস্থিত ছিল, সকলটাতোই তিনি বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ভাবে তাঁহার অল্প শোক প্রকাশ করিতেছেন ও সভার এই শোকপ্রকাশ ও সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার আত্মীয়গণকে প্রেরিত হউক।” প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। (২) সার জর্জ বার্ডউড—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বম্বে গবর্ণমেন্টের অধীনে তিনি একজন উচ্চ

রাজকর্মচারী ছিলেন ; দেশে বাইরাও তিনি ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি বর্ধেই ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ভারতীয় নানা বিষয় সংক্রান্ত, বিশেষতঃ কলাবিজ্ঞা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছি।

(৩) বিকৃতিভূষণ রায় চৌধুরী, (৪) বিজয়কৃষ্ণ দাশ গুপ্ত, (৫) হরিশাধন চট্টোপাধ্যায়—এই কয়েক জন সদস্যের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই তিন জনের বিষয় কয়েকটি কথা জানাইয়া চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়-লিখিত বিজয়কৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও তাঁহারই রচিত একটি শোক-কবিতা পাঠ করিয়া সভাকে স্তনাইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু  
সভাপতি।

## দ্রষ্টব্য

বিগত ১৩১৫ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ মহাশয় পরিষৎকে ১৩ খানি প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে তাঁহার এই উপহার-দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেই পুথিগুলির নামাদি রচয়িতার নাম প্রভৃতি সেই কার্য্যবিবরণে ছাপা হয় নাই। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

- ১। বোস্তা—সেখ সাদী
- ২। সিকান্দরনামা—নিজামী
- ৩। তারাবুস সিবিরান—মহম্মদ মুনীর
- ৪। আবুলফজলের পত্রাবলী—আফজল মহম্মদ সংকলিত
- ৫। বোস্তা ( ১০৯১ হিজরী )—সেখ সাদী
- ৬। হাতেমতাই ও জুব্বাসহওয়ার—আমির আলি
- ৭। মাদায়েমুল্ জওয়াহের—( হিজরী ৬০১ )
- ৮। ইন্সফজুগেখা—মোলানা আমি
- ৯। গোলিস্তা—সেখ সাদীর
- ১০। মিকডাহল আবওয়াব
- ১১। আরবী অভিধান ( অর্থ পারসীতে লিখিত )
- ১২। গোলিস্তা—সেখ সাদীর
- ১৩। সংখ্যক পুথিখানি অভ্যন্তরীণ নথিরা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র  
সহকারী সম্পাদক।

# সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ মন্দির সংস্কারকল্পে সাহায্য

( ১৩২৪, ২৫শে ভাদ্র হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংগৃহীত

ও ২৪শ ২য় সংখ্যা পত্রিকার স্বীকৃতির পর )

১৩২৪। ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত	১২২৩/০
শ্রীযুক্ত রায় ষষ্ঠীজনাথ চৌধুরী	১০০
” শুকদাস চট্টোপাধ্যায়	৫
” পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২
” মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২
” ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	১
	১৩৩৩/০

**ভ্রম-সংশোধন**—ত্রয়োবিংশ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায় পরিষৎ মন্দির সংস্কার-কল্পে চাঁদার তালিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের নামের পরিবর্তে কৃষ্ণবিহারী বসু হইবে।

শ্রীরামকমল সিংহ

## নব-প্রকাশিত পরিষদ গ্রন্থ

১। **ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র)**।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষা, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অম্ববাদ ও বিবৃতি প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় আন্বিক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।—পত্রিকা ৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। অতি চমৎকার কাগজে রয়াল ৮ পেজী আকারে ছাপা। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ২, সাধারণ পক্ষে ২০। ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

২। **সারদামঞ্জলি**।—মুক্তারাম সেন বিরচিত ও মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। চণ্ডীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক অতি অপূর্ণ গ্রন্থ। ভাষা প্রাচীন বটে, কিন্তু অতি প্রাজ্ঞ। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫।

৩। **জ্ঞানসাগর**।—আলী রাজা ওরফে কাম ফকীর-প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি দরবেশী গ্রন্থ, আত্মোপাস্ত্র নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথায় পূর্ণ। ভাষা অতি মনোরম এবং প্রাচীন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৫, সাধারণ পক্ষে ১০।

৪। **শ্রীগোরাঙ্গ-সন্ধ্যাস**।—প্রসিদ্ধ পদকর্তা বাহুদেব ঘোষ-বিরচিত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। যে গোরাঙ্গের সন্ধ্যাস-কাহিনী শুনিয়া অতি বড় পাষণ্ড-জ্ঞদণ্ড বিগলিত হয়, কবি বাহুদেব তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় সেই কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মূল্য—সদস্য পক্ষে ১০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ৫, সাধারণ পক্ষে ১০।

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র শ্রীবৈদ্য প্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে গ্রন্থ। সুচী—স্বপ্ন না হুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যভাব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনশিতা, কে বড়, মায়াপর্ষণ, এক না হই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণভাব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উক্তাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপূরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা।

মূল্য ২৬ ছই টাকা মাত্র।

### ২। কল্প-কথা

সুচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অমুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সুচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগ্যগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেমচন্দ্রনাথ—আচার্য্য মঙ্গলচন্দ্র—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সুচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সুচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির সৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতাব)—আর্য্যজাতি, প্রণয়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এসু কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৬৬ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষ্যে কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসংক্রান্ত সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ ছই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—শুক্রবাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্নওয়ালিস

‘সমসাময়িক ভারত’ কার্যালয়,

বোরাইপুৰ ( পাটনা )

আধুন, ১৩২৪ সাল।

## ‘সাহিত্য-পঞ্জিকা’ বিভাগ

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় বৎসরের “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র প্রেসকপি প্রস্তুত হইতেছে। প্রথম বৎসরে যে সকল অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য আমরা সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(১) গ্রন্থকারগণ অগ্রগ্ৰহ প্রকাশে নিজ নিজ জন্মের তারিখ, জন্মস্থান, বর্তমান ঠিকানা, গ্রন্থের নাম, কি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণের তারিখ, বর্তমান সংস্করণ ও মূল্য জানাইবেন। পরলোকগত কোন গ্রন্থকারের নাম ইত্যাদি প্রথম বৎসরের পঞ্জিকার না থাকিলে তাহাও অগ্রগ্ৰহ করিয়া জানাইবেন। গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে পঞ্জিকা সঙ্কলনের সুবিধা হয়।

(২) দৈনিক ও সাপ্তাহিক পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা প্রকাশের প্রথম তারিখ, স্বাধিকারীদিগের নাম, বাহারা পঞ্জিকা প্রকাশের তারিখ হইতে সম্পাদকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নাম, বাৎসরিক ও প্রতি সংখ্যার মূল্য এবং ঠিকানা জানিয়া বাধিত করিবেন।

(৩) মাসিক ও ত্রৈমাসিক পঞ্জিকা সম্পাদকগণ দ্বিতীয় দফার লিখিত বিবরণ ব্যতীত নিজ নিজ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইবামাত্র আমাকে পাঠাইলে সহজে সাহসঙ্কলন করিয়া “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র দিতে পারি।

যে সকল পঞ্জিকা-সম্পাদকগণ পঞ্জিকা পান নাই, তাহারা আমাকে অগ্রগ্ৰহপূর্বক জানাইলে বাধিত হইবে।

প্ৰথম বৎসরের “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা হইতে লাগিয়াছে। আমার তায় ব্যক্তির পক্ষে প্রতি বৎসর এরূপ ব্যয় সম্ভবপর নহে। বাহাতে “সাহিত্য-পঞ্জিকা” নিজের পায় ঠাড়াইতে পারে, সকলের নিকটেই সে জন্ম সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থকারগণ “সাহিত্য-পঞ্জিকা”র পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিলে তাহাদিগেরও লাভবান হওয়া সম্ভবপর, আমারও ব্যয় সংক্ষেপ হয়। মাসিক ও অত্রান্ত সংবাদপত্র-কগণ বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা দ্বারা পঞ্জিকা-প্রচারের সহায়তা করিলে করিম সাহায্য। নিবেদন ইতি—

গৌরীদেব সঃ

তাঁহার প্রাণোদ্য

১০, শাখা-সভার স

ভবদীয়,

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদার।



## “পুস্পান”

( ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল )

অনমূল্যবান কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের তার স্বচ্ছ ও তুষার-সুত্র। ইহা সম্পূর্ণ বিপাক ও নির্মল। স্নানান্তে মন-প্রাণ প্রসন্ন করিবে। মস্তক ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুবাসার “পুস্পান” পরিচয়। ব্যবহারে মস্তক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

## “পার্ল পাউডার”

( সর্বোৎকৃষ্ট টরলেট পাউডার )

কতিপয় নির্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোহর-গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্মেও ইহা নির্দোষে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের সঙ্গে মাথাইলে খাখাচ হইতে পারে না। শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ১০ আনা।

## “কোল্ড ক্রিম অব্ রোজেস্”

শরৎকালের শেষে হেমস্তের শিশি-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস-খস করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট কাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাথিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাথিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ১০ সাত আনা।

## “এন্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার”

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিখাল প্রবাস দ্বিগুণ সুগন্ধে সুসজ্জিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নৃতন উপাধানে প্রস্তুত, নৃতন ধরণের সুবুগ্ধ কোটা। মূল্য প্রতি কোটা ১০ ছয় আনা।

## “কার্বলিক্ টুথ পাউডার”

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দস্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের তার। মূল্য প্রতি কোটা ১০ তিন আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড,  
কলিকাতা



## The English Works of Mr. Pramathanath Bose

1. "The Illusions of New India"—Price Rs. 3.

"The Book remarkably displays the author's clarity of vision and sober judgment and offers ample food for thought"—

*The Amrita Bazar Patrika.*

2. Epochs of Civilization—Price Rs. 4.

"In his usual simple, perspicuous and pleasant styles Mr. Bose enunciates in this book a theory of Civilization.....which is laid down for the first time in a definite and categorical form, and fully developed and elaborated by the learned and thoughtful writer"—

*The Modern Review.*

3. A History of Hindu Civilization under British Rule— Vols. I and II ( Vol. III. out of print )—Price Rs. 5.

"A very interesting and instructive work written with considerable knowledge and in a liberal and impartial spirit"—*The Times.*

4. "The Root Cause of the Great War"—Price 12 annas.

"Mr. Bose gives a detached and independent view of the root causes of the war...His is a characteristically Hindu view,—

*The Indian Review.*

5. "Essays and Lectures on the Industrial Development of India and other Indian subjects, ( *Second edition, revised* )" —Price Rs. 2.

"The papers reprinted in the volume...display in a remarkable degree wide and accurate knowledge of Indian problems."

*The Hindusthan Review.*

6. Give the People back their own. ( *An open letter to His Excellency the Viceroy and Governor General of India* )—Price 12 annas.

7. "An Eastern View of Western Progress". ( Reprinted from the *Westminster Review* and *East and West* )—Price 12 annas.

**Apply to Messrs. W. Newman & Co**

4, Dalhousie Square, Calcutta.

## যকুৎ, মীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tablets gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা  
ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৮০ দুই  
আনা মাত্র

**প্রাপ্তিস্থান—পরিবহন-কার্যালয়**

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

## চণ্ডীদাসের পদাবলী

“বীরভূমবাসি”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন সুখোপাধ্যায় বিএ মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। বিজ্ঞাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু চণ্ডীদাস খাঁচী বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরে সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ন-সঞ্চিত কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-মাধুর্য্য-রসলোমূপ ভক্ত জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ বিজ্ঞাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তরুণ পরিচুপ্ত হইবেন। মূল্য—সদতপক্ষে ২৯, সাধারণ পক্ষে ৩৮।

## গৌরপদতরঙ্গিনী

সম্পাদক পণ্ডিত ৮জগদ্বন্ধু ভট্ট,—এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সন্থকে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সংকলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠাব্যাপী বহু ভূমিকার ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ ভূমিকার বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘণ্ট আছে। পত্রাক ৫৬৮, মূল্য ২৮ হই টাকা, কিছু দিনের জন্য সকলকেই ১৮ টাকা মূল্যে দেওয়া হইবে। পুস্তক কীটদষ্ট ও ছেঁড়া।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩/১নং অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

১। কুতিবাসী রামায়ণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত। উত্তর ও অবোধ্যাকাণ্ড। মূল্য, সদস্য পক্ষে ৪০, সাধারণ পক্ষে ১৮।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাত্ম্যরত্ন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৬০, সাধারণ পক্ষে ১৪০।

৪। ছুতীখানের মহাত্ম্যরত্ন—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র গেন সম্পাদিত।

৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬। বাহুবলি বোমের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোম সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ৮০।

৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৮০,

- ৯৮। মানিক গাঙ্গুলির ধর্মধ্বজ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ৯৯। ভাগবতাচাৰ্য্যের কৃষ্ণশ্রেণ-তরঙ্গিনী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১০। গৌরপদতরঙ্গিনী—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্ট সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১৪০।
- ১০১। কান্দিগরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১০২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ—সুনন্দী আবহুল করিম সম্পাদিত।
- ১০৩। রামায়ণভঙ্গ—শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব সম্পাদিত।
- ১০৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঞ্জল—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত।
- ১৫। বৌদ্ধধর্ম—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮০।
- ১৬। গীতার দ্বৈতবাদ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত। সদস্য ও সাধারণ পক্ষে ১০।
- ১০৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজগরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৮০।
- ১০৯। নব্য রসায়নী বিজ্ঞা ও তাহার উৎপত্তি—মার্চাৰ্ঘ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রহ্লাদচন্দ্র রায়-প্রণীত। মূল্য ১৮/০।
- ২০। রামরাম বসুর প্রতাপাবিত্য-চরিত—শ্রীযুক্ত নিধিগনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ২১০।
- ১১১। রামাই পণ্ডিতের শ্রুতপুৰাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২২। মিলিন পঞ্জিকা—( মিলিন প্রেস ) শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১১০।
- ১১৩। নরহরি চক্রবর্তীর নবনীপগরিক্রমা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
- ২৪। বিভাগতির পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্ট সম্পাদিত। সদস্য পক্ষে ৩, সাধারণ পক্ষে ৫।
- ২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্ট-প্রণীত। সকলের পক্ষে ২১০।
- ২৬। ঢাকমা জাতির ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। সকলের পক্ষে ৩ টাকা।
- ২৭। করিমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে ১০।
- ১১৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত।
- ১১৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র-লিখিত।
- ১২০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিভাসাগর—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিভাবিনোদ সম্পাদিত।
- ৩১। বিষ্ণুস্মৃতি-পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিভাবিনোদ-সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১৮০।
- ৩২। মারাপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকী প্রণীত। সমস্ত পক্ষে ৮০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। সদন্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১২।

৩৩৪। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী সম্পাদিত।

৩৫। কবি হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। সকলের পক্ষে ১৬।

৩৬। রামানুজাচার্যের শ্রীভাষা—শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাহায়েদাস্ততীর্থ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত। ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদন্ত পক্ষে ২১/০, সাধারণ পক্ষে ৪০/০।

৩৮। বাললা ভাষা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সম্পাদিত। (ক) রাঢ়ের ভাষা, (খ) ব্যাকরণ ও (গ) শব্দকোষ—৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদন্ত পক্ষে ৩৯/০, সাধারণ পক্ষে ৫১।

৩৯। মহিলা ব্রতকথা—শ্রীমতী কিরণবালা দাসী সংকলিত। সদন্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১৬।

৪০। রাসায়নিক পরিভাষা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪১। কবিকুরাণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদন্তপক্ষে ১৬/০, সাধারণ পক্ষে ১১।

৪২। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপরূপচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদন্ত পক্ষে ১২, সাধারণ পক্ষে ১১।

৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১১/০, সাধারণ পক্ষে ১৬/০।

৪৪। অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের হর্গামঙ্গল—স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তকী সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১২।

৪৫। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদন্ত পক্ষে ২৫, সাধারণ পক্ষে ৩০।

৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী—শ্রীযুক্ত মৌলারতন সুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ২০, সাধারণ পক্ষে ৩০।

৪৭। তীর্থ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১৬/০, সাধারণপক্ষ পক্ষে ২০/০।

৪৮। বৃগল্লু—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ৬/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ৬/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

৫০। শব্দকল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে সাধারণ পক্ষে ১১।

৫১। মঙ্গল-মোহনকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডের ৫ অংশ

৫২। মুগলুক-সংবাদ—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১১০।

৫৪। গঙ্গামঙ্গল—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৫৫। বৌদ্ধ গান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ৩।

৫৬। ধর্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ৫০, সাধারণ পক্ষে ১১।

৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।

৫৯। জ্ঞানসাগর—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬০। সায়নামঙ্গল—মুনশী আবদুল করিম দিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১১, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬২। গৌরাঙ্গ-সম্বাস—মুনশী আবদুল করিম সম্পাদিত। মূল্য সদস্য পক্ষে ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

৬৩। ভায়দর্শন (গৌতমসূত্র, ১ম খণ্ড)।—বাংসায়ন ভাষা, বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—সদস্ত পক্ষে ১১০, শাখা-সভার সদস্ত পক্ষে ২১, সাধারণ পক্ষে ২১০।

দ্রষ্টব্য—\*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের তথ্যাদি-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য-পরিষদের বহু আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ৫ বৎসরের পত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে, সদস্তগণের পক্ষে প্রতি বর্ষের-পত্রিকা ১৩০৫ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ১১০ টাকা, সাধারণ পক্ষে ৩১ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩/১ অপার সাহুলার রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে  
পুরস্কারে—এবং—উপহারে  
‘—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—’  
বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

\*  
“বাঙ্গালীর  
হৃদে ও দুঃখে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”



বাঙ্গালার  
পবিত্র বই  
ঠানুদিদির  
থলে

বাঙ্গালার ব্রতকথা

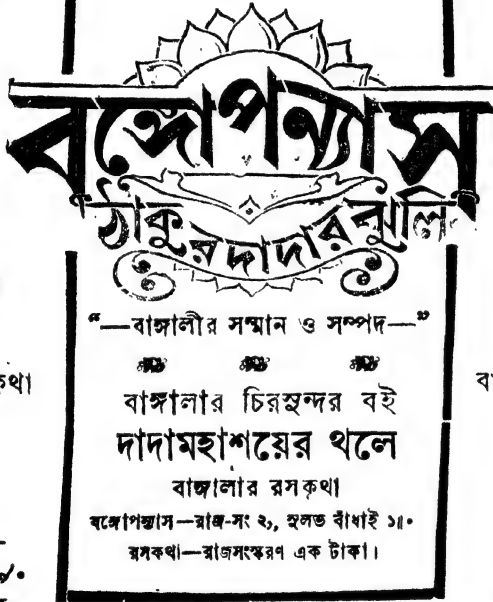
রাজসংস্করণ  
এক টাকা



—অভ্যন্তরীণ—  
খোকা খুসুর খেলা ১০.  
এসর ও রক্তন প্রণীত  
আর্য্য-নারী ১০  
সরল চণ্ডী ১০  
০০০০০০০০

“নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”  
সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গগৌরব



বঙ্গোপন্যাস—রাজ-সং ২, মূল্য বাঁধাই ১০.  
রসকথা—রাজসংস্করণ এক টাকা।

—প্রকাশিত হইতেছে—

“ভারতবর্ষ”—“ইতিহাস-কথা”—“ইতিহাসের গল্প”

—প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাট্টা, এম. এ.



৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা  
এবং

সমগ্র বাঙ্গালীর সকল পুস্তকালয়

\*  
“বিশ্বসাহিত্যে  
বাঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বাঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরদাদার  
বালি

বাঙ্গালার রূপকথা

রাজ সংস্করণ  
এক টাকা



—অভ্যন্তরীণ—  
ছেলেদের উপন্যাস  
চারু হারু ১০  
আমালু বই ১০  
সোণার শৈশব ১০  
০০০০০০০০

“নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”  
সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা \*

প্রদ্যাম্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের সংকলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষকে আমরা নির্দোষ দেখিতে চাই। তাই তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, বিজ্ঞানিধি মহাশয় লেখকের ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারি বিষয়ে আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে,— (১) কোষের শব্দ, (২) বর্ণবিজ্ঞান-রীতি, (৩) নূতন অক্ষর, (৪) ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

### কোষের শব্দ

যোগেশ বাবু বলেন,—“বস্তুতঃ বিভক্তিহীন ষাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।” কথাটি কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাষা রচনা কখনই ছুট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—

ঈশ-ক্ষেত্রে উষর্কুধে মারা গেল মার,

নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার।

এই শ্লোকে ক্ষেত্র (ক্রোধ অর্থে), উষর্কুধ, মার, নাক (স্বর্গ অর্থে), নির্জর—এই কয়টি শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে না। এতদ্ভিন্ন বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার অচল। সংস্কৃত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বাঙ্গালা ভাষার অপ্রচলিত, (২) কেবল লিখিত বাঙ্গালার প্রচলিত, (৩) লিখিত ও কথিত বাঙ্গালার প্রচলিত। প্রথম প্রকারের শব্দের উদাহরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে অপ্রচলিত শব্দ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দের উদাহরণ,—হস্ত, অগ্নি, নীর, অক্ষি ইত্যাদি। এগুলিকে সাধু ভাষার শব্দ বা ‘ভাল কথা’ বলা যাইতে পারে। পাঠশালার ছাত্রকে শুদ্ধ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন,—“বল দেখি, হাতকে সাধু ভাষায় কি বলে?” কিংবা “বল দেখি, হাতের ভাল কথা কি?” বুদ্ধিমান ছাত্র উত্তর করে,—‘হস্ত’, ‘কর’, ‘পাণি’। তৃতীয় প্রকারের শব্দ—জল, কথা, ভাষা, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাদিগকে ‘চলিত কথা’ বলা যায়। ‘অপ্রচলিত শব্দ’ হইতে ‘ভাল কথা’ ও ‘চলিত কথা’গুলিকে পৃথক করিয়া সে গুলিকে,



বাঙ্গালা শব্দ-কোষের গুণি এবং নব্য ও বৈদেশিক লেখকগণের পরিচালনের জন্ত এই কোষবদ্ধ করা আবশ্যিক ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, যোগেশবাবু তাহা করেন নাই। কেবল যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার কোষে স্থান পাইয়াছে।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা বাঙ্গালা ভাষার 'তৎসম' শব্দ সম্বন্ধে। তদন্তর শব্দ-সমূহের মধ্যেও আলোচ্য কোষে বহু শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বারান্তরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। অথচ প্রাদেশিকতা-দোষ-দৃষ্টে বলিয়া যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল না, তাহাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ লিখিতেছেন, তখন আমরা তাহাতে কেবল Standard বাঙ্গালা ভাষার শব্দ দেখিতে চাই। যদি গ্রন্থকার রাঢ়-বিভাষার বা অন্য কোন বিভাষার অভিধান লিখিতেন, তবে এ কথা বলা চলিত না। উদাহরণ-স্বরূপে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আলোচ্য কোষের যত্র-তত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উদা মাদা, উলা বুক, কচটা ধাতু, জাওনা, ঝিলাপী, তকরা, মফাল ধাতু, দাদরা (ণ), মডমা, ফাবড়া, পোস, বাগাল, বাজুরা, বাঙ্গী, বিড় ধাতু, ভাচা, ভাবড়া ধাতু, মানা (নদী পাশের উর্বরা নিম্ন ভূমি অর্থে), কঁধ ধাতু, সকাঁড়ী, সঙর ধাতু, সত্তরি ইত্যাদি। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনার্থ এইগুলি কোষে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহাদের সহিত প্রাদেশিক বা বিভাষা-সূচক সতর্ক-চিহ্ন বা শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যিক ছিল। আলোচ্য কোষে রাঢ়-বিভাষা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্য বিভাষার মাত্র দুই চারিটি শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বলিব, অস্ত্রান্ত বিভাষার প্রতি অস্ত্রায় করা হইয়াছে।

### বর্ণ-বিজ্ঞান-রীতি

যোগেশ বাবু আরবী, পারসী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার অক্ষরান্তরকরণে শ(sh)কার উচ্চারণ স্থানে য লেখা উচিত মনে করেন। যোগেশ বাবুর মতে শএর shরূপে উচ্চারণ—যেমন বাঙ্গালার সাধারণরূপে প্রচলিত আছে—বিকৃত উচ্চারণ মাত্র। শ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—“বাংলাতে উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। বানানে শ কিংবা স থাকিলেও উচ্চারণে প্রায়ই য। যথা, শত—যত, সকল—যকল।” ইহার সপক্ষে যোগেশ বাবু কি প্রমাণ দিবেন, জানি না। আমরা কিন্তু জানি, শু, স্র, স্র, স্র প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণভিন্ন যোগদী প্রাকৃতের ভাষা বাঙ্গালার সর্বত্র শ য স—শ-রূপে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার শ-কার উচ্চারণ প্রকৃতই তালব্য, তাহা শ-এর বিকৃত উচ্চারণ বা মুর্দ্ধান্ত উচ্চারণ নহে।

### নূতন অক্ষর

যোগেশ বাবু বাঙ্গালা কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় বৈজ্ঞানিকতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কয়েকটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালার শকার দুই উচ্চারণ আছে; এক প্রকৃত উচ্চারণ—যেমন অচল, অমন প্রভৃতি শব্দের

প্রথমে। আর এক হ্রস্ব ওকাররূপে উচ্চারণ—যেমন অতিশয়, অমুক প্রভৃতি শব্দের প্রথমে। এই হ্রস্ব ও-কার উচ্চারণ প্রদর্শনের জন্ত একটি অক্ষরের আবশ্যক। এইরূপ একারের এক, এমন, প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রয়োজন। আমি এই বিকৃত ‘এ’র জন্ত ৭ এবং বিকৃত ‘অ’র জন্ত ৩৩ এবং এই ৩৩ যখন কোন বাঞ্ছনমুক্ত থাকিবে, তখন তাহার উপর ৩ এইরূপ চিহ্ন দিবার প্রস্তাব করি। আমার এই প্রস্তাব সাধারণের বিচার-সাপেক্ষ।

### ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

‘তত্ত্ব’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন স্থলে গ্রন্থকার সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কচিং সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে, যখন প্রাকৃত, বাঙ্গালা ভাষার জননী, তখন প্রত্যেক স্থানে (অবশ্য জ্ঞানা থাকিলে) সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতকেও উল্লেখ করা উচিত। ইহাতে ব্যুৎপত্তির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা অনাগ্রাসে বড়া যায়। দৃষ্টান্তরূপ ‘বেল’ (ফুল অর্থে) শব্দের ব্যুৎপত্তি লওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার সংস্কৃত বল্লী বা মল্লিকা হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন। কিন্তু তাহা বস্তুতঃ স. বিচকিল, স. প্রা. বিঅইল, বেইল শব্দ হইতে জাত। প্রাকৃত শব্দ দ্বারা জানা যায়, বেল কখন বল্লী বা মল্লিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। গ্রন্থকার কতকগুলি শব্দের মূল শব্দ উর্হু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উর্হু একটি মিশ্রিত ভাষা, মূল হিন্দীর সহিত আরবী, পারসী ও তুর্কী শব্দ মিশ্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। মূল শব্দ উর্হু না বলিয়া, তাহা হিন্দী, কি তুর্কী, কি অস্ত্র কিছু, তাহা বলা উচিত।

এক্ষণে গ্রন্থকারের প্রদর্শিত যে সমস্ত ব্যুৎপত্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই, তাহা দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে ‘ইতি’ দিয়া আমার প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিব। বিচক্ষণ পাঠক উভয় পক্ষ বিচার করিয়া রায় দিবেন, এই আশিঙ্কন।

**আউল**—স. আকুল, বাতুল। বাউল আকুল, প্রঃ—বাউলকে কহিও লোক হইল আউল (চৈঃ চৈঃ)। ইতি গ্রন্থকার। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বাউল এবং আউল এক অর্থ বোধ হয় না। আউল, বাউল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থ স্থচনা করিতেছে। আরবী আউলিয়া—পীর, সাধু—এই শব্দ হইতে আউল শব্দ নিষ্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে আউলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। তুলনীয়—আং ফকীর, পাং দরবেশ।

**আনাড়ী**(৭) স. অনেড়—মূর্খ কিংবা অনার্য্য হইতে ইতি। কিন্তু উভয় শব্দ হইতে বা. আনাড়ী হইতে পারে না। অনার্য্য হইতে আনারী হইতে পারিত। আনারী হইতে আনাড়ী বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে র স্থানে ড হইবার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। আমার

১। প্রাকৃতে ‘আউল’ শব্দ বহুল প্রচলিত, অর্থ—সাকুল। আরবী ‘আউলিয়া’ হইতে আউল শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ের কারণাভাব।—প. স.।

বিবেচনার আনাড়ী স. অজ্ঞানী, স. প্রা. অপ্রাণী শব্দ হইতে। ণ স্থানে ড এবং ঙ-কারের একত্রে পূর্ব্ব অকারের দীর্ঘ ( যেমন হাং হইতে হাত )। হেমচন্দ্র অজ্ঞানার্থে প্রাকৃত ‘অপ্রাণ’ শব্দ কুমারপালচরিতের ৩।৩৭ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আল্লা ( ফা.। স. অল্লা—পরমদেবতা )। ইতি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ আরবী শব্দ। স. অল্লা মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় বটে, কিন্তু আরবী আল্লাহ্ শব্দ সংস্কৃত হইতে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক।

ইহুদী—( হিব্রু ভাষায় ইহুদী, ইং হিব্রু, জু Hebrew, Jew; হিব্রু হইতে ইহ; জু হইতে দ্বী ) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। হিব্রু ভাষায়—ইব্রী। ইহুদী শব্দ আরবী يهودی = য-হু দ্বী।

উপড় ( স. অবর—অরুশ্রেষ্ঠ; বাং উপর ) ইতি। আমার বিবেচনার সং অবযুক্ত হইতে \*ওমুডঢ়, \*ওমুঢ়, \*উমুড, উপুড়, উপড়া।<sup>১</sup> তুলনীয়—হুমড়ে পড়া।

উলট ( স. উৎ-লুট, লুঠ বা লুঠ ধাতু উল্টাদিকে পরিবর্তন )। ইতি। কিন্তু উলট, স. উপর্ধ্যাত্ত, স. প্রা. \*উবরট্ট, উলট হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব; কিংবা স. পর্য্যাত্ত, স. প্রা. পলট, বা. পালট শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ; যেমন ‘আশপাশ’—এখানে আশ শব্দ পার্শ্ব শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ।<sup>২</sup> ষ্য স্থানে ল হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং পর্য্যায় = প্রাং পল্লায় = বাং পালান; সং পর্য্যাক্ত = প্রাং পল্লক = বাং পালক।

একিদা ( ? ) অপ্রচলিত। ইতি। গ্রন্থকার শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ কিংবা প্রয়োগ কিছুই লেখেন নাই। উহা প্রা. ‘আকিদা’ হইতে উৎপন্ন, অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস। বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত।

কামান—( ই. Cannon )। বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র ( কবিক:)। ইতি। কিন্তু কবিকল্পের সময় ইংরাজী শব্দ হইতে কামান শব্দ আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশে কামানের ব্যবহার বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। ফাং ٧٧٥ কমান হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়াই সম্ভব।

কয়াল—( স. ক্রয় + আল ) ক্রয়কালে তোলিক। ইতি। কিন্তু শব্দটি আ. কয়াল ( অর্থ—যে মাপে ) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ‘কালা’=সে মাপিল, ‘কয়ল’=মাপ।

কল্মা ( আ. ) কোরানের যে অংশে কেশ্বর এক প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি। কিন্তু ‘কল্মা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বাক্য, এবং ক্রত্বার্থ—“লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, মোহাম্মদুহু রাসুল্লাহ” ( আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্ত নাই, মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ) এই মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম-দীক্ষা-বচন।

কাঁকড়া—প্রাচীন বা.তে এবং অজ্ঞাপি প্রা. বা.তে কাঁকড়ী। অন্ন দিনের মধ্যে

১। দেশী প্রাকৃত ‘উমুডিও’=উৎপত্তি:।—প. স.।

২। প্রাকৃতসর্ব্বে ‘উলট’; এই উ ল ট হইতে উ ল ট হইয়া থাকিবে। অর্থ—উৎপত্তি। দেশীবাংলায় ‘অলটপলট’।—প. স.।

কাঁকড়া নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইতি। আমরা (২৪ পরগণার বসিরহাট ও বারাসাত সব ভিভিজনের লোক) চিরকালই কাঁকড়া বলিয়া জানি। কাঁকড়ী শব্দ এই নূতন শব্দনাম।

**খাড়ু**—(সং কঙ্কণ) ...পূর্বকালে খাড়ু, পাদভূষণও হইত। ইতি। আমাদের দেশে (২৪ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে) মলকে খাড়ু বলে এবং এখনও পাদভূষণ আছে। 'খাড়ু' বৈদিক খাণ্ডি: a brooch, bracelet, ring (Apte) শব্দ হইতে নিম্ন হওয়া অধিক সম্ভব।

**খামচ, খামচা** (সং কবল হইতে খামল, খাবল, কবল-সদৃশ অর্থে চা) ...ঈষৎ মুক্ত মুখবিবরের আকার সদৃশ করিয়া বিস্তৃত অঙ্গুলী ইতি। যোগেশ বাবু এখানে অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আ. খ.মসা=পাঁচ অঙ্গুলি, খ.মসু=পাঁচ।

**খাস**—(ফা.) ইতি। খাস. আং।

**খোলদকার** (ফা.) ইতি। গ্রন্থকার কোন অর্থ দেন নাই। ইহার অর্থ ধর্মশূঙ্ক। ইহাদের ব্যবসায় লোকদিগকে দীক্ষিত (মুরীদ) করিয়া অর্থ উপার্জন। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে শক্তি প্রচলিত, এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানের উপাধিও খোলদকার হয়। বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ খোলদকারের কার্য্য করিতেন। তুলনীয়—কাজী উপাধি।

**চাঁচ খাতু** (সং শব্দ খাতু শাতন, ছেদন। সাদ খাতু ভেদে) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পনাজাত। শব্দ খাতু এবং সাদ খাতুর যে অর্থ, চাঁচ খাতুর সে অর্থ নহে। সং তক্ষু হইতে ব্যুৎপন্ন। তুলনীয়—সং প্রা. চচ্ছ, তচ্ছ, সং তক্ষু হইতে। হেমচন্দ্র ৮।৪।১২৪। ওড়িয়ার তাহ খাতু—তচ্ছ হইতে।

**ছত্র**—বা (সং ছটা হইতে) ইতি। আরবী سطر সত্র হইতে ব্যুৎপন্ন। ছটা হইতে উৎপন্ন হইলে ছত্র শব্দের র কোথা হইতে আসিল?

**ছবি**—(২) প্রতিমূর্তি, চিত্র (আধুনিক অর্থ। এই অর্থ পূর্বে ছিল না। চিত্র, পট, আলোখ্য শব্দ থাকিতে এই অর্থান্তর কেন হইল? বোধ হয় ফা. تسوير তসবীর শব্দ-সাদৃশ্যে।) ইতি। বস্তুতঃ আ. شبیه শবীহ্ (অর্থ—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্তি, ছবি) শব্দ হইতে আগত।

**ছয়লাপ**—(সং সুপ্লাবিত) ইতি। গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। আরবী سيل সরল (অর্থ প্রাবন)+ফা. آب আব (অর্থ জল)=ফাং সরলাব (জলপ্রাবন অর্থ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন।

**ছাড়ু**...খাতু (সং উৎসারি খাতু পুরীকরণে) ইতি। পশ্চিমবঙ্গে সং র হইতে ড় হইবার দৃষ্টান্ত নাই। হেমচন্দ্র বলেন,—মুচ্ খাতু স্থানে সং প্রা.তে ছড়ু আদেশ হয় (হেম ৮।৪।১১)। Dr. E. Müller তাঁহার পালী ব্যাকরণে বলিতেছেন,—ছড়তি=ছাড় to throw away

১। 'কড়', 'কড়া' বোধ হয় প্রা. কড় অ শব্দজাত। খাড়ু—প্রা. খড়ু অ।—পং সং।

২। 'খামচ' শব্দ তুলনীয়। সং চমস।—পং সং।

৩। প্রা. চচ্ছ; 'চচ্ছই তচ্ছতি'—দেবীমামালা।—পং সং।

also spelt ছড্‌ট, জাতক, ১২৭৭; তাঁহার মতে স. ছদ্‌ খাতু হইতে পালী ও স. প্রো. ছড্‌ খাতু নিম্নর হইয়াছে। এই ছড্‌ খাতু হইতে আমাদের ছাড্‌ খাতু। স.তে ছদ্‌ খাতু বমনে।

**জঙ্গল**—(স. নির্জনস্থান) ইতি। ফা. জঙ্গল শব্দের অর্থ বাগ্‌লার সমূহ। বা. শব্দ ফার্সী হইতে আগত কি না, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

**জম খাতু** (স. বম খাতু বন্ধনে, যোজনে) ইতি। আরবী জমা' جمع (মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া) হইতে ব্যুৎপন্ন। 'সে মাল জমা করিল বা জমাইল'—ইহার আ. হইবে—جَمَعْتُ جَمْعًا জম'আ মালান্। স. বম খাতুর অর্থ এখানে স্তম্ভ হয় না।

**জাহাঁবাজ**... (আং জেহন—বুদ্ধি) তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কুটবুদ্ধি। ইতি। ফা. جهان-باز জহান-বাজ.=জহান্, জহাঁ (পৃথিবী)+বাজ্. (ক্রীড়ক), যে পৃথিবী লইয়া খেলা করে, বাহাদুর। বা.তে এই অর্থ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা কুটবুদ্ধি নহে।

**জেরা** (আ. জ.রা—অস্বীকার) ইতি। আ. جرح জেরাহ্ বিদীর্ণ করণ, Dissection; বা. অর্থে আরবীরও প্রয়োগ আছে।

**জোক, জোক** (স. যুক) ইতি। স. জলোকা: শব্দ হইতে নিম্নর।

**জোরার, জুয়ার** (স. উর্জ-জু, স. বার—জল, জুবার—উচ্চ জল) ইতি। উর্জবার শব্দ সংগত আছে বলিয়া অবগত নহি। V. S. Apte র সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে উর্জবার শব্দ পাইলাম না। উর্জ স্থানে জু হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। স. জর শব্দের যোগকৃত অর্থ হইতে বা. জোরার অর্থ হইতে পারে। নদীর জোরার একরূপ নদীর জর বটে।

**ডেড়, দেড়** (স. সাধে'ক। অধ্যা'ধ, ধা'ধ—তেড় দেড়। কিংবা সাধ'—অধ'—দেড়) ইতি। বোগেশ বারু ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চিত। সাধে'ক কিংবা সাধ' হইতে দেড়, ডেড় আসিতে পারে না। অধ্যা'ধ হইতে অ-গোপে ধা'ধ, তাহা হইতে দেড়, ডেড়।

**ঝুণা**—গ. (স. ঝুণি—পূর্ণবিশেষ—মে:) ইতি। স. জীর্ণ, স. প্রো. জুণ হইতে ঝুণা ও ঝুণি উভয় শব্দ আসি অধিক সম্ভব। আমাদেরিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক স.তে অনেক স. প্রো. শব্দ লক্ষ্যবশত হইয়াছে। প্রমাণ—স. প্রো. পুস্তল, স. পুস্তল; পালী নাপিত, স. নাপরিতা; পালী সেকালিকা, সং শ্রীফলিকা ইত্যাদি। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

**টিপী**—(স. বীপ) ইতি। স. স্তূপী হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব।

**ঢের**—(স. অধিক? তুরি?) ইতি। শব্দটি যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে স. অধি: শব্দ

কল্পনা করিতে হইবে। পশতু ভাষায় কিন্তু 'ডের' শব্দ অধিকার্থে প্রচলিত আছে। ডের শব্দ কি পাঠানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ?

তরে (সং তু ধাতু তরণ, অতিক্রমণ হইতে) ইতি। সং প্রাণ তণেণ, বধা—“তাদর্থ্যে কেহিং-তেহিং-রেদি-রেনিং—তণেণাঃ।” হেমচন্দ্র ৮৪৪২৫। সং প্রাণ প্রমাণে সং তনেন, তন শব্দের ওয়ার একবচনে। এই ‘তন’ কোথা হইতে আসিল ? সংতে সায়ং, চিরং, প্রাহে, প্রগে এবং কালবাচি অব্যয় শব্দের উত্তর তন প্রত্যয় হয়। এই তন প্রত্যয়ের বিস্তৃতি দ্বারা সং প্রাণতে তণেণ এবং বাণ ‘তরে’ হইয়াছে। ‘তরে’র একর তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যেমন, আমার জ্ঞাত্ত তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মজ্জত কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি, আমার তরে তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মজ্জন কার্য্য করিয়াছেন। বিভক্তির বিস্তৃতি ভাষাপরিবর্তনের একটি কারণ। তু ধাতু হইতে তরিয়া, তরি কিংবা বাণ প্রাকৃতে ত’রে হইতে পারিত, তরে হইবে না। তু লাগিয়া—লাগি—লেগে।

তাক্...(উহু) ইতি। বস্তুতঃ আণ طاق তাক্। উদু মিশ্রিত ভাষা। ব্যুৎপত্তি নির্দেশে উদু বলিলে চলিবে না।

তোকমারি (হিণ্য নাম) ইতি। ফাণ تكم زيجان তোখ্-মে রয়হান্ শব্দের সংক্ষেপে তোকমারি। তোখ্-স্=বীজ। রয়হান্—তুলসী জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

থলৌ—(সং স্থলী, স্থালী) ইতি। কিন্তু সং ঠারা যে অর্থ স্মৃতিত হয়, বাণ থলৌ কি সেই অর্থ ? আণ তহবীল শব্দজাত। তহবীল=থল্লল=থলী।

দ, দহ=(সং দর—গর্ত্ত। দর—দঅ—দহ) ইতি। ষোগেশ বাবু যে প্রাণালীক্রমে দর স্থানে দহ করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে, না। সং হ্রদ=হদ=সং প্রাণ দহ, বর্ণ-বিপর্যায় দ্বারা।<sup>১</sup> হেমচন্দ্র ৮২৮০, ১২৫। ১০।

দোকান—(ফাণ দুকান) ইতি। আণ দুকান শব্দজাত।

নবাৎ (সং নৈবেত্ত হইতে) ইতি। নৈবেত্ত শব্দের যে অর্থ, নবাৎ শব্দের কি সেই অর্থ ? আণ نبات নবাত হইতে উৎপন্ন।

নান্তা নাবুদ (ন+বুদ=সং ন বর্ত্ততে) ইতি। পাং ন বুদ=ন ভূতঃ।

নিছক (হিণ্য নিছকা। সং নিসর্গজ) ইতি। আণ لا شى লা শকা।

পইতা, পৈতা (সং পবিজ) ইতি। পবিজ শব্দের পৈতা অর্থ সংতে আছে কি ? উপরীত হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব। উপরীত=\*পরীত=\*পোইত=পইতা।<sup>২</sup> সং

১। সম্ভবতঃ নিমিত্তার্থক ‘অস্তর’ শব্দ হইতে।—পং সং।

২। প্রাণ ‘দহ’ এবং ‘দহ’।—পং সং।

৩। প্রাণ ‘পবিজ্ঞ’ (পবিজ্ঞক) হইতে প ই তা আসি সহজ। সং উপ=প্রাণতে উত্ত; ‘পইতা’ কথায় ‘প’ বিজ্ঞমান।—পং সং।

উপ স্থানে উলোপে প হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং উপবসথ = প্রাং পোমহ ; সং উপানহো = প্রাং পাহণাও ।

**পিয়াজ**—পিয়াজ-পরজার ( পিয়াজ—প্যাজ—পাছুকা । অতএব সহচর শব্দ ) । পাছুকা প্রহার । ইতি । পাছুকা হইতে পেয়াজ শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য । পেয়াজ পলাতু অর্থেই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে । কোন হিন্দুকে জোর করিয়া পেয়াজ খাওয়ান এবং তৎপরে পাছুকা প্রহার করা যেমন । তাহার পেয়াজ পরজার দুইই হইয়াছে = তাহার অপমান ও দণ্ড উভয়ই হইয়াছে । তুলনা কর—add insult to injury.

**পলক** ( স. পল ) ইত্যাদি । গ্রন্থকার এখানে অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন । ফা. পলক হইতে ব্যুৎপন্ন ।

**পাগল** (সং) ইতি । অর্ধাচীন সংস্কৃতে পাগল শব্দ পাওয়া যায় । কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি কি ? বস্তুতঃ সং প্রগলভ, সং প্রাং পাগল সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে ।

**পাজী** ( হি. । স. পদ্ম বা পজ্জ—শূদ্র ? ) ইতি । ফা. পাজী <sup>پاجی</sup> ; ই. ড্যাম, রাফেল শব্দের ভার ফা. গালীও বা. ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল ।

**পিরান** ( উর্দু ) ইতি । ফা. পীরাহন ।<sup>۱</sup> সং প্রাং পরিহাণ হইতে পিরান হওয়া সম্ভব ; কিন্তু পরিহাণের অর্থ কি পিরান ? পোষাক-পরিচ্ছদ সঞ্চয়ী অধিকাংশ শব্দ আং কিংবা পারসী । এই জন্য পিরান শব্দ পারসী হইতে আসাই বেশী সম্ভব ।

**পুড় ধাতু** ( স. পুট ধাতু হইতে ) ইতি । স. পুট ধাতুর দাহার্থ হয় না । স. প্র-দহ ধাতু হইতে সং প্রাং পড়হ, তাহা হইতে পোড়, পুড় ।

**পুলিপিনাং**—ব্য (পোর্ট বেয়ার হইতে পুলি, ও পিনাং শহরের নাম হইতে) বীপান্তর । ইতি । পোর্ট বেয়ার হইতে পুলি কিরূপে হইল, বুঝিতে পারিলাম না । বস্তুতঃ Pulo Penang পুলো পিনাং নামক দ্বীপ, বাহা মালাক্কা-প্রাণালীর ( Straits of Malacca ) মুখে অবস্থিত । পূর্বে এই স্থানে দ্বীপান্তরিত করা হইত । তাহা হইতে ক্রতাবে দ্বীপান্তর । মালয় ভাষায় পুলো শব্দের অর্থ দ্বীপ ।<sup>২</sup>

**ফুপা** ( হি. ফুপফা । স. পপু—ধাত্রী—শব্দকল্পঃ ) শিশু । জী. ফুপী—শিশু । ( মুসলমানী ভাষায় ) । ইতি । স. পিচ্ছলা হইতে সং প্রাং পুপফা, পুপ্ফিআ ; তাহা হইতে •পুপফা, ফুপফা, ফুফা । স. প্রাং শব্দ হেমচন্দ্রের দেশী নামমালা এবং পাইঅলজীতে ( প্রাকৃতভাষ্য ) আছে । জী.তে ফুফু, ফুপী হয় ।

**ফুফু**—ধাত্রী । মুসলমানী ভাষায় । ইতি । মুসলমানী ভাষায় ‘ফুফু’ ফুপা শব্দের জী । তাহার অর্থ ধাত্রী নহে ।

১। প্রাং ‘পরিহাণ’ ( পরিধান ) হইতে ।—প. স. ।

২। পুলো-পেনাঙ অর্থে হুপারীদ্বীপ । পেনাঙ সহরে হিন্দু কয়েদীদের স্থাপিত বিকুশলির এখনও বিদ্যমান আছে ।—প. স. ।

ফের...ব্য. (উর্জ্জ্বল) ইতি। উর্জ্জ্বলিবে ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় না। স. পুনর্ শব্দজাত।

বই, বহি—ব্য ( আং বহী—ঈশ্বরের বাণী। তুং স. বেদ, ই. The Book। কোরান ঈশ্বরের বাণী। ইহা হইতে )। ইতি। এই ব্যাপ্তি কষ্টকল্পনা-সাধ্য। আ.তে বহী অর্থে Revelation, প্রত্যাদেশ, ইহা পুস্তক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। পুস্তক শব্দের আ. কিতাব। কুরআন-কে আল্ কিতাব The Book বলা হয়। স্বরণ রাখা উচিত যে, আ. শব্দগুলি কা., তৎপরে উর্জ্জ্বল মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আ. কিংবা উর্জ্জ্বল অন্তর্ভুক্ত 'বহী' শব্দের পুস্তক অর্থ নাই। স. পুস্তী, স. প্রা. পোখী, তাহা হইতে \*পোখী, \*বোহি, বহি, বই।

বড়—প ( সং বৃদ্ধ হইতে বড়—বড় ) ইতি। বৃদ্ধ হইতে বড়, তাহা হইতে বড়, বড় হইতে পারে। বিদ্য বর্ণের একীভাবে পূর্ব অকারের বৃদ্ধি, ইহা অব্যতিচারে নিয়ম। স. বৃহৎ, পালী ব্রহ্ম, তাহা হইতে \* বর্হা, \*বঢ়া, বড়া, বড়।<sup>১</sup>

বাটী—ব্য ( সং বট, বাট হইতে ) ইতি। স. পাত্রী হইতে \*পট্টা; \*বট্ট, বাটী।

বাণি, বানি—ব্য ( সং বাণি—বজ্রবপন ) ইতি। নির্মাণ-মূল্য।

বানী—ধাতু ( সং বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্দেশ্যে ) বানাই—নির্মাণ করি ইত্যাদি। ইতি। এই তিনটি শব্দ আ. বনা, সে নির্মাণ করিল ( বানী নির্মাণকর্তা ) শব্দ হইতে আসিয়াছে।  
তু.—ও. হি. বনা।

বাহবা—ব্য। ইতি। ফা. বাহ্ বাহ্ শব্দ হইতে। তুলনীয়—ফা. শাবাশ্।

বেটা—ব্য ( স. বীত—প্রমত্ত ) ইতি। স. পুত্র হইতে \*পুট্ট, \*বুট্ট, বিট্ট, \*বিটা, বেটা। বিট্ট শব্দ প্রাকৃতলক্ষণের টাকায় পাওয়া যায়।<sup>২</sup> 'বীতে'র ত স্থানে ট হইবার কারণ নাই।

বেলী, বেলা, বেল—ব্য ( \* \* \* বুলী হইতে, কি মল্লিকা হইতে বাৎ বেলী, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় মল্লিকা হইতে )। ইতি। স. বিচকিল, স. প্রা. বেইল, \*বেল, বেল, বেলা। বেইল শব্দ হেমচন্দ্রে পাওয়া যায়।

বেহারা—প ( স. বিহী+বা. ইয়া। ও. বেহয় ) ইতি। ফা. বে ( নঞার্থক )+ আ. ইয়া ( লজ্জা )=বেহরা শব্দজাত।

বৈরী—ব্য ( স. বৈরিন্, হি. বৈরি ) ইতি। আ. বহ্ৰী ( সামুদ্রিক ) শব্দজাত। সমুদ্রের ধারে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই নাম।

পন—প্রত্যয় ( স. পণ—ব্যবহার )। ইতি। স. স্ব প্রত্যয়ের অনুরূপ বৈদিক ঘন প্রত্যয়, তাহা হইতে অপভ্রংশ প্রাকৃত গ্ণ, তাহা হইতে বা. পন। স্ব-তলোঃ গ্ণঃ। হেম, ৮।৪।৪৩৭।

১। 'বড়ো মহান'—দেবীনামমালা।—প. স.।

২। সিদ্ধিতে পুত্র শব্দের প্রতিরূপ পুট্ট শব্দ আছে।—প. স.।



**ভিস্তি**—( স. ভক্তা ) ইতি । ফা. বেহেশতী—স্বর্গীয়, জল দান করে বলিয়া । তু.—  
মেথর = ফা. মেহতর = শ্রেষ্ঠ ।

**মণ, মন** ( স. মান হইতে ? স. মন, মণ—শব্দসারঃ ; আ. মন ) ইতি । লাতিন মিনা (minn). গ্রীক মিনা (mna), ফিনসীয় মানহ, আ. মন্, ফা. মন । তাত্ত্বিকের ৪০ সেরে এক মন হয় । ফা. মন হইতে বা. মন আসিয়াছে ।

**ফরাসী** ( ইং ফ্রান্স হইতে ) ইতি । ফ্রেঞ্চ Français হইতে ।

**ফারিসী** ( ইং Frank হইতে &c. ) ইতি । ফা. ফরাসী হইতে ।

**মর্ম্মর** ( ইং marble হইতে ? ) ইতি । আ. মন্ মন্ হইতে । শব্দ মর্ম্মর = ফা. ও  
আ. সজ ( প্রস্তর )-ই-মর্ম্মর ।

**মাকু** ( স. মল্লিক—আশ্বে । মল্ল খাতু ধারণে ইত্যাদি ) ইতি । ফা. মাকু শব্দজাত ।

**মিছর, মিছরী** ( স. মিশ্র দেশ হইতে ? আ. ) । ইতি । ফা. মিসরী হইতে ।  
মিসরী শব্দের যৌগিক অর্থ মিসর দেশজাত । তাহা হইতে যৌগরূঢ় অর্থ মিছরী । তু.—  
চিন, চীনদেশ হইতে \* কেবল মিসর দেশে মিছরী পাওয়া যায়, তাহার আশ্রয় থা,  
সাদী, খৃষ্টীয় ১৩শ শতক )—ব দিল্ গোয়ত্ম ইত্যাদি—আমি মনে মনে বলিলাম, লোকে  
মিসর হইতে মিছর ( কল ) লইয়া এই স্থানে আসিয়া বজ্রগণকে উপহার দেয় । যদিও  
আমার হাত সেই মিছর হইতে খালি, তথাপি আমার মিছর হইতে মিষ্টতর বাক্য আছে ।  
( বৃত্তা ) ।

**হাকিক** ( ১৪শ শতক )—প্রিয়তমের অধরের মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

قدم راج مضر طلب مي كند بت

আমি বলিলাম, তোমার অধর মিসরের রাজনা তলব করে । ( দাবান ) । এই শ্লোকার্কে  
মিসরের রাজনা অর্থে মিসরজাত মিছরী বুঝাইতেছে ।

**রক, রোযাক** ( স. রুডিকা ) ইতি । আ. رواق রবাক্ ।

**লেপ** স. লিপ্ত হইতে ; ইতি । আ. লিহাক ।

**লোচা** ( স. লুচ ? বোধ হয় স. লস খাতু হইতে ) ইতি । আ. লিস ( চোর )  
হইতে কিংবা স. লম্পট হইতে ।

১। Français—উচ্চারণ ফ্রান্সে । আরবী ও ফারসী فرانسى ফরান্সী, فرانس فرান্স হইতে  
আসাই সম্ভব ।—পৃ. ১০ ।

২। ইউরোপীয় = ফ্র Frank ( জাতি, Teuton জাতির শাখা, ফ্রাঙ্ক উপনিবৃত্ত ) \* দক্ষিণ ইউরোপের  
( ইটালী, ফ্রাঙ্ক, জার্মানী, স্পেন, গ্রেট-ব্রিটেন ) অধিবাসী অর্থে তুর্কী ও আরবগণে فرنگ = ফ্রাঙ্ক = ফরঙ্ক, ফরঙ্ক, ফরঙ্ক, প্রভৃতি । তাহা হইতে ফার্সী, ও ফা. হইতে হিন্দী ফারাসী, বা. ফারসি ( তু.  
বিলাতী = বিলতি ) ।—পৃ. ১০ ।

৩। পালি 'মজ্জী,' স. মজ্জতী ।—পৃ. ১০ ।

শালগম ( শালগ্রাম হইতে ) ইতি । কা० শল্গম হইতে ।

শিরনো, শির্নো ( কা० শীর । সং কীর ) ইতি । কা० শীবোনো ( মিষ্ট ) শব্দজাত ।

শের ( স० শরৎ—শর হইতে ) ইতি । কা० সের । ৪০ সেরে তাম্রিজের এক মন হয় ।

ষাণ ( সং পাষণ ) ইতি । আ० স্হ্ণ ।

সাবান, সাবাৎ ( ক্রাসী Savon ) ইতি । আ० সাব্বন-শব্দজাত ।

সাগনে ( স० সমুদ্র হইতে উদ্ভূতি-সাম্না ) ইতি । স० সমুদ্রীন হইতে ।

সালন ( সং সলয়ণ ? হি० । শালন—বৈজ্ঞকে ) ইতি । কা० সালন ।

সিপী, সিপ ( স० সাপ—বজ্রার্থে নৌকাকার পাত্র । স० প্রা० সিপ্পী ) ইতি । স० গুজ্জি শব্দ হইতে স० প্রা० সিপ্পী হয় ।

সোনায়ুখী ( আ० সোনা । ইত্যাদি ) ইতি । আ० কা० সোনাএ দকী ( দকাজাত সোনা-র ) শব্দজাত । তুং—আলু বোখারা, ধোঁরাসানী বমানী ইত্যাদি ।

হদ্ হদ্ ( হি० । বোধ হয় হি० Hoopoo হইতে ) ইতি । আ० হদ্ হদ্ ।

হেট, হেঠ ( সং অধঃ ) ইতি । স० অধস্তাৎ । তাহা হইতে সং প্রাং হেট্ট । অধঃস্থল হইতে প্রাং হেট্ট হইত ।

ওলন্দাজ ( ইং Holland-Dutch ) ইতি । ফ্রেন্স Hollandaise ( H অনুচ্চারিত ) শব্দজাত ।

এলেমান—এ ( আং আলেমান ) । শিক্ত । ইতি । এলেমান ফ্রেন্স A'l mande ( উচ্চারণ—আল্‌মান ) শব্দজাত । অর্থ—জার্মান ভাষা ।

প্রায় সমস্ত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া ভ্রম ক্রটি আবিষ্কার করা সম্ভব কথা নহে । উপরে যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ক্রটি দেখান গিয়াছে, তাহা বাতীত অজ্ঞাত শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও ভ্রম থাকিতে পারে । হয় ত সেগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে । আশা করি, অধীষ্মদ পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই সমালোচনার আলোচনা করিবেন । অলমতিবিস্তরণে ।

নমু বক্তৃ-বিশেষনিম্নহা গুণগুণা বচনে বিপশ্চিতঃ ।

মোহম্মদ শহীজুমাহ্,

১। আরবী 'সাব্বন' ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত । মূল শব্দটি টিউটনিয় ভাষায় ; ই० sap=বুদ্ধ-নির্ধাষ এই শব্দ হইতে জাত । রোমানেরা এই শব্দ গ্রহণ করে ; রোমানদের ভাষা লাটিনে ইহার রূপ sapo, sapon ; তাহা হইতে ক্রাসীর savon, এবং সম্ভবতঃ ক্রাসী হইতেই আরবী ও বা-তে শব্দটি গ্রহণ লাভ করিয়াছে । প० স० ।

২। প্রা० 'হেট্ট', অধঃস্থল ।—পঃ মঃ ।



## অকার-তত্ত্ব

ভগবান্ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার একটি নাম বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক। আমাদের শাস্ত্রে অকার বিষ্ণুকে বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতার (১০-৩৩) বলিয়াছেন, “অক্ষরাণাম্ অকারোহস্মি,” অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ কার। ইহা অতি সঙ্গত; কারণ, যদি কোনো একটি মাত্র অক্ষরে তাৎপর্য ব্যাপক ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে অকার ছাড়া আর কিছু নাই। ঋতিতে (পুৰোক্ত গীতা-শ্লোকের শ্রীধরাদি-কৃত ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য) ঠিকই বলা হইয়াছে, “অকারো বৈ সর্বা বাক্য।”—অকারই সমস্ত বাক্য। বস্তুত শব্দ-রাজ্যে অকারের ভায় ব্যাপক স্বর নাই। ইকার ও উকার ছাড়া এমন কোনো শব্দ নাই, যেখানে কোনো-না-কোনো রূপে অকার না আছে। অ, ই, উ, এই তিনটি মূল স্বর। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে অকারকেই প্রথম উচ্চারণ করিয়া শব্দশাস্ত্রজেরাঃ অপ্রস্তু দুইটি স্বর অপেক্ষা ইহার এই গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ণমালায় ইহাকে অগ্রে উচ্চারণ করিবার আরো এক কারণ আছে। শরীরের ভিতরে কোষ্ঠস্থ বায়ু মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সম্বর বায়ুস্তরের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। ঐ বায়ু কণ্ঠে আহত হইলে অ, তালুতে আহত হইলে ই, এবং ওষ্ঠে আহত হইলে উ হয়। কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ, এই তিন স্থানের মধ্যে কোষ্ঠস্থ বায়ু বহিনির্গমনের সম্বর প্রথমে কণ্ঠে, পরে তালুতে এবং সর্বশেষে ওষ্ঠে গিয়া লাগে, এবং সেই ক্রমে অ, ই, উ, এই তিনটি ধ্বনি হয়। এই জন্ত স্বরবর্ণের প্রথমেই অকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্ততঃ ক্রমভঙ্গ হইত।

তাল, এই অকারের আসল উচ্চারণটা কিরূপ? আমার কোনো নব্য শ্রোতা শুনিয়া বলিতে পারেন যে, এ আবার কিরূপ প্রশ্ন, অকারের উচ্চারণ ত সকলেরই জানা আছে! আমি তাঁহাকে বলিব, আমরা যেক্রমে ইহাকে উচ্চারণ করি, তাহা আমাদের বাড়ীলা ভাবায় ঠিক হইলেও মূলত তাহা ঠিক নহে। ই—ঈ, উ—ঊ, এখানে ই’র দীর্ঘ ঈ, ও উ’র দীর্ঘ ঊ, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে, এইরূপ অ’র দীর্ঘ অঃ, ইহাই হওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু আমরা অ’র দীর্ঘ অঃ না করিয়া, করি আ। ইহা হইতে পারে না। মণি+ইন্দ্র, এখানে উপস্থাপিত দুইটি ইকার একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই ঐ ই-ধ্বনি মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই আমরা পৃথক্-পৃথক্ দুইটা ই না লিখিয়া একটা দীর্ঘ ই (অর্থাৎ ঈ) লিখি সুবিধার জন্ত। ব্যাকরণে ইহাকেই সঙ্গি বলা হয়। এখন যদি অ’রই দীর্ঘ আ হয়, তাহা হইলে,

১। ভারতীয়, ইরানীয়, সাত্তানিক, কেলটিক, হেলেনিক, ইটালিক, টিউটনিক ও সেমিটিক ভাষাসমূহের বর্ণমালায় প্রথমেই অকার আছে।

২। অর্থাৎ দীর্ঘ অঃ। বাড়ীলার দীর্ঘ অঃ পুচ্চনার জন্ত আমি এইরূপ (অঃ) বর্ণ লিখিতে প্রস্তাব করিয়াছি। পরে প্রকাশ্য বাড়ীলার স্বর বর্ণ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অ'র পর আর একটা অ লিখিয়া একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে পূর্বের স্থায় আ-ধ্বনি পাওয়া উচিত ; কিন্তু তাহা আমরা পাই না । পরীক্ষা করা যাউক । ত ব+অ ধী ন, এখানে বতই দ্রুত করিয়া বা বেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে, ( অবশ্য আমাদের বাঙালয় প্রচলিত উচ্চারণ রক্ষা করিয়া ) ঐ অকার দুইটা উচ্চারণ করা যাউক না, আমরা আ-ধ্বনি বা আকার শুনিতে পাই না ; বাহা পাই, তাহা অ'রই দীর্ঘ । কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিদেরা বলেন, ঐ অ দুইটা মিলিলে আ-ধ্বনি শুনা যাইবে । তবে এখানে কি বলিতে হইবে ? ইহাই বলিতে হইবে যে, আমরা অকারের যে উচ্চারণ করি, তাহা অবিকৃত নহে, বিকৃত । আচ্ছা, তবে তাহার অবিকৃত উচ্চারণটি কি ? প্রথমত অনুমান করিয়া বুঝুন । ত ব+অ ধী ন = ত বা ধী ন, এখানে সন্ধিবোগা অকার দুইটার একরূপ একটা ধ্বনি থাকি চাই, বাহাতে ঐ দুইটাকে পরে পরে দ্রুত উচ্চারণ করিলে একটা দীর্ঘ ধ্বনি হইয়া আকার-রূপে আমাদের শ্রবণ-গোচর হয় । যেখানে দুইটা হ্রস্ব স্বর মিলিয়া একটা দীর্ঘ ই ( ঐ ) হয়, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা যেমন হ্রস্ব ই ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ দুইটা হ্রস্ব স্বরকে মিলাইয়া যেখানে আমরা দীর্ঘ আ পাইতেছি, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা হ্রস্ব আ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং ইহাই অকারের মূল অবিকৃত উচ্চারণ । হ্রস্ব আকারও বা, আর অকারের মূল উচ্চারণও তা, ইহার মধ্যে কোনো ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না ।

অকারের উচ্চারণে অতি বহু পূর্বেই গোলমাল হইয়াছে, আমরা ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব । অকার দুই প্রকারে উচ্চারিত হয় ; গলার ফাঁকটা ( গলবিবর ) সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া, আর তাহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বা খুলিয়া । আ উচ্চারণ করিলে আমাদের গলার ফাঁকটা যে ভাবে থাকে, যদি ঐ ভাবে অ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ঠিক হয়, এবং ঐ অকারের সহিত আকারের মিল থাকে । ভারতের প্রাদেশিক বহু অর্থাৎ ও প্রাবৃত্ত ভাষার অকারের এইরূপ উচ্চারণ আছে, পরে আমরা ইহার আবার উল্লেখ করিব । বাঙালার ইহার প্রধানত দুইটা উচ্চারণ আছে ; ষ ট ও ষ টী শব্দের অকারের উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন । ষ ট শব্দের স্বকার-স্থিত অকার, আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণের সময় অকার বেরূপ উচ্চারিত হয়, তেমনই উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু ষ টী শব্দের স্বকারে হ্রস্বতম ওকার রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় । ষ ট ও উচ্চারণ করিবার সময় আমরা স্বকার-স্থিত অকারকে সংবৃত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, উহাতেও ওকারের একটু আমেজ আছে, যেমন ইংরাজী not, hot শব্দে o বর্ণে, কিন্তু ষ টী র স্বকারে তাহা আরো বেশী বুঝা যায় ।

পাণিনির সময় যে, অকারের বিকৃত উচ্চারণ খুবই প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার ব্যাকরণের সর্বশেষ সূত্র (৮-৪-৩৮) দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন । সূত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের পদ-সাধনের সময় ( প্র ক্রিয়া র ) ধরিয়া লইতে হইবে যে, অকার বিবৃত অর্থাৎ গলার ফাঁকে থোলা রাখিয়া উচ্চারিত, কিন্তু ব্যবহারের সময় ( প্র যোগে ) মনে করিতে হইবে, তাহা সংবৃত

অর্থাৎ গলার কাঁককে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারিত।<sup>১</sup> প্রাতিশাখ্যসমূহেও<sup>২</sup> এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সংকৃত উচ্চারণ হইতে ক্রমশ ইহার ওকারেব্ভাৱ উচ্চারণ আনিয়া পড়ে। গ্রীক শব্দসমূহ সংস্কৃতে ও ভারতীয় শব্দসমূহ গ্রীকে যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাগতে তাহাদের কতকগুলি দেখিলে মনে হয়, এখানকার অ গ্রীকদের কানে ও, এবং তাহাদের অ এখানকার কানে আ বলিয়া ঠেকিয়াছে।<sup>৩</sup> চ হ্রস্ব ও ষ্ট গ্রীকে লিখিত হইয়াছে—স স্রো ও স্তো স্ (Sandrokuttos); গ্রীক hora সংস্কৃতে হো রা, apoklima সংস্কৃতে আ পো ক্লি ম। চীনারা নিজ অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত শ্লোকাদি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, সংস্কৃতির অকার-আকার উভয়েরই স্থলে প্রায়ই ওকার লিখিত হইয়াছে। যেমন, গণ্ডীস্তোত্রগাথার (Bibliotheca Buddhica XV. Kiench'ui-fan-tsan, Verse III, l. 10, pp. 7, 59) ল লি ত ত্ত জ ল তা-লা স (ট) লী লা শব্দটি তাহাতে লিখিত হইয়াছে—লো লি তো পু জেঃ লো তো লো স লি লো।

পানিনি-প্রাতিশাখ্যেরও বহু পূর্বে অকারের এই বিকৃত উচ্চারণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্যঃ—ব ট্+দ শ=বো ড শ (অর্থক, ৩, ২৯, ১); ব ট্+ধা=বো ঢা (০ ক্কা, ৪, ৩, ৫৫, ১৮); √ ব চ্ হইতে বো চা ম (লুঙ্-উ-বহু, ঐ); √ ব হ হইতে বো চং (০ ক্কা, ৪, ৮, ৫, ১০), আবার ঐ অর্থেই ব হ তং পদও তাহারই নিকটে প্রযুক্ত হইয়াছে (ঋ, ৮, ৫, ১৫); √ ব হ ধাতুর এইরূপ আরো পদ আছে, বধা, বো চ বে (ঋ, ১, ৪৫, ৬ ইত্যাদি), বো চা (ঋ, ৭, ৬৯, ১)। বৈদিক সাহিত্যে √ স হ্ হইতে সা চ (√ সহ+ক্ত, অর্থক, ৫, ৩০, ৯), সা চা (√ স হ+ত্, ঋ, ৭, ৫৭, ২৩); কিন্তু পরে ইহার স্থানে সো চ্, সো চা, সো চ্ বা ইত্যাদি পদ হইয়াছে। পানিনি তাই স্থজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—√ স হ্ ও √ ব হ্ ধাতুর অ স্থানে ও হয় (৬, ৩, ১১২; দ্রষ্টব্য ঐ ১১৪) √ ব চ্ ধাতুর বো চা ম পদ পূর্বেই দেখান হইয়াছে, ইহার লুঙ-অ বো চং ইত্যাদি পদে ওকার লৌকিক সংস্কৃতেও স্থম্পষ্ট (পানিনি, ৭, ৪, ২০)। এই সঙ্গে ব ট্+দন্ত্ হইতে জাত বো ড ন্ শব্দটিও আলোচ্য। দে বঃ+অ ত্র=দে বো ত্র, ইত্যাদি স্থলে সন্ধিতে বে ওকার হয়, তাহাও অকারের পূর্বোক্ত উচ্চারণই স্থচনা করিতেছে।

অবেস্তার ভাব্য অকারের এই ওকারের ভাৱ উচ্চারণ বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দকয়টি দ্রষ্টব্যঃ—

১। পানিনির প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যার বাস্তিককার ও ভাব্যারও ইহা স্থম্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অকারস্ত বিবৃতোপদেশ আকারপ্রাণার্থঃ” (বাস্তিক); “নৈব লোকে ন চ বেদেহকারো বিবৃতোহ্যজ্জ, কত্বর্হি? সংবৃতঃ।”

২। বাজ, প্রা, ১-৭২; অথ, প্রা, ১, ৩৬।

৩। See Macdonell's Vedic Grammar, p. 6; Bopp's Comp. Vol. I. p. 3.

৪। অকার ও ব-কার-হিত অ=এ; ড=প; দীর্ঘ ই, উ নাই।

সংস্কৃত	অবেস্তা
ব অ	বো হ ( উত্তম )
ম ক্	মো বু ( দ্রুত )
ধা ম হ	ধা মো হ ( জীব-সমূহে )

অবেস্তার মো ধি (=ম গী, a Magian, a priest) শব্দ তাহার ম জ্. (=সং. ম হ ৭) হইতে হইয়াছে। এইরূপ ইহার √ মো রে দ সংস্কৃতের √ ব্র দ (মৃদ) ভিন্ন কিছুই নহে।

পালিতে সংস্কৃত শব্দের অমুকরণে কয়েকটি শব্দে অ-স্থানে ওকারের উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সো ল্ স (ষোড়শ), উ স্ সো ল্ হি (উৎসোচ্চি)। প্রাকৃতে অনেক আছে। বর্ণা—সংস্কৃত ব দ র হইতে (\* ব অ র=) বো র; বু, বী তি (\* ব ব তি) হইতে (\* ব অ ই=) বো ই (ষড়্ভাষাচক্রিকা, ২\*৪\*৬৬)। প্রাকৃত বো ল্ল, বো ল্ল ই প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে ইহা (বোল্ল) √ ক থ স্থানে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহা যে, √ ব দ্ ধাতুরই সহিত সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক ভাষায় ইহা হইতে বো ল কথটা প্রচলিত আছে। সংস্কৃতের অ দ স্ শব্দের যেখানে অ সৌ পদ হয়, প্রাকৃতে (সিংহরাজ, ২২\*৪৫; হেমচন্দ্র, ৮\*৪\*৩৩৪) সেখানে তাহার স্থানে ও ই হইয়া থাকে। প অ প্রাকৃতে পো অ (বিকলে প উ ম); ২ অ পি ত=ও প্ পি অ; অ প্ র তি=ও প্ পে ই, বিকলে অ প্ পে ই (হেম, ৮\*৪\*৬৩; শুভ, ১\*২\*৩০; ত্রিবিক্রম, ১\*২\*১৩); ব ক্ত বা=বো ক্ত ব, ব ক্ত্ং=বো ক্ত্ং ও বো ক্ত্ ৎ (হেম\* ৮\*৪\*১১; লক্ষ্মীধর, ২\*৪\*৪৪; সিংহরাজ, ১\*৭\*৬); ন ম ক্কার=ন মো ক্কার, প র স্প র=প রো স্প র (হেম\* ৮\*১\*৬২; শুভ, ১\*২\*৩১)। এই সকল স্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অকার ওকার হইয়াছে। আর্দ্র পালিতে ও প্রাকৃতে অ ল্ল, কিন্তু প্রাকৃতে আবার ইহার আত্ম অকারটা ও হইয়া ও ল্ল হইয়া গিয়াছে। আর্দ্র হইতে প্রাকৃতে অ দ পদও হয়, ইহারও আবার পূর্বের আয় পূর্ব অকারটা ও হওয়ার ও দ্ শব্দও ইহাতে রহিয়াছে (হেম\* ৮\*১\*৮২; শুভ, ১\*২\*২৭; লক্ষ্মীধর ১\*২\*২৭; ত্রিবিক্রম, ১\*২\*২৭)। প্রাকৃতে ধো (ব-স্), দো (স-স্), কো (ক-স্) প্রভৃতি পদে যে ওকার হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়।

কেবল বাঙলা নহে, ভারতের প্রাদেশিক বহু ভাষার মধ্যে অকার স্থানে ওকার দেখা

১। ইহা বৈদিক সংস্কৃত (Cf. Latin *mor*), ইহার লৌকিক সংস্কৃত ম জ্. ক্. অনুশাসিকের আগম সম্বন্ধে উক্তব্য—প অ (ন) চোখের পাতা ও পু অ (বাগের নীচেকার পাখীর পালক) বস্তুত পক্ষ ভিন্ন কিছু নয়। আবার ল স্প, ল স্প গ বস্তুত ল ক, ল ক গ ভিন্ন কিছু নহে। ভুলঃ—প ক্ হইতে প ক্খী, ক ক্ হইতে কী থ, ইত্যাদি।

২। অ স্থানে ওকারের দৃষ্টান্তে এ উদাহরণটা সঙ্গত না হইতেও পারে; কারণ, প অ—প হ্ ম—প উ ম—পো ম—পো অ; বর্ণা, প্রে ম—পে ম—পে অ, হেম, ৮, ২, ১৮-১৯।

৩। হিন্দীতে ইহা হইতেই ও দ, ও দা (ভিজা অর্থে)।

বার। প্রথমে বাঙলায়ই কয়েকটা পদ দেখাই :—নি ত্ত ল (পালি নি ত্ত ল) হইতে, নি টৌ ল, এইরূপ ম ও ল=(ম ড ল=) মৌ ড ল; ব র টা=(ব ল তা=১) বৌ ল তা, আবার কোথাও ব র টা হইতেই বৌ ল তা এবং বৌ জা; ভ ম র=(ভ ম র=) ভৌ ম রা; ম হ ত্ত (মহৎ)=মৌ হ ত্ত; প্র তা=(প হা=) পৌ হা (রাত পৌ হা ই ল); ক ন্য ল=কৌ দ ল; প্র জা ব তী=(প্ৰজাঅতী=) পৌ জা তি; ভ গি নী=(ভ হী নী=ব হি নী=ব হি ন=ব ই ন=) বৌ ন; ক র=(খ র=) খৌ র, (খৌ রা ই ল=কর করিল); উ জ্জ র (ল)=(উ জ র=) উজর=উ জৌ র (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পরিবৎ, ১৩২২, পৃ. ২০৪); সঁ পি (=স ম পি)=সৌ পি (ঐ, ২০৬ পৃ.); গ ভী র=(গ হী র=) গো হি র (শুভপুরাণ, পরিবৎ, ৫৫ পৃ.); স ম থ=(স ম থ=) সৌ ম ত্ত (যেন, সৌ ম ত্ত মে য়ে)। ২

মরাগীতে ব র্ক র=(ব ক র=) বোকড় (ছাগল); ব ক্ল=বৌ ক ল (ব ক্ল ল শব্দও আছে); অ জ লি=ও জ ল, ও জ ল; প বি ত্র=পৌ ব ত্তে; প্র বা ল=পৌ ব লৌ. (পলা); ভ ম র=ভৌ ব র, ভৌ র; ভ ম ল=ভৌ ব লে; গ্র হ ন=গৌ ব লে; ইত্যাদি।

গুজরাতিতে ক ল ম (ধাতুবিশেষ)=কৌ ল ম; ক পি লী (ক পি লা গাই)=(ক বি লী=ক ই লী=) কৌ লী; ক র্ত (ন)=(ক র ত=খ ত র=) খৌ তর (খৌ তরবু, কর্তন করা, বাঙলা ক ত রান); খ র (গাধা)=খৌ লো; প প্ৰ ট (কোনো ধাতু প্রকৃতি দ্রব্যের উপরের আবরণ)=(প প্ৰ ট=প প্ৰ ড) পৌ প ডো; প ক=(প ক); পৌ ক (ভাঙ্গা চাল প্রকৃতি); প্র হ র=(প হ র=) পৌ হ র, এবং (=পৌ অ র=) পৌ র; ত র=(ত অ=) ভৌ; ব হ (প্রবাহ)=(ব অ=) বৌ; ম হা র্থ=(ম হ গ্ৰ ব=) মৌ যু; হ ল=হৌ ল; ম হ ব ত (আরবী, প্রীতি-প্রণয়)=মৌ হ ব ত।

অস্তাঙ্গ প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে। হিন্দীতে বধা, অ হৌ=ও হৌ; অ হ হ=(অ অ হ=) ও হ; ক ক=(ক ক্ছ=) কৌছ, কৌছী (দ্বীলোকদের আঁচলের এক কোণ, তুলঃ—বাঙলা কাছা); খ প্ৰ র (ক প্ৰ র)=(খ প্ৰ র=) খৌ প ডী (গুজরাতি, পাঞ্জাবী, বাঙলা খৌ প রী, মারাঠী খৌ প রী); ব র টা=(ব অ টা) (বাট একরূপ ফড়িং)। মৈথিলীতে ম সী (লিখিবার কালী)=মৌ সী; ম শ ক=(ম স অ=) মৌ স, মৌ স;

১। পাবনার ব র্জা (সা, প, পত্রিকা, ১৩১৪, ৯৯ পৃ)।

২। বাঙলার বিভিন্ন-বিভিন্ন অংশের ভাষায় অকারকে ওকার করিবার রীতি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা (১৩১৪, ১৯৮-২০৪ পৃ:) পাবনার বে প্রাম্য শব্দসমূহ সম্বলিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টি শব্দ এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যীয় :—ন ম ন=ন নৌ দ, কা ত ল,=কা তৌ ল, ক খ ল=কৌ খ ল, ম ও প=মৌ ও প; ম ওা=মৌ ওা, গ ব ন=পৌ ব ন। খুলনার ক দ লী=কৌ দ লী, ক ম লী=কৌ ম লী। অন্তর্জগৎ ইহার অভাব নাই।



যথা খ=( ছ য়ু হ = ) ছো য়ু হ ( কার্তিকেয় ) । সিংহলীতে অকারান্ত বহু শব্দ ওকারান্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে ; যেমন, চ তু থ=( চ উ থ ) চো থো ; শি থি ল=( সি টি ল = সি-লোপে টি ল ; ল=ব, টি ব= টি বো, অথবা চ বো ; বি র ল=বি র্ লো, গো র= গো বো । উড়িয়ায় যথা, ব ধু=বো হ ; স রি যা ( স র্ধ প )=সো রি ব ; ঘর্ষণ করিয়া অর্থে ঘো যা রি ( বা° ঘেসারিয়া ) ; √ ব হ হইতে বো হি বা ( =বহা ) ; বো হি ( =বহিয়া ) ; √ খন হইতে √ খোল, যেমন, গো লি বা ( খনন করা ) ; √ ম হু বা ম থ্ হইতে √ মাহ, যেমন মো হি বা ( =মহন করা ) ; বা° ন হে স্থানে নো হে ; ন হি লে স্থানে নো হি লে ।

সিংহলীতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । যথা, অ ব ল ( বলহীন )=ও ব ল ; অ হো= ও হো ; অ ব ট ( গর্ত )=ও ব ট ; ক পো ল=কো পো লো, কো পু ল ; ক র্প র=( ক প্ল র = ) কো প্ল র ; প্র ভ ব ন=( প হ অ ণ = ) পো হো নো, পো নে ( পর্যাপ্তি, sufficiency ) ; ব ক্স ল=( ব ক ল = ) বো ক ল ( বাঙলা বা ক ল, বো থ লা ) ; ব হ=বো হ ; ভ ক্স=( ভ ক্স=ব দ্ধ ; ভ=ব, ত=দ ; ব দ্ধ= ) বো ছ ( ভাত ) ; স মৌ প=সো মৌ প ; ভ দ্র=( \* হ ন্দ = ) হো ন্দ ( ভাল, উত্তম, মঙ্গল ) ।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অকারের ওকারের ভ্রায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে-ক্রমে প্রাদেশিক ভাষা-সমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । ভারতের যে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা আৰ্য্যভাষামূলক, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী, কিছু-না-কিছু, এই প্রকার পরিচয় পাওয়া যাইবেই । উত্তরাপথ হইতেই ইহার উৎপত্তি ; উত্তরাপথের প্রাচীন ভাষা এখন দক্ষিণাপথের মধ্যে, যে-কোনো-রূপেই হউক, যেখানে-যেখানে রহিয়াছে, সেখানে-সেখানে এই প্রকার চিহ্নও থাকিয়া গিয়াছে ।

বলিয়াছি, বাঙলায় অকারের সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী hot, not শব্দের o বর্ণের ভ্রায় । ইংরাজী hot ও বাঙলা হড়-হড় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে । আসামীতে ঠিক বাঙলায়ই মত, উড়িয়াতেও সেই প্রকার । কোঙ্কণীতে ( বোম্বাই-অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায় ) ও রাজস্থানীর দেশভাষাসমূহেও অকার এইরূপ উচ্চারিত হয় ; তবে যেখানে-যেখানে মারাঠীর প্রভাব বেশী, সেখানে মারাঠীধর্ম মত করা হয় । ১০ . হিন্দী, পাজাবী, গুজরাটী ও মাগাঠীতে ইহার উচ্চারণ, ইংরাজী nut, but শব্দের u এর মত । সিংহলীতেও এইরূপ । ১১ তেলেগু ও মালয়ালম ভাষাতেও এই প্রকার শুনিয়াছি ।

১১ Grierson's Linguistic Survey of India, vol. VII, pp. 10, 21 ; vol. IX, p. 2. এক দিকে বঙ্গদেশ ও উড়িয়া, অপর দিকে রাজস্থান ও কোঙ্কণ, ইহাদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য কিরূপে হইল, অনুসন্ধান । এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদগণের ( anthropologists ) সাগাণ্য আবশ্যক ।

১২ . স্বয়ং শুনিয়া এইরূপই মনে করিয়াছি, এবং De Silva'র কথাত্তেও ( Hand Book of Sinhalese Grammar, p. I. ) ইহাই বুঝায় ; তিনি বলিয়াছেন, অকারের উচ্চারণ mamma শব্দের প্রথম a'র মত ।

যেন হয়, বন্ধভাবেও পূর্বে স্থানে স্থানে অকারের এইরূপ খোলা উচ্চারণ ছিল। বাঙালীর অ কা ল ( দ্রুতীক ) অর্থে আ কা ল, অ কা চা অর্থে আ কা চা, অ কা টা অর্থে আ কা টা, অ গাঁ থা অর্থে আ গাঁ থা, ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত। এইরূপ অ জা র স্থানে আ জা র ( শূ, পূ, ১৩ পৃ ), অ ব স্থা স্থানে আ ব স্থা ( তুলঃ—ছ রা ব স্থা ; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে, পৃ ১৯, ইত্যাদি, আ ব থা ) ; অ ভা গী স্থানে আ ভা গী ( শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৩৫১ ; আ ভা গি নী, ৩৪৪, ৩৪৬ ) শব্দও বাঙালীর প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতের কি ল্পা ক ফল বৃদ্ধিহেতে বাঙালীর মা কা ল শব্দ চলিত আছে ; ইহার পূর্ব রূপ মা হা কা ল ( মালদহে এখনো বলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও, পৃ ১৪৩, আছে ) মূল রূপ ম হা কা ল।<sup>১</sup> ইহা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্বে এই সকল শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল, তাহাই ক্রমে একটু দীর্ঘ হইয়া অথবা দীর্ঘ না হইয়াই পরবর্তীদের কানে আকার হইয়া ঠেকিয়াছে ও সাহিত্যেও তদনুরূপ লিখিত হইয়াছে। যে সকল বাঙালী হিন্দুস্থানী বা মারাঠী প্রভৃতির উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, প্রসারিতভাবে উচ্চারিত অকার কেমন আকারের স্তায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীকৃষ্ণ রামেন্দ্রসুন্দর দিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন ( শব্দকণ্ঠ, ১১ পৃ ), তিনি এক বিহারী পণ্ডিতের উচ্চারিত ম ম শব্দকে মা মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতেরা যখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন, তখন পার্শ্ববর্তী শ্রোতারা স্পষ্টই শুনিতে পাইবেন, “তন্নিমিত্তি নির্দিষ্টে পূর্বন্ত”, “তন্মাদিত্যন্তরন্ত”, “অলোহন্ত্যন্ত”, “হশি চ” “খরি চ,” ইত্যাদির অন্ত্য অকারটা আকার উচ্চারিত হইতেছে :—“পূর্বস্য” “উত্তরস্য”, “অন্তস্য,” “হশি চা” ইত্যাদি।

দ্রুতীক অর্থে অ কা ল শব্দ হিন্দী ও উড়িয়ার ( -ଳ ) আছে, ( পাঞ্জাবীতে কাল, বাঙলা ও আসামীতে আ কা ল।<sup>২</sup> এখানে যদি কেহ বলেন, অকারের উচ্চারণ হিন্দীতে খোলা। হিন্দীতে এইরূপে উচ্চারিত অ কা লের অকার বাঙালীর কানে আ ঠেকিয়া, তাহার নিকট আ কা ল শব্দ হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ্বে আ কা টা প্রভৃতি নিষেধবাচক শব্দগুলি বাঙালীর দেথা দিয়াছে, তবে, তর্কের খাতিরে নিষেধবাচক শব্দগুলির সম্বন্ধে একথা মানিয়া লইলেও আ ম ল ( চণ্ডীদাস ) প্রভৃতি ভাষাবাচক শব্দসমূহের অল্প অপূর্ণ সমাধানের আবশ্যকতা থাকিয়াই যায়। এই সব স্থানে বলিতেই হইবে, বাঙালীদেরও নিকটে এই জাতীয় বিশেষ-বিশেষ শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল। ইহাই যদি হয়, তবে আ কা ল প্রভৃতির আকারের সমাধান করিবার জন্য হিন্দীর অনুকরণ অনুমান করা নিস্তারাজন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা স্বভাবতই উপস্থিত হয়। ইহাতে দেখা যায়,

১। ইহা ছাড়া এরূপ আরো বহু শব্দ আছে।

২। বোপেশ বাবু অভিধানে বলিয়াছেন, হিন্দীতেও আকাল আছে। কিন্তু মাগরী-উচ্চারিণী সভ্যর প্রকাশিত হিন্দী শব্দ সাগরে পাওয়া গেল না।

অ তি, অ ধি ক, অ ন ল, অ নে ক প্রভৃতি অকারাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলেই আকারাদি লিখিত হইয়াছে; যেমন, আ তি, আ ধি ক, আ ন ল, আ নে ক, ইত্যাদি। ইহাতে অকারাদি শব্দগুলির মধ্যে মোট ৮৯টি মাত্র অকারাদি করিয়াই লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য ৩৮৮টির আশ্রয় অকার স্থানে আকার করা হইয়াছে। অ ন ল লিখিত হইয়াছে ১ বার, কিন্তু আ ন ল লিখিত হইয়াছে ১৪ বার, অ তি আছে ১ বার, কিন্তু আ তি ( তী ) আছে ২৬ বার। আ ধি ক ার ( ৯ বার ), আ তি শ য় ( ১০ বার ) প্রভৃতি বহু শব্দের মূল রূপ অ ধি ক ার, অ তি শ য় প্রভৃতি তাহাতে মোটেই পাওয়া যায় না, সর্বত্রই আকার লিখিত হইয়াছে। অ-স্থানে আ লেখার অনুপাতটা এ পুস্তকে কিরূপ, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে। ইহার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাঙলায় অ-কার ও আ-কারের উচ্চারণে প্রচুর ভেদ, এবং যে-কোনো লোকের কানে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঠেকে। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণটা বাঙলা-প্রভৃতিতে সাধারণের নিকট যেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অকার-আকারের উচ্চারণটা তেমন নহে। অতএব লিপিকরের এরূপ ভ্রম করার কারণ দেখা যায় না। তাই মনে হয়, স্বয়ং রচয়িতার কথা যদি আপাতত ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে লেখকের পুথিখানি আমরা পাইয়াছি, অন্তত তাঁহার কানে যে, অকারের উচ্চারণটা হিন্দীর ভায় খোলা বোধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি কাহারো নিকট শুনিয়া-শুনিয়া ঐ পদগুলি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি শুনাইতে-ছিলেন, তিনি অ ন ল প্রভৃতির অকারকে খোলা ভাবেই উচ্চারণ করিতেছিলেন, বন্ধীয় “লেখক ঐ অকারকে আকার মনে করিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। আবার বখন নিজের সঙ্কুচিত উচ্চারণের অভ্যাসে সেরূপ বোধ হয় নাই, তখন অকারই লিখিয়াছেন। যদি তিনি কোনো আদর্শ পুথি দেখিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ পুথিরও লেখকের এই দশাই হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত পরিচিত, সে অকারকে বারংবার আকার করিয়া লিখিতে পারে না—বলিও কচিং কখনো এরূপ হইতে পারে। যে-কোন রূপেই হউক, অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত এই বাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কারক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ১০ পৃ.), “পুথিখানির ৭০২ পৃষ্ঠায় বাম পার্শ্বে তিন পঙ্তি কা ই তি অক্ষরে সম্ভবতঃ কাহারো নাম হইবে।” কা ই তি অক্ষরের সংসর্গে বুঝা যাইতেছে; বিহারী ভাষা বা ঐ ভাষা-ভাষীর সহিত লেখকের কোনো নিকট সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সম্বন্ধে অকার তাঁহার নিকট আকার প্রতীতমান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল রচয়িতাই যে, এরূপ লেখেন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

১। এই কাইতি অক্ষরে কি লেখা আছে, বসন্ত বাবুর তাহা চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল। তিনি আরো ঐ স্থানে লিখিয়াছেন, “৩১২ ও ৭০২ পৃষ্ঠায় পার্শ্বীয় মত কি লিখিত আছে।” এই লেখাটা পার্শ্বীয় মত, না দ্বিগুণ পার্শ্বীয়? পার্শ্বীয় না হইলে তাহা কি? বাঁদী লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কি? বসন্ত বাবু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লিখিত শব্দসমূহের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাহার ভাব্য অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল। ইহা দেখিয়া তাহার এই জাতীয় অপর শব্দগুলিকে ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় না। কথটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পূর্বপ্রদর্শিত ভিন্ন আরো অনেক আকারের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন, কঙ্কণ (কঙ্কণ), নান্দ (নন্দ), ছান্দ (ছন্দ), দাস্ত (দন্ত) ইত্যাদি। এ সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দে অকার স্থানে আকার হইয়াছে। আবার প্রাকৃত শব্দেরও এইরূপ আছে; যেমন, সপঙক্তি, প্রাণপত্তী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাণ্ডী, ইহা হইতে পাণ্ডি, ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (১২, ৫৫) আছে।

চর্যাচর্যাবিশিষ্ট্যেও এইরূপ আছে :— আঙ্গন (=অঙ্গন, ২১২, আঙ্গি না অথবা আঙ্গি না এখনো চলে); আন্ত (=অন্ত, ৫১১); কঙ্কণ (=কঙ্কণ, ৩২৩); কাপুর (=কপূর, প্রাণকপূর, ২৮৫); বাক্ক (=বক্ক, ১৪৪); পাণ্ডি রাচা এ (=পণ্ডিতাচার্য, ৩৬৫); সাক্কি (=সাক্কি, ১৭৩, সাক্কি ও আছে, ২৮৭); তাস্তী (তস্তী, প্রাণতস্তী, ১৭১); সাক্কম (=সংক্রম, প্রাণসাক্কম, ৫১২); ইত্যাদি।

শ্রুতপুরাণ হইতেও কয়েকটি পাওয়া যায় :—আঙ্গার (=অঙ্গার, ১২৬)২; তাস্ত (তাস্ত, প্রাণতাস্ত, ৮২)৩; তাঁড়ুল (তড়ুল, ৬৪)৪।

সংস্কৃত কঙ্কণ, বাঙলা কাঁকন।<sup>৫</sup> এখানে কঙ্কণ শব্দের ককারস্থিত অ যদি প্রসারিতভাবে উচ্চারিত না হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থানে আকার আসিতে পারে না। অথচ ইহা আসিয়াছে। প্রসারিত উচ্চারণই একটু দীর্ঘ হইয়া অকারকে আকার করিয়া ফেলিয়াছে। বলিয়াছি, সঙ্কুচিত উচ্চারণে এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না, ইহাতে অকার

ইহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আশা কার, এখনো পরিবৎ-পত্রিকার প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিত হইবার পরে বসন্তবার সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহা পড়িতে পারেন না।

১। বৌদ্ধ পান্ডি বৌদ্ধা, পরিবৎ, ১৩২০। এই পুস্তকে একত্র-প্রকাশিত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে চর্যাচর্যবিশিষ্ট্যের কেই অতি প্রাচীন বাঙলা বলিতে পারা যায়, অল্প তিনখানিকে বাঙলা বলিয়া মনে হয় না।

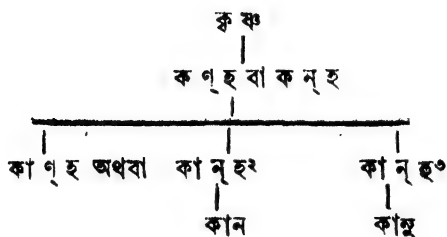
২। অঙ্গারসমূহ অর্থে সংস্কৃতও আঙ্গার আছে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে পান্ডীসে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, বাঙলায় অঙ্গারও ইহার ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নাই।

৩। তাস্ত হইতে তাঁব, তাঁবা। হিতবা, গুতা, পাতাবা, বাতাব, তাবো-বাঙলার তাঙ্গরূপ বচনা করিতেছে, প্রাকৃত তাস্ত হানে তাস্ত হইয়াছে, ইহা হইতে তাস (পু, পু, ৪৪, ১০৪), তাস্ত। বঙ্গ-বর্ণা—জ—জ—জ—জ—জ—জ।

৪। তাঁড়ুল হইতে তাঁউল (পুপু, ৬৪ পু), ইহা হইতে টাউল।

৫। মারগীতেও তাই; গুলগীতে কাকলী; আবার হি-কঙ্কল, কঁগনা; ত্ত-কংগণ, মং-কঙ্কল।

একরূপেই থাকে, অথবা ইহা যদি অধিকতর সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে ওকাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এইরূপেই সংস্কৃত কণ্ণ শব্দ মোণ্ড ল হয়, এবং তাহা হইতে আমরা মোণ্ড ল পাইয়াছি। কঙ্কণ শব্দও যদি এইরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে ক্রমশ কোঙ্কণ হইতে আমরা কোঁ ক ন পাইতাম, কোঁ ক ন পাইতাম না, অথচ আমরা ইহা পাইয়াছি। কঙ্ক হইতে যখন আমাদের কা ন ও কা ন্ন হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, এখানে ক্রম-পরিবর্তনই এইরূপ :—



এতাদৃশ স্থলে এক দিকে প্রাকৃত (কণ্ণ), অপরদিকে প্রাদেশিক বাঙলা (কান—কান্ন); ইহাদের মধ্যস্থলে যে একটি রূপ রহিয়াছে,—যাহা অবশ্য স্বীকার্য, যাহা না হইলে পরবর্তী রূপটি হইতেই পারে না,—তাহা সাহিত্যের মধ্যে সর্বত্র ধরা পড়ে নাই। যেমন, কাঙ্ক অর্থে কা ম শব্দটি হিন্দী, বাঙলা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু ভাষাতেই আছে, পঞ্জাবীতে ইহা ক ম। ইহা সংস্কৃত কঙ্ক হইতে ক্রমশ এইরূপে হইয়াছে,—কঙ্ক—প্রাণ কঙ্ক,—কাঙ্ক—কা ম। কিন্তু \*কাঙ্ক কোথাও প্রযুক্ত দেখা যায় না,<sup>১</sup> অথচ তাহা এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল, না থাকিলে কা ম কথাটা আমরা পাইতে পারি না, পঞ্জাবীর মত ক ম শব্দই আমরাও পাইতাম (পঞ্জাবীতে উচ্চারণের ভেদ আছে)। প্রাকৃতের বিকৃতির অর্থাৎ পরিবর্তনের আরম্ভ এবং প্রাদেশিক (বাঙলা প্রভৃতি) ভাষাসমূহের সাহিত্যের উপযুক্তভাবে উৎপত্তি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্বোক্ত মধ্যবর্তী শব্দসমূহ (কান্থ, পাঙ্ক, ছান্দ, দাস্ত ইত্যাদি) কথিত হইত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহের মধ্যে ইহাদের কতক-কতক প্রবেশ করিয়াছে। পরে যখন

১। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলে কোঙ্কণ দেশ (বোম্বাই প্রদেশ) এমিলি। মনে হইতেছে, এই শব্দটি পূর্বোক্তরূপে কঙ্ক হইতেই হইয়াছে। বৃহৎসংহিতায় (Bibliotheca Indica, 1865; ১৪, ১২) কোঙ্কণ শব্দের পাঠান্তরে কঙ্কণ শব্দও আছে। কোঙ্কণ ভাষার অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত, হরিষণ ও বিষ্ণুপুরাণেও কোঙ্কণের নাম আছে। কেহ বলেন, এই নামটি দ্রাবিড়-মূলক বলিয়া বোধ হয়। Imperial Gazetteer of India, (New Edition, 1908) Vol XV. p. 304. অবজ্ঞাবোধিত রাষ্ট্রোৎকর্ষ মহাকাব্য, ৩১০ (Caekward's grialent Series, No. 5) কৃষ্ণ শব্দ আছে।

২। প্রাকৃতপিঙ্গল (Bibliotheca Indica) ১৩; বার্কডেরও (প্রাকৃতসর্বস্ব, ১৭-৮) এখানকার পাখাটি বহিয়াছেন।

৩। চর্যাপদ্যবিশিষ্টর ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উভয় স্থানেই আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪। চর্যাপদ্যবিশিষ্টরও কা ম শব্দই আছে।

কালক্রমে শেষবর্তী ( অর্থাৎ কান, পাঁচ, হাঁদ, দাঁত প্রভৃতি ) শব্দ উৎপন্ন হইয়া চলিতে লাগিল, ভাষার প্রবাহ এই দিকেই বহিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে মধ্যবর্তী ও শেষবর্তী উভয়ই শব্দ মিলিত হইয়া সেই সময়কার সাহিত্যে দেখা দিতে লাগিল। কচিং-কচিং পূর্ববর্তী শব্দও তাহাতে অভ্যাস-পরম্পরার চুকিয়া পড়িল। পূর্ববর্তী অর্থাৎ কণ্ঠ প্রভৃতি শব্দ যখন মধ্যবর্তী শব্দসমূহে পরিণত হইতেছে, ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন তখন লিখিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, বাইতে পারে না। ইহার অনেক পরে হইয়াছে; যখন শেষবর্তী শব্দসমূহ বহুলাংশে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর মধ্যবর্তী শব্দসমূহের প্রয়োগ-অভ্যাসও পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে—সে ধারা বন্ধ হইয়া যায় নাই, তখনই ইহা লিখিত হইয়াছে। অবশ্য চর্যা-চর্যাবিনিশ্চয় ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের বহু পূর্বে। ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে এক শ্রেণীর শব্দ রহিয়াছে, বাহা খাঁটা প্রাকৃত, যেমন ক ণ ( কর্ণ ), পূ ণ ( পূর্ণ ), স রো অ র ( সরোবর ), পো অ ( পোত, পুত্র—পুত্ৰ—\*পোত্ৰ—পোত ), তী থ ( তিথ, তীর্থ ), ধীর ( ধীর ), ইত্যাদি। আর এক রকম শব্দ রহিয়াছে, বাহা একবারে বাঙলা, যেমন, না চু নী ( নর্তকী ), ডা ক র ( ডাগর, দীর্ঘ—দী ঘ র হইতে, তুল—দী ঘ ল ) ইত্যাদি। মধ্যবর্তী পা স্তী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। এই তিন শ্রেণীর পদ পাশে পাশে চলিয়াছে। পা স্তী—পাঁ তি, ক ণ—কান, পা ঙ্গ—পাঁচ, চান্দ—চাঁদ, ( দীর্ঘ )—দী ঘ ল—ডা ক র, ইত্যাদি সবই একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে। অতএব পা স্তী প্রভৃতি শব্দের আকার ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের রচনা-সময়ে যে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা একটু আলোচনা করা যাউক। ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে আ চে ত ন, আ তি শ য়, আ হু ম তি ইত্যাদি শব্দের প্রথমই অকার আকার হইয়াছে, দ্বিতীয়টি হয় নাই; ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, বাঙলায় সাধারণত শব্দের প্রথম স্বরে গুরুত্ব বা ষ্ট্রেস ( stress ) প্রদান করার রীতিই ইহার কারণ হইতে পারে। এই গুরুত্ব প্রদানের সহিত প্রসারিত উচ্চারণ থাকার অনভ্যন্ত প্রোতার নিকট অকার আকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আলোচ্য শব্দসমূহের দ্বিতীয় অকারে গুরুত্ব প্রদানের অভাবেই সেরূপ হয় নাই। কখনো-কখনো কারণবিশেষে গুরুত্ব-প্রদান হেতু অথবা কারণান্তরে অনাদিভূত অকারও আকার হইয়াছে দেখা যায়; যথা, অ হু প হলে অ হু পা ম<sup>১</sup>, ইহা প্রাচীন বাঙলায় প্রচলিত এবং ত্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনেও আছে ( ৪১, ২০৭; আবার আ হু পা মা, ১২, ৬৮ )।

দেখা যায়, কখনো-কখনো ছন্দো রক্ষার জন্ত অকারকে আকার করা হইয়াছে; যেমন—

১। প্রকৃত হলে এ শব্দটি উপযুক্ত উচ্চারণ না হইতে পারে; কেন না, উ প মা হলে উপায় শব্দ আছে :—“স্বাই-কাহ্ন-রূপের নাহিক উপায়া। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠান।”—গ-ক-ত, ( পরিবাং ), ১২৩ পৃ., ২৯৯ পদ।

“ভগ্নে বিভাগতি মন্দরি আজ ।

আ ন লে পুড়িলে পন আ ন লে কাছ ।”—প, ক, ত, (পরিষৎ), ১৭১পৃঃ, ২৫৪পদ ।

“হরিণ ন রা নি

তেজি নিজ মন্দির

অবহিতে সঙ্কেত ঠায়া ।”—গোবিন্দদাস ; ঐ, ২০৫পৃঃ, ৩১৯পদ ।

এখানেও মূলভূত কারণ প্রসারিত উচ্চারণ ।

বাঙলার ছায় অস্ত্রান্ত্র প্রাদেশিক ভাষাতেও অকার-স্থানে এইরূপ আকার দেখা যায় ।

যথা, সিংহলীতে—

সংস্কৃত

সিংহলী

অ নী ক

আ নী ক

ক পি ল

কা পি ল

ক ষ ল

কা ষ ল

ক লি ঙ্গ

কা লি ঙ্গ

হিন্দীতে—

সংস্কৃত

হিন্দী

আ ত র

আ তা র

অ ল স

আ লা স

অ মা ত্য

আ মা ত্য

গুজরাটীতে—

সংস্কৃত

গুজরাটী

অ ধী ন

আ ধী ন

মারাঠীতে—

সংস্কৃত

মারাঠী

ক পা ট

কা বা ড়

ক পা ল

কা ব ল

অকারকে আকার করার এই রীতি পালি ও বিশেষত প্রাকৃতেরও আছে । পালিতে

যথা—

সংস্কৃত

পালি

অ ল কা

আ ল কা

অ লি ন্দ

আ লি ন্দ

প্র ক ট

( প ক ট = ) পা ক ট

প্র ত্য মি ত্র

( প চ মি ত্র = ) প চা মি ত্র

## প্রাকৃতে উদাহরণ প্রচুর—

সংস্কৃত

স মৃ দ্ধি

অ ভি জা তি

প্র রো হ

প্র স্ত ত্ত

প্রাকৃত

( স মি দ্ধি = ) সা মি দ্ধি

( অ হি জা তি = ) আ হি জা তি

( প রো হ = ) পা রো হ

( প স্ত ত্ত = ) পা স্ত ত্ত

ইত্যাদি অনেক। দ্রষ্টব্য—বরকচি, ১.২; হেমচন্দ্র, ৮. ১. ৪৪; শুভচন্দ্র, ১. ২. ৮; মার্কণ্ডেয়, ১.২; ত্রিবিক্রম, ১.২.১০; লক্ষ্মীধর, ১.২.১১; সিংহরাজ, ৮.৮।

অশোকের ক ল সী-স্থিত শিলালেখও ( Rock Eliot, Kalsi ) এই রীতির প্রচুর প্রভাব লক্ষিত হয়। গিরনার, শাহাবাজগড়ি, মনসেহরা প্রভৃতির লেখের সহিত কলসীর লেখের তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইবে। অত্যাশ্চর্য্য লেখে যেখানে পি য়ে ন, হি দ, অ থ, স ব ত, চ, অথবা এতাদৃশ অপর কিছু আছে, কলসীতে সেখানে প্রায়ই পি য়ে না, হি দা, অ থা, স ব তা, চা, ইত্যাদি পাঠ আছে। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় না। এখানে পূর্বোক্ত বৈদিক পণ্ডিতের অষ্টাধ্যায়ী পাঠেরই কথা মনে হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহেরও কথা মনে পড়ে। ষথা—“গৃহং গহমহনা যাত্য চ্ছা, দিবে দিবে অ ধি না মা দধানা” ( ঋ.সং, ১.১২৩.৪ )। এখানে অ চ্ছা = অ চ্ছ, না মা = না ম।

বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃতেও এইরূপ আছে। তুলনীয় :—ছ গ ( তৈ.সং, ৬.২.৯.৪ ) ও ছা গ ( ঋ.সং ১.৬২.৩; বা.সং ১২.৮৯, ২১.৪০, ৪১; শত.ব্রাং ৩.৩.৩.৪ ); ছ গ ল ( তৈ.সং ৫.৬.২২.১; দ্র :—পাণিনি, ৪.১১.১৭ ) ও ছা গ ল; চ র ও চা র; প ট চ র ও পা ট চ র; প টা র ও পা টা র ( চন্দন ) ১। সংস্কৃতে অকারের বুদ্ধি আকার, ইহাও চিন্তনীয়।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করিয়া যাইব। স্বরকে মাত্রা হিসাবে হ্রস্ব দীর্ঘ-প্রভৃতি ভেদে ভাগ করা চলে। সংস্কৃতে ইহা পুরা মাত্রায় আছে, এবং তদনুসারে লেখাও চলে। কিন্তু কেবল বাঙলায় নহে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি ভাষাসমূহেও সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, দীর্ঘ স্বরসমূহও হ্রস্ববৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে—বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া। একটা উদাহরণ দিই, তি নি, ন দী; এখানে ইকার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ঈকারও উচ্চারণ করিতে ততটুকু লাগে, বেশী লাগে না। তাই ইকার ও ঈকারের মাত্রা এখানে সমান—যদিও তাহাদের আকৃতি বা বর্ণ ভিন্ন। এইরূপে ঈ, উ যেমন বস্তুত যথাক্রমে ই, উ হইয়াছে, এবং এমন কি, সংস্কৃত শব্দেরও বানানে প্রাদেশিক ভাষায় ঈ উ স্থানে যথাক্রমে ই, উ লিখিত হয়, আকারও সেইরূপ হ্রস্ব হইয়া হ্রস্ব আকার, বা যাহা একই কথা, অকার হইয়া যায়। এই অকার অবশ্য প্রসারিত অকার। পাল্লাবী হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

১। বিচার করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, ছ প, ছ গ ল প্রভৃতিই এখনে হইয়াছে।



বাঙলা প্রকৃতি	পাঞ্জাবী
আ কা শ	অ কা স
কা ম ( কাজ )	ক ম
কা ল ( সময় )	ক ল
সা ত	স ত
সা প	স প

এখানে আবার অশোকের শিলালেখের কথা মনে পড়ে। মনসেহরা ও শাহাবাজ-গড়ির (Mansehra & Shahabazgarhi) শিলালেখের আ, ঙ, উ নাই, সর্বত্রই ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অং, ই, উ লিখিত হইয়াছে। চীনা অক্ষরে যে সংস্কৃত লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আ, ঙ, উ দেখা যায় না।

এইবার অকার সম্বন্ধে আর একটা কথা আলোচনা করিয়া এই পাঠ সমাপ্ত করিব। বাঙলায় বহু স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ থাকিলেও তাহা না থাকার মত, উচ্চারিত হয় না; যেমন, হা ত, এখানে তকার-স্থিত অকার গ্রস্ত। কেবল বাঙলা নহে, এক উড়িয়া ভিন্ন অত্রান্ত সমস্ত প্রাদেশিক আখ্য-ভাষাতে ইহা রহিয়াছে। ইংরাজীতে able, hole, gate প্রভৃতি শব্দের e বর্ণের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়।

মানুষ যে ভাষার নিজের ভাব প্রকাশ করে, যাহা লইয়া তাহাকে দিন-রাত চলিতে হয়, সে তাহা যত দূর পারে, স্বভাবতই সহজ-সরল ও ছোট-খাট করিয়া লয়; যত শীঘ্র তাহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে,—ঠিক যেমন লোকে নিজের বান-বাহনকে যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লয় বা পথকে যত দূর সম্ভব হয়, সোজা করিয়া লয়। স্বরকে যে স্থানে পরিত্যাগ করিলে কোনো পদের অর্থ-বোধে বাধা হয় না, অথচ তাহার উচ্চারণটা দ্রুত হইয়া যায়, সেখানে সেই স্বর (প্রায় অ, ই, উ) পরিত্যক্ত হয়। ইহা একটা কথা ভাষার প্রাণবন্ততার লক্ষণ। ব্যবহারের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

অকারের এইরূপ গ্রস্ত ভাব বৈদিক ভাষাতেও থাকিবার কথা এবং আছেও। পরবর্তী সংস্কৃতেও প্রচুর উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা যাউক। রা জ ন্+অ স্=(রা জ-ন স্=রা জ্+ন স্=) রা জঃ (ঋ° স° ১.৯১.৩; ১২২.১৫. ইত্যাদি); রা জ ন্+এ=(রা জ নে=রা জ্+নে=) রা জে (ঋ° স° ১.৫৩.১০, ইত্যাদি)। এতাদৃশ স্থলে অকার-স্থিত

১। হিন্দী, বিহারী, মারাঠী, গুজরাটী। প্রথম তিনটি শব্দ মূলত সংস্কৃত, বঙ্গ বাহ্যিক।

২। আমি ইহা পণ্ডিত শ্রীমানবতার পাণ্ডে, সাহিত্যাচার্য, এম এ, মহাশয়ের প্রকাশিত পিয়দাসি-প্রশস্তি (Piyadasi Inscriptions with Sanskrit, English Translations, Edited by Ramavartara Sharma, Patna, 1915.) পুস্তকের পাঠ দেখিয়া বলিতেছি। ইহার পাঠ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, অন্তত ইহা পরীক্ষা করা কর্তব্য। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উহাতে শাহাবাজগড়ির ১২শ ও ১৪শ লেখের এক-এক স্থানে যে বা মং পাঠ আছে, অন্তত সর্বত্র দে ব নয়।

অ প্রথমে গ্রন্থ ও পরে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ লো ম ন্+অ স্=(লো ম ন স্=লো ম ন স্=) লো ম্: (ঋ° স° ১০.১৬.৬), না ম ন্+আ=(না ম না=না ম্ না=) না ম্: (ঋ° স° ৬.১৮.৭); মূ ধ্ ন্+অ স্=(মূ ধ্ ন স্=মূ ধ্ ন স্=) মূ ধ্: (ঋ° স° ৬.১৬.১০); এইরূপ ধা ম ন্ হইতে ধা ম্: (ঋ° স° ১০.৩০.১), সা ম ন্ হইতে সা ম্: (ঋ° স° ৮.১৫.৭); ইত্যাদি, ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতেরও এই-জাতীয় পদ স্মরণীয়, এবং ইহার সমর্থক পাণিনি-সূত্রও (৬.৪.১৩৪-১৩৭) দ্রষ্টব্য। আবার মা স্+ভ্যম্=(মাস-ভ্যম্=মাস্-ভ্যম্=মাঃ ভ্যম্) মা ভ্য ম্, ইত্যাদি পদেও সকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রন্থ ও পরে লুপ্ত (পাণিনি, ৬.১.৬৩)।<sup>১</sup> বাজসনেয়িসংহিতায় (৩০.১৬) ন ড্ ব লা (নলবতী) মূলত ন ড ব লা (নড়=নল)। ডকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রন্থ, পরে লুপ্ত। মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৪.৯.৮) কু মু দ ব ৎ শব্দও এইরূপ মূলত কু মু দ ব ৎ। লৌকিক সংস্কৃতে কু মু দ তী সূপ্রসিদ্ধ, বলা বাহুল্য, ইহা বস্তুত কু মু দ ব তী। মূল শা দ ব ল হইতে শা দ ল সংস্কৃতে সূপ্রচলিত। ন ড ব ৎ হইতে ন ড্ ৎ এবং বে ত স ব ৎ হইতে বে ত স্ ৎ শব্দও (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১১.১৪.২০) আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৪.২.৮৭-৮৮)। মা হি ণ তী নগরীর নামটি মূলত ম হি ব ব ৎ শব্দ হইতে জাত ম হি ণ ৎ হইতে হইয়াছে। মাং স প চ ন স্থানে ঋগ্বেদে (১.১৬.২.১৩) মাং স্ প চ ন, এবং মাং স পা ক স্থলে লৌকিক সংস্কৃতে মাং স্ পা ক (কারিকা, “মাংসস্ত পচি যুড়্ ষঞোঃ,” পাণিনি, ৬.১.১৪৪; দ্রষ্টব্য বার্তিক, ঐ, ৬.১.৬৩)। ঋগ্বেদে (১.১৬.২.৮ ইত্যাদি) আছে র শ না (রশি, রজ্জু), কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় (১.৩০, ইত্যাদি) রা স্ না। শাখ্যায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যে (১) ম দ ব ৎ স্থানে ম দ ব ৎ লিখিত হইয়াছে; ঋগ্বেদেও (৮.৯.১১; ৯.৮.৬.৩৫) আনন্দপ্রদ অর্থে ম দ ব ন্ স্থলে ম দ ব ন্, এবং স ম দ ব ন্ (৬.১৮.২) স্থলে স ম দ ব ন্ আছে। ঋগ্বেদের ম ন্ ধা ত্ (১০.২.২) খুব সম্ভব ম ন (ঃ) ধা ত্, যেমন ম ন্ ম থ বস্তুত ম ন (ঃ) ম থ ভিন্ন কিছু নহে। প্রে ত ন স্থলে প্রে ত্, নূ ত ন স্থলে নূ ত্ এইরূপেই হইয়াছে। জ গ ম তুঃ প্রভৃতি স্থলে জ গ্ ম তুঃ প্রভৃতি পদও এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে, প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রন্থভাব বৈদিক ভাষা

১। পাণিনির এই সূত্র অবলম্বন করিলে এতাদৃশ আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, দ ত্ত + ভি স্=(দ ত্ত্ ভি স্=অমুনাসিক ন লোপে দ ত্ত্ ভি স্=) দ ত্তিঃ। কিন্তু যদিও ঋগ্বেদে (৬.৭৫.১১) দ ত্ত্, এবং অথর্ববেদে (৪.৩.৬) দ ত্তাঃ ও দ ত্তৈঃ (১১.৪.৬) আছে, তথাপি মূলত ইহাকে বৃহত্ত্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অন্ত্ (অৎ) প্রত্যয়ান্ত অ দ ত্ত্ (অদৎ) শব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। √ অ ন্ হইতে অলোপে যেমন দ ত্ত (সৎ) হয়, √ অ ন্ হইতে সেইরূপ অ-লোপে দ ত্ত্ হয় (Macdonell's Vedic grammar, p. ১৭০, note) সারণের এক স্থানের (ঋ° স° ৪.৬.৮) ব্যাখ্যাতেও ইহা সমর্থিত হয়, তিনি লিখিয়াছেন,—“দত্তম্=অদত্তং হবিষাঃ তৎককম্। বট্+দত্ত হইতে বো ড্ ৎ পদও (পাণিনি, ৬.৩.১০.৯, বার্তিক ৩) ইহাই সমর্থন করে (বট্+অদৎ=বোড়দৎ=বোড়অৎ=বোড়ৎ)। অন্ত্যধাতুকারে অকার কোথা হইতে আসিল ?

হইতেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্গভাষায় অকার কোথায় গ্রস্ত হয়, তাহা পর-বর্তী পাঠে আলোচনা করিব।

( ২ )

১। পূর্বে বলিয়াছি, অকার স্থানে-স্থানে গ্রস্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না ; বঙ্গভাষায় কোথায় ও কিরূপে ইহা এই প্রকার হইয়া থাকে, এখন আপনাদের নিকটে তাহারই আলোচনা করিব।

২। ইহা আলোচনা করিতে হইলে অ ক্ষ র্য ( অর্থাৎ ইংরাজী Syllable ) সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার ; অতএব প্রথমত এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। ( ১ ) অ ক্ষ র বলিতে প্রধানত স্বরকে বুঝিতে হয়। যেমন, অ, আ, ই, ইত্যাদি ; ইহার প্রত্যেকে এক-একটি অক্ষর। ( ২ ) এই অক্ষর ব্যঞ্জনেরও সহিত যুক্ত হইতে পারে ; ( ক ) যেমন, মা, এখানে মকারের সহিত আ স্বর একটি অক্ষর। ( খ ) অথবা যেমন, উৎ এখানে তকারের সহিত উকার একটি অক্ষর। ( গ ) অথবা আবার যেমন, বা ক্ ; এখানে পূর্বের ব ও শেষের ক, এই উভয়কে লইয়া আকার একটি অক্ষর। অতএব অক্ষর প্রথমত দুই প্রকার ; শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জে অযুক্ত ; এবং মিশ্র অর্থাৎ ব্যঞ্জে যুক্ত। মিশ্র অক্ষর আবার ত্রিবিধ ; পরে ব্যঞ্জন-যুক্ত, পূর্বে ব্যঞ্জন-যুক্ত, এবং পূর্বে ও পরে উভয়তই ব্যঞ্জন-যুক্ত।

৩। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অত্বের কোনো সাহায্য না লইয়া স্বয়ং অর্থাৎ নিজে-নিজেই য়া জি ত বা প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বরের নাম স্ব র। আর অত্বের ( অর্থাৎ স্বরের ) দ্বারা ব্যঞ্জন অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া ব্যঞ্জনের নাম ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন স্বরকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। হয় আগে, না হয় পরে, কিন্তু ব্যবধানেও স্বরকে থাকিতেই হইবে ; স্বরই ইহাকে ব্যক্ত করিয়া আমাদের শ্রবণগোচর করাইয়া দেয়। বলিতে পারা যায়, স্বর প্রাণ এবং ব্যঞ্জন শরীর। অতএব সিংহলীতে স্বর ও ব্যঞ্জনকে যে, যথাক্রমে পণকুরু ও গ ত কুরু অর্থাৎ প্রাণাক্ষর ও গাত্রাক্ষর বলা হয়, তাহা খুবই ঠিক।

৪। অক্ষর বা স্বর উচ্চারিত হইবার সময় নিজের পূর্বের ও পরের ব্যঞ্জনসমূহের মধ্যে যে কয়টাকে পারে, নিজের সুবিধামত টানিয়া লইয়া যায়। ব্যঞ্জন-সংসর্গ-স্থলে প্রত্যেক স্বরেরই এই কাজ ; প্রত্যেকেই এইরূপ আগে-পিছের ব্যঞ্জন লইয়া উচ্চারিত হয়। তবে একটা পদের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর বা স্বর ও অনেকগুলি ব্যঞ্জন থাকিলে, কোন স্বরের

১। প্রাতিশাখ্যসমূহ ( “সরেহক্ষরম্”—বা° প্রা° ১,৯৯-১০২ ; তৈ° প্রা° ২১-১, ইত্যাদি ; ঙ° প্রা° ১ম পটল, ‘অনুস্বারো ব্যঞ্জনকাক্ষরাসম্’ ইত্যাদি, কালী, ২৯—৩০ পৃ ) আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা বাইবে, ইংরাজীতে যাহা Syllable, সংস্কৃতে তাহার নাম অ ক্ষ র। বর্তমান পাঠে অ ক্ষ র শব্দে সর্বত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অ-আ, ক-খ ইত্যাদি সাধারণত প্রসিদ্ধ অক্ষরকে ( letter ) আমরা বর্ণ শব্দে উল্লেখ করিব। অক্ষর-সম্বন্ধে যে কয়টি দৃষ্টব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সমস্তই উল্লিখিত প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে গৃহীত।

ভাগে কোন ব্যঞ্জন পড়িবে, সময়ে-সময়ে ইহা লইয়া গোলমাল হইতে পারে, এবং সেই জন্ত একই পদের কখনো-কখনো ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে,—যদিও সব উচ্চারণেই ঐ পদের সমস্ত বর্ণই উচ্চারিত হয়।

৫। দীর্ঘ, এখানে এই শব্দে ঙ্কার ও অকার দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। ঙ্কার উচ্চারিত হইবার সময় কেবল পূর্ববর্তী দকারকেই নহে, পরবর্তী রকারকেও লইয়া উচ্চারিত হয়। এইরূপ শেষের অকার নিজের পূর্ববর্তী স্বকারকেও লইয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা উচ্চারণ করি দীর্ঘ-ঘ। এখানে প্রথমে দী ও পরে ঘ অংশ উচ্চারণ করিলে ঠিক হয় না, হইতে পারেও না। কারণ, এইরূপে উচ্চারণ করিয়া দেখুন, বাধা-অনুভব হইবে। যে পথ স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত, তাহাতে যাইতে বাধা ঠেকে না; যাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে বাধা হইবেই—যদিও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, কিন্তু এই অতিক্রম করার অন্তবিধাটা অনুভব না করিয়া পারা যায় না।

(ক)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের পূর্বে ও পরে উভয়তই স্বর থাকে, তবে সে স্থলে ঐ ব্যঞ্জন পর স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ত প ন। এখানে পকারের পূর্বে ও পরে অকার আছে, এই জন্ত তাহা পরের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়, পূর্বের অকারের সহিত নহে। আমরা উচ্চারণ করি ত-পন, তপ্-অন নহে। সংস্কৃত হিসাবে এখানে ত-প-ন-, এই তিনটি অক্ষর; বাঙলা হিসাবে অর্থাৎ শেষ অকারকে গ্রস্ত ধরিলে, দুইটি অক্ষর ত-প-ন।

(খ)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের শেষে স্বর না থাকে, তবে তাহা পূর্বেরই স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যেমন, সৎ। এখানে পরে স্বর না থাকায় হসন্ত ত পূর্বের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়। এখানে একটি মাত্র অক্ষর, সৎ।

(গ)। যদি পূর্বে কোনো স্বর না থাকে, তবে, বলা বাহুল্য, সেই ব্যঞ্জন পরের ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ফুল, ফুট। ফুল শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত বলিয়া ইহাতে একটি মাত্র অক্ষর, ফুল; কিন্তু ফুট শব্দের অগ্রস্ত নহে বলিয়া ইহাতে দুইটি অক্ষর, ফু-ট-।

(ঘ)। যেখানে ব্যঞ্জন-ব্যঞ্জন সংযোগ থাকে, সেখানে পূর্বের স্বর থাকিলে, সংযোগের পূর্ব-বর্ণটি ঐ পূর্ববর্তী স্বরের সহিত, এবং পর বর্ণটি পরের স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন কষ্ট। এখানে স্বকারে-টকারে সংযোগ; স্বকার পূর্বের স্বর ককার-স্থিত অকারের সহিত, এবং টকার পরবর্তী স্বর নিজস্থিত অকারের সহিত উচ্চারিত হয় কষ্-ট-, কষ্ট- নহে। এইরূপে এখানে দুইটি অক্ষর, কষ্ ও ট।

৬। এক-একটি ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এক একটি স্বর উচ্চারণ করিতে তাহার অন্যান্য বিশৃঙ্খল সময় আবশ্যক হয়। অতএব যদি কোনো শব্দ কম সময়ে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বরকে যত দূর সম্ভব কমাইয়া দিলেই তাহা সহজে হইতে পারে। পূর্বের পাঠে বলিয়াছি, লৌকিক ব্যবহারে মানুষ, যত শীঘ্র পারে, নিজের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করে, ইহা তাহার স্বাভাবিক। মানুষ নিজের যান-বাহন, যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লইয়া, যত দূর সাধ্য, সোজা পথে যাইবার চেষ্টা করে। কেন না, তাহার বাওরাটাই লক্ষ্য, তা সে যত শীঘ্র যাইতে পারে, ততই ভাল। সে যখন দেখিল, স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বরের মাত্রাকে (ক) কমাইয়া দিতে, (খ) বা একেবারে স্বরটিকেই অন্তর্হিত করিয়া দিতে তাহাকে প্রেরণা করিল। প্রয়োজনবশত সে স্থানে-স্থানে এইরূপ করিতে লাগিল। বা-দ-ল- বলিতে তিন অক্ষরে যে সময়টা লাগে, সে সেখানে শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দুই অক্ষর করিয়া 'ধানিকটা' সময় কমাইয়া লইল; উচ্চারণ করিল বা-দ-ল। ছু-টি-ল-, এখানে তিনটি অক্ষর, মাঝের অক্ষরটি ছাড়িয়া দিয়া দুই অক্ষর করিয়া লইল—ছু ট-ল-; একটু সময় বাঁচিয়া গেল। ভা-ই- এখানেও দুইটি অক্ষর; একটি অক্ষর ছাড়িয়া একটিমাত্র রাখা হইল—ভা'ই। এখানে ইকারের মাত্রা কমাইয়া, ইহাকে পূর্ববর্তী আকারেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই, "ভা'ই' ভা'ই", "ঠা'ই' ঠা'ই"; "খা'ই", "পা'ই", "চা'ই", ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক পদে এক-একটি করিয়া অক্ষর। দুইটি করিয়া অক্ষর ধরিলে হইবে "ভা-ই- ভা-ই-, ঠা-ই- ঠা-ই-, " ইত্যাদি। এরূপ করিলে উচ্চারণ বিলম্বিত হয়, কিন্তু মানুষ তাহা সাধারণ ব্যবহারে চায় না। বা-উ-ল-, তিন অক্ষর, ইহাকে দুই অক্ষর করিয়া আমরা বলি বা-উ ল। শেষে ঈকার যোগ করিলে বস্তুত হয় বা-উ-লী-, তিন অক্ষরই থাকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিতে গিয়া ইহারও একটি (অর্থাৎ মধ্যবর্তীটি) অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া, এবং এইরূপে ইহার মাত্রাকে কমাইয়া দিয়া পূর্বের অক্ষরের সহিত মিশাইয়া দিই, এবং উচ্চারণ করিয়া থাকি বা উ'-লী-। পূর্বে অক্ষর-বিভাগ ছিল বা-উ-ল-, পরে অক্ষর-বিভাগ হইল বা উ'-লী-, যদিও উভয় স্থলে দুইটির বেশী অক্ষর নাই। এইরূপ চ-ও-ড়া-; আ-ও-ড়া-; এখানেও মূলত তিন-তিন অক্ষর; কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্তী অক্ষর বাদ পড়ায় তাহার স্বরের মাত্রা কমাইয়া দিয়া পূর্বের অক্ষরের সহিত ইহাকে মিশাইয়া দেওয়া হয়, আর অবশিষ্ট দুই অক্ষরে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি চ ও'-ড়া-, আ ও'-ড়া-। অতএব এইরূপ।

৭। এখানে আর একটা কথা আলোচনা করিবার আছে। পূর্বেরই উদাহরণ ধরা বাড়ুক, (১) বা-উ ল; ও (২) বা উ'-লী-। বলিয়াছি, যদিও উভয় স্থলে দুই-দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের অক্ষর-বিভাগে ভেদ আছে। (১) প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষর বা; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির প্রথম অক্ষর বা উ'। এইরূপে (১) প্রথমটির দ্বিতীয় অক্ষর উ ল-; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় অক্ষর লী। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ভাষার স্বভাব বা স্বাভাবিক শক্তি (The Genius of the Language)। যদি দুই-দুই অক্ষরে ঐ শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভিন্ন, অথ কোনোভাবে অক্ষর-বিভাগ করিতে পারা যায় না। শব্দ উচ্চারিত হইবার সময় নিজে-নিজেই যেক্রমে সর্কাসপেক্ষা সুবিধা মনে করে, সেইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। বাহারি অকারের প্রত্য উচ্চারণে অভ্যস্ত, বা উ ল- উচ্চারণে তাঁহাদের ঐরূপ অক্ষর-বিভাগ না করিলে গত্যন্তর নাই, উহা ভিন্ন আর কোন্মো-

রূপে বিভাগ হইতে পারে না। যদি বা উ'-লী শব্দের মত বা উ ল- শব্দেরও প্রথম অক্ষর বাউ' করা যায়, তাহা হইলে শেষের ব্যঞ্জন লকার উচ্চারিত হইতে পারে না, কারণ, তাহার অকার গ্রন্থ বলিয়া স্বরের অভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়। তবে যদি লকারের অকারকে গ্রন্থ করা না হয়, তাহা হইলে বা উ'-ল- এরূপ অক্ষর-বিভাগ অবশ্যই হইবে। কিন্তু অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার গ্রন্থ হয় না, অথচ মধ্যবর্তী অক্ষর মাত্রাহাসে পূর্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে, প্রাদেশিক আৰ্য্যভাষাসমূহে এরূপ পদ্ধতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই, এবং বিশ্বাসও হয় না। এক উড়িয়া ছাড়া আর সমস্ত ভাষাতেই সাধারণত বিশেষ-বিশেষ স্থলে অকার গ্রন্থ হইয়া থাকে। অকার গ্রন্থ হইলে আলোচ্য শব্দে উকারটি কিছুতেই পূর্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, হইলে শেষের লকারের উচ্চারণই অসম্ভব, ইহা বলিয়াছি। আরো, যে ভাষায় অকার গ্রন্থ হয় না, তাহাতে অন্ত্য স্বরের ঐরূপ মাত্রার ন্যূনতা হয় না। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক; (১) বা দ ল- ও (২) বা দ- লা। (১) প্রথম শব্দটির অক্ষরবিভাগ বা-দ-ল-; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির হইতেছে বা দ-লা-। দুই-দুই অক্ষরে এই শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হইলে, এইরূপ ভিন্ন কোনো বিভাগ হইতে পারে না। মূলত উভয় শব্দেই তিনটি করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ব্যবহারে দ্রুত উচ্চারণ জন্য একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে; (১) প্রথম শব্দটির শেষের, ও (২) দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যের অক্ষর বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্তন অসম্ভব। শব্দ নিজেই নিজের সরল-সুগম পথ কাটিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে মানুষের কোনো কৌশলই

১। আধুনিক উড়িয়াতেও অকার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, এই পদ্ধতি তাহাতে অল্প দিনেই পূর্ণিত হইয়া উঠিবে। রায় মধুসূদন রায় বাহাদুর কৃত একখানি ইংকুল-পাঠ্য পুস্তকে (বাল বো ধ, ১৯১৭) দেবীলাস, নিরলিখিত শব্দভলি হসস্ত চিহ্ন দ্বিগুণ লিখিত হইয়াছে:—ঠিক, খুব, বুল, ("বুল্ হাতী বুল্"), স ল স ল, দে খ, ক ম, দ প দ প, চি ৭, ইত্যাদি। Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে (vol. v, Part II. p. 431, II. 41-42) রোমক অক্ষরে ভিতর কু, বাহার কু (bhitār-ku, bāhār-ku) লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উড়িয়া হস্তাক্ষরের যে প্রতিলিপি লিখিত আছে, তাহাতে এরূপ হসস্ত লিখিবার কোনো চিহ্নও নাই। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর আচার্য মহাশয় (১৯৯৮) ঐ লেখাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তিনি নিজের (১) বাঙলা উচ্চারণের প্রভাবেই এরূপ করিয়া থাকিবেন। এই লেখাতেই তিনি আরো এক স্থানে এইরূপ করিয়াছেন (p. 429. I. 33)। আমরা যেখানে পা ও রা বলি বা লিখি, উড়িয়ার সেখানে পা বা (এন্তু ব) লেখা হয়। কিন্তু উড়িয়া হস্তাক্ষর ও তাহার রোমকাক্ষরে পরিবর্তন, উভয় স্থলেই পা ও রা লিখিত হইয়াছে। রোমকাক্ষরে ইহা শোষণও করা হইয়াছে, "pāwā (pāwā)।" অক্সফোর্ড বোসেশ বাবু আমাদের লিখিয়া জানাইয়াছেন (কটক, ১২-২০ ১৯১৮)—“উড়িয়ার শব্দান্ত অ গ্রন্থ হইবার কথা নহে; কিন্তু ইদানী দীর্ঘ শব্দের অ প্রায়ই গ্রন্থ হইতেছে। যেমন সমাচার—উচ্চারিত হয় সমাচার। তিন অক্ষরের শব্দের অ গ্রন্থ হয় না; দুই অক্ষরেরও কথায় নাই; কদাপি হয় না (কিন্তু পূর্বোক্ত রায় বাহাদুরের পুস্তকে ইহাও দেখিতেছি,—লেখক) একটা বজার কথা এই যে, তিন অক্ষরের তকারান্ত ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অ ইদানী প্রায়ই গ্রন্থ হইতেছে। যেমন, বিখ্যাত—বিখ্যাৎ, বিগত—বিগত ইত্যাদি। এই সব ব্যতিক্রম এখনও সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। ঘোড়ের উপর অকার গ্রন্থ হয় না।”

খাটে না। কিন্তু তাহা হইলেও, শব্দ যে, নিজের পথ নিজেই কাটিয়া লয়, তাহাতেও একটা নিয়ম থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া কিছুই করে না। চেষ্টা করিলে মানুষ সেই নিয়ম বাহিরও করিতে পারে। অতএব আমরাও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব।

৮। (ক) যেমন কাহাকেও কোথাও তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে সে নিজের আগে-পিছে বাহা কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস পায়, যত দূর পারে, লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, স্বরও সেইরূপ দ্রুত চলিয়া যাইবার সময় নিজের পূর্বের ও পরের ব্যঞ্জনকে যত দূর পারে, নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

(খ) কিন্তু যদি দেখে যে, কোনো জিনিসটা সে নিজে না লইয়া গেলেও, তাহার পেছনে-পেছনেই আর এক জন তাহা লইয়া যাইবার জন্ত উত্তত হইয়া আছে, তাহা হইলে সে নিজে ঐটা ছাড়িয়া দিয়াই পূর্বে যাহা পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া বাহির ইয়া পড়ে; আর যদি পূর্বে কিছু না থাকে, খালি হাতেই চলিয়া যায়।

(গ) এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া যায় যে, অপর কেহ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে কি না; যদি না থাকে, তবে যাহা কিছু অবশ্য বহনীয় বাকী থাকে, সে টান দিয়া লইয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়।

(ঘ) আর যদি অপর কেহ থাকে, তবে তাহার জন্ত পরের জিনিস রাখিয়া দিয়া, আগেকার মধ্যে তাহার জন্ত যাহা কিছু থাকে, লইয়া ছুট দেয়।

(ঙ) পূর্ব ও পরের লোকের মধ্যে পরের লোকটি যদি অধিকতর ভারবহনক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ ভারটা পরেরই উপর পড়ে, এবং পূর্বটির তখন কাজ করিবার কিছু থাকে না বলিয়া সরিয়া পড়ে, বা গা-ঢাকা দিয়া থাকে।

(চ) এই যাত্রীদের সকলেরই একটা প্রধান লক্ষ্য এই থাকে যে, বহনীয় আবশ্যক জিনিস-গুলি সবই লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু লোক যত কমাইতে পারা যায়, ততই ভাল। কেন না, যে পথে তাহাদিগকে যাইতে হইবে, তাহা অতি-সঙ্কীর্ণ, তাহাতে এক-একবারে একটির বেশী লোক যাইতে পারে না, তাই এক-এক জন পরে-পরে গেলে আবশ্যক জিনিসগুলি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। আর সেগুলি না পৌঁছিলে আসল কাজও হয় না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্ত যত অল্প লোকে পারে, জিনিসগুলি বহিয়া লইয়া যায়।

প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ে অবশ্য বহনীয় জিনিস হইতেছে ব্যঞ্জন, এবং তাহাদের বাহক হইতেছে স্বর। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই কথাটা পরিষ্কার করা যাউক।

৯। বা দ-; এখানে মূলত দুইটি স্বর, তাই দুইটি অক্ষর বা-দ-। বলিয়াছি, স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনের প্রকাশই হয় না। দ্রুত উচ্চারণের ইচ্ছায় প্রথম স্বর (বকারস্থ আকার) বহির্গত হইয়া যাইবার সময় নিজের আগের ( ব্ ) ও পরের ( দ্ ) ব্যঞ্জন দুইটাকে ( যেন এক সঙ্গে দুই দিকে দুই হাতে ধরিয়া, ) লইয়াই চলিয়া যায় (ক)। শেষের স্বরের ( লকারস্থ অকারের ) আর কিছু করিবার থাকে না; কেন না, আর কোনো বহনীয় ব্যঞ্জন থাকে না; তাই তাহাকে

অবসর দিয়া—গ্রন্থ করিয়া পূর্বের স্বর নিজে সমস্ত কাজ চালাইয়া লইয়া (চ), সব দিকেই সংক্ষেপে সুবিধা করিয়া ফেলে।

বা দ ল. ; এখানে মূলত তিনটি স্বর, তিনটি অক্ষর বা-দ-ল-। প্রথম স্বর (বকার-স্থিত আ) যাইবার সময় দেখিতে পায়, তাহার পরে আরো একাধিক স্বর যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাই সে, সংক্ষেপ করার কথাটা মনে থাকিলেও (চ), কেবল প্রথম ব্যঞ্জনটা (বকার) লইয়াই চলিয়া যায় (খ)। দ্বিতীয় স্বর (দকার-স্থিত অ) যাইবার সময়, সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য বলবৎ থাকায় (চ), তৃতীয় স্বরের আর কোনো অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অবসর দিয়া—গ্রন্থ করিয়া দিয়া, নিজেই আগে-পিছের দুই ব্যঞ্জনকে (দ ও ল) লইয়া চলিয়া যায় (গ)।

রা মা ণ ন. ; এখানে মূলত চারিটি স্বর, চারিটি অক্ষর রা-মা-ণ-ন-। এখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর এক-একটি করিয়া ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায় (ঘ)। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য থাকায় (চ) তৃতীয় স্বর অগত্যা আগে ও পিছের দুই ব্যঞ্জন লইয়া তাড়াতাড়ি-বাহির হইয়া পড়ে। চতুর্থ স্বর পরিশেষে গ্রন্থ হয়।

বা দ. লা ; এখানে মূলত তিন স্বর, তিন অক্ষর বা-দ-লা-। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই থাকে (চ), এবং তদনুসারেই উচ্চারণ পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে পূর্বস্বর দেখে যে, মধ্যম স্বর অপেক্ষা অন্তিম স্বরটি ভারবহনে (গুরু বলিয়া) অধিকতর সমর্থ (ঙ), তাই মধ্যম স্বরের কোনো অপেক্ষা না করিয়া নিজে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায়। অন্তিম স্বর আ অন্তিম ব্যঞ্জনকে লইয়া যায়। মধ্যম স্বরের কাজ থাকে না, ইহা গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া গিয়া গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

১০। এই বিষয়টিকে আর এক রকমে কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। সকলেই জানেন, চার-পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর এক সারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সাজাইয়া যদি অপর একটা টাকা বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা ঐ সারের প্রথম টাকাতায় একটু আঘাত করিয়া বা ধাক্কা দিয়া বেগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শেষের টাকাটা সরিয়া গিয়াছে, আর তাহার অব্যবহিত পূর্বের টাকাটা একটু ফাঁক হইয়াছে। আলোচ্য স্থলে স্বরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। স্বরে বেগ সঞ্চারিত হইয়া আসিতে-আসিতে শেষের স্বরটাকে একবারে সরাইয়া দিয়া অব্যবহিত পূর্বের অর্থাৎ উপাস্তের স্বরটাকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। এবং এই জন্তই উপাস্ত্য স্বরটি মূলত লঘু থাকিলেও গুরু হইয়া যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। আ-ব-র-ণ- ; এখানে প্রবৃত্ত স্বরবেগ আ হইতে আসিতে-আসিতে অন্ত্য-স্বরকে অর্থাৎ ণ-কারস্থিত অকারকে নিজের স্থান হইতে একবারে দূরে সরাইয়া ফেলে, আর উপাস্ত্য অর্থাৎ রকারস্থিত অকারকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। যথা, আ ব র্-অণ্-অ।



অন্ত্য স্বরটা বেশী দূরে সরিয়া পড়ায় তাহা উচ্চারিত হয় না, কিন্তু উপান্ত্য স্বর কিঞ্চিদ্মাত্র ফাঁক হওয়ায় তাহাকে আমরা একটু টান দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি এবং সেই জন্তই, ঐ একটু টান পড়াতেই, উহা গুরু হয়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, দুই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত সমস্ত শব্দেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন, রা ম, রা ব ণ, রা মা য ণ, পা র লো কি ক, বৈ যা ক র ণি ক।

১১। শেষের অকারটাই যে, কেবল গ্রস্ত হয়, তাহা নহে। ঐ প্রবৃত্ত বেগ যে স্বরকে সরাইবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে, তাহাকেই সরাইতে পারে। বর্ণ বা আকৃতিতে নহে, যদি কোনো কারণবিশেষে শেষের স্বরটা গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বরবেগ তাহাকে সরাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে শেষ টাকাটার উপরে যদি কোনো বেশী ভারি জিনিস রাখা যায়, তাহা হইলে পূর্বপরিমিত বেগ সঞ্চারিত হইলেও শেষের টাকাটা একটুও সরিবে না। জ্ঞা তি হইতে জ্ঞা ত, অ তি থি হইতে অ তি থ; এখানে ইকারও সরিয়া গিয়াছে। বেগটা যে, কখন কাহার নিকট কি-পরিমাণ হয়, তাহা বলা যায় না; ইহা বিভিন্ন-বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন-পরিমাণ হয় এবং সেই জন্তই তাহার কার্যও বিভিন্ন হয়।

১২। এই প্রক্রিয়ায় অন্ত্য স্বর যেখানে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া না-ও যায়, সেখানে তাহার অন্তত মাত্রারও কিছু হ্রাস হইবেই। চা লা ই', ক রা ই'; চা লা ও', ক রা ও'; এখানে স্পষ্টতই অন্ত্য স্বরের মাত্রার হ্রাস হইয়াছে।

১৩। কিন্তু ইহা কল্পনা এবং তাহাও অসম্পূর্ণ।<sup>১</sup> কল্পনা ছাড়িয়া আমরা এখন বস্তুত্বের আলোচনা করিব। ভাষায়, বিশেষত কথ্য ভাষায় শব্দের অক্ষর-বিশেষকে উ দ া ত্ত (accented or stressed) করা, অর্থাৎ শব্দের কোনো একটি অক্ষরে বিশেষ একটু বেগ বা ঝাঁক দেওয়ার পদ্ধতি আছে। শব্দের রূপ পরিবর্তনে ইহার প্রভাব সামান্য নহে। ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ হয় বা দীর্ঘ হ্রস্ব হয়; লঘু গুরু হয়, বা গুরু লঘু হয়; অথবা কাহারো মাত্রা কমে, কাহারো বা তাহা বাড়ে; আবার কাহারো বা একবারে সত্যি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১৪। মনে রাখিতে হইবে, এই যে, বেগ বা ঝাঁক দেওয়া, ইহা বরাবরই একরূপ নহে; অর্থাৎ শব্দটা যখন প্রথম গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার যে অক্ষরে প্রাচীনেরা ঝাঁক দিয়া উচ্চারণ করিতেছিলেন, এখন,—তাহা গড়িয়া উঠিবার পর, আমরাও যে, ঐ শব্দটির ঠিক ঐ স্থানে পূর্বের ছায় ঝাঁক দিয়া উচ্চারণ করি, বা ঐরূপ ঝাঁক দিতেই হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। প্রাচীনেরা যেখানে ঝাঁক দিয়াছিলেন, আমরা সেখানে দিতেও পারি, না-ও পারি। আবার আমাদের অধস্তন পুরুষেরা আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতেও পারে, না-ও পারে। অতএব বলিতে হইবে, ঝাঁক দেওয়াটা নানা কারণে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। অন্ত্য শব্দের সবচে এই কল্পনাটি চলিলেও মধ্যবর্তী স্বরের গ্রস্ততা সবচে ইহা খাটিতে পারে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক\*। কা না (‘এক চক্ষুহীন’) শব্দে আজকাল আমরা প্রথম অক্ষরে ঝাঁক দিয়া থাকি (কা না), কিন্তু পূর্বে যখন ইহা কা ন অ (সং কা ণ, কা ণ ক; প্রাং কা ণ অ অথবা কা ন অ) ছিল, তখন ইহার ঝাঁক ছিল মধ্যম অক্ষরে অর্থাৎ নকার-স্থিত অকারে। এই ঝাঁক থাকাতাই দুইটি অকার একত্র মিলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঝাঁকটা আসিয়া এই মিলনটিকে—সন্ধিটিকে ঘটাইয়া দিয়াছে। যেমন দুইখানি লৌহশলাকা উপযুক্ত-রূপ লালা টক-টক করিয়া গরম করিবার পর উপর্যুপরি রাখিলেও, হাতুড়ির ঘা না দিলে জোড়া লাগে না, সেইরূপ দুইটা অকার পূর্বে পর পর থাকিলেও বেগের অভাবে একত্র মিলিত হইতে পারিত না। হাতুড়ির ঝায়ে লৌহ দুইখানি যেমন লাগিয়া যায়, বেগের প্রভাবে অকার দুইটিও সেইরূপ লাগিয়া গিয়াছে এবং এইরূপেই কা না পদটি হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, বাঙালীর অকারের ওকার-প্রবণতার উৎপত্তির পূর্বে বা উৎপন্ন হইয়া পুষ্টিলাভের পূর্বেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায়। (গুজরাটীতে ইহা কা ণ)। বাঙালার ওকার-প্রবণতা উৎপত্তির পরে যদি ঐ কা ন অ শব্দের পরিবর্তন হইত, তাহা হইলে, আমরা ভা ল, ছো ট, ব ড়, ইত্যাদি শব্দের স্থায় হ্রস্বতম ওকারান্ত-রূপেই ঐ শব্দটিকে পাইতাম, এবং উচ্চারণ করিতাম কা ণ। এই কা না বা কা ণা শব্দ সিংহলী ও উড়িয়াতে ক ণ। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে। ক্রিপে ইহা হইল, তাহা একটু পরেই বুঝা যাইবে। এখানে কথা হইতেছে এই যে, শব্দ-সমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় উদাত্ত ক র ণের (accentuation) অর্থাৎ ঝাঁক দেওয়ার কেবল বর্তমান পদ্ধতিই ধরিলে চলিবে না, প্রাচীনকেও ধরিতে হইবে।

১৫। জলে ঢিল ফেলিয়া বা অস্ত্র কোনো উপায়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিলে, সেই তরঙ্গ প্রথম উৎপত্তি-স্থান হইতে যত-যত দূরে যায়, তত-ততই ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। স্বরবিশেষকে উদাত্ত করিলে ঐ বেগটাও ঠিক সেইরূপে ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। Daniel Jones সাহেবের মত (The Pronunciation of English, 1911, p 57, § 206) একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। প্রথম ঝাঁকটার মাত্রা বুঝাইতে যদি ১ সংখ্যা দেওয়া হয়, এবং তাহার পরবর্তী ক্ষীণ-ক্ষীণতর ক্ষীণতম মাত্রাগুলি বুঝাইতে যদি ক্রমিক ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের ‘আ’ মা’ নি (‘কাজি’) শব্দের বেগের মাত্রা এইরূপে লিখিতে পারা যায় :—‘আ’ মা’ নি\*। পর-পরবর্তী বেগের মাত্রা এত অল্প যে, সাধারণত তাহা অল্পভব হয় না, এবং সেই জন্যই তাহা গণ্যও হয় না, এবং তাহার কার্য-কারিত্বও কিছু

১। উদাত্ত (accented) অক্ষর বুঝাইবার জন্য সাধারণত (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাঙালার ইহা যেকের সহিত গোলমাল হইতে পারে বলিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতি-বিশেষ অনুসারে (যেদ্বারা Daniel Jones সাহেবের Pronunciation of English নামক পুস্তকে) (i) এই চিহ্নটি এখানে গৃহীত হইয়াছে। Sweet সাহেবের প্রযুক্ত (ii) চিহ্ন বাঙলা অক্ষরে ভাল দেখায় না।

২। দৃশ্য হলে আমি ন (বস্তা) লেখা পক্ষপাতী, যদিও প্রাকৃত-বিশেষেও ইহা সূক্ষ্ম হয়।

থাকে না। বেগটা প্রথম যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই অল্পভূত হয়, এবং সেই জন্তই অব্যবহিত পূর্বের বা পরের অক্ষরে তাহারই প্রভাব লক্ষিত হয়। অব্যবহিত অক্ষরকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত অক্ষরে ( প্রায়ই ? ) তাহার কোনো ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক আছে, কিন্তু আজ অল্প বিষয়ের আলোচনার মধ্যে তাহা সম্ভব বা সম্ভব নহে বলিয়া, সময়াস্তরের জন্ত আর সব রাখিয়া দিয়া, কয়েকটি মাত্র অবশ্য-বস্তুব্য কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের প্রাদেশিক আখ্যাত্যাসমূহ দেখিলে বোধ হয়, পূর্বের সাধারণত শব্দের অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়িত। কা না শব্দে ইহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম, কা না বা কা গা সিংহলী ও উড়িয়ায় ক গা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল ?

১৭। কাহারো যদি মোট চারিটিমাত্র টাকা থাকে, আর তাহা দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে দাতা সমান-সমান ভাবে দুই-দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কাহাকেও বেশী দিয়া ফেলেন, তবে অত্রকে অবশ্যই কিছু কম দিতে হয়। শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। প্রত্যেক পদের জন্ত শব্দের মোট মাত্রা নির্দিষ্ট থাকে। ইহা হইতে কোনো অক্ষরে কিছু বেশী গেলে, অত্র অক্ষরে স্বভাবতই কিছু কম পড়িবে। বাহারী এখন কা না উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ককারস্থিত আ দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ নকারস্থিত আ অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং শেষ অক্ষর নকার-স্থিত আ প্রথম অক্ষর হইতে সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর—যদিও আকৃতিতে বা বর্ণে উভয়কেই একইরূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু বাহারী ( সিংহলী ও উড়িয়া-গণ ) ক গা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় অক্ষর প্রথম অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং সেই জন্তই প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর অপেক্ষা সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর। এখন হ্রস্ব আকারও বা, আর অকারও তাই। ভেদের মধ্যে এই যে, বাঙলা-প্রভৃতিতে এখানে ( কা না-স্থলে ) শেষের হ্রস্ব আকারটাকে বর্ণত পরি-বর্তন করিয়া, অর্থাৎ অকার করিয়া লেখা হয় নাই, আর সিংহলী-উড়িয়াতে ( পূর্বের হ্রস্ব আকারে ) তাহা হইয়াছে। সিংহলী ও উড়িয়ায় শেষের অক্ষরে ঝাঁক পড়ে, এবং সেই জন্ত অন্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া পড়িবার রীতি আছে। সেই জন্তই বাঙলার অসমাপিকা ক্রিয়া আ সি, রা খি, ছা ডি প্রভৃতি উড়িয়ায় অ সি<sup>১</sup>, র খি<sup>১</sup>, ছ ডি<sup>১</sup> প্রভৃতি হয়, এবং ছা তি, রা জা, কা লা প্রভৃতি যথাক্রমে ছ তি<sup>১</sup>, র জা<sup>১</sup>, ক লা<sup>১</sup> প্রভৃতি হইয়া থাকে। এখানে সর্বত্রই অন্ত্য স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে। সিংহলীতে বিশেষণ ক গ শব্দও আছে বলিয়াছি। এখানে ক গা শব্দও বা, ক গ শব্দও বস্তুত তাই। বাঙলা ও উড়িয়ায় অকারের সম্বৃতিত উচ্চারণ, কিন্তু সিংহলীতে হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতির জায় তাহার প্রসারিত উচ্চারণ, ইহা পূর্বের বলিয়া আসিয়াছি। এখন শেষ স্বরটা অর্থাৎ আলোচ্য পদে নকার-স্থিত অকারটা প্রসারিত ভাবে দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে ক গা ও ক গ শব্দের মধ্যে কোনো ভেদই পাওয়া যাইবে না। এইরূপেই আমাদের রা জা স্থলে উড়িয়ায় যেখানে র জা লেখেন, সিংহলীরা সেখানে র জ লিখিয়া

ধাকেন। এইরূপেই আমাদের পা প, সিং প ব; গা ভ (সং গৰ্ভ, প্রা° গ ব্ ভ), সিং গ ব; প্রা° ণ (প্রা° পা ণ) সিং প ণ; দাঁ ত সিং দ ত; রা ঠ বা রা ঢ (স° রা ঠ্ঠ, প্রা° র ট্ঠ ঠ) সিং র ঠ ইত্যাদি। আবার আমাদের গা ছ, উং গ ছ, সিং গ ছ বা গ স। বুদ্ধের মৃত্যুর বৎসরে ( ৫৩৪ খ্রী. পূ. ) সীহবাহুর ( সিংহবাহুর ) পুত্র বিজয় সাত শত সহচরের সহিত সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে রাজ্য বিস্তার করেন। সীহবাহুর মাতামহ ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা, এবং মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গরাজের কন্যা 'মহাবংস, ৬. ১ )। তাঁহার সময়ে সিংহল কলিঙ্গের অপর সংযোগেরও সুযোগ হইয়াছিল ( Turnour's Mahawanso, vol I. Appendix V. )। পরে ( ৩০ - খ্রী. পূ. ) অশোক মহেন্দ্রকে ধর্মপ্রচার জন্ত সেখানে প্রেরণ করেন। তখন কলিঙ্গের তাম্রলিপি ( পালি তামলিঙ্গী ) বন্দর হইতেই সিংহলে যাতায়াত চলিত 'মহাবংস, ১১. ৬৮ )। ষত দুয় দেখিয়াছি, পালি-সাহিত্যে সর্বত্র তাম্রলিপি হইতেই সমুদ্রযানের কথা বলা হইয়াছে। সিংহলে সংখমিত্রার সহিত বোধিজ্ঞান পাঠাইবার সময় অশোক, পাটলিপুত্র হইতে প্রথমে নৌকায় তাম্রলিপিহইতে আসেন ও সেখান হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া দেন 'মহাবংস, ১২. ৬-১৬ )। কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর হইতে সিংহলে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাও তাম্রলিপি বন্দরে জাহাজে উঠান হয় ( দাঠাবংস, কুমারস্বামী, ৪. ৪১ )। অতএব বুদ্ধের, বিশেষত কলিঙ্গ-উৎকলের ভাষার প্রভাব সিংহলী ভাষায় যে থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নহে।

১৮। একটু পুমরুক্তি হইলেও বিষয়টি আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিবার জন্ত আমরা আর একটি উদাহরণ দিব। মূলত স° দী প হইতে দী প ক, প্রা° দী ব অ। ইহার অন্ত্য বা উপান্ত্য স্বরে ঞ্জাক লাগায় পূর্ববৎ শেষের অকার দুইটি মিলিয়া আ হইল, এবং নূতন পদ উৎপন্ন হইল দী বা। অন্ত্য স্বর আকারে আবার ঞ্জাক পড়িল, এবং ঙ্জকার অপেক্ষা ইহা দীর্ঘতর বা গুরুতর ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই লগ্ন আকারের মাত্রা কমিয়া গেল। এইরূপে আমরা মারাঠীতে দেখিতে পাইলাম দি বা, হিন্দীতেও দি বা ও দিয়া (ব লোপে য হইয়াছে); উড়িয়াতেই হ্রস্ব ইকার। গুজরাটীতেও তাই ( যেমন, দি বা বর্থত, 'দীপের সময়', 'সন্ধ্যাকাল'; দি বা স লী, 'দেশলাই' )। বাঙলাতেও দি যা। কিন্তু পাঞ্জাবীতে লিখিত দেখা যায়—দী বা। হিন্দী ও বাঙলাতেও অভিধানে হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ ঙ্জকার উভয়ই দেখা যাইবে। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে চোখ অপেক্ষা কানের উপর নির্ভর করিতে হইবে বেশী। শব্দের ধ্বনি আলোচনায় চোখ অপেক্ষা কানেরই প্রামাণ্য অধিক। তাই বর্ণে বা লেখায় কোনো-কোনো স্থানে ঐরূপ দীর্ঘ দেখা গেলেও বস্তুত তাহা হ্রস্ব। আবার যাহা বর্ণে হ্রস্ব দেখা যায়, ধ্বনিতে হয় ত তাহা বস্তুত দীর্ঘ। পাঞ্জাবী ও বাঙলার সংখ্যাবাচক তি ন শব্দের ইকার বস্তুত দীর্ঘ [ সংস্কৃত ত্রী শি, প্রাকৃত ত্রী শি শব্দের ইকার লোপে ( ইকার লোপের কারণ পরে বলা হইবে ) ঐ পদটি হইয়াছে। ] তি নি ও তি ন শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। বর্ণের ত প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দী ও মারাঠীতে লিখিতও হয় তি ন। উড়িয়াতে লিখিত হয় তি নি, কিন্তু উচ্চারিত হয় তি নী—দীর্ঘ ঙ্জ। ( আসামীতেও তি নি,

কিন্তু স্থানে-স্থানে অর্থাৎ ট-ঠ, ড-ঢ ও দকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে তি ন। সিংহলীতে তু ণ। গুজরাটীতে ত্র ণ, কিন্তু হিন্দী মারাঠীর গ্রায় তী ন শব্দও চলিয়াছে।) অতএব এতাদৃশ স্থলে কানেরই উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

১৯। দেখা যায়, মারাঠীতে কেবল উচ্চারণে নহে, লেখাতেও এই নিয়মকে সর্বশেষ অমুসরণ করা হইয়াছে। বিভক্তি-যোগে উপাস্ত্য ঙ্গকার ও উকারের হ্রস্ব বিধানের ইহাই মূল (Appaji Kashinath Kher : Marathi Grammar, § 279, p. 157)। যেমন, সংস্কৃত কু ডা- অথবা কু ডা ক- হইতে ক্রমপরিবর্তনে মারাঠীতে কু ড়, 'দেয়াল'। ইহা হইতে কু ড়া স, 'দেয়ালকে'। সৎ দে ব কু ল-, প্রাৎ দে উ ল-; কিন্তু মাৎ দে উ ক। মারাঠীতে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হওয়ায় পূর্ববর্তী উকার দীর্ঘ হইয়াছে; কিন্তু প্রাকৃতে ঐরূপ না হওয়ায় হ্রস্বই আছে। মারাঠী দে উ ক- হইতে স, বা আস বিভক্তি-যোগে দে উ ক্কা স, 'দেউলকে'; দীর্ঘ উকার, হ্রস্ব উকার হইয়াছে। এইরূপ অনেক।

২০। ঝাঁক যখন উপাস্ত্য অক্ষরে পড়ে, তখন সেই অক্ষরটিই প্রবল হইয়া পরবর্তী অক্ষরকে দুর্বল করে। মধু, এখানে দুই স্বর, দুই অক্ষর। উপাস্ত্য বা আত্ম অক্ষর মকার স্থিত অ। ইহার উপর ঝাঁক পড়ায় যখন ইহা একটু প্রবল হইয়া উঠিল, এবং এক-একটু করিয়া ইহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা হইল, তখন পরবর্তী অক্ষর অর্থাৎ উকার মাত্রাহ্বাসে শনৈঃ শনৈঃ নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল, এবং হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে ম<sup>১</sup> ধ- এই আকার ধারণ করিয়া বসিল। কেহ যদি কান পাতিয়া শুনে, তবে বুঝিতে পারিবেন, মকারস্থিত অ এখানে দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপে সংস্কৃতে রা শি, প্রাৎ রা সি হইতে হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে রা স, বাঙলাতেও তাই, ভেদের মধ্যে এই যে, শেষের উয় বর্ণটিকে আমরা তালব্য উচ্চারণ করি -রা শ, যথা, 'এক রা শ-চুল'। এইরূপে সৎ রীতি হইতে হিং মাৎ গুৎ পাৎ বাৎ রী ত, এবং আপনারা সকলেই জানেন, অ তি থি, জা তি, জা তি, ও রা ত্রি (সৎ রাত্রি, প্রাৎ র ত্রি,) শব্দ স্থানে বাঙলায় যথাক্রমে অ তি থ, জা ত, জা ত ও রা ত শব্দের প্রয়োগ হয়। তুল :-সৎ \*অ হো রা ত্রি, \*দি বা রা ত্রি হইতে যথাক্রমে অ-হো রা ত্র, দি বা রাত্র; \*পু ও রী কা ক্ষি হইতে পু ও রী কা ক্ষ, ইত্যাদি।

২১। অকার কিরূপে গ্রস্ত হয়, এখন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অন্ত্য বা উপাস্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়ে বলিয়াছি। অকারান্ত শব্দের উপাস্ত্য অক্ষরেই ঝাঁক পড়ে। প্রাকৃন্তের জো ব ণ- (সৎ যো ব ন) কথাটি ইহা সমর্থন করিবে। উপাস্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়াতাই বকারের দ্বিধ হইয়াছে।<sup>২</sup> জ ল-, এখানে দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। উপাস্ত্য অক্ষর জকার-

১। কিন্তু ম ব ল্ল- 'নবীন', এ ক ল্ল- 'একল্য' প্রভৃতি শব্দের দ্বিধ অন্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়া বুঝা করিতেছে। পূর্বে এইরূপই ছিল, উপাস্ত্য বর্ণে ঝাঁক দেওয়া পরে হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে সমরাস্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

স্থিত অ, ঝাঁক পড়ায়, যেই ইহা প্রবল হইল, লকার-স্থিত অ অমনি দুর্বল হইয়া পড়িল। অনন্তর প্রথম স্বর জকার-স্থিত অ শব্দে শব্দে লকারস্থ অকারের মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিল, এবং লকারস্থ অ একবারে না থাকারই মত হইয়া গেল, গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ছিল জ-ল-, আমরা তাহাকে করিয়া লইলাম জ<sup>১</sup> ল। একটু কান পাতিয়া সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জকারস্থিত অ দীর্ঘ। জ ল ও জ লা শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। ইহাতেও ঠিক না পাইলে, আমরা যেমন কাহাকেও কোনো গুপ্ত কথা বলিতে হইলে কানে-কানে অল্পস্বরে ফিস্-ফিস্ করিয়া (whisper) বলি, এইরূপ ভাবে সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোনো শব্দের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো দুইটি অক্ষরের মাত্রার তারতম্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপর অক্ষরকে মনে-মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দুইটিমাত্র অক্ষরকে ফিস্-ফিস্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে। শব্দ-ধ্বনিবিদেরা (phoneticians) এইরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন (Henry Sweet, *A Primer of Phonetics*, 3rd Ed. 1906, §§103, 109; pp. 48, 50)।

২২। বা-দ-, এখানেও পূর্বের ত্রায় উপাত্ত্য অক্ষরে ঝাঁক থাকায় অকার গ্রস্ত হইয়া আমাদের নিকট বা দ- হইয়াছে। এই মূল শব্দটির শেষে একটা ল লাগাইলে মূলত বা-দ-ল- হয়, তিন স্বরে তিন অক্ষর। এখানে উপাত্ত্য অক্ষর অর্থাৎ দকার-স্থ-অকারে ঝাঁক পড়ায় পূর্বের নিয়মে পরবর্তী অর্থাৎ লকারস্থ অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ<sup>১</sup> ল- হইয়া যায়। এখানে দকার-স্থ অ দীর্ঘ। বা ম<sup>১</sup> ন-, এখানেও সমস্তই পূর্ববৎ। এখন স্বভাবতই এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে আমি বলিলাম, বা দ ল- শব্দে উপাত্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়ে; কিন্তু আজ-কাল দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঝাঁক বস্তুত আত্ম অক্ষর বা বকারস্থিত আকারে পড়িয়া থাকে। ইহার উত্তরের আভাস আমি পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি (§১৪)। বলিয়াছি, এই ঝাঁক দেওয়া সব সময় একরূপ থাকে না; পূর্বে যে রূপ ছিল, এখন তাহা না থাকিতেও পারে; বা এখন যাহা আছে, পরে তাহা না থাকিতেও পারে। যে সময়ে বা-দ ল- হইতে শেষের অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ<sup>১</sup> ল- পদ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন মধ্য অক্ষরে অর্থাৎ দকার-স্থিত অকারেই যে, ঝাঁক ছিল, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, তখনো প্রথম অক্ষর অর্থাৎ বকার-স্থিত আকারে ঝাঁক ছিল, ও তাহা দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহার পরবর্তী দকার-স্থিত অকারেরই মাত্রা-হ্রাসে গ্রস্ত হইবার কথা। ইহাকে ডিঙাইয়া শেষের অকারটাকে গ্রস্ত করিবার কোনো হেতু দেখা যায় না। যদি থাকে, কেহ তাহা প্রকাশ করিলে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমার মনে হইতেছে, বা-দ-ল- হইতে পূর্বপ্রক্রিয়াভূসারে বা দ ল শব্দ উৎপন্ন হইয়া যাইবার পর আমাদের ঝাঁক দিবার রীতি পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩। এবার এখানে প্রশ্ন হইতে পারে। ভাল, 'বা দ ল' শব্দে যখন আজ-কাল স্পষ্টই প্রথম অক্ষরে ঝাঁক পড়িতেছে, তখন পূর্বনিয়মামুসারে পরবর্তী দকার-স্থিত অকার গ্রন্থ হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিবার আছে :—

(ক)। প্রথম, ঐ নিয়মে এখানে মধ্যবর্তী অকার গ্রন্থ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শব্দটির উচ্চারণ হ্রস্ব হইয়া পড়িত। শেষের অর্থাৎ লকারস্থিত অকার যদি পূর্বে গ্রন্থ না হইত, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহা হইতে পারিত, কোনো বাধা থাকিত না। তাহা হইলে আমরা এখানে বা দ ল- পদ পাইতাম। একটা উদাহরণ দিতেছি। ছু- টি- ল-; তিন স্বর, তিন অক্ষর। ইহার অন্ত্য অকার গ্রন্থ হয় না; কেন হয় না, তাহা একটু পরেই দেখিতে পাইব। এখন এই পদটাকে যদি দ্রুত উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ঝাঁক দিবার বর্তমান রীতি বা নিয়ম-অনুসারে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ছকারস্থ উকারে ঝাঁক পড়ায় তাহার পরবর্তী অক্ষর টকার-স্থিত স্বর ইকার হ্রস্ব হইয়া ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, এবং পদটা ছু টি- ল- এই আকৃতি ধারণ করে। লক্ষ্য করিবেন, এখানে ছকার-স্থিত উকার দীর্ঘ। ঠিক এইরূপেই প্রকৃত আলোচ্য পদটি বা দ ল- হইয়া পড়িত। কিন্তু যে-হেতু বা-দ-ল- শব্দের অন্ত্য অকার পূর্বেই গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে, এবং মধ্যবর্তী অকার গ্রন্থ হইলে উচ্চারণ-সৌকর্য্য একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই হেতু বর্তমান পদ্ধতি-অনুসারে প্রথম অক্ষরে ঝাঁক পড়িলেও, পরবর্তী দকার-স্থিত অ গ্রন্থ হয় না। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “প্রাক্তেরা উপায়ের ত্রায় অপায়কেও চিন্তা করিবেন।” এখানে উচ্চারণের অন্ত্রবিধা বিষয় অপায়। যদি প্রথম অকারটাও গ্রন্থ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদটা দাঁড়াইবে বা দ ল- (= বা দ ল্)। এখানে নিজে-নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বাঙলা হিসাবে শেষের অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করা কেমন শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী-প্রভৃতির সহিত বর্তমান বাঙলার ইহাও একটা বিশেষত্ব যে, ইহাতে পালি-প্রাকৃতের ত্রায় পদের অন্ত্রে স্বরহীন সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বা উচ্চারণ নাই। হিন্দীতে বলা হয় প ঙ্গ, স ঙ্গ, স ঙ্গ, প হ্গ; কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে প ঙ্গ, স ঙ্গ, ইত্যাদি। মারাঠীরা বলিবেন তো ঙ্গ, ডা রি ঙ্গ; বাঙালীরা বলিবেন তু ঙ্গ, দা ডি ঙ্গ-। গুজরাটীরা বলিবেন ধু ঙ্গ কা র- ‘মেঘজনিত অন্ধকার’, বাঙালীরা ঐ শব্দটিকে উচ্চারণ করিবেন ধু ঙ্গ কা র-।<sup>১</sup> অতএব উচ্চারণের অন্ত্রবিধা থাকায় আমাদের নিকট বা দ ল- পদ হয় না।

(খ)। দ্বিতীয়, এখানে আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। কোনো স্বরে ঝাঁক পড়িলেই যে, তাহা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী লঘু স্বরও যেমন গুরু হয়,

১। কিন্তু আমরাও যে এক দিন কোমো-কেনো স্থলে এইরূপ হস্তস্ত করিয়া উচ্চারণ করিতাম না, তাহা বলিতে পারি না। উচ্চারণ করিতাম বলিয়াই যেন হয়। তাই অ জ ন, বা স জ ন ক হইতে আ জ না শব্দ এখনও চলিত আছে। এইরূপ রা জ, তা, আ জ. টি।

ঝোঁক পড়িলে লঘু স্বরও সেইরূপ গুরু হয়। এই গুরুত্ব অবশ্য স্বরটিকে দীর্ঘ হইবার যোগ্য করিয়া দেয়। সেই জন্যই স্থানে-স্থানে তাহা দীর্ঘ-দীর্ঘে দীর্ঘ হইয়া উঠে। যেমন, ছু ট. ল-, এখানে আত্ম স্বরে ঝোঁক পড়িতে-পড়িতে কালক্রমে তাহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কোনো স্থানে বা হ্রস্বই থাকিয়া যায়। যেমন, ত খ' ন, এখানে সম্প্রতি তকারে ঝোঁক পড়িলেও তাহার স্বর দীর্ঘ হয় নাই। আলোচ্য বা দ ল- শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২৪। পদান্ত অকার গ্রন্থ হইয়া বা দ, বা দ ল- প্রভৃতি কিরূপে হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এখন বা দ ল- শব্দের শেষে আকার যোগ করিলে মূলত বা-দ-লা- হইতে বা দ-লা; এইরূপ ষ ট ক- শব্দে ঙ্কার যোগে মূলত ষ-ট-কী হইতে ষ ট-কী। কিরূপে এই মধ্যবর্তী অকার গ্রন্থ হইল, দেখিতে হইবে।

বা দ ল-, ষ ট ক-, ইহাদের পর আকার বা ঙ্কার ( অর্থাৎ সাধারণত অকার ভিন্ন স্বর ) আসিলেই যখন বা দ-লা, ষ ট-কী, এইরূপ পরিবর্তন হইতেছে, তখন এই পরিবর্তনের কারণ যে, আকারাদির সংযোগ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখানে বিচার্য বিষয় এই যে, ঐ আকারাদি যোগের পর শব্দের আত্ম বা অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ পরিবর্তন হইয়াছে? আমার মনে হয়, আত্ম অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি (৫:১৭), কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে তাহার মোট মাত্রা মনে পূর্বেরই ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থানে ঝোঁক পড়ায় সেই মোট মাত্রার এদিকে-ওদিকে একটু কম-বেশী করিয়া ভাগ হয়। কোনো স্থানে একটু বেশী, কোনো স্থানে বা একটু কম হয়, কিন্তু মোটের উপর মাত্রাটা ঠিকই থাকে। এখন পূর্বের মাত্রাটা যদি কোনোক্রমে একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে পরের মাত্রাটা একটু কমিবে। কমিলেই ইহা পূর্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; প্রবলই দুর্বলকে টানিয়া লয়। এই দুর্বলীভূত স্বরের পরবর্তী স্বর যেমন থাকে, তেমনই থাকিয়া যায়। শি-উ-লি হইতে জ্ঞাত শি উ লি- শব্দে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উকারটা পূর্বের ইকার অপেক্ষা মাত্রায় দুর্বল, তাই ইহা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা এখানে একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর (Spurious diphthong) হইয়াছে বলিতে পারেন; আমরা উচ্চারণ করি শি উ', শি উ-নহে। শেষের লি পূর্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। চ ও' ডা, এখানেও পূর্ববৎ ওকারটা মাত্রা-হ্রাসে হ্রস্বতর হইয়া পূর্ববর্তী অক্ষর বা স্বরের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এখানেও একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর হইয়াছে বলিতে পারা যায়।<sup>১</sup> এখানে দেখুন, শি উ' লি ও চ ও' ডা শব্দের শেষে

১। লক্ষ্য করিতে হইবে, ওকারটা এখানে হ্রস্বতর। সেই জন্যই ইহা বস্তুত উকারেরই ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। (সংস্কৃত উকারের গুণে, অর্থাৎ তাহাতে একটু বিলম্ব-অকার মাত্রার বোধে ওকার, এবং ওকারের সেই মাত্রাটির হ্রাসে উকার হয়।) বাতস্ত্রয় ত না—শো না, নু বা—বো বা, হু টা—কো টা, ইত্যাদিরূপ ইবৎ ইহাই কারণ। কলিকাতার বিভাবার-বিভীর রূপই বেশী শুনা যায়। এ হলে উকার ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। কলিকাতার বিভাবার এখন অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই উকারটা ওকার হইয়া বুটিয়া উঠিয়াছে, এ কথা



লি ও ডা যদি না-ই থাকে, ধরা যাউক, যদি ঐ আকারেরই কোনো দুইটি শব্দ থাকে, তবুও শি উ', চ ও' উচ্চারণ হইবে। অতএব দেখুন। আমরা বলিয়া থাকি, কে উ' 'কেহ', কে উ' 'টে 'নাগ', সে ও' 'কলবিশেষ', সে ও' ডা 'গাছবিশেষ'। অতএব এই শি উ' লি প্রভৃতি স্থলে যখন আত্ম অক্ষরের ঝাঁকেই ক্রমশ তাহার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ার পরবর্তী স্বরে মাত্রা হ্রাস বা গ্রন্থতা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন বা দ. লা প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়মেই কাজ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

২৫। আরো, যদিও বা- দ- ল- শব্দের শেষে আকার আসাতে মধ্যবর্তী অকার গ্রন্থ হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা এ কথা প্রকাশ পায় না যে, ঐ আকারই এখানে গ্রন্থতার একমাত্র কারণ, বা তাহাতেই ঝাঁক পড়িয়াছে। তাহা হইলে প্তেরও মধ্যে আমরা কখনো বা-দ-লা-পদ্ধিতে পারিতাম না, অথচ পড়িয়া থাকি। ভাবিতে হইবে, আত্ম অক্ষরে কোনো বেগ না থাকায়, তাহা অর্থাৎ বকার-সহিত আকার সাধারণ ভাবে উচ্চারিত হইয়া গেল। স্বরপ্রবাহ চলিতেছে, কিন্তু এখানে দকারস্থিত অকারের গ্রন্থ হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই, কেন না, বলা হইতেছে, বেগটা শেষ অক্ষরে অর্থাৎ লকার সহিত আকারে গিয়া ঠেকিলে, তবে তাহা গ্রন্থ হইবে, তাহাই তাহার গ্রন্থতার কারণ। অতএব গ্রন্থতার কারণ না থাকায় দকারস্থিত অকার অবশ্য উচ্চারিত হইবে, এবং তাহার পর স্বরবেগ শেষ আকারে গিয়া লাগিবে। তবেই হইতেছে, এইরূপে মধ্যবর্তী অকার গ্রন্থ হইতে পারিল না। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, পূর্বোক্তরূপে প্রথমে বা-দ-লা- হইয়া তাহার পর অর্থাৎ প্রথমে বা-দ- উচ্চারিত হইয়া স্বরবেগ যেই গিয়া লা-তে আঘাত করিল, অমনি আবার পূর্ববর্তী দকারস্থিত অকার গ্রন্থ হইয়া গেল। ইহা বলা হইল বটে, কিন্তু কোনো প্রমাণ বা যুক্তি হইল না। সমগ্র পদটা একবার একরূপ উচ্চারিত হইয়া যা ই বা র প র আবার সঙ্গে-সঙ্গেই উলটিয়া আর একরকম হইয়া গেল, ইহা করনা হইতে পারে, বস্তুতঃ হইতে পারে না। বা-দ-লা-র সঙ্গে-সঙ্গেই আবার কেহ বা দ-লা বলে না, বা অমুভবও করে না। উৎপলশতপত্রভেদমন্ত্রে তাহা অতিদ্রুত হইলেও এরূপ স্থলে তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। অতএব বা দ. লা পদটির মধ্যবর্তী অকার অন্ত্য অক্ষরে ঝাঁক পড়া হেতু হয় নাই, আত্ম অক্ষরের ঝাঁকেই হইয়াছে।

বলিতে পারা যায় না। পৌ ট লা-পু' ট লি, যো থা-র থি; এখানে না-হয় ঐ নিয়ম খাটিল; কিন্তু সু থা-সু থি, সু থা-সু থি, লু টা-পু টি, ইত্যাদি স্থলে তাহা খাটে না। অতএব উকার স্থানে ওকার হওয়ার অন্য কারণ নির্দেশ করিতে হইবে। সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া নেওয়ার যাউক, পালি-প্রাকৃতে এরূপ অনেক আছে (যেমন, কু ও স্থানে ভো ও; সারসিভেও ভো ও)। উকারকে এসারিত ভাবে উচ্চারণ করিলেই ওকার হয়, আর ওকারকে সঙ্কুচিত করিলেই উকার হয়। বলিয়াছি, এতাদৃশ স্থানে উকার-ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। অতএব বাঁহারা এসারিত উচ্চারণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট ওকার দেখা যায়; আর বাঁহারা সঙ্কুচিত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট উকারই থাকে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে, বৃ বা—বো বা প্রভৃতি শব্দদ্বয়লয় মধ্যে পূর্বেরটা বাণে, এবং প্তেরটা তাহা হইতেই পরে হইয়াছে।

২৬। বাহ্য আলোচিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, অস্ত্র অক্ষরের স্বরবিশেষ ( অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বর ) মধ্যবর্তী অক্ষরের ( অর্থাৎ অকার প্রভৃতি স্বরের ) গ্রন্থতার কারণ, আত্ম অক্ষরের বেগ বা ঝাঁক তাহার নিমিত্ত কারণ, এবং কৰ্ত্তা হইতেছে ঐ আত্ম অক্ষরের দীর্ঘতা। অপর কথায়, পরবর্তী অক্ষরের বেগ পূর্ববর্তী অকার-প্রভৃতির গ্রন্থতার কৰ্ত্তা হইতে পারে না, কারণ হইতে পারে।

২৭। অকারের গ্রন্থতা সম্বন্ধে আমরা এই যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, যদি কোনো স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়, তবে সেখানে ঐ ব্যভিচার কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, এবং আশা করা যায়, ঐ অনুসন্ধান নিরর্থক হইবে না। আমরা ক্রমশই ইহা দেখিতে পাইব।

২৮। এখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সংস্কৃতে অকার গ্রন্থ করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি নাই; ইহাতে সমস্ত অকারকেই উচ্চারণ করিতে হয়। আমাদের প্রাদেশিক আখ্যাতাষাসমূহে যে সকল তৎসম শব্দ আছে, ইহাদের কতকগুলিকে সংস্কৃতেরই সাদৃশ্বে অকার গ্রন্থ না করিয়াই উচ্চারণ করা হয়, অপরগুলিকে বক্ষ্যমাণ নিয়মে অকারকে গ্রন্থ করিয়াই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত উচ্চারণের পূর্বপরম্পরাগত অভ্যাস বা পদ্ধতিই স্থানে-স্থানে অকারকে গ্রন্থ হইতে দেয় নাই। আমাদের ভাষাসমূহে সংস্কৃত-প্রভাবের আভি-শযাই ইহার কারণ। যে সকল তৎসম শব্দ আমাদের ভাষায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে হইতে নিত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ আমাদের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। যে সকল শব্দ এরূপ হয় নাই, তাহারা সংস্কৃতেরই নিয়মে চলে। পদপাঠ করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা অসম্ভব। অতিজ্ঞ পাঠককে ইহা নিজেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভাষায় যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে, বা সংস্কৃতের নিয়মে নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহারা অবিকাংশই সংস্কৃতেরই নিয়মে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন lacustrine অর্থে নবো-দ্ভাবিত হ্রদ চর, nervous system অর্থে বাত মণ্ডল; hibernation অর্থে হিম শরম। এখানে কেহই হ্রদ চর, বাত মণ্ডল, হিম শরম বলিবেন না। যদিও হ্রদ, বাত, হিম, শরম বলা হইয়া থাকে।

১। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তিন প্রকার শব্দ আছে, (১) সংস্কৃতসম, (২) সংস্কৃতজাত, ও (৩) দেশ, বা দেশীয়, বা দেশী। যে সকল শব্দ সংস্কৃতে ও আমাদের ভাষায় একই রূপে চলে, তাহারা (১) সংস্কৃতসম; যেমন, লোহ, বিলাস, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দকে প্রাচীন প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ তৎসম শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। তৎ শব্দে এখানে সংস্কৃত বুদ্ধিতে হয়, অতএব তৎসম শব্দের অর্থ সংস্কৃতসম। যে সকল শব্দ মূল সংস্কৃত শব্দেরই পরিবর্তনে উপর হইয়াছে, তাহারা (২) সংস্কৃতজাত, যেমন হাত শব্দ সংস্কৃত হস্ত শব্দের ক্রমপরিবর্তনে উপর হইয়াছে। পূর্বোক্ত বৈদ্যাকরণিকেরা এই জাতীয় শব্দকে তত্ত্ব ( অর্থাৎ সংস্কৃততত্ত্ব ) বলিয়া থাকেন। আর যে সকল শব্দ আমাদের ভাষায় খাঁটি নিজের, বাহাদের কোনরূপ সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না, তাহারা (৩) দেশ, দেশীয় বা দেশী। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের ভাষা আমরাও এই ত্রিবিধ শব্দকে বখ্যক্রেম (১) তৎসম, (২) তত্ত্ব, (৩) দেশী শব্দে উল্লেখ করিব।

২৯। নিম্নে যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইবে, আপনারা তাহাদের মধ্যে দুইটি বিবরণ লক্ষ্য করিতে পারিবেন :—

( ১ ) প্রথম, তৎসম শব্দসমূহের অন্ত্য অ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যেখানে হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে,

( ক ) সেই সেই শব্দ বাঙলায় অত্যন্ত শব্দের মত সেরূপ অভ্যস্ত বা পরিচিত নহে; অথবা ( খ ) বুঝিতে হইবে, সেখানে ঐরূপ না হইবার অথ কোনো কারণ আছে।

( ২ ) দ্বিতীয়, তদ্বৎ শব্দগুলির মধ্যে প্রায় বিশেষণসমূহেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

৩০। এইবার আমরা কোথায় কোথায় অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না, তাহা সূত্রাকারে নির্দেশ করিয়া আবশ্যক স্থলে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। ( ১ ) পদান্ত ও ( ২ ) পদমধ্য, এই দুই স্থানে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব আমরা এই ক্রমেই আলোচনা আরম্ভ করিব।

### ( ১ ) পদান্তে

৩১। কোনো অকারান্ত শব্দে একাধিক অক্ষর থাকিলে তাহার শেষ অক্ষরটি প্রায় লুপ্ত হয়, এবং অজ্ঞাত অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়।<sup>১</sup> যথা—

( ক ) দুই অক্ষরে; জ ল, কা ম, দিন, হীন, কুল, মূল, দেশ, দোষ।

লক্ষণীয়—ঈ শ-, সংস্কৃত-প্রভাবে গ্রস্ত হয় নাই; কিন্তু শ্রী শ চন্দ্র, এখানে অভ্যাসবশত হইয়াছে।

( খ ) তিন অক্ষরে। ত পন, পা তাল, মাণিক, শরীর, মধুর, ময়ূর, বিদেশ, কপোত, অশৌচ;

( গ )। চারি অক্ষরে; রা মায়ণ, ভাগবত।

( ঘ )। পাঁচ অক্ষরে; পারলৌকিক, আবধৌতিক।

### ব্যভিচার

৩২। কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্বে ( ক ) ঞকার, ( খ ) ঐকার, বা ( গ ) ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—

( ক )। ঞকার-যোগে; কপ, ক্রশ, স্বত, তৃণ, নৃপ, সদ্‌শ। কিন্তু ঞ গ, মসৃণ, সন্নীহৃপ। এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে কখনো কখনো স্বত, বৃষ উচ্চারণও শুনিয়াছি।

১। আলোচ্য নিয়মে যেমন অকার গ্রস্ত হয়, তেমনি শেষে শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনহীন ই ( ঈ ), উ ( ঔ ), বা ঙ থাকিলে তাহাদেরও উচ্চারণের মাত্রা কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা দ্রুতর হইয়া যায়। যথা,—ভা ই', ঠা ই'; রা ঈ (স' রা ণা, ওরা ণা, আ' রা ণা, আ' স. ১৭.৬, রা ঈ) হইতে রা ই'; সে ই', চড় ই'; কা উ', লা উ'; খে লে ড', খে লে ড', দে ড', বা ড' (বাধু)। শেষ অক্ষরে জোর দিলে দ্রুতর হয় না। যথা, 'সে-ই' গিয়াছে, 'রা ম- ড' গিয়াছে'।

( ধ )। ঐকার-যোগে ; ঐ শ, ঐ ত, নৈ শ, বৈ ধ, বৈ র, শৈ ব, হৈ ম।

( গ )। ঔকার-যোগে ; ঔ ধ, ঔ ত, সৌ ধ, সৌ র। কিন্তু গৌ ড়, গৌ র, নৌ ড়। বস্তুত এখানে গৌ র. না গ উ র ? নৌ ড়, না দ উ ড় ? শেষটাই ঠিক মনে হয়। হিন্দীতেও দ উ ড় ( Hoernle ; P. 155 ) ও নৌ ড় উভয়ই দেখা যায়। মাণিক গাঙ্গুলীর ত্রীধর্মমঙ্গলও (পরিষৎ, ১১ পৃঃ) আছে :—“অমনি উত্তর মুখে অশ্বের দৌ উ ড়। পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌ উ ড়।” ১১২. ৫৮ ; ১১৩. ২। আবার গৌ উ ড় বানানও আছে, ১৩৫. ৫২। তাহা হইলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। তৈ ল = ত ই ল, এখানেও এইরূপ। ( দ্রষ্টব্য—ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের বঙ্গ ভাষা, ২য় অধ্যায়, ২, ৮০ )।

৩৩। অন্ত্য অকারের পূর্বে যদি বকার থাকে, এবং সেই বকারের পূর্বে যদি অকার, আকার ও ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—প্রি র, মা ন নী য, দে র, হে র, ইত্যাদি।

বকারের পূর্বে ( ক ) অকার, ( খ ) আকার, ও ( গ ) ওকার থাকিলে গ্রস্ত হয়। যথা, (ক) হ র. ক র., ম ল য.; (খ) কা র. অ পা র., উ পা র.; (গ) আ লো র., ‘আ লো র’ আলোর.’ অর্থাৎ আলোতে আলোতে।

৩৪। অন্ত্য অকারের পূর্বে হকার থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা,—বি র হ, বি বা হ, দে হ, মো হ, ইত্যাদি।

বাঙালীর মুখে হসন্ত হ উচ্চারণে ফুটে না। তবে পদের মধ্যে পরের ব্যবহৃত স্বরের সাহায্য পায় বলিয়া কচিং উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন বা হ. বা, ‘সা ধু’। ড হ. রা ‘নৌকার খোল’। হিন্দী প্রভৃতিতে ইহা উচ্চারিত হয়, যেমন ব্যা হ. ‘বিবাহ’। ব হ. নী ‘প্রথম বিক্রী’। এই মাত্র বলিলাম, পদের মধ্যেও হসন্ত হকার বাঙালীর মুখে কচিং উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রায়ই হয় না। ইহা কেবল বাঙালীর দোষ মহে, দেখা যায়, পাণিনিরও সময়ে এই-রূপ থুবুই ছিল। এবং এখনো আমাদের অনেক আখ্যাত্যায় মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ শব্দের মধ্যবর্তী সংযুক্ত বর্ণে আগে হ, পরে ম। কিন্তু আমরা আগে ম, পরে হ উচ্চারণ করিয়া থাকি। বলা উচিত ব্রাহ্মণ., কিন্তু শুনিয়াছি, হিন্দীতে কোথাও-কোথাও এইরূপ বলিলেও অশ্রুত বলা হয় না। মারাঠীরাও আমাদেরই মত উচ্চারণ করেন। চি হু, অ প হু ব ; আ হুলা দ ; জি হুবা ; এই কয়টি শব্দও উচ্চারণ করিয়া দেখুন, আমরা হকারকে হসন্ত উচ্চারণ না করিয়া স্থান-বিপর্যয়ে পরবর্তী স্বরের সহিত যোগ করিয়া উচ্চারণ করি চি নু হ, অ প নু হ ব ; আ লু হা দ., জি ব্ হা। পাণি প্রাকৃতের ত কথাই নাই, পাণিনির স্বত্রেও সেই সময়কার সংস্কৃতভঙ্গণের এই উচ্চারণ সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—“হে মপরে বা” ৮.৩.২৬ ॥ অর্থাৎ হকারের পর যদি ম পরে থাকে, তাহা হইলে মকার স্থানে বিকল্পে ম-কারই থাকিবে, অর্থাৎ পূর্বস্বত্রানুসারে, [ “মোহমুস্বারঃ” ৮.৩.২৩ ] স্বাক্ষর পরে থাকিলে ম স্থানে যে নিত্য অনুস্বারই হইত, তা না হইয়া একবার মকারই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার

হইবে। উদাহরণ দেওয়া হয় কি ম্ + ক ল য় তি—‘কম্পিত করিতেছে’। এখানে সন্ধিতে এক-বার এইরূপই থাকিবে, আর একবার অমুস্বার হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে স্পষ্টই যে, যাঁহাদের নিকট ক ল য় তি শব্দের আদিতে হকারটা উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকট পূর্ব-বর্তী ম্ অমুস্বার হইয়া যাইত (৮.৩.২৩); আর যাঁহাদের নিকট ম-কারটা পূর্বে ও হ-কারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পরে ম থাকায় পূর্ববর্তী ম-কার ম-কারই থাকিয়া যাইত (৮.৪.৫৮-৫৯ = “অমুস্বারস্ত যয়ি পরসবণঃ,” “বা পদান্তস্ত”)। পাণিনির আর একটি সূত্র হইতেছে, ঠিক তাহারই পরে—“নপরে নঃ” (৮.৩.২৭)। অর্থাৎ হকারের পর যদি ন থাকে, তবে পূর্ববর্তী ম-কার স্থানে বিকল্পে ন হইবে। উদাহরণ—কিম্ + ক্লুতে, ‘কি গোপন করিতেছে’। এখানেও পূর্বেরই মত, যাঁহাদের নিকটে ক্লু এই সংযুক্ত বর্ণটির হকারটা আগে ও নকারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পূর্ববর্তী মকার অমুস্বার হইত; আর যাঁহাদের নিকট নকারটাই আগে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে ম স্থানে পরবর্তী অনুনাসিক নকার থাকায় নকারই হইয়া যাইত। পাণিনি এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার বার্তিককার দেখিলেন, হকারের পর য, ব, ল থাকিলেও পূর্বের হকারটা পরে গিয়া উচ্চারিত হয়, তাই তিনি পূর্বের সূত্রে (৮.৩.২৬) আরো একটু জুড়িয়া দিলেন “যবলপরে যবলা বা”, অর্থাৎ হকারের পর যদি য, ব, ল থাকে, তাহা হইলে পূর্ববর্তী মকার স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক য, ব, ল হইবে। পালিতে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ শব্দ ছাড়া সর্বত্রই সংযোগস্থলে পূর্বের হকারকে পরে বসান হইয়াছে। প্রাকৃতে সর্বত্রই এইরূপ করিয়া নিয়মানুসারে বিশেষ-বিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছে।

৩৫। সংস্কৃত ক্র-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অ গ্রন্ত হয় না। যেমন, হ ত, গ ত, জাত, ইত্যাদি। তুল :—অতীত।

কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যেমন ভূ ত, প্রে ত, ম ত, হি ত, অ হি ত, হি তা হি ত, গ তা য়া ত।

৩৬। সংস্কৃত তর- ও তম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যেমন, গুরু তর, গুরু তম; প্রিয় তর, প্রিয় তম।

কিন্তু উত্তম। কখনো-কখনো গ্রাম্য ভাষায় প্রিয় তম শুনা যায়।<sup>২</sup>

১। কিন্তু ‘জাত ভাই’, এখানে ইহা জাতি শব্দ হইতে জাত বলিয়া অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

২। যে সকল শব্দের শেষে (ক) √ গম ধাতুর বা (খ) ভগ শব্দের প থাকে, তাহাদের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা,—(ক) অ গ, খ গ, ন গ, ভূ অ গ। (খ) হ ত গ, ছ ত গ।

অন্ত্য হয়, যেমন, রা গ, বা গ, তো গ, ভা গ, ইত্যাদি।

√ অ ন ধাতুর অ-কারের অ প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা, বি জ, জ ল জ, স র সি জ। কিন্তু প ক জ। কেহ বলেন অ গ্রস্ত, অন্তে অ গ্রস্ত। আমরা সকলেই বলি ত ব, কিন্তু ইহাতে কোন উপসর্গ বোধ কল্পিগেই অকার গ্রস্ত হয়। যেমন স ত ব, বি ত ব, উ ত ব, প র ত ব, প্র ত ব। এইরূপ ন ব, কিন্তু উ প ন ব।

৩৭। অন্ত্য অকারের পূর্বে ( ক ) অম্মস্বার, ( খ ) বিসর্গ, ( গ ) বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—

( ক ) অং শ, বং শ, হং স।

( খ ) হ্রঃ খ।

( গ ) চ ক্র, ত র্ক, শ ঞ্জ।

পূর্বে (§২৩, ও টিপ্পনী ৮) বলিয়া আসিয়াছি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটীতে সংযুক্তবর্ণও পরে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়; অবশ্য ইহারও নিয়ম আছে, সর্বত্রই হয় না।

৩৮। ( ক ) আন- ও ( খ ) আ ম-অন্ত ক্রিয়াবাচক ( প্রারম্ভই সাক্ষর্যক, কখনো-কখনো বা অকর্ম্মক ) তত্ত্ব শব্দসমূহের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

( ক ) ক রা ন, ধ রা ন, ব লা ন, দে খা ন।

( খ ) পা কা ম, জে ঠা ম, ভ ঞ্জা ম।

‘সম্বৎ পা তা ন’; কিন্তু ‘ধানের পা তা ন’ অর্থাৎ খোঁসা (মাগদহে), এখানে ক্রিয়াবাচক নহে বলিয়া গ্রস্ত হইল। এইরূপ ‘ধান উঠান’, কিন্তু ‘বাড়ীর উঠান’ অর্থাৎ আঙিনা; ‘কাছাকেও মা না ন’, অর্থাৎ সন্মত করান, কিন্তু ‘মা না ন-সই’, এখানে ক্রিয়াবাচক নহে। না না ন (বিবিধ), পা ঠা ন (জাতিবিশেষ), কা মা ন (অজ্ঞবিশেষ), ইত্যাদিও এই প্রকার।

‘কাজ চা লা ন’, কিন্তু ‘মালের চা লা ন’ অর্থাৎ তালিকা বা হিসাব; ‘আসানীকে চা লা ন. করিয়াছে’, এতাদৃশ স্থলে চা লা ন. পদের অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ আছে। এখানে ইহা তত্ত্ব শব্দ নহে, ইহা কারসী-হিন্দী। আমরা বলিয়াছি, তত্ত্ব শব্দেরই গ্রস্ত হয় না। ‘বা না ন, করা’ এখানেও হয় নাই, হিন্দীতে ইহা ব না না, বোধ হয় হিন্দী হইতেই ইহা লওয়ার উক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। কিন্তু ‘তরকারী বা না ন’, এখানে হইয়াছে।

বি স্ত ব.; জ ব, কিন্তু উপ জ ব.; স ম, কিন্তু বি ব ম.। আবার লক্ষণীয়—শি ব, অ শি ব; শু ভ, অ শু ভ; ন ব, অ ভি ন ব। ন বী ন, কিন্তু মা ম কী ন, তা ব কী ন। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়মই করা যায় না। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে, এবং বলিয়াও আসিয়াছি, সংস্কৃত ও বাঙলার মধ্যে বাহার প্রভাব যে শব্দে বেশী, তাহার উচ্চারণ ভঙ্গমূরপই হইবে।

১। টাইপ—Kellogg, A Grammar of the Hindi Language, pp. 10-12; Beams, A comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. I. pp. 67-69; Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. VII. p 21; Taylor, The Student's Gujarati Grammar, pp. 7. 11) এই সমস্ত ভাষার ভাষার পূর্বে বাঙলাতেও হানে হানে সংযুক্ত বর্ণের পরবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইত, পরে আদ্য-কাল তাহা আর হয় না। ঐক্যকীর্তনে আমরা পূর্বে দেখিতে পাইয়াছি, দাঁ ত, চা ল, পা ক প্রভৃতি শব্দ আছে। এই সকল শব্দে অকার গ্রস্ত হইত, এবং তাহা হইতেই দাঁ ত, চা ল, পা ক উচ্চারিত হইতে-হইতে বাক্যক্লেদ নকার ও একাকারকে চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আমরা দাঁ ত, চা ল, পা ক করিয়া লইয়াছি।

৩৯। আন-ও আম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অকার কেন প্রাপ্ত হয় না, আমরা এইবার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

(ক)। ক রা ন, ধ রা ন, ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই প্রেরণার্থক, সংস্কৃতে বিজ্ঞত (causal), ও শেষে অন-প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম রূপ হইতেছে ক রা প ন, ধ রা প ন, ইত্যাদি। তুলনীয় স হা প ন, বা প ন, জা প ন, ইত্যাদি। তাহার পর বার্ষে ক-প্রত্যয়-যোগে ক রা প ন ক, ধ রা প ন ক হইতে ক্রমশ প-স্থানে ব হওয়ার ও ককার-লোপে (হেম. ৮. ১. ১৭২, ২৩১; শুভ. ১. ৩. ৪, ৫১) ক্রমশ ক রা প ন ক—ক রা ব ন ক—ক রা অ ন অ। অনন্তর মধ্যবর্তী আকার ও অকারে মিলিয়া ক রা ন অ। এইরূপ ধ রা প ন ক হইতে ধ রা ন অ। হিন্দীতে অকারের খোলা উচ্চারণ থাকায় শেষের ছই অকার মিলিয়া আ হওয়া হেতু তাহাতে ক রা না, ধ রা না হইল। আর বাঙালার অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণে অকারের ওকার-প্রবণতা হেতু উপাস্তা বা অন্ত্য অকার হ্রস্বতম ওকার হইয়া অপর অকারটিকে প্রাকৃত-সন্ধির নিয়মে নিজেরই মধ্যে মিশাইয়া লইয়াছে। তাই আমাদের নিকট ক রা ন', ধ রা ন' হইয়াছে। এখানে শেষের অকারটা যে হ্রস্বতম ওকারের জার উচ্চারিত হয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। আন-প্রত্যয়ান্ত শব্দে এই জন্তই অন্ত্য অকার প্রাপ্ত হয় না। ইহা অকাররূপে লিখিত হইলেও আমাদের নিকট বস্তুত হ্রস্বতম ওকার। অকারেরই প্রাপ্ত হইবার কথা, ওকারের নহে। অস্ত্রও তত্ত্ব শব্দসমূহের বেধানে-বেধানে 'অন্ত্য অ প্রাপ্ত হয় না, সেই-সেই স্থলে প্রধানত এই কারণেই তাহা হয় নাই মনে করিতে হইবে। আমরা আবস্তক স্থানসমূহে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

৪০। এ স্থলে আলোচ্য পদগুলি সমস্তই প্রেরণার্থক। তবে কখনো কখনো প্রেরণার্থক না হইতেও পারে। যেমন, মা ডা ন, ইহার অর্থ নিজে মর্দন করা, বা অন্তকে দিয়া মর্দন করা, উভয়ই হইতে পারে। বেধানে প্রেরণার্থ না' বুঝায়, সেখানেও মূল রূপটি পূর্কোক্ত প্রকারেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ব্যাসের পু রা ন,' কিন্তু 'পু রা ন গাছ'। পূর্কোরটি বিশেষ্য, পরেরটি বিশেষণ। বিশেষণটি সংস্কৃত (অথবা ঠিক বলিতে হইলে প্রাকৃত-সংস্কৃত; কারণ, মূল পু রা ত ন শব্দের তকার লোপে পু রা ন শব্দটি হইয়াছে, এবং ইহা প্রাকৃত-প্রভাবেরই ফল) পু রা ন শব্দের পর ক-যোগে পু রা ন ক শব্দ হইতে প্রাকৃতের নিয়মে পু রা ন অ শব্দের পূর্কোক্ত প্রকারে পরবর্তী রূপ। এই জন্তই ইহার অকার প্রাপ্ত হয় না। হিন্দী ও প্রাচীন বাঙালার পু রা না শব্দও আছে। সাধু-প্রসঙ্গে এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করিতে হইল।

৪১। পা কা ম, জে ঠা ম প্রভৃতি শব্দের অপর রূপ পা কা মি, জে ঠা মি। তাবাব্দে বৈদিক সংস্কৃত য ন (যথা, স থি য ন=সথ্য), তাহা হইতে প্রাকৃততে ত ন (প্রা. প্র. ৪. ২২), অপভ্রংশে ম ন (হে. চ. ৪, ৪৩৭), এবং সাধারণত সমস্ত গৌড়ীয় ভাষাতেই প ন (অথবা প পা)। এই প ন শব্দের পকারই অল্পনাসিকতা পূর্কবর্তী পকারে সঞ্চারিত হওয়ার, এবং পকারটি প্রথমে ঘোব (অর্থাৎ বৃহ) অর্থাৎ বকার হইয়া, পরে ঐ অল্পনাসিকতার সংসর্গে বকার

হওয়ার, পণ প্রত্যয়টি বস্তুত ম অ হইয়া দাঁড়ায়। পরে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া-অনুসারে অর্থাৎ অকারের ওকার-প্রবণতা থাকায় তাহা ম<sup>১</sup> ( হ্রস্বতম-ওকারান্ত ) হইয়া পড়িয়াছে। কা ঠা ম<sup>১</sup> শব্দ স<sup>০</sup> কা ঠ ক ম<sup>১</sup> ক, প্রা<sup>০</sup> \* ক ট ঠ অ ম অ হইতে হইয়াছে। এখানেও উপর্যুপরি ছইটি অ থাকায় অকার প্রাপ্ত হয় নাই।

৪২। প্রাকৃতের আ ল-প্রত্যয়ান্ত ( তত্ত্ব বা দেশী এবং কখনো কখনো তৎসম ) বিশেষণের অন্ত্য অ প্রাপ্ত হয় না। যথা, রো থা ল, ঘো রা ল, গো লা ল, ছা থা ল। প্রাকৃতের এই আ ল প্রত্যয়ের ( হেম. চ. ২. ১৫৯; ত্রিবিক্রম, ২.১.১ ) সহিত সংস্কৃতের ল প্রত্যয়ের ( পা. ৫. ২. ৯৬, ইত্যাদি ) বিশেষ যোগ আছে। ইহার পর ক-যোগে আ ল প্রত্যয় বস্তুত আ ল ক, এবং কলোপে আ ল অ হইয়া পূর্বের ত্রায় বস্তুত আ ল<sup>১</sup> ( হ্রস্বতম-ওকারান্ত ) হইয়া পড়ে। সেই জন্তই বর্ণত দৃষ্টমান অন্ত্য অকার প্রাপ্ত হয় না। কো টা ল-, গো রা ল-, রা থা ল-, ইত্যাদি বিশেষ্য, এবং আল-প্রত্যয়ান্তও নহে; ইহাদের শেষের আ ল পা ল শব্দ হইতে হইয়াছে; কো ঠ পা ল- হইতে কো টা ল-, গো পা ল- হইতে গো রা ল, এবং র ক ক পা ল- হইতে রা থা ল। কা ঙা ল-, না গা ল- প্রভৃতি শব্দেরও এই প্রকারে ভিন্ন-ভিন্ন সমাধান করিতে হইবে; এ সকল শব্দও বস্তুত পূর্বোক্ত প্রাকৃতের আ ল প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন নহে। আঁ টা ল, এখানে নিয়মানুসারেই প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার পূর্বের আকার ছইটি একার হইয়া গেলে বিভিন্ন রূপ এণে করায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন এঁ টে ল-। র সা ল<sup>১</sup>, যখন বিশেষণ, তখন ইহা প্রাকৃত ঙা ল প্রত্যয়ান্ত (হেম. চ. ২. ১. ৯; লক্ষ্যধর. ২. ১. ১=বড়-ভাষা-চক্রিকা, ১৫৭ পৃ), তাই অকার প্রাপ্ত হয় নাই। যখন বিশেষ্য আশ্রয়ী, তখন (মূলত প্রাকৃত হইলেও) তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত। তাই সাধারণ নিয়মে (§১১) প্রাপ্ত হয়—র সা ল।

\* ৪৩। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার প্রাপ্ত হয় না :—

(১)। অতীত কালের ক্রিয়াপদ; যথা—

(ক) চ লি ল, চ লি রা ছি ল, চ লি তে ছি ল, ইত্যাদি।

(খ) চ লি ত, ইত্যাদি।

(২)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ; যথা, চ লি ব, ধ রি ব, ইত্যাদি।

(৩)। অজ্ঞান মধ্যম পুরুষে আদরমূচক ক্রিয়াপদ; যথা, তুমি চ ল, ধ র, ইত্যাদি।

অনাদর বা অতি-ঘনিষ্ঠতা-মূচক হইলে প্রাপ্ত হয়; যথা, ‘তুই চ ল, ধ র’। (৪) বর্তমানেও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ; যথা, ‘তুমি চ ল’ অর্থাৎ চলিয়া থাক। আমরা ক্রমশ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

৪৪। সংস্কৃতে  $\sqrt{চ ল} + ত$  ( ক ) প্রত্যয়ে চ লি ত, ক-যোগে চ লি ত ক। এই চ লি ত ক হইতে বাঙলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কয়েক প্রকার পদ হইয়াছে।

প্রথম, চ লি ত ক হইতে ক-লোপে ( ক ) চ লি ত অ, তাহা হইতে চ লি ত। (১)।

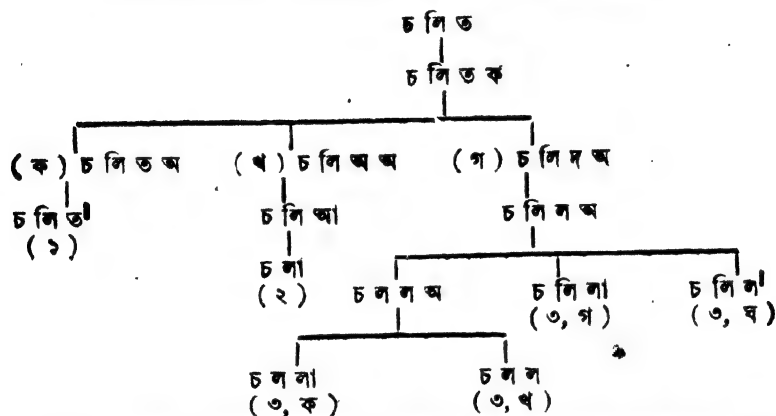
আবার, চ লি ত ক হইতে তকার ও ককার উভয়েরই লোপে ( খ ) চ লি অ অ, ক্রমশ ছই অকার মিলিয়া আকার হওয়ার চ লি আ, তাহার পর চ লা (২)।



এই চলিল অর্থাৎ এক দিকে চলল অ, এবং ক্রমশ ( /০ ) চলল ( ৩, ক ),

(୧୦) ଅମର ଦିକେ ଚାଲି ନା ( ୩, ୪ ) ।

৪৫। নিম্নের তালিকায় এ কথাগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে :-



৪৬। এখানে আমাদের আলোচ্য পদ কয়টি পৃথক্ করিয়া বাতির করিয়া লই :—

( २ ) उ ला

(୩) { (କ) ଚଳିଲା  
(ଗ) ଚାଲିଲା  
(ଖ) ଚଳିଲା  
(ଘ) ଚାଲିଲା

এখানে (১) চলিতা, (৩, ৮) চলনা, ও (৩, ৮) চলিল, এই তিনটি পদের  
অন্ত্য অকারের প্রাপ্ত না হইবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, ইহাদের পূর্ববর্তী রূপসমূহে শেষে  
আর একটি অকার ছিল, এবং ইহাদের একটি আমাদের নিকট হ্রস্বতম ওকারে পরিণত হই-  
য়াছে। যে সকল পদে এইরূপ হ্রস্বতম ওকার উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদের শেষের ছই অকার  
মিলিয়া আকার হইয়া গিয়াছে। যেমন, (৩, গ) চলিলা, (৩, ক) চললা।

৪৭। প্রেরণার্থেও আমরা এইরূপ পদ পাইয়া থাকি। যথা—

( ୧ ) ଜାଲି ଡ଼

( २ ) छा ना

(৩) { (ক) চা ল লা  
(গ) চা লি লা  
(খ) চা ল ল'  
(ঘ) চা লি ল'

এখানেও অকারের প্রস্তুত না হইবার সেই একই কারণ।

৪৮। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলিয়া লওয়া ভাল মনে করিতেছি। সংস্কৃতের একই ক্র-প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে আমরা তিন প্রকার পদ পাইয়াছি, যথা,—(১) চ লি ত, (২) চ লা, (৩) চ লি ল। কিন্তু ইহাদের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। ইহাদের শেষের অর্থ—(১) চ লি ল, ক রি ল, গ ল প্রভৃতি পূর্বে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু আজ-কাল ইহা অনাতপূর্বে অতীত (অদ্যাতনী) বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। বর্তমান বাঙলায় অতীতের যেমন নানা ভেদ করা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙলায় সেরূপ ছিল না। (২) চ লি ত, যা রি ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙলায় অল্প দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকটি মাত্র আছে, এবং ইহা আজকালকার মতই (কালাপ্রাপ্তি conditional) অর্থ প্রকাশ করে (“ডুবিয়া যা রি তৌ” (=মরিতাম) যবে না থা কি ত কা হ্বে”, ১৬৪ পৃ; দি তৌ (=দিতাম) ২৮৪ পৃ)। এই সকল পদ সংস্কৃতের ভ্রায় বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, ‘চ লি ত পথ’, ‘প ঠি ত পুস্তক’। আবার (১) চ লা, প ড়া, শু না প্রভৃতি চ লি ত, প ঠি ত, ঞ্চ ত প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ভ্রায় সাধারণত বিশেষণভাবেই প্রযুক্ত হইয়া পাকে। বাঙলায় অতীত কালের ক্রিয়াসূচক আকারান্ত বিশেষণগুলি সমস্তই এইরূপে উৎপন্ন। সাহিত্য-পরিবর্ত-পত্রিকার (১৩১৭) বর্গায় বোম্বেকেশ বাবু বা ঙ্গা লা বিশেষণ র হ ত্ত প্রবন্ধের আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পরিচ্ছেদে কে সকল বিশেষণ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এইরূপেই উৎপন্ন। যদিও একই ধাতু-প্রত্যয়ে এই ত্রিবিধ পদ উৎপন্ন, তথাপি তাহাদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া তাহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

৪৯। কেবল ইহা বাঙলাতেই নহে, দেখিয়াছি, প্রাচ্য হিন্দী অর্থাৎ বিহারী ও তোড়-পুরী, মৈথিলী, উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটীতেও এইরূপ হইয়াছে। অতি বাহুল্য হইবে বলিয়া এখানে তাহা উপস্থিত করিতে পারিলাম না। তেদের মধ্যে এই যে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতিতে বিশেষ লিঙ্গভেদ থাকায় পূর্বোক্ত ক্র-প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব শব্দসমূহে বিণেবোয় অনুসরণে লিঙ্গের বিশেষ-বিশেষ বিভক্তি যুক্ত হয়। বাঙলায় ক্রীবাচক কোনো বিভক্তি নাই, জীলিঙ্গের আ বা ঙ্গ আছে। প্রাচীন বাঙলায় এই আলোচ্য পদসমূহে, জীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, বহু স্থানে ঙ্গকার প্রযুক্ত হইত। আবার হইত না, ইহারও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। চর্যাচর্যাবিনিস্করণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইহা সমর্থন করিবে। অপভ্রংশে লিঙ্গের বাধাবিধি কোম্রো মিরমই নাই (“লিঙ্গমতজ্ঞ”, হেম, ৮, ৩৪০৫); তাই বাঙলাতেও নাই।

সেই অঙ্কই, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গেরও বিশেষণে জৈকার দেওয়া হইয়াছে, এক্রপ পদ অনেক দেখা যায়। চর্যাপচার্য্যবিনিচ্চয়েরও এক্রপ আছে।

৫০। চর্যাপচার্য্যবিনিচ্চয়ের নামে একটা কথা মনে পড়িল। এইমাত্র বলিয়া আসিয়াছি, বাঙলায় চ লা প্রভৃতিই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, চ লি ল প্রভৃতি নহে। এই হিসাবে ছ হি ল ( = দোহন করিল ) শব্দকে বিশেষণরূপে না পাঠবারই কথা। কিন্তু অতি প্রাচীন সাহিত্যে তখনো এতটা নিয়ম হইয়া উঠে নাই, তাই চর্যাপচার্য্যবিনিচ্চয়ে ( ৩৩২ ) ‘দোহা ছ্ব’ অর্থে ‘ছ হি ল ছ ধু’ আছে।

৫১। ক রি তে ছি ল, ক রি য়া ছি ল প্রভৃতির অন্ত্য অকার ঠিক এই নিয়মেই গ্রন্থ হয় নাই। এই সকল পদের শেষ অংশ ছি ল, বা আ ছি ল সংস্কৃত √ আ স্, পালি-প্রাকৃতে তাহার স্থানে আদিষ্ট √ অ চ্ছ হইতে ( বড়ভাষাচক্রিকা, ২.৪.৫০ ; ২০৩ পৃ ; প্রাকৃতরূপাবতার, ১৮.২৪ ; জিবিক্রম, ২.৪.৫০ ; মহাসন্দনীতি, সীলানন্দ খের, কলম্বো, ১৯০৯, ৪০৩ পৃ ; মহাক্রপ-লিঙ্গি, গুণরতন খের, সিংহল, ১৮৯৭, ১৯০ পৃ ) ক্ত-প্রত্যয়ে পূর্বোক্তরূপে নিশ্চয় হইয়াছে। √ আস্ ধাতুর মূল অর্থ উপবেশন হইলেও পালি-প্রাকৃতে তাহা √ অস্ ধাতুরই অর্থে ( সন্তা, বিভ্রমানতা ) প্রযুক্ত হয় ( পালিতে “বহিমুখো য়েব পন অ চ্ছা মি”, মিলিন্দপ্রশ্ন, ৩.৭.১৭, — ‘বহিমুখ হইয়াই আ ছি’ ; অপভ্রংশে, “কেহু-গআবণ আ ছে”, প্রাকৃত-তৈপ্পল, বর্ণবৃত্ত, ১৪৪ ; — ‘কিংগুকনববন আ ছে’ )।

৫২। ভবিষ্যতে ক রি ব, খা ই ব, ইত্যাদিরও অকারের গ্রন্থ না হইবার হেতু তাহাই, অর্থাৎ এই সকল শব্দেরও শেষে একটা আরো অকার ছিল, এবং পূর্বের ভ্রায় দ্রবতম ওকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ক্রমপরিবর্তনটা বুঝা যাইবে :—

ক র্ত্ত ব্য  
|  
ক র্ত্ত ব্য ক  
|  
\*ক রি ত ব্য ক  
|  
ক রি অ ব অ ( অথবা ক রে অ ব অ, হেম°  
৮.৩.১৫৭ ; শুভ° ২.৪.২৩।  
ক রি ব অ see Hoernle, pp. 148—9).  
|  
ক রি ব'

প্রাচীন বাঙলায় ক রি বো পদ মনে করুন।

৫৩। অল্পজ্ঞান মধ্যমপুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ ক র, ধ র প্রভৃতির অন্ত্য অকারেরও গ্রন্থ না হইবার ঐ একই কারণ। প্রাকৃত-অম্বলারে ( প্রা° প্র°, ৭'১৯ ) এই সমস্ত ক্রিয়া-পদের মূল ছিল ক র হ, ধ র হ, ইত্যাদি। আপনারা সকলেই জানেন, প্রাচীন বাঙলায় এইরূপই পাওয়া যায়। হ মহাপ্রাণ, অন্নপ্রাণরূপে উচ্চারণের প্রভাবে, ইহা অকারেরই

মধ্যে মিশিয়া গেল ; ক র হ ক্রমে ক র অ হইল। পরে উড়িয়া ও বাঙলায় অকারের ওকার-প্রবণতার পূর্ববৎ ইহা ক র<sup>১</sup> আকার ধারণ করিল। আর বাঁহাদের নিকটে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ আছে, ক র অ তাঁহাদের নিকটে ক রা হইল। বাঙালীরা যেখানে বলিবেন ‘তুমি ক র’, বা উড়িয়ারা যেখানে বলিবেন ‘তুস্তে (তুস্তেখানে) ক র’, মারাঠীরা সেখানে বলিবেন ‘তুম্বি ক রা’। গড়বালী হিন্দীতেও এইরূপ ‘তুমন (তু মু) ক রা’। কিন্তু অগ্রাভ হিন্দীর অধিকাংশেই ক রো। গুজরাটীতেও ক রো। অনাদর বা ঘনিষ্ঠতাভিষয়-প্রকাশে বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীতে একই ক র। ক র হ, এই বহুবচনের পদ হইতে (প্রাকৃতে বহুবচনেই হ বিতক্তি হয়, প্রা° প্র° ৭.১৯) বা উ° ক র<sup>২</sup> ও হিন্দী-প্রভৃতির ক রো, ক রা; এবং মূলত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মধ্যম-পুরুষের একবচনের পদ ক র হইতে আমাদের ক র হইয়াছে। ক র হ হইতে ক র অ, এখানে উপর্যাপরি দুইটা অ থাকায় তাহারা উভয়েই গ্রস্ত হয় না। কিন্তু ক র, এ স্থলে একটিমাত্র অকার থাকায় তাহা সহজেই গ্রস্ত হইয়া যায়, এবং সেই জন্ত পদটা ক র হইয়া পড়ে। সম্মানার্থে বহুবচনের প্রয়োগ উড়িয়া-মারাঠী প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। বাঙলায় ‘তুমি ক র’ ইহা বস্তুত বহুবচনের প্রয়োগ, আর ‘তুই ক র’ ইহা একবচনের প্রয়োগ।

৫৪। বর্তমান কালে মধ্যমপুরুষের একবচনে ‘তুমি ক র’, অর্থাৎ করিয়া থাক, ইত্যাদি স্থলেও পূর্বোক্ত নিয়মে কাজ হইয়াছে। সংস্কৃতে বর্তমানে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের বিতক্তি ঐ-স্থানে প্রাকৃতে হ হইয়া থাকে (প্রা° প্র° ১৭.৪), এবং এইরূপে ক র হ হয়। পূর্বের জ্ঞান এখানেও এই ক র হ হইতেই ক র<sup>৩</sup> হইয়াছে। ইহা মূলত বহুবচনেরই পদ, কিন্তু ক্রমশ একবচনেও চলিয়াছে। আমাদের একবচনের আসল পদ হইতেছে ক রি স-, ‘তুই ক রি স-’। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে (হেম° ৮.৩.১৭০) মধ্যমপুরুষের একবচনে সি-বিতক্তি প্রসিদ্ধ। তাহার যোগে ক রি সি পদ হয়। ত্রীকণ্ঠকীর্তনে এইরূপ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইবে (করসি, ৬৬; জাগসি, ৭২; বুঝসি, ৭৬; বোলাসি, ৩৩৫; ইত্যাদি)। বস্তুত এই বিতক্তিটি সি হইলেও প্রাকৃতের বহু স্থলে এবং অপভ্রংশে কার্যত অ সি; ইহার স্বরবিপর্যয়ে ই-স-, বা ই স-। এইরূপে ক রি সি হইতে ক রি স-, বা ক রি স-। দেশালীতেও এইরূপ (Hoernle, p. 335)। পূর্ববঙ্গে অ সি বিতক্তির শেষ ইকারটা লোপ হওয়ার, বুঝ স-, জান স-, মার স-, ইত্যাদি।

৫৫। দুই অকারের তত্ত্ব বিশেষণ শব্দসমূহের অন্ত্য অকার (প্রায়ই) লুপ্ত হয় না।  
যথা—

সংস্কৃত		তত্ত্ব
ভ ত্র ক	...	ভা ল
বৃ ক্ত ক	...	বৃ ড়
দৃ ক্ত ক	...	দৃ ড়

ম ধ্য ক	...	মে জ'
আ ক ঙ ক	...	আ ট
কু জ ক	...	} ছোট খা ট

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যেমন, গো ল', নীল', পী ত', নী চ', খ ল', শ ঠ', ইত্যাদি। না ল' শব্দটা বিশেষণ হইলেও তত্ত্ব নহে, ইহা করানী, তাই সাধারণ নিয়মে ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

তত্ত্ব শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মেই গ্রস্ত হয়। যথা, 'খা ট কাপড়', কিন্তু 'খা ট আন'-; 'ভা ল কা পড়', কিন্তু লগাট অর্থে ভা ল বলা হইয়া থাকে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে শব্দগুলি ষর্ণত একরূপ হইলেও মূলত—বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন। হা ত', কা ন', কা জ', কা ম', এ সমস্তই বিশেষ্য। স° আলা হইতে কা লা, ইহা হইতে কা ল'; ইহা ণ্ডণবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই। বিশেষ্যের প্রভাব থাকার ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে। (জটব্য—§ ৬০)।

৫৬। যে সকল তত্ত্ব বা দেশী শব্দ সাধারণ বাঙলার আকারান্ত, কিন্তু কলিকাতার বিভাব্য অকারান্ত (বস্তুত হ্রস্বতম-ওকারান্ত), তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত	সাধারণ ভাষা	কলিকাতার বিভাব্য
কু জ ক	কু জা	কু জ'
কু জ ক	খু ডা	খু ড
"	কু চা	কু চ'
তি জ ক	তি তা	তি ত
বু জ ক	বু ডা	বু ড
মূল ক	মুলা	মূল

১। স° তৃতীয় ক হইতে প্রা° ত ই জ (জ: ষড়্ভাষাচল্লিকা, ১.৩.৬৮), ইহা হইতে বাঙলার তে জ শব্দ হইয়াছে, যেমন, তে জ বর', 'তৃতীয় বর', যে বর তৃতীয় বার বিবাহ করে। বোম্বেশ বাবু নিজের অভিধানে বলিয়াছেন, এই ভেজ হইতেই আমাদের সে জ- হইয়াছে, 'যেমন, 'সে জ তাই'।

২। অবান্তর ভাষা বিভাষা। মার্কণ্ডের (প্রাকৃতসর্গবে, ১. ৪—৬) ভাষা ও বিভাষা সম্বন্ধে সুত্বা দ্বারা ইহাই জানা যায়। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, বা গ বী ভাষা, কিন্তু তাহারই অবান্তর-ভেদ, শা কা রী বিভাষা ("বাসব্যা: শাকারী", ১৩.১)। তাহার এই বস্তুবোয় মূল ভরতের শাট্যশাস্ত্র, ১৭.৪৮—৪৯। এই হিন্দবে বাঙলা ভাষা এবং ইহার প্রাদেশিক অবান্তর-ভেদ বিভাষা।

৩। বিশেষ্য কু জ- (অথবা কু' জ')।

৪। যথা, 'কু ল বা কু চ দৈবেত্ত'।

৫৭। বস্তুত এখানে উক্ত কুঁ জ প্রভৃতি শব্দের সহিত পূর্বোক্ত ( § ৫৫ ) তা ল, ব ড্ প্রভৃতি শব্দের বস্তুত তেদ নাই; এবং উত্তর স্থলেই অকারের গ্রন্থ না হইবার কারণ সমান। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে উপস্থাপিত দুইটি অকার হইয়াছে, সেইখানেই অকার গ্রন্থ হয় নাই, এখানেও তাহাই হইয়াছে। স° বৃদ্ধ হইতে ক-প্রত্যয়-যোগে বৃদ্ধ ক, অকার-প্রভাবে পরবর্তী দস্তা বর্ণ মুদ্রিত হওয়ার (ক) একদিকে প্রাকৃত বৃ ড্ অ। ইহা হইতে অকারের প্রসারিত উচ্চারণে হি° পা° বৃ ড্ ঢা, হি° অপর রূপ বৃ ঢা; শু° বৃ ঢা (বধা, বৃ ঢা পো 'বৃদ্ধ', অন্তর বৃ ড্ ঢা); উ° বা° বৃ ঢা (১); আবার বাঙালীর সঙ্কুচিত উচ্চারণে বৃ ড্ অ হইতেই ক্রমশ বৃ ঢা¹, বৃ ড্¹ (২)। (খ) অপর দিকে স° বৃদ্ধ ক হইতেই প্রা° বৃ ড্ অ হইয়া ক্রমশ হি° মা° বৃ ড্, উ° বা° শু° বৃ ড্, বাঙালী শু উড়িয়ার মুখে বৃ ড্¹। এইরূপ স° ভদ্র ক, প্রা° ভদ্র অ, ভদ্র অ, হি° মা° শু উ° ভ ল, ১ বা° ভা ল¹,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। স° ক্ষুদ্র ক হইতে প্রা° ক্ষু ট্ অ, হি° মা° মৈ° ছো টা (দ্রঃ—মা° ছো টা-মো টা 'ছোট-বড়'), শু° ছো টু°, ছ ট (যেমন, ব ড্ ছ ট), উ° বা° ছো ট¹,—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। এই ক্ষুদ্র ক হইতেই আবার বিচিত্র পরি-বর্তনে আমাদের খা ট¹, কু চা—কু চ¹, ও খু ডা—খু ড¹ হইয়াছে।

৫৮। কৃষ্ণবর্ণ-অর্থে কা ল শব্দ সংস্কৃত আছে বটে, কিন্তু বাঙালীর 'কা ল¹ জ ল¹' ইত্যাদি স্থলে আমরা যে শব্দটি প্রয়োগ করি, তাহা সংস্কৃত বা তৎসম নহে, ইহা তত্ত্ব। সংস্কৃত কা ল ক হইতে ইহা পূর্বোক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেইজন্যই হি° মা° শু° ও প্রাচীন বা° কা লা শব্দ আছে (মা° কা), শু° কা লু°, কিন্তু কা লা ট 'কাল'।

৫৯। পরিমাণ-বাচক ব ত, ত ত, ক ত, এ ত প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য অ গ্রন্থ হয় না। কারণ, এখানেও উপস্থাপিত দুইটি অকার ছিল। স° বা বৎ, তা বৎ, কি বৎ, ই বৎ, এ তা বৎ, প্রা° বধাক্রমে জে তি অ বা জি তি অ, তে তি অ, বা তি তি অ, কে তি অ বা কি তি অ, এ তি অ বা ই তি অ। ইহা হইতে জানা যায়, স° বা বৎ প্রভৃতি ক্রমশ বা ব ত ক, বা অ-ত অ ইত্যাদি হইয়া ঐ সমস্ত প্রাকৃত পদে পরিণত হইয়াছে। প্রা° জি তি অ ক্রমে জি ত অ (বধা, এ ত অ, তাল-প্রণীত চা র দ্ ত, ২ অঙ্ক, Trivandrum Sanskrit Series, 1914. পৃ. ৪৬, ৪৮) হইয়া হিন্দীতে জি ত্তা, এবং এইরূপে তি ত্তা, কি ত্তা, ই ত্তা হইয়াছে। বাঙালীর ধারার প্রা° বা ত অ হইতে ক্রমশ জ ত¹ (অথবা ব ত¹), এইরূপে ত ত¹, ক ত¹, এ ত¹, অ ত¹।

৬০। পূর্বে বলিয়াছি ( § ৫৫ ), হুই অক্ষরের তত্ত্ব বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রন্থ হয় না। অতএব হুয়ের অধিক অক্ষর থাকিলে এ নিয়ম খাটে না। বধা, চি ক ন-, (৭) (স° চি ক ৭), দী ব ল- (স° দী ব ল), পা ত ল- (স° পত্ৰ), নি টো ল- (স° নি ত ল, পালি নি ত ল), উ বৃ ড্¹ (স° উৎপৃষ্ঠ)। এগুলি সমস্তই তত্ত্ব। ইহাদের মূল সংস্কৃতে শেবে একটিমাত্র অ থাকায়

১। মা° ভ ল পরও হয়। শু° বধা, ভ ল ত ৭, অর্থাৎ প্রশংসাবাদ, recommendation; সাধারণ বিশেষণ অর্থে ভ লু°। উ° ক্রিয়াবিশেষণে ভ ল, অন্তর ভ ল।

তাহা গ্রন্থ হইয়াছে; স° চি ক ৭ হইতে বা° চি ক ন। স° চি ক ৭ ক হইতে প্রা° চি ক ৭ অ, এবং ইহা হইতে হি° মা° বা° চি ক ন। এই প্রকার স° দী র্ঘ হইতে বা° দী ঘ ল; কিন্তু দী র্ঘ ক হইতে দী ঘ-লা। এইরূপ পা ত ল, পা ত ল। ( তুলঃ—হেম° ৮.২.১৭১, ১৭৩ )।

৩১। তত্ত্ব হইলেও পূরণবাচক এই কয়টি শব্দের অন্ত্য অ গ্রন্থ হয় না। যথা, দো জ. ( স° দ্বিতীয়, 'দো জ. বর' ); তে জ. ( স° তৃতীয়, 'তে জ. বর' ); চৌ খ, বা চ উ খ ( = চতুর্থ )। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যথাক্রমে প্রাকৃতে দুই জ্জ ( কুমারপালচরিত, ২.৬০ ), তই জ্জ ( ষড়ভাষাচক্রিকা, ১.৩.৬৮, পৃ ৮০ ), চ উ খ, ( চৌ খ, চ উ ট্ট; ঐ. ১.৩.৫, পৃ ৭১ )। ইহা হইতেই বাঙলায় ঐ সকল পদ আসিয়াছে। এখানে গ্রন্থ না হইবার কোনো কারণ না থাকায় সাধারণ নিয়মে গ্রন্থ হইয়াছে। স° চ তু র্থ ক হইতে প্রা° চ উ খ অ ( কুমারপাল. ২.১৫ ), চ উ ট্ট অ, ইহা হইতে বাঙলায় চৌ ট্ট, এবং মা° চ বু ধা, হি° পা° চৌ ধা। এখানে চ উ ট্ট অ শব্দের শেষে উপর্যুপরি দুইটি অকার থাকায় চৌ ট্ট পদের অ গ্রন্থ হয় নাই, কারণ, ইহা বস্তুত হ্রস্বতম ওকার।

আবার সংখ্যাবাচক শব্দসমূহের ১১ হইতে ১৮ পর্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অকার গ্রন্থ হয় না। যথা, এ গা র, বা র ইত্যাদি। এখানেও ঐ একই কারণ, ইহাদেরও অব্যবহিত পূর্ব-বর্তী শব্দটির শেষে উপর্যুপরি দুইটি অকার রহিয়াছে। যথা—স° এ কা দ শ, প্রা° এ কা র হ ( ষড়ভাষাচক্রিকা, ৮৫পৃ., ১.৩.১০০ ), ইহা হইতে ক স্থানে গ হওয়ায় ও শেষের হলোপে ক্রমশ এ গা র অ, পরে আমাদের এ গা র, বস্তুত হ্রস্বতম ওকারান্ত। এইরূপ ধা দ শ হইতে প্রা° বা র হ ( ঐ ), প্রাচ্য হিন্দীতে ইহাই থাকিয়া গেল, অন্ত দিকে তাহা হইতে বা র অ, ক্রমে ইহা বা° উ° বা র। ( হ্রস্বতম-ওকারান্ত ), ও° বা র, এবং মা° ও প্রতীচ্য হি° বা রা হইল। অন্ততঃ এই প্রকার।

৩২। প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তত্ত্ব শব্দসমূহের মধ্যে যে-যে স্থলে অকার গ্রন্থ হয় নাই, সেখানে প্রায় সর্বত্রই মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দের শেষে ক-কার যোগ করিয়া সেই ককারের লোপে তদন্তর্গত একটা অকার অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। যেমন, স° ম ধা শব্দে ক-যোগে ম ধা ক করিয়া তাহা হইতে প্রা° ম জ্জ অ, বা° মে জ্জ করা হইয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে, সর্বত্র একরূপ ক যোগ করা হইবে কেন? ইহার প্রশ্ন কি? ইহার উত্তরে বলা বাইতে পারে, প্রাকৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ কেথিলে জানা বাইবে যে, এই ক-প্রত্যয়-যোগ তাহাতে কিরূপ প্রচুরভাবে চলিয়াছে। অপভ্রংশে ত আরো অধিকতরভাবে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিক্রমোর্কশীর চতুর্থ অঙ্কে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের অপভ্রংশ পরিচ্ছেদে, এবং প্রাকৃতপৈদগলের অপভ্রংশময় উদাহরণ-শ্লোকসমূহ কেথিলে ইহা স্পষ্ট-বুঝা বাইবে। প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরাও ইহা বিধান করিয়া গিয়াছেন। ত্রঃ—হেম° ৮.২.১৬৪; শুভ° ২.১.১৯; জিবিজ্ঞম. ২.১.১৮; মার্কণ্ডেয়. ১৩.৫। কিরূপ পদে ক-প্রত্যয় হয়, দুই একটি উদাহরণ দিই, হেমচন্দ্র ( ঐ ) হইতেই তুলিতেছি। স° ই হ, প্রা°

ই হ র (ই হ ক হইতে, অর্থাৎ ক প্রত্যয় করিবার পর তাহার লোপে সেখানে র হইরাছে) ; (সং. আ. শ্লে. টু, য়, প্রা° আ. লে. ট্, ঠ্ অন্ (অর্থাৎ সং. আ. শ্লে. ট্, কং)। পাণিনিও এইরূপ ক- (অকচ্) প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন (৫.৩.৭১), তাই সংস্কৃতে য় রা, য় রা স্থানে য়া ক্রমে য় র কা, য় র কা ; য় রি, য় রি য়া ক্রমে য় র কি, য় র কি। আবার প চ তি প্রভৃতি স্থানে প চ ত কি প্রভৃতিও হয়। হেমচন্দ্র আরো বলিয়াছেন (ঐ), একবার ক প্রত্যয় করিবার পরও আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে ; যেমন স° বহু হইতে ব হ ক, প্রা° ব হ অ, আবার ক-প্রত্যয়ে ও তাহার লোপে ব হ অ অ। সকলেই জানেন, স্বার্থে ক প্রত্যয় হইরা থাকে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন (৪.৫১), স্বার্থে যদি কোন অস্ত্র প্রত্যয়ও হইয়া থাকে, তবে তাহারো পর আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে।

৩৩। প্রস্ন হইতে পারে, প্রাকৃত ককারের এরূপ আদর কেন? সংস্কৃতের পাণিনিই ইহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন ; ক-প্রত্যয়-যোগে যে, কত ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা তাহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৫.৩.৭১—৮৭) বর্ণিত হইরাছে। বার্তিককারও স্থানে-স্থানে এ সম্বন্ধে নিজ মতব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ক-প্রত্যয়-যোগে সংজ্ঞা, অজ্ঞাত, কুৎসিত, অমুকুৎস্যা, অন্ন, হ্রস্ব ইত্যাদি বিবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ ক-প্রত্যয়ের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। ১। প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল, শৌকিক সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে তাহা বহু বিকৃতি লাভ করে, আবার প্রাকৃত ভাষাসমূহে তাহা আরো প্রসার লাভ করিয়াছে। আমাদের বহু বিশেষণ শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইরাছে। আবার স্থানে-স্থানে বিশেষ্যই থাকিলেও তাহার অর্থভেদ হইরাছে। বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও জানিতে পারা যায় যে, কোনো শব্দে ক প্রত্যয় করিলে বা না করিলে কিরূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে। ছই-একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। তে ল বিশেষ্য, কিন্তু তে লা বিশেষণ। এখানে স° তৈ ল হইতে তেল, এবং তৈ ল ক হইতে তে লা ; ক-প্রত্যয়ে ইহা বিশেষণ হইরাছে। গো ব র বিশেষ্য, কিন্তু গো ব রা (‘গোবরা পোকা’) বিশেষণ, বাহা গোবরে অন্ময়। এখানে ক-প্রত্যয়ের অবশিষ্ট অ-যোগে আ হইরাছে। গো ব র° ন কে যে, আমরা গো ব রা বলি, তাহাও এই প্রকারে ; গো ব র অংশের পর ক-প্রত্যয়ের অকার যোগ করিয়া দেওয়া হয়। মে ল বিশেষ্য, ইহার অর্থ ‘মিলন’, ‘সাদৃশ্য’ ; মে লা, ইহাও বিশেষ্য, কিন্তু ইহার অর্থ ভিন্ন ‘বহু লোকে সম্মিলিত হইরা যেখানে নানাপ্রকার আনন্দ উপভোগ করে’। মে ল-শব্দে ক-যোগে মে ল ক হইতে মে লা হইরাছে। বা শ, ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বা শা ‘বীশের ছোট চোঙ’—বাহাতে সাধারণত তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখা হয়। স° বংশ হইতে বা শ, আর বং শ ক (ত্রঃ—কানিকা,

১। “অজ্ঞাতে কুৎসিতে বাসো তথা হ্রস্বাকুৎসরোঃ।

উৎকর্ষার্থে চ সংজ্ঞায় ক প্রত্যয় উদাহৃতঃ।”

২। Macdonell's Vedic Grammar, 1910, p. 137.



৫.৩.৮৭) হইতে বাঁ শা।; মারাগীতে বংশ অর্থে বাঁ স, কিন্তু বরপার অস্ত্র যে ছোট-ছোট বাঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঁ সা। অত্যন্ত প্রাদেশিক ভাবান্তেও এইরূপ আছে। শব্দের শেষে ক-বোনের বহুল প্রচার-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বাঁশা বলিগার, ইহাতেও যদি কেহ সন্দেহ না হন, ( যদিও তাহার হওয়া উচিত, এবং আমার বিশ্বাস, ধীরভাবে ব্যাকরণ ও ভাষা বিলাইয়া দেখিলে সকলেই সন্দেহ হইবেন ) তবে তাহার সম্ভাব্যের অস্ত্র গোটা-কত প্রচলিত বা মুগ্ধসিদ্ধ উদাহরণ দিতেছি। ইহাদের দ্বারা জানা যাইবে, শেষে হয় ক, অথবা দকার প্রভৃতি অপর কোন তাদৃশ বর্ণ, বাহারা প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে লুপ্ত হইয়া থাকে ( ক-গ, চ-জ, ভ-দ, প-ব-ব; গ্রঃ—হেম° ৮.১.১৭৭ ), না থাকিলে শেষে আকার হয় না। বধা, চ প ক হইতে চা না ( 'ছোলা' ), ক ণ্ট ক হইতে কাঁটা, ম ত্ত ক হইতে মাথা, চ ম্প ক হইতে চাঁপা; এইরূপ অনেক। এখানে মূল সংস্কৃত ম ত্ত ক প্রভৃতি হইতে যে মাথা প্রভৃতি হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার, পা র দ হইতে পা দ্বা, জ দ র হইতে ( হি অ অ ) হি রা, গ দ্ধ ত্ত হইতে ( গ দ্ধ হ, গ দ্ধ জ ) গা দ্বা, ইহাও সকলকে বীক্ষার করিতে হইবে। শেষে একটা অতিরিক্ত অ-যে-কোনো প্রকারেই হউক, না থাকিলে শেষে ঐরূপ আকার হইতে পারে না। আলোচ্য পদসমূহে অকারের অস্ত্র ককার-বোপ ভিন্ন অস্ত্র কোনো গতিই নাই, এবং দেখাও যাইতেছে, তাহা ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই অস্বাভাবিক। ইহাতেও যদি কাহারো সম্ভাবনা হয়, তবে তিনি নিজের মত প্রকাশ করুন, ঐ সকল শব্দের সমাধান করুন, আমরা আলোচনা করিরা দেখি।

## ( ২ ) পদমধ্যে

৬৩। হ্রস্বের অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন হয় থাকে, ইহাদের ( ক ) উপাত্ত্য বা ( খ ) তাহারও অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার প্রত্য হয়। যেমন, ( ক ), বা দ-লা; পা গ-লী; পা ত-লা; ( খ ) না প-তি নী, মা ন-সি ক, জ ম-কা ল, কা ক-লা স।

৬৪। ছোট কী, বড় কী, মেজ কী, সেজ কী, ইত্যাদিও এই প্রকারে। এখানে

৬১। See Bhandarkar's Wilson Philological Lecture, pp. 158-159; Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 101-102.

২-৩। টিক এই নিয়মেই উপাত্ত্য বা তাহার পূর্ববর্তী অক্ষরটি যদি শুদ্ধ স্বর হয়, তাহা হইলে তাহার স্যায় হ্রাস হইয়া যায়, এবং সেই অস্ত্র তাহার আর পৃথক্ অস্ত্র থাকে না ( গ্রঃ—§ ২৪ )। যেমন, পা হী কা, পা হী কি রি; বা উ টি, শি উ লি, হা উ নি; চ ও ডা, আ ও ডা, হা ও ডা।

এই নিয়মেই ( § ২০, ক ) ক্রত উচ্চারণে বহু হলে উপাত্ত্য অক্ষরের বাগ্মনাজিত স্বরের ( প্রার জা, ই, উ ) একবারে লোপ বা প্রত্যতা দেখা যায়। যেমন, বা লা লা হইতে বা ক-লা, জা না লা হইতে জা-লা; ছ টি তে হইতে ছ টি তে, ছ টি ল হইতে ছ টি ল ( এখানে অন্ত্য অ বস্তুত্বে বস্তুত ) ; শ হ্রাসিত হইতে শ ক নি; ( প প-প-প-প-ক, —প-প-প-অ—) প প-পা হইতে প প-পা, প-প-পা হইতে প-পা।

সহজেই গ্রন্থ হইতে পারে, এই যাজ্ঞ আমরা বলিয়া আসিলাম, ছোট, বড়, মেজ, সেজ, ইত্যাদির অস্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার, এবং সেই অস্ত্যই তাহা গ্রন্থ হয় না, কিন্তু ছোট কী প্রকৃতি হলে কিরূপে তাহা গ্রন্থ হইল? ইহার উত্তর এই যে, ছোট কী প্রকৃতি হলে ছোট, বড় ইত্যাদির অ বস্তুত হ্রস্বতম ওকার নহে; যদি ইহা কু জ ক, বা বৃ ক ক শব্দ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার হইতে পারিত; কিন্তু আলোচ্য হলে ইহার কু জ, বৃ ক প্রকৃতিরই রূপ। কু জ ক শব্দের ক-লোপে ও অস্ত্যান্ত পরিবর্তনে \* ছোট অ হইতে ক্রমশ ছোট; কিন্তু ক-কার যদি লুপ্ত না হয়, আর অস্ত্যান্ত পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ছোট ক পদ হইবে, এইরূপ বড় ক, মেজ ক, সেজ ক; ইহার পর ক্রীলিঙ্গে ঙ-যোগে সাধারণ নিয়মে ছোট কী, বড় কী, ইত্যাদি। হিন্দীতে পুংলিঙ্গে ছোট কী, ইত্যাদি হয়। এখানে সহজেই আবার প্রশ্ন হয়, এতাদৃশ হলে শেষের ককারটা লোপ হইবে না কেন? প্রাকৃতে ত এরূপ ককারের লোপ সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত। ইহার উত্তর এই :—প্রাকৃতে সাধারণত ককার লোপের বিধান আছে সত্য, কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে ককারের লোপ হয় না। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে ( “ককারোচ্চারণং পৈশাচিকভাবার্থম,”—হেম. চ. ২. ১৬৪; লক্ষ্মীধর,—বড়ভাষা. ১৬০ পৃ.=জিবিজ্ঞ, ২. ১৭ ১৮)। তাই সংবাদনক সাধারণ প্রাকৃতে হয় ব অ ন অ, (অথবা ব র ন র), কিন্তু পৈশাচীতে ব ত ন ক। প্রাচীন বৈয়াকরণিক বররুচি পৈশাচী প্রাকৃতেই সঘনো বদিও বেশী কিছু বলেন নাই, তথাপি বলিয়াছেন যে, সংবাদনক পৈশাচীতে হ ত অ ক. (১০. ১৪)। বাঙলার সহিত মাগধী প্রাকৃতেই বিশেষ যোগ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাগধী ও বাঙলার সর্বপ্রধান মিল এই যে, মাগধীর স্তার বাঙলাতেও সাধারণত সর্বত্রই তালব্য ল উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৈশাচীরও প্রভাব ইহাতে বেশ আছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা উল্লেখ করি। বাঙলার মূর্ধন্ত গকারের (উচ্চারণের) অভাব এই পৈশাচী প্রাকৃতেই প্রভবে। ইহাতে মূর্ধন্ত গ একবারেই নাই (বররুচি, ১০. ৫; হেম. ৪. ৩০৬; শুভ. ৩. ৩. ১৮; জিবিজ্ঞ, ৩. ২. ৪৩)। অপভ্রংশেও দেখা যায়, স্থানে-স্থানে ক থাকে, স্থানে-স্থানে বা হলপ হয় (ক্রমদীপ, অপভ্রংশপ্রকরণ, ৭১)। অতএব এই প্রাকৃতেই নিয়মে কেবল বাঙলার নহে, হিন্দী প্রকৃতিতেও স্থানবিশেষে ক থাকে, আবার থাকেও না। see Hoernle, p. 10।

• ৩৬। অস্ত্য বরের পূর্বে য থাকিলে উপাত্ত্য অ গ্রন্থ হয় না। যেমন, অস্ত্য রা, অ প রা, বি জ রা।

• ৩৭। যে সকল শব্দের অস্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রন্থ হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা—প্রকৃতি ভুক্তি প্রত্যয় হইলে ঐ অকার গ্রন্থ হয় না। যেমন, পাঠ ক, কিন্তু পাঠ ক তা; অ হু ক ল, কিন্তু অ হু ক ল তা; এইরূপ হ্রস্ব, হ্রস্ব র ত র, হ্রস্ব র ত ম; জল, জল বৎ, জল সাৎ।

৬৭। টা, টি-প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে মূল শব্দটির অন্ত্য অকারের যদি প্রান্ত হইবার কথা থাকে, তবে (ক) প্রান্ত হয়; (খ) নতুবা হয় না। যথা, (ক) এ ক', এ ক' টা, এ ক' টু, রা ম' কে, শ্রী ম' কে। (খ) ক ত, ক ত টা; ছোট, ছোট টা। এইরূপ রা ম' ই, শ্রী ম' ই; ব ড় ই, ছোট ই। কিন্তু তান্ত্রিক বুঝাইতে পাঁ চ ই, সা ত ই, আ ট ই, দ শ ই;—যদিও পাঁ চ, সা ত, আ ট; দ শ। অন্ত্র—পাঁ চ ই, সা ত ই, টত্যাदि। পাঁ চ ই, সা ত ই প্রভৃতি মূলত পঞ্চমী, সপ্তমী (তিথি) প্রভৃতি হইতে হইয়াছে; পাঁ চ, সা ত, প্রভৃতির উত্তর ই যোগ করিয়া নহে। (Hoernle, pp. 126-127; যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, ৩য় অধ্যায়, ১৮৩—১৮৪ পৃ)। এই জন্যই অকার প্রান্ত হয় নাই। সাদৃশ্য প্রসঙ্গে এখানে ইহা উল্লেখ করিতে হইল।

৬৮। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অকার প্রান্ত হয় না। যেমন মা ন ব, কিন্তু মা ন ব জ র; কা ল, কিন্তু কা ল কে প; প শ্চি ত, কিন্তু প শ্চি ত ত্ব।

৬৯। সংযুক্ত বা তৎসম শব্দের সমাস স্থলে বিশেষ কোনো নিয়ম নাই। সংযুক্ত-প্রভাবের ভারতম্যে কোথাও প্রান্ত হয়, কোথাও বা হয় না। যথা, ব ন, ব ন' ক র; ('ব ন' ক র' আর); কিন্তু ব ন মা লা, ব ন প থ'। জ ল, জ ল' ক র; কিন্তু জ ল ধ র', জ ল নি ধি। ফ ল, ফ ল' ক র; কিন্তু ফ ল দা ন', আবার ফ ল দা ন' উচ্চারণও শুনা যায়।

৭০। জ গ ব জ, জ গ মো হ ন, এখানে প্রাকৃত উচ্চারণ-প্রভাবে জ গ শব্দের অ প্রান্ত হয় নাই। প্রাকৃতে হসন্ত শব্দ নাই। ড গ ম গ, ভ জ ক ট, ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। কেহ-কেহ ড গ ম গ, ভ জ ক ট, উচ্চারণই করেন, তখন সাধারণ নিয়মেই কাজ হয়।

৭১। তত্ত্ব বা দেশী শব্দের সমাসে বা ক্রতোচ্চারণে সমস্তমান পদব্র যদি একটিমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ববর্তী পদের অকার প্রান্ত হয়। যেমন, মে জ দা দা হইতে মে জ' দা, সে জ দা দা হইতে সে জ' দা; ছোট দা দা হইতে ছোট' দা; ব ড় দা দা হইতে ব ড়' দা; ছোট ঠা কুর হইতে ছোট' ঠা কুর; ব ড় ঠা কুর হইতে ব ড়' ঠা কুর। এখানে মে জ', সে জ', ছোট', ব ড়' প্রভৃতি শব্দে যদিও অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম-ওকাররূপে উচ্চারিত হয়, তথাপি তাহাদের শেষে অপর একটি শব্দ বস্তু হওয়ার (যেমন, মে জ দা) ও তাহাতে সমগ্র শব্দটি একটিমাত্র পদরূপে পরিণত হইয়া পড়ার ক্রম উচ্চারণ হেতু মেজ-প্রভৃতির অকারটা হ্রস্বতম ওকাররূপে স্মৃতি উত্তিতে পারে না; তাহা অবকাশ বা কাঁক পায় না।

৭২। এ কথা বলা বাহুল্য যে, পক্ষে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক; নিয়মাহুসারে যেখানে অকারের প্রান্ত হওয়া উচিত, পক্ষে স্থানবিশেষে তাহা হয়, আবার স্থানবিশেষে তাহা হয়ও না।

৭৩। আর একটি কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আগমনের মনে

ধাকিতে গারে, পূর্বের একটি পাঠে বলিয়াছি ( অকারতত্ত্ব, § ১৩—১৪ ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৮৮ ), প্রাতিশাখ্যাকারগণের মতে সংস্কৃত ব ব্ হিঃ শব্দের রকারে একটু অণুস্বাত্মিক অকার আছে। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত যোগ করিয়া ক্রতভাবে ( যেমন আমরা করিয়া থাকি—ব হিঃ ) উচ্চারণ করিলে তাঁহাদের মতে তাহা ঠিক হয় না। রকার ও হকারের মধ্যে সামান্য ঈষৎ একটু ব্যবধান থাকিবে, রকারের পর অণুস্বাত্ম্যের অকার উচ্চারণ করিতে হইবে। মে ব্ লা, বা দ্ লা প্রভৃতি যে সকল স্থলে অকার প্রাপ্ত হয়, সেখানেও অকারের একটু লেশ থাকে বলিয়া মনে হয়। আমরা মে ঘা, বা দ্ বা বলি কি ? আমি ঐ পাঠে একটা উদাহরণ দিয়াছিলাম, ‘সে পথে আ স্ তে আ স্ তে ( আনিতে আনিতে ) পড়ে গেল’, এখানে আ স্ তে-আ স্ তে পদের সকারে একটু অকারের আমেজ ( অণুস্বাত্মিক অকার ) আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা না হইলে আ তে-আ তে ( = ধীরে-ধীরে ) হইয়া পড়ে। পা গ্ লা, বো গ্ লা ( বক-অর্থে নং ব লা কা হইতে, মালদহ-অঞ্চলে প্রচলিত, শুং ব গ লু—ব গ লো, মাং ব গ লো, হিং ব গ লো ), ছা গ্ লা, এখানে গ-এর অথবা গ্-এর সহিত লা র যেরূপ উচ্চারণ হইতেছে, তাহার সহিত ম্ না শব্দের গ্-এর সহিত লা-এর উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। এখানে মনে হইতেছে, বো গ্ লা, ছা গ্ লা র গকারে ঈষৎ-একটু অকারের যোগ আছে। বা ক্ লা এবং ক্কা জ, ইহাদেরও উচ্চারণ তুলনা করুন। আবার ব জ্ রা ( নৌকা ) ও ব জ্জা যা ত, এখানেও অকারের উচ্চারণ লক্ষ্য করুন। এখানে ত জ্জ্বলিতই উত্তরের ভেদ বুঝা যাইতেছে, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ব জ্ রা র জ্-এ একটু অকারের লেশ আছে। ছো ক্ রা ও আ ক্কা, আ ম্ রা ও আ ত্ৰা ত ক ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই উচ্চারণ-ভেদের অন্য কারণ আছে। ব জ্ রা, ছো ক্ রা ইত্যাদি স্থলে একটিমাত্র জ বা ক উচ্চারিত হয়, কিন্তু ব জ্জা যা ত শব্দে যদিও একটিমাত্র জ লিখিত হয়, তথাপি বস্তুত আমরা উপর্যুপরি দুইটি জ উচ্চারণ করি, ব জ্ জ্জা যা ত। এইরূপ ছো ক্ রা শব্দে একটা ক, কিন্তু আ ক্কা বলিতে বস্তুত দুইটি ক, আ ক্ ক্কা। পাণিনিও এইরূপ স্থলে সাধারণত যিৎস্বরই বিধান করিয়াছেন ( “অনচি চ” )। অতএব এতাবস্থ্য স্থলে একটা সমাধান পাওয়া গেলেও, পা গ্ লা, ও গ্গানি প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চারণ-ভেদ রহিয়াছে, তাহার সমাধান ত দেখিতেছি না। এখানে মনে হইতেছে, পা গ্ লা র গকারে অকারের লেশ আছে। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা স্থির করা শক্ত; কাহারো কামে হয় ত অকারের লেশ অনুভূত হইবে; কাহারো হইবে না। এই ভ্রম কেবল তাঁহাদের উপর্যুপরিই না করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। বা দ্ লা, মে ঘ্ লা প্রভৃতি শব্দের অকার যেরূপে প্রাপ্ত হয়, পা ই' কা, শি উ' লি, চ ও' ডা প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী স্বরের মাত্রা হ্রাসও সেই কারণেই হইয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এখন শি উ' লি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের মাত্রা হ্রাসে যদি তাহার কিছু অবশেষ থাকে, তবে বা দ্ লা প্রভৃতিরও অকারের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিবে, ইহা সম্বন্ধেই মনে করা যাইতে পারে; সা

ধাকবাস বিশেষ কোনো কারণে দেখা যাইতেছে না। তবে এটা ঠিক যে, শিউ' লি প্রভৃতি হলে উকারের বতটুকু মাজা অল্পত্ব হয়, পা' গ' লা, মে' ব' লা প্রভৃতি হলে অকারের ততটুকু মাজার অল্পত্ব হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম অল্পত্ব হয়, হয় ত তাহার অর্ধেক হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাকে অণুমাত্রা বলিতে পারা যায়। প্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাকারেরা বলিয়াছেন, এই অণুমাত্রা ধরা যায় না—“ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোহসাবগুরিত্যুচ্যতে নৃথঃ।” কিন্তু তত্ত্বও তাঁহার বলিতেছেন যে, তাহা আছে। ইহাতে মনে হয়, বিশেষজ্ঞেরই নিকটে ইহা ধরা পড়িত, সাধারণে ধরিতে পারিত না। তাই যদিও আমরা কেহ-কেহ এই প্রকৃত অকারকে কানে না ধরিতে পারি, তথাপি পূর্বোক্ত বৃত্তি অনুসারে তাহার সম্বন্ধে অবীকার করিতে পারি না। আমি এখানে প্রাতিশাখ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, প্রাতিশাখ্যকারেরা সর্বত্রই এইরূপ অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রাতিশাখ্যের মতে সাধারণত রকার বা লকারের সহিত উন্ন বর্ণের যোগ হইলেই এইরূপ হয় (‘‘রেকোদ-সংযোগে রেকঃ স্বরভক্তিঃ’’ তৈ. প্রা.)। যেমন পূর্বেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ব' র্ হিঃ, ব' র্ র্, ইত্যাদি। রকারের যোগে যদিও বিশ্বের সম্ভাবনা থাকে, তথাপি এতাদৃশ হলে বিশ্ব হইবে না, শিকাকারেরা (বাক্যব্যাখ্যাসিক) ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের এই সম্ভাব্যের সহিত ব' জ' রা ও ব' জ' রা ত শব্দের উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে আমরা বাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার এক্ষণে দেখা যাইতেছে। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার এই শুদ্ধ-নিরস আলোচনার সম্ভবত আপনাদের সকলেরই বৈধব্যচ্যুতি হইয়াছে, এ তত্ত্ব কখনো প্রমাণ করা অসম্ভব মত এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

উপস্থাপন—দীর্ঘ অ-কারের ধ্বনি-নির্দেশ করিবার জন্য প্রকৃতকার বর্ণসমূহ যে একত্রিত হইয়া অ-কার প্রাবল্য করেন, সেইরূপ অক্ষর ছাণাখানার না থাকিলে, প্রকৃতি [ অ' ] এই রূপ ব্যবহার করা হয়। পরে উহা প্রকৃতকার বর্ণসমূহের অনুমোদিত না হওয়ার [ অ' ] প্রমাণ করা হইয়াছে। [ অ' ] এবং [ অ' ]—দুই রূপই দীর্ঘ অ-কারের প্রতীক—পটিকর্ষ এই বিষয়ে একই অবস্থিতি হইবে।

পটিকর্ষক।

## ২৪শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮শে মাঘ ১৩২৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, রবিবার

অগরাহ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, ( সভাপতি ), রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমতীলাল ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীকৃষ্ণনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ, শ্রীরায় হরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, বি এল, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানবর্ধন, শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীশঙ্করদাস সরকার এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্নি, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ বল্লিক বি এল, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীউমাগতি বাজপেয়ী এম্ এ, শ্রীস্বামী শুকানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুনীতিকুমার পাণ এম্ এ, শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমনোজমোহন বসু বি এল, শ্রীপঞ্চানন্দ মিত্র এম্ এ, শ্রীবোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবালীনাথ নন্দী, শ্রীধননাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীবোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীনবকুমার কবিরত্ন, শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ, গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীরাধারমণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, শ্রীবলসুন্দরঞ্জন রায় বিষ্ণুদত্ত, শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীস্বর্ধ্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, ডাঃ শ্রীবারিধবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীভবনাথ চৌধুরী, শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীসীতাতত্ত্বভূষণ মিত্র, শ্রীআণ্ডতোব দত্ত গুপ্ত, শ্রীবোগেন্দ্রকিশোরী রক্ষিত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বসু বি এল, সেক্স শ্রীহবিবর রহমণ, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীহরিন্দাস লাহা, শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ষ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীবোগেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞ, শ্রীআণ্ডতোব চৌধুরী, শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র,

শ্রীঅনন্দমোহন পাল, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীঠাকুরদাস বসু, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ধর, শ্রীউমাচরণ পাল, শ্রীমুণীলকুমার মিত্র, শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরাধানাথ পাল, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী, শ্রীমদ্ব্যধনাথ মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীষতীন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনিলরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ সরকার, শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমল্যরঞ্জন রায়, শ্রীষতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস, শ্রীমদ্ব্যধনাথ সান্তাল, শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীবিজ্ঞনকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুণীলচন্দ্র বাগচী, শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীবোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীয়ার ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ ( সম্পাদক ), শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ ( সহঃ সম্পাদক )।

আলোচ্য বিষয় - ১। হুগিত ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনের ও ২য় এবং ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্ত-নির্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-মাতৃসংগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের “অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ” নামক প্রবন্ধ। ৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, পূর্ণেন্দ্রমোহন সেহানবীশ, সারদা-প্রসন্ন সরকার এম এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত, ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬ বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অস্থপস্থিতিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এবং শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পূর্ব পূর্ব অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ সন্ধক্ষে সংপ্রতি যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য সভাপতি মহাশয় কর্তৃক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে পর্যন্ত কোন মীমাংসার উপন্যাস না হন, সে পর্যন্ত গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ গৃহীত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য-বিবরণ পাঠ অস্ত হুগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের গোলযোগ মীমাংসার জন্য

সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার সহিত এই কার্য্য-বিবরণ পাঠের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের সভাপ্রণীভূক্ত নহেন, এমন অনেক লোক এই সভায় উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। তাঁহারা বোধ হয়, প্রবন্ধ শুনিবার জন্তই আসিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির সমক্ষে পরিষদের কোনও বিবাদের বিষয় আলোচিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই এবং বিবাদী বিষয়ের আলোচনায় বহু সময় ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, অন্ত্যকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্ত যে সকল নিকিরোধ বিষয় আছে, তাহাই প্রথমে আলোচিত হউক।

স্বামী শ্রীযুক্ত শুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় অগ্রাঙ্ক বিষয় আলোচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলে অন্ত্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে সদস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন।—( নাম-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। [ পুস্তক-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য ]।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার “অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার ভাষার সরলতার অনেককেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ খুব সুচিন্তিত। এ অঙ্ক তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রনাথব ঘোষ ও সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—দুইটি রয় আমরা হারাইয়াছি। প্রথম—সার চন্দ্রনাথব ঘোষ এবং দ্বিতীয়—সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। শেষোক্ত মনীষী সাহেব হইয়াও আমাদের অল্প ব্যবসায় কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। সার চন্দ্রনাথব ঘোষ মহাশয় তাঁহার উপার্জিত অনেক অর্থ জীব-হিতের জন্ত ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে ছাত্র ও অগ্রাঙ্ক লোকের জন্ত একটি অতিথিশালা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক গুণ দানও ছিল। কার্য্য-সমাজের তিনি একজন পরম-হিতৈষী ও কর্ম্মী ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ।—শ্রীযুক্ত দ্বিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়



বলিলেন,—তাঁহার মত স্বাধীনচেতা লোক বড় দেখা যায় না। তিনি অমারিক ও সরলচেতা লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বাধীন ও সরলচিত্ততা সাহিত্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য-সেবার গভীরাঙ্গগতিকতা তাঁহার ছিল না।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের একজন সহায়ক সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় এবং রংপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও পরিষদের দ্বন্দ্ব একটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের সহায়ত্বভূতি-হুচক প্রস্তাব তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

এই সময় কোচবিহারনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণেন্দুবাবুর বিধবা পত্নী এবং শিশু সন্তানগণের ছরবছার কথা বর্ণন করিয়া, তাঁহাদের দ্বন্দ্ব সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল বসু এম্ বি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের অনাথ এবং দুঃখ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার দ্বন্দ্ব একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই প্রস্তাব কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করা আবশ্যক এবং শ্রীযুক্ত চুনীলালবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় জুবনমোহন গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন। সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

বিবিধ।—অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, কার্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশ-মত উক্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন নামক সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হুগলী শাখা-সভারূপে গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংশোধিত আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে—উহা গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কার্য-বিবরণসমূহ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ ছাড়া অপরাপর অধিবেশনগুলির কার্য-বিবরণ সবকে বধন কোন পোলযোগ নাই, তখন উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব-সম্মতিক্রমে ২য় মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে অন্ত্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

এই বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, এই বিবরণের মধ্যে আমি কয়েকটি স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে চাই। ১। ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি উপস্থিত সদস্যগণের মত লইবেন। কিন্তু তিনি পরে উপস্থিত সদস্যগণের মত না লইয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে না। এই কথা কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। ইহাই আমার প্রথম আপত্তি।

সভাপতি মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়কে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই, হয় ত বলিয়া থাকিতেও পারেন। তিনি যে সকল কারণে নামের তালিকা-পাঠে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ঐ বিষয় ঘটিয়া থাকিলেও কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সভায় অনেক কথাই হয়, সভাপতি মহাশয় হয় ত কথা-প্রসঙ্গে ঐ প্রকার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন ক্রলিং দেন নাই, পরে যখন ক্রলিং দেন, তখন তাহাই লিপিবদ্ধ হওয়া কর্তব্য—নচেৎ আগাগোড়া সমস্ত কথাবার্তা লিখিতে হয়। এত খুঁটিনাটি করিয়া কার্য্য-বিবরণ লেখা কোথাও হয় না; মাত্র সিদ্ধান্ত-সকলই লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ক্রিষ্ণীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—ইহা লিখিবার দরকার নাই। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—আমি ইহা লেখা বিশেষ আবশ্যক মনে করি।

বহু বাতায়বাদের পর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলেন। মাত্র ১২ বার জন সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর স্বপক্ষে এবং ১২ জনের অনেক অধিক সংখ্যক সদস্য ইহার বিপক্ষে মত দেওয়ার ইহা গৃহীত হইল না।

২। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—১ম “সভাপতি মহাশয়ের এই আদেশ অস্তায়” এইরূপ কথা আমি বলি নাই; এ ছত্রটি বাদ দেওয়া হউক। সর্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

২য়—আমি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অহুমতি পাইলেও, আমি প্রস্তাব করিবার পূর্বেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ক্রলিং পাইবার প্রার্থনার ক্রলিং দেওয়া হইল, ইহা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে “পয়েন্ট অব অর্ডার” ( point of order ) সংক্রান্ত এই কথা করাট “শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর” এই শব্দগুলির পরে লিখিত হউক ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাব সংশোধন করিয়া বলিলেন,—“ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন” এই কথার পরে নিম্নলিখিত বাক্য সংযুক্ত করা হউক,—“এবং সভাপতি মহাশয়ের অহুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্ভত হইলে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ‘পয়েন্ট অব অর্ডার’ সৰ্ব্বদে এইরূপে লিখিত হউক ।

শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সৰ্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল ।

শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—“সনির্বন্ধ বিনীত অহুরোধ”, ইহার অর্থ কি ? “চঞ্চল ভাবে” এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক । ইহার পরে সভাপতি মহাশয় রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরকে এ সৰ্ব্বদে প্রকৃত ঘটনা বলিতে বলিলেন । তাহাতে রায় বাহাদুর বলিলেন যে, যদি প্রকৃত ঘটনা বলিতে হয়, তবে অনেক অসৌজন্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে । সেই সব কথার উল্লেখ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না । অতঃপর সভাপতি মহাশয় এ সৰ্ব্বদে ভোট গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে তদতিরিক্ত বহুসংখ্যক ভোট হওয়ার এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—“কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক” এই অংশের পর “এবং তদনুসারে ঐরূপ করা হইয়া হইল” ইহা লিখিত হউক ।

শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সৰ্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে আমার কথা ঠিক-মত লেখা হয় নাই । আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক ।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর লিখিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের নিজ মন্তব্য গ্রহণ সৰ্ব্বদে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহার প্রতীবাদ করিলেন । শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত অংশ পাঠ করিতে বলিলেন । রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে মত দিলেন । অবশেষে অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হইল ।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংশোধিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবে কি না ।

সর্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল এবং স্থির হইল, অন্তকার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হউক।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা তত্ত্ব হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—এ, সি, চার্টার্ড বি এ, আই সি এস, সেক্রেটারি ইউ পি গবর্ণমেন্ট, লক্ষ্মো। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকল সিংহ, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা বি এল, ছোট আদালতের উকিল, ৭১৪ বিনোদবিহারী সাহার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, সমর্থক—শ্রীবাবীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, ৪৩ আশুতোষ দেব লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকার, ৫৫ বলরাম দেব ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদৌ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রস্তাবক—শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৩ চিংড়ীহাটা রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র বিজ্ঞ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, ৬৬ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোক্তার, বাজ্ঞে প্রতাপপুর, বর্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, ৯ ফাস্তুন দাসের লেন, বহুবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরেবতীমোহন সেন বি এল, জজকোর্ট, ফরিদপুর। প্রস্তাবক—শ্রীওয়াহেন হোসেন, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ, সদস্য—মোলবী শরীফ হোসেন, ৭১২ বুলাবন পালের লেন। মোলবী বদিয়ৎ রহমান বি এম সি, টেলার হোটেল, ওয়েলিংটন কোয়ার। মোলবী মোহাম্মদ আলী এম এস সি, বি এল, ১৪ চেংলা হাট রোড। ডাঃ কে আহম্মদ এল এম এস, তালতলা লেন। মোলবী আজিজুল হক বি এল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মোলবী রিহাজুর রহমান বি এ, আন্টনীবাগান লেন। মোলবী কে, এম, হেলাল, ১১ আন্টনীবাগান লেন। মোলবী নাসিম আলী এম এ, বি এল, মেরুর রোড, আলীপুর। মোলবী আব্দুল গনি বি এল, ৯ হালদিবাগান রোড। মোলবী আব্দুল গনি মোক্তার, মালদহ, ইংরেজবাজার। সৈয়দ গাজিউল হক বি এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মোলবী মহম্মদ ওয়াহেজুজ্জাহ্ এম এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মোলবী আমিরুজ্জামিন আহম্মদ এম এ, বি এল, ৩ ইলিয়ট রোড। শ্রীপ্রমথলাল দত্ত বি এল, ১০৭১ আহিরীপুকুর লেন। শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল, ১২০ মাপিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—

ঐ, সদস্ত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২২ ক্যান্টোকার লেন, ইটালী। ডাঃ শ্রীভামাধর মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৭ গোবর্দ্ধন দাসের লেন। ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম্ বি, ১ হেম করের লেন। শ্রীজ্যোতিষ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, ১ গণেন মিত্র লেন। শ্রীবিপিনকুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, ৯৩১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু, ১৪৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীগোকুলদাস দে এম্ এ, ২৫১২ মোহনবাগান লেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র বি এ, ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদবিহারী দে, ২৮ ছুতারপাড়া লেন। শ্রীবিপিনবিহারী লাহা, ১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, ৫৩ স্কিকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল, ২৩২২ অপার চিংপুর রোড। শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল। ডাঃ শ্রীহর্গাধর ঘোষ এম বি, ৯১ মণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৫ রামপাল লেন, শোভাবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্ত—শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ, ৪৪১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্ত—শ্রীহর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ কানীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্ত—শ্রীঅমৃতচরণ দত্ত, ৩৮ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীময়ধনাথ সেন, সলিসিটর, বাগবাজার। শ্রীমণিলাল সেন, সলিসিটর। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, সলিসিটর। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন সলিসিটর। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদার, ২০৩ অপার সাকুলার রোড। জে, এন মিত্র ব্যারিষ্টার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীশরৎকুমার মল্লিক, এম ডি, ২৫ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলকুমার সেন, জমিদার, ১০ রাজেন্দ্র লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, রায় বাহাদুর, ২৫ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীধারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ তেলিপাড়া লেন। শ্রীহর্গাদাস ঘোষ বি এল, ভামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ বি এল, ৩ চাণ্ডাবাগান লেন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্যোতিষ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, পিডার এস, সি, কোর্ট। শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্ট্রাক্টর, ২৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মারচেন্ট, ৭১এ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ষ্ট্রীট্। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। এন্, হালদার, ঠার থিয়েটার। শ্রীচরুচন্দ্র শ্রীমানী বি ই, উন্টাডাল। শ্রীমুপ্রকাশ চক্রবর্তী, ২৭ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীচরুচন্দ্র বিশ্বাস, সমর্থক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সদস্য—শ্রীকালীচরণ সেন, এম এ, ৭৬ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ। ডাঃ শ্রীমতীশচন্দ্র ঘোষ এন্ এম্ এস, ৪৬ নেবুতলা লেন। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম এ, বি এল, ১৪৭ রসারোড সাউথ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬৫ বি পন্নপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এল, ২৩১ চক্রবেড়ে রোড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, ৪ বলরাম বসু ১ম লেন। মিঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ কাঁশারীপাড়া

রোড। শ্রীশ্রীজ্ঞাননাথ সরকার এম এ, বি এল। শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত বি এল। হীরালাল সান্তাল। প্রস্তাবক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, বি এল, ৪৩ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত বি এ, ৪০ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত বি এ, ৪২ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পার্শ্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, ২০২ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীচুণীলাল সান্তাল এল্ এম্ এস, হারিসন রোড। শ্রীসত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গনি, পাথুরিয়াবাটা। শ্রীসিদ্ধার্থকৃষ্ণ বসুদেব, ইশলামপুর, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন রায় সাহেব, এম এ, বি এল, সঘলপুর। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীহরেশচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীরাধিকালাল সাহা এম এ, বি এল, জোড়াবাগান, পুলিশ কোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এল, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মৈত্র বি এল, ঐ। শ্রীহেমপ্রসাদ মৈত্র, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীকানাইলাল দত্ত বি এল, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীনন্দমোপাল সান্তাল বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র সান্তাল বি এল, ঐ। শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। মোলভী মোসাহেবুদ্দিন আহম্মদ, উকীল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীচুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৭ কান্ধিমিত্রের বাট ষ্ট্রীট। শ্রীশশধর পরামণিক বি এল, ছোট আদালত। শ্রীকেশবরনাথ ভৌমিক বি এল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, জোড়াবাগান পুলিশকোর্ট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম এল এম এস, ৩৫ ময়রপুর রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জোড়াপুকুর লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাধু, উকীল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীসরলচন্দ্র নাগ চৌধুরী বি এল, ২ ব্যাকস্থাল ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ৪৬ মিজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত বি এল, ১ রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট। শ্রীকালীকৃষ্ণ গুপ্ত বি এল, ছোট আদালত। প্রস্তাবক—শ্রীআশুতোষ ধর, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীবীরেশ্বর গুপ্ত, ১২৪১ মণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র ধর, এম্ এম্ সি, প্রোফেসর ইউনিভারসিটি কলেজ। ১০ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, ২০ বেচুটার্জি ষ্ট্রীট। শ্রীকানাইলাল সাহা, এম্ এ, বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দত্ত বি এ, শাখারি-বাজার, ঢাকা। শ্রীহরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজ, ত্রিহট। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, মহাবাড়ী, টাকাইল। শ্রীকীবনচন্দ্র তালুকদার এম এ, প্রোফেসর, ঢাকা কলেজ। শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ, শিক্ষক ইষ্ট-বেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড মাস্টার, জুবিলি স্কুল, ঢাকা। শ্রীচাক্রচন্দ্র গুহ, উরারী, ঢাকা। ডাক্তার শ্রীহরেশচন্দ্র গুপ্ত

এল এম এস, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ঐ। শ্রীতেজেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী, এম এ, বি এল, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীকুঞ্জলাল দাস এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীবোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, প্রোফেসর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। শ্রীবিনোদভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড মাস্টার, কুকুটিয়া, ঢাকা। শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক বি এ, এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র, নয়াদ্বার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, ২৭ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীপুণ্ড্রনাথ বসু এম বি, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট। শ্রীহরমোহন দে, ঐ। শ্রীবতীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এল, উকীল। ঢাকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার, ঢাকা। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বানার্জি বি এল, ঐ। শ্রীতাপসচন্দ্র বানার্জি বি এল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি এল, ঐ। শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাস, প্রোপ্রাইটর, ইষ্ট-বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুহ বি এল, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীপণ্ডিতচন্দ্র দাস বি এল, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীসত্যীশচন্দ্র মজুমদার বি এল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচরণ গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস বি এল, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীমন্মথকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীবতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল, ঐ। শ্রীরেবতীমোহন ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীকরণাময় সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ রায় বি এল, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার সেন বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্র-প্রসাদ সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅধিকাচরণ নাথ বি এল, ঐ। শ্রীজয়ন্তকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীপার্কীচরণ বসু মোক্তার, ঢাকা। শ্রীদিগেন্দ্রকুমার চন্দ, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন, ফুট মার্চেন্ট, করিমাবাদ, ঢাকা। শ্রীভূপতিমুকুট ঘোষ, ফুট মার্চেন্ট, ঐ। শ্রীবিনোদচন্দ্র বসাক বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীহরিলাল ধর বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীকুমার বসু, পটুয়া-টুলী, ঢাকা। শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, হুগুয়াপুর, ঢাকা। শ্রীকীর্তনচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, জমিদার, ঐ। শ্রীঅশ্বতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ পাল, মার্চেন্ট, উত্তর নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রকুমার কস, তালুকদার, বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা। শ্রীনলিনীমোহন দত্ত বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুধীচন্দ্র সেন একাউন্টেন্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ময়মনসিংহ। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন এম এ, এন্টিগান্ট হেড মাস্টার, লোহাজুক হাই স্কুল, ঢাকা। প্রস্তাবক—কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্ত—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজনহাট, চট্টগ্রাম। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ব্যারিষ্টার, কাঁশারিগাড়া রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাধালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্ত—শ্রীবোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজন-

হাট, চট্টগ্রাম। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এল, ৯৩ শ্রীম-  
বাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড় রোড, নর্থ জুবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরমেশ-  
চন্দ্র মজুমদার, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, এককিকিউটিভ  
ইঞ্জিনিয়ার, ১১৭ মাঝে রোড, মাজিরা। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।  
শ্রীশোকহরণ দাস গুপ্ত, ৬৮/২ এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীতিমিরহরণ দাস গুপ্ত, ১৬ চন্দ্র-  
কান্ত চাটার্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীশৈলেশ-  
চন্দ্র সেন, শিক্ষক, গোপালগঞ্জ হাই স্কুল। শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত, ৫ ল্যান্ডাউন লেন। শ্রীবরদা-  
চরণ গুপ্ত, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৫ ল্যান্ডাউন লেন।  
শ্রীকৃষ্ণতিমোহন দাস গুপ্ত, প্রফেসর। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন, ৭২  
ল্যান্ডাউন রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। শ্রীবাদবচন্দ্র সেন, ৬ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র  
বসু, প্রফেসর হোলকার কলেজ, ইন্দোর। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, রূপনাথ দাসের বাড়ী,  
ঢাকা। শ্রীইন্দুভূষণ বানার্জি, এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ  
সেন, ঐ। শ্রীনির্মলচন্দ্র চাটার্জি, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী,  
ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সরকার, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু। শ্রীশ্রী-  
চন্দ্র সিংহ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। শ্রীবিজয়বিহারী সরকার। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ।  
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী, হাইকোর্ট। শ্রীজিজ্ঞেশচন্দ্র  
মজুমদার। শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হাইকোর্ট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী  
দে। শ্রীরামেশ্বরপ্রসন্ন সেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, বরিশাল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ  
সেন জমিদার, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত,  
উকিল, -বরিশাল। শ্রীরাজেশ্বর দাস, ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, বেঙ্গল।  
শ্রীজিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায়, ইনকাম ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন, চাউলপাট।  
শ্রীবিজয়চন্দ্র সেন, প্রফেসর কটন কলেজ, গোহাটি। শ্রীকালীপ্রসন্ন পিপলাই, উকিল,  
হাইকোর্ট। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সাব ডেপুটি, চাঁদপুর, কুমিল্লা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী,  
বরিশাল। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, প্রিডার, কুমিল্লা। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, ভরদ্বাজহাট,  
নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্য—  
শ্রীমধুরানাথ যুগোপাধ্যায়, গোস্বামীবাজার, বহরমপুর। শ্রীকালিদাস রায়, ঐ। কবিরাজ  
শ্রীসুকুম্ভলাল সেন, ঐ। শ্রীজগদীশ্বর সেন, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ। ডাঃ শ্রীশশীভূষণ  
দত্ত, ঐ। শ্রীআবুল গণি বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ঠাকুর বি এল, ঐ। শ্রীবিজয়দ  
সেন গুপ্ত, বি এল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, ঐ। শ্রীহরিদাস নন্দী, মোক্তার,  
ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দোবে, ঐ। শ্রীশ্রীচন্দ্র মৈত্র, ঐ। শ্রীকিরচন্দ্র ঘোষ হেড ক্লার্ক, ডিস্ট্রিক্ট-  
বোর্ড, ঐ। শ্রীজজ্ঞেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, ট্রেজারার্স কালেক্টর, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, এক-  
কিকিউটিভ ইন্জিনিয়ার অফিস, বহরমপুর। শ্রীজজ্ঞেন্দ্রনাথ সেন, গোস্বামীবাজার, বহরমপুর।



শ্রীধরলাল সাহা, ঐ। শ্রীবনবিহারী দাস এম এ, লেকচারার—কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এম্ এন্ সি, কলেজ মেইন হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচি এম এ, প্রোফেসর কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীকমলাক্ষ দাস গুপ্ত এম্ এ, ঐ। শ্রীকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিউ হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি এ, কে, এন্ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীজীবীকেশ বসু, ঐ। শ্রীবঙ্গলাল রায় চৌধুরী, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনীলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য পাড়া, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলাবাদ, বহরমপুর। শ্রীফণিভূষণ রায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ চৌধুরী, জমিদার, মুখুরী কুটার, বহরমপুর। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅবনীকান্ত লাতাল, বহরমপুর। শ্রীইন্দুপাণ্ডু গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবিভূদান বিশ্বাস, ঐ। শ্রীভগেন্দ্রবিহারী দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীশ্রামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বহরমপুর। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, দি টেনারী, বহরমপুর। শ্রীশরদিন্দ্রনাথ রায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমাপতি ঘোষ এম এ, বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীরাধিকা প্রসাদ দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীপঙ্কজননাথ গুপ্ত বি এল, উকীল। শ্রীস্বধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। একরাম উল হক, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীতরলীমোহন রায়, উকিল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। মহম্মদ আব্দুসসমদ, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্তী বি এল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীসুগলকিশোর হোর, বহরমপুর। শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল, বহরমপুর। শ্রীরামচন্দ্র তালুকদার, উকিল, ঐ। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সিংহ বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীআন্তোষ ভট্টাচার্য্য, উকিল, বহরমপুর। শ্রীস্বধীন্দ্রনারায়ণ বাগচী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীমোহমোহন সেন বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীজীবীকেশ চক্রবর্তী বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীহেমচন্দ্র ঠাকুর, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, ঐ। শ্রীককনাথ গুপ্ত, মোক্তার, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীজানেন্দ্রমোহন সরকার, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী, মোক্তার, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশ্রামাপদ গুপ্ত, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সাহিড়ী,

মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীপ্রসাদদাস সেন ৩৬ এম এস সি, বি ই, খাগড়া, বহরমপুর। ডাঃ শ্রীরামদাস পাণ্ডে এম, সি, পি, এস, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্চেন্ট, ঝাউখোলা, বহরমপুর। শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন, ডাক্তার, কোতোয়ালী রোড, বহরমপুর। শ্রীহেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিষ্ণুরথ সেন বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এম এ, ১১ গুলুগুস্তার সেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীপ্রিয়নোপাল দাস। কুমার শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বঙ্গপাড়া লেন, বাগবাড়ার, কলিকাতা। শ্রীহরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বোসপাড়া লেন। রায় সাহেব শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ চক্রবর্তী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সিমলা। প্রস্তাবক—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, বি এল, মুল্লীহাউস, বরাহনগর। শ্রীস্বধীরজ্ঞান রায় চৌধুরী বি এ, ৫২ হারিসন রোড, কলিকাতা। শ্রীমুকুন্দলাল রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীপ্রমথজ্ঞান রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি এন্স সি, এম এ, বি এল, ১০৩ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস এম্ এন্স সি, ৮৬ আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশৈলেশনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিশ্বাস, বি এল, ভবানীপুর। শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, অক্সিফোর্ডিং স্নসেসক, পটুয়াখালী। শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুল্লীহাউস, বরাহনগর। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু চৌধুরী, টাকী নিউনিসিপালিটি, টাকী। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলুপাড়া। শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ বানার্জি, মহিরাডাঙ্গা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চাটার্জি, ইন্ডিয়ান আর্ট ষ্টুডিও। শ্রীস্বশীলকুমার ঘোষ বি এন্স সি, কুঠীঘাটা। শ্রীললিতমোহন বানার্জি, বি এল, কুঠীঘাটা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সরকার। শ্রীসত্যভূষণ সিংহ। শ্রীনিতাইন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এ, হেডমাষ্টার জে, বি, ইন্সটিটিউশন, বালীগঞ্জ। শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কবিরাজ শ্রীরাধালালদাস কাব্যতীর্থ। কবিরাজ শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ। শ্রীধনেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র বসু বি ই। শ্রীঅভয়াপদ চাটার্জি। শ্রীপ্রমোদনাথ সিংহ এম এ, বি এল। শ্রীতারাপ্রসন্নভট্টাচার্য্য, ৬০৩১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীরামেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীভোলানাথ ঘোষ। শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল। শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষ। শ্রীনিশিকান্ত বসু। শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সিংহ। কুমার শ্রীসত্যীশকান্ত রায়। শ্রীগজাধর ঘোষ-চৌধুরী। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ রায়। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ প্যারীমোহন পালের লেন। শ্রীদেবকীনন্দন নাথ বি এ, ২৮১ বলরাম দেব ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রলাল রায়, ২১ জোড়াপুকুর লেন। শ্রীস্বশীলকুমার ৩৬, ৪০ চাবাখোপাখাড়া ষ্ট্রীট।

ত্রিধনেন্দ্রমোহন সিংহ, ১১২ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া। ত্রিসত্যচরণ মিত্র, ৩২ বাণিক-  
 তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়  
 সদন্ত—শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ, ১৫৮ লোয়ার সারকুলার রোড। শ্রীনলিনীমোহন সিংহ,  
 ঐ। শ্রীবিজয়গোপাল সিংহ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ, ঐ। শ্রীধারবচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা,  
 ঐ। শ্রীপ্রফুল্লনাথ সিংহ, ১৪১ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীনিত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫২১১  
 অখিল মিল্লী লেন। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীরাধকমল সিংহ,  
 সদন্ত—রায় সাহেব শ্রীরসিকলাল রায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিরালদহ, গড়পার। শ্রীকেদার-  
 নাথ বসু, অখিল মিল্লী লেন। শ্রীনলিনীকান্ত চাটার্জি বি এল, উকিল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র  
 বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বেলেঘাটা। শ্রীভোলানাথ চৌধুরী বি এল। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ  
 গুহ। শ্রীঅম্বুজকুমার চাটার্জি। শ্রীঅন্নদাচরণ সন্দার। শ্রীভোলানাথ দত্ত। শ্রীনিরঞ্জন-  
 কুমার শীল। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র, পাবলিক পসিকিউটর, আলিপুর।  
 প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদন্ত—  
 শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধানাথ চক্রবর্তী। ত্রিসত্য-  
 চরণ ঘোষাল। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদন্ত—শ্রীরাজ-  
 কুমার ভড় এম এ, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমদ্ব্যনাথ ভট্টাচার্য্য।  
 শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীবতীন্দ্রনাথ  
 ভট্টাচার্য্য। শ্রীহরিনাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী। শ্রীবতীন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীজগ-  
 জীবন ঘোষ। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র আচা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ  
 রায়। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাস। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীমদ্ব্যনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীশশিভূষণ  
 চক্রবর্তী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবেণীমাধব পাল।  
 শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীশশধর মিত্র। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅম্বুজাঙ্কি দর  
 বি এ, ৩৮৭ স্ক্রিক্সা ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মৈত্র বি এ। শ্রীহরিশরণ মৈত্র বি এস সি।  
 শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়। শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।  
 শ্রীঅতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি এ। শ্রীঅনারিজন ভট্টাচার্য্য। শ্রীবিত্ততিভূষণ বিশ্বাস বি এ।  
 শ্রীবিজয়চন্দ্র আচার্য্য বি এ। শ্রীকুমুদবহু ঘোষ বি এ। শ্রীপণবীকুমার সিংহ।  
 শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক বি এ। শ্রীদীপলোহিত ভট্টাচার্য্য বি এ।  
 শ্রীকালীদাস গাঙ্গুলী। শ্রীহরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমহাদেব চক্রবর্তী। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ  
 মজুমদার এম এস সি। শ্রীসরাজ পাল। শ্রীদাশরথি পাঠক। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদার।  
 শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।  
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীলোকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এন্  
 সি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা বি এ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন  
 গুপ্ত এন্ এ। শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীসুশীলকুমার সাহা। শ্রীহরিশচন্দ্র

লাহিড়ী এম এ। শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। শ্রীকিতীশচন্দ্র রায়। শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী।  
 বি এ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু। শ্রীপশুপতি সিংহ। শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ  
 কর্মকার। শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীআব্দুল আলী বিশ্বাস এম এ, হেড মাস্টার।  
 শ্রীধরনীধর দিল্লী এম এ, এসিষ্ট্যান্ট হেড মাস্টার। আলকেত্ৰী সেরওয়ারডী এম এ।  
 এরসাদ হোসেন বি এ। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি এ। শ্রীসীতারাম সিংহ রায় বি এ।  
 বাড়িওর রহমান মিয়া বি এ। আমিরুদ্দিন আহম্মদ বি এ। আব্দুল লতিফ খন্দকার।  
 আব্দুল আজিজ বি এল, গভর্ণমেন্ট স্কুল, বারাকপুর। আব্দুল গণি বি এল, উকিল, কান্দী।  
 প্রস্তাবক—শ্রীযজ্ঞনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মণ্ডল বি এ,  
 ১৮ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ বি এ, হাডিং হোটেলে। শ্রীমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
 বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮৫ হাডিং হোটেলে। শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম  
 এ, ৮৯ হারিসন রোড। শ্রীরমাশ্রম সান্তাল বি এ, ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ঐ।  
 শ্রীহারকানাথ মজুমদার, মিত্রভূম, কুরুমগ্রাম, বীরভূম। শ্রীজয়কুমার পাল বি এল, উকিল,  
 পাঁচগাছিয়া, ত্রিপুরা। শ্রীহরিন্দাস মৈত্র বি এ, ১১৩ হাডিং হোটেলে। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়  
 বি এ, ৮৯ হারিসন রোড। শ্রীলালমোহন চক্রবর্তী বি এ, ২৪ হারিসন রোড। শ্রীঅক্ষয়-  
 কুমার কুণ্ডু বি এ, ৮৯ হারিসন রোড। শ্রীঅতুলবিহারী রায় বি এ, ঐ। শ্রীকিতমোহন  
 সান্তাল বি এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীব্রতভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ঐ।  
 শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৬৬ হারিসন রোড। শ্রীঅনাদিচরণ সেন বি এ,  
 ১৫৭ হাডিং হোটেলে। শ্রীরামবন্ধু পট্টনায়ক, ৩১ আমহার্ট ষ্ট্রীট। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ।  
 শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এস সি। শ্রীমদ্রথনাথ ঘোষ। শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র। শ্রীদ্বিরাম নাগ।  
 শ্রীশিশিরচন্দ্র খাঁ। শ্রীব্রতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীতারাপ্রসন্ন  
 চক্রবর্তী। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেব। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীতারাপদ বিশ্বাস।  
 শ্রীযশোদাকুমার মৌদক। শ্রীবিক্রমকুমার দাস। শ্রীনকুলচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাগ।  
 শ্রীশচীকান্ত দাস গুপ্ত। শ্রীনন্দলাল রায়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে। শ্রীবৃন্দাবন সিংহ রায় বি  
 এ। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এস সি। শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ  
 দাস বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র পাইনু বি এ। শ্রীহরীকেশ মল্লিক। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।  
 প্রস্তাবক—শ্রীউমাশ্রমি বাজপেয়ী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী,  
 উকিল, কান্দী, মূর্শিদাবাদ। শ্রীআভ্যুত্তোষ বাজপেয়ী। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীজানকী-  
 প্রসাদ জিবেদী। শ্রীঅভয়াপদ জিবেদী। শ্রীবিষ্ণুপদ জিবেদী। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।  
 প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন  
 এম এ, বি এল। শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন বসু বি এল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীগণেশমোহন  
 বসু। শ্রীতোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ।  
 শ্রীতপকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ। সুরেশচন্দ্র সিংহ এম এ। শ্রীহারপদ সান্নাড়া। শ্রীসিরিজা-

ভূষণ সিংহ বি এ। শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, ১ বাহুড়বাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—রায় শ্রীকৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী, ২৩৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীবনবিহারী বসু, ৬৭২ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবটবিহারী বসু, ৬। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উড্ডট-সাগর, ১৬২এ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩২১এ আনন্দ লেন। শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, ১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দরঘাঘাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা। শ্রীজহরলাল মল্লিক, মল্লিকস লজ, মাণিকতলা। শ্রীঅর্জুন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায় বি এ, ১ গড়বাড়ী রোড লেন, খিদিরপুর। শ্রীগোকুলচন্দ্র লাহা, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাগসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার দে এল এম এস, ৬ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৬১ আপার চিংপুর রোড। শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাগসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্তী এম এস সি, ৫০১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিক, ১৫১ সীতানাথ রোড, সিমলা। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, ১০ উর্টাডিজি রোড। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, ৭৪ আমহার্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহরিশ্রীমোহন দে, ১৮ হরিতকীবাগান। শ্রীকুলন-লাল বসু, ১২২১১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ শুক্ল, ১৮৫ আপার সারকুলার রোড। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৫১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীনাথ শেঠ, ৩ বাণ-তলা ষ্ট্রীট। শ্রীকালচাঁদ বটব্যাল বি এ, ৬১১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবৈচারাম মল্লিক, ৩১ কিয়ার লেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু, ৮৬ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীস্বধীরলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ মজুমদার, ৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বসু, ২২২ জৈন মিল লেন। শ্রীহরিশ্রীদ দত্ত বি এ, ৬২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্র-মোহন দত্ত বি এ, ১ ঘোষের লেন। শ্রীঅনিলনাথ বসু, ২২৮১ আপার সারকুলার রোড। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র এটর্নি, ১ রামরতন বসু লেন। শ্রীসতীশচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীবলাইচন্দ্র সেন, ২২ কলুটোলা ষ্ট্রীট। কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ১০ হাজার-কোর্ট ষ্ট্রীট। শ্রীসিন্ধুনাথ ঘোষ, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীস্বরূপকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীস্ববোধচন্দ্র মিত্র, ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীতারিণীচরণ বসু, ১৫ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১১ নিকশীপাড়া লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে, ৩৫১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণলাল মিত্র, ৮৮ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকীর্ত্তীদেবকৃষ্ণ বসু, ৮৬ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ৬ শ্রাম-পুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১৫২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীটিকমলাল সিং, ২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীশরদীন্দ্র মিত্র, ৪৩ বিডন রো। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু, ১২ বসুপাড়া লেন। শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্রামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র, ৬। শ্রীবসন্তকুমার

মিত্র, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীকেশবনাথ মিত্র, ৩২ জয় মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র  
 মুখোপাধ্যায়, ৪ পশুপতি বস্তুর লেন। শ্রীআশুতোষ বসু, ১৯ বহুপাড়া লেন। শ্রীহরিশাস্ত্রী  
 ঘোষ, ৬ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র, ৮ বলরাম দেবের ষ্ট্রট। শ্রীবেণীমাধব  
 ভট্ট বি এল, ৪৫২এ মাণিকতলা ষ্ট্রট। শ্রীনিহিরলাল দাস নন্দী বি এ, ২ তারক চাটুর্ঘ্যের  
 লেন। শ্রীনলিনচন্দ্র গুপ্ত এটর্নি, ৪৩ চাষাধোপাড়া। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৩৭ সোনারলো  
 লেন। শ্রীলক্ষণদাস মল্লিক, ৩৬ সীতানাথ রোড। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক, মল্লিকস্ লজ,  
 মাণিকতলা। কুমার শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ২৪১২ নরমাহাটা ষ্ট্রট। শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত এল এম  
 এস, ১৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রট, সিমলা। শ্রীসুধক্স দে, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রট। শ্রীগণেশ-  
 কৃষ্ণ মিত্র জমিদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঠাকুর, ৩১ গোপীমোহন  
 দত্তের লেন। শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১  
 বিডন ষ্ট্রট। শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীপ্রবোধকুমার দত্ত, সিমলাঘাট  
 ষ্ট্রট। অধ্যাপক শ্রীশুরদাস গুপ্ত, বিভাদিনোদ, ৬১ সিমলা ষ্ট্রট। শ্রীহরিচরণ বিহার্য, ৬৩৩  
 গ্রেন্ডষ্ট্রট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, সদস্ত—শ্রীগোলাপ-  
 লাল ঘোষ, ২ আনন্দচন্দ্র চাটুর্ঘ্যের লেন। শ্রীব্রজনাথ কান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীকৃষ্ণদ ঘোষ  
 বি এ, ঐ। শ্রীভূষারকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীমুনীলকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীপরমানন্দ দত্ত, ঐ।  
 শ্রীসত্যগোপাল দত্ত বি এ, ঐ। শ্রীকণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮৮ বহুপাড়া লেন।  
 শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন। শ্রীশঙ্কুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ কাটা-  
 পুকুর লেন। শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ বসু, ১৮১ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীভূপতিভূষণ রায়, ৩৩ বাগবাজার  
 ষ্ট্রট। শ্রীবিজয়চন্দ্র চক্রবর্তী, ৩৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রট। শ্রীমানসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ কাটা-  
 পুকুর লেন। শ্রীনির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানা, বৈজ্যবাটী পোঃ। শ্রীভার্মাশদ সিংহ  
 বি এ, ৮ সরকারবাড়ী লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ, শঙ্কর ঘোষের লেন।  
 শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১১ মুজাপুর ষ্ট্রট। শ্রীদীননাথ রায়, ৬ আনন্দ চাটুর্ঘ্যের লেন।  
 শ্রীদ্বিবাকর মিত্র, ৯ নবীন পালের লেন। শ্রীবিজলাবহারী নিয়োগী বি এ, ১৯এ বাগ-  
 বাজার ষ্ট্রট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৬৮১ বাগবাজার ষ্ট্রট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়  
 বি এ, ২বি উন্টাডিকি লেন। শ্রীকুব্জবিহারী ঘোষ এম এ, ১৩সি বাগবাজার ষ্ট্রট। শ্রীকেশব-  
 লাল রায় কবিরাজ, ৪১ ঐ। শ্রীলালমোহন ঘোষ, ১৩বি ঐ। শ্রীভারকনাথ চক্রবর্তী,  
 ৭২৯ ঐ। শ্রীসত্যীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, ৭২১ বাগবাজার ষ্ট্রট। শ্রীরাসবিহারী দাস,  
 ১৬ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস। শ্রীদীপু-  
 কান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্ঘ্যের ষ্ট্রট। শ্রীনাটুগোপাল দে সরকার, ১৭৪ মাণিকতলা ষ্ট্রট।  
 শ্রীসত্যচরণ নন্দী, ২৬ রামতলু বস্তুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এন্স সি, ৩৯ দেবনারায়ণ  
 দাসের লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ, ৯এ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, ২৯ হুর্গাচরণ  
 মুখার্জি ষ্ট্রট, বাগবাজার। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ, ২৫ হুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রট। প্রস্তাবক—

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবানীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এল, এটর্নি,  
 ১৪ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমোহিতকুমার সিংহ, ১৭ বাহুড়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীকিশোরচন্দ্র ঘোষ  
 এম এস সি, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের গলি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট।  
 শ্রীউমেশচন্দ্র বসু বি এল, ৩৭ সুকিরা ষ্ট্রীট। শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত বি এল, ৪ ইডেন হাঁসপাতাল  
 রোড। শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম এ, বি এল, ৩ কারবালা ট্যাক লেন। শ্রীথগেন্দ্রনাথ দত্ত  
 বি এল, ৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। শ্রীকরালীচরণ বসু বি এল, ৩ করিস্চার্চ লেন।  
 শ্রীহরেশচন্দ্র গোস্বামী বি এল, ২।১ এইচ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টো-  
 পাধ্যায় বি এল, ১০।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীছকুমল চোপড়া বি এল, ৪৭ খোংরাপটী,  
 বড়বাজার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ৫০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনিশিভূষণ  
 মুখোপাধ্যায় বি এল, ২৪ তেলীপাড়া লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ বি এল, ১০৪ কাঁসারীপাড়া  
 রোড। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ পার্কটীচরণ বোম্বের লেন।  
 শ্রীশশধর প্রামাণিক বি এল, ২৮২ আপার চিংপুর রোড। শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র এম এ,  
 বি এল, ১১ সেকরাপাড়া, বহুবাজার। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ৩৮ সীতারাম  
 ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর মিত্র বি এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল,  
 ৩৬ শ্যাম স্কোয়ার পূর্ব। শ্রীঅরুণাথ দত্ত বি এল, ৬৮ গড়পাড় রোড। শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী  
 বি এল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭।এ শ্রামপুকুর ষ্ট্রীট।  
 শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম এ, ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীহারিলাল চক্রবর্তী, ৬৮।৫।১  
 হুগাঁচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি রায়, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ,  
 রাজকুমুম, গোপালপুর পোঃ, বর্দমান। শ্রীরাধাশ্রাম মুখোপাধ্যায় বি এ, মলুটী পোঃ,  
 সাঁওতাল পরগণা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর  
 বিশ্বাস, ৩০ চুগাপুকুর লেন, বহুবাজার। শ্রীরানগোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কালীপ্রসাদ দত্ত  
 ষ্ট্রীট। শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ জমিদার, ২০ গিরিশ বিহারের লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার,  
 ১৪ দাস লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১২।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ সেন, ১ ডাল-  
 হাউস স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৬।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ,  
 ১২৪।২ বলরাম দেব ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ পাল, ২৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীকল্লিণীকান্ত  
 পাল, ৪২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবারদবরণ মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—  
 শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীনৃত্যলাল দাস, ৪ রামধন মিত্র বাই লেন। শ্রীকবিরাম মিত্র,  
 ৩২ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীস্বর্ষাচন্দ্র গুপ্ত, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীমণিলাল  
 মিত্র, ঐ। শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ, ১০ ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪ ঐ। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মিত্র,  
 ১০৮।১ বলরাম দেব ষ্ট্রীট। শ্রীনিবারগজেন্দ্র দাস ঘোষ, ৩২ গরানহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীরেণুপদ দে,  
 ৮।১ কাটুয়াখুটী রোড, ভবানীপুর। শ্রীঅধিকাচরণ মৈত্র, ২৩ শ্রামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্র-  
 নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ১৮।২ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ দত্ত, ১৫৯ এ আপার

চিংপুর রোড। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্রামপুকুর। শ্রীনৃসিংহ-  
চরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪১১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্রামপুকুর। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,  
সমর্থক—শ্রীশরৎচন্দ্র দেব, সদস্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার, স্থল, পাবনা। শ্রীপূর্ণ-  
চন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, হেড মাস্টার, পাকড়াশী ইনষ্টিটিউশন, পাবনা। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী  
এম এ, ১৪ মদন মিত্রের লেন। শ্রীঅমলচন্দ্র মৈত্র বি এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদ-  
লাল দে এম বি, ৭১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরাসিকরঞ্জন মৈত্র এম এ, C/o শ্রীমনোরঞ্জন  
মৈত্র, ডেপুটি পাসপোর্টাল এসিষ্ট্যান্ট, কমিশনর, চট্টগ্রাম। শ্রীগিরিজাকান্ত মজুমদার  
এম এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড, ভবানীপুর।  
শ্রীরাধারমণ রায়, বি এ, ১৪ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ১৩২এ  
আমহার্ট ষ্ট্রীট। শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, ৬০ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনবিহারী দত্ত, ১৬  
ককিরটাদ মিত্রের লেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীস্ববোধকৃষ্ণ  
দত্ত, ১৪ পঞ্চানন ঘোষ লেন। শ্রীবিনুতিধর রায় চৌধুরী, ৫ বাহুড়বাগান রো। শ্রীস্বরেশ-  
চন্দ্র মজুমদার বি এ, ৮৬০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, উলি পোঃ, রঙ্গপুর।  
শ্রীবিনয়কুমার রায়, ৬০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা।  
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭ রাজা লেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীরাধাচরণ ঘোষ,  
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ ঘোষ, ঐ। শ্রীভূপতিকুমার দে, ১০ স্ক্রিয়াস্ ষ্ট্রীট।  
শ্রীভূতনাথ দে, ঐ। পি, ব্যানার্জি, ৪১১ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ পাল, শিবকৃষ্ণ  
দাস লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, ঐ। কাবরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন যোগবিশারদ, ২০১ মুক্তারাম-  
বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীসরসিজানক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রকাশনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ।  
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, ১২৭ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহা, ১৮৪বি  
মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল, ই আই আর।  
শ্রীভারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০১৩২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্তী, ৪ বামা-  
পুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৬ বীডন রো। শ্রীতুলনীকুমার নাগ, ১৪২ মুরমহম্মদ  
সরকার লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, ৬৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,  
৪ নৌলমণি সরকার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,  
সদস্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়, গঙ্গানগর, মোকামটোলা পোঃ, বগুড়া। শ্রীআনন্দমোহন  
লাহিড়ী, ১১১১ আরপুলি লেন। শ্রীহুকড়িনাথ লাহিড়ী, ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৩ কান্ত-  
দ্বিয়ারোড, হাওড়া। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ৪৭ সার্পেটাইন লেন। শ্রীবচুলাল দাস, ১৬৫  
বহুবাড়ার ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বি এ, ৪৭১১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীবীজেন্দ্রনাথ  
ঘোষ, পঞ্চবটীভিলা, মাণিকতলা। শ্রীদীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ, গগনচন্দ্র ঘোষ, ঐ, শ্রীনীরোদকুমার  
দাস, ঐ, শ্রীহরিরঞ্জন মিত্র, ঐ, শ্রীভারদেব ভট্টাচার্য্য ঐ, শ্রীভ্রামাচরণ সরকার, ঐ, শ্রীঅমৃতলাল



ঘোষ, ঐ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস, ঐ, শ্রীজ্যোতীকুমার সরকার, ঐ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস, ঐ, শ্রীরাভৈরবলাল দাস, ঐ, শ্রীমোহিনীমোহন সঙ্করদাস, ঐ, শ্রীলক্ষ্মণ বর, ঐ, শ্রীকামিনীকুমার দে, ঐ, শ্রীহেমচন্দ্র পাকড়াবা, ঐ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দত্ত, ঐ, শ্রীবিধুভূষণ আইচ, ঐ, শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবিকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীকৃষ্ণকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, ঐ, শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, ঐ, শ্রীশশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীশঙ্করকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীমতিলাল ঘোষ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্ত—শ্রীবিবেকধর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসভা স্টেশন রোড, হুগলী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীশীতলদাস মুখোপাধ্যায়, ৪৭ মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিষোষ ষ্ট্রীট। শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীকালিদাস সরকার, মসিন্দা, এলেকা, ময়মনসিংহ। শ্রীক্ষেত্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীকামিনীমোহন ঘোষ, গৌরঙ্গী, ঘাটেশ, ময়মনসিংহ। শ্রীঅনাথবল্লভ সরকার, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, ময়মনসিংহ। শ্রীসশীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র নিরোগী, গানগড়া, পোঃ ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীকৃতান্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীকালীদাস রায় চৌধুরী, ৫১ জয়সমত্রেয় ষ্ট্রীট। শ্রীভুবনমোহন বসু, বি এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কয়ার। শ্রীমোহিনীমোহন ভৌমিক, ৭ রাজা লেন। শ্রীপঞ্চানন পাল এম্ এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কয়ার। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৭ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট। শ্রীচুণীলাল পাল বি এ, ৮ রাজা লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীরাধালচন্দ্র পাল, ৪০ প্রেন্সিটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীলালবহারী পাল, ঐ। শ্রীস্বধাংত-শেখর বসু, ৪৮ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন। শ্রীহিমালয়শেখর বসু, ঐ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীসুদীপকৃষ্ণ পাল, ঐ। শ্রীমতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীপ্রীতিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীরামগোপাল তরফদার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীহেমচন্দ্র সিংহ বি এম সি, ৫৫ হারিসন রোড। শ্রীবিধনাথ ঘোষ, বি এম সি, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, ঐ। শ্রীচুণীলাল সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাগ, ২৩২ বৈঠকখানা রোড। শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীমনোমোহন সিংহ বি এ, ২৫২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীস্বধাংমোহন সিংহ, বাগড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী, ২৪ হারিসন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন বল, ৫ প্রবিন্দা ষ্ট্রীট। শ্রীমতীশচন্দ্র দে, ২১ বামাপুকুর লেন। শ্রীনীরোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪১ বামাপুকুর স্কয়ার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ১১১ এক-রাধানাথ মল্লিক লেন। শ্রীক্ষিতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এম সি, ৮৬৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীশরৎকুমার চক্রবর্তী, ১ বসাকদিঘী লেন। শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ, নগদা সিমলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, নিখলা পোঃ, মৈমনসিংহ। শ্রীভজহরি

চট্টোপাধ্যায়, ১ বলাক দিবী লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লাহা, কৈজুরি পোঃ, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীশোদালাল লাহা বি এ, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র, গলগাঙা, ষাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, বি এ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। শ্রীপ্রমথনাথ লাহা, ৬৬ হারিসন রোড। শ্রীভাষচন্দ্র দোবৈ, বি এ, নলহাটি, বীরভূম। শ্রীশচন্দ্র বসু নিরোগী বি এ, শাকলিপাড়া, ষাটাইল, মৈমনসিং। প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীধ্বজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীঅমরচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ। শ্রীবিজয়রতন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপারেশনাথ গুপ্ত, ঐ। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, ঐ। শ্রীবৈষ্ণবনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীপ্রকৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীগিরিজাতুষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভবতারণ বরাট, ঐ। শ্রীহিন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসিদ্ধেশ্বরকৃষ্ণ বসু, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীধিপেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয়নাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ সেন, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহেমসুকুমার হোন চৌধুরী, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত, ঐ। শ্রীফণিভূষণ ঘোষাল, ঐ। শ্রীমৃগাক্ষেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিন্দাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীমুরারিভূষণ মল্লিক, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতিষেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায়, ঐ। শ্রীভবতারণ ঘোষ, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীরামলাল ভাট্টা, ঐ। শ্রীঅমলারঞ্জন রায়, ঐ। শ্রীকৃত্তকান্ত ঘোষ রায়, ঐ। শ্রীকালীমোহন দত্ত, ঐ। শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীসরোজগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগোবিন্দলাল সরকার, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ধর, ঐ। শ্রীসুধেন্দ্রবিক্রম মজুমদার, ঐ। শ্রীপ্রাণহরি সাহা, ঐ। শ্রীসত্যীশচন্দ্র বর্দন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গমতী কার্যালয়। শ্রীসত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ১৪ মট্‌স্‌ পেন। শ্রীহরিপদ অধিকারী, ২২ মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীহর্গাচরণ ঘোষাল, মালিপাড়া, তালিগু, হুগলী। শ্রীসত্যীশচন্দ্র শাস্ত্রী, ২৪ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রিট্‌। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯ হর চৌলের লেন। শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ। শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৬৬ বোঝাঝার ষ্ট্রিট্‌। শ্রীহর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ বি নবীন কুণ্ডুর লেন। শ্রীশ্রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবজুটী কলেজের, আলিপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তরকদার, সাহাপুর, ২৪ পঃ।

শ্রীযোগজীবন সরকার, ৩ ফুলবাগান, ইটালি। শ্রীসুরেন্দ্র কবিরত্ন, ১৬৬ বোবাজার ষ্ট্রীট।  
 শ্রীবিধুভূষণ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ সানগর রোড, কালীঘাট।  
 প্রস্তাবক—শ্রীস্বর্ধ্যাকান্ত মিশ্র, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী, সদস্য—শ্রীপতিতপাবন রায়,  
 গয়ড়া, চন্দনপুর পোঃ, খুলনা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—  
 শ্রীহেমচন্দ্র নাগ চৌধুরী, ২৫ নয়ানচাঁদ দস্তের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর  
 জিবেদী, সদস্য—শ্রীমদ্ব্যনাথ রায়, ২০ ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, ৯৩৪  
 বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীআমোদলাল মারিক, এল্ এম্ এস, মেডিক্যাল অফিসার, দক্ষিণচাতরা,  
 চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। শ্রীসীতানাথ প্রধান, এম্ এম্ সি,  
 অধ্যাপক মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, দক্ষিণচাতরা, গোবরডাঙ্গা পোঃ,  
 ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীশিশেখর বসু,  
 উকীল হাইকোর্ট, ২ গোবিন্দ বসুর লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায়  
 বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল, বাছুরিয়া, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—  
 শ্রীমদ্ব্যনাথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীঅমিতাভ বসু, ৪ গোবিন্দ মিত্র  
 লেন। শ্রীসুরমোহন বসু, ঐ। শ্রীসুরমোহন বসু, ঐ। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, ১৬ কালী-  
 দাস সিংহের লেন। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা। শ্রীরামচন্দ্র বিজ্ঞা-  
 বিনোদ, অধ্যাপক, উত্তরপাড়া কলেজ, উত্তরপাড়া। শ্রীনির্মলচন্দ্র সিদ্ধান্ত এম্ এ, অধ্যাপক,  
 কুটিশ চার্চ কলেজ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত দে, বি এম্ সি, এম্ এ,  
 বি এল্, ঐ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, জমিদার, ৬ দেবনারায়ণ বসু লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি  
 এল্, ২২ ঘোষ লেন। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুটিশ চার্চ কলেজ। শ্রীনিবারণ-  
 চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানভূষণ, এম্  
 আর এ এস্, ৬২ কাঁটাগুরু লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এম্ সি, ৩ দেবনারায়ণ দাস  
 লেন। শ্রীদাশরথি হালদার, ৫৫ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ,  
 ৩ দেবনারায়ণ দাস লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত্ত,  
 সদস্য—শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৮৮ বসুপাড়া পেন। প্রস্তাবক—শ্রীললিতারঞ্জন পণ্ডিত,  
 সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীজ্ঞানদাশ্রয় সেন গুপ্ত বি এ, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।  
 প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ, সমর্থক—স্বামী শুদ্ধানন্দ, সদস্য—এস্, রায়,  
 ৩২ আমহার্ট রো। জে, ব্যানার্জী, ১৫ রামকৃষ্ণদাস লেন। কে, এল্, নার্ম,  
 ১০ সিমলা লেন। পি, সি, রায় চৌধুরী, ১০ হরিপাল লেন। এ, টি, মিত্র, ৬১০  
 চৌধুরী লেন। এম্, রায়, ২২ বি গড়পাড় রোড। এস্, সি, বসু, ৪৯ চাউলপটী  
 রোড। কে, সি, গুপ্ত, ৩৫১১ মুকিয়া ষ্ট্রীট। আর, কে, তপস্বী, পোঃ আরিয়াদহ।  
 বি, সি, ঘোষ, ২০৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এস্, কে, ভাট্টা, ৯২ গড়পাড় রোড।  
 ডি, এন্, ভট্টাচার্য্য, ৫০ মুকিয়া ষ্ট্রীট। জে, বি, সেন গুপ্ত, ২২ বিডন রো। শ্রীদেবেন্দ্র-

নাথ ভট্ট, ৫০ শ্রুতিয়া ষ্ট্রট। শ্রীহার্যচন্দ্র দে, ৯৭ কুমারটুলী ষ্ট্রট। ইউ, সি, নাগ, ৩৭ পুলিশ হাসপাতাল রোড। এ, কে, দত্ত, ৬৭ আমহার্ট রো। ইউ, সি, চক্রবর্তী, ৪ গোপাল বসুর লেন। এ, সি, দাশগুপ্ত, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রট। পি, বিশ্বাস, ৮৬ আমহার্ট ষ্ট্রট। ডি, এন্, মুখোপাধ্যায়, ২ দর্জিপাড়া লেন। শ্রীরাধকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮ রাজা লেন। পি, এন্, দাস, ২৭ চাউলপটা রোড। এইচ, কে, দে, ৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য লেন। এন্, এন্, মুখোপাধ্যায়, ৭২ বলরাম দেব ষ্ট্রট। পি, বি, সরকার, ১২-১৩ এ বদরিন্দাস টেম্পল ষ্ট্রট। সি, এন্, দত্ত, ৭৮ মণিকতলা ষ্ট্রট। এন্, এন্, সেন, ৭ শ্রুতিয়া ষ্ট্রট। এ, সি, আহিকত, ৪ শেঠবাগান লেন, টালা। কবিরাজ শ্রীহিন্দুনাথ সেন কবিরহ, ১৪৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রট। প্রস্তাবক—শ্রীললিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ৬৫ হরিষোষ ষ্ট্রট। শ্রীযামিনীকান্ত সর্কজ বি এ, ৩৭১ হরিষোষ ষ্ট্রট। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এন্, উকাল, পুলিশ কোর্ট, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, O/o বি, সরকার এণ্ড কোং, ১৬০ বহাডার ষ্ট্রট। শ্রীআশুতোষ আচা, লোহার চিংপুর রোড। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ আচা, ১৬ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন। রায় শ্রীবিহারীলাল আচা বাহাহর, ১৭ গোবিন্দ ধরের লেন। শ্রীকীর্ত্তিদেববিহারী পাল, ৮এ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য গলি। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিষোষের ষ্ট্রট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ১ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রট। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১২০ আপার সাকুলার রোড। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩৭১ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন। শ্রীকৃষ্ণকিষ্কর রায় চৌধুরী, ৭৭১ হরিষোষ ষ্ট্রট। শ্রীবনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, হরিষোষ ষ্ট্রট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, নারিকেলবাগান। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং কোং। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ লাহা, ৯৬ আমহার্ট ষ্ট্রট। শ্রীহেমশশী ঘোষ, ট্রেণিং একাডেমী, চুঁচুড়া। শ্রীদীননাথ সেন বি এন্, উকাল, চুঁচুড়া। শ্রীগোকুলনাথ সেন বি এন্, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র পাল, দত্তের গলি, চুঁচুড়া। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম এ, বি এন্, ৭৩ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রট। শ্রীআশুতোষ দেব, ২০ গণেশ মিত্রের লেন। শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক, ১২ ড্যানহাউসী স্কয়ার। শ্রীশঙ্কুনাথ শীল, আরপুল লেন। শ্রীঅহুকুলচরণ রায়, ১ মিশন রো। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেসার্স গ্রেহাম কোং। শ্রীআশুতোষ মিত্র বি এন্, ২০এ আতাবাগান লেন। শ্রীকমলাকান্ত শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন। শ্রীশুশীলকুমার ঘোষ বি এ, ১৮ অক্সর দত্তের লেন। শ্রীনরেশভূষণ দত্ত বি এ, ৪৫ মির্জাপুর ষ্ট্রট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮ অক্সর দত্তের লেন। শ্রীমণিমোহন শীল, ৪৭১১ শ্রুতিয়া ষ্ট্রট। শ্রীললিনচন্দ্র পাল বি এন্, ঐ। শ্রীঅশোককুমার সেন এম এ, ১০ বহুনাথ সেন লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ গলানারায়ণ দত্তের লেন। শ্রীগোবিন্দমোহন শীল, ৪২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রট। শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে, ১১১ গোস্বাণাগান ষ্ট্রট। শ্রীমুক্তিচরণ সেন গুপ্ত, ১৮৫ আপার সাকুলার রোড। রায় সাহেব

শ্রীঠাকুরদাস বসু, ৭৪ করি ঘোষ ষ্ট্রট। শ্রীপভাতচন্দ্র সেন এম্‌ বি, ১৫০ গ্রে ষ্ট্রট। শ্রীহর-  
নাথ দে, বেলেঘাটা। শ্রীনরেন্দ্র দেব, ৭ মুক্তারাম বাবুর লেন। শ্রীকণিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়,  
৭৪১১ করি ঘোষ ষ্ট্রট। শ্রীরবীন্দ্রমোহন দত্ত এম্‌ এ, বি এল, ৪ বাহুড়বাগান সেকেন্ড লেন।  
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৪১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রট। শ্রীশরদিন্দুনাথ বসু, ১১ চোরবাগান সেকেন্ড  
লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রট। প্রজ্ঞাবক—শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু,  
সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগোবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এটর্নী, ১০৮১১ বেনেটোলা  
ষ্ট্রট। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ দত্ত, সলিসিটর, ৭৮১১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রট। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ,  
জমীদার, ১৪২ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রট। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, ১৩ পাঁখারীপাড়া রোড।  
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, কেরানী অফিস। শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ১২ নীলমণি মিত্রের  
ষ্ট্রট। শ্রীধরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪২১০ বীন্দ্র রো। শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, ১২১১  
নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীমহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০এ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রট। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ  
মিত্র, ২২ ঐ। শ্রীঅশ্বিনেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ বি ঐ। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ২০ সি ঐ।  
শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৪২২ বিডন রো। শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এল, ১৬এ নীলমণি মিত্রের  
ষ্ট্রট। শ্রীভবভূতি চট্টোপাধ্যায়, ৩১ ঐ। শ্রীত্ৰিযাম্পাত চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীষতীন্দ্রনাথ  
ঘোষ বি এল, ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রট। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৭১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রট।  
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হাইকোর্ট, অরজিনাল সাইড, অর্ডার ডিপার্টমেন্ট। শ্রীশুশালচন্দ্র  
নিরোগী, এম্‌ এ, বি এল, ৫ হেষ্টিংস ষ্ট্রট। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু এম্‌ এ, এটর্নী, ৭১ পাণ্ডু-  
রিয়াঘাটা ষ্ট্রট। কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব, ৭৮ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রট। শ্রীউপেন্দ্র-  
নাথ ঘোষ বি এ, ৫১ মধুরায় লেন। শ্রীঅচলনাথ মিত্র, ৬ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রট। শ্রীকানাই-  
লাল মুখোপাধ্যায়, ব্যানার্জীপাড়া রোড, বালী। শ্রীগোবিন্দ রায় চৌধুরী, জমীদার, বাকুই-  
পুর। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সোম, ১২ রসিকলাল ঘোষের লেন। শ্রীললিতারঞ্জন বসু বি এ,  
২৬ বৃন্দাবন বসুর লেন। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রায় সাহেব বাজার, ঢাকা। শ্রীজগদ্বন্ধু নাগ,  
অবসরপ্রাপ্ত ডে: ম্যাজিস্ট্রেট, পো: দিল্লিমপুর, ঐ। শ্রীশুধাঙ্গরঞ্জন ঘোষ, জি, ঘোষ কুটার,  
ঐ। শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, ভোলা, বারিশাল। শ্রীশরচন্দ্র দেব কবিরত্ন, হরিনাভি,  
সোনারপুর, ২৪ পরগণা। ডাক্তার শ্রীধরেন্দ্রনাথ সরকার, ৫৪ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রট।  
শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ, ১১০ আপার সাকুলার রোড। কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, ৭৮  
রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, ৩০ বনুপাড়া লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ  
চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীবহুবাহারী ধর, হাতিবাগান। শ্রীদাশরথি সিদ্ধান্ত, ষ্টেশন মাষ্টার,  
কলতা, ডায়মণ্ড হারবার। শ্রীরামতোষ সরকার, সাব রোজট্রার, সারার হাট, পো: সারার-  
হাট। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, ফলতা। শ্রীনারায়ণদাস চক্রবর্তী,  
পোষ্টমাষ্টার, ঐ। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫৫ হুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, ৫১২  
কাটাপুকুর লেন। শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী, জমীদার, বাকুইপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীশিবদাস

রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীমণিমোহন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীচুনীলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীনীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীহিরণলাল রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীতারাদাস রায় চৌধুরী, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ৫০ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বাকুইপুর। শ্রীবিনয়কুমার মিত্র, ৫১২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীরেবতীমোহন রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ৬ ওল্ড পোঃ আঃ ষ্ট্রীট। শ্রীজগজ্ঞ পাল বর্মা, ঐ। শ্রীধরলাল মিত্র বাচস্পতি, ৫৪ পাথুরীসোরাটা ষ্ট্রীট। শ্রীতারকনাথ দেববর্মা, ৬৪ চৌধুরীর লেন। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্মা, ১৮ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট। শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, C/o পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী, ৮৯১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, ৫ হালদার লেন। শ্রীবিমলচন্দ্র মজুমদার, জি, 'ঘোষ কুটার, ঢাকা। শ্রীনিশিকান্ত সরকার, ১৬২৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত, জমিদার, হুগাঁপুর গ্রাম, পাংশা, করিমপুর। শ্রীমন্মথনাথ সান্তাল, ২০ বহুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীবহুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরামদত্ত চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। শ্রীঅমূল্যকুমার মৈত্র। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীহরেশচন্দ্র মৈত্র। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৈত্র। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাট্টাচার্য্য। শ্রীহেমচন্দ্র রায়। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সান্তাল। শ্রীঅমূল্যমোহন সান্তাল। শ্রীশচন্দ্র রাহা। শ্রীভোলানাথ রায় এম্ এ। শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বড়ুয়া। শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী। প্রস্তাবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। শ্রীকুমুদবন্ধু দত্ত। শ্রীহরিশচন্দ্র মৈত্র। শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীপ্রমোদনাথ আচার্য্য। শ্রীনির্মলচন্দ্র গোস্বামী। শ্রীবিমলাপ্রসাদ লাহিড়ী, শ্রীসরোজপাণি চৌধুরী, শ্রীশিশিরকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীবীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীসরলকুমার দত্ত বি এ, শ্রীসরোজকান্ত দাশগুপ্ত, শ্রীকালী রায়, শ্রীপীতাম্বর চৌধুরী, শ্রীতুহনশুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধানাথ চক্রবর্তী, শ্রীধরগীশ্বর রায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীবতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চৌধুরী, শ্রীনলিনীরঞ্জন সিংহ। প্রস্তাবক—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাবুলাল সিংহ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সিংহ, খলিলুল হক, লায়লুদ্দিন, শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘটক, শ্রীনির্মলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, শ্রীবনবিহারী ঘোষ বি এ, শ্রীবেচারাম সিংহ, শ্রীপতিনাথ ঘোষ বি এন্স সি। প্রস্তাবক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, সমর্থক—শ্রীস্বর্ধাকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীননীপোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, সমর্থক—শ্রীবানীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, এন্স এম্ এন্স, শ্রীবেণী-

মাধব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক, শ্রীশুভেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীবক্তিমচন্দ্র দত্ত বি এ, শ্রীসুধেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এটলি, শ্রীবিনয়কুমার বসু বি এ, লেপ্টেনেন্ট শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, I. M. S, শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এল্, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবটক্রুঞ্চ বোষ মৌলিক বি এ, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্ সি, শ্রীরামকৃষ্ণ মিত্র বি এ। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীভূষণচন্দ্র দে, শ্রীহরচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরাধাকান্ত নাগ বি এ, শ্রীযশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার জ্ঞান, কিসুরা, পি এইচ ডি, শ্রীমধুসূদন কোল শাস্ত্রী, এম এ। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ধর বি এ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীকিত্তীশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ বোষ, সদস্য—শ্রীজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ পালিত, শ্রীজহরলাল দত্ত, শ্রীঅন্নদাচরণ মল্লিক, শ্রীজিগন্তভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীনিরূপদ মুখোপাধ্যায় বি এ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—দেওয়ান বাচাছর ক্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, কাবানন্দ, এম্ এ। শ্রীত্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীসত্যাপতি মুস্তফী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীহর্ষদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীপুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলালতমোহন মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহরিনাথ কথক-শিরোমণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সোম এম্ এ, শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীঅলকানন্দ বক্সী, শ্রীঐবাক্যবচরণ সরকার, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন বি এ, শ্রীরাধাদামোদর বক্সী, শ্রীসুবিমলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, শ্রীরজনীরঞ্জন বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, শ্রীরেবতীমোহন রায়, শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র মিত্র, এম্ এস্ সি, শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক, শ্রীতারকেশ্বরনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, শ্রীআশুতোষ বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার বোষ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বসু। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণাল-

কান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীহারিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্র, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্ট বি এ, শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমিহিরলাল রায়, শ্রীমাধনলাল রায়, শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহারিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্ট, শ্রীঅনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমুখাংক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীসমীকবীন্দ্র সান্নাল, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীকুবী-কেশ বসু, শ্রীসরলকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র, শ্রীমোহিনীমোহন কর, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীরজনীমোহন কর, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈষ্ণবনাথ-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সরকার, শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রস্তাবক—শ্রীযত্ননাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্ত—শ্রীরমাশ্রয় সিংহ, ৪৬৭ হারিসন রোড। শ্রীক্ষীরেন্দ্রকুমার বসু, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, হাভিং হোষ্টেল, কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রামপুর হাট, বীরভূম।

### উপস্থিত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীরামকমল সিংহ, ১ সংবাদ-প্রভাকর (খণ্ডিত), শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত, ২ অত্র-পুষ্প, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রবিরানা, ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াণী, ৪ সুনীতিকোরক, ৫ মালিনী, ৬ জমিদার, ৭ দশচক্র, ৮ ভক্তি-সঙ্গীত, ৯ ধর্মসময়র বা পছা (১ম ও ২য় ভাগ), ১০ কব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ, ১১ সীতারামের গীতাবলী, শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ১২ ইসলাম-ধর্ম, শ্রীদোলত আহাম্মদ, ১৩ কৃষ্ণকলি, শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৪ বরাহুল, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ১৫ বঙ্গদেশের বর্তমান কৃষি ও বাণিজ্য, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৬ অশ্রু, শ্রীস্বর্ষাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ উদ্‌ঘাপন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮ তুলির লিখন, ১৯ মণি-মঞ্জুষা, ২০ হস-স্তিক, ২১ অত্র-আবীর, ২২ রঙ্গমঞ্জী, ২৩ চাঁনের ধূপ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ২৪ ব্রহ্মাওপুরণ—উত্তর খণ্ড, ২৫ সটীক শ্রীশ্রীসংস্কাধায়, ২৬ চন্দ্রবংশোদয় কাব্য, ২৭ নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, ২৮ মাধব-মালতী নামক গ্রন্থ, ২৯ বজ্রিশ-পুস্তলিকা, হিতবোধক কবিতা-সংগ্রহ, ৩০ শ্রীসারদা-মঙ্গল, ৩১ রসমঞ্জরী, ৩২ গুপ্তলীলা, ৩৩ জগন্নাথ-মঙ্গল, ৩৪ বিবর্ত-বিলাস, ৩৫ বৃহৎ তরঙ্গার লড়াই—১ম খণ্ড, ৩৬ জানকী-বিলাপ, ৩৭ মানিনী, ৩৮ রোমিও এবং জুলি-এটের মনোহর উপাখ্যান, ৩৯ যোগোপনিষদ, ৪০ ছলভঙ্গার গ্রন্থ, ৪১ নিত্যদর্শন গীতা (বেণু-গান) ২য়—৫ম সংখ্যা, ৪২ সর্বার্থপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড (৪র্থ—১১শ সংখ্যা), শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, ৪৩ বেদ-সংহিতায় অদ্বৈতবাদ, শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৪৪ কিশোরীমোহন-গদ্যাবলী।

Librarian, Imperial Library—(1) Imperial Library Catalogue vol I, Part I. A. to L. 1917. Officer in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot. —(2) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 30th June 1917, (3) Annual Report of the



Agriculture Department, Bengal, for the year ending 30th June 1917. Director of Statistics.—(4) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1917. (5) Statistical Tables relating to Bank in India with a Map, Introductory Memorandum and Banking Directory 1917. Director General of Archaeology in India—(6) Archaeological Survey of India, Annual Report Part I. 1915-16. Registrar, Calcutta University.—(7) Calcutta University Calendar Part II. 1917. Secretary, Indian Science Association.—(8) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III. Pt. VI, 1917. ডাঃ শ্রীকুমার পাণ্ডা—(9) Soura Upasana, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর—(10) Presidential Address. The All India Temperance, 14th Session 1917, শ্রীযুক্ত নতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(11) A Sanskrit Composition and Translation. শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(12) Poems Lay and Devotional.

## ২৪শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক আধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩২৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল বসু এম্ বি—( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীমতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমূলালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীমম্বনাথ রায়, শ্রীঅনুজ্ঞাচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীহর্যাকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ এ, রায় শ্রীকুমারলাল সিংহ সরকার, শ্রীপকানন মিত্র এম্ এ, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশীকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (উত্তর পাড়া), শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এন্স সি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসদাধর গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচপলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীরাখালবসু নিয়োগী, শ্রীকিশোরচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাস, শ্রীজ্যোৎস্নাধর বসু, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীরাধকরণ গোস্বামী, জি, এন্, চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীরাধাপ্রসাদ বসু, শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীকণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিধব্রত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীস্বর্ধাকুমার পাল, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ বৌচ, শ্রীশশীন্দ্র-সেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত একখানি কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় কর্তৃক “স্মৃতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ” নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অল্পপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অগ্রতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস, আই এম্ ও মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিগত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ অল্প হ্রসিত থাকুক।

উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে সর্বসম্মতিক্রমে ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, অজ্ঞকার প্রস্তাবিত সদস্য-সংখ্যা দেড় শতের অধিক ; সমস্ত নাম পাঠ করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই জন্য তিনি সর্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সদস্যগণের প্রস্তাবকর্তা ও সমর্থনকারিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং কে কত জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তৎপরে উক্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। [ নির্বাচিত সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ]

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক সকল প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহাদের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। [ উপহারদাতা এবং উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। ]

৪-৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইতে আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইলেন এবং তৎসম্বন্ধে “স্মৃতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অগ্ররোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্মৃতি প্রাচীন গ্রাম ; উহা গ্রাম বাঙ্গালার প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যে প্রস্তরখণ্ড পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা কষ্টি-পাথর—আমি ইহা কিছু

পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বোধ হয়, প্রস্তরখানি মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কেন না, ইহাতে যে কারুকাণ্ডবিশিষ্ট জালী দেওয়া আছে, এই শ্রেণীর জালী মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থাতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তবে আর একটি কথা আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের সময়ে কষ্টি-পাথর বড় একটা সুলভ ছিল না। এই যে প্রস্তর-খণ্ড, ইহার তখনকার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না। স্মৃতি গ্রামে এত টাকা মূল্যে এক খণ্ড প্রস্তর কিনিয়া তখন কে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল, জানি না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না এবং এই প্রস্তরখানি তিনি পূর্বে হইতে দেখিয়া রাখেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং আধুনিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া স্মৃতি গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগ বাবুকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি এই প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদিগকে শুনাইলেন। তবে তিনি এই প্রস্তরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিতে পারিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

সভাপতি।

পারিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম—

প্রস্তাবক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ৩৬ পুলিশ হাস্পিটাল রোড। শ্রীকৃষ্ণবিহারী রায়, ঐ। শ্রীসুনীলানন্দ সেন, ঐ। শ্রীমধুসূদন সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ সোম, ঐ। শ্রীরাধাকান্ত সেন, ঐ। শ্রীজয়রাম পাল, ঐ। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীরাধাগলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬ বারাগসী ঘোষ ষ্ট্রীট। রায় সাহেব শরৎকুমার রাহা, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব এক্সাইজ রোভিনিউ, কলিকাতা। শ্রীহেমসুন্দর রাহা, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার অব বেঙ্গল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোঃ, কুমিল্লা। শ্রীমদধনাথ সেন, এটর্নী, ৪৪ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। কে, এল, দত্ত, ১৬ ঐ। শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব রেজিষ্ট্রার। খান বাহাদুর আমীন-উল-ইসলাম। শ্রীরমেশচন্দ্র

সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ইন্সপেক্টর, কলিকাতা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক। শ্রীমণীন্দ্র-  
কুমার মিত্র। রায় সাহেব শ্রীভার্যাপদ ঘোষ, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, আলিপুর। শ্রীকৃষ্ণনাথ  
মল্লিক, পটুয়াটোলা লেন। খান সাহেব সুলতান বক্স, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার। প্রস্তাবক  
—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীমণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল মল্লিক, এটর্নী,  
৬ ওল্ড পোস্টোফিস ষ্ট্রীট। পি, এন, মিত্র বি এ, ৯৭ শ্রামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত এটর্নী,  
৩৪ আইরীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটর, ৬৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তা-  
বক—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু বি  
এ, ৪২ ব্রীকরোড, চেন্নাই। শ্রীভূপতিমোহন দাস ৭৩ বি এ, ভবানীপুর। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ  
দত্ত, শিবহাটি, ২৪পঃ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ১৬ বলরাম  
বসু ষাট রোড। শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল, ২৮ কাঁসারিপাড়া রোড। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী,  
চাউলপটী রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীভার্যাপদ ৩৩, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্র-  
নাথ মণ্ডল, ৮৬ নীলমণি মলের ষ্ট্রীট। শ্রীরায় সন্তোষকুমার চৌধুরী, ৬৮ বীডন ষ্ট্রীট।  
প্রস্তাবক—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মিত্র, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ, ৪৮৩  
রামতল্ল বসু লেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, বাড়ীলীকাটিপাড়া, খুলনা। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু,  
শুভপাড়া, খুলনা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধুলগ্রাম, সিদ্ধিপাশা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রাণীগঞ্জ  
কাছারী, জলপাইগুড়ি। প্রস্তাবক—রায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক—শ্রীপঞ্চানন মিত্র,  
সদস্য—শ্রীসতীনাথ ঘোষ বি এ, ১ হেম করের জেন। শ্রীনলিনীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল,  
অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্তী, এম্ এ, বি এল, ঐ। শ্রীকালীপদ মিত্র  
এম্ এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র লস্কর, জমিদার, বেলেঘাটা। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এম্ সি, ১৬  
বঙ্গতল্ল মেন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন সাহা, ১২০ বেলেঘাটা মেন রোড। প্রস্তাবক—  
শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিশ্রনাথ দে, জমিদার,  
বড়শুল, বর্ধমান। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪৯৭ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীরামরঞ্জন দত্ত,  
হাজারীবাগ। শ্রীহরিদাস মজুমদার, বামনাবাদ পোঃ, মূর্শিদাবাদ। শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯  
ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। প্রস্তাবক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীমণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—  
শ্রীনগেন্দ্রনাথ যুথোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্তাল বি এল, ৭৪২  
মলজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩৭ শ্রানকোয়ার ইষ্ট। প্রস্তাবক—শ্রীমণালকান্তি  
ঘোষ, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে, জমিদার, ৪২ পাথুরিয়াবাটা ষ্ট্রীট।  
শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ দে, ঐ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেগুলা রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ  
বসু, ১১২ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস, দেওঘর। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, রোহিণী পোঃ,  
সান্তাল পঃ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু, C/o এন্স দাস কোং, দেওঘর। শ্রীরঞ্জন দত্ত, হরিমোহন  
বসুর লেন। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩ গোবিন্দ ঘোষের লেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাছর,  
অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ, দেওঘর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ই আই

আর, বর্ধমান। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫ বাহির মির্জাপুর রোড। পণ্ডিত শ্রীকৃপারাম, নন্দীবাগান রোড, হাওড়া। শ্রীবিভূতিভূষণ সাত্তাল, ৭ রামচন্দ্র মৈত্র লেন। শ্রীবাশরীলাল সরকার এম্ এ, বি এল, ২৪ রামকৃষ্ণ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীমদ্ব্যধনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাম-কমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দে, ১৪ মণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৭০ হরিষোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, সদস্য—শ্রীশান্তিপ্রিয় মল্লিক, ৮১ লোয়ার চিংপুর রোড। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল, ৩ শিবু বিশ্বাসের গলি। প্রস্তাবক—শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, সদস্য—ডাঃ অমরনাথ ঘোষ, বাঁড়পুর, মেদিনীপুর। শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, ১২৪২৩২ মণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীরঞ্জন ঘোষ, চট্টগ্রাম। শ্রীমদ্ব্যধনাথ লাহিড়ী, আলমপুর, নদীয়া। শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, চট্টগ্রাম। শ্রীনরেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪ ঘোষ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্য—শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৮১এ হরিপাল লেন। শ্রীঅধিনীকুমার সেন, ১৬১ জগন্নাথ দত্ত লেন। শ্রীললিতমোহন দাশ গুপ্ত, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীপরেশনাথ সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ৫২এ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেব গুপ্ত, ঐ। শ্রীবোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধাংশুমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, এম্ এ, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ৩৫১১ স্কিকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরোহিণীকুমার সেন, ১২ আমহাট রো। শ্রীভূপতিমোহন সেন গুপ্ত, ৭২ গড়পাড় রোড। শ্রীললিতকুমার সেন, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীজানদাপ্রসন্ন সেন, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায়, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার সেন, ঐ। শ্রীদীরেন্দ্রলাল সেন, ঐ। শ্রীচাক্রচন্দ্র মজুমদার বি এল, ফরিদপুর। শ্রীঅনন্তকুমার রায়, বি এল, ঐ। শ্রীপঙ্কজচন্দ্র ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীকিরণচন্দ্র মজুমদার বি এ, ঐশান স্কুল, ফরিদপুর। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, উকীল, দ্বারাপুর। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন বি এ, গোপালগঞ্জ স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, উকীল, ২৬১১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ২০ কামাপুকুর লেন। শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, কয়েষ্ট কলেজ, ডেরাডুন। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, সাব রেজিষ্ট্রার, পটুয়াখালী। শ্রীশশিকান্ত রায় বি এল, উকীল, জজকোট, বরিশাল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ২৬১১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীপরেশনাথ সেন, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, খুলনা। শ্রীযশীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ১১টি হরকুমার ঠাকুর কোয়ার। শ্রীকিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ঐ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা। শ্রীললিতকুমার চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীশশাকমোহন দাশ গুপ্ত, হাডিজ হোষ্টেল। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, কান্দিয়া, ফরিদপুর। শ্রীমদ্ব্যধনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশশবর মজুমদার, বি এ, বি টি, শিলং হাই স্কুল। শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বাগেরহাট। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত,

সনিটারি ইন্সপেক্টর। শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার, কেশিয়ার, কালীঘাট ট্রাং ডিপো। শ্রীহরিহর সেন গুপ্ত, পরোগ্রাম, ফুলভলা, ধুলনা। শ্রীহরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, বর্ধমান। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি এ, ৪৮১১ হারিসন রোড। শ্রীশ্রীশ্রীচন্দ্র দে, বেঞ্চ ক্লার্ক, জোড়াবাগান কোর্ট। শ্রীঅসিতারঞ্জন ঘোষ এম্ এ, বি এল, হাইকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৫০ হালদার-পাড়া রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ২১০১২১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২১ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ৮৭রজনীকান্ত বসুর বাটি, ঢাকা। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীবামাপদ সেনগুপ্ত, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন। শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেজ। শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু, ১৪ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬ কালীকৃষ্ণ লেন। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ১০ কান্দী মিড্লেয়ার স্ট্রীট লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, ৩২১ আশুতোষ দে লেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীশ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, হাটখোলা। শ্রীশশধর রায় বি এ, ঐ। কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে স্ট্রীট। শ্রীমহুতোষ সেন, ২২ কার্লাকর স্ট্রীট, বড়বাজার। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে স্ট্রীট। শ্রীবিধুমোহন বসাক, মণিকতলা স্ট্রীট। শ্রীহরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, জজকোর্ট, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৭ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। শ্রীদ্বারনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅমৃতলাল বরা চৌধুরী, ডেঃ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কাকিনারাজ, জলপাইগুড়ি। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস বি এল, হাইকোর্ট। প্রস্তাবক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীশরদিন্দু রায় বি এ, বি ই, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বীরভূম। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, আশুতোষ দে লেন। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, হেড ক্লার্ক, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্ট-মেন্ট, শি, ডব্লু, ডি, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীনগিনীন্দ্রনাথ পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদস্য—শ্রীগিরীজাশঙ্কর আচার্য্য, ডুইং মাস্টার, কুষ্টিয়া। শ্রীশ্রীশ্রীচন্দ্র জ্যোতীন্দ্রনাথ, Cl০ গিরীজাশঙ্কর আচার্য্য, ঐ। শ্রীহরীকেশ মজুমদার বি এ, হেড মাস্টার, কুষ্টিয়া হাই স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, হারিসন রোড। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী, ৭১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১ সিমলা ২য় লেন। শ্রীভারতপ্রসাদ বাগচী, বিডন স্কয়ার পোঃ। প্রস্তাবক—শ্রীমদ্যমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, সদস্য—শ্রীঅর্ণবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এন্স সি, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, ৪ কর্ণওয়ালিশ স্কয়ার। শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৯৪ বোবাজার স্ট্রীট। শ্রীহরেশচন্দ্র ঘোষ বি এন্স সি, ৫৪ বাগবাজার স্ট্রীট। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এন্স সি, ২০ সরকার বাই লেন। শ্রীউৎকলদাস চক্রবর্তী, এম্ এন্স সি, বি এল, ৫৯ সি আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, এম্ এ, বি এল, ৭

বেচুলাল রোড, ইটালী। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বি এ, ৬০।৩১ শ্রামপুস্তক ইন্সটি।  
শ্রীললিতাকান্ত চৌধুরী, শ্রীকালীকান্ত ভট্টাচার্য্য, বলরাম ঘোষ ইন্সটি। শ্রীঅন্ততোর  
বেদজ্ঞ, গোয়াবাগান ইন্সটি। শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী। প্রস্তাবক—শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত,  
সমর্থক—শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীঅমৃতলাল বসু বি এল, উকীল, বারাসত।

### উপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—কুমার শ্রীনেত্রনাথ গাঙ্গুলী—১ যুক্তিকল্পতরু, শ্রীভূতনাথ দত্ত, ২ অভাগী,  
শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৩ রমণী দর্পণ, ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার—৪ সনিদান শিশু-  
চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব।

প্রাপ্ত পুস্তক শিরোনাম—(1) The Uccanny Cat in Asiatic and European Folk-beliefs, (2) A North-Indian Disease-Transference Charm and its Panjabi and Persian Analogues. (3) On a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (4) A Note on the Rise of a new Hindu Sect in Behar. (5) A Folk tale of a new Type from North Behar and its variants, Director of Statistics in India.—(6) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November. 1917. Agricultural Adviser to the Govt. of India.—(7). Report on the Progress of Agriculture in India for 1916-17. Registrar, Dept. of Rev. and Agri. of India.—(8) Statements of the Co-operative Movement in India for 1916-17.

### অষ্টম ও নবম বার্ষিক অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩২৪, ৩১শে মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ন ৬।০টা

#### উপস্থিতি—

শ্রীসত্যীশচন্দ্র রায় এম্ এ ( সভাপতি )

শ্রীশ্রীনাথ সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি  
এইচ ডি, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দে  
বি এ, শ্রীনেত্রকুমার মজুমদার এম্ এ, শ্রীরায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরকারী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী,  
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এম্, শ্রীফণীকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র  
নিরোগী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল গোস্বামী,  
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশীশচন্দ্র হালদার, শ্রীবতীকৃষ্ণ নিরোগী, শ্রীহেম-  
চন্দ্র বোর, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীবোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যীক্সসেবক নন্দী,

শ্রীহর্যাকুমার পাল, শ্রীসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীস্বধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, বি কে ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “শব্দকোষ-সমালোচনা”। ৪। শ্লোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৫ বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—প্রবন্ধ-পাঠ—১। মোপবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু “শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা” নামক প্রবন্ধ। ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে অন্ত্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পৃষ্ঠি ৬ হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম পাঠান্তে, পুস্তকাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও উপহারদাতার নাম

উপহারদাতা—শ্রীমোহিনীমোহন বসু, ১ মেহের স্মৃতি, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক, ২ আটীয়া পরগণার ইতিহাস, শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত—৩ সূচনা, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ মালঞ্চ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫ প্রসাদী পদচ্ছায়া, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা—৬ মহাভারতে অঙ্গুলীনন্দন, শ্রীস্বধীরচন্দ্র মজুমদার—৭ প্রাথমিক প্রতিবিধান, শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ধর—৮ মহাকালী পঞ্চাঙ্গ, ১৯৭৪ সংবৎ, শ্রীগ্রামলখন মুখোপাধ্যায়—৯ কবিতারত্নাকর, ১৮৩০।

Registrar, Calcutta University—(1). Calcutta University Calendar, Part 1. 1917. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—(2) Sreegopal Basu Mullick Fellowship Lectures 1907-1908. Secretary, Indian Science Association. (3) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol III.



Pt. VII. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) New East African Plants, (5) Effect of Short Period Variations of Solar Radiation on the Earth's Atmosphere. (6) Recognition Among Insects. (7) Archaeological Investigations in New Mexico, Colorado and Utah. (8) Cambrian Geology and Paleontology IV. (9) Do. Do. Supdt. Govt. Printing, India,—(10) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December 1917. (11). Patent Office Journal 1917. Supdt. Muhammedan and British Monument, Northern Circle,—(12) Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments, Northern Circle. 1917. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(13) Administration Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. (14) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal 1916-17.

৩। প্রবন্ধপাঠ.—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তর্বিধা হওয়ার তাঁহার “শব্দকোষ-সমালোচনা” নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাবে ও অন্তরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে ইহার আলোচনার সুবিধা হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে নবম বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় (২) মোলভী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা নামক প্রবন্ধ পাঠের কথা উঠিলে প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অন্তর্পস্থিত থাকার শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য অন্তরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বে এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ববর্তী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—শব্দকোষ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন ও প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অগ্রণী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশা রাখি।

পরে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু জানাইলেন যে, এই উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মোলভী সাহেবকে তাঁহার বহু পরিশ্রমের সহিত লিখিত প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মোলভী সাহেব এই প্রবন্ধে ভাষাজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর প্রবন্ধের আলোচনাকালে “মিশ্রি” শব্দটি মিশর দেশের সম্পর্কে জানার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। মোলভী শহীদুল্লাহ সাহেব কর্তৃকও ঐ শব্দটি মিশর দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া

নিরূপণ করার যৌক্তিকতা দেখি না। “মচ্ছত্তিকা”, “মচ্ছত্তী” হইতে মিশ্র হইতে পারে এবং সেইরূপ সিদ্ধান্ত কতকটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও (গ) জানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল মহাশয়গণের বিরোধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক শোক-প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা ইহাদের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি বোধোপযুক্ত শ্রদ্ধা দান করি এবং ব্যবস্থা থাকিলে আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, ইহাদের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পরিষৎ কর্তৃক প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্ততম সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই কয়েকটি কথা বলিলেন,— স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবার পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও বহু সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার “মিশরমণি” বা “ক্লিওপেট্রা” নামক নাটকখানির কথা অনেকেই জানেন। “Tank Angling in India” নামক তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তক মেসার্স থ্যাকার স্প্রিং এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সৌধীন ইংরাজ মহলে এই পুস্তকখানি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি লর্ড লিটনের “Last Day of Pompeii” অবলম্বনে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানি তদীয় সহপাঠী বঙ্কু বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন—এরূপ শুনা যাইতেছে। প্রমথবাবু একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। প্রথমে ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব ও পরে কলিকাতা ইভনিং ক্লাবের সম্পর্কে তিনি বহু বার বহু কঠিন ভূমিকা নিপুণ ভাবে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইভনিং ক্লাবের তাত্‌কালিক স্থায়ী সভাপতি স্বর্গীয় ষ্টিজেন্সলাল রায় মহাশয় তাঁহার “চাণক্য” অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত উভয় ক্লাবেরই সম্পাদকপদে তিনি বহু দিন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রমথ বাবুই প্রথম কলিকাতার দেশী স্কুর, ছুর ও কাঁচ প্রভৃতি নিষ্পাদনের কল খান্ এণ্ড কোং নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি বিশেষ অহুরাগ দেখাইয়াছিলেন। তখনকার কালে স্কুল কলেজে বা পল্লীতে তাঁহার মত উৎসাহী ও কর্ম্মী যুবক বিরল ছিল। “ভারতবর্ষ” পত্র প্রকাশ আরোজনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী—বলিলেও অতুক্তি হয় না। অসুস্থতাবশতঃ বায়ু পরিবর্তনের জন্য সূদূর বুল্‌লেনথগে ছত্রপুর নগরে ইদানীং অবস্থান করিতেছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজার স্বেচছা দেওয়ান শীঘ্রই প্রমথবাবুর বিবিধ সদৃশ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপযাচক হইয়া মহারাজার দরবার-সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই

স্বদূর কর্মস্থলেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু সচরিত্র, উদার, অমায়িক, সরল ও আনন্দপ্রিয় লোক ছিলেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সংক্ষেপে প্রমথবাবুর নাট্যা-মুরাগের এবং নাট্য-সাহিত্যালোচনার পরিচয় দান করিয়া তাঁহার প্রতি প্রকাজলি প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক  
সভাপতি।

### চতুর্থ বিশেষ আধিবেশন

ইহে চৈত্র ১৩২৪, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৬।০ টা।

উপস্থিতি—

সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাধর, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ সার প্রোক্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী দাশগুপ্ত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীসত্যচন্দ্র মিত্র, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, শ্রীঅমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসত্যচরণ বসু, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সাত্তাল, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্মণ, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীচাক্র-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরীজশেখর বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীকালিদাস রায়চৌধুরী, ডাঃ শ্রীবারিদবরঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, ব্রজচরী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বিএল, শ্রীষতীন্দ্রমোহন রায়, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবরদাস বসু, শ্রীষতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশিবকৃষ্ণ দে, সার শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবশচন্দ্র পট্টকড়াশী, শ্রীদেবপ্রসাদ সাত্তাল, শ্রীরাধিকা-

প্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ সেন কবীজ, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীনগিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচাক্রক্স বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধক্স চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচাক্রক্স বসু, শ্রীসতীশক্স রায়, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীহরেন্দ্ৰ-ক্স লাহিড়ী শ্রীপ্রভাতক্স মুখোপাধ্যায়, শ্রীধনিমোহন মিত্র, শ্রীপ্রবোধক্স ঘোষ, শ্রীহেমন্ত-কুমার সেন, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযোগেন্দ্ৰনারায়ণ মিত্র, ডাঃ শ্রীগোপালক্স সেন, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসক্স দে, শ্রীপ্রভাসক্স মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেন্দারনাথ সেন, শ্রীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহা এমএ, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযোগেন্দ্ৰনাথ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন বাগচী, শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীভূপেন্দ্ৰকুমার বসু, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীকণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকেশ্বর রায়, শ্রীশোকহরণ দাসগুপ্ত, শ্রীকবীজকুমার বসু, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ দত্ত, রায় বিনোদবিহারী বসু, স্বামী শুকানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীহেমক্স ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশ্রামাচরণ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীশৈলেশনাথ বিশ্বী, শ্রীরজনীকান্ত বিশ্বাসিনোদ, শ্রীশৈলেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল, শ্রীঅমরনাথ খাঁ, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীস্বধাংশু-প্রসাদ সর্কাধিকারী, শ্রীনরেন্দ্ৰ দেব, শ্রীনিবারণক্স দাস ঘোষ, শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীসত্যেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, শ্রীহরেন্দ্ৰক্স ঘোষ, শ্রীপুণ্ডরীকাক্স অধিকারী, শ্রীসতীশক্স চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসন্ন সান্নাল, শ্রীশৈলেশক্স সান্নাল, শ্রীআনন্দক্স সেন, শ্রীমোজকুমার বসু, শ্রীশরক্স বসু, শ্রীচক্সমোহন চক্রবর্তী, শ্রীঅবিনাশক্স রায়, শ্রীগিরিশক্স দত্ত, শ্রীহরেন্দ্ৰক্স পাল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূপেন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রতিভা-কুমার সেন, শ্রীশিশিরকুমার রায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীধরেন্দ্ৰকৃষ্ণ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্ৰনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্ৰপ্রসাদ বসু, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, সীতানাথ ঘোষ, শ্রীহরেন্দ্ৰনাথ দাস, শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্ৰক্স ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্ৰপ্রসাদ বসু, শ্রীসত্যভূত দত্ত, শ্রীহরেন্দ্ৰক্স সেন, শ্রীসত্যপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসাতকড়ি রায়, শ্রীহরেন্দ্ৰক্স সেনগুপ্ত, শ্রীস্বলীলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্ৰনাথ চক্রবর্তী, এম্ সি চক্রবর্তী, শ্রীসর্বানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিশরণ মিত্র, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীহীরালাল রায়, শ্রীহেমক্স চৌধুরী, শ্রীহরীকেশ মুখার্জী, শ্রীধরীকেশ ঘোষ, শ্রীঅনাদিচরণ সরকার, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীঅমলাচরণ বাগচী, শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমলাকুমার দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু পোন্ধর, ইউ এন্ ঘোষ, শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্ৰকুমার দাস, শ্রীকালীচরণ রায়, শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বিশ্বাস, শ্রীকালীকান্ত কাব্যগীর্ষ, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীকৃষ্ণ-ক্স মিত্র, শ্রীগোপালক্স দত্ত গুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ আচার্য্য, শ্রীচাক্রক্স বিশ্বাস, শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্ৰনাথ সেন, শ্রীজিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্ৰনাথ চৌধুরী,

শ্রীনিকুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইচরণ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভাট্টা, শ্রীনরেন্দ্রলাল চট্টো-  
পাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ধর, শ্রীনির্মলচন্দ্র রায়, শ্রীগণপতি ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ  
চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, শ্রীপর্যাপ্ত পোদ্দার, শ্রীপরমলচন্দ্র রায়,  
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র  
রায়, শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
শ্রীবিক্র দত্ত, শ্রীবিক্রকুমার সরকার, শ্রীবিক্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীব্রতীভূষণ রায়, শ্রীবিনয়-  
ভূষণ রক্ষিত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী পাইন, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার, শ্রীবিক্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ  
লাহা, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমুরারীমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,  
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত, শ্রীরামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,  
শ্রীরতিকান্ত স্কুল, আর, এন্ দে, এন্ ঘোষ, শ্রীস্বধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,  
শ্রীরামকমল সিংহ ।

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক । শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টো-  
পাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ ।

বহুমান্যসদ সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক  
অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই । এই  
অধিবেশনে সেই অভিভাষণ পাঠের জন্ত আহূত হইয়াছিল ।

বধাসময়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন । এই মহামূল্য সারবান্  
অভিভাষণটি বধাসময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় পুস্তিকাকারে প্রণীত  
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ।

পাঠান্তে অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়  
বিশেষভাবে জগন্নাথ সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভাভঙ্গ হয় ।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি ।

## ২৪শ, দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—১৯শে চৈত্র ১৩৩৪, ১২ই এপ্রিল ১৯১৮, শুক্রবার,

অপরান্ন ৬ঃটা ।

উপস্থিতি—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ষটক ( সভাপতি )

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাপ্রব, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীস্বধাংশুকান্ত মিশ্র বি এ,  
শ্রীঅমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ, শ্রীসেখ হরিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীরাধিকা-  
প্রসাদ দত্ত, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীজনীতি-

কুমার পাল, শ্রীবেঙ্কনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীভোগানাথ কৌণ্ড, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীহেমেন্দ্র-চন্দ্র রায়, শ্রীস্বর্ধাকুমার পাল, শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণেশচন্দ্র মল্লিক ।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহঃ সম্পাদকগণ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ । ২। পুথি ও পুস্তকো-পহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৩। প্রবন্ধপাঠ—ডাক্তার আবহুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের “বর্ণমালার কথা” নামক প্রবন্ধ । ৪। শোকপ্রকাশ—দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে । ৫। বিবিধ ।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ষটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ।

১। প্রথমে সভাপতি মহাশয় গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিতে আদেশ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বিজ্ঞানেশ্বর মহাশয় গত ৮ম ও ৯ম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ করিলেন এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পুস্তক উপহারদাতৃ-গণের নাম পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ।

### উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীচাঁকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১। জয়ান্তর-দম্পতি, শ্রীশ্রামাচরণ পাল—২। যুগন্ত ছবি, ৩। দলিয়া-বিবি, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়—৪। আর্ধ্য-পোণ্ড-ক্ষত্রিয়-সমাজ, শ্রীআণ্ডোব দত্ত গুপ্ত—৫। নীত্যাষ্টক, ৬। জগৎরহস্য বা দার্শনিক মীমাংসা, (১-২ খণ্ড), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৭। গাংলা রাধামাধব (১ম খণ্ড), ৮। শ্রীকৃষ্ণভট্টান-পদ্ধতি, ৯। শ্রীশ্রীযুতের পদ (২য় ভাগ), ১০। ত্রায়প্রবন্ধ, ১১। সর্বমঙ্গলোদয়ম্, শ্রীবেঙ্কটেশনারায়ণ তিবারী—১২। আয়লওমে মাতৃভাষা (হিন্দী), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত—১৩। নাম-রহস্য, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৪। চাক-স্মৃতি, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ—১৫। শ্রীহট্টের ইতি-বৃত্ত—উত্তরাংশ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—১৬। লঘুসিদ্ধান্তকোমুদী, ১৭। শ্রীত্র্যম্বকভটি, ১৮। শ্রীত্র্যম্বকভটি, ১৯। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০। ছেলেনদের গোর, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্মা—২১। ব্রাহ্মণ্য-সম্পদ ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—22. The Pedagogy of the Hindus. 23. An Analysis of Seeley's Introduction to Political Science, 24. A Course of Modern Intellectual Culture (1st. Edition), 25. Do (2nd. Edition), 26. True

Freedom, 27. Brahmanism and the Sudras, 28. The India of Aurangzib, 29. A Review and Criticism of Dr. James Word's "Psychology", শ্রীআণ্ডতোব দত্ত গুপ্ত—30. Bhaskaracharya, Officer in charge, Bengal Sectt. Book Depot —31. Resolution Reviewing the Report on the Working of the District Boards in Bengal during the year. 1916—17, 32. Resolution Reviewing the Reports on the Working of the Municipalities in Bengal during the year 1916—17.

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার “বর্ণমালার কথা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

### প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

“বর্ণমালার কথা” গোলাম আহমদ-রচিত একখানি প্রাচীন পুথি। ১২০৩ সালে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিবাস চৌরাণী পরগণার অন্তর্গত বাকইহাটী গ্রাম। পুথিখানি কবির স্বহস্ত লিখিত। কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত শরাকৎ হোসেন সাহেবের আত্মকুল্যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথির আকার ডিমাই ৮ পেজী পুস্তকের ভায়; পত্রাঙ্ক ৩৪, দেশীয় তুলট কাগজে লিখিত। পুথিখানিতে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর ধরিত্তা ধর্ম এবং নীতি-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পাঠান্ত্রে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিলেন,—প্রথমে বখন আমি প্রবন্ধের নাম শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, ভাষাতত্ত্ব সংক্রীয় কোনও বিষয় শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহা নহে, এ একখানি পুথির বিবরণ। তবে ইহাতেও আমার উপকার হইয়াছে, অনেক বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে গফুর সাহেবকে এ ক্ষমতাবাদ প্রদান করিতেছি। পুথির মধ্যে প্রাচীন ভাষার প্রয়োগ তত নাই। পুথিখানি বাঙ্গালা হইলেও, ইহাতে আরবী ও ফারসী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী-ফারসী শব্দবহুল ভাষা লেখাই তখন প্রচলিত ছিল, এ কথা ঠিক নহে। তবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইহা ঠিক হইতে পারে। এ পুথির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই, বন্ধারা ভাষাতত্ত্বের বিচার করা যাইতে পারে। কেবল আরবী-ফারসী-শব্দবহুলতাই ইহার বিশেষত্ব। এই বইখানি ছাপা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বঙ্গভাষা বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই বই যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ধার্মিক মুসলমান। আমি ইহা ছাপা হওয়া উচিত মনে করি।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় চুঁচুড়া বার্তাবহ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক নীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে অগ্রতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু  
সভাপতি।

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রহং গ্রন্থ। সূচী—স্বথ না হংথ, সত্য, অসত্যের  
অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না  
হই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীতি-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত  
জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৭ ছই টাকা মাত্র।

### ২। কস্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—বার্ষিক ও পরার্ধ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—  
ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—বজ্র। মূল্য ১০ পঁচ সিকা মাত্র।

### ৩। চারিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—  
অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মঙ্গমূণ্ডার—উমেশচন্দ্র বট্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও  
দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৮০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা ক্রয় ও তত্ত্বিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—  
বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—  
প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১০ পঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জানের সীমানা—  
প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—  
আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৭ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের  
সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ  
কর্তৃক সকলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য  
মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১১০ বেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।





## “পুস্পল”

( ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল )

অননুক্রমণীয় কেশতৈল ।

এই তৈল তরল হীরকের তায় স্বচ্ছ ও তুষার-সুতর । ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও মিশ্রল ।  
জ্বালান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে । মস্তক ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুসমায় “পুস্পল”-র  
পরিচর । ব্যবহারে মস্তক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে । মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা ।

## “পার্ল পাউডার”

( সর্বোৎকৃষ্ট টয়লেট পাউডার )

কতিপয় নির্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট । সর্বিশেষ  
কোমল চর্মেও ইহা নিক্সিয়ে প্রয়োগ করা যায় । শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে  
পারে না । শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয় । মূল্য প্রতি প্যাক  
১০ আনা ।

## “কোল্ড ক্রিম অব্ রোজেস্”

শরৎকালের শেষে হেমন্তেব শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস-খস  
করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয় । কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর  
সে ভয় থাকে না । ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের তিত্তর প্রবেশ করে,  
উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না । মূল্য প্রতি টিউব ১০ সংত আনা ।

## “এন্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার”

ইহা ব্যবহারে দস্ত অপরিষ্কৃত ও অস্বাদু হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস  
মিষ্টকর সুগন্ধে সুরভিত হয় । দস্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । নূতন উপাধানে প্রস্তুত, নূতন  
ধরণের অস্বাদু কোটা । মূল্য প্রতি কোটা ১০ ছয় আনা ।

## “কার্বলিক্ টুথ পাউডার”

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী আত উত্তম দস্তধাবন চূর্ণ । ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের তায় ।  
মূল্য প্রতি কোটা ১০ তিন আনা ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড,  
কলিকাতা

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

\*  
“বাঙ্গালীর  
স্বথে ও দুঃখে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”



ছেলেদের  
শ্রেষ্ঠ বই  
সচিত্র  
চারু ও হারু  
ছেলেদের উপন্যাস  
দ্বিতীয় সংস্করণ  
রাজসংস্করণ—৮০



সচিত্র  
সুবসুকুল  
ছেলেমেয়েদের  
পরম স্নান্য বই  
মূল্য—১/০


—কথা-সাহিত্যে—

“—নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেঘ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

আশুতোষ  
লাইব্রেরী  
পাইনহিল, ঢাকা

বঙ্গগৌরব



**বঙ্গোপন্যাস**

ঠাকুরদাদার বুলি

—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—

রাজসংস্করণ—২; মূল্য বীণাই—১০

খোকাখুকুদের বিখ্যাত বই

**আমান বই**

—বাহার জন্ত পড়া খেলা হইয়াছে—

কচি কথার ছুধের সাগর  
মূল্য চারি আনা

—প্রকাশিত হইতেছে—

“হিতহাস-কথা”—ও—“হিতহাসের গল্প”



\* \* \* \* \*

সোল এজেন্ট ও প্রকাশক  
আশুতোষ লাইব্রেরী

\*  
“বিশ্বসাহিত্যে  
বাঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বাঙ্গালার  
সোণার বই  
ঠাকুরমার  
বুলি  
বাঙ্গালার রূপকথা  
পঞ্চম সংস্করণ  
রাজসংস্করণ পাঁচসিকা



সচিত্র  
পূজার কথা  
প্রতি গৃহের জন্ত  
অশেষ স্নান্য বই  
মূল্য—১/০

—কথা-সাহিত্যে—

“—নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেঘ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরকারে

আশুতোষ  
লাইব্রেরী  
অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আত্মমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নিৰ্ম্মিত হইতে পারিবে। তাক্ষরকে মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যপদের নিকট এবং সঙ্গদস্য বঙ্গবাদী মাজেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি বাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ  
২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

**গৌরক-বিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলায় রাক্ষা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থায়ুকুল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন আবার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৥০, সাধা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৥০/০ এবং সাধারণপক্ষে ৮০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়।

## যকুৎ, প্লাই, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's **Ague Mixture** for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's **Ague Pills** for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's **Tonic Pills** for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's **Tooth Powder** for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's **Ringworm Ointment** for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.**

No. Worli, 18 Bombay.

**TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."**

## মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি,  
কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

একবার চোখের দেখা দেখুন! দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না! কাব্য, এ কাব্যের কিবা বাজালা কোন কাব্যের এমন সর্কাসুন্দর ও বিরাট সংস্করণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুনুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, রীতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে মূল, তন্নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা, এবং তন্নিম্নে পূর্বপাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূল যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আকারে প্রকাণ্ড—৮ পেজী ডিমাই, প্রায় পৌনে সাত শত পৃষ্ঠা। কার্ণক উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কবির একখানি হাফটোন মুদ্রচ্ছবি ও কবির স্বাক্ষরিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাঁহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ac-2B-20 Ac-18 নং পত্রে কি লিখিতেছেন, শুনুন :—

To Messrs. S. C. Sanial & Co.,

26 Shampuker Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of “Meghnadbadh Kabya” edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize and for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. Gunn, Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিভাগের সমুদায় প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহারা বিভাগের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকখানি রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ্ দিয়া আদর্শগণকে উৎসাহিত করুন।

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, প্রণীত

কুমারসম্ভব

ভাব-জগতে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্য অতুলনীয়। কিন্তু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অভাবে এতকাল বাঙালী-পাঠীগণ এ কাব্যের সম্যক রসান্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ইহাতে সরল অথচ সাধু গড়ে এক-একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ দিয়া তন্নিম্নে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিশ্লেষণ-মুখী সমালোচনা “বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনুল্য” বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রবাসী-আদি মানিক পত্রে ও বঙ্গবাসী-আদি সংবাদ-পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরিক্ষাধিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে কুমারসম্ভব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কষ্টবোধ করিবেন না।

কাগজ উত্তম, ছাপা পরিষ্কার, মলাট কাপড়ে বাঁধান। মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক :—এস্. সি. সান্যাল এণ্ড কোং, ২৬নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা।

## “ফলেন পরিচীরতে” কথাটা পুরাতন—কিন্তু বহুমুখ্য।

কথাটা সকল স্থলেই শুনিতে পান। “ফলেন পরিচীরতে” একটি চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য। বস্তুতঃ শুণ দৃষ্টে বিচারই এই মহা প্রবাদ-বাক্যের কুটার্ধ। আপনি যদি বার্থ্য্য শুণজ্ঞ



হন, বাজারে প্রচলিত অত্যন্ত সুগন্ধি কেশ-  
তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও  
অন্ততঃ শুণ পরীক্ষাচ্ছলে আমাদের মহাসুগন্ধি  
“কেশরঞ্জন তৈল” একবার ব্যবহার করুন।  
আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনি  
একবার “কেশরঞ্জন” ব্যবহার করিলে অস্ত্র-  
বিধ কেশতৈলের প্রতি আপনার চিত্ত আর  
আকর্ষিত হইবে না। “ফলেন পরিচীরতে”  
এই কথাই পূর্ণ-সার্থকতা আপনি উপলব্ধি  
করিতে পারিবেন। দেশের রাজা, মহারাজা,  
রজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার,  
কলার সকলেই আমাদের “কেশরঞ্জনের”  
গ্রাহক ও নিয়মিত খরিদদার। আমাদের  
“কেশরঞ্জন” ডায়রিতে অনেক অধাচিত

প্রশংসাপত্রের অমূল্যিণি ও অমূল্য প্রদত্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে একখানি “কেশরঞ্জন-  
পঞ্জিকা” আমাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে লইয়া পাঠান্তে “কেশরঞ্জনের” অর্ডার দিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য ... ১/- এক টাকা। মাসুলাদি ... ১/০ আনা।  
তিন শিশির মূল্য ... ৩/- আড়াই টাকা। মাসুলাদি ... ৩/০ আনা।

### যন্ত্রণাটা কি একবার ভাবুন দেখি !

সমস্ত রাজি নিজ্ঞা নাই। ডাক্তারে নিজ্ঞাকারক ঔষধ দিতেছেন, তথাপি তাহাতে সুনিজ্ঞা  
না হইয়া কেবল কাক-তত্ত্ব। একটু হাঁপানির বেগ আসিলেই, খাসকুচ্ছ তা উপস্থিত হইলেই,  
সেই তত্ত্বার অবসান—আর নূতন যন্ত্রণার সূত্রপাত। কষ্টকর শ্বাসের সহজোদ্যম ফুটেছে  
না, কশিতে কশিতে দম বন্ধ হইবার সূচনা—কি এক পাষণ ভারে বেন বুক চাপিয়া  
আছে। শ্বাসবেগ সময়ে সময়ে এত প্রবল হইতেছে—যেন তাহাতেই দম বন্ধ হইয়া বাইতেছে।  
সমস্ত রাত্রিটা বালিসের উপর শরীরের ভার রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাটা হইতে হইয়াছে।  
শ্বাসরোগীর ভীষণ যাতনার যে চিত্র উপরে ধরিলাম—তাহা কি এক তিল অতিরিক্ত বলিয়া  
আপনার ধারণা হয়? যদি প্রকৃত পক্ষে নিজ চক্ষে কখনও শ্বাসরোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া থাকেন,  
তবে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া লইবেন। এই সঙ্গে আপনি জানিয়া  
রাখুন—শ্বাস বা হাঁপানি রোগের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর প্রতিকার করিতে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি  
অধীতীয়। ব্যবহারে অসংখ্য রোগী কেবল যন্ত্রণামুক্ত নহে—চিরজন্মের মত যোগসুখও  
হইয়াছেন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১১/- দেড় টাকা।  
ডাকমাসুল ও প্যাকিং ... ১/- সাত আনা।

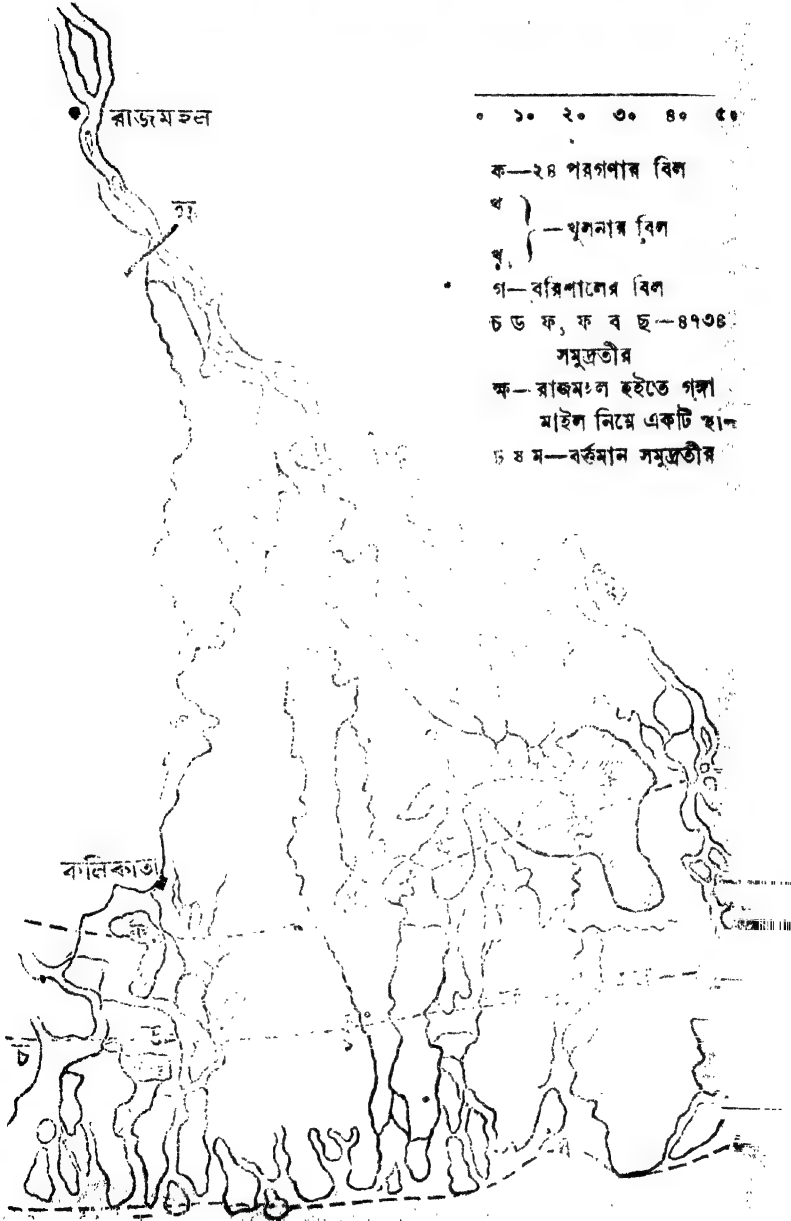
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৮১, ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# মানচিত্র

(রেনেলকৃত ১৭৭৮ খৃস্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)





## নিম্নবঙ্গের বিল\*

রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানসমূহে, “morasses” নামাঙ্কিত কতকগুলি স্থান আছে। এই morasses বা বিলগুলি বর্তমান চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় অবস্থিত। রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে অবলম্বনে অঙ্কিত ও এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন মানচিত্রে পূর্বোক্ত বিলগুলির ভিতর যেগুলি বড় বড়, ঐগুলি ক, খ, গ নামে চিহ্নিত করা আছে। উক্ত তিনটি বিল যে স্থান জুড়িয়া বর্তমান, ঐ স্থান, দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার বিল হইতে সমুদ্র-তীর ঘটটা, খুলনা ও বরিশালের বিলদ্বয় হইতে সমুদ্রতীরও প্রায় ততটা। বরিশালের বিল, খুলনার বিল অপেক্ষা লম্বে ও প্রস্থে বড়। খুলনার বিল, চব্বিশ পরগণার বিলের সম্পর্কেও তাহাই। অর্থাৎ পূর্ব-অঞ্চল হইতে পশ্চিম-অঞ্চলে আসিতে, বিলগুলি ক্রমে আয়তনে কমিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। উক্ত তিনটি বিলের আরও বিশেষত্ব এই যে, বরিশাল ও খুলনার বিলদ্বয় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেকটা সমান, কিন্তু চব্বিশ পরগণার বিল প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অনেক বেশী। বরিশাল ও খুলনার বিলের ও বিলের নিকটবর্তী স্থানসমূহের নদীগুলি অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। চব্বিশ পরগণার বিলের ও বিলের নিকটবর্তী নদী বা খালগুলি ঐরূপ বাঁক ও শাখাযুক্ত নহে।

ফাণ্ডার্ন সাহেব গঙ্গাব্রহ্মপুত্র-পলিভূমি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।<sup>১</sup> তাঁহার প্রবন্ধে তিনি পূর্বোক্ত ক, খ, গ বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বে রাজমহল বা রাজমহলের নিকটে, সমুদ্র ছিল বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ঐ প্রবন্ধের অন্ত এক স্থানে বলিয়াছেন,—ঐতিহাসিক কালে যে স্থানে বর্তমান হুন্দরবন, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। ঐ বাঁধে জোয়ার ঘুরিয়া যাইত। এই বাঁধ ও বদ্বীপের চূড়ার মধ্যবর্তী স্থানসমূহ জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমি ছিল। ফাণ্ডার্ন সাহেবের উক্তিগুলি, পূর্বোক্ত বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে খাটাইতে গেলে বলিতে হয়, উক্ত জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির ভিতর যে সকল নদী চলিত, সেই নদীর জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলিরাশির স্তাহাঘ্যে জলাভূমির বহু অংশ উচ্চ হইয়া উঠিল—যে স্থানগুলি বর্তমান কাল পর্য্যন্ত, পলি-অভাবে নিম্ন রহিয়া গেল, তাহাই বিলে পরিণত হইল। আমি এ স্থানে একটি প্রশ্ন করিব—নিম্ন-বঙ্গ জুড়িয়া ক, খ, গ যে তিনটি বিল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রতীরের সহিত প্রায় সমান্তর

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমিধান, বাঁকীপুর, দশম অধিবেশনে পৃষ্ঠিক।

১. On Recent Changes in the Delta of the Ganges by James Fergusson, April 1, 1863. Quarterly Journal of the G. S of London.



হইয়া, যে-কোনও ভাবে অবস্থিত নহে কেন? ফাণ্ডার্ম সাহেবের উক্তি অনুসারে এরূপ সামঞ্জস্য না থাকিবার কথা। সাহেবের উক্তি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন,— ৪০০০ বা ৫০০০ বৎসর পূর্বে রাজমহলে বা রাজমহলের নিকট সমুদ্র বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ইহা ঠিক কি না, দেখা যাউক। “বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” শীর্ষক গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি, প্রায় ৪৭০০ বৎসর পূর্বে খাড়িতে গঙ্গার মোহানা ছিল।<sup>১</sup> কলিকাতা হইতে খাড়ি প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে।<sup>২</sup> খাড়ি হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ৩৪ মাইল। তাহা হইলে  $৪৭০০ \div ৩৪ = ১৪০$  (প্রায়) বৎসরে ১ মাইল করিয়া স্থান গড়িয়া খাড়ি হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।<sup>৩</sup> রাজমহল হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২৪৬ মাইল। তাহা হইলে— $২৪৬ \times ১৪০ = ৩৪৫০০$  (প্রায়) বৎসর পূর্বে রাজমহলে সমুদ্র-তীর ছিল। মোটামুটি ৩৪০০০ হাজার বৎসর পূর্বে রাজমহল সমুদ্র-উপকূলে ছিল। সাহেবের নির্ণীত কাল ইহার সহিত মিলে না। সাহেব বলিয়াছেন, বর্তমান সুন্দরবন যে স্থানে, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। সুন্দর-বন পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। তাহা হইলে তাঁহার কালনিক বালিবন্ধও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুন্দর-বনের দক্ষিণের দ্বীপগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইল কেন? তাঁহার কালনিক বালিবন্ধ যদি জলস্রোতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বীপগুলিও ঐরূপে হওয়া উচিত, হইলে ঐ ভাবেই বিস্তৃত হইবে। ইহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার এ অনুমানও ঠিক নহে। অর্থাৎ বালিবন্ধ কখন ছিল না। তাহাতে জোয়ারও ঘুরিয়া যাইত না। এখন দেখা যাউক, সাহেবের জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অবশিষ্ট নিম্নভূমি যে রূপ ভাবে পূর্বে বলিয়াছি, ঐরূপ ভাবে বিলে পরিণত হইয়াছে কি না? এই জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা ক্রমে বলিব।

“বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” শীর্ষক গ্রন্থে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের পূর্বে একপুত্র রাজসাহীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এই মিলিত জলরাশি দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ দিকদ্বয়ের ভিতর বহু মুখে বা পথে পরিণত হইয়া, সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহী ত্যাগ করিয়া পূর্ব-অঞ্চলে অবস্থিত বর্তমান পথ লইল ও গঙ্গা পদ্মা-পথে প্রবাহিত হইল। পূর্বের দক্ষিণ প্রবাহ

১। “বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা”;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্তমান, বিজ্ঞান-শাখা—১২৫ পৃঃ।

২। ঐ, পৃঃ ১১৮।

৩। এই গ্রন্থের গণিত-সম্বন্ধ-গুলি মূল ধরিতে হইবে। ভূতত্ত্বের এইরূপ বিষয়ে দৃষ্ট গণনা হয় না।

৪। “বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা”;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্তমান, বিজ্ঞান-শাখা, পৃঃ ১০২।

শুক হইল। ভগীরথ ঐ পথে পুনর্বার গঙ্গার কতক পরিমাণ জল চালিত করিলেন। ঐ জন্তই এই প্রবাহ এখন হইতে ভাগীরথী হইল। এই সকল বিষয় উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি, রাজসাহী হইতে, দক্ষিণ ও পূর্বদক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর যে বহু মুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভিতর অসুমান হয়, তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখ বা মোহানা বা খাড়ি ক্রমে ক, খ, গ বিলে পরিণত হইয়াছে। ভূমিকম্পের পর গঙ্গার অধিক পরিমাণ জল পদ্মাপথে চালিত হওয়ায় ও ব্রহ্মপুত্র পূর্ব-অঞ্চলে হঠিয়া যাওয়ায়, নিম্নবঙ্গের ভিতর দিয়া বহু নদী-পথে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি বাহা প্রবাহিত হইত, তাহা কমিয়া আসিল। নদীগুলির স্রোত কমিয়া গেল। এই অল্পতর স্রোতের জল হইতে পলি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হইয়া—নদীগুলির উপর দিক্‌ বা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশগুলিকে মজাইয়া আনিল। উক্ত তিনটি বিস্তৃত মোহানার প্রায় পলিশূন্য নদী-জল পৌঁছিতে লাগিল। আবার পূর্ব-স্থান ত্যাগের পর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল, বাহা দক্ষিণ-সমুদ্রে আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার কিছু-অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্রে হইতে নদীপথে বদ্বীপের ভিতর উঠিতে লাগিল। এই জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলি নদীগুলিকে ক্ষীণ ও অগভীর করিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-জল নদী-পথে প্রায় পলিশূন্য হইয়া পূর্বোক্ত ক, খ, গ তিনটি পূর্ব-মোহানা বা খাড়িতে পৌঁছিল। এইরূপে পূর্বোক্ত তিনটি মোহানা বা খাড়ির উপর ও নিম্নদিক্‌ উচ্চ হইয়া উঠিল ও খাড়িভ্রয় অল্প পরিমাণ পলি পাওয়াতে ততটা উচ্চ না হইয়া বিলে পরিণত হইল। এইরূপে নিম্ন-বঙ্গের বহু বিল উৎপন্ন হইয়াছে। তবে সমস্তগুলিই নদীর খাড়ি ছিল না। অনেকগুলি দুইটি কিম্বা ততোধিক নদীর সঙ্গম-স্থল ছিল। কলিকাতার পূর্ব ও পূর্বদক্ষিণের লবণ-হ্রদ নামে খ্যাত বিলগুলি এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে লবণ-হ্রদের উপরিভাগ গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। গঙ্গা উল্বেড়িয়ার পথে চালিত করিবার পর, এই গঙ্গা হইতে লবণ-হ্রদের দিকে জলস্রোত কমিয়া গেল ও সহজে পলি পড়িয়া লবণ-হ্রদের উপর দিক্‌ মজিয়া আসিল। লবণ-হ্রদের উৎপত্তির বিষয় “বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।<sup>১</sup>

এখন ক, খ, গ বিলত্রয়ের ভ্রম্যতন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চব্বিশপরগণার বিল (ক) কেন বিস্তৃতিতে কম ও লম্বে অনেক বেশী, দেখা যাউক। পূর্বোক্ত ৫৩৫০ বৎসর পূর্বের ভূমিকম্পের আগে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশির একটি প্রবল স্রোত ঠিক দক্ষিণে, বর্তমান কলিকাতা হইয়া প্রায় খাড়ি নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই পথে জলও বেশী চলিত, স্রোতও বেশী ছিল। এই কারণে নদী-গর্ভও গভীর ছিল। এই জন্ত স্রোত-রাশির ভিতর বিস্তৃত দীপাবলি উত্তর-দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইয়াছিল ও কাছাকাছি গঠিত হইত

১। বঙ্গের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিষয়ব, বর্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—পৃ: ১৩৩—১৩৪।

ও এই কারণেই আবার উপরের বা উত্তর দিক হইতে যে জল আসিতেছে, তাহার চাপে জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-নদীর ভিতর বেশী চলিত হইত ও তীরভূমিতে জল উঠিত। এইরূপে ক্ষুদ্র শাখানদী পলি-বিক্ষেপের দ্বারা অগভীর করিয়া তুলিত ও তীরভূমি প্লাবনের জলের পলি পাইয়া উচ্চ হইয়া উঠিত। উক্ত দ্বীপগুলি উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইত ও বিস্তারে অত্যন্ত কম থাকিত বলিয়া মোহানা বা খাড়ি ততটা প্রস্থে বড় হয় নাই। এই কারণে খাড়ি হইতে যে বিল হইল, তাহাও লম্বে বেশী হইল; কিন্তু প্রস্থে অত্যন্ত কম হইল। আর এই কারণেই বিলের ভিতরের নদী বাকশূন্য হইল। মোহানার নিকটবর্তী ক্ষুদ্র নদীগুলি ও তীরভূমি কিরূপে উচ্চ হইত, বলিয়াছি। 'ঐ কারণেই বিলের নিকটবর্তী স্থানে বেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত নদী নাই। অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা শীঘ্র মজিয়া গিয়াছে। এই বিলের নিকটস্থ স্থানসমূহ কেন বেশী উচ্চ, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্লাবনের জল হইতে পলি সংগ্রহ করিয়া উচ্চ হইয়াছে। খ ও গ বিলদ্বয় যে মোহানা হইতে হইয়াছে, ঐ দুইটি মোহানা দিয়া জল অনেক বেশী চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। এই কারণে নদীগর্ভ তত গভীর ছিল না। খ হইতে গ-তে বেশী জল চলিত, কিন্তু স্রোত কম ছিল। স্রোত অল্প ছিল বলিয়া দুইটিরই স্রোতের ভিতর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ প্রায় অগাধ হইত ও দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত থাকিত। উপর হইতে জলের চাপ কম ছিল, এই জন্য মোহানার সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে জল খুব বেশী প্রবেশ করিয়া তীরভূমি বহু দূর পর্যন্ত প্লাবিত করিতে পারিত না ও জলপ্লাবন হইলে ইহা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইত না। এই জন্যই অর্থাৎ যে কারণে দ্বীপগুলি অগাধ হইত, ঐ কারণে খ ও গ বিলদ্বয় প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান ও আরতনে চব্বিশ পরগণার বিল অপেক্ষা বড়। আর কম চাপে জল প্রবেশ করিত বলিয়া বিলের নদীগুলি বহু বাকযুক্ত। মোহানার সহিত যুক্ত শাখানদীগুলিতে কম চাপে জল প্রবেশ করে, এই নিমিত্ত এগুলিও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা-যুক্ত ও বিবৃতিতে বড় ও ইহাদের তীরভূমি বেশী উচ্চ নহে। কারণ, প্লাবন কম হয় ও কম-ক্ষণস্থায়ী হয় বলিয়া তীরভূমিও উচ্চ নহে। "গ"তে "খ" অপেক্ষা স্রোত কম ও জল বেশী ছিল বলিয়া "গ"র আরতন "খ" অপেক্ষা বড়। ঐ কারণে "গ"র নিকটবর্তী নদীগুলি বেশী বাকপূর্ণ—তীরভূমি "খ"র তীরভূমি অপেক্ষা নিম্ন।

পূর্বে বলিয়াছি, কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে, খাড়ি নামক স্থানে ৪৭০০ বৎসর পূর্বে সমুদ্র-তীর ছিল। এখন দেখা যাউক, ঐ সময় চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার সমুদ্রতীর কোন্ কোন্ স্থানে ছিল। আমরা দেখিয়াছি, খাড়ি নামক স্থান হইতে সমুদ্রতীর প্রায় ১৪০ বৎসরে ১ মাইল হিসাবে গড়িয়াছে। রাজমহল হইতে গঙ্গা নদীর উপর ৩৩ মাইল নিম্নে একটি স্থান "ক" চিহ্নিত করা গেল। মোটামুটি এই স্থান হইতে ভাগীরথী উপর হইয়াছে। "ক" হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২১৫ মাইল। "ক"র কাল তাহা হইলে প্রায়  $২১৫ \times ১৪০ = ৩০১০০$  বৎসর অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০ বৎসর পূর্বে "ক" সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল। এখন—

(i) “ক” হইতে	“ক”র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৫৬ মাইল
(ii) “ক” হইতে	“খ”র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৫৩ মাইল
(iii) “ক” হইতে	“গ”র	মধ্যস্থান	প্রায়	১৬০ মাইল

তাহার পর “ক” হইতে “খ”র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২২৩ মাইল। আবার “ক” হইতে “গ”র মধ্যস্থান হইয়া সমুদ্র-তীর প্রায় ২৪৪ মাইল। তাহা হইলে “খ” রেখায় বা ক খ ব রেখায়  $৩০০০০ \div ২২৩ = ১৩৫$  বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্রতীর গড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। আবার “গ” রেখায় বা ক গ ব রেখায়  $৩০০০০ \div ২৪৪ = ১২৩.৬$  বৎসরে ১ মাইল হিসাবে সমুদ্র-তীর গড়িয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, “ক” হইতে কলিকাতা ও খাড়ি হইয়া বর্তমান সমুদ্রতীর ৩০০০০ বৎসরে গড়িয়াছে। খাড়ি হইতে বর্তমান সমুদ্রতীর ৪৭০০ বৎসরে গঠিত হইয়াছে। তাহা হইলে “ক” হইতে খাড়ি পর্য্যন্ত  $৩০০০০ - ৪৭০০ = ২৫৩০০$  বৎসরে গড়িয়াছে। এখন  $২৫৩০০ \div ১৩৫ = ১৮৮$  মাইল। অর্থাৎ “ক” হইতে “খ”র মধ্যস্থান “খ” হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে “ড” বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর “ক”তে পড়িবে। কারণ, “ক” “ফ” = ১৮৮ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। সেইরূপ  $২৫৩০০ \div ১২৩ = ২০৬$  মাইল। অর্থাৎ “ক” হইতে “গ”র মধ্যস্থান “গ” হইয়া যে রেখা অঙ্কিত করা যায়, উহাতে “ড” বা খাড়ির সমসাময়িক সমুদ্রতীর “ব”তে পড়িবে। কারণ, “ক” “ব” = ২০৬ মাইল চিহ্নিত করা হইয়াছে। এখন ড, ফ, ব রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিলে, আমরা নিম্নবঙ্গের ৪৭০০ বৎসর পূর্বের সমুদ্রতীর মোটামুটি পাইব। এই সমুদ্রতীর বর্তমান সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ খাড়ি বা “ড” হইতে সমুদ্রতীর যতটা, “ফ” ও “ব” হইতে সমুদ্রতীর ততটা। এখন আমরা “ক”, “খ”, “গ” বিলত্রয়ের মধ্যস্থান, “ক”, “খ”, “গ”র কালনির্ণয় করিব। “ক” হইতে “ক” পর্য্যন্ত প্রায় ১৫৬ মাইল, “ক” হইতে “ক”র দিক ১৪০ বৎসরে ১ মাইল গড়িয়াছে, তাহা হইলে  $১৫৬ \times ১৪০ = ২১৮০০$  বৎসর। এখন  $৩০০০০ - ২১৮০০ = ৮২০০$  বৎসর পূর্বের সমুদ্রতীর “ক”তে ছিল। ঐরূপে “খ”তে  $৩০০০০ - (১৫৩ \times ১৩৫) = ৩০০০০ - ২০৬৫৫ = ৯৩৪৫$  বৎসর পূর্বের ও “গ”তে  $৩০০০০ - (১৬০ \times ১২৩) = ৩০০০০ - ১৯৬৮০ = ১০৩২০$  বৎসর পূর্বের সমুদ্রতীর ছিল।

নিম্নবঙ্গের সমস্ত বিল, বিশেষতঃ “ক”, “খ”, “গ” বিলত্রয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উৎপত্তির কারণ প্রায় একপ্রকার। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভূমিকম্পে মাটি বসিয়া গিয়া বিল উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বোক্ত ভৌগোলিক ও ভৌতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য রাখিয়া মাটি কিরূপে বসিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়। মাটি বসিয়া বিল উৎপন্ন হইলে এতটা এই বর্তমান সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইত না। বিশেষতঃ “ক”, “খ” ও “গ”র স্থান বসিলে—ইহাদের নিকট-বর্তী কোনও স্থান উন্নত হইত। কারণ “ক”, “খ” ও “গ” অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। যদি নিম্নে ফাট বা fault থাকে ও সেই ফাটে ফাটে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বিলগুলির, বিশেষতঃ “ক”, “খ” ও “গ”র সীমান্ত-রেখা এরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া বক্র হইত না। কোথাও-

না-কোথাও রেখা সরল হইত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নিম্নের দিকে বালিআড়ি গঠিত হইয়া গভীর দহ ও মোহানাগুলিকে ক্রমে বিলে পরিণত করিয়াছে। সুন্দর-বনের দীপের ভিতর এক স্থানে দেখিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র দহের নিম্নে বালিআড়ি গঠিত হইয়া দহটি ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হইতে পারে। আমি চব্বিশ পরগণার “ক”-চিহ্নিত বিলের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি দেখি নাই। অতীতের কোনও বালিআড়িরও নিদর্শন নাই। কলিকাতার লবণ-হ্রদের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি নাই। নিম্নবঙ্গে বহু বিল আছে। এতগুলি বিল, বিশেষতঃ “ক”, “খ”, “গ” যদি নিম্নে বালিআড়ি পড়িয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নবঙ্গে ছুই একটি বড় বড় বালিআড়ি এখনও দৃষ্ট হইত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

**মন্তব্য—**উক্ত প্রবন্ধের বৎসর-সংখ্যা গণনার গুণফল ও ভাগফল মোটা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ভূতত্ত্বের বৎসর হিসাবে সূক্ষ্ম গণনা অনাবশ্যক। সুন্দরবনের—এমন কি, দক্ষিণ-বঙ্গের—জমি subsidence দ্বারা বসিয়া গিয়াছে। লেখক মহাশয় বৎসর গণনাকালে এই subsidence-এর আনুমানিক হিসাব দেন নাই কেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

## বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য\*

[ ২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশিতের পর পঠিতব্য ]

১। “আমতা-আমতা ... যা, জাঁ জাঁ—হাঁ-হাঁ, তা-তা বোল, অনিশ্চিত বাক্য। আঃ করা।” ‘আমতা-আমতা’ শব্দের কোষস্থত এই অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অসঙ্গত মিথ্যা বাক্য বলিলে, পাঁচ জনের সাম্মুখে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে যদি তাহার সেই মিথ্যা কথা ধরাইয়া দেওয়া যায়, সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহা যদি পাঁচ জনের সাম্মুখে সপ্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহার যদি কিছু বলিবার না থাকে, তবে মিথ্যাবাদী তখন তা-তা-তা-রূপে যে অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করে, তাহাকেই “আমতা-আমতা” বলা হয়। সুতরাং এই ‘আমতা’ শব্দের অর্থ ‘স্বীকার’ করা এবং প্রাকৃত স্বীকার-বাচক অব্যয় “আম” শব্দের উত্তর বাঙ্গালা ‘তা’ প্রত্যয়-যোগে শব্দটি উৎপন্ন।

২। “কয়েত” শব্দ সৎ কপিথ শব্দজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রা° ‘কইথ’ বা ‘কইথ’ শব্দ হইতে আগত। কোষকার স্বীকার করিয়াছেন যে, “কপিথ—কইথ—কয়থ,” কেবল ‘কইথ’ যে প্রাকৃত রূপ, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। ‘কইথ’ হইতে ‘কয়থ’ নয়; কইথ—কএথ—কয়েথ।

৩। √‘কর’। ইহা প্রা° হইতে আগত; সৎ √ কৃ হইতে নহে। প্রা° কর ধাতুর অনেক রূপের সহিত প্রাচীন তথা আধুনিক বাঙ্গালার অবিকল মিল আছে। যথা—প্রা° বা° করসি, প্রা° করসি। অমুজ্জায় বা°—কর, প্রা° কর। প্রা° করএ, প্রা° বা° করএ, ইহা হইতে আধুনিক করে। প্রা° করহ, প্রা° বা° করহ। প্রা° করিঅ, বা° করিআ, করিয়া প্রভৃতি। আরও অনেক দেখান যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে।

৪। √“কহ”। প্রা° √কহ, ইহা হইতে বা° √ক। ইহা সংস্কৃত হইতে আসে নাই।

৫। “কাগ” শব্দ প্রাকৃত। সৎ কাক, বক প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য কএর উচ্চারণ প্রাকৃতে ‘গ’ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই বাঙ্গালার আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম এবং অন্যান্য আধুনিক সংস্কৃত কোষে ‘কাগ’ শব্দকেও সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৬। “কাছ, কাছা”। প্রা° ‘কচ্ছ’ শব্দজ। সৎ ‘কক্’ বা ‘কক্কা’ শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর। অভিধানচিন্তারিণি প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত কোষে “কচ্ছ” ও “কচ্ছা” শব্দ সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রাকৃত। প্রথমতঃ সৎ ‘কক্’ শব্দ প্রাকৃতে আসিয়া ‘কচ্ছ’ হইয়াছে, পরে ‘কচ্ছ’ই আবার সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে চলিয়া গিয়াছে।

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৮ম দাসিক অধিবেশনে পঠিত।

৭। “কাজ”। প্রা° ‘কজ্জ’ শব্দ হইতে আগত, ‘কার্ধ’ হইতে নহে। কজ্জ—কাজ, কার্ধ—কার্য।

৮। “কাঠ” প্রা° ‘কট্ঠ’ হইতে, স° ‘কাঠ’ হইতে নহে।

৯। পূর্ববঙ্গে ‘কাড়িকাঠ’ অর্থে ‘কাঠগড়া’ শব্দ প্রচলিত আছে। কোবে শব্দটির এই অর্থ দেখিলাম না।

১০। “কাঠ-খড়ী”। ইহার ব্যুৎপত্তি স° ‘কক্খটী’ শব্দ হইতে করিবার কোন আবশ্যক নাই—‘খটী’ শব্দের প্রা° রূপ ‘খড়ী’, যে খড়ী কাঠের মত শক্ত, তাহাই কাঠ-খড়ী। ‘কক্খটী’ শব্দের অর্থমাত্র ‘খড়ী’।

১১। “কাণা”। চক্ষুহীন অর্থে ‘কাণা’ শব্দ প্রাকৃত হইতে আছে। সুতরাং এটি প্রাকৃত হইতে গৃহীত, স° ‘কাণ’ শব্দ হইতে নহে।

১২। “কপড়”। প্রা° ‘কপ্পড়’ শব্দ হইতে। স° কপট—পণ্ডিতদের তৈরী শব্দ কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। কেন না, ‘কপ্পড়’ শব্দ দেশী প্রাকৃত বলিয়া কোন কোন প্রাকৃত বইএ লেখা আছে।

১৩। “কাহন” প্রা° ‘কাহাবণ’ শব্দ হইতে আগত, স° ‘কার্ষাপণ’ হইতে নহে। কোষ-কার কার্ষাপণ হইতে কাহন শব্দ আনিতে যাইয়া ‘প’ লোপ করিয়াছেন এবং ‘ব’ স্থানে ‘হ’ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত রূপে দেখা যায়, ‘প’ স্থানে ‘ব’ হইয়া পূর্বের আকারের সহিত ‘ব’এর লোপ হইয়াছে।—অবশ্য ইহা সাহিত্যের বাঙ্গালায়। পূর্ববঙ্গের কথা ভাষায় ‘কাহোন’ ও ‘কাওন’ শোনা যায়। সুতরাং সেখানে ‘ব’এর লোপ হয় নাই; ‘ব’ স্থানে ‘উ’ এবং ‘উ’ স্থানে ‘ও’ হইয়াছে।

১৪। “কি”। প্রাকৃত হইতে যখন অবিকল “কি” পাওয়া যাইতেছে, তখন সংস্কৃত হইতে স্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। যথা—“কুল্লউ গীব কি ভম্মউ ভম্মর।”—প্রা°পি°।

১৫। √“কিন”। কোষকার স° √ক্রী হইতে √কিন আনিয়াছেন। ক্রী ধাতু হইতে ‘ন’ পাওয়া যায় না, অথচ বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহে ‘ন’ দেখা যায়। তাই তিনি এই ভাবে ‘ন’ আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—“ক্রী—কৌরী—কিনি।” ইহাতেও সন্দেহ না হইয়া তিনি বলেন,—“হয়ত স° ক্রীণাতি, পদ-সাদৃশ্যে কিন ধাতু।” কিন্তু প্রাকৃত ‘কিণ’ ধাতু রহিয়াছে, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

১৬। “কীড়া”। প্রা° “কীড়” শব্দ বাঙ্গালায় ‘কীড়া’ রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহা স° কীট শব্দজ নহে।

১৭। “কুকুড়া”। প্রা° ‘কুকুড়’ শব্দ হইতে জাত, স° ‘কুকুট’ হইতে নহে। পূর্ববঙ্গে দ্বিতীয় কএর বলবৃদ্ধিতে উচ্চারণ—‘কুখ্‌ড়া’।

১৮। “কুচ্ছা, কুচ্ছিত” গ্রাম্য বা স° ‘কুৎসিত’ শব্দজ নহে। ইহা শিষ্ট প্রাকৃত শব্দ। তবে আধুনিক বাঙ্গালায় প্রায় গ্রাম্য হইয়া পড়িতেছে বটে।

১৯। “কুজ” স° ‘কুজ’ হইতে হয় নাই। প্রাচীন পদের “কুবজ” স° ‘কুজ’ হইতে উৎপন্ন। ‘কুজ’ প্রা° ‘কুজ্জ’ শব্দের পরিণতি।

২০। “কুম্ভার”। প্রা° “কুম্ভার” বা “কুম্ভআর” হইতে। স° ‘কুভ্ভকার’ হইতে নহে। হিন্দী ‘কুম্ভার’।

২১। “কে”। স° ‘কিম্’ শব্দের ‘কঃ’ বা ‘কা’ রূপ হইতে বা° ‘কে’ কি করিয়া আসে, তাহা বুঝিলাম না। প্রাকৃত তে ‘কঃ’ অর্থে “কে” প্রয়োগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—মৃ° ক°।

২২। “কেন”। প্রশ্নার্থক ‘কেন’ প্রা° ‘কিণে’ হইতে আগত, স° ‘কিম্’ শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের ‘কেন’ পদ হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—প্রা° প্র°, ৯ পৃ°, ৯ হ°।

২৩। √“কাড়”। কোষকার হিংসা ও বিক্লেপার্গক স° √ক হইতে বা° √কাড়, কাড় ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। স° √কর্ষ, প্রা° √কড্‌ঢ। স° কর্ষিষা, প্রা° কড্‌ঢিঅ। ইহা হইতে বাঙ্গালায় অনায়াসে √কাড় ও কাড় আসিতে পারে।

২৪। “কোদাল”। প্রা° ‘কোদাল’ শব্দ হইতে আসা সহজ।° অপভ্রংশ প্রাকৃত “কোদাল” শব্দও পাওয়া যায়।

২৫। “কোথা” স° ‘কুথ’ হইতে আসে নাই, প্রা° ‘কথ’ হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালার ‘কথা’। “কথাতে শুনিছ তুচ্ছ এ সব কাহিনী। কহিবা সকল কথা শুনহ হরিণী॥”—মৃ° লু°, ৪৭ পৃঃ। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে আজকালও ‘কথা’ উচ্চারণ আছে।

২৬। “কোয়লা” স° কোকিল শব্দজ নহে, প্রা° “কোইল” শব্দ হইতে। কৃষ্ণকীর্তনে কুয়িলী, ৩° কোইলী।

২৭। √“কড়কা”। প্রা° “কক্‌থড়” (স° কক্‌শ) হইতে। কক্‌থড়—কড়+ক, কড়কা। স° ‘কটুকথা’ হইতে নহে। কড়া মেজাজ, কড়া তামাক প্রভৃতি বিশেষণ-পদের ‘কড়া’ শব্দও উক্ত ‘কক্‌থড়’ শব্দ হইতে আগত।

২৮। “কোড়ি, কড়ি”। প্রা° কবড্‌ড হইতে, স° কপর্দ বা কপর্দক হইতে নহে।

২৯। “খই” দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। ইহার স° “খদিকা” নাম আধুনিক এবং তৈরী। ত্রিকাণ্ডশেষ এবং শব্দকল্পদ্রুম—এই দুইখানি আধুনিক স° কোষ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না।

৩০। “খড়” দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। আধুনিক স° কোষে সংস্কৃত বলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। √খস। মোচনার্থক √খস প্রাকৃত রহিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। স° √খল হইতে ইহা জাত নহে। “খসিঅলেহীমগ্গে।”—গা° স° শ°।

৩২। স° √খাদ হইতে বাঙ্গালায় √খা আসে নাই। প্রা° √খা বাঙ্গালায় আসিয়াছে। প্রা° খা খাতুর অনেক রূপের সহিত বাঙ্গালার মিল আছে। খা—প্রা° খাই, খাউ, খামু। বা° খাই, খাউক, খামু প্রভৃতি।



৩৩। পরিধা-বাচক “খাই” শব্দ বাঙ্গালার প্রা° হইতে আগত, স° ‘খাত’ বা ‘খাতিকা’ হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—দে না° মা°।

৩৪। “খাম” প্রা° “খম্ভ” শব্দ হইতে উৎপন্ন। স° ‘স্তম্ভ’ শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর।

৩৫। “খিড়কি”। প্রা° “খড়কী” হইতে আগত। স° সাহিত্য বা কোষে “খড়কী” শব্দের প্রবেশ প্রাকৃত হইতে। শব্দটির মৌলিক অর্থ লঘুদ্বার, “বাড়ীর পশ্চাভাগ” ইহার গৌণ অর্থ।

৩৬। √ “খুজ্জ”। দেশী প্রাকৃত বা অনার্য শব্দ “খোজ্জ” হইতে। মৌলিক অর্থ ‘পথচিহ্ন’, আজকাল ‘অমুসন্ধান’ অর্থে প্রচলিত। বিলোড়নার্থক স° √ খজ হইতে ইহার উৎপত্তি করনা করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। আর এক কথা, কোষকার ইহাকে গ্রাম্য বলিলেন কেন? শিক্ষিত মহলে বা আজকালকার সাহিত্যেও ত ইহার ব্যবহার আছে।

৩৭। প্রাকৃতে খননার্থক √ খুড় রহিয়াছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালার ‘খুড়’ ধাতু আসিয়াছে। ইহা স° √ খুও হইতে জাত নহে।

৩৮। “খুদ” শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—“তগুলচূর্ণ বা গুঁড়া” এবং তদনুসারে স° “কোদ” শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি করান করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র “তগুল-কণা” অর্থে “খুদ” শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারে স° ক্ষুদ্র, প্রা° খুদ শব্দ হইতে ইহা জাত। কলিকাতা অঞ্চলেও “খুদ” শব্দের অর্থ “তগুল-কণা”। চাউল ঝাড়িলে যে গুঁড়া বাতির হয়, তাহার নাম “কুঁড়া” এবং চাউলের যে ছোট ছোট অংশ বা ‘কণা’, তাহার নাম “খুদ”। কোষকার ধর্ম্মজল হইতে ( কেহ দিত খুদ কুঁড়া কেহ শাক লাউ ) খুদ শব্দের যে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন, তাহার অর্থও “চাউলের গুঁড়া” নহে,—চাউলের কণা।

৩৯। “খেংরা” শব্দ স° “খিঞ্জির” শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে। শব্দটি অর্ধাটীন সংস্কৃত। কোষে ইহার যে সকল অর্থ ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে “খেংরা” অর্থ পাওয়া গেল না। কোন্ কোষ আছে “খেংরা” অর্থে “খিঞ্জির” শব্দ যার মহাশয় পাঠিয়াছেন, জানাইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইতে পারে।

৪০। “খোড়ল” প্রা° “কোড়র” হইতে আগত। অপভ্রংশ প্রা° “খোড়র”। পূর্ববঙ্গে খোড়ল।

৪১। “খোঁড়া, খোড়া”। দেশী প্রা° “খোড়” হইতে আসিয়াছে। “খোড়” শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪২। “গইরা, গহিরা, গহেরা” প্রভৃতি শব্দ প্রা° “গহির” শব্দ হইতে আগত।, স° গভীর হইতে নহে।

৪৩। “গড়” শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—“পরিধা” এবং গড় শব্দটি সংস্কৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে “পরিধা” অর্থে ‘গড়’ শব্দের প্রয়োগ

পাওয়া যায় না।—সব জায়গায়ই ‘হুর্গ’ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘গড়’ শব্দ সংস্কৃতও নহে, দেশী প্রা° “গড়” হইতে আগত। বথা—“গড়ে হুর্গম্।”—দে° না° মা°। “গড়েতি দেশ্যে হুর্গে।”—কু° চ। প্রাচীন সাহিত্যে ‘হুর্গ’ অর্থে ‘গড়’ ও ‘গড়’—হুইএরই ব্যবহার আছে। বথা—“হুমেক্স আক্ষাক গড়ে।”—কু° কী°। “তাহাতে নিশ্চাণ কৈল কনক লক্ষাপুরী। গড় পরিখা তার লজ্জিতে না পারি।”—কু° রা°। “গড়ের বাহিরে কার কটকের রোল।”—ঐ। “গড়ের প্রাচীর জত, পাষণ আর মরকত, নানা বৃক্ষ দেখে স্থানে স্থানে।”—হংসদূত। সংস্কৃত সাহিত্যে বা কোষে ‘গড়’ শব্দের প্রবেশ নিতান্ত আধুনিক এবং প্রাকৃত হইতে। প্রাচীন প্রামাণ্য স° কোষে পরিখাবাচক ‘গড়’ শব্দ পাওয়া যায় না। নিতান্ত আধুনিক শব্দরত্নাবলীতে ‘পরিখা’ অর্থে ‘গড়’ শব্দ গুঁত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলীকার মথুরেশ আড়াই শ বছর পূর্বে জীবিত ছিলেন। হুর্গের সহিত পরিখার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত লোকেরা ভ্রমবশতঃ ‘পরিখা’ বা ‘খাত’ অর্থে ‘গড়’ শব্দ ব্যবহার করে এবং আজকাল ভদ্রলোকের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় এই ভুল প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, এইরূপ কোন স্থানের লোক-ব্যবহার দেখিয়াই শব্দ-রত্নাবলীকার মথুরেশ বিজ্ঞানলঙ্কার উহাকে সংস্কৃত বলিয়া কোষে তুলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে শব্দরত্নাবলী হইতেই পরিখাবাচক ‘গড়’ শব্দ তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয়ও বোধ হয়, শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই উহাকে সংস্কৃত বলিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক একমাত্র শব্দরত্নাবলীর খাতিরে প্রাচীন বাঙ্গালার সমস্ত প্রয়োগ, দেশীনামমালা ও কুমারপাল-চরিতের মত গ্রন্থকে উপেক্ষা করা ঠিক নহে। “গড়-খাই” সহচর শব্দ নহে। গড়—হুর্গ, খাই—পরিখা।

৪৪। √ “গা”। প্রা° √ “গাঅ” হইতে আগত। স° √ গৈ হইতে নহে।

৪৫। আম-বাচক ‘গাঁ’ শব্দ প্রা° “গাম” হইতে উৎপন্ন।

৪৬। স° “গবী” হইতে ‘গাই’ শব্দ আনিয়া কোষকার নিজেই সন্দেহ হন নাই। অথচ প্রা° “গাঈ” শব্দই যে বাঙ্গালার আসিয়াছে, ইহাও তিনি স্বীকার করেন নাই।  
উৎব্য—প্রা° স°।

৪৭। “গছ” প্রা° “গচ্ছ” শব্দ হইতে আগত। ‘গচ্ছ’ স° শব্দ নহে,—প্রাকৃত; পরবর্তী কালে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪৮। √ “গাজ” প্রা° √ “গজ্জ” হইতে উৎপন্ন। স° √ গজ্জ হইতে আসা অস্বাভাবিক।  
গজ্জ—গাজ; গজ্জ—গরজ। ‘গাজন’ শব্দ সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য।

৪৯। “গাঁঠি, গাঁঠ” প্রা° “গণ্ঠী” শব্দজ। স° “গ্রন্থি” হইতে নহে।

৫০। ভক্ষণার্থক স° √ গৃ হইতে বাঙ্গালী √ “গাড়” করনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। গর্ত শব্দের প্রা° রূপ “গড়ড”; ইহা হইতেই বাঙ্গালী √ গাড় আসিয়াছে।  
√ গাড়া, গাড়া শব্দ—উত্তরই গড়ড হইতে।

৫১। “গাত” প্রা° “গত্ত” শব্দজ, স° ‘গর্তিকা’ হইতে আগত নহে।

৫২। “গাহক...বা” ( স° গায়ক, গাথক )। গায়ক। জী° গাহকী, গাহকিনী ( চণ্ডী: পত্তে )।\* এ অর্থ ঠিক হয় নাই। চণ্ডীদাসের যে পদে ‘গাহক, গাহকী বা গাহকিনী’ শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা “গায়ক” অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, “গ্রাহক” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

দোকান দোকান

মেগিলা তখন

দেখিয়া গাহকীগণ।

কহয়ে পশারী

• বহু দ্রব্য আছে

যে চাহে নিতে যে ধন॥\*

৫৩। “গিমা” শাণ। স° গ্রীষ্ম শব্দের প্রা° রূপ “গিম্হ”। “গিম্হ” হইতেই “গিমা” শব্দ উদ্ভূত। ‘গ্রীষ্মসুন্দরক’ ইহার তৈরী স° নাম।

৫৪। “গো” সম্বোধনে। ইহা দেশী প্রা° হইতে আগত। স° ‘অঙ্গ’ হইতে নহে।

৫৫। “গোছা, গোছ” প্রা° “গোচ্ছ” বা “গোছ” হইতে আসিয়াছে।

৫৬। “গোটা...ণ ( স° একটা হইতে। একটা—এগটা—গটা )। সংস্কৃত ‘কোষ বা সাহিত্যে বিজ্ঞানিধি মহাশয় “একটা” শব্দ কোথায় পাইয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব।

৫৭। “গোঠ” প্রা° “গোট্ট” শব্দ হইতে আগত, স° ‘গোষ্ঠ’ হইতে নহে।

৫৮। “গোড়” শব্দটিকে সংস্কৃত হইতে আনিতে যাইয়া কোষকার “ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা” ও “গোহির” প্রভৃতি শব্দ তুলিয়াছেন। তাহাতেও সন্দেহ না হইয়া স° কুপর ( কুপার ? ) শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে “পা” অর্থে “গোড়” শব্দ রহিয়াছে, তাহা তিনি তোলেন নাই। যথা,—“অহং তে মুণ্ডে গোড়ং দইসং।”—যু° ক°।

৫৯। “গোবর”। দেশী প্রা° “গোবর” হইতে বাঙ্গালায় আগত, স° ‘গোবিট’ হইতে নহে। ‘গোবর’ শব্দের মৌলিক অর্থ—গুঁড় গোময়, করীষ। বাঙ্গালায় অর্থাভ্রম হইয়াছে।

৬০। “গোয়াল, গয়লা”। প্রা° “গোঅলা” হইতে আসিয়াছে, স° ‘গোপালক’ হইতে নহে।

৬১। “গোরা, গোৱী”। প্রা° গোৱা, গোৱ, গোৱি। এই প্রা° রূপই প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালায় বর্তমান। স° ‘গৌর’ শব্দকে ইহার মূল বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৬২। “গোক, গরু”। ইহা স° “গোঃ” হইতে জাত নহে। প্রা° “গোণ” শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রথমবার একবচনে “গোগু” হয়। এই “গোগু” হইতেই “গোক” ও “গরু” হইয়াছে।

৬৩। “ঘড়া” প্রা° “ঘড়” শব্দ হইতে; স° ঘট হইতে নহে। ‘ঘড়ী’—প্রা°।

৬৪। “ঘরীণী, ঘরীণী” প্রা० “ঘরীণী” হইতে আগত, স० ‘গৃহিণী’ হইতে নহে।

৬৫।  $\sqrt{\text{“বস”}}$ , প্রা०  $\sqrt{\text{বস}}$  হইতে; স०  $\sqrt{\text{ঘৃষ}}$  অনুকরণে আজকাল ‘ব’ হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায়  $\sqrt{\text{বস}}$  পাওয়া যায়।

৬৬। “বা” প্রা० “বাস” হইতে; স० ‘বাত’ ইহার মূল নহে। প্রাচীন বাঙ্গালায় অবিকল “বাস” শব্দই পাওয়া যায়। যথা,—“দেখি বুকে বাস দিল রাহী।”—কৃ० কী०।

৬৭। “বাঘরা, বাগরা” প্রা० ‘বগ্‌ঘর’ হইতে। শব্দটি দেশী প্রাকৃত।

৬৮। “বাম” প্রা० “বম্ম” শব্দ হইতে আগত। স० ‘বম্ম’ হইতে ‘বরম’ হওয়াই যুক্তিসম্মত।

৬৯। “বি” প্রা० ‘বিঅ’ হইতে উৎপন্ন, স० ‘বৃত্ত’ হইতে নহে।

৭০। “ঘোল” শব্দটি সংস্কৃত নহে—প্রাকৃত; পরবর্তী কালে প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কোষকার ‘ঘোলা’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—“ঘোল তুল্য আবিল। জল ঘোলা করা...কাদা উঠাইয়া ঘোলের মতন করা।” ইহা ঠিক নহে। প্রা०  $\sqrt{\text{ঘোল}}$  অর্থ ‘ঘূর্ণন’। ঘুরাইলে বা আলোড়ন করিলে কাদা উঠিয়া যে জল ময়লা হয়, তাহাকেই “ঘোলা জল” বলে। উহার অর্থ “ঘোল তুল্য আবিল” নহে। জল ঘোলান—অর্থ জল ঘুরাণ। নদীতে ঘোলা পড়া—অর্থ ঘূর্ণাবর্ত পড়া। “ঘোলাই”—অর্থ “ঘোলের তুল্য আবিল করি” নহে, ঘোলাই—ঘূর্ণিত করি। এই ‘ঘোল’ হইতেই বা० গোল বা  $\sqrt{\text{গুল}}$  আসিয়াছে। মাথা গুলিয়ে গেছে—অর্থ মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। চরকা ঘুরাইয়া ঘোল করিতে হয়, তাই ঘোলের নাম ‘ঘোল’।

বঙ্গভাষার বাবতীর শব্দই সংস্কৃত-ভব, কোষকার তাঁহার কোষে এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকোষ সমালোচনার উত্তরেও তিনি বলিয়াছেন যে, “অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা দেশজ শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে তাঁহাদের দেশজ শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত।”\* এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে, “সংস্কৃত” শব্দ তিনি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন? আধুনিক সংস্কৃত কোষে হাত-নাগাত যত শব্দ সংস্কৃত বলিয়া স্থান পাইয়াছে, তাহা সমস্তই যদি তিনি সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। অনেকেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষারও অসংখ্য বহু বৈদেশিক ভাষার শব্দ স্থান পাইয়াছে। বৈদিক সময়ের অনার্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার পরে অনেক বিদেশীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের আদাম-প্রদান হইয়াছে। অবশ্য এই আদান-প্রদানের মধ্যে সংস্কৃত বাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে গড়িয়া-পিটিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দকে কেবল “সংস্কৃত” বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইহার মূলও দেখাইতে হইবে। এত অতি দূরের কথা।

\* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৬৮ পৃঃ, ২৬ পং।

সে দিনকার অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে যে সব শব্দ সংস্কৃত গিয়াছে, বাহার সংস্কৃত রূপে এখনও প্রাকৃত বা দেশভাষার গন্ধ ভন্ন-ভন্ন করিতেছে, তাহাকে ধরা তত শক্ত নহে। শব্দকোষ পড়িয়া বুঝিলাম, এই শ্রেণীর শব্দকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা সম্যকভাবে হয় নাই। অর্ধাচীন সংস্কৃত কোষে তিনি যে সব শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই সংস্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যদিও ইহার অধিকাংশ শব্দ যে খাঁটি সংস্কৃত নহে, অথ কোন ভাষা হইতে আগত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ যে সংস্কৃত-ভব, এই শ্রেণীর হালি সংস্কৃত শব্দ দিয়াই রায় মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক সংস্কৃত 'কোষগুলির হজম শক্তির কথা এই জায়গায় একটু বলা আবশ্যক। অনেকেই জানেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে হইতে রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্যন্ত এ দেশে অনেকগুলি সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছিল। এই সকল অভিধানে অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দেরই সংস্কৃত প্রতিক্রম পাওয়া বাইবে। যেমন—বাঙ্গালা খোস পাঁচড়ার স° 'খস', বা° খাগড়া, স° খগুগড়, বা° খই, স° খদিকা, বা° গড়, স° গড়, ইত্যাদি। অবশিষ্ট যাহা বাকী ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। তাহার সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমে হিন্দী 'খানাপিনা' শব্দকেও তিনি সংস্কৃত করিয়া 'খানপান' করিতে ছাড়েন নাই।\* এই শ্রেণীর কোষ দেখিয়া বাঙ্গালার যাবতীয় শব্দকে সংস্কৃত-ভব বলিলে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া তাহার মূল্য অধিক হয় বলিয়া মনে করা যায় না। আরবী, পারসী শব্দ বাঙ্গালার অনেক আছে এবং তন্মধ্যে অনেক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই সব শব্দকে কেবল বাঙ্গালা বলিয়াই যেমন বিদ্যানিধি মহাশয় ক্রান্ত হন নাই, তাহার মূল আরবী, পারসী শব্দ দেখাইয়াছেন, তেমন সংস্কৃত শব্দের—অন্ততঃ অর্ধাচীন সংস্কৃত শব্দগুলিরও মূল দেখাইবার চেষ্টা করিলে ভাষাতত্ত্বের উপকার হইত। আশা করি, পরিশিষ্টে কোষকার এ সব কথা বিবেচনা করিবেন।

সময় ও সুবিধা হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

### শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

\* খানপান ( ক্রী ) কঠিনজবজ্যবোর্পলাধঃকরণং । খানাপিনা ইতি হিন্দী ভাষা । বখা । সম্ভাবেন হি তুয্যতি বেবাঃ নঃসুখব্যাঃ বিজাঃ । ইত্যঃ খানপানেন বাক্প্রদানেন পদ্ধিতাঃ । "

## কামাখ্যা মন্দির\*

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে কামাখ্যা মন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিহাসের কোন অতীত কালে, এই কামাখ্যা-পীঠকে এক মহা তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যে দিন হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে এইখানে একটি মন্দির নিশ্চিত ছিল, সেইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মন্দিরের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করে, সেই জন্ত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির সব বৌদ্ধ প্রভাবের পরে হইয়াছে। এই মত কত দূর সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। পীঠ-সৃষ্টির পৌরাণিক বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। দক্ষযজ্ঞের পরে সতী-দেহকে ভগবান্ বিষ্ণু কুরুপে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণ করেন, তাহা কালিকাপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও বিশদভাবে বিবৃত আছে ; কিন্তু এই সতীদেহের পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজ গোপথ-ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে, কামাখ্যা-পীঠ একটি অতি প্রাচীন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি বৈষ্ণব পুরাতন, কিংবদন্তী বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার মন্দিরও সেইরূপ প্রাচীন ছিল। এই ক্ষেত্রের উপর প্রথম মন্দির নরকাসুর নির্মাণ করান। নরকাসুর ত্রেতা যুগের লোক ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনিকে উপাসনার জন্ত কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া দেন নাই বলিয়াই এই দেশ বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত হয় এবং তার পরেই বশিষ্ঠদেব, বিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে উপাসনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষিও ভগবান্ রামচন্দ্রের কালের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোক ছিলেন। সেই জন্তই বলি, জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিতে হইলে কামাখ্যার প্রথম মন্দির নরকাসুর কর্তৃক ত্রেতা যুগেই নির্মিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে নরকাসুর কোনও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন কি না, তাহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। তবে ব্রহ্মান্ চোয়াং যখন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাকালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন গোহাটী নগরের চতুঃপ্রান্তে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে বলিয়া যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর যে কামাখ্যামন্দির বর্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক এই নগরের চতুঃপার্শ্বে যে সব ছোট-বড় পাহাড় আছে, তাহাদের সকলের শিখরদেশেই মন্দির বা মন্দিরের ভগ্নাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদের অনেকেই হয় ত জানেন যে, অল্প দিন হইল, কামরূপ অহুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার প্রদেয় বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় কথাচল এবং শরণীয়া পর্বতের শিখরে কোন অতীত কালের দুই দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। এইরূপে ছোট-বড় সব পাহাড়ের মন্তকদেশে

মন্দির থাকিলে, সেই সময় নীলাচলের মত সুরমা এক উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে, কামাখ্যা-পীঠের মত চির প্রসিদ্ধ এক পীঠের উপর যে কোনও মন্দির ছিল না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সেই জন্ত অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে যে কামাখ্যা-মন্দির বর্তমান ছিল, তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ কোচ-বিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। তিনি তাঁহার ভাই গুরুধ্বজকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির-নিৰ্মাণ-কার্য শেষ করেন। সেই জন্ত ইহা বলা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতাব্দীতে যে মন্দির বর্তমান ছিল, সেই মন্দির ভগ্ন হওয়াতেই কোচরাজ নরনারায়ণ এই মন্দির নির্মাণের সুযোগ পাইলেন। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় এবং জনশ্রুতিও তাহা প্রতিপন্ন করে যে, কালাপাহাড় একবার এই মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় বঙ্গদেশের নবাব-সুলেমান কারাগির সেনানায়ক ছিলেন। সুলেমান কারাগি ১৫৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অঃ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। মুসলমান-ইতিহাস রিয়াজসউস সালাতিন অনুসারে সুলেমান কারাগি ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কোচ-বিহার আক্রমণ করেন। তাহা হইলে ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পূর্বে কালাপাহাড় কিরূপে এই মন্দির ভাঙিতে পারে, তাহার নীমাংসা করা যায় না। আগেকার কামাখ্যা-মন্দির যে এক সময় ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছিন্ন স্তূপসমূহ খোদিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহই ঘোষণা করিতেছে এবং কোচ-রাজার মন্দির পুনর্নিৰ্মাণও সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতেছে। তাহা হইলে পূর্বকার মন্দির কিরূপে ভূতলশায়ী হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। কিন্তু খুব সম্ভব কালাপাহাড় ইহার জন্ত দোষী নয়। এই দেশের অনেক মন্দির যে ভূমিকম্প কর্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং পূর্বতন কামাখ্যা-মন্দিরও সম্ভবতঃ ভূমিকম্পেই নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, বর্তমান মন্দির যে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক নিৰ্মিত হইয়াছে, প্রস্তরফলকই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, “তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে” অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে বা ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার প্রিয় সহোদর গুরুধ্বজ ( যিনি আসাম ব্রজীতে “চিলায়া” নামে প্রসিদ্ধ ) দ্বারা এই মন্দির নির্মাণ করান। এই শিলালিপি বর্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের গারে সুরক্ষিত আছে। এই শিলালিপি মন্দিরের ভিতর অন্ধকারে অবস্থিত বলিয়া তাহার প্রতিলিপি উদ্ধার করা অতীব দুষ্কর ব্যাপার। আমি আপনাদের অবগতির জন্ত তাহার এক প্রতিলিপি এই স্থলে প্রদর্শন করিলাম। এই লিপি হইতে সাক্ষ্য তিন শত বৎসর পূর্বে অসমীয়া ভাষার অক্ষরমালায় আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিলালিপির পাঠ এই,—

লোকানুগ্রহকারকঃ কঙ্কণা পার্ণো ধনুর্বিজয়া

দানেনাপি দ্বীচি-কর্ণ-সদৃশো দ্ব্যধারাত্তোনিধিঃ ।

নানাশাস্ত্র-বিচার-চারু-চরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ  
 কামাখ্যাচরণার্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ ॥  
 প্রাসাদমদ্রিহিতুশরণারবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদমুজো বরনীলশৈলে ।  
 শ্রীগুরুদেব ইমমুল্লসিতোপলেন শাকে তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে ॥  
 তশ্চৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুষা বীরেন্দ্রমোলিঙ্গলী-  
 মাণিক্য ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং ।  
 প্রাসাদং মুনিগাববেদশশভূৎ শাকে শিলারাজিভিঃ  
 দেবীভক্তিমতাধরো রচিতবান্ শ্রীগুরুপূর্কধ্বজঃ ॥

অর্থাৎ যিনি করুণা-বিতরণে লোক-বান্ধব হৃদ্যের সদৃশ, ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের সদৃশ, দানে দধীচি এবং কর্ণের সদৃশ, মর্যাদায় সাগর সদৃশ, নানাশাস্ত্রালোচনায় যাহার চরিত্র সুন্দর হইয়াছে, যাহার উজ্জ্বল রূপ কন্দর্প সদৃশ, সেই কামাখ্যার চরণ-সেবক শ্রীমল্লদেব নৃপতি জয়যুক্ত হউন । তাঁহার অমুখ শ্রীগুরুদেব, ১৪৮৭ শকাবে, মনোরম নীলাচলে, উল্লসিত প্রস্তরের দ্বারা, গিরিজার চরণারবিন্দে ভক্তিবশতঃ এই মন্দির নির্মাণ করাইলেন । তাঁহারই প্রিয় সোদর, বিপুল বশঃশালী, বীরেন্দ্রগণের মুকুট-মণি এবং যাচকদিগের কল্পবৃক্ষ, দেবীভক্তগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুধ্বজ নীলাচলে ১৪৮৭ শকাবে, শিলারাজি দ্বারা এই সুন্দর মন্দির রচনা করিলেন ।

এখন এই মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে অসমীয়া সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি । মহারাজ নরনারায়ণ যখন তাঁহার প্রিয় সহোদর গুরুধ্বজের সাহায্যে আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন নরনারায়ণ এবং চিলারাই দুই জনেই কামাখ্যা দর্শন করিতে গেলেন,—

এহি বুলি আলোচিয়া রাজা মহামতি ।

গোসানীর থানে ছয়ো চলিল সম্প্রতি ॥

নীল পর্বতর মধ্যে মহারম্য স্থান ।

ভগ্ন মঠচিহ্ন দেখিলন্ত বিজ্ঞমান ॥—( ৪২২ দরঙ্গরাজবংশাবলী, ৯৭ পৃঃ )

কিন্তু তখন মঠ নির্মাণ করা হইল না । তাঁহারা গোড়দেশে আশ্রমণ করিতে সসৈন্তে যাত্রা করিলেন । গোড়েশ্বরের-সহিত নরনারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চিলারায় গোড়েশ্বরের কাছে পরাজিত হইয়া বন্দী হন । তখন কারাগারে গুরুধ্বজ কায়মনোবাক্যে কামাখ্যার চরণে আশ্র-নিবেদন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার যদি তিনি দেশে ফিরিয়া বাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি কামাখ্যার মঠ-সংস্কার করাইবেন । মঠ সংস্কার না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাঁহার অতীব আত্মগ্লানির কারণ হইয়া উঠিল । তিনি মনে করিলেন,—

তযু মঠ না বান্ধিলো অবজ্ঞা করিলো ।

এতেক শত্রুর হাতে বন্দীত পরিলো ॥—( ৫১১, দ° ব°, পৃ° ১০০ )



এই সময়ে গোড়েখরের মাতা সর্প-দংশন-জনিত অতি সঙ্কটাবস্থায় ছিলেন। নানা ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহার কোনও উপকার হইল না। তখন মা কামাখ্যার নাম করিয়া চিলারাই মন্ত্রে ঝাড়িয়া গোড়েখরের মাতাকে বাঁচাইলেন। সেই জন্ত চিলারাইকে মুক্ত করিয়া গোড়েখর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং তখন অবধি গোড়েখরের সঙ্গে কোচরাজাদের বহু কাল পর্য্যন্ত সদ্ভাব স্থাপিত ছিল।

চিলারায় বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেঘামুকুহ্ম নামক জনৈক বিচক্ষণ কারিগরকে আনাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

শিলাকূট স্থতার বারই শিল্পকার।

চুনেরী সোণারী আরু কনার-কুমার ॥—(৫৩৭ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃঃ ১০৪)

অসংখ্য পদাতীগণ করি একঠাই।

বোলে নীলাচলে মঠ সজায়োক ঘাই ॥—( ৫৩৮ ঐ )

মেঘামুকুহ্ম গিয়া প্রথমে সমস্ত মন্দির পূর্ব্বকার মত পাথর দিয়া রচনা করিবার মানস করিলেন এবং পাথর দিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না,—

প্রথমে শিলার মঠ নির্মাণ করিলা।

এক রাত্রি থাকি সিতো খসিয়া পড়িলা ॥—( ৫৩৯ ঐ )

পুনরপি সেই মঠ নির্মাণ করন্ত।

রজনী অন্তরে গুহু খসিয়া পরন্ত ॥—( ৫৪০ ঐ )

মেঘামুকুহ্ম মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া তদগতচিত্তে দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আয়োজনে পূজা আরম্ভ করিলেন। মহামায়া মেঘামুকুহ্মকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—

দেবী বোলে পূর্ব্বের মঠ যবনে ভাঙ্গিলা।

আরু কলিযুগ আসি আপুনি মিলিলা ॥

এতেকে শিলার মঠ হুহিকন্ত ভাল।

কুমারে পাগোক ইটা বান্ধি অধিশাল ॥—( ৫৪২ ঐ )

সেই ইটা আনি তঞি ঘৃতত ভাজিবি।

করাল পাগিয়া মঠ নির্মাণ করিবি ॥

এহি বুলি মহেশ্বরী ভৈলা অন্তর্ধান।

চেতন লভিয়া মেঘা ভৈলা দিব্য জ্ঞান ॥—( ৫৪৩ ঐ )

এই স্বপ্নাদেশের পর মেঘামুকুহ্ম পাথরের মন্দির নির্মাণ করার আশা পরিত্যাগ করিয়া, ইট দিয়াই মন্দির নির্মাণ করাইলেন। কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেকখানি ইট ঘূতে ভাজা হইয়াছিল।

কুমার আনিয়া ইটা সাজাইবাক দিলা ।

পাগিয়া ইটাক আনি স্বতত ভাজিলা ॥

করাল পাগিয়া পুতু ভৈলা সাবধান ।

মৃগয় মঠ তবে করিলা নির্ধাণ ॥—( ৫৪৪ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ° ১০৬ )

ছয় মাস মানে মঠ যেবে বান্ধা ভৈল্য ।

তেবে নৃপতিক ঠাই দূতক পঠাইল ॥—( ৫৪৫ ঐ )

জমপ্রতি আছে যে, কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেক ইট ১ রতি করিয়া সূর্যণ দিয়া নির্মিত হইয়াছিল। মন্দির নির্মিত হইয়াছে শুনিয়া ছই ভাই পরম আক্লাদিত হইলেন এবং ছই ভাই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত যাত্রা করিলেন।

বিধিমতে মঠক প্রতিষ্ঠা করাইলন্ত ।

যতেক দক্ষিণা দিলা নাহি আদি অন্ত ॥—( ৫৪৬ ঐ, পৃ° ১০৬ )

মহিম ছাগল হংস মৎস্ত পারাবত ।

হরিণ কচ্ছপ বলি উপহার যত ॥

পূজা করাইলন্ত চতুষষ্টি উপচারে ।

সপ্ত দিন আছে ছই ভাই নিরাহারে ॥—( ৫৪৭ ঐ )

তিন লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি ।

সাত কুড়ি পাইক দিলা কহি তাম্র ফলি ॥

সূর্যণ রজত তাম্র কাংস্ত পাত্রচয় ।

অখণ্ড প্রদীপ উচর্গিলা মনোময় ॥—( ৫৪৮ ঐ )

দিনে দিনে পঠে হোম পূজা করিবন্ত ।

প্রতিদিনে পাঞ্চ পূরা চাউল লগাইবন্ত ॥

তিল জুয়ি গ্রাম্য শস্ত সমে উচর্গিলা ।

তাল বস্ত্র শয্যা ঘণ্টা বাজ সব দিলা ॥—( ৫৪৯ ঐ )

দণ্ড ছত্র সিংহাসন শ্বেত যে চামর ।

উচর্গা করিলা নারায়ণ নৃপবর ॥

ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ নট ভাট তাঁতী মালী ।

কুমার কহার বারৈ ধোবা সাগেই তেলী ॥—( ৫৫০ ঐ )

লোনারী কুসার হীরা কৈবর্ত চমার ।

মুচি আর হাড়ী আদি দিলা নিরন্তর ॥

সাদোপাঙ্গে ধুন দিলা পঁচিশ হাজার ।

\* \* \* \* \* ॥—( ৫৫১ ঐ )

কামাখ্যার প্রকৃত মন্দির ছাড়া তাহাতে সংলগ্ন আর ছইটা নাট-মন্দির নির্মিত হইয়া-

ছিল,—একটার নাম পঞ্চরত্ন, আর বড় হলের মত যেটি, তাহাকে নবরত্ন বলিত। পঞ্চরত্নের ভিতরেই এই শিলালিপি দেয়ালের গায়ে বসান আছে এবং পঞ্চরত্নের ভিতর, মহারাজ নর-নারায়ণ, গুরুধ্বজ এবং মেঘায়ুকহুমের প্রস্তর-মূর্তিও খোদিত আছে। সমস্ত মন্দিরটি চারি দিকে ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের গাথুনি কিরূপ দৃঢ়, তাহা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্প স্মরণ করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। সেই ভূমিকম্পে অনেক স্থানের মন্দির ভূপতিত হইলেও ৮কামাখ্যা-মন্দিরের কোনও হানি হয় নাই। আশা করি, এই মন্দির চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া কোচ-রাজদিগের কীর্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী

**মন্তব্য**—গেইট সাহেব তাঁহার আশামের ইতিহাস ( E. A. Gait—*A History of Assam*, Calcutta, 1906 ) গ্রন্থে স্থানে স্থানে কামাখ্যা দেবীর ও কামাখ্যা-মন্দিরের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় গুরুধ্বজ কর্তৃক মন্দির স্থাপন-বিষয়ক লিপির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু মূল লিপিটি কোথাও দেওয়া হয় নাই।

এই প্রবন্ধলেখকের সংগৃহীত শিলালিপির নকল পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহারত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া, ঐ শিলালিপির আর একখানি ছাপ পাঠাইয়াছেন। দুই ছাপেরই স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা আছে। রেফের চিহ্ন একটা স্থান ব্যতীত আর কোথাও দেখা গেল না। দুই ছাপ মিলাইয়া, লিপির পাঠ পংক্তি অনুসারে সাজাইয়া নিম্নে দিলাম।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু(রু)

গয়া পার্থে ধনুর্কিষ্ণদা

নাপি দধীচিকল্প শ(স)দৃশো মর্যাদ

রাভোনিধিঃ । নানাশাস্ত্রবিচারচ

রু(রু) চরিতঃ কন্দর্পরু[ঢ়]পাজ(জ্জ)লঃ কামা

খ্যাচরণার্চকো বিজয়তে শ্রীমন্মদেবো

মৃগঃ ॥ প্রাসাদমদ্রিহিতুশ্চরণা

রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদমুজো বরনীল

শৈলে । শ্রীগুরুদেব ইমমুন্মসিতোপ

লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে [II]

তন্ত্ৰৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুশা বীন্দ্রমৌলিহ

দীর্ঘাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে ম

জুলাং ॥ প্রাসাদং মুনিগবেদশশঙ্কশাকে শিলায়া

জিভিদে বীভক্তিমতাধরো ঋচিতবান্ শ্রীগুরুপূর্বধ্বজঃ





## সুতীর পুরায়ত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল\*

একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনও পুস্তকের ছিন্ন পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইলে, উহাতে তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত থাকে। সন্তো-  
বনায় সঘন্থে তুলিয়া রাখিয়া থাকেন। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে এখন আর পুস্তকাদির ছিন্ন পত্রের বড়  
অভাব নাই ; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি পূর্বাংগে আর সহজ-লভ্য নহে ;  
তাই এখনও দেখিতে পাই, কোথাও আরবী বা পারসী-লিখিত প্রস্তরখণ্ড পাইলে, তাহাতে  
ভগবানের পবিত্র নাম লিখিত আছে জানিয়া, অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমানেরাও সেগুলি সঘন্থে  
রক্ষা করিয়া থাকে ;—স্বধর্মাবলম্বী বা বিধর্মী কেহই তাহাদের সরল প্রাণে ব্যথা দিয়া, একরূপ  
কোনও খোদিত লিপি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার ওজুহাতে স্থানান্তরিত করিতে সাহসী  
হয় না। তাই অজ্ঞ আপনাদের নিকট একখানি অনাবিকৃতপূর্ব তোগ্রা-অক্ষর-খোদিত  
সুন্দর আরবী প্রস্তর-লিপির পরিবর্তে এই কারুকার্যবিশিষ্ট কষ্টি-প্রস্তরখণ্ডমাত্র আনয়ন  
করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চিত্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থানে প্রস্তরখানি  
পাওয়া যায়, তাহা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতী গ্রামের মুসলমান-পল্লীতে  
অবস্থিত। প্রাপ্তিস্থান সুতী থানা হইতে বড় অধিক দূরবর্তী নহে। প্রস্তরখণ্ডটি দেখিলেই  
বুঝা যায় যে, উহা কোনও মসজিদের খিলানে সংলগ্ন ছিল। মসজিদটি আর বর্তমান নাই।  
যে সামান্য ইষ্টক-স্তূপের নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, সেই পবিত্র ধর্ম-  
মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক-স্তূপের কয়েক রশি দূরেই পূর্বোক্ত যে তোগ্রা লিপি-  
খানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এখনও বৃক্ষমূলেই সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তদানীন্তন  
সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (এক্ষণে ইন্সপেক্টার) প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত  
মহাশয়ের সাহায্যে উহার একখানি ছাপ তুলিয়া লইতে সমর্থ হই। পরে জঙ্গীপুর বাগিয়া-  
ঘাটাবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব এবং জঙ্গীপুর স্কুলের সুযোগ্য মৌলবী  
ও হেয়ার স্কুলের প্রধান মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল-আনাম মহাশয়গণের সাহায্যে এই লিপির  
পাঠোদ্ধার ঘটে। নব পর্য্যায় বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয়  
সংখ্যায় মল্লিখিত “Some Traditions about Sultan Alauddin Hossain Shah and  
Notes on Arabic Inscriptions from Murshidabad” নামক প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্রে  
(Plate IV) এবং বর্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে এই শিলালিপির অবিকল প্রতিলিপি প্রকা-  
শিত হইয়াছে। নিয়ে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। (লিপির পাঠ “ক” পরি-  
শিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

\*পবিত্র পুরুষ (মোহম্মদ)—ভগবান্ যেম তাঁহার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন—বলিয়াছেন

যে, ভগবানের জন্ত যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করেন—ভগবান তাঁহার জন্ত স্বর্গে সৌধ নির্মাণ করিয়া থাকেন। চাঁদমালিকের পুত্র মহাত্মভব মোকররব্ খাঁ **مقررب خان**—উক্ত জগতে খ্যাতাপন্ন—বিজয়-শ্রীর জন্মদাতা—তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব ভগবান্ সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করুন—সেখ সৈয়দ আস্রাফ-উল-হোসেনীর পুত্র আলা-উদ্-হুনিয়া ওয়াদিন সুলতান্ আবুল মুজফ্ফর হুসেন সাহের রাজত্বকালে এই “জামি” মসজিদ হিজরী ৯০৯ সনে (খৃঃ ১৫০৩—৪ অব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতীত প্রস্তর-মধ্যস্থ উদগত অংশে আরও দুইটি ছত্র লিখিত আছে;—একটির অর্থ—“এই মসজিদ যেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান-কাল (resurrection) পর্যন্ত বর্তমান থাকে” এবং “খোরসেদের মজ্লিসের (বা ‘মজ্লিস্ খোরসেদের’) যেন শুভ পরিণাম ঘটে।” দক্ষিণভাগস্থ প্রথমোক্ত পংক্তির অর্থ লইয়া কোনও পোল নাই—কিন্তু বামপার্শ্বস্থ শেষোক্ত পংক্তির অর্থবাচক “খোরসেদ” শব্দ ও “মজ্লিস্” শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। Imperial Library গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট Bohair Library নামক আরবী ও পারসী পুস্তকাগারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব আকুল মুক্তাদির মহাশয় “মজ্লিসে মাহ্ ও খোরসেদ” **مجلس خورشید** এইরূপ পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। ‘মজ্লিসে’ শব্দের শেষাংশে “সিন” অক্ষরের উপরিভাগে **م** ‘মিমে’র ছায় একটি অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু মাহ্ শব্দের বজ্রী অংশ ও ‘**د**’ উগাও অক্ষরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বহুবর শ্রীযুক্ত আবুল ফজল সাহেব ছাপ দেখিয়া লিপিটি ধেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও **مجلس خورشید را واقبت باخیر باد** (“মজ্লিসে খোরশেদরা রাকেবৎ বাখায়ের বাদ”) এইরূপই লেখা রহিয়াছে। প্রস্তাবিত পাঠের চক্র ও স্বর্ঘ্যের মিলনজ্ঞাপক ছত্রটির প্রকৃত অর্থও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহাতে কোনও জ্যোতিষিক ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, কিন্ধা “খোরশেদ” শব্দে “সুলতান্” এবং মাহ্ শব্দে তাঁহার প্রধানা রাজ্ঞী, কি প্রধান অমাত্য, কি মসজিদনির্মাতা মোকররব্ খাঁই উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আরবী লিপিতত্ত্ব শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব মৌলবী আকুল ওয়ালী মহাশয় “মজ্লিস্” শব্দটি খেতাবের ছায় সম্মানজ্ঞাপক বিশেষণ এবং “খোরশেদ” শব্দটি লিপি-খোদকের নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে লিপি-খোদক ভাস্কর এই ক্ষুদ্র পংক্তিতে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়াছে। মৌলবী আকুল ওয়ালী সাহেব “মাহ ও খোরশেদ” এই পাঠান্তরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে **م** এর ছায় অক্ষরটি খোদকের অনবধানতাঘটিত বাটালির চিহ্নমাত্র।

কালানুবি মালমাহ্ **قال النبي صلى الله عليه وسلم** প্রভৃতি শব্দগুলি মসজিদ-সংলগ্ন লিপিসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। ধর্ম্মমন্দির নির্মাণ-সম্পর্কীয় লিপিস্থচনার ইহা একরূপ সাধারণ পদ্ধতি বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিঃ ৮৮৫ অব্দের গোড়ের ইউজ্জফ সাহার লিপি (J, A. S. B. 1873, Vol XLII P. 277), মামুদ সাহের লিপি (Ibid P. 280) এবং হুসেন সাহার ৯০৭ হিঃ অব্দের মাচাইন্ মসজিদের

লিপি (Ibid P. 298), ৯১১ হিঃ মালদহ মসজিদের লিপি (Ibid P. 294), ৯০০ হিঃ অন্ধের ধেকুল লিপি (J. A. S. B. (N. S) Vol XIII p. 148) এবং হুসেন সাহাৰ পুত্র নসরৎ সাহাৰ ৯৩০ হিঃ সনের মঙ্গলকোটস্থ লিপি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরি ৮৮৪ অন্ধের হজরৎ পাওয়াই ইউসুফ সাহের খোদিত লিপি ও মুর্শিদাবাদ বাবর-গ্রামের লিপির প্রথমংশও এইরূপ। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্মৃতি লিপির “بيد” “বইয়েতান” শব্দের পরিবর্তে দুর্গবাচক “و” “কসরা” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুসেন সাহাৰ রাজত্বকাল (১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ অঃ) পাঠান-রাজত্বের পূর্ত্তকার্য্যের স্ববর্ণয়ুগ বলা যাইতে পারে। তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কুপ, জলাশয়, সেতু, বিতালয়, সমাধিমন্দির, মসজিদ ও দরওয়াজা ۛۛۛ প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত, হইয়াছিল। কলিকাতা যাদুঘরে, কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত হুসেন সাহাৰ আমলের যে তিনখানি প্রস্তর-লিপি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় ৯০৯ হিঃ অন্ধে (খৃঃ অঃ ১৫০৩) একটি মসজিদ নিৰ্ম্মাণ এবং ৯১৬ হিঃ অন্ধে (খৃঃ অঃ ১৫১০) পুষ্করিণী খননের কথা লিখিত আছে। স্বর্গীয় ব্লকম্যান (Blochmann) মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন,— “বাঙ্গলার অপর কোনও নৃপতির রাজত্বকালের এত অধিক প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। প্রাক্‌ মোগলযুগের মুসলমান নরপতিগণের স্মৃতি জনপ্রবাদ ও স্থানাদির নামে সংরক্ষিত হওয়া বড়ই বিরল, কিন্তু ধার্মিক হুসেন সাহা স্মৃতানের কীর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র হইতে উড়িষ্যা-সীমান্ত পর্য্যন্ত অতাপি ঘোষিত হইয়া থাকে।”

শীলট, বীরভূম, মাচাইন (ঢাকা), ধামরাই, সোণার গাঁও, বেহার, পাওয়া, মুন্সের, গোড়, মালদহ (৳রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গোড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫) মান্দারণ (J. A. S. B. New Series Vol XIII p 134), ধেকুর, বাবরগ্রাম, বালিঘাটা স্মৃতি (Ibid p. 148-149) ও নদীয়া ত্রীনগর (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৩শ ভাগ, ২৫৮ পৃঃ, পাদটীকা) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহ ও বন্ধুৱ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ) হুসেন সাহাৰ রাজত্ব-কালের যে সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে অন্যান ২৫২৬টি মসজিদ নিৰ্ম্মাণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে যুগে স্থাপত্য-বিষয়ক একরূপ প্রচেষ্টা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের স্থপতিগণ যে কারুকার্য্য-পরাদ্বুখ ছিলেন, একরূপ ধারণার কোনও কারণ দেখি না। খিলান-সম্বন্ধ এই অনতিবৃহৎ জালিকাটা প্রস্তর-খণ্ডটিই তাৎকালিক শিল্প-কৃতির পরিচয় দিতেছে। কয়েক-বৎসর গত হইল, জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট,

১। এই ভগ্ন লিপিখানি এক্ষণে বন্ধুৱ সৈয়দ আবুল ফজল মহাশয়ের নিকট আছে। ইহার তারিখ ৯২১ হিঃ রবিঅল আউজাল।

২। প্রবন্ধ-পাঠের পর প্রকৃত্তব্যবিং বন্ধুৱ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, একরূপ জালিকা মোগল-যুগেই প্রারম্ভ হইয়া থাকে, পাঠান-যুগের মসজিদাদিতে দেখা যায় না। মোগল-যুগে—আরম্ভাবের রাজত্বকালে হুতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্ষম্ভাবার সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নিৰ্ম্মিত কোনও মসজিদে হয় ত এই জালিকাটা কটি-প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। কালের কুটিল প্রকৃতিতে



সোদরোপম বন্ধু ত্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে! তাঁহার সে পুথিখানি এখন কোথায় গিয়াছে, তাঁহার পুত্র তাহা বলিতে পারেন না। আমি গ্রন্থকর্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে স্মৃতির পুরাবৃত্ত অনুশীলন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে ক্রম পরলোকগত পুথি-রচয়িতা ও ত্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় উভয়েই আমার ধন্যবাদার্থ।

পূর্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির এক অংশে দেখিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ স্মৃতির নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জানি না। এরূপ প্রবাদ আমার নিজ কর্ণগোচর না হইলেও, উহা এতবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণের প্রভাব এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতামহ প্রথম নরসিংহদেব (খৃঃ অঃ ১২৩৮—১২৬৪) শুভ গঙ্গা-প্রবাহ, রোদন-পরায়ণা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীয় যবনীগণের নয়নাঞ্জন-বিধোতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করাইয়া, বিশ্বয়াগ্না নিস্তরঙ্গা গঙ্গাকে যমুনায় পরিণত করিয়াছিলেন (J. A. S. B. 1896, Copper-plate of Nrisingha Deva, II)।

গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্বে অনন্তবর্ষা চোড় গঙ্গদেব (খৃঃ অঃ ১০৭৬-৭৭—১১৪৭-৪৮, শকাব্দা ৯৯৮—১০৬৯) গঙ্গাতটস্থ ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (“গুহ্যতিম্ব করং ভূমে গঙ্গাগৌতমগংগয়োঃ” J. A. S. B. 1895, LXIV Pl. J, P. 188.)। চোড় গঙ্গা মন্দারের রাজাকে গঙ্গালীরে পরাভূত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে একথাও উল্লেখ আছে (J. A. S. B.—1908.P. 110.)। অনঙ্গভীমের কণ্ঠা চন্দ্রিকা দেবীকর্তৃক ভুবনেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শিলালিপি হইতেও জানা যায় যে, চোড় গঙ্গ গোদাবরী হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অধিকার করিয়া-

নৃত্য-পুরাতন সকল মন্দিরই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ হানাত্তরে নীত হওয়ায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত এক্ষণ মাল-মসৃণা চিনিয়া লওয়া হক্টিম।

১। “রাঢ়াধরেপ্রবনীনরনাগেশপ্রপূরণে দূরবিনিবেশিতকালিময়ীঃ। তথিএলভকরণাভূতনিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নুনমুনা যমুনাধুনাভূৎ।”

ছিলেন। ( “আগোপান্তাদমরসরিতং বাবদেকো ভুবোভুৎ”, Epigraphia Indica, Vol XIII. Pt. IV p 151. )। ৮গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপি প্রভৃতির চর্চা করিতেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পূর্বোন্নিখিত গ্রাম্য ইতিকথা-সংগ্রহে এই অগ্রমাণিত, সম্ভবতঃ জনপ্রবাদমূলক উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। সুতীর strategic অবস্থান হিসাবে এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর হইলেও, কোনও উড়িয়া রাজা বলাভিবানকালে সুতী-তট পর্য্যন্ত বাস্তবিকই অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহার বথায়থ ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুঃসহ।

সুতী ও তৎসন্নিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত। ১ রাজমহল, সুতী বা অরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২৮ মাইল হইবে। ২ শুনিতে পাঠ, পাঠান নরপতি প্রথম সেকেন্দর সাহ নিজ রাজত্বকালে ( ১৩৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৯০ খৃঃ অঃ মধ্যে ) এই সুবিশুদ্ধ বস্ত্রটি ছাত্রাতরু-সন্নিবিষ্ট করিয়া নির্মাণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী ব্যতীত ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সেকেন্দর বিশাল আদিনা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অবশ্য এরূপ একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

কথিত আছে যে, হুসেন সাহাৰ মাভুদেবী এই রাজবস্ত্র দিয়া শিবিকারোহণে গৌড়-গমন-কালে জনৈক তীবর রাজার অশ্রুচরবর্গ তাঁহাকে “গৌড়-বাদশার মা। একবার নাচন দেখিয়ে বা।” বলিয়া অপমানিত করে। ৩রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় হুসেন সাহাৰ জন্ম সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ১০২)। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ-প্রচলিত একটি মতানুসারে গৌড়েশ্বর হুসেন হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান-জননীর পূর্ব-জীবন উল্লেখেই তাঁহার নৃত্য-কলা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে এই বিজ্ঞপ-বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ-মতে হুসেন সাহা এ অপমান সহজে বিন্মত হইলেন নাই।

১। বাঘশাহ সাহ আলমের আদেশক্রমে মেজর রেলেন এ রাস্তাটি মাপ করিয়াছিলেন। ইহা সৈন্যে ১১২ কোশ (A.S.B. Memoir Vol III, no 3 Itinerary p. 196 & foot note). এই বিখ্যাত রাজবস্ত্র গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাটনা হইতে শোণ নদীর ধারে-ধারে দণ্ডনগর (Dandnagar) পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া সোজাহাজি (cross country) মোগলসরাই পর্য্যন্ত এবং তথায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বারাণসী এবং বারাণসী হইতে গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত; এলাহাবাদে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া ‘দোদোব’ ধরিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রার বহুলা পার হইয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া পহুঁছিয়াছে।

২। রেণেল সাহেব যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, (op. cit. p. 196) তাহাতে অরঙ্গাবাদ হইতে রাজমহলের দূরত্ব ১৬ কোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল আশ্রিত হয়।

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| ক। মুর্শিদাবাদ হইতে বেগুনাবসরাই | ৭ কোশ  |
| খ। বেগুনাবসরাই হইতে অরঙ্গাবাদ   | ১০ কোশ |
| গ। অরঙ্গাবাদ হতে করকাবাদ (করকা) | ৮ কোশ  |
| ঘ। করকা হইতে রাজমহল             | ৮ কোশ  |

তাহার সৈন্তগণ নাকি তীবর-রাজের দূর্গ ও রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তবে প্রতি-  
 নিবৃত্ত হইয়াছিল। ৮রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ও হুসেন সাহা কর্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও  
 বিদ্রোহী ভিওর বা তীবরজাতীয় জমিদার শাসন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের  
 ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪)।<sup>১</sup> সুতীরা অনতিদূরস্থ--পুরাতন মঙ্গলপুর-সন্নিহিত জীয়ং-  
 কুঁড়েই নাকি সেই তীবর বা রাজবংশী রাজার দূর্গ অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ  
 রায় মহাশয়-রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ১৮০ পৃ: ও ১৯১৭ সালের J. A. S. B.  
 পত্রিকায় (Vol XIII, no 3, P 147) জীয়ংকুড়ি বা জীবৎকুণ্ড-সংক্রান্ত জনপ্রবাদের  
 সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা  
 নিম্নপ্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত একটি অর্ধ-  
 প্রোথিত দেবীমূর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমতিতার সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত  
 জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমি যখন জীয়ংকুড়ি দেখিতে যাই, তখন  
 কেবল প্রস্তর-নির্মিত একটি দরজার সরদাল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার গাত্রে  
 বিভিন্ন ফলকে কতকগুলি দেবমূর্তি অঙ্কিত ছিল। পল্লী সীমন্তিনীদিগের ভক্তির  
 আতিশয্যে প্রস্তর-নির্মিত চিত্রগুলি সিন্দূর-প্রলেপে অম্পষ্ট হইয়া উঠায়, আমরা কোনটি কি  
 মূর্তি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এটি নবগ্রহ-প্রস্তর  
 (architrave) হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতী-সান্নিধ্যে হিন্দু-প্রভাবের অপর একটি চিত্রের  
 কথাও মনে পড়িতেছে। সুতীর পার্শ্ববর্তী বন্দর ছাপঘাটীর মধুসূদন চৌধুরী নামক কোনও  
 মহাজনের পাটের আড়তের প্রাঙ্গণে, খোদিত 'গণ' বা 'যক্ষ'মূর্তিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড  
 পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা কোনও প্রস্তরময় চৌকাঠের পার্শ্বদেশ (door jamb),  
 গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। ১৩১৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্তিক  
 সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ: ৫৬৩) বাণনগর হইতে সংগৃহীত পাথরের চৌকাঠের চিত্রের সহিত  
 এই প্রস্তর-খণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতী অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলিয়া এই  
 সকল প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি-চিত্রের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।<sup>২</sup> শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর  
 প্রথম ভাগে (সম্ভবত: ১৫১৬ খৃ: অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্বে,  
 চৈতন্তদেব রামকেলি নামক আধুনিক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গান্নান করিয়া-  
 ছিলেন। চৈতন্ত-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি গমনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

১। শ্রীযুক্ত সৌদামী আবদুল ওয়ালী মহোদয় J. A. S. B. পত্রিকায় জনৈক তীবর রাজা সম্বন্ধীয় অপর  
 একটি জন-প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সহিত দেবগ্রামের দেবল রাজা সংক্রান্ত প্রবাদেবই সৌসাদৃশ্য  
 দেখা যায়।

২। খৃ: ১৮৮৮ সালের আদমশুমারীতে হিন্দু জনসংখ্যা ৩১৬৩ এবং মুসলমান অধিবাসিগণের মোট সংখ্যা  
 ২৮, ৪৯৯ জন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (Major Tull Walsh প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইংরেজী ইতিহাস  
 ত্রুটি)।

‘হেন মতে প্রভু সর্ব জীব উদ্ধারিয়া ।

মথুরায় চলিলেন ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া ॥

গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ ।

স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ ॥”

—( শ্রীমৎ অভুলকৃষ্ণ গোবামী মহাশয় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ )

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা-মত কয়েক জন গোপ-বালক তাঁহাকে উল্টা পথ দেখাইয়া দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। ৮গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথিতে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিতীর্থে স্নানাদিবিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত দুইখানি স্মৃতিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতিতে এ কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। জঙ্গীপুরবাসী বৈষ্ণবমতাবলম্বী কোনও ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব-দিগের “ছয় ঘাট তীর্থ” স্মৃতির বন্দর ছাপঘাটরই নামান্তর মাত্র। “কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদত্ত মহাশয়ের সাহায্যে আমি যে কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অতুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার কোথাও “ছয় ঘাট” তীর্থের নাম-গন্ধ নাই। ছাপঘাটর নাম-করণ সম্বন্ধে অত্র যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাই অধিক সমীচীন-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মুসলমান-রাজত্বকালে “ছাপঘাট” নাকি শুষ্ক আদায়ের স্থান ছিল এবং সমরনীতি হিসাবে বন্দরটির স্মৃতিধ্বংসক অবস্থান হেতু ইহা অনেক সময় “মণ্ডারার আড্ডা”রূপে ব্যবহৃত হইত। শুষ্ক আদায়ের ছাপযুক্ত রসিদ বা ছাড়পত্র দেওয়া হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ছাপঘাট নাম সাধারণ্যে প্রচার হইয়া থাকিবে। স্মৃতির নিকটেই মোঙ্গলপুর বা পুরাতন মঙ্গলপুর। প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোঙ্গল সেনাপতি মুনিম (মুনাইম ?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। ৮গাঙ্গুলী মহাশয়কর্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোঙ্গল বা মোঙ্গলগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি ‘মোঙ্গলপুর’ হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও eponymous রাজা মঙ্গল সৈন্যের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) রাজমহলের যুদ্ধের কথা কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুনিম খাঁ পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৮০) টাঁড়া বা তাঁড়া হইতে গোড় নগরে গমন করেন

১৭ তাঁড়া নগরী বহু দিন হইল লরপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা লইয়াই এখন মত-ভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁড়া এখন মদীপর্বে। মঁসিয়ে J. Bernoulli গ্রন্থে, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বালিন নগরে প্রকাশিত Description de L'Inde নামক গ্রন্থের memoire sur le carte de L'Inde

এবং বর্ষাকালের নানাবিধ অশ্রুবিধা সম্বন্ধে গোড়ে রাজধানী পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশ্যে রাজ-কর্মচারী ও সৈন্ত-সামন্তদিগকে তাঁড়া হইতে গোড়ে বাইতে আদেশ করেন (Stewart's Bengal, Sec. 5 p. 186—187. Ed. Bangabasi)। ভিলেট স্মিথ মহোদয় নব-প্রকাশিত “আকবর” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুনিম খাঁ তাঁড়ার কিরীয়া আসিয়া যত্নমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মোগল-সেনাপতির আদেশমত “বাজার” প্রতিষ্ঠাবিষয়ক এই প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গোড় গমনের পূর্বে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশত্যা স্বীকার করাইয়া, সূতী হইয়া তাঁড়া বাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্তী কালে—প্রবাদমতে বাদসাহ আরাঞ্জীবের রাজত্ব-সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরি-ত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজত্ব-বিষয়ক কাগজ-পত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায়, মোঙ্গলপুর সরকার উড়ুঘর, চাকলা একবর নগরের অন্তর্গত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আরাঞ্জীবের রাজত্ব-কালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মিরজুমলা যখন সূতী স্বাক্ষরাবধি অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুলতান কস্তা, নিজ বাগমতী পত্নী গুলশেখ বেগম (Princess Rosycheek)এর পাণিগ্রহণ করেন (Prof. J.N. Sarkar's Aurangzebe, Vol II p. 261)। ইহার পর সুলতান লঘু সৈন্তদল ও নওয়ারার আক্রমণ-ফলে সূতী হইতে সম্রাটের সৈন্তদিগকে অপহৃত করিতে হয়। মিরজুমলা সূতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব দিকে তাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। (op. cit. Vol II p. 272)। পরে জঙ্গীপুরস্থ বালিঘাটার নিকটও যে সম্রাট-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে (op. cit. vol II p. 265)। ইহার পর মিরজুমলা পুনরায় সূতী আগমন করেন এবং সূতী-সন্নিকটস্থ চিলামারির নিকট সুলতান সৈন্তদলের সহিত (২৮শে

আখ্যাবিশিষ্ট সূতীর খণ্ডের ৫৮ পৃঃ হইতে তাঁড়ার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। তাঁড়া নগর (Chawaspur Tanda) ১৫৫০ খৃঃ অব্দের সন্নিকটে সেরসাহের রাজত্বকালে অর দিনের জন্য বাংলার রাজধানী হইয়াছিল (a e'te' la capitale du Bengale pendant un court espace de temps sous le regne de Scher Schah vers l'an 1540)। ইহা যে সেরসা বা বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সেই বিভাগের নাম-স্ম-সারেই বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। খৃঃ ১৫৮০ অব্দে আকবরের রাজত্বকালে তাঁড়া বাংলার রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড় এখন যে স্থানে বিস্তারিত, তাহার সন্নিকটেই রাজনগর বাইবার পথের উপর তাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল। Bernoulli লিখিয়াছেন, “হর্ষ-প্রাকার ব্যতীত তাঁড়ার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। (Il ne reste que tres peu de cette place, excepte la rempart) পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের পূর্বের কথা। কোন সময়ে তাঁড়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আরাঞ্জীব যখন বাঙ্গলা দেশ নিজ আরাস্তাখীনে আসন্ন করেন, তখনও তাঁড়া বাংলার রাজধানী।

ডিসেম্বর তারিখে) তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মোগল-বাহিনী যে স্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রায় বৎসরেকব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী কালে স্মৃতি-পার্শ্ব অরঙ্গাবাদ গ্রাম স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অরঙ্গাবাদ পূর্বদেশান্তর ৮৮°২' ও উত্তর অক্ষাংশ ২৪°২৭' মিনিটে অবস্থিত। এরূপ একটি নূতন গ্রাম সংস্থাপনের কথা রাজ-ঐতিহাসিকগণ যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা অবশ্য ভরসা করা যায় না। এই সময়ে প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বস-বাস করার কথা গাজুলী মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতা-পুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। ইতিহাসে প্রেমসিংহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে অপর কোন কিংবদন্তীও অবগত হইতে পারি নাই। প্রেমসিংহের বংশধর অত্যাধি বিস্ত্রমান আছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্তে নিয়ে ইহাদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল;—

প্রেমসিংহ হাজারী

শ্রীরাম সিংহ

মনসারাম সিংহ

হরভঞ্জন সিংহ

জগমোহন সিংহ

বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুষে প্রায় আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সন ১১১৮ খৃঃ অঃ হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পৌছে। আরঙ্গজীবের রাজত্ব-কাল (১৬৫৮—১৭০৭); স্মৃতির বাদসাহ আলমগীরের রাজত্ব-কালে প্রেমসিংহ হাজারীর স্মৃতি আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ওরালস সাহেব ঔরঙ্গাবাদের পূর্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (“Aurangabad...was at one time, a town of some importance”)। নূতন মজল-পুর সংস্থাপন-কালে তথায় একটি সুন্দর স্নানাগার নির্মিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে গ্রাম-পার্শ্ব পরিখাও সংস্কৃত হয়। একটি বৃহৎ “বাউলি” বা ইদারা এবং একটি সরাইও এই সময়েই নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। “বাউলি” এখনও রহিয়াছে, কিন্তু সরাইয়ের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থে এই সরাইয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং গ্রাম-বুদ্ধগণ এখনও স্থানটিকে পুরাতন সরাই বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। James Rennel-এর সম-

সাময়িক ভৌগোলিক ও ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, প্রকৌল্লিখিত *Description historique et Geographique de L'Inde* গ্রন্থে দেখিতে পাই (Tome I p. 450) যে, অরঙ্গাবাদের সরাই মোহানা সূতী হইতে মাত্র ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। (mohana Soti est une ville située sur la rive citérieure du petit Gange... à 12 m de l'hotellerie d'aurangabad)। সূতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই hotellerie বা সরাইয়ের অন্তত কিয়দংশ যে বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পুরাতন সরাইয়ের নিকটেই ইমামবাজার নামক স্থান। ইহা এখন গ্রাম-সীমানারই অন্তর্গত। শুনিতে পাই, এই স্থানে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মাধিকরণ অবস্থিত ছিল। কাজিপাড়া স্থানে নাকি 'মুসলমান বিচারকগণ বাস করিতেন এবং জল্লাদপুর শুনিতে পাই, জল্লাদদিগের বাসস্থানের জন্তই নির্দিষ্ট ছিল। আমি জঙ্গীপুর অবস্থানকালে সূতী ধানার ভারপ্রাপ্ত কন্ঠচারী মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি মিনা-করা (enamelled) ইষ্টক প্রাপ্ত হই; তাহার একখানি সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এগুলি সেই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।<sup>১০</sup> বঙ্গবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খনন-কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—“Babu R—S—of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M. E. School: remains can still be seen.”

এরূপ একটি সুন্দর প্রাচীন কীর্তি গ্রামবাসিগণের অঘোরে নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। একবার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায় বঙ্গবর শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে আরও কয়েক টুকরা সুন্দর মিনা-করা ইষ্টক প্রাপ্ত হই। ইহার মধ্যে একটির পার্শ্ব-

১। M. Bernoullির পুস্তকখানি Father Tieffen-thaler, M. Perron ও Major Rennelএর গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সৌজন্যে আমার Bernoullির মূল্যবান গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

২। Rennel সাহেবের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, মূর্শিদাবাদ হইতে দিল্লীর পথে অরঙ্গাবাদই দ্বিতীয় Stage বা মজিল। সতের ফ্রান্স রাজ্য অভিযানের পর পশ্চিমাংশ রাজকন্ঠচারী ও সার্থবাহ প্রভৃতির জন্ত এরূপ স্থানে ‘সরাই’ বা বিশ্রাম-ভবন নির্মিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

৩। শুধু সূতী বলিয়া নহে, অন্ততঃ মুসলমান হর্ম্মাদির ধ্বংসাবশেষমধ্যে এরূপ স্নানাগার দুই হইয়া থাকে। বশোহর মির্জা নগরে “নবাব বাড়ী” নামক আসানের সান্নিধ্যে “ইমারতী কার্ঘ্য-খচিত” একটি চৌবাচ্চা বা স্নানাগার থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। Westland সাহেব বশোহর বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“In front of this, and within the courtyard is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath” (শ্রীযুক্ত বনীগোপাল সঙ্কুম্ভার বি এ মহাশয়ের লিখিত “মির্জানগরের ধ্বংসাবশেষ”—আর্ধ্যাবর্ত্ত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃঃ ৫২)।

দেশে নাগরী “আ” অক্ষর লিখিত ছিল। ইহা স্থপতির সাক্ষেতিক চিহ্ন (mason's mark) বলিয়াই অনুমানিত হয়। ইষ্টকখণ্ডটি বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত রেভারেন্ড ই, এম্‌ ছইলার (Rev'd E. M. Wheeler) মহোদয়ের নিকট তৎপ্রস্তাবিত বহরমপুর কলেজ-সংশ্লিষ্ট সংগ্রহশালার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ইহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নাগরী সাক্ষেতিক চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, যে সোধ-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডটি সংলগ্ন ছিল, সেটি কোনও হিন্দু সম্রাট ব্যক্তির না ইউক, অন্ততঃ স্নানাগার-নির্মাতা শিল্পীটি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

স্মৃতির সহিত “মর্ত্তজা হিন্দ” বা বিখ্যাত পদরচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্ত্তজার স্মৃতি বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাজীবে সতী দহের নিকট তাঁহার আত্মনা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণ-কণ্ঠা আনন্দময়ী, সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদী-গর্ভে স্থান পাইয়াছে। প্রত্নস্পদ ত্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ৩য় পল্লব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৮৭মণীমোহন মল্লিক মহাশয় “মুসলমান বৈষ্ণব কবি” নামক পুস্তিকায় (১০০২ বঙ্গাব্দের সংস্করণে) পূর্বোক্ত পদটি ব্যতীত আরও দুইটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ত্রীযুক্ত ব্রজ-সুন্দর সাগাল মহাশয় তাঁহার “সৈয়দ মর্ত্তজা” নামক গ্রন্থে সর্বসমেত ২৩টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদ কয়টি মর্ত্তজা হিন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অনেকের মতে মর্ত্তজাই প্রাচীন মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রেষ্ঠস্থানীয়। ত্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ-মতে মর্ত্তজা জঙ্গীপুর বালিঘাটার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৩১১)। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরী। নিখিলবাবু, মর্ত্তজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু একটি কারণে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রিয়াজুন্ সাগাতিন্ গ্রন্থে স্মৃতিতে শা মর্ত্তজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। (P. 311 l. 17 Ed. Bibliotheca Indica.) زار شاه مرثضى هندی سمٹ ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়ার যুদ্ধের সময় মহবৎ জঙ্গ আলীবর্দীর সৈন্যদল মর্ত্তজা হিন্দের সমাধি-স্থান বলিয়া খ্যাত স্মৃতি মোহনার নিকটবর্তী আওরঙ্গাবাদ হইতে বালকট্টা (জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিঘাটার) ময়দান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া-ছিল। স্মৃত্তরাং ১৭৪০ খৃঃ অব্দের পূর্বেই যে সৈয়দ মর্ত্তজা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দুই-বৎসর পরে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মর্ত্তজার জামাতা—তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কণ্ঠা আসিয়া, বিবির স্বামী সৈয়দ কাসেম বালিঘাটার

১। বালিঘাটা এক্ষণে জঙ্গীপুর মহানগরপঞ্চের উপকণ্ঠস্থ সামান্য পল্লীগ্রাম। এই স্থানে খান-ই-মজলিস উলুগ্‌-মুরকরাঙ্গ খাঁ কর্তৃক (খৃঃ অঃ ১৪৪০) হিঃ ৮৪৭ অব্দে মসজিদ প্রতিষ্ঠাবিবরণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইহাই গোণ হই, মসলমানগণের প্রাচীনতম শিলালিপি J. A. S. B. (n. s.) vol XIII no 3 p. 151. Bernoullier গ্রন্থেও বালিঘাটার উল্লেখ আছে (p. 451 Tome I)।



বর্তমান মসজিদ নির্মাণ করেন।<sup>১</sup> পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মর্ত্তজার দৌহিত্রবংশের আবাস-বাটার সন্নিকটে পথিপার্শ্বস্থ সমাধি হইতে বিচ্যুত একখণ্ড শিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শিলাফলকে “বিশমক্লাহ রহমানে রহিম, লা এলাহা এল্লাহা মহম্মদ রসুল্লাহ—খোদা এক মহম্মদ রসুল্লাহ বর-হক সাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী সনাজালিক ই সত্য আরবাউন ১০৪৬ হিঃ”। (পরিশিষ্ট ‘খ’ দ্রষ্টব্য)। লিপির শেষ পংক্তিতে ‘ম্বাকিবৎ বাখারের বাদ’ অর্থাৎ মৃতের পরলোকে যেন শুভ পরিণাম ঘটে, এইরূপ লিখা আছে। তারিখের অংশটির ভালরূপ ছাপ না উঠায় ১০৪০ হিঃ (খৃঃ অঃ ১৬৩০-৩১) এরূপ পাঠও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে, নূতন ছাপ আনা হইয়া খাঁ সাহেব আবদুল মুকতারির মহাশয়ের যত্নে ১১৪৬ হিঃ, খৃঃ অদ ১৬৩৬ এই পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে। লিপিলিখিত বৎসরেই সাহ সাহেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সৈয়দ হোসেন কাদেরী ও শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্তজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে (পূর্বোন্নিখিত দুই বিভিন্ন পাঠ মতে)—তাঁহার বয়স ৮০ বা ৮৬ হইয়া পড়ে। দীর্ঘজীবী লোকের বয়স পুত্র রাধিয়া পরলোক-গমন বিয়ল নহে; কিন্তু মৃত্যুকালে ৮০-৮৬ বৎসরের পুত্র বিত্তমান থাকা সাধারণতঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মর্ত্তজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নদীর ভাঙ্গনে মর্ত্তজানন্দের সমাধি-বিলোপের সহিত আস্তানা-সম্মিধানে অগুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর স্মৃতিতে সেরূপ ককিরাদির সমাগম দেখা যায় না।

বোধ হয়, সৈয়দ মর্ত্তজার জীবিতাবস্থাতেই—ফরাসী পর্য্যটক তাতার্নিয়ে ১৬৬৬ খৃঃ অঃ ৬ই আগস্ট তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, স্মৃতি (Soutique) নগরের নিকট চড়া পড়িয়া জল অত্যন্ত অগভীর হওয়ায় বার্নিয়ে (Bernier) কে রাজমহল হইতে কানীমবাজার স্থলপথেই আসিতে হইয়াছিল।<sup>২</sup>

১। সৈয়দ কাসেমের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে ভক্সীপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী হকী সম্মদারভূক্ত ছিলেন।—হকী মতবাদের শাখাবিশেষের সম্ভোগপরিতা স্থবিখ্যাত ‘হকী’ সেধ আব্দুল কাবের সিলানীর বাবামুসারে তত্বীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ আগনানিককে “কাদেরী” বা “আলুকাদেরী” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ( “The order of dervishes called after him the quadiris acknowledge him as founder”. Beal’s Oriental Biography p. 5. ) আব্দুল কাবের সিলানী সাহেব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে, খৃঃ অঃ ১০৭৮—১১৩৬ মধ্যে বিত্তমান ছিলেন।

৩। “On the 6th having arrived at a great town called Donapur at 6 cross from Rajmahal, I left M. Bernier, who went to Ka’simbazar & thence to Hughli by land because when the river is low one is unable to pass on account of a great bank of sand which is before a town called Soutique (Spoty or Suti)”—Bernier’s Travels in India. McMillian Ed. 1889 Vol 1 p. 125—26.

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বৎসর পরে প্রকাশিত মশিয়ে Bernoulli প্রণীত গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গা বর্ষাকাল ব্যতীত অল্প সময়ে শুকাইয়া যায়; কেবল সুতী মোহনায় কয়েক স্থানে বদ্ধ জল মাত্র পড়িয়া থাকে (*Hors la saison des pluies il est à sec, si ce n'est qu'il laisse quelques eaux stagnantes près de mohana Soti*)। চড়া পড়িয়া নদীর মুখ বদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া তখন আর এ পথ দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায় না। (বোধ-সৌকর্য্যার্থ Bernoulli র গ্রন্থে প্রদত্ত সুতী মোহনার মানচিত্রের একখানি প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।) মানচিত্রের 'aqua stagnans' বা 'বদ্ধ জল' চলিত কথায় এ অঞ্চলে "ডামশ" বলিয়া পরিচিত। 'এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্ত্তজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল।' শুনিতে পাই, ডামশের দর্গাহ-সন্নিহিত অংশটি "সতীদহ" নামে অভিহিত হইত। বজ্রবর নীলকান্ত সেন মহাশয় ছাপঘাটির পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ গ্রামের হাজী তুর্কাজ নামক কোনও বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, বাল্যকালে এই ব্যক্তি 'ডামশ'-তটেই মর্ত্তজানন্দ-আশ্রম অবস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন মর্ত্তজার কোনও চেলা দরগাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পর খৃঃ ১৭৪০ অব্দে সরফরাজ ও আলীবর্দীর সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুতীর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। আলীবর্দী খাঁ রাজমহল হইতে ফরাঙ্কায় ও পরে তথা হইতে সুতী ও বালিঘাটা বা বালিঘাটা পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং সরফরাজের বিখ্যাত সেনাপতি—জনপ্রবাদে "জিন্দাপীর" বলিয়া খ্যাত মহম্মদ গাউস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির-সংস্থাপনের কথা অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েন (নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৯৩—৫৯৪ পৃঃ)। সুতরাং সুতীতে এ উপলক্ষ্যে অল্প-বিস্তর skirmish বা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার পর আলীবর্দীর শাসনকালে (সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৪১-৪২ হইতে ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে) বর্গীর উৎপাতে সুতীর লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া

Rennel সাহেবের Itinerary হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাসিমবাজার হইতে সুতী পর্য্যন্ত 'ভাঙ্গা' রাস্তা পশ্চিম পথ (western road) নামে অভিহিত হইত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল।

মাইল	ফারলং
কাসিমবাজার হইতে মুরাদবাগি—৬	৩
মুরাদবাগি হইতে গয়সাবাদ— ৬	৩
গয়সাবাদ হইতে বেলিয়া— ৫	১
বেলিয়া হইতে মহম্মদপুর— ৪	১
মহম্মদপুর হইতে বালিঘাটা— ৭	"
বালিঘাটা হইতে সুতী— ৮	৫

(Memoirs A. S. B. Vol III. No 3 The Journal of Major James Rennel ed. H. D La Touche p. 105)

রেনেল সাহেবের তথ্যাবলানে এ রাস্তাটিও মাপ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হানে হানে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রপুরাণে সূতী এলাকার বর্গীর অত্যাচারের কোনও বর্ণনা না থাকিলেও, ৮গাঙ্গুলী মহাশয়ের হস্ত-লিখিত পুথিতে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি এবং মুখর জনপ্রবাদ এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহার পর মিরকাশিমের নিজামতীর সময় ( ১৭৬৩ খৃঃ অঃ ) পুনরায় এ অঞ্চলে গোল-বোগ উপস্থিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মিরকাশিম হাঠিয়া আসিয়া, সূতী-সান্নিধ্যে আলমপুর ও রায়পুর নামক দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত আট মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সৈন্ত ও কার্মানাদি সংস্থাপিত করেন। ৮গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামদ্বয়ের নামকরণ নাকি নবাব সরকার জর্জ বার বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান রায় রায়। আলমতাদের নাবাহুসারে হইয়াছিল। রায়পুর সূতী থানার এলাকায় নিমজ্জিতা ও আরজাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে—গজাতিরে, অবস্থিত। ১ ইংরাজ-সৈন্ত জঙ্গীপুরের অদূরবর্তী বংশ বা বাশলোই নামক ক্ষুদ্র-কারা স্রোতধিনী অতিক্রম করিয়া নবাববাহিনী আক্রমণ করে। সূতীর নিকটবর্তী কুণ্ডলিয়া গ্রামে নবাবের আর এক দল সৈন্ত অবস্থিত ছিল এবং সুলতানপুর নামক অপর একটি গ্রামে কার্মানাদি রক্ষিত হয় ( গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি )। শুনিয়াছি, কিছু কাল পূর্বেও কুণ্ডলিয়ার জুগুর্ভ হইতে কার্মানের গোলা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সাদেক আলী নামক মীর কাশিমের কোনও রণকৌশলী সেনানায়ক পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া কার্মানগুলি স্রুক্ষোশলে বিস্তৃত করেন; এই পরিখা অতাপি সাদেক আলির “নালা” বা “দাঁড়া” নামে অভিহিত হইয়া থাকে ( গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি )। সুলতানপুর-সান্নিধ্যেই যুদ্ধের বেগ প্রথরতর হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। সুলেখক ৮পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Musund of Marshidabad গ্রন্থে কাটোরা হইতে হাঠিয়া আসার পর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক শেষ যুদ্ধের জন্ত—প্রাকৃতিক ও মানবীয় কৌশলে সুরক্ষিত সূতীতেই মীরকাশিম কর্তৃক নিজ সৈন্তদল একত্রিত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গিরিয়া হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত এই যুদ্ধক্ষেত্রের সমুখ-ভাগ যে রীতিমত গড়বন্দী করা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ৮মজুমদার মহাশয়ের মতে ষটনার কাল ১৭৬৩ খৃঃ অঃ, আগষ্ট মাস—ফল ইংরাজদিগের পরাজয়। ৯ ইংরাজী ভাবায় মুর্শিদাবাদের অন্ততম ইতিহাস-লেখক Major Tull Walsli, সূতী-যুদ্ধের সময় ও ফলাফল

১। কথিত আছে যে, এসিদ্ধ বৈকব কবি নরহরিশাস্ত্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গীপুর ব্রহ্মহুসার রোয়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রোয়াপুর ও রোয়াপুর অন্তর গ্রাম নহে। জঙ্গীপুরের সবচেঁপটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর কৈলাশপতি বোম মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, পানিশালা গ্রামের সন্নিহিত এই রোয়াপুর লালপোলা বাসার অন্তর্গত।

২। “After his reverse at Catwa Mir Coshim resolved to fight his decisive battle—caused his army to assemble at Suti. The position was strong naturally and artificially. The whole fort was covered by entrenchments. The village of Giria lay about a mile from the scene of action. Here the English were defeated in August 1763.”

অল্পরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ হইয়াছিল জুলাই মাসে। ইংরাজেরা নবাবের কামান ও রসদাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে ১৫০ নোকা চাউলও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। পূজাপাদ শ্রীযুক্ত কানীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “বাক্সলার ইতিহাস—নবাবী আমলে” ১লা অগষ্ট তারিখে যুদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে (পৃ: ৪১২)। পূর্ববাবু ও কানীপ্রসন্নবাবু উভয়েই মূল পারসীক গ্রন্থাদি ভালরূপই আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাদিগের মতেই আস্থা স্থাপন করা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইংরাজ-সৈন্য যে ক্ষুদ্র বাঁশলোই নদীর উপর সেতু নিৰ্ম্মাণ করিয়া পরপারে অবতারণা হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে ইহার। যে অনেকেই নদীপার্শ্বে নিৰ্ম্মজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও “নবাবী আমল” গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকে এই স্বতী-যুদ্ধ প্রসঙ্গে “স্বতীর পড়বন্দী স্থানের”ও উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেনানায়ক সাদেক আলীর রণদক্ষতার কথা নিপিবদ্ধ না করিলেও এতদবিষয়ক জনপ্রবাদ নিত্যন্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। স্বতীর যুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। অরোহত মুসলমান সৈন্য সম্ভবতঃ পরিখাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে পর, বিজয়-লক্ষ্মী ব্রিটিশ-বাহিনীর ক্রোড়স্থ হইয়া থাকিবেন। রসদাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ এই সময়েই ইংরাজদিগের কর্তৃত্ব-গত হইয়াছিল। ইহার পর মুর্শিদাবাদের cock-pit স্বতীর রণপ্রাক্ষণে ইতিহাসের কোনও নূতন অঙ্ক অভিনীত হয় নাই। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় স্বতী এলাকার লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে, তাম্রগীরীর দক্ষিণ ধারে সামরিক আইন (martial law) জারী করা হয়। (Buckland's Bengal under Lieutenant Governors, vol. I, p. 171)। তখন মহকুমা ছিল অরঙ্গাবাদে—আর হাকিম ছিলেন, পরবর্তী কালের ছোট লর্ড সার্ এশ্লেই ইডেন (Sir Ashley Eden)। ইডেন সাহেব সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়—Special Commissioner এর সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের চেষ্টাতেই মহকুমা অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গাপুরে উঠিয়া আসে। বিজ্ঞোৎসাহী ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় কুঠিমালাগণের নাকি তাহাতে মত না থাকায়, সে অতিপ্রায় কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার বেসরকারী ইংরাজগণের অপর কোথাও বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে আশ্রিত কথ। শুনা যায় না; সুতরাং মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়ারই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

তনিতে পাই, স্বতীর নিকট “ইংলিশ” নামক স্থান পূর্বে অরণ্য-সমূহ থাকায় হিংস ব্যাঘ্রাদির আবাসরূপে পরিগণিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে কোজের অবসরপ্রাপ্ত নারেক, সুবাদার প্রভৃতি সামরিক কর্মচারীদিগকে নাকি তথায় কয়েক সহস্র বিঘা জমি, বোধ হয় অস্থায়ী ভাবে নিব্বর দিয়া, এই গ্রামটি পত্তন করান হইয়াছিল। ইংরাজরাজকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামের নাম “ইংলিশ” হইয়া থাকিবে। এই নামে অপর একটি গ্রাম করকা খানাবাদ

এলাকাতেও অবস্থিত ছিল। তথায় রাজমহলস্থ বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের সমাগম ঘটয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক মোক্তার, স্মৃতি ধানার ইংলিশ গ্রামে সাঁওতালগণ উপস্থিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে এই কথা প্রচার করেন। অমূলক জনরব প্রচার করিয়া লোকের মনে ভ্রাস (panic) উৎপাদনের জন্ত তিনি ফৌজী আইনের কবলে আসেন, পরে Sir Ashley Eden মহোদয়ের অহুরোধে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

স্মৃতির ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা প্রায় বর্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পর স্মৃতিসংক্রান্ত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবগত নহি। সুতরাং আপনাদিগের আর ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়া এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার

### পরিশিষ্ট

( ক )

স্মৃতিগ্রামে প্রাপ্ত হিঃ ১০৯, খৃঃ ১৫০৩-৪ অব্দে নূপতি হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে চাঁদ মালিকের পুত্র খাঁ মক্দ্দর খাঁ কর্তৃক মসজিদ নিৰ্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তর-লিপি।

قال النبي صلى الله عليه وسلم من بني مسجد الله بني الله له بدعة  
في الجنة مثله في عهد السلطان المعظم المكرم علو الدنيا والدين  
ابي المظفر \*

حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسيني خلد الله ملكه  
وسلطانه بني هذا المسجد الجامع خان معظم مقرب خان ابن چاند  
ملك في سنة تسع وتسعمائة

لايهدم الله تعالى هذا المسجد الى يوم القيامة

مجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

পাঠান্তর—মجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

( খ )

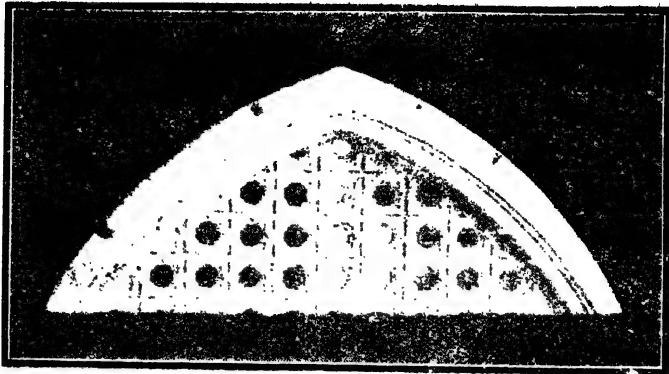
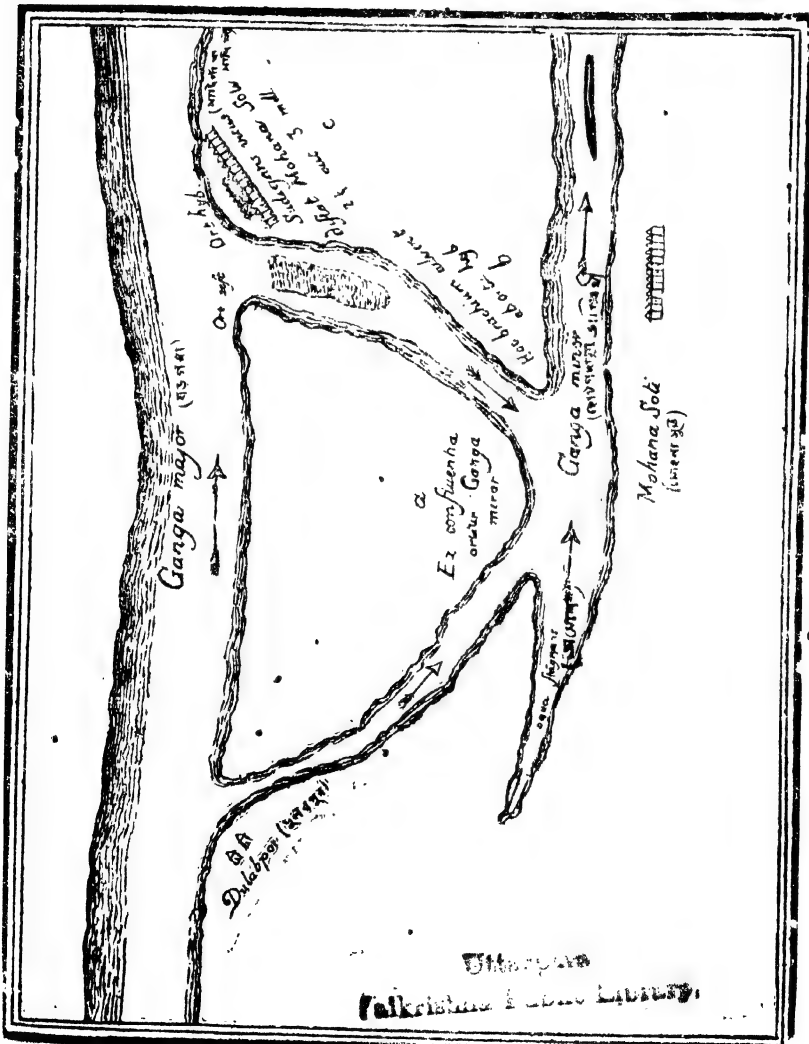
জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত সাহ হোসেনী গোলামকাদেরীর লিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم

لا اله الا الله محمد رسول الله خدای يك محمد رسول الله برحق

حسيني غلام قادري سنة الف سنة اربعون عاقبت بخير باد

এই পাঠ অবলম্বন করিলে লিপির কাল ১০৪৬ হিঃ, খৃঃ ১৬৩৬ অব্দ হয়।

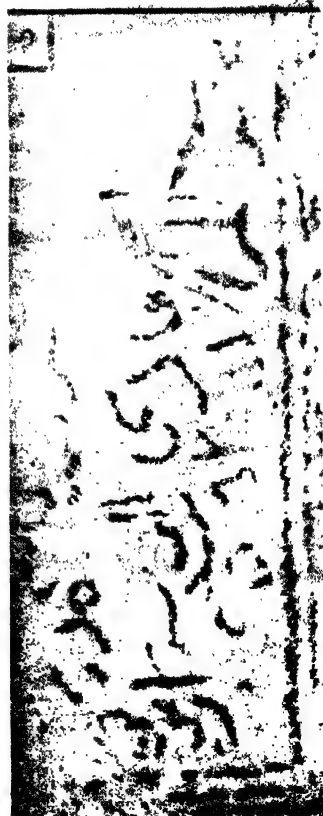


মুতী মোহনার পুরাতন মানচিত্র—২৫ পৃঃ

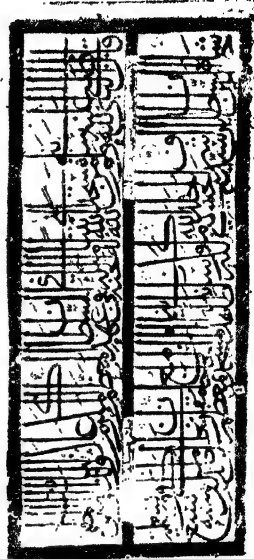
মুতী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত  
জালিকাটি কট্টাপাথরের চিত্র। (একপৃঃ)



জঙ্গীপুর বাজিরাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরর শিকান্দিপি



জঙ্গীপুর বাজিরাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরর  
শিকান্দিপির তারিখ-সম্বন্ধে ৩ অংক



সুইডেনে প্রাপ্ত গান মকদুরর খা নিশিত মসজিদ-  
বিহতক শিকান্দিপি

# তাপসী রওশন আরা

( আলোচনা )

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সন ১৩২৩ সালের ৩য় সংখ্যায় বিবি রওশনের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিবি রওশনের নির্দেশ অনুসারে এই স্থানে দিনে তারা দেখিয়া, তাঁহার পুত্র দেহ ভূমধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল বলিয়া, এই গ্রামের নাম দিনে তারা হইতে ক্রমে তারাগুণিয়া হইয়াছে। বিবি রওশন জাগ্রত দেবতার বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। লোকে তাঁহার নিকট মানসিক করে এবং উপকৃত হইয়া তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিবি রওশনের সমাধি-মন্দিরের সেবায়োগণ এই গ্রামে তাঁহার সমাধির নিকটেই বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা বিবি রওশন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত গল্প মাত্র; তাহাতে সত্যের সংশয় আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই। আরও একটি প্রধান বিষয়ে তিনি ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়টি আমাদিগেরই পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধীয়। এই জন্তই তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবি রওশনের সমাধিকালের দিনে তারা হইতে তারাগুণিয়া গ্রামের নাম এবং বিবি রওশনের মাহাত্ম্য হইতে তারাগুণিয়ার গৌরব। অপর পক্ষে নাগচৌধুরী মহাশয়দিগের তারাগুণিয়ায় বাস এবং তাঁহাদিগের বহু মহৎ পুণ্য কার্যাবলী ইহাতেও তারাগুণিয়ার গৌরব। এই নাগচৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ কলিকাতার দক্ষিণস্থ বোড়াল নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ৬কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী; তাঁহার সহিত তদীয় অতুল ভ্রাতাও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ স্থানে বাস না করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত রাখালগাছি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ৬বেদগর্ভ নাগ, তিনি চৌধুরী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের পিতা বোড়াল নিবাসী ৬হরিহর নাগও চৌধুরী ছিলেন না। ৬কেশবচন্দ্র তারাগুণিয়ায় আসিয়া, স্বীয় কর্মতায় মহৎ কার্যসমূহ সম্পাদনপূর্বক বংশপরম্পরাক্রমে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬কামদেব হইতে তারাগুণিয়ার নাগচৌধুরি-বংশের বিস্তার। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৬গুণানন্দ হইতে তারাগুণিয়ার মিকটবর্তী আড়বাগিয়া নামক গ্রামনিবাসী নগ চৌধুরীদিগের বিস্তার হইয়াছিল। গুণানন্দ কোন বিশেষ কারণে তারাগুণিয়া ত্যাগ করিয়া, আড়বাগিয়া গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। গুনিয়াছি, ৬কেশবচন্দ্র ভ্রাতার সহিত বর্গীর হাঙ্গামাকালে বোড়াল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র লেখক সেই পূর্বপুরুষ



হইতে দশম পুরুষ অধন্তন। এই গ্রামে আমাদিগের বংশে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করি-  
ছে, আড়বালিয়াতেও তাহাই। আবার অষ্টম পুরুষের লোকও এ গ্রামে কর্তমান আছেন ;  
সে লেখক হইতে সমধিক বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে একেশব হইতে  
৩য় পুরুষে ২০০ এবং দশম পুরুষে ২৫০ বৎসর হয়। আলিবর্দীর সময়ে এ দেশে বর্গীয়  
লাঙ্গী হইয়াছিল। তাহার সহিত আমাদিগের পূর্বপুরুষের এই গ্রামে আগমন-সময়ের  
৮ নৈকটা, গায়সউদ্দিনের সময়ের সহিত সে সময়ের তত নৈকটা নয়। অধিকন্তু নানা-  
রূপে বখশ ও বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সন্তান  
সংগ্ৰহ হয়। সুতরাং প্রতি পুরুষ ২০ বৎসর ধরিলে ৮ পুরুষে ১৬০ বৎসর হয় ও ১০ পুরুষে  
২০০ বৎসর হয়। ইহা আলিবর্দীর সময়ের আরও নিকট। নাগ চৌধুরীদিগের বংশে ঐরূপ  
হইয়াছিল। অতএব বিবি রওশনের এ গ্রামে বাসকালে নাগ চৌধুরীদিগকে উপদেশ দ্বারা  
নিষাদ করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি, প্রবন্ধকার এ সম্বন্ধে  
মে পতিত হইয়াছেন। তারাগুণিয়া গ্রামে আউট পোষ্ট আছে, প্রবন্ধকার এ কথা লিখিয়া-  
ছেন। আউট পোষ্ট ছিল বটে, এখন নাই ; বহু কাল পূর্বে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল আউট পোষ্ট  
হে, ৬২।৬০ বৎসর পূর্বে তারাগুণিয়ার মহকুমা স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে উহা  
খান হইতে তুলিয়া লইয়া বসিরহাটে স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস নাগ

# তাপসী রওশন আরা

## ( আলোচনার উত্তর )

বড়ই সুখের বিষয়, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগচৌধুরীদিগের অত্যন্ত সহযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত রাখালদাস নাগ মহাশয় আমার লেখা ‘তাপসী রওশন আরা’ শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, এক পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্র বর্তমান সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধের আলোচনা, এমন কি, বাদ-প্রতিবাদ হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর এই কার্যে আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং সর্বাস্তঃকরণে আমি শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমার প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, “কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদের ঐশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন পক্ষে একটি বিষ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই।” রাখাল বাবুর এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি অল্পগ্রন্থপূর্বক আমার এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কারণ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, মোলবী সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ কবির সাহেবের লিখিত বিখ্যাত ‘তাজ্জেক্বাতল কেরাম’ এবং ‘তারিখ খোলাফায়ে আরব-ও-ইসলাম’ নামক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, তাপসী রওশন আরা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার আলোচনা-পত্রের আর এক স্থানে, তারাগুণিয়া গ্রামের পুলিশ আউট-পোষ্ট সম্বন্ধে আমার আর একটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যখন ‘তাপসী রওশন আরা’ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন তারাগুণিয়া গ্রামে পুলিশ আউট পোষ্ট বিজ্ঞান ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে যে উক্ত পুলিশ আউট পোষ্টটি উঠিয়া গিয়াছিল, সে সংবাদ আদৌ আমার জানা ছিল না। আমার এই প্রকার অসাবধানতার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমার মূল প্রবন্ধের দ্বাদশ প্যারাগ্রাফের শেষাংশে, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগ চৌধুরী মহাশয়দিগের সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এই কিংবদন্তীটি আমি আদৌ অবিশ্বাস করি নাই। কারণ, তারাগুণিয়া গ্রামে এবং নিকটবর্তী স্থান-সমূহে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নাগচৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ যিনি প্রথম এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি লোকযুগে, এই জাগ্রত পীর, দেবী রওশন আরার অলৌকিক

ক্ষমতাবলীর কথা অবগত হইয়া, তিন দিবসরাত্রি, মক্কার বা দর্গায় হত্যা দিয়া, শুভাশীর্ষাদেবের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হত্যার শেষ রাত্রির শেষ যামে তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করেন এবং সেই স্বপ্নে তিনি বিশেষ ভাবে তিনটি কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে // আদিষ্ট হন।—  
 আমরা মূল প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে তাহার পুঙ্খবলি নিম্নয়োজন।  
 পত্রলেখক মহাশয় এবং বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী এই কিস্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিবেন কি না, জানি না। কিন্তু আমি এই শ্রেণীর কিস্বদন্তীর উপর বরাবরই আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি।  
 আমার বিশ্বাস, যাহারা বলেন—‘আস্থা’ নাই, তাঁহারাও আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ কোরাণ-মজিদ এবং হাদিসের একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। কোরাণ এবং হাদিসে এই শ্রেণীর সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিকে ‘লাই’মুতো’ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা যে বাস্তব পক্ষে অমর।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

— — —

## চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ

বর্তমান ১৯২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে চতুর্বিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণ বিবৃত হইল।

### স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র

আলোচ্য বর্ষের ১৯শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোক-গমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিজনক, তাহা বাহারা পরিষদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা সম্যক্ অল্পভব করিতেছেন। পরিষদের উন্নতির মূলে তিনি যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে আজ পরিষৎ দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত কি না, সন্দেহ। তিনি একাধারে মাতৃভাষাসেবী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্যবহারজীবী-রূপে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অগ্রতম বিচারপতিরূপে নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ আট বৎসর-কাল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরিষদের সকল কার্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ের মধ্যেই পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় হইতেই বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পরিষৎ বার্ষিক সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তিনি পরিষদের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং রমেশ-ভবনের কমিটির সভাপতিরূপে—ইহার আরম্ভ হইতে রমেশ-ভবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত—উক্ত সমিতির নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের সভাপতি-পদ এবং ১৩২০ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি সাধ্যমত অবসর করিয়া পরিষদের কার্যে ও অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। যুগাধিক কাল ধরিয়া এইরূপ ভাবে পরিষদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি পরিষদের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ হিঁটবী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পরিষদের অগ্রতম গ্রন্থ বিভাগপতির পদাবলী প্রকাশের যাবতীর ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। এই আশ্রিত্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ জন্ম পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-সম্মার জন্ত নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সার ত্রিযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহা-মহোপাধ্যায় ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ত্রিযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রিযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, ত্রিযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, ত্রিযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ত্রিযুক্ত রায় বতীন্দ্র-নাথ চৌধুরী ও ত্রিযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

## চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ

### স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যু ও আর একটি শ্রমশীল ঘটনা। বাঁহারা বড়ের জাতীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্ততম। তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পল্লীমাতার উন্নতি-সাধন-চেষ্টা সর্বজন-পরিচিত। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তবে, তাঁহার সাহিত্য-সেবা--বহুদেশ-ভক্তি ও জাতি-প্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার কল-বরূপ ছিল। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস লিখিত হওয়া কর্তব্য। তিনি তিন বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে গত ২১শে পৌষ, শনিবার পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার জ্ঞাত শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জ্ঞাত নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীকমল পণ্ডিত।

### স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত বর্ষে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণে বলা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২৮শে পৌষ তারিখে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্য পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার ভবনেই পরিষদের জন্ম ও জাতকর্ম হয়। তিনি শৈশবে নিজ ভবনে পরিষৎকে স্থান, সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র নিজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া থক হইলেন।

### কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন

কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণকে পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন জ্ঞাত নিমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে গত ৬ই ফাল্গুন তারিখে উক্ত কমিশনের সভ্য মিঃ পি. জে. হার্টগ, অধ্যাপক রামসে ন্যূ ও মাননীয় হর্নেল সাহেব পরিষৎ পরিদর্শন জ্ঞাত আগমন করেন। এই উপলক্ষে পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ, পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি, কলিকাতার কলেজগুলির দেশীয় অধ্যক্ষ, পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ডাইন্স চ্যান্সেলার মহাশয়গণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, পুঁথিশালা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে দেখান হয়। পরিষদের

মাননীয় সভাপতি সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কমিশনের সভাগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্যাবলী দেখিয়া কমিশনের উক্ত সদস্যগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

### পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, পরিষদের জগদীশ সভাপতি মহাশয় তাঁহার নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় পরিষৎ মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আরও সন্মত ছিল যে, বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিষদে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞকে উক্তরূপে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আস্থানে নিয়োক্ত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দিবার জন্য সন্মতি জ্ঞাপন করেন।—

শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিভাতিষি বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বিকুলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুক্ত বলিনী-মোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত রাধাকমল যুগোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমরনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতি।

আলোচ্য বর্ষে বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় “মারাত্মক অভ্যুদয়ের ইতিহাস” বিষয়ে, বিগত ১৯শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় “ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়” বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের সভাপতি মহাশয় গত ৭ই চৈত্র তারিখে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় “আহত উদ্ভিদ” (Wounded plant)। এই শ্রেণীর বক্তৃতা দ্বারা দেশের ও মাতৃভাবার যে কত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাঁহা বর্ণনাতীত। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্তমান বর্ষে অন্যান্য বক্তৃতাও তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাবার সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন। বাহাতে এই সকল বক্তৃতা স্থায়িতাবে সাহিত্যে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয়ের উল্লিখিত গ্রন্থ ‘সাহিত্য’ পক্ষে প্রকাশিত হইরাছে।

## বান্ধব

হুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পূর্ববৎসরের জ্ঞান আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বান্ধব-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করেন নাই। বাহারা পূর্বে বান্ধব হইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে কৃপা করিলেন নাই। বহুদেশে ধনবান্ ও মাতৃভাবানুরাগী মহাত্ম্যভব ব্যক্তির অভাব নাই। এই সমস্ত লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট সম্পাদক এই সারস্বত আয়তনের সাহায্যকল্পে বান্ধব-পদ গ্রহণ জন্ত অনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বর্তমান সময়ে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের বান্ধব আছেন—( ১ ) মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ( ২ ) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথায়ণ রায় বাহাদুর এবং ( ৩ ) মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

## সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—১২, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, সহায়ক—১৮, সাধারণ (কলিকাতা—৯৮৩ + মকস্বেল—১৩৭৭, )—২৩৬০, মোট—২৩৯২।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতাবাসী ৯৮৩ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৬২৭ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬ জন মকস্বেলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে মকস্বেলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৩৭৭ ছিল। তন্মধ্যে ২৬ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১৭ জনের মৃত্যু ঘটয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ২৮৭ জন মকস্বেলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সদস্যগণ-মধ্যে ২৪ জন মকস্বেলে গিয়াছেন এবং মকস্বেলবাসী ২৪ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৫২৫ এবং মকস্বেলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ দাঁড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মকস্বেলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৩১৪৪ হইয়াছিল।

## বিশিষ্ট-সদস্য

হুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হন নাই। পরন্তু অতীত হুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পরিষদের নিম্নোক্ত বিশিষ্ট-সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোক-গমন করিয়াছেন,—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সার উইলিয়ম ওয়েভার বাণ এবং সার জর্জ বার্ডউড। বর্ষান্ত্রে বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১২ ছিল; এক্ষণে এই সংখ্যা ৯ হইল।

## আজীবন-সদস্য

গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক এক জনের নূতন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণের সংবাদ দিয়াছিলেন। হুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে কেহ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। মাতৃভাবার

## চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ

৫

সেবাকমে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দিয়া পরিষদের আত্মবিশ্বাস-সদস্ত হইতে পারেন, বঙ্গভাষার এইরূপ অসন্তোষের অভাব নাই। পরিষৎ সাগ্রহে এইরূপ মহামুত্তব ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছেন। বর্ষারম্ভ হইতেই এই শ্রেণীর সদস্ত-সংখ্যা ৬ রহিয়াছে।

### অধ্যাপক-সদস্ত

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন অধ্যাপক-সদস্ত নির্বাচিত হন নাই। এই শ্রেণীর সদস্ত দ্বারা পরিষদের যে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তাহা পূর্ববৎসরে বিশেষভাবে জানান হইয়াছে। পরিষদের বিবিধ সাহিত্যিক কার্যে, বিশেষতঃ নান্দ্র্য রসের আকর সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে দর্শনাদি বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ভাবান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অধ্যাপকগণের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে লালগোলায় রাজা বাহাদুরের অর্থে পরিষৎ হইতে মাধবভাষ্যের অমূল্য প্রকাশের কল্পনা সম্প্রতি স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এই শ্রেণীর ও নানাবিষয়ের সাহিত্যিক কার্যে লক্ষপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত অধ্যাপকগণের সাহায্য পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ পরিষৎকে উক্ত কার্যে সহায়তা করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর সদস্ত ৩ জন ছিলেন।

### মৌলবী-সদস্ত

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা আরবী ও পারসী ভাষার বহু অমূল্য রত্নরাজি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এই অভাব দূরীকরণের জন্য পরিষৎ মাদ্রাসা ও মধ্যতমের আরবী-পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণকে পরিষদের মৌলবী-সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে প্ররম্বিত হইয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, নিয়ম প্রণয়নের পর এই তিন বৎসরের মধ্যে একটিও মৌলবী সদস্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন কোন সদস্ত এই শ্রেণীর সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ঐ প্রস্তাব পরিষদের নির্দিষ্ট নিয়মামুসারে না হওয়ার কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাঁহার নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে এইরূপ সদস্য-নির্বাচনে বঙ্গভাষাভিজ্ঞাণী মুসলমান ব্রাহ্মণ আনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

### সহায়ক-সদস্ত

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে সহায়ক-সদস্য ১৮ জন ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্ত-সংক্রান্ত নিয়মামুসারে ৬ জন সদস্যের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পুনর্নির্বাচন প্রয়োজন-বোধে বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা গুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্তরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার স্কুলের আরবী পারসী ভাষার শিক্ষক মৌলবী খরকল আনাদি এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসেবী পূর্ণেন্দুবোহন সেহানবীশ মহাশয়ও সহায়ক সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্বে সাধারণ-সদস্য ছিলেন।



এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা বর্ষমধ্যে ২০ হয়। কিন্তু আলোচ্য বর্ষমধ্যেই পূর্ণেন্দু-মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে। সহায়ক-সদস্যগণ মধ্যে প্রমুখান শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, যুগ্মী আবজল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং ৮পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট সম্পাদন করিয়া, বিশেষ অধিবেশনের জন্য কবিতাদি লিখিয়া, পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধাদি লিখিয়া, অন্তান্ত অমুষ্ঠানাদিতে ও সদস্য-সংগ্রহ দ্বারা এবং শাখা-সমিতিতে কার্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ-ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, অন্তান্ত সহায়ক সদস্যগণও পরিষদের নানা বিভাগের কার্যে সহায়তা করিবেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইয়াছে ;—বিশিষ্ট—১, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—১৯, সাধারণ (কলিকাতা—১৫০৫, মফস্বল—১৬১৯)—৩২১৪, মোট—৩২৫১।

সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সদস্য নূতন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন ও সদস্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

### বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১৬ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দার্কিলিঙ্গে থাকায়, পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে চতুর্বিংশ বর্ষের কর্মসূচ্যাদি নিয়োগ ও কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-কল বিজ্ঞাপিত হয় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও চতুর্বিংশ বর্ষের আত্মনামিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে আজীবন-সদস্য নির্বাচন ও সহায়ক-সদস্য নির্বাচন হয়। ৬পণ্ডিত কালীচরণ বেদান্তবাগীশ ও ৬মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৫টি পুরস্কার-প্রবন্ধের জন্য পদক ও পারিতোষিক বিতরিত হয়।

### মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে এই অধিবেশনগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। প্রবন্ধ—(১) ভদ্রার্জুন—শ্রীযুক্ত সুনীল-কুমার দে এম্ এ, বি এল, (২) “লসৎ” ও “শক ও সংবৎ”—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১শে আষাঢ়, রবিবার। প্রবন্ধ—(৩) বাদালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর, (৪) আখ্যাত—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৩রা ভাদ্র, রবিবার। (৬) রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্। (৭) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাদালা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৪ই আশ্বিন, রবিবার। (৮) উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্ক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় কাব্যার্থী। (৯) জন্মনামা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২শে পৌষ, রবিবার। (১০) আরবী ও কারসী নামের বাদালা লিপ্যন্তর—শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৮শে মাঘ, রবিবার। (১১) অবৈতবাদ ও বৈতবাদ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যার্থী।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১২ই ফাল্গুন, রবিবার। (১১) সূতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৩) বাদালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

নবম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৪) শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা—মোলবী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—২৯শে চৈত্র, শুক্রবার। (১৫) বর্ণমালার কথা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

### মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—(১) মহুজমর্দিনদেবের রোপামুদ্রা—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—(২) বিষ্ণুমূর্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—(৩) একটি প্রাচীন মুদ্রা—৮পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—(৪) সূতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত কারুকার্যবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ড—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

### বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চারিটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরপৃষ্ঠায় তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৭ই আশ্বিন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি, সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যছনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্থন-মোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, 'ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বোণেশচন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত মহোদয়গণ এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের শ্লোক ও কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীকীৰ্ত্তি কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কবিতাটি শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি পরিচয় মন্দিরে রক্ষা করা সম্বন্ধে কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২১শে পৌষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের অন্ততম প্রবর্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অহুন্নামী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গদাচরণ ভট্ট, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জন গুণবৃদ্ধ ভক্তের প্রেরিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যোবকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত এক কবিতা পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা ক্রিয়বার তার কার্য-নির্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে।

### তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮শে পৌষ, শনিবার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ-সাহিত্যের অক্লান্ত সেবক, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষদের অগ্রতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের শ্রদ্ধাকীর্তন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় সর্বশেষে চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

### চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত জ্যৈষ্ঠবর্ষে বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। গত বার্ষিক অভিভাষণ পাঠের জন্ত তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে এই তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

### কার্যনির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত বকিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মুদালকান্তি বোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত রোগীন্দ্রনাথ সমাদার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

(খ) সাধা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আন্তোণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ার তাঁহার স্থলে কার্যনির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং অন্ততম সহকারী সভাপতি সায়দাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ার তাঁহার স্থলে কার্য-নির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর অন্ততম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। কার্যনির্বাহক-সমিতির দুই জন সভ্যের পদ উচ্চরূপে শূন্য হওয়ার ঐ ঐ পদে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ২১টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং একত্বাভীত ০ বার পত্র-ব্যবহার দ্বারা (Meeting in circular) কার্যনির্বাহক-সমিতির সভামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে অন্ত্যায় কার্যমধ্যে নিম্নলিখিত কার্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল ;—

(১) গত বর্ষে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে যে সকল ব্যক্তির সদস্যরূপে নির্বাচনে শ্রীযুক্ত মন্থধর্মোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মন্থধর্মাবাবু আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে নিজে সদস্যরূপে নির্বাচনের প্রস্তাব-কালে তাঁহার পূর্ব-আপত্তির জন্ত হুঃখ প্রকাশ করেন এবং সম্পাদক সেই সকল নির্বাচিত সদস্যকে শ্রীযুক্ত মন্থধর্মাবাবুর মন্তব্য বিজ্ঞাপিত করেন।

(২) ৮সায়দাচরণ মিত্র এবং ৮অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্থিতি রক্ষার জন্ত দুইটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(৩) পরিষদের গৃহশালা ও ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে।

(৪) ছাপাখানা, গুলিশালা, পুস্তকালয় ও ছাত্রসভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিষৎ-পঞ্জিকার সুত্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৫) কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার আগামী বৎসর পরিষৎ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইবে না স্থির হইয়াছে।

(৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করার জন্ত বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে গঠিত শাখা-সমিতি যে নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

আমরা গত বার্ষিক কার্যবিবরণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম যে, (৭) “দেশীয় ভাষার জ্ঞানের আদান-প্রদান না হইলে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার কখনই হইতে পারে না।” উচ্চশিক্ষা কোন্ ভাষায় দেওয়া হইবে, এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বর্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মহামাত্র রাজপ্রতিনিধি প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা করেন, তাহাতে বস্তুতঃ প্রসঙ্গে তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বিশেষভাবে দ্রুতগমন করিয়াছেন যে,

বিদেশীয় ভাষার শিক্ষা দান করিলে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে কি প্রকার বাধা-বিলম্ব ঘটে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্পাদকের প্রস্তাব মতে কার্যানির্কাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে এবং শিক্ষাবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞবর্গকে লিঙ্গাসা করা হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের প্রথা কি ভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কি কি আপত্তি হইতে পারে ও তাহাদের সমাধান কি। তাহার উত্তরে তাঁহারা যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার জন্ত এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি মন্তব্য দিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার সাহায্যেই অচিরে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রবর্তন করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষগণের নিকট অনুরোধ করা হউক। তদনুসারে কর্তৃপক্ষগণের নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্যের সায়াগ্শ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৮) আলোচ্য বর্ষে বজেটে ৩০০ টাকা প্রবেশিকা আদায় হইবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষশেষে ১১১ টাকা প্রবেশিকা পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ৩০০ টাকার উপর বত টাকা প্রবেশিকা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিষদের স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধের জন্ত ব্যয়িত হইবে এবং তদনুসারে কার্য হইয়াছে।

(৯) অত্যন্তম সহায়ক-সদস্য পূর্ণেশ্বরমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিঃস্ব অবস্থার পরজলাক-গমন করায় তাঁহার ছঃছ পরিবারবর্গের সাহায্যকরে সদস্যগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(১০) আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার প্রণালী স্থির করিবার জন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্যানির্কাহক-সমিতির সভাপদপ্রার্থিগণের ভোট সংগ্রহ জন্ত যে পুস্তিকা সদস্যগণের নিকট বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার সভ্যসভ্য নির্দ্ধারণের জন্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হরীকেশ মুস্তকী মহাশয়গণের প্রস্তাব অনুসারে কার্যানির্কাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতির উপর ভার অর্পণ করেন। পরে উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্য কার্য-নির্কাহক-সমিতিতে অনুমোদিত হয়। উহা কার্যানির্কাহক-সমিতির আদেশে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) বঙ্গভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার অত্যন্তম উপায়স্বরূপ কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বঙ্গভাষায় ডাক্তারি বিজ্ঞা শিক্ষা দিবার জন্ত দুইটি বিভাগের স্থাপনের প্রস্তাব বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদন মঞ্জুর না হওয়ার এই বিষয়ে কি কর্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার জন্ত একটি শাখা-সমিতির নিকট পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্য অত্য়পি পাওয়া যায় নাই।

(১৩) পরিষদের নিয়মাবলীর এবং কার্যপ্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্তনের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ ও

মহাশয় প্রকৃতি কতিপয় সদস্য পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত তিন জন সদস্যের উপর, কি কি পরিবর্তন আবশ্যিক, তাহা প্রস্তাবাকারে লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইবার জ্ঞত বলেন। তদনুসারে তাঁহার কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তন করিয়া ও সংযোজন করিয়া সভাপতি মহাশয়কে দেন। সভাপতি মহাশয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীয়েন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের মতামত চাহেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহারী সকলে মিলিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহারী যে মত দেন, তাহা সামঞ্জস্য করিয়া সভাপতি মহাশয় উক্ত নিয়মাবলী আলোচনার জন্ত কার্যানির্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করেন। কার্যানির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী পঞ্চবিংশ বর্ষের নূতন কার্যানির্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে এই সকল প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

নিয়মাবলী সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও কতকগুলি প্রস্তাব দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রস্তাব উক্ত কার্যানির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হইবে, স্থির হইয়াছে।

( ১৪ ) মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-মত স্থির হইয়াছে যে, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তজ্জন্তু পরিষদের সদস্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

( ১৫ ) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত মনোবিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

কার্যানির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে শাখা-সমিতিতে, ছাপাখানা-সমিতিতে, পুস্তকালয়-সমিতিতে, অনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতিতে, বঙ্গভাষায় ডাক্তারি-শিক্ষাদান সম্বন্ধে শাখা সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং প্রবন্ধ-গুলির পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত অরেশপ্রসাদ সর্কাদিকারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্থননাথ রায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্তী।

### কার্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ষে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

- „ ললিতচন্দ্র মিত্র
- „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
- „ কিরণচন্দ্র দত্ত
- „ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
- ধনাধ্যক্ষ— „ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
- গ্রন্থাধ্যক্ষ— „ সুশীলকুমার দে
- চিত্রশালাধ্যক্ষ— „ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- „ ডাঃ বনভদ্রারিলাল চৌধুরী
- ছাত্রাধ্যক্ষ— „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- পত্রিকাধ্যক্ষ— „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
- আয়-ব্যয়-পরীক্ষক— „ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আলোচ্য বর্ষের জন্ত চিত্র-শালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত ডাঃ বনভদ্রারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই পদে নির্বাচিত হন। কার্য-নির্বাহক-সমিতির সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। এই জন্ত কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইয়াছে।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্যালয়ের সর্ববিধ ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্যের ও সমস্ত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য-ভার এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি এবং গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্যভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু পরিষদের কার্যের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার হস্তে পরিষদের কার্যালয়ের সর্ববিধ কার্যভার বহু দিন জুড়িত ছিল। সে সময়ে তিনি পরিষদের জন্ত রীতিমত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য সম্পাদন করিতেন এবং অশেষ কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিষৎ বিশেষ হুঃখিত। বর্ষশেষে তিনি কার্যভার ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে ঐক্য কয়েক দিনের জন্ত অগ্র সহকারী সম্পাদক নিয়োগ কার্য-নির্বাহক-সমিতি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। অত্যাগ্র সহকারী সম্পাদকগণ পরিষদের জন্ত বেক্রপ বহু ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা না করিলে সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের বহু-বিঘ্নত



কার্যভার সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব হইত। ইহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্ত্যবাদের পাত্র। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অল্পগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থাগারের ও পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ-মত তিনি গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বর্ধনের জন্য বথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার দুই খণ্ড—উপভাস ও গল্পের এবং কাব্য ও কবিতার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ অল্পগৃহীত। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় বর্ষের প্রায় শেষাংশে কার্যভার গ্রহণ করায়, চিত্রশালায় কার্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশা করা যায়, তাঁহাকে আমরা আগামী বর্ষে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব। আমরা আরও আশা করি, তিনি তাঁহার চিত্রশালা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিষদের চিত্রশালাটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবেন। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা কি ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ছাত্র-সভ্যগণকে নানা ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কতিপয় ছাত্র-সভ্য সাহিত্যিক অনুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্ত্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিজ্ঞানার্থী শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হইয়া আলোচ্য বর্ষে চতুর্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষপদে থাকিয়াও পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

### পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাত্র সামান্যভাবে মেরামত করা হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে ভালরূপ মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ষার মধ্যেই বাহাতে এই কার্য শেষ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিষৎ মন্দিরের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ;—

- ১। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র
- ২। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের তৈলচিত্র
- ৩। স্বর্গীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র

ঐশ্বর্যমোক্ত ছবিখানি পরিষদের ব্যয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানির জন্য চিত্রকরের

পারিশ্রমিক বাবদ পরিষৎ হইতে ২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে ; অবশিষ্ট ব্যয় সম্পাদক মহাশয় দিবেন । শেষোক্ত ছবিখানি শ্রীযুক্ত অটলবিহারী বোষ বি এন্ড মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ; ইহা অতি জীর্ণ অবস্থায় থাকায়, পরিষদের কতিপয় হিতৈষী সদস্যের ব্যয়ে তাহার সংস্কার হইয়াছে । তৎপরে তিনি ইহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন । তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের জন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে এবং অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক বন্ধ ও চেষ্টায় নিম্নলিখিত আস-বাবগুলি প্রস্তুত হইয়াছে । গ্রন্থাগারের জন্ত দুইটি সুদৃশ্য বড় বড় আলমারী প্রায় ২৪০০০ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সংরক্ষিত হইয়াছে । নীচের হলের মধ্যভাগে চিত্রশালার উল্লেখযোগ্য প্রস্তর-মূর্তিগুলি গ্যালারীতে সংস্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতলের বক্তৃতা-মঞ্চের আরতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে । চিত্রশালার জ্যোতি সাজাইয়া রাধিবার জন্ত দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কুঠারীতে শো-কেস, র‍্যাক, আলমারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাতে চিত্রশালার বিবিধ জব্যসজ্জার সাজান হইয়াছে । দ্বিতলের হলে ও বারান্দায় শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার জন্ত বেঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছে । নির্জনে পাঠ বা কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ত দ্বিতলের বারান্দার উপর দুইটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত তৈলচিত্রগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাধিবার জন্ত দ্বিতলের পূর্বদিকের বারান্দার রেলিংএর উপর কাঠের প্যানেল করা হইয়াছে ও তাহাতে কতকগুলি চিত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত ছয়খানি বৈজ্ঞানিক পাখা খরিদ করিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে ও শ্রোতৃবর্ষের বসিবার স্থানে খাটান হইয়াছে এবং আলো ও পাখার তারগুলি অতিশয় পুরাতন হওয়ার সেগুলি বদল করা হইয়াছে । পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতল ও নীচের হলে চূণকাম করা হইয়াছে । প্রায় ৬০০০ টাকায় উক্ত কার্যগুলি সম্পন্ন করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এই টাকার মধ্যে এখনও ২০০০ টাকা দেনা রহিয়া গিয়াছে । এই সকল কার্য ব্যতীত আরও ২০০০ টাকা সংগৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ-মত কাজগুলি শেষ করিতে পারা যাইবে । এই সমস্ত আসবাব দ্বারা পরিষৎ মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে, তাহা দেখিবার জন্ত সম্পাদক সদস্যগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন । এখনও যে সকল কার্য বাকী রহিয়াছে, তাহা সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্ত পরিষদের দেশপুত্র সভাপতি মহাশয় সকল সদস্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন । সম্পাদকও এই জন্ত সদস্যগণের নিকট তিকার্বী । আশা করা যায়, তাঁহার আগামী বর্ষে এই সকল কার্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবেন ।

### গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত জুগীলকুমার দে এম্ এ, বি এন্ড মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন ।

আলোচ্য বর্ষে ১৮০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, ২০৭ খানি ইংরাজি পুস্তক, ১৬ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ২ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। মোট ৬৭০ খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজি, মুসলমানী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি এবং ১৫৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের দ্বিষ্টত্বী সদস্য, অল্পতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব ছিল। ডাক্তার সাহেব এই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৫ খানি দৈনিক, ৪৮ খানি সাপ্তাহিক, ৬ খানি পাক্ষিক ও ৮৩ খানি মাসিক পত্র ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও অস্ত্রাজ্ঞ গবর্নমেন্ট রিপোর্ট আদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাময়িক পুস্তক যথাসময়ে গবর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষ-গণের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্প্রিংসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের নিকট হইতে ১৮ খানি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত ইনষ্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষগণকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিষদের জগন্নাথ সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় ও চেম্বার গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মন্দিরের নীচের হলের পূর্বদিকের দুইটি কুঠরীর দেওয়াল ব্যাপিয়া বড় বড় দুইটি আলমারী প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের পুরাতন আলমারীগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল আলমারীর পুস্তক এই বড় আলমারী দুইটিতে রাখা হইয়াছে। দিন দিন গ্রন্থাগারের বেক্সপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পুস্তক রাখিবার স্থান সংকুলানের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইবে। বেক্সপ লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাছিয়া দিয়াছেন, আগামী বর্ষে সেগুলি তালিকাভুক্ত হইবে। উক্ত আলমারী দুইটি প্রস্তুত করিবার জন্য ভূতপূর্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট ও বসন্তবাবুর নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অমুগ্রহপূর্বক পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য অরচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের এক একখানি দান করেন। অনেক গ্রন্থকার বা প্রকাশক এ বিষয়ে পরিষদের আর্থনায় কর্পণাত করেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশের এই প্রধানতম সাহিত্যালোচনার মন্দিরে তাঁহারা তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের এক একখানি করিয়া উপহার দিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতি কর্তৃক পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী এক্ষণে কার্য-নির্বাহক-সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়-সংস্কার-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতিতে এবং পুস্তকালয়-

সমিতিতে বাঁহারা সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়ের উপভাস ও গল্পের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের শেষভাগে কাব্য ও কবিতার তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার অনেকাংশ ত্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আগামী বর্ষে অজ্ঞাত বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিষদের পাঠাগার ছুটির দিন ব্যতীত স্থানীয় সাধারণের ও সদস্যগণের জন্ম বেলী ২টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

### পুথিশালা

অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ত্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্তৃবাধীনে ত্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুথিশালার কার্যভার জ্ঞত ছিল। বর্ষের প্রথমে পুথিশালার ৩৬৬৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, ১৮ খানি বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে এবং ৬ খানি খরিদ করা হইয়াছে। . ত্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ত্রীযুক্ত শশীলাল দাস, ত্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী, ত্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে, ত্রীযুক্ত বঙ্কুবাহারী দে, ত্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালা—২৪২১, সংস্কৃত—১০৭৭, অসমীয়া—১, ওড়িয়া—২, হিন্দী—২, পার্শী—১২, তিব্বতীয়—২৩৭ এবং ইংরাজি—১, মোট—৩৭৫৩।

আলোচ্য বর্ষের শেষ চারি মাস একজন অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা পুথির তালিকা করা হইয়াছে; মোট ২৯৯৬ খানি পুথির তালিকা হইয়াছে। পাতা মিলাইয়া প্রায় ৭৫০ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত পুথির মধ্যে ভূতভ্রমর তন্ত্র (বাঙ্গালা মন্ত্রের পুস্তক) এবং একখানি নামহীন বাঙ্গালা জ্যোতিষের পুথি পাওয়া গিয়াছে। মহা-মহোপাধ্যায় ত্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুথিশালার জন্ম বেক্রম বন্ধ ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্ম তিনি পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

### মুসলমানী বাঙ্গালা

আলোচ্য বর্ষে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও অহুসদ্ধান পূর্ববৎ চলিতেছে। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর এই বিভাগের কার্যভার অর্পিত আছে। তিনি এই বিভাগের উন্নতির জন্ম বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেবের এই প্রকারের চেষ্টায় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

## চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব-মত চিত্রশালার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্ত গ্যালারী, শৌ-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল কার্য শেষ করিতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্ত চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় চিত্রশালার দ্রব্যাদির বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার সুবিধা পান নাই। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে দ্রব্যাদির পরিচয় জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে তাড়ানেশ্বর জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকান্তবর্ষ রায় মহাশয় দম্ভজমর্দনদেবের একটি রোপ্য মূর্ত্তা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি তাম্র ও রোপ্য মূর্ত্তা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি কঙ্কে উপহার দিয়াছেন। ফুলছুরী-ষ্টীমার-বাটের হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় কুপ খনন-কালে ১৪১৫ হাত মাটির নীচে ইহা পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় মুশিদাবাদ স্তম্ভীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-খণ্ড উপহার দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বিএ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারানীর বাঙ্গালা ঘোষণা-পত্র উপহার দিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যাদির প্রদাতা-গণকে পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

## ছাত্র-সভা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বর্ষের প্রারম্ভে ৪২ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে ৬৪ জন হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, পরিষদের বিভিন্ন কক্ষক্ষেত্রে কার্য করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে কতিপয় ছাত্র-সভ্যকে লইয়া গিয়া নানা প্রাচীন মূর্ত্তি ও অমূল্যসনাদি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের পুরাতন ছাত্র-সভ্যগণ-মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা করিতেছেন—পরিষদেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। নূতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব লব্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহার আলোচনার ফল প্রবন্ধাকারে পরিষদে পাঠাইয়া-

ছেন। তিনি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরক কার্য বন্ধ আছে। ছাত্র-সভাগণ বাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্ত পরিষদের পুথিরক্ষক মহাশয় সাহায্য করিবেন। কতিপয় ছাত্র, গ্রাম্য ব্রতকথা-সংগ্রহে এবং অসংস্কৃত ভৌগোলিক নাম সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। যদি ছাত্র-সভাগণ উৎসাহের সহিত মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর-কালে দেশের প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবেন। পরিষৎ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভাগণের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল।

### পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ;—

- | পদক বা পুরস্কার                              | প্রবন্ধের বিষয়   |
|--|---|
| ১। হেমচন্দ্র স্মরণপদক                        | মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সমালোচনা।   |
| ২। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার ( ১০০১ )          | বঙ্গীয়-নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু।  |
| ৩। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি ( ২১ )    | এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।       |
| ৪। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ( ২৫ )            | নরহরি সরকারের জীবনচরিত্র।   |
| ৫। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী স্মরণ-পদক— | বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।                          |
| ৬। রামগোপাল রায়-পদক—                        | স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা।                      |
| ৭। শশিপদ রায়-পদক—                           | বর্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়। |
| ৮। ঠাকুরদাস দত্ত স্মরণ-পদক—                  | বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্য।   |

এই সকল বিষয়ে মোট ৪৯টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। ১ম পদক হেমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির উদ্ভূত অর্থের স্রুদ হইতে দেওয়া হইতেছে। ত্রিযুক্ত জগদীশচন্দ্র তর্জাতী এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে মোট ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

২য় পুরস্কার—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের স্মরণ্য পুত্রগণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এই বিষয়ে মোট ৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

৩য় বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পরীক্ষক মহাশয়কর্তৃক পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৪র্থ পুরস্কার ত্রিযুক্ত রায়ঃবতীজনাথ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের

স্বস্তির উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকেন। এই পুরস্কারের জন্ত ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৫ম বিষয়ের জন্ত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সুবর্ণ-পদক দিয়াছেন। এই বিষয়ে ৫টি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এক রৌপ্য পদক দিবে। কিন্তু এই বিষয়ে মাত্র একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও পরীক্ষক মহাশয়কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

৭ম বিষয়ের জন্য দেবালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদক দিয়াছেন। পরীক্ষক মহাশয়-শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়কে পদক দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মোট ২৫টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

৮ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাস হইতে পদক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ মহাশয় এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল।

যাঁহারা উক্ত পদক বা পুরস্কারের জন্য পরিষদের চক্ষে অর্থ দান করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্যনির্বাহক-সমিতির অনুরোধক্রমে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

### স্মৃতি-রক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি কে মাজে মহাশয়কে কবিত্বের মণ্ডর-মূর্ত্তি নির্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে উক্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তহবিলে ২৬, টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি-সমিতিকর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন ও উহার ঘাট বাঁধান হইবে এবং যে স্থানে বসিয়া কাশীরাম মহাভাষ্যত রচনা করিতেন, তথায় একটি দালান নির্মাণ করা হইবে। এই পুষ্করিণীর স্বত্ব যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব স্বত্ব স্মৃতি-সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। পুষ্করিণীর অন্যান্য শরিকগণের নিকটও স্বত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতি-রক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(গ) চণ্ডীদাস স্মৃতি-সমিতি—বীরভূম নগরে চণ্ডীদাসের বাঙালীদেবীর মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে কার্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—ইতঃপূর্বে ১৩২২ বঙ্গাব্দে কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সন্মান সেনহাটা গ্রামে তাঁহার বসত-বাটার দক্ষিণে একটি স্থতিস্তম্ভ নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাস মধ্যে বাহাতে স্তম্ভ নির্মিত হয়, তাহার আয়োজন হইতেছে। যশোহর টাউন হলে কবিবরের এক তৈলচিত্র ও তাঁহার স্মৃতিফলক রক্ষিত হইবে এবং শুদ্ধ যশোহর জেলার নিমিত্ত একটি বৃত্তি বা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(ঙ) সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেউস্কর মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বাহাতে বর্তমান বর্ষে ইহা শেষ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি—বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

(ছ) মীর মশারফ হোসেন—ইহার চিত্রও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই।

(জ) মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঝ) মিঃ লিওটার্ড, (ঞ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (ঠ) রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ড) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঢ) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ণ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ এবং (ত) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। তজ্জন্ত পরিষৎ বিশেষ চুঃখিত আছেন। বাহাতে সম্বন্ধেই ইহাদের চিত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা বর্তমান বর্ষে করিতে হইবে।

(থ) মনোমোহন বসু—ইহার যে চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা ঠিক-মত হয় নাই বলিয়া চিত্রকর মহাশয়কে উহার সংস্কারের জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি এ পর্যন্ত উহার কিছুই করেন নাই। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার পিতামহের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চিত্র বর্তমান বর্ষে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চিত্রের আবশ্যকতা নাই।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস, বাহাদুরের চিত্র, শরচ্চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে—রায় বাহাদুরের স্মরণার্থে পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্ত স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বর্তমান বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, তিব্বতীয় মৌলিক অক্ষরশীল ও গবেষণার জন্ত সময় সময় ১২৬ টাকা মূল্যের একটি রোপ্য পদক দেওয়া হইবে।

(ধ) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতি-সমিতি—কার্য-নির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং প্রতি বর্ষে একটি পদক দেওয়া



হইবে। এই জঙ্গ চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত উত্তর কার্যের উপযুক্ত অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে ভূমিত্র মহোদয়ের একটি স্মরণস্মৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ন) অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি,—শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিৰ্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার উপর এই সমিতির কার্যভার অর্পিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। আশা করা যায়, সম্মুখেই ভূমিস্বত্ব মন্ত্রণালয়ের স্মৃতি পটভূমি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্মৃতি-সমিতিকর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, ভূমিস্বত্ব মন্ত্রণালয়ের একখানি তৈলাচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাদাগী সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

### ব্যোনকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে সর্বসমেত ৩১৪১০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষের উদ্ধৃতি ছিল ২৬০৮। মোট ৫৭৫১৫ টাকা হইতে মুস্তকী মহাশয়ের পরিবারে ৪০৫ দেওয়া হইয়াছে এবং চাঁদা আদায় করিয়া ১০৮৮১০ মোট —৫০৩৮৮০ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষ এই উদ্ধৃতিতে ৭৭৫ টাকা উদ্ধৃত হইয়াছে। এখনও মুস্তকী মহাশয়ের পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় প্রস্থিত। তাঁহার পুত্রগণও কার্যক্ষম হইতে নাই। আশা করা যায়, মুস্তকী মহাশয়ের হিতৈষী পুত্রগণ এই ভাণ্ডার পরিবারের হাথে মোটর জঙ্গ অর্থ সাহায্য করিবেন।

এই সমিতির সম্ভাবনায় এবং পরিগণনায় সম্পূর্ণ ব্যয়ে স্বর্গীয় মুস্তকী মহাশয়ের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলাচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বর্তমান বর্ষে এই চিত্র পারস্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

বিগত বার্ষিক কার্য-বিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় ভূমিস্বত্ব মন্ত্রণালয় ভূমিস্বত্ব মন্ত্রণালয় চিত্র দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কিছু জ্ঞান হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই চিত্র প্রস্তুত বাবদ ১৪৮০ খরচ হইয়াছিল। তদন্থে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু ১০০ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৪৮০ দিয়াছিলেন। এই জঙ্গ উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

### সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে বিশেষ দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সমস্তগণ অবগতই অবগত আছেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পত্রিকা-পরিচালন-নীতির কার্যভার পাইয়াছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কার্য করিয়া-

ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধক্ষক মহাশয়ের বখেটে সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির নিরীক্ষিত অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষান্ত্রে এই সমিতির সভাপদ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করার, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভ্য নিরীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরিচালন-সমিতির সভাগণ, শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের দ্রুত ল্যাভাশতঃ পত্রিকার আয়তন কিছু বর্ধিত করিতে হইয়াছিল। এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ব্যতীত ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯টি প্রবন্ধ বিষয়-ভেদে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত :—

প্রাচীন সাহিত্য	৮
ভাষাতত্ত্ব	৬
ইতিহাস	৩
বিজ্ঞান	২
	<hr/> ১৯

#### প্রাচীন সাহিত্য

(ক) “আর্য্যভট”—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন—তাঁহার নাম আর্য্যভটীয়—ইহাতে দশটি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যাকাছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। এত ক্ষুদ্র গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। আর্য্যভটই জগতের মধ্যে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে—আক্ষরিক ও বার্ষিক গতি। তিনি যে পৃথিবীর আক্ষরিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে—এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখক আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, বরাহমিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) “আর্য্যভট সম্বন্ধে মন্তব্য”—নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মরেন্দ্রকুমার মল্লিক এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ‘আর্য্যভট’ প্রবন্ধোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা, গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃত্ত পরিমাণ নিরূপণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহমিহিরের রচনা, পৃথিবীর গ্রহণ এবং সূর্য্যপরিভ্রমণ মত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে ও সেগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ, ইহা প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন।

(গ) “বিজ্ঞ রঘুনাথের সত্যানারম্ভের পুঁথি”—প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বিজ্ঞ রঘুনাথ-বিবচিত একখানি সত্যানারম্ভের পাঁচালীর পরিচয় এই প্রবন্ধে

প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচালীর দুইখানি পুঁথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি ১২৪৩, আর একখানি ১৮৬৬ সালে লিখিত। পাঁচালী-রচয়িতা রঘুনাথ যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা যতীশ বাবু এই প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং পাঁচালীখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

( ব ) জঙ্গনামা”।—প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—জঙ্গনামা মুসলমানদের একখানি ঐতিহাসিক এবং ধর্মমূলক কাব্য এবং মুসলমানী বঙ্গভাবায় লিখিত। এছের রচয়িতা মুন্সী মহম্মদ ইয়াকুব আলী ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১০১ বঙ্গাব্দে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। জঙ্গনামায় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও দশম হিজরীতে কাসী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক কাব্য “মোক্তল হোসেনের” সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জঙ্গনামার লেখক যে মোক্তল হোসেনের কবির অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কাব্যবাসা-যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে জঙ্গনামা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সিদ্দিকী মহাশয় এই সমস্ত ঘটনা প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে জঙ্গনামা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, পুঁথিখানির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সিদ্দিকী মহাশয় বলেন—এই উপর্যুক্ত তিনি জঙ্গনামার তিনখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

( গ ) “রামানিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিধুবাবুর রচিত টপ্পা-গানসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ “গীতরত্নের” পরিচয় এবং তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১২৪৪ সালে “গীতরত্ন” প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে ১২৪৭ এবং ১২৭৫ সালে যথাক্রমে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপরাপর অনেক গ্রন্থে যদিও নিধুবাবুর অনেক গান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি তাহা গীতরত্ন অপেক্ষা প্রামাণিক নহে এবং তাহাতে এমন সমস্ত গান নিধুবাবুর নামে চালান হইয়াছে, যাহার প্রকৃত রচয়িতা নিধুবাবু নহেন। ইহার পর প্রবন্ধ-লেখক নিধুবাবুর জীবনী, তাহার গানের সমালোচনা, বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

( চ ) “ভদ্রার্জুন” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, তারিচরণ শিকদার কর্তৃক রচিত “ভদ্রার্জুন” নামক নাটকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন—নাটকখানি ১৭৭৪ শকাব্দে, ১৮৫২ খ্রষ্টাব্দে রচিত। রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতে ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে লিখিত সর্বপ্রথম নাটক।

( ছ ) “সমচার-দর্পণ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন, ১২২৫, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৮, ২৩শে মে, শনিবার সমচারদর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সমচার-দর্পণ

বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গঙ্গাধর তর্কট্যার্ঘ্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামক যে কাগজ বাহির করেন, তাহাই প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর তিনি সমাচারদর্পণ হইতে অনেক কৌতুহলজনক বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

( জ ) “সংবাদ-সামুদ্রজন” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—উক্ত পত্রের সম্পাদক ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত। ইহার যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ—সোম বার, ১৫ই চৈত্র, ১২৬০ সাল; ২৭শে মার্চ, ১৮৪৪ সাল।

( ক ) “ঋকার-তত্ত্ব” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ‘ঋ’ অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় ঋকারের উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতেই বা ইহার উচ্চারণ কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তাহা কিরূপে বর্তমান আছে, বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন।

( খ ) “ঋ সম্বন্ধে মন্তব্য” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিহারচন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, ‘কৃষ্ণ’ শব্দ ‘বৃষ্ণ’ শব্দের অপভ্রংশ নহে। উহার অর্থ ‘দীপ্ত’। আলোচ্য প্রবন্ধে ইহার সপক্ষে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

( গ ) “ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “কৃষ্ণ”, “বৃষ্ণ” শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইহার অমুমান এবং প্রমাণ যতটা দৃঢ়, উহার “দীপ্ত” অর্থ করিবার পক্ষে অমুমান বা প্রমাণ তত দৃঢ় নহে। এই মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি যুক্তি এবং প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

( ঘ ) “বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর”। সাহিত্য-পরিবর্তন-পত্রিকার ২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাশ্রম তর্কট্যার্ঘ্য মহাশয় বাঙ্গালা শব্দকোষের সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্ এ মহাশয় সেই সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দকোষে এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ভুলই করিয়াছেন।

( ঙ ) “সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাশ্রম তর্কট্যার্ঘ্য মহাশয় শ্রীযুক্ত বোগেশ বাবুর উক্ত মতের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃতজ, ইহা বলা স্তির অস্ত্র কোন উপায় নাই।

( চ ) “আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টো-

পাঠ্য্য এম্ এ মহাশয় মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের দ্বারা আরবী, ফারসী, তুর্কী ও পুস্ত, এই চারি ভাষা আনয়নের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চারি ভাষার মধ্যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ফারসীর ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী হইতে কতকগুলি কথা আসিয়াছিল মাত্র এবং পুস্তর কোন প্রভাবই ভারতীয় ভাষায় বিস্তৃত হয় নাই। আরবী বাহা কিছু প্রভাব, তাহা ফারসীর ভিতর দিয়া। তুর্কী, পুস্ত ও ফারসী ভাষা মুসলমানগণ ও তাঁহাদের সহিত রাজকাৰ্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত হইয়া এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্র ভাষায় পরিণত হয়—ইহাই উর্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বাদশাহর যে সকল আরবী ফারসী কথা প্রাণ্ডয়া যায়, তাহার অনেক উর্দুর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। লেখক বলেন যে, যে সকল আরবী ফারসী কথা একেবারে বাদশাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বানান মূল ভাষায় অমুযায়ী করিবার চেষ্টা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, ইতিহাস ও অজ্ঞাত পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের ব্যাখ্যায় বাদশাহ বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২৪টি অক্ষর যোগ করিয়া ফারসী, উর্দু, তুর্কী ও পুস্তর লিপি। আরবী অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা সহজে উচ্চারিত হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনিবাহুল্য ঘটয়া গিয়াছে। প্রবন্ধলেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির ভ্রষ্ট তিনি যে যে বাদশাহ অক্ষর বৈকল্পিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন-সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা সুক্তির দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন।

#### ইতিহাস

(ক) “মুসলমানবাদের কয়েকখানি লিপি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় উক্ত জেলাস্থিত বড়নগরের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের লিপির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ৬৯ হইতে ১৭৫ বৎসর পূর্বে এই সকল লিপি উৎকর্ণ হইয়াছিল।

(খ) “আসামের পত্র-পত্রিকা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ মহাশয়, আসাম প্রদেশে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত বহু সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখনও যে সমস্ত সংবাদপত্র বর্তমান আছে, তাহার একটি দ্বারা-বার্ষিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

(গ) “আসামের পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'একটি কথা”। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয় “আসামের পত্র-পত্রিকা” নামক প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় এই প্রবন্ধে সেই সকল সংশয় নিরাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

#### বিজ্ঞান

(ক) “মণিরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং

এম্ সি মহাশয় মগরাহাটের পশ্চিমে অবস্থিত চক্রবর্তীর ভূতল এবং রাঙা মাটি সম্বন্ধে খীর অত্মসন্ধানের ফল বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—মগরাহাটের পূর্ব-উত্তর এবং উত্তরে যে সকল লাল কদম্বস্তর পাওয়া যায়, উহা গঙ্গার জল হইতে নিকিপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কদম্বস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিকিপ্ত হইয়াছে। এই প্রদর্শিত ভূতল সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথাই তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

(খ) “ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য”—এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গণিত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষৎ যে একটি পৃথক্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে এবং যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য (Second Postulate) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, ইহাই ইউক্লীডের ২য় স্বীকার্য। ইহা ইউক্লীডের স্বীকৃত সমতল প্রদেশেই বা সমতল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সম্বীর্ণ ক্ষেত্রে এই স্বীকার্য আবিষ্কার না রাখিলেও চলিতে পারে। এই জন্ত তাঁহাকে সমতল ক্ষেত্রের সহিত বর্তুল ক্ষেত্রের সম্পর্ক আলোচনা করিতে হইয়াছে। সাম-তলিক ত্রিভুজের সহিত বার্তুলিক ত্রিভুজের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া কতিপয় প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে ইউক্লীডের ঐ স্বীকার্যটিকে বার্তুলিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে স্বীকার্যটি কিরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাও স্থাপন করিতে হইয়াছে।

### ছাপাখানা-সমিতি

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সমিতির কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ার, ৪টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়—এই পাঁচ জনকে লইয়া, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক এই সমিতি গঠিত হয়। পরে ২রা আশ্বিন তারিখের কার্য-নির্বাহক-সমিতির ৮ম অধিবেশনে ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং তদনুসারে নিয়মিত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ছাপা-খানা-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইলেন। বধা—শ্রীযুক্ত রায় বভৌজনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ,

বি এল, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ।

বধন সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ জন ছিল এবং তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলে কার্য সিদ্ধ হইত, তখন নিম্নমিতভাবে সদস্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইতেন। কিন্তু সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতে পর-পর কয়েকটি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে পত্র লিখিয়া, একবার সদস্যদিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু একটি অধিবেশনও স্থগিত হয় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিই বোধ হয়, এই প্রকার অসুবিধার প্রধান-তম কারণ।

আলোচ্য বর্ষে সমিতি কর্তৃক পরিষৎ-পঞ্জিকা প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে দুই বৎসরের পঞ্জিকা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণীতে যে যে পুস্তকের দ্বিত কক্ষ্য করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ছাপাখানা-সমিতি তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য ক্রম সম্পাদন করিয়া, বঙ্গোত্তর আভিষেক কক্ষ্য ছাপিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গোত্তর ৫৩ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। ভ্রূণের বিষয়, পাণ্ডুলিপির অভাবে, লেখমালাসমৃদ্ধ নানক পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্যে সমিতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সমিতির উপর অধিক পরিমাণে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পঞ্জিকা ও মাসিক কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার এই ছাপাখানা-সমিতির উপর স্তম্ব ছিল। ইহা ব্যতীত সমিতির অধিবেশনে গ্রন্থাবলী ছাপিবার বন্দোবস্ত, গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ, ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানাসমূহের বিল পাশ, সত্তর মুদ্রণ-কার্য্য নির্বাহের জন্য উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি অনেক কার্য্যের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৩ খানি গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সুন্দররূপে নির্বাহিত হইয়াছে। পরিষদের মুদ্রাঙ্কণ সৎক্ষীয় যাবতীয় কার্য্য এই সমিতির দ্বারাই সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### গ্রন্থ-প্রকাশ

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার স্তম্ব হইয়াছিল। এই বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ত্রায় গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ১২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিষদের সভাপতি মহাশয়, গভর্নমেন্টের অসুবিধাক্রমে

উক্ত ১২০০ টাকা পরিষদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করিয়াছেন ও পরিষদের নিজ ব্যয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থ-সকল প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। **ন্যায়দর্শন (বাৎসায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড)**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যান এবং সম্পাদিত। মূল হুজ, বাৎসায়ন ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্সনী প্রভৃতি ইহাতে আছে।

২। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত চারখানি গ্রন্থ ইহাতে আছে—কাশীনাথকৃত বিজ্ঞা-বিলাপ, কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, গণেশকৃত রামচরিত, দশপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা।

৩। **শারদা-মঞ্জল**—মুক্তারাম সেন-বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত। ইহাতে সংক্ষেপে চণ্ডিকা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **গৌরঙ্গ-সন্ন্যাস**—বাসুদেব ঘোষ প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত।

৫। **জ্ঞানসাগর**—আগি রাজা জয়ক কাম ফকীর-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। দরবেশী গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য চলিতেছে,—

১। **গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত।

২। **সর্বসংবাদিনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত।

৩। **উদ্ভিদজ্ঞান**—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয়-বিরচিত।

৪। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন সিং কর্তৃক সম্পাদিত।

৫। **আকৃষ্ণবিলাস**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত।

৬। **পদকল্পতরু (২য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

আলোচ্য বর্ষে পাণ্ডুলিপির অভাবে লেখমানাক্রমণী গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য কিছুই হয় নাই।

#### আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সর্বস্বকমে মোট আয় ২৪২৯৭/৮, পূর্ব বৎসরের উত্তৃত ২১০১৮/৬, একুনে মোট কমা ২৬৪২৯/১০। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় : ৬১০৪৮/১১ হইয়াছে। বর্ষশেষে উত্তৃত ২২৫৮/০ ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২১৬৭৬/২ কোম্পানীর কাগজ ও ডাকঘরে মজুত আছে। বড়ই উৎসর্গের বিষয় যে, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পরিষদের মাসিক ব্যয়-নির্বাহ করিবার উপযুক্ত আয় এখনও হয় না এবং প্রতি বৎসরই ৬ পূজার সময়ে এবং চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। যদিও সে ঋণ সময়-মত শোধ করা হয় বটে, কিন্তু সদস্ত-গণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মমত দিলে এ ঋণের প্রয়োজন হয় না এবং বর্ষশেষে উত্তৃতের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।



## স্থায়ী তহবিল

পূর্ব পূর্ব বৎসরে উক্ত তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ গত বৎসরে ও বর্তমান বৎসরে পরিশোধ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বজেটের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া টাকা আদায় ও ব্যয় করিতে পারিলে ১৯ বৎসরও মধ্যেই সমুদয় ঋণ শোধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত তহবিলের এখনও ১৭-২৬ টাকা প্রতিকৃত দান অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে তাহার সুদ ঋণের পরিষদের সাধারণ তহবিলে প্রতি বৎসরে অনূন ৮৫০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। পরিষদের হিতকামী সন্তান দাতা মহাশয়গণকে এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহার অচিরে নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিবেন।

## গৃহ-নির্মাণ তহবিল

গৃহনির্মাণ তহবিলে প্রতিকৃত দানের মধ্যে এখনও ২৫১২১০ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই টাকা বধাসময়ে পাইলে গৃহনির্মাণের দেনা মিটাইবার জন্য স্থায়ী তহবিলে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। কিন্তু এই টাকা অতীবনি অনাদায় থাকিতে স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষদ মন্দিরকে সাধারণের সমাক্ষ ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জলের কল ও শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এসকল কারণে এই তহবিলে এখনও অনূন ৩৫০০ টাকা আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব থাকা আমাদের জাতির গৌরবের বিষয় নহে।

## আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

বহু কাল হইতে পরিষদের হিসাবে নানা কারণে ভুলিলতা আসিয়াছে। এই সকল ভুলিলতা পরিষ্কার করিতে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে গত ২৩ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত পরিষদের হিসাব এত সহজে পরিষ্কার হইবার আশা ছিল না। এ জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

পরিশেষে বক্তব্য, পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য এত অধিক যে, তাহা সূচকরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ এই বিভাগের কার্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ বৎসর পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং তদন্ত কাজও অপেক্ষাকৃত সূচকরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমবাবুর এই সহায়তার জন্য পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

### শাখা পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শাখা-পরিষৎগুলিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি আলোচনা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ হইতে শাখাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ শাখার কি ভাবে কার্য হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শাখাগুলির মধ্যে নীরাট-শাখায় স্থানীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা হইয়াছিল। গোহাটী শাখা-পরিষদে ইংরাজরাজত্বের প্রাকালে আসাদের অবস্থা, কানকুপের পূর্বপ্রিয়কলা, কামাখ্যার মন্দিরের ইতিহাস প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়ের অন্বেষণ ও আলোচনা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ও বক্তৃৎপক্ষগণ চট্টগ্রামের মকসলের নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যালোচনার দৃষ্টিকোণে প্রবন্ধ করিবার চেষ্টা, পল্লী-পরিষৎ স্থাপনের চেষ্টা ও পাঠা-পারাদি স্থাপনের চেষ্টা যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। নদীয়া শাখা-পরিষদের উৎসাহী সহকারী সম্পাদক এবং পরিষদের ছাত্রসভা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার মহাশয় নদীয়া জেলার নানা স্থানে ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলি অন্বেষণে রত রহিয়াছেন। ত্রিপুরা এবং ভাগলপুর শাখার ঐতিহাসিক সাহিত্যালোচনা হইয়াছিল। এতদ্বির অত্যাধিক শাখা-পরিষৎগুলি পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি এ বিষয়ে একটু বেশী মনোযোগী হইবেন।

### বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ৩০শে চৈত্র ও বর্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শন-শাখায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর্গাচরণ সাক্ষ্যবেদান্ত-তীর্থ, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ গুপ্ত, সাহিত্য-শাখায়—শ্রীযুক্ত শশীকুমারমোহন সেন বি এল মহাশয় এবং বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্‌ সি ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস এম্‌ এ এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ তত্ত্ব এম্‌ এ। গৃহীত অত্যাধিক প্রস্তাবগুলি স্বাভাবিক বহুভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দানের প্রথা প্রচলন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; এই প্রস্তাবের মকল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে কোথায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রাম-কমল সিংহ ঢাকার গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মলিনীবাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্মিলনের কার্যসম্পন্ন পরিচালন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

## রমেশ-ভবন

১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই অগ্রহায়ণ রমেশ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর, প্রতিষ্ঠা-সভার শ্রীযুক্ত কে, বি, দত্ত মহাশয় যে ২০০ সাহায্য দিবেন জানাইয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। স্থিতি-সমিতির সভাপতি নারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমন অন্ত এই সমিতির কার্য বিশেষরূপে অগম্য হইয়া গিয়াছে।

## মানিঙ্গর ব্যৱহার

আলোচ্য বৎসরে সাহিত্য-সমাজের সমস্ত সভায়, চৈত্র-সেবা সমিতির এবং প্রজাপতি সমিতির বৈঠক এবং অধিবেশনের ভূক্ত পরিষৎ মানিঙ্গের হস্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য বৎসরে জাতীয় নবসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গকে সন্মানিত করিবার জন্য পরিষদে একটি সাক্ষ্য সম্মেলন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রতিনিধিবর্গকে পরিষদের চিত্রশালার জব্য-সস্তার প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহাশয়গোপাধার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত হনৌতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ জব্যাদি প্রদর্শন ও কাব্য্য করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

## গণিত-শাস্ত্রের নুনাভ্যু আলোচনা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্যের সুবিধার নিমিত্ত রিপণ কলেজ-গৃহে এই অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। রিপণ কলেজের গৃহ ব্যবহার করিতে দিবার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত নীলমণ্ডল কবি মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক-পদ ত্যাগ করায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জন নূতন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দেশীয় বিদেশীয় গণিতবিদ-গণের নিকট এবং বিলাতের এই শ্রেণীর সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবুর আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। তিনি অর্থ-চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া বাহাতে একাগ্রচিত্তে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় রত হইতে পারেন, এই সমিতি কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আমরা আর একজন গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ২৪ পরগণা বারাসতনিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায়

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, গণিতশাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব আলোচনা-সমিতির এক অধিবেশনে ত্রিযুক্ত নৃপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

### মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবীগণ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩ জন বিশিষ্ট, ৩২ জন সাধারণ ও ১ জন সহায়ক সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

#### বিশিষ্ট সদস্য

১। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্গ—ইনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানা কল্যাণকর কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের উন্নতির জন্ত তিনি বিলাতে গিয়াও অনেক সময় ব্যয় করিতেন। তিনি ভারতের নানা লোকহিতকর কার্যে নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

২। সার জর্জ বার্ড উড—ইনি ভারতেই জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে ও বোম্বাই নগরের নানা লোকহিতকর অঙ্গুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বোম্বাই নগরের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কার সাধন করিয়া ও তাহাতে বহু দেশীয় ব্যক্তিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাদি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি ও অল্পতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান পরিষদের কার্যবিবরণ মধ্যে নাই। সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে যে, তিনি বর্তমান সময়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অল্পতম প্রবীণ ও প্রধান সেবক ছিলেন। বঙ্গ-চন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সময় হইতে বর্তমান সময়ের বহু সাহিত্যিক আলোচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদর্শনের অনেক গ্রন্থ সমালোচনা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। ‘নবজীবন’ ও ‘সাধারণী’ সম্পাদকরূপে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা এবং বঙ্গভাষার রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত করেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হেমচন্দ্র, সনাতনী ও বৈষ্ণবধর্মগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

#### সহায়ক সদস্য

১। ৮পূর্ণেন্দ্রমোহন সেহানবীশ—ইনি উক্তরব্দের একজন উদীয়মান সাহিত্যসেবী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখায় এবং মূল পরিষদের পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। তিনি নীরবে সাহিত্য সাধনা করিতেন। পরিষৎকে পুষ্টি, মুদ্রা ও দশাবতায়ক

ভাষিকলক দান করিয়াছিলেন। তিনি অতি নিঃস্ব অর্থের অল্প বয়সেই পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার নিঃস্ব পরিবারের সাহায্যকল্পে কার্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশ অনুসারে একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে ও সদতগণকে এই নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

#### সাধারণ সভা

১। ৮ অক্টোবর বহু বি এলু—কলিকাতা শ্রামবাজারের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নানা সংকারণের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি পরিষদের একজন হিঠেবী এবং প্রাচীন সভ্য ছিলেন।

২। ৮ অক্টোবর বন্যোপাধ্যায় বি এলু—ইনি একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

৩। ৮ ডাক্তার ইন্দুনাথ মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি—ডাক্তার ইন্দুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রী, ফিজিক্স ও বটানিতে এম্ এ ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাকটিউলার ছিলেন। তিনি শেষ করেক বৎসর বঙ্গভাষা চর্চার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘জাপান ভ্রমণ’ ও ‘চীন ভ্রমণ’ নামক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি ‘ইক্টমিক কুকারের’ স্রষ্টা করেন। তিনি ছাত্রগণের স্বাস্থ্যগতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—সেগুলি ভারতের নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ৮ রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,—ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন সভ্য। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইঁহার শ্রদ্ধা ছিল। যেনের নানা সদহুঠানে তিনি একজন সঙ্গর ছিলেন।

৫। ৮ করুণাচন্দ্র মজুমদার—ইনি পরিষদের কার্যে ও অধিবেশনাদিতে যোগদান করিতেন। পরিষদে প্রায় আসিতেন ও সাহিত্যের স্রোতিষত চর্চা করিতেন। ইনি অকালে পরলোক গমন করার পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

৬। ৮ কালী প্রসন্ন মৌলিক—ইনি একজন পরিষদের বিশেষ হিঠেবী বহু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত।

৭। ৮ রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর—কটকের কটক প্রিটিং ওয়ার্কস্‌এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৮ গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম উড়িষ্যার সকলেরই সুপরিচিত। তিনি বহু সঙ্গ্রহ ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত করিয়া উক্ত ভাষার প্রতি সাংগে সঙ্গরতা করিয়াছিলেন। লখনৌ তাঁহার অবস্থিৎ সংকারণের জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

৮। ৮ সার চন্দ্রনাথ ঘোষ—সার চন্দ্রনাথের বিষয়ে বঙ্গবাসী যাত্রাই বিশেষরূপে অবগত

আছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে বহু কাল কার্য করিয়াছিলেন। শেষে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। তিনি দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিতেন। তিনি বিচারপতিরূপে সকলেরই প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

৯। ৮তীর্থবাসী সিংহ রায়—ইনি হুগলী হরিপালের একজন জমিদার ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইনি একজন বিশেষ হিটৈষী বন্ধু ছিলেন। নানা দেশ-হিতকর কার্যে যোগদান করিতেন।

১০। ৮দীননাথ সুখোপাধ্যায়—ইনি 'চু'চুড়া বার্তাবাহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষেই তিনি সদস্ত-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। ৮দীনেশচন্দ্র রায়—ইনি চট্টগ্রাম পট্টকোড়ার একজন জমিদার ছিলেন। অল্প দিন পূর্বে ইনি পরিষদের সদস্ত হইয়াছিলেন।

১২। ৮নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল—ইনি বাকিপুরে ওকালতি করিতেন। পরিষদের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ছাত্রের বিষয়, ইনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৩। ৮সার প্রভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, এল এল ডি, পি এচ ডি, সি আই ই। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাহোরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; তৎপরে পঞ্জাব চীফকোর্টের জজের পদে উন্নীত হন। পঞ্জাব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নাতা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী পদে কার্য করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন্স চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে সকল প্রকার কাজেই এক্রূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের আপনাদের লোক ও অত্যন্তম নেতা মনে করিত। তিনি নানা সংকর্ণের সহায়তা করিতেন। কলিকাতার অবস্থানকালে তিনি যাক্ষে মাঝে পরিষদের অধিবেশনে আসিতেন।

১৪। ৮প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—ইহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, অগৌর ঘিরেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত ইডেন্স ক্লাবে তিনি বহু বার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি নাটককারও ছিলেন। 'মিশরমণি' নামক এক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। 'Tunk Aongling in India' তাঁহার অত্যন্ত পুস্তক। 'ভারত-বর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বহু সাহিত্যিকের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

১৫। ৮বদ্রদীপস গোয়েন্দা বি'এ। ইনি কলিকাতার জৈন সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি ইহার যথেষ্ট অগ্রগতি ছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ হিতকর কার্যে তিনি যোগদান করিতেন। বঙ্গভাষা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও তিনি এই ভাষার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন পরিষদের হিটৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

১৬। ৮বিজয়কৃষ্ণ দাস ওপা সাহিত্য-শাস্ত্রী—ইনি চট্টগ্রামের একজন উদীয়মান

লেখক ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবীন সাহিত্যিকের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষার একজন সেবকের অভাব হইল। কালী শাখা-পরিষদে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৭। ৮বিপিনকৃষ্ণ দত্ত—ইনি জয়নগর মজিলপুরের অন্ততম জমিদার ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের ও পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট ছিলেন।

১৮। ৮বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী—ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ইনি অতি অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

১৯। ৮বেণীমাধব সরকার এম্ এ। ইনি আগ্রা কলেজের একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তিনি পরিষদের কার্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

২০। ৮ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল্—ইনি মুরশিদাবাদ বহরমপুরের একজন উকীল ছিলেন। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। ৮ব্রহ্মনাথ পাল চৌধুরী—ইনি রাণাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

২২। ৮ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি অল্প দিন হইল, পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্যে ইহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

২৩। ৮মহীন্দ্রমোহন চন্দ্র—অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পরিষদের কার্যে ইহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

২৪। ৮পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ—তিনি একজন বঙ্গভাষানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এক চতুর্শাঠী ছিল। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর তাজপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

২৫। ৮রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় এবং বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অন্ততম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজি ভাষার কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। অল্প দিনই তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

২৬। ৮শ্রামদাস মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রায় দেড় বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের সকল কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

২৭। ৮সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্—জগলী পানিসেহালা গ্রামে ১৮৪৮ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্বাঙ্গেক্ষা প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্বাস্থিভাবে ও পরে স্বাস্থ্যভাবে হাইকোর্টের জজের পদে কার্য করেন।

বিচার-কার্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভরতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ-কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ও সিন্ডিকেটের সদস্য রীষ্টাকুর আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দেশমধ্যে নানা শিল্পের ও কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতে একলিপি বিস্তারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘দেবনাগর’ নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তিনি “উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য” গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন সমিতির সভাপতিরূপে তিনি ‘রমেশ-ভবনের’ ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কীর্ত্ত-সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরিষদের জন্য তিনি যথেষ্ট সত্ব ও পরিশ্রম করিতেন। পরিষদের শৈশবে তাঁহার দ্বায় উপদেষ্টা ও অভিভাবক না থাকিলে পরিষদের বর্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি ভাঙ্গলপুরে গাতিতা-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থায়ত্বায়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত, বিজ্ঞাপিত, পুঁদাবলি পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮। ৮সারদাপ্রসন্ন সরকার এম এ—ইনি একজন প্রবীণ ডেপুটী মার্জিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বিহার অঞ্চলে কাটাইয়াছেন। তিনি পরিষদের বহু দিনের সদস্য ছিলেন।

২৯। ৮সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ইনি অল্প বয়সেই লোকাঙ্কুরিত হইয়াছেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন।

৩০। ৮হরিন্দাস ঘোষ এম এ, বি এল—ইনি অতি অল্প দিনই পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরলোকগমন করিয়া তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

৩১। ৮হরিন্দন চট্টোপাধ্যায়—ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

৩২। ৮হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ,—বীরভূম রায়পুর গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। মাননীয় সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং ৮হেমেন্দ্রবাবু এক বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি দ্বারবল ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেতে স্বেচ্ছাতির সহিত বহু কাল কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ‘প্রেম’, ‘আমি’, ‘বনফুল’, ‘নির্বীণ’ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ‘প্রেম’ গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোকগমন হইয়াছে,—

১। ৮কুলচন্দ্র দে—ইনি পূর্ববঙ্গের একজন প্রথিতনামা কবি ছিলেন। বহু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিনি ঢাকার ‘প্রতিভা’র নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

২। ৮কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—ইঁহার নিবাস ছিল—বাধরগঞ্জ নীরপুর গ্রামে। তিনি



আগ্রায় জীবনের অধিকাংশ কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রাণম্পর্শী জাতীয়-সদীত-রচয়িতা ছিলেন। অন্যান্য কবিতার মধ্যে “ভারত-বিলাপ” ও “বসুনা-লহরী” নামক দুইটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরতালান্ন করিয়াছেন।

৩। ৮জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল—ইনি নবদ্বীপের দেওয়ান কার্তিকেশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিভাগাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী, পতাকা ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শন, নবভারত, আধ্যদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রের বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে নদীয়া শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং পূর্বে মুগা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

৪। ৮প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে পর্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ডিটেক্টিভ বিভাগে কাজ করিতেন এবং তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম ডিটেক্টিভ উপন্যাস-লেখক। ‘দারোগার দপ্তর’ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে ডিটেক্টিভ উপন্যাস লেখার প্রবর্তন করেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

৫। হেমসুভালা দত্ত—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সহোদর ছিলেন।

### উপসংহার

বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের কার্যক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য-মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটায়, পরিষদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু অশান্তির সূচনা দেখা গিয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহার কলে সংবাদপত্রাদিতে নানাবিধ সভ্যমিথ্যা-জড়িত ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-প্রসঙ্গেও প্রোক্ত মতভেদতার আভাস দেখা গিয়াছিল। কার্যনির্বাহক-সমিতির কার্যবিবরণ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ের সামান্য পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, বাহ্যতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মস্তব্য সহ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এখনও কার্যনির্বাহক-সমিতির বিচার্য্যবীন আছে। আমরা আশা করি যে, অবান্তর বিষয়গুলির প্রতি অবধান না করিয়া, সদস্য মহাশয়েরা পুনরায় পরিষদের উদ্দেশ্যে যে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা, তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন এবং মতভেদ ঘটায় যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরেই দমন করিবেন। এখানে ইহা বলা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরে লিখিত মতবৈধতা ব্যাপারে পরিবদের কার্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় লইয়াও ব্যক্তিগত বিবেচনের ভাব কথঞ্চিৎরূপে যে পরিলক্ষিত হইরাছিল, তাহাই সর্কপ্রকার কষ্টের কারণ। বাহা ইউক, সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষের কার্যবিবরণীতে ইহার প্রসঙ্গ লইয়া, তাঁহাকে যেন আর ছুঃখ প্রকাশ করিতে না হয় এবং ইতিমধ্যেই যেন সর্কপ্রকার অশান্তি ও অঙ্গীতির কারণ বিদূরিত হইয়া যায়।

বর্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে, এই বিষয় লইয়া সর্কত্র আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই এখন মূঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন যে, দেশীয় ভাষা ভিন্ন বিজাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কি উপায়ে এবং কি ভাবে দেশীয় ভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্ত মনোবী মাঝেই এখন চিন্তা করিতেছেন। শুনা যায়, ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। বাহার্য্য ঐ কমিশনে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষার সাহায্যে বাহাতে অচিরেই উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিধি-ব্যবস্থা হয়, তদনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি যে আশা আমরা জনগণের অতি বহু সহকারে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এখন সেই আশা কলবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে দেখিয়া, আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই বলিলেও চলে। কিছু দিন পূর্বে যে কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে লোকের নিকট উপহাস ও বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইত না, এখন সেই কথা—মাতৃভাষার দ্বারা সর্কপ্রকার উচ্চশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার কথা—অনেক মনোবীর নিকট অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই বিষয়ে বর্তমান সময়ে এক প্রকার মতবৈধ নাই বলিলেও বোধ হয়, অকুণ্ঠিত হইবে না। পরিবদের পক্ষে ইহা কম আশ্চর্য্যের এবং গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেশের লোকের মতি-গতি এই দিকে পরিবর্তন করিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছেন তাবিয়া নিজেই খন্ত মনে করিতেছেন। কিছু পূর্বে বাহা হুঃশা বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন তাহা অবশ্য পোষণীয় এবং তাহা কলবর্তী করিবার পক্ষে সকলেরই বধ্যসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের গন্তব্য প্রদেশ ও গন্তব্য স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। কিছু কার্য্য অনেক বাকী,—মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কর্তব্য আছে, অনেক সাধনা করিবার রহিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যেন তাহাতে পশ্চাৎপদ না হই; আমরা সকলে সমবেত হইয়া, আমাদের জাতীয় সর্কপ্রধান কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন উদাসীন না থাকি; বাহাতে অচিরে আমাদের সকলের মাতৃ-স্বরূপিনী, আমাদের সর্কারাধ্যা মাতৃভাষা তাঁহার নিজ গৌরবের আসনে আসীনা হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষাবিধাজ্ঞী হইতে পারেন, তৎসম্পর্কে আমরা সকলে আমাদের বধ্য-সাধ্য কর্তব্য সাধন ও পালন করিয়া, আমাদের জীবনকে আমরা ধন্ত করি। জাতীয় ভাষার পুষ্টি ভিন্ন কোন জাতির কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না। আত্মন, আমরা সকলে আমাদের

জাতীয় সর্ববিধ উন্নতির মূলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষার সেবা এবং তাঁহাকে আমাদের বিশ্ব-বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের বধ্যসাধ্য সাহায্য করাকে আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান দ্রতরূপে গ্রহণ করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ  
২রা আষাঢ়, সন ১৩২৫

}

শ্রীরাঘবভট্টাচার্য চৌধুরী  
সম্পাদক।

---

**দ্রষ্টব্য**—এই কার্যবিবরণের মধ্যে যে সকল স্থানে “পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য” বলিয়া লিখিত আছে, সেই সকল পরিশিষ্ট তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইবে।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য-বিবরণী

চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১রা আষাঢ় ১৩১৫, ১৬ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এম এ, এম বি, এক সি এম ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুরায় রায় প্রাক্ত এম এ, শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাতৃষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা দামোদরদাস বর্মণ, শ্রীযুক্ত রায় কপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায়-কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাতৃষণ, শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এম সি, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহর্ষি, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ বিজ্ঞাতৃষণ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্থননাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত স্বর্গাকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন-রায় বিষ্ণুভট্ট, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রামহরি ভট্ট বি এল, শ্রীযুক্ত ভদ্রেশ্বর শ্রীমানী বি এল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার

মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাচকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথশরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ফণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সরোজবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বকশী, শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত নৃসিংহদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিজেশ্বর বসু, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কেশবনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত দীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নটবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রীকর্ষ, এম এ, বি এল. ( সম্পাদক )।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবহুল গজুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—( সহকারী সম্পাদকগণ )।

আলোচ্য বিষয়—১। প্ৰতি মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) পঞ্চবিংশ বর্ষের জ্ঞাপন পরিষদের কর্মসূচ্য নির্ধারিত সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) পঞ্চবিংশ বর্ষের জ্ঞাপন পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সহকারী সম্পাদক, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ধারিত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ধারিত-সংবাদ জ্ঞাপন। ৬। পঞ্চবিংশ বর্ষের আর্থ-মানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৭। সাধারণ সদস্য-নির্ধারিত। ৮। সহায়ক-সদস্য নির্ধারিত। ৯। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১০। শোকপ্রকাশ—(ক) মহারাজ

রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, ( ৭ ) পরিষদের প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ( ৮ ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে । ১১। বিবিধ।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এন্স মহাশয় বলিলেন,—আমাদের জগন্নাথ সভাপতি আচার্য্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন দার্জিলিং গিয়াছেন বলিয়া আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আমাদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্বে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিখ্যাতনামা সদস্য 'এ' বার রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ইহাদের এই রাজসম্মান-প্রাপ্তিতে সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষ গৌরবাঙ্কিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের রাজ-সম্মান-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করা হউক।

১। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী নাইট, ২। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার নাইট, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, ৪। সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশ শুভ ৩ বি ই, ৬। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম বি ই, ৭। সার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর আই এন্স ৩, ৮। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী রায় বাহাদুর, ৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, ১০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ শুভ, রায় সাহেব, ১১। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাশ শুভ, রায় বাহাদুর।

এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী গত ৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, বহু সময় দিয়া এবং বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইন্স চাম্বেলারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে অনেক বাধা-বিপত্তি পাইয়াছিলেন; অনেক অসুযোগ, গল্পনা, লাহুনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, বাহ্যিক কৰ্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্ত তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই; সিঙিকেটেই হউক বা পেনেটেই হউক, তিনি সকলকে পূর্ণভাবে সকল বিষয়েরই আলোচনার অবসর দিয়া সত্য নির্ণয় ও সত্য গ্রহণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্ব-কালের দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই দুইটি ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈনিক-দল (University

Corpse ) গঠন ; অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতা-  
 গুণে ইহা অবশেষে সাফল্য লাভ করিয়াছে । এই কার্য্যধারার আমাদের জাতীয় গৌরব  
 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় জীবন নূতন ভাবে বিকসিত হইবার অবসর  
 পাইয়াছে । তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য, বাঙ্গালী ছাত্রকে ওকালতি, ডাক্তারি, কেরানিগিরি প্রভৃতি  
 গতানুগতিক পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা দিয়া, জীবিকা অর্জন  
 করিবার নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া । তাঁহার কর্তৃত্বে সেনেটের শেষ অধিবেশনে  
 বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং উপাধি দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে  
 এবং এই প্রস্তাব এক্ষণে মাননীয় চ্যান্সেলার মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট  
 প্রেরিত হইয়াছে । আমরা আশা করি যে, চ্যান্সেলার মহোদয় এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রাহ্য  
 করিবেন । এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে অল্পকিষ্ট বাঙ্গালীর নানা উপায়ে অন্নের সংস্থান  
 হইবে এবং দেশও সমৃদ্ধিশালী হইবে । দেবপ্রসাদ বাবু ছাত্রদিগের পরম বন্ধু—ছাত্রদের  
 উন্নতিকল্পে যেখানে যে কোন সমুদয় হউক না কেন, তিনি আগ্রহের সহিত তাহাতে  
 যোগ দিয়া থাকেন । দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বাহাতে কমিয়া যায়, তজ্জন্ত তিনি এক  
 জন প্রধান উদ্যোগী । তিনি কালিকাতা টেম্পারেঞ্চ ফিভারেশন এবং এন্টি-স্মোকিং সোসাইটীর  
 সভাপতি ; স্কুল ও কলেজে বাহাতে ধূমপান উঠিয়া যায়, তাহার জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা  
 করিতেছেন । বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাবের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী । তিনি  
 আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ; তাঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত  
 করিয়া আমাদের সম্রাট মহোদয় বাঙ্গালী জাতিকে, কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বঙ্গীয়-  
 সাহিত্য-পরিষৎকে সম্মানিত করিয়াছেন ।

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকারের “সার” উপাধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়  
 বলেন যে, ডাক্তার সরকার বঙ্গদেশের চিকিৎসক-সংগঠন অগ্রণী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
 একজন কৃতবিশ্ব ছাত্র এবং বশস্বী সদস্য এবং বাঙ্গালার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের গৌরবস্থল ।  
 কি শিক্ষা-ক্ষেত্র, কি চিকিৎসা-ক্ষেত্র, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, কি ব্যবসায়-ক্ষেত্র, সকল স্থানেই  
 তিনি নিজের চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সৌজন্য-গুণে অত্যন্ত স্থান অধিকার  
 করিয়া আছেন । স্বীয় চেষ্টা, অধ্যবসায় ও উন্নত চরিত্র-গুণে মানুষ কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ  
 করিতে পারে, সার নীলরতন সরকার তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল । কলিকাতা ক্যাম্পবেল  
 স্কুল হইতে তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, আজ তিনি কি আর্টস্, কি  
 মেডিসিন্, উভয় বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে ভূষিত, বঙ্গদেশের একজন এসিক্স  
 সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং বঙ্গ-ব্যবস্থাপক-সভার একজন সদস্য । এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও  
 দেশের লোককে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা  
 করিয়াছেন । সে দিন মাননীয় পতঙ্গর বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চামড়ার ব্যবসায়ের সুখ্যাতি  
 করিয়াছেন । বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের তিনি পক্ষপাতী এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞা-শিক্ষা

বাহাতে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে প্রদত্ত হয়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ উদ্যোগী। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ ঐহাদিগের সাহায্যে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। এরূপ সুযোগ্য জনপ্রিয় ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত করিয়া গভর্ণমেন্ট প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

তাজহাটের রাজা বাহাছর আমাদের আজীবন-সদস্য। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং অপরাপর সম্মানিত ব্যক্তিগণ আমাদের পরিষদের সভা এবং অকুজিম হিতৈষী বন্ধু। তাঁহাদের সম্মানে আমরা বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছি এবং তাঁহাদের সকলকেই আমাদের হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১। ভৎপরে সভাপতি মহাশয় অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গত মাসিক এবং বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি উক্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এবং পরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৩। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মূল সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ ও অসুস্থতা-নিবন্ধন আমাদের এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। দার্জিলিঙ্গে তিনি নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই জন্য তাঁহার অভিভাবণও তিনি আমাদের নিকট পাঠাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার অভিভাবণ-পাঠ অস্ত হুগিত থাকুক। পরে কোনও বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া এই অভিভাবণ পাঠের ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি— আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মাননীয় বিচারপতি স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাছর

মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাছর

রাজা গাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছর



রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়বিনোদ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

কিরণচন্দ্র দত্ত

ডাঃ আবহুল গফুর সিদ্দিকী

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শশীলকুমার দে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনেন্দ্রারিলাল চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(খ)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত না করায়, এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং যিনি ষত ভোট পাইয়াছেন, তাহাও সভায় লে পাঠ করিলেন। (তালিকা 'ক' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শাখা-পরিষৎ হইতে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৬। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহাও তিনি সভায় লে পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই বিবরণী সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে, পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। তাহার কারণ যে, অনেক সভ্যের চাঁদা বাকী রহিয়াছে—পরিষৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আদায় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা তিনি বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় মনে করেন। অত্র বিদ্বজ্জন-সভার সহিত তুলনা করিলে পরিষদের মাসিক চাঁদা ৭৫ সামান্য মাত্র! এসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক চাঁদা ৩০, পরিষদের মাসিক চাঁদা ১০ মাত্র। পরিষৎ শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে নিজ কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; এরূপ দ্বিতীয় সভা বোধ হয়, এ দেশে আর কোথাও নাই। ইহার জন্ত সভাগণ যদি মাসিক ১০ হিসাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে যে বেশী স্বার্থভাগ করা হইল, তাহা তিনি মনে করেন না। অতএব তাঁহার সাহসনয় প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যেন সকল সভ্য যথা-সময়ে তাঁহাদের দের চাঁদা প্রদান করেন। অতঃপর কার্য্য-বিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ইহারা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন। [সদস্যগণের নাম 'খ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্যরূপে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত বা পুনঃ নির্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহারা সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, মোলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ব্রজচাঁদী গণেশনাথ, মোলবী নূর আহম্মদ।

৯। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষৎ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত পুরস্কার-প্রবন্ধ-সকল এখনও পরীক্ষিত হইয়া উঠে নাই। কেবল তিনটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল গত

কল্যা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই,—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য “হেমচন্দ্র অর্পণপদক”, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ “ঠাকুরদাস দত্ত অর্পণপদক” এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু “শশিপদ-রোপ্য পদক” পাইয়াছেন। সেই জন্ত অঙ্ককার সভার এই পদক ও পুরস্কার-বিতরণ স্থগিত রহিল। আগামী কোনও মাসিক অধিবেশনে এই পদক ও পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

১০। শোক প্রকাশ—( ক ) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি অতীব দুঃখের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ইনি পরিষদের জন্ত যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গীয় বোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যেরূপ একাগ্রতাব সহিত পরিষদের সেবা করিতেন, পরিষদের প্রথম সৃষ্টি হইবার পর প্রথম সম্পাদকরূপে ইনিও সেইরূপ পবিষদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। ইহার চেষ্টা এবং উৎসাহে তখন পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক দিন যাবৎ রোগ ভোগ করিয়া ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত।

( খ ) মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর—আপনারা সকলেই জানেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর দেশহিতকর কার্য্যমাত্রেরই কিরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ইহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। লাট-প্রাসাদে যে দিন সভা হয়, সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত ইনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কেঁহই ছিলেন না। ইহার মত শাস্ত্র, সদালাপী এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইহার মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

( গ ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—যে মহাত্মার নাম করা হইল, ইনি যদিও নিজে এক জন কৃতবিন্দু সাহিত্যিক ছিলেন না, তথাপি ইনি সাহিত্য-সেবিগণকে অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি অনেক পূর্বে হিন্দু হোস্টেলের এক জন কর্মচারী ছিলেন; পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী নামক একটি পুস্তকের দোকান করেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিজের উৎসাহ এবং উত্তমে শেষে পুস্তক-প্রকাশকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি খাঁটি লোক ছিলেন এবং পুস্তক-প্রণেতাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা আদর্শরূপ। ইহার ব্যবহারও অতি সরল ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে ইনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই ইহার মৃত্যুতে আজ সাহিত্য-পরিষৎ শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

( ঘ ) দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—ইনি ভারতের নানা বিষয়ে এক জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিস্মৃতিবশতঃ ইহার নাম ইতিপূর্বে করিতে পারি নাই, নচেৎ সর্বাগ্রেই আমি ইহার নামই উল্লেখ করিতাম। ইনি বাঙ্গলার অনেক পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে

এমন কোন সংবাদপত্র প্রায় ছিল না, যাঁহুর সহিত ইনি কোন-না-কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইনি বরসে, বিভার, কৃতিত্বে এবং অতিজ্ঞতার এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কৃতী। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল মহাত্মগণের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত অলখর সেন মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তিনি পরিষৎকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সাদরে এবং ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু  
সভাপতি।

## পরিশিষ্ট—“ক”

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্বাহক-  
সমিতির সভ্য-নির্বাচনের ফল

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২২১	১০। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩০৬
২। " রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮৮৮	১১। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫২১
৩। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৭৯	১২। " অনুল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ	৫৭৯
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি	৭২৬	১৩। " কিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩৭
৫। " রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৭৭২	১৪। " রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	৫২৫
৬। " ডাঃ সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ	৭৫৮	১৫। " মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৮৭
৭। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬	১৬। " রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	৪৬৮
৮। " নগেন্দ্রনাথ বসু	৬৭৫	১৭। " ললিতচন্দ্র মিত্র	৪২৭
৯। " মতিলাল ঘোষ	৬০৮	১৮। " মনমথমোহন বসু	৪২৪

১১।	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮২	২৪।	শ্রীযুক্ত অম্বুলচন্দ্র সরকার	৩৩৮
*২০।	কিরণচন্দ্র দত্ত	৩৮৫	২৫।	রমাপ্রসাদ চন্দ্র	৩৩৫
২১।	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩৫৭	*২৬।	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
২২।	বাণীনাথ নন্দী	৩৪৪	২৭।	অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	৩১৮
২৩।	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪০			

## পারিশিষ্ট—“খ”

### নির্বাচিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীমন্তকুমার দাস গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীকিরণকুমার সেন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার বি এ, বি টি, এসিষ্ট্যান্ট হেড মাস্টার, জামালপুর, এইচ ই স্কুল, জামালপুর, ময়মনসিংহ।  
 প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, মোক্তার, সম্বীপ, নোয়াখালী। প্রঃ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, পুরু-  
 লিয়া, মানতুম। প্রঃ—শ্রীনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, সঃ—কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনলিনীমোহন সেন  
 চৌধুরী বি এল, চিকন্দী, করিমপুর। শ্রীমুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়াল-রাজ বাসা,  
 বাঙ্গালীটোলা, কালীধাম। প্রঃ—স্বামী গুজ্জানন্দ ব্রহ্মচারী, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—  
 শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্তী, সন্তানকুটীর, অষ্টগ্রাম পোঃ, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—  
 শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীনলিনীকান্ত হোয়, বেগডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। শ্রীকৃষ্ণাণ্ড ইনামতি,  
 অরিগেরী। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীকৃষ্ণবিহারী মুখো-  
 পাধ্যায়, জনাই। শ্রীপ্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০ মদন মিত্রের লেন। শ্রীকিশোরীমোহন  
 চট্টোপাধ্যায়, ঐ। প্রঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীকেদারেশ্বর  
 দত্ত, ১০২ বীডন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীধন দাঁ, ১৭ হরলাল  
 দেব লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়,  
 এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারি, বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। প্রঃ—শ্রীযশোদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরাম-  
 কমল সিংহ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, ১০২ লোয়ার সাকুলার রোড। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ  
 ভট্টাচার্য্য, ১২ কারণ রোড, বাণীগঞ্জ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ১০ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।  
 প্রঃ—ডাঃ শ্রীমুকুমার পাকড়াশী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল বসু, ৫১৩ রাজনারায়ণ বিশ্বাসের  
 লেন। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু  
 মল্লিক বি এ, ২২ শ্রীকৃষ্ণ লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ২৭ মদন বড়াল লেন। শ্রীনৃসিংহ-

\* ‘ক’—পারিশিষ্টের \* চিহ্নিত ৭ জন কর্মস্বাক্ষর নির্বাচিত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ২০ জন কার্ধ্যস্বাক্ষর-  
 সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

পদ দত্ত বি এল, ছোট আদালতের উকীল, ৪ ইডেন হস্পিটাল রোড। প্রঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিপদ দাস ঘোষ, ২০।১ শ্রামপুকুর লেন। শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের ৭ম মানের শিক্ষক, লোহজং, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩ চার্লক স্ট্রেন্স, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীজিপ্রাচরণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রমোদকুমার বিশ্বাস, পি এইচ ডি, চট্টগ্রাম। শ্রীজগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, চট্টগ্রাম। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সাকুলার রোড। শ্রীবনওয়ারীলাল রায়, পাজাব লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১১৪৭ মালিকতলা স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।২ বীডন স্ট্রীট। শ্রীকমল সিংহ, ২১২ দম্মাহাটা স্ট্রীট। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩০ রামকান্ত বসুর স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, ৮৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীমৎ আর্ধ্যালকার ভিক্টর, সঙ্কল্পবাগীশ, ১ বুদ্ধিষ্টে টেম্পল লেন, বোম্বাই। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত, বিভাবিনোদ, এম্ আর এ এস, ঐ। প্রঃ—শ্রীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, ১২ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, সঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৮ বেচু চাটুর্ঘ্যের স্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুধকুমার পাকড়ানী, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, ২৬৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, ৫ নীলমণি সরকার লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ স্কিকিয়া স্ট্রীট।

# শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না হৃৎ, সভ্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যভঙ্গ, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্নভঙ্গ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উদ্ভাটনের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৭ ছই টাকা মাত্র।

## ২। কল্প-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—কীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঐশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেলম্‌হোলৎজ—আচার্য্য মঙ্গমূল্য—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেজ্জনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,  
৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির সৃষ্টি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—অর্থ্যাভ্যাস, প্রলয়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ২৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পান্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ বেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্মান্তিক-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আত্মমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্তি নির্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্তি নির্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহস্রময় বঙ্গবাসী মাঝেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি বাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং ধর্ম্মারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

**গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত এক লাগগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থাশ্রুকুল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৯০, সাধা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৯০ এবং সাধারণপক্ষে ৮০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়।

## যক্ষৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re. 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*



বিরাট আরোজনে !

বিরাট সংস্করণ !!!

## মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি,

কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত .

একবার চোখের দেখা দেখুন! দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না! কারণ, এ কাব্যের কথা বাঙ্গালা কোন কাব্যের এমন সর্বদৃশ্যম্বর ও বিরাট সংস্করণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুনুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, রীতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে, মূল, তন্নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা, এবং তন্নিম্নে পূর্বপাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূলে যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আকারে প্রকাণ্ড—৮ পেঞ্জী ডিমাই, প্রায় পৌনে সাত শত পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কবির একখানি হাকটোন মুদ্রচ্ছবি ও কবির স্বাক্ষরিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাঁহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ac-2B-20 Ac-18 নং পত্রে কি লিখিতেছেন, শুনুন :—

To Messrs. S. C. Saual &amp; Co,

26 Shampuker Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of "Meghanad-badh Kabya" edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize and for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. Gunn, Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহার বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকখানি রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ্ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, প্রণীত

## কুমারসম্ভব

ভাব-জগতে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্য অতুলনীয়। কিন্তু প্রাচীন অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অভাবে এত কাল বাঙ্গালা-পাঠিগণ এ কাব্যের সম্যক রসান্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ইহাতে সরল অথচ সাধু গদ্যে এক-একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ দিয়া তন্নিম্নে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিশ্লেষণ-স্থবী সমালোচনা "বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনুল্য" বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রবাসী-আদি মাসিক গদ্যে ও বঙ্গবাসী-আদি সংবাদ-পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষার্থিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে কুমারসম্ভব "বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনুল্য" বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রবাসী-আদি মাসিক গদ্যে ও বঙ্গবাসী-আদি সংবাদ-পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

## “ফলেন পরিচীয়েতে” কথাটা পুরাতন—কিন্তু বহুমূল্য।

কথাটা সকল স্থলেই শুনিতে পান। “ফলেন পরিচীয়েতে” একটা চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য। বস্তুতঃ শুণ দৃষ্টে বিচারই এই মহা প্রবাদ-বাক্যের কুটার্থ। আপনি যদি বার্থ্য শুণজ্ঞ



হন, বাজারে প্রচলিত অত্যন্ত সুগন্ধি কেশ-তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ শুণ পরীক্ষাচ্ছলে আমাদের মহাসুগন্ধি “কেশরঞ্জন তৈল” একবার ব্যবহার করুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনি একবার “কেশরঞ্জন” ব্যবহার করিলে অন্ত-বিধ কেশতৈলের প্রতি আপনার চিত্ত আর আকষিত হইবে না। “ফলেন পরিচীয়েতে” এই কথার পূর্ণ-সার্থকতা আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশের রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, স্বর্ণার সকলেই আমাদের “কেশরঞ্জন” গ্রাহক ও নিরন্তর খারদদার। আমাদের “কেশরঞ্জন” ডায়রিতে অনেক অমোচিত

প্রশংসাপত্রের অমূল্য ও অমূল্য প্রমাণ হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে একখানি “কেশরঞ্জন-পঞ্জিকা” আমাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে লইয়া পাঠান্ত্রে “কেশরঞ্জন” অর্ডার দিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য	...	১ এক টাকা।	মাগুলাদি	...	১/০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	৩০ আড়াই টাকা।	মাগুলাদি	...	৩/০ আনা।

### যন্ত্রণাটা কি একবার ভাবুন দেখি !

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। ডাক্তারে নিজ্জাকারক ঔষধ দিতেছেন, তথাপি তাহাতে সুনিদ্রা না হইয়া কেবল কাক-তন্ত্রা। একটু হাঁপানির বেগ আসিলেই, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলেই, সেই তন্ত্রার অবসান—আর নূতন যন্ত্রণার যন্ত্রপাত। কষ্টকর শ্রমের সহজোদ্যম হইতেছে না, কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইবার হুচন!—কি এক পাষণ্ড ভাবে যেন বুক চাপিয়া আছে। শ্বাসবেগ সময়ে সময়ে এত প্রবল হইতেছে—যেন তাহাতেই দম বন্ধ হইয়া বাইতেছে। সমস্ত রাত্রিটা বালিসের উপর, শরীরের ভার রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। শ্বাসরোগীর ভীষণ যাতনার যে চিত্র উপরে ধরলাম—তাহা কি এক ভিল অতিরঞ্জিত বলিয়া আপনার ধারণা হয়? যদি প্রকৃত পক্ষে নিজ চক্ষে কখনও শ্বাসরোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া থাকেন, তবে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া লইবেন। এই সঙ্গে আপনি জানিয়া রাখুন—শ্বাস বা হাঁপানি রোগের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর প্রতিকার করিতে আমাদের স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ। ব্যবহারে অসংখ্য রোগী কেবল যন্ত্রণামুক্ত নহে—চিরজন্মের মত রোগমুক্তও হইয়াছেন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১০ দেড় টাকা।
ডাকমাগুলা ও প্যাকিং	...	১/০ সাত আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—  
বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

\*  
“বাঙ্গালীর  
অথে ও ছুঃথে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”



ছেলেদের  
শ্রেষ্ঠ বই  
সচিত্র

চারু ও হারু  
ছেলেদের উপন্যাস  
দ্বিতীয় সংস্করণ  
রাজসংস্করণ—৮০



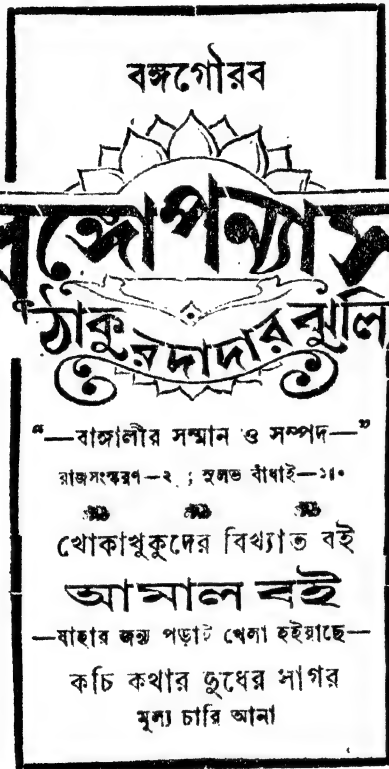
সচিত্র  
সুবমুকুল  
ছেলেমেয়েদের  
পরম স্নানর বই  
মূল্য—১/০

—কথা-সাহিত্যে—

“নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

\*  
আশুতোষ  
লাইব্রেরী



\*  
“বিশ্বসাহিত্যে  
বাঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”



বাঙ্গালার  
মোণার বই  
ঠাকুরমার  
বুলি

বাঙ্গালার রূপকথা  
প্রথম সংস্করণ  
রাজসংস্করণ পাঁচসিক



সচিত্র  
পূজার কথা  
প্রতি গৃহের জন্য  
অশেষ স্নানর বই  
মূল্য—১/০

—কথা-সাহিত্যে—

“নিখিল বঙ্গদেশের  
গভীরতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্কারে

\*  
আশুতোষ  
লাইব্রেরী

\* \* \* \* \*  
সোল এজেন্ট ও প্রকাশক

## তিত্ত ঔষধ



এক “সিরাপ বাকস” ছাড়া বেঙ্গল কেমিক্যালের “নিম” বলুন, “গুলঞ্চ” বলুন, “কালমেঘ” বলুন, কি আর যতগুলি ঔষধ আছে, প্রায় সব-কটাই তেতো। কিন্তু এই তেতো ঔষধের সম্পর্কে “বেঙ্গল কেমিক্যালের” সহিত গ্রাহকবর্গের যে পরিচয়, তাহা অত্যন্ত মধুর।

জ্বরের জন্য “গুলঞ্চ”, আমাশয়ে “কুর্চি”, উদরীতে “পুনর্নবা”, যকৃতের দোষে “কালমেঘ”, এগুলি যতই বিশ্বাস হউক, রোগীর পক্ষে ইহাই অমৃত। এগুলির বিস্তৃত বিবরণ “স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ” নামক পুস্তকে আছে, লিখিলেই বিনা মূল্যে প্রেরিত হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, লিমিটেড্,

## ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি

কবিকুলশেখর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বাঙ্গালী মাত্রেয়ই সম্মানের ও সম্বর্জন্য পাণ্ডা। হাওড়া জেলা তাঁহার জন্মস্থান হইলেও, সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। হাওড়ায় “সাহিত্য-সন্মিলন”র অধিবেশনে সহৃদয় শ্রদ্ধা সাহিত্যানুরাগিগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই মহাকবির স্মৃতিসম্মান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। তদনুসারে “ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি” গঠিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত ত্রিবিধ উপায়ে মহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা চলিতেছে,—

প্রথম।—মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান-সন্নিবন্ধে “রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন” নামে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং সেই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

দ্বিতীয়।—তাঁহার জন্মস্থানে “ভারতচন্দ্র-চতুষ্পাঠী” নামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের এবং পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের সহিত “ভারতচন্দ্র-পাঠাগার” নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে।

তৃতীয়।—মহাকবির জীবন-চরিত, বংশ-বিবরণ, পূর্ব ইতিহাস প্রভৃতি সংবলিত তাঁহার গ্রন্থের একটি বিস্তৃত সলীক নূতন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—“সংস্কৃত ভাষায় যেমন কালিদাস, বাঙ্গালী ভাষায় সেইরূপ ভারতচন্দ্র।” বঙ্গভাষায় ভারতচন্দ্রের স্থান কত উচ্চে, তাহা আর কাহাকেও বুকাইবার আবশ্যক হয় না। মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান এখন আর উপেক্ষিত থাকি আমাদের জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা।

আমরা মহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এত দিন পর্যন্ত উদ্যোগী ছিলাম। এত দিন পরে এখন নবজীবনের নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এত দিনে এখন আমরা আমাদের কর্তব্য ধীরে ধীরে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি। ভারতচন্দ্রের প্রতি স্মৃতি-সম্মান-প্রদর্শনে কবির গৌরবে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা এত দিনে এখন আমরা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি,—আমাদের—বাঙ্গালী মাত্রেয়ই কর্তব্য, মহাকবির স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টার জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা। সেই সদবুদ্ধির প্রেরণাই মহাকবির জন্মস্থানে বিদ্যালয়, পাঠাগার, চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এবং আমরা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলির একটি উৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছি। তবে এ কার্য—এ কর্তব্য, একা আমাদের নহে; এ কার্যের—এ কর্তব্য-পালনের দায়িত্ব—বাঙ্গালি মাত্রেয়ই মস্তকে গ্রস্ত আছে মনে করি। সুতরাং আমরা বঙ্গের সুসজ্জন মাত্রেয়কেই এই ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির পৃষ্ঠপোষণে আহ্বান করিতেছি। আহুন, বঙ্গমাতার সুসজ্জন সহৃদয় শ্রদ্ধাগণ, যাহার যেমন সামর্থ্য, এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করুন। এ প্রসঙ্গে অধিক কিছু অনুরোধ করিবার আবশ্যক নাই; কর্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, আপনাপন সাধ্যানুগত দায়িত্ব বুঝিয়া, আহুন, সকলে সহায় হউন। ইতি ১৫ই আষাঢ়, ১৩২২ সাল।

বিনীত.

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি—শ্রী রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক—শ্রী হর্গাদাস লাহিড়ী।

সাহিত্য-সন্মিলন। ( ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী ) হাওড়া।

শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,  
( সবডিভিসনাল অফিসার, উলুবেড়িয়া ) লোক্যাল কমিটির প্রেসিডেন্ট।

পুনঃ—এই ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সাফল্য-সাধনে যিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাঁর সমিতির সহকারী সম্পাদক ও ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় মহাশয়ের নামে তাহা

## কয়েকখানি পবিত্র গ্রন্থ—

(১) **সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম**—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিমিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শতকল্পক্রমের অমুকরণে এই গ্রন্থ সংকলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থায়-কূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সূত্রহং তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫৮, ২য় খণ্ড ১০৮, ৩য় খণ্ড ৫৮, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫ টাকা। ডাক মাষ্টল সত্ত্ব।

(২) **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে সাহায্যাত্মক বক্তৃতা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের জ্ঞান জ্বল কথোপকথন সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্বে প্রস্তাবনাকল্পে রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই ‘মায়াপুরী’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১০, সদস্ত পক্ষে ৬/০।

(৩) **কবি হেমচন্দ্র**—বঙ্গের সুখ্যাতি লেখক আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়-কৃত কবির হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে দরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ১০/০।

(৪) **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা**—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে অপ্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লামার বাড়ীতে গ্রন্থের কাণ্ডের পাটার খোঁদিত হইবার যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সংকলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ২১০/০, সাধারণ পক্ষে ৪৮/০।

(৫) **কঙ্কপুরাণ**—কঙ্কপুরাণবলম্বনে পয়্যারাদি ছন্দে ৮রানলোচন দাশ গুপ্ত কর্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা আত প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থায়কূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্ত পক্ষে মূল্য ১০/০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১০/০।

(৬) **জ্যোতিষদর্পণ**—শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের হ্রস্বোপাধি বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিপিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১০, সদস্ত পক্ষে ১৮।

(৭) **তীর্থ-মঞ্জল**—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানাতীর্থের বাহাওয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। সদস্ত পক্ষে মূল্য ১০/০, সাধারণ পক্ষে ১০/০।

(৮) **দুর্গামঞ্জল**—স্বর্গীয় ঘোমকেশ মুস্তফা মহাশয় সম্পাদিত। চণ্ডীকাব্যের এই গ্রন্থখানি অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ বহু পুর্বে রচনা করিয়াছিলেন। সদস্ত পক্ষে মূল্য ১০, সাধারণ

# শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

## ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বহুং গ্রন্থ। সূচী—স্থল না ছুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, মৌল্যাত্মক, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ষভঙ্গ, প্রতীতি-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উদ্ভাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, মৌল্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মাধাপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৭ দুই টাকা মাত্র।

## ২। কল্প-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্মের প্রমাণ—ধর্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি পুঙ্খ—ধর্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা মাত্র।

## ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক ফেলুহোলৎজ—আচার্য্য মদনমুখ—ডিমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১।০ দশ আনা মাত্র।

## ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা।

## ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স জানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যভাতি, প্রলয়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৬৬ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা।

## ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের গোপালচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা।

## মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি,  
কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

একবার চোখের দেখা দেখুন। দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না। কারণ, এ কাব্যের কথা বাংলা কোন কাব্যের এমন সর্বোৎকৃষ্ট ও বিরাট সংস্করণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুধুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, প্রতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে মূল, তারম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তারম্নে পূর্ণ-পাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূলে যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত করা হইয়াছে।

গ্রন্থখান আকারে প্রকাণ্ড—৮ দেড় ডিম্বাহ, প্রায় পোনে সাত শত পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কাব্যের একখানি হাকটোন মুদ্রাঙ্কিত ও কবির স্বাক্ষরিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ao 2B-20 Ao-18 নং পত্রিক লিখিতেছেন, শুধুন :—

To Messrs. S. C. Samal & Co, 26 Shampukur Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of "Meghanad-badn Kabya" edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize-book for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. Gunn, Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিভাগসমূহের প্রধান শিক্ষক মহোদয়গণকে আশীর্বাদ প্রদান করিতে, তাহারা বিভাগের পাঠ্যপুস্তক এই পুস্তকখান রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ-বই আদায়গণকে উৎসাহিত করুন।

মহাকবি মধুসূদন দত্তের

## চতুর্দশপদা কবিতাবলী

(ছাত্র-সংস্করণ)

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, কর্তৃক  
ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত।

মেঘনাদ-বধের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ও সমালোচক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ছাত্র ও ছাত্রীগণের পাঠ্যপুস্তক কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সাহিত্য প্রত্যেক কবিতার বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া এই ছাত্র সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার পারাশটে মধুসূদনের নীচের কবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়াছে এবং অবশেষে কাব্যের "শাস্ত্রাবলাপ" এবং "বঙ্গভূমির প্রাতি" দিয়া এই সংস্করণ শেষ করা হইয়াছে। প্রত্যেক কবিতার ব্যাখ্যায় কবিতার সৌন্দর্য বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। মধুসূদনের চতুর্দশপদা কবিতাবলীর প্রত্যেক কবিতাটি কেমন সুন্দর ভাবময়, ব্যাখ্যার সাহিত্য পাঠ করিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং কিরূপে কাব্য-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করিতে হয়, সৌন্দর্য-উপলব্ধি প্রকাশ করিতে হয়, ব্যাখ্যাংশ হইতে তাহাও শিখিতে পারিবেন। সেই জন্যই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য এই বিশিষ্ট সংস্করণ। আমরা ভরসা করি, সকল ছাত্র ও ছাত্রীই ইহার সম্যকভাবে করিবেন। মূল্য ২।



## যক্ষ্ম, মীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co. Ltd**

No. Worli, 18 Bombay.

"Doctor Batliwalla Dadar."

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৭।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। 'গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা  
ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৯০ দুই  
আনা মাত্র।

**প্রাপ্তিস্থান—পরিবহ-কার্যালয়**



—বঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—

বঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

# দাফ্‌গারঞ্জের গ্রন্থাবলী

বঙ্গালীর কথাসাহিত্য

\*  
“বঙ্গালীর  
হৃথে ও দুঃখে  
বিশ্রামে  
ও  
উৎসবে”

\*  
“বিশ্বসাহিত্যে  
বঙ্গালীর  
গৌরবের  
চির-উজ্জ্বল  
মাণিক”

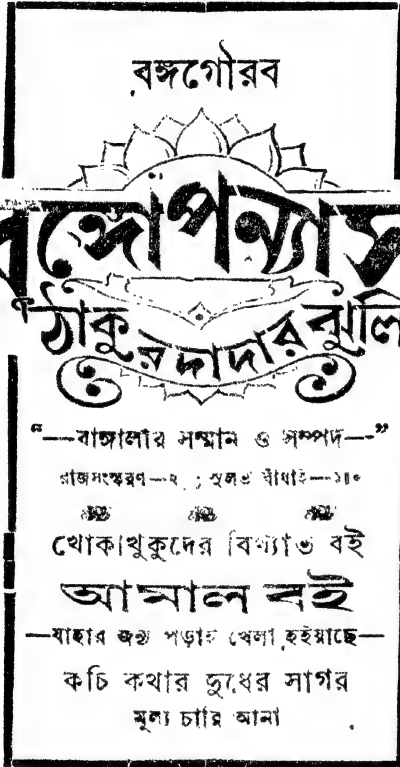
\*  
ছেলেদের  
শ্রেষ্ঠ বই  
সাঁচত্র  
চাকর ও হাকর  
ছেলেদের উপন্যাস  
দ্বিতীয় সংস্করণ  
রাজসংস্করণ—৯০

\*  
সাঁচত্র  
শুবমুকুল  
ছেলেমেয়েদের  
পরম স্নেহ বই  
মূল্য—১/০

—কথা-সাহিত্যে—  
“—নিখিল বঙ্গদেশের  
মজীতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
উপহারে,  
লাইব্রেরীতে,

\*  
আশুতোষ  
লাইব্রেরী



—প্রকাশিত হইতেছে—

“ইতিহাস-কথা”—ও—“ইতিহাসের গল্প”



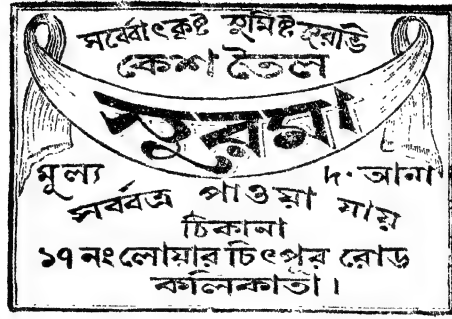
\* \* \* \* \*  
সোল এজেন্ট ও প্রকাশক

\*  
বঙ্গালীর  
মোণার বই  
ঠাকুরদাদার  
বুলি  
বঙ্গালীর রূপকথা  
পঞ্চম সংস্করণ  
রাজসংস্করণ পাঁচসিকা  
সাঁচত্র  
পূজার কথা  
প্রতি গৃহের জন্য  
অশেষ স্নেহ বই  
মূল্য—১/০

—কথা-সাহিত্যে—  
“—নিখিল বঙ্গদেশের  
মজীতম মেহ হইতে  
উৎসারিত—”

সমগ্র গ্রন্থাবলী  
গৃহে, পাঠ্যে,  
পুরস্বারে

\*  
আশুতোষ  
লাইব্রেরী



## বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কিনা ?

- (১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে কিনা ?
- (২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাস্ব স্বচ্ছলিত হয় কিনা ?
- (৩) সর্বদাই মানসিক বিষাদ আপনার আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা ?
- (৪) চেষ্টা করিয়া একটু শ্রমের প্রত্যাশা আনিতে চান, কিন্তু পেটুকুও থাকে না—

এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা ?

- (৫) সর্বদা আপনার মাথা মগে উষ্ণ হাবোদ ও জ্বালা করে কিনা ?
- (৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা ?
- (৭) আপনার মাথার উপরভাগে, টাকবোলের স্রবাপাত হইয়াছে কিনা ?
- (৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তিঃ পূর্বক রাত্রে আপনার স্নিদ্ধার ব্যাবাস হয় কিনা ?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিতচিত্তে আমাদের স্বগন্ধি “কেশ-রঞ্জন তৈল” ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য	১২ এক টাকা।	মান্ডলাদি	১০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	৩৬ আড়াই টাকা।	মান্ডলাদি	৩০ আনা।

## বহুমাত্রিক-রসায়ন।

আমাদের “বহুমাত্রিক রসায়ন” ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমাত্র, বিবিধ মেহজন্তু, মুত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, ভূকা ও মুখশোষ প্রভৃতি বাবতীয় উপদ্রবের বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীবন আনিয়া দেয়; এবং পূর্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাজ্বাতিক ফোটকাই হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য	৫২ পাঁচ টাকা।
ডাকমাণ্ডল ও প্যাকিং	২২ এক টাকা।

**বিনামূল্যে ব্যবস্থা**—মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আত্ম-পুর্নিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। গভর্নমেন্ট মেডি ক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

ত্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

## The Modern Language Research Association.

The object of the association is to bring about correspondence and mutual help between students of modern Languages.

The Association will gladly receive as members any serious students of the living languages of India, and especially Bengali.

Annual subscription—5 shillings. Application for membership to be sent to :—

E. Allison Peers. Esq.

Hon. Secretary, M. L. R. S.

The Old School House.

FELSTED. ESSEX.

(৯) **তীর্থভ্রমণ**—থানাগুল কৃষ্ণনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী বংশের ৮ম জনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ৩৩ বর্ষ পূর্বে যে ভাষ্যের লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তীর্থভ্রমণ নামে প্রকাশিত হইল। প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা এই গ্রন্থে বেশ পাওয়া যায়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। মূল্য সদস্ত পক্ষে ১৯, সাধারণ পক্ষে ১৯০।

(১০) **ধর্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজার যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষান্তরকারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য সদস্ত পক্ষে ১০, শাখাসভার সদস্ত পক্ষে ১০০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

(১১) **মঙ্গলচণ্ডী-পাকালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাঁহারী কবিকল্প চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে বাংলাকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অত্যাশ্চর্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। ভাষান্তরকারীর জ্ঞানিগণ বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্ত পক্ষে ৫০, শাখাসভার সদস্ত পক্ষে ৫০০, সাধারণ পক্ষে ১৫।

(১২) **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। তাহা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। মূল্য সদস্ত পক্ষে ১০, শাখাসভার সদস্ত পক্ষে ১০০, সাধারণ পক্ষে ৫০।

**পুস্তক পাইবার ঠিকানা**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৩৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাদি-  
 মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত “বোধ  
 ও দোহা” এবং বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত  
 চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” অপূৰ্ণ আবিষ্কার ও বাংলা-সাহিত্যের যুগ-প্রবর্তক গ্রন্থ বলি-  
 গণ্য হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ভাষা হাজার বৎসরের পুরাতন বা  
 বাংলা-ভাষা কি না—সে সম্বন্ধে মণ্ডিত-মণ্ডলীর মতভেদ আছে; কিন্তু তর্কস্থলে ঐ ভাষা  
 প্রাকৃত-সম্ভূত অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিলেও, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে প্রা-  
 ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ শৌর্যসেনী, মাগধী, অদমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত-ভাষা বাংলাদেশের  
 হাওয়ার গুণে কিরূপ অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল, উহা না দেখিলে বাংলা-ভাষার উৎপত্তি-  
 ভালরূপে বুঝা যাইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা আমরা বাংলা-ভাষার আ-  
 যুগের রচনার একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছি। উহা লইয়া এখন অনেক আলোচনা চালা-  
 য়া যাইবে। বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” তত প্রাচীন না হইলেও নানা কারণে বান-  
 পাঠকদিগের নিকটে অনেক বেশী আদরের জিনিস। বাংলাদেশে চণ্ডীদাস সর্কাপেক্ষা প্রাচী-  
 ন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা। তাঁহার কিছু প্রবর্তী কবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের একটি বি-  
 সংস্করণ প্রকাশিত করার অভিপ্রায়ে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ব-  
 কয়েক জন মনীষী ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন,—উহার সমিতি-  
 চেষ্ঠায়ও কৃত্তিবাসের রচিত খাট রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের খা-  
 ট পুথি পাওয়ার সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াই অবশেষে সমিতির অগ্রতম সদস্য মনীষী শ্রী  
 হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের তিন শত বৎসরের পুরাতন পুথি-দৃষ্টে কে-  
 অঘোধ্য ও উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, তিন শত বৎসরে  
 পুরাতন পুথির পাঠের সহিত বটতলার সংস্করণের একটি পংক্তিরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই  
 কৃত্তিবাসের রামায়ণের বয়স এখন আনুমানিক ৫০০ কি ৫৫০ বৎসর হইয়াছে। পর-  
 ত্তই তিন শত বৎসরের মধ্যেই যদি রামায়ণের পুথিগুলির এতটা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তা-  
 হইলে পূর্ববর্তী দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে পাঠের আরও কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ-  
 বলিতে পারে? চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসেরও কিছু পূর্ববর্তী; তাঁহার রচিত পদাবলীর  
 এখন আনুমানিক ৬০০ বৎসর হইয়াছে। পদাবলী প্রায় সর্বত্রই মুখে মুখে গীত হ-  
 উহা ক্রমেই বিকৃত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা, রামায়ণের ভাষা গ্রন্থের পাঠ বিকৃত হওয়ার  
 সম্ভাবনা নাই। তার পর এখন বাংলা-দেশে দেড় শত, কি দুই শত বৎসরের অধিক  
 কোন পদাবলীর পুথি পাওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সকল পুথির লিখিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর

কোন একটি পংক্তিও চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা কি না, সে বিষয়ে দাক্ষণ সন্দেহ জন্মে। এত কাল পর্যন্ত চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথির অভাবে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী-অবলম্বনে আমরা তাঁহার ভাষা ও কবিত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে নানারূপ জন্মানা-কল্পনা করিতেছিলাম; বসন্ত বাবু “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” সে সমস্ত এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে উত্তম হইয়াছে। রাঘবের স্বভাব, সহজে চির পোষিত সংস্কার ছাড়িতে চাহে না; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যাইতেছে। বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, উহা নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে ও গ্রন্থখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, উহাই যে চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা এবং এত দিন পর্যন্ত যে সকল পদাবলী চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল,—উহার ছই একটি পদ ভিন্ন বাকিগুলির ভাষা কিংবা ভাব যে চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু অনেকে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা কিংবা ভাব চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভ্রাতৃ-উৎকৃষ্ট ও উপাদেশ নহে, সে জন্য উহার রচয়িতা চণ্ডীদাসকে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। “রাধার কলঙ্কজ্ঞান” ও “কৃষ্ণের জন্ম-লীলা” পুথির রচয়িতা চণ্ডীদাস ‘বড়’ কিংবা বাণ্ডলীর উপাসক বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ঐ পুথি দুইখানার রচনার সহিতও কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়—এ জন্য অনেক সমালোচকই ঐ পুথি দুইখানা বাণ্ডলীর উপাসক বড় চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকেও সেইরূপ অল্প এক চণ্ডীদাস মনে করা যায় কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেক স্থলেই আপনাকে বাণ্ডলীর সেবক ও বড়, বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাম্পদ ত্রিবেদী মহাশয় কৃষ্ণকীর্তনের মূখ-৭ঙ্কে এই সমস্তার কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন,—“তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি ছই জন ছিলেন? ছই জনেই বড় চণ্ডীদাস, বাণ্ডলীর স্মাদেশে গান-রচনার নিপুণ, রাবী রজকিনীর বধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্তা, নানা প্রশ্ন বাজালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্তার মীমাংসার আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।” ত্রিবেদী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার চণ্ডীদাসের স্থর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের ‘মস, তাহার উদ্ভাটনা এই কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার আছে কি না, রসজেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে দ্বাদশ চণ্ডীদাসের গান জনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণে ঐ ভাষার অগত্য ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পথেই যে মস, যে উদ্ভাটনা পাইত, আমরা

এখন ভাষা পাইব না। কিন্তু এই প্রেমের আলোচনা আবশ্যক; 'তাই ওহন বুঝি রাখিলাম।'

রামেন্দু বাবু সুধবন্ধে চণ্ডীদাস-সম্ভার যে আভাস দিয়াছেন, উহার সমাধান করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি, ভাষা, আখ্যান-বস্তু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হয়। লিপিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু গ্রন্থের প্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির হস্তলিপির আলোচনা করিয়াছেন; উহা দ্বারা গ্রন্থের উপাদেশতা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাখাল বাবুর মতে কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লিখিত।

বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্য ও টীকার অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ বা কবিত্বের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। কৃষ্ণকীর্তনের মত অপারিচিত ও অনভ্যস্ত ভাষা ও ভাবপূর্ণ একখানা বৃহৎ গ্রন্থের গভীর আলোচনার 'যে অবকাশ, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার প্রয়োজন, অধিকাংশ পাঠকেরই তাহা নাই; হুতরাং অন্ততঃ সাধারণ পাঠকদিগের কোতূহল উৎপাদনের জ্ঞাত ও ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্বের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলে গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইত। বসন্ত বাবুর জ্ঞান প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞ সম্পাদক যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই, আমরা গিয়ে পক্ষে এ স্থলে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে বাওয়া হুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি পাঠ করিতে যাইয়া আমরা উহার ভাষা, আখ্যান-বস্তু, ছন্দ ও কবিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াও পারিতেছি না। যদি আমাদের এই আলোচনা পাঠ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অগ্রদূত পাঠকদিগের মধ্যে অরসংখ্যক ব্যক্তিরও এই অপূর্ণ গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনার উৎস্রুকা অশ্রু, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

আমরা প্রথমে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বসন্ত বাবু অজুত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্তনের শব্দাবলীর একটি প্রকাণ্ড হুচা গ্রন্থ-শেষে সংযোজিত করিয়াছেন; উহাতে প্রায় সকল শব্দেরই অর্থ ও প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। তিনি টীকার অনেক স্থলেই ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন ও তুলনার জ্ঞাত বিজ্ঞাপাত, মাধব কন্দাল, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মৈথিল, আসামী ও বাংলা প্রাচীন কবিদগের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্তনের শব্দ ও বর্ণ-বিত্তাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকীর্তনে প্রাকৃত ও তজ্জাত শব্দ-সংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিত্তাস-প্রণালী কিছু বিচ্ছিন্ন। গ-কার ও ন-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে।” বসন্ত বাবুর এই উক্তিটির আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। শৌরসেনী প্রাকৃতে ন-কারের স্থলে সর্বত্র গ-কার বিহিত হইয়াছে;—ন-কার কোথায়ও দেখা



যায় না। শৌরসেনী প্রাকৃতের এই নিয়মটি, উহার উচ্চারণের অনুরূপ, না কেবল এরূপ লেখার কার্য, সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। ন-কারের উচ্চারণ অপেক্ষা গ-কারের উচ্চারণ কঠিন; কঠিন হইতে সহজে যাওয়াই অপভ্রংশের সাধারণ নিয়ম। ব্যবহারেও তাহাই দেখা যায়। হিন্দী, মৈথিল ও বাংলা ভাষায় গ-কার প্রায় সর্বত্রই ন-কাররূপে উচ্চারিত হয়। কৃষ্ণকীর্তনের শব্দ-সূচিতে ২৮০টি ন-কারাদি শব্দ আছে; কিন্তু গ-কারাদি মাত্র ১৪টি শব্দ দেখা যায়। সেই ১৪টি গ-কারাদি শব্দও আবার অনেক স্থলে ন-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রায় সম-সাময়িক বিজ্ঞাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্বত্র গ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায়; এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের সময়ে যে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখনও ন-কারাদি, আর কখনও গ-কারাদিরূপে উচ্চারিত হইত, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বাংলা-ব্যাকরণ রচিত হওয়ার পূর্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও প্রায়ই শব্দের অক্ষর-বিজ্ঞাসে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও বন্ধ-গন্ধের দিকে দৃকপাত করিতেন না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকারও যে খেচ্ছাচার হেতুই ন-কার স্থলে গ-কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্তনে স-কার-বাহুল্যও যে কিয়ৎপরিমাণে লিপিকারের খেচ্ছাচার-জনিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ-কারাদি বহু শব্দই আমরা স্থানান্তরে স-কারাদিরূপে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স-কারাদি হইবে, তাহা প্রায় কোন স্থলেই শ-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু বাহা শ-কারাদি হইবে—এরূপ ‘শক্তি’, ‘শর’, ‘শরণ’, ‘শলি’, ‘শাপ’, ‘গুন’ প্রভৃতি বহু শব্দ ‘সক্তি’, ‘সর’ ইত্যাদি স-কারাদিরূপে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং লিপিকারের যে স-কারের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব-জনিত কি না, তাহাই বিচার্য বিষয়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় স-কারের বাহুল্য দেখা যায়; উত্তর-পশ্চিম ও মিথিলার লোকেরা অজ্ঞাবধি শ-কারের পরিবর্তে প্রায়ই স-কার উচ্চারণ করে। বাংলা-দেশের ব্যবহার উহার বিপরীত; বাংলা-দেশে স-কার প্রায় সর্বত্রই শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। চণ্ডীদাসের বাস-স্থল বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ও মিথিলার সন্নিহিত বলিয়া, সেখানে প্রাচীন কালে শ-কার স-কারের মত উচ্চারিত হইত, ইহা অনুমান করিলেও করা যাইতে পারে। রাঢ়-দেশের অশিক্ষিত লোকের কথা ভাষায় এখনও ‘সব’, ‘সকল’ ইত্যাদি শব্দে স-কারের ( ইংরেজি S অক্ষরের জায় ) প্রকৃত ন্যস্ত উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বোধ হয়, স-কারের এই ন্যস্ত উচ্চারণেরই প্রাবল্য ছিল এবং উহা হইতেই বোধ হয়, প্রাচীন পুথিতে স-কারের এত বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। কি কারণে যে উহার বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং এখন প্রায় সমস্ত বাংলা-দেশে স-কারের ন্যস্ত উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়া, উহা শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়, তাহা ভাষা-তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা মনে হয়। হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা আধুনিক বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অনেক বেশী—তাহা সকলেই জানেন। আমাদের মনে হয়, যখন হইতে সংস্কৃত

শ্যাকরণের দিকে বাংলা-ভাষার এই অতিরিক্ত ঝাঁক পড়িল, তখন হইতেই শৌরসেনী-প্রাকৃতের বর্জিত শ-কারের পুনঃপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শ-কারের ( ইংরেজি Sh অক্ষরের স্থায় ) তালব্য উচ্চারণ কিরিয়া আসিল। অপ্রচলিতকে চালাইতে হইলে একটু অতিরিক্ত, একটু অস্বাভাবিক চেষ্টার আবশ্যক হয়; সেই অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে ক্রমে সেই তালব্য উচ্চারণ স্থানে-অস্থানে প্রযুক্ত হইয়া শ-কারের স্থায় অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ কিরিয়া বসিল। কৃষ্ণকীর্তনের সময় হইতেই বোধ হয়, শ-কারের প্রভাব একটু একটু কিরিয়া বাড়িতে আরম্ভ কিরিয়াছিল—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত শ-কারই প্রবল; তাই আমরা দেখিতে পাই, শ-কার কখনও শ-কারের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশে সাহসী হয় নাই; কিন্তু শ-কার নিষেধ না মানিয়া, ‘সকতি’, ‘সর’, ‘সরণ’ প্রভৃতি বহু শব্দেই শ-কারের স্থায় অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ কিরিয়া বসিয়াছে। শ-কারের এই আধিপত্য যে শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব ও কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতার সূচনা করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন বাংলা-পুথি হইতে কৃষ্ণকীর্তনের বর্ণবিজ্ঞাসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে শ-কারের স্থায় আ-কারেরও অনধিকার-প্রবেশের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ‘অকারণ’, ‘অঙ্গ’, ‘অচেতন’, ‘অতি’, ‘অধিন’ প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের পরিবর্তে ‘আকারণ’, ‘আঙ্গ’, ‘আচেতন’ ইত্যাদি আ-কারাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; হানান্তরে আবার ‘অকারণ’, ‘অঙ্গ’ ইত্যাদি রূপ প্রয়োগেরও অভাব নাই। এইরূপ বিসদৃশ প্রয়োগের কারণ কি, বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। লিপিকার যে কেবল খেচ্ছাচার হেতু এতগুলি শব্দের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ কিরিয়া কেলিয়াছে, ইহা কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। অভিজ্ঞ পাঠক মাজেই জানেন, সংস্কৃতে অ-কারের উচ্চারণ ঠিক বাংলা অ-কারের মত নহে; সংস্কৃত অ-কার আ-কারেরই হ্রস্ব-সংস্করণ; অর্থাৎ সংস্কৃত অ-কার একটু বেশী দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেই আ-কার হয়। বাংলা অ-কারের উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলেই অ-কার ও ও-কারের মাঝামাঝি, —কতকটা ইংরেজি ( O ) অক্ষরের মত। এজন্তে বাংলা ‘কলম্’ শব্দটি সংস্কৃত-ধরণে উচ্চারণ করিলে, অনেকটা বাংলা ‘কালাম্’ শব্দের স্থায় শুনার। হিন্দী ও মৈথিল ভাষার অ-কারের এই প্রাচীন উচ্চারণ অত্যাশ্চর্য্য প্রচলিত আছে; কেবল বাংলা-ভাষারই উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে ‘অকারণ’, ‘অঙ্গ’ প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের আ-কারাদি প্রয়োগ দেখিয়া অস্বাভাবিক হয়, সে সময় পর্য্যন্ত অ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই। শব্দের আশ্রয় অকার, উচ্চারণে বাঙ্গালা আ-কারের মত প্রতীত হওয়ার, অনেক স্থলে আ-কার দ্বারা এবং সংস্কৃত বর্ণ-বিজ্ঞাসের সাদৃশ্য হেতু অনেক স্থলে অ-কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ইহা অ-কারের প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চারণের সন্ধি-কালেরই সূচনা করিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন বাংলা পুথিতেই আমরা অ-কারের স্থলে এইরূপ আ-কারের প্রয়োগ পাই না; হতভাগ্য কৃষ্ণকীর্তনের পুথি যে ঐ সকল বাংলা পুথির মধ্যে প্রাচীনতম, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা হুদুর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে। এরূপ শব্দ-সাম্য দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানা বুঝি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ঘুরিয়া, ঐ সকল প্রদেশের কতকগুলি অপ-শব্দ সঞ্চিত করিয়া, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি বাংলার সকল প্রদেশের ভাষাই একই আকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। হুতরাং পরবর্তী সময়ে এই সকল ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, আদিম যুগে সেই পার্থক্য ছিল না—থাকিতেও পারে না। অতএব কৃষ্ণকীর্তনের ব্যবহৃত শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিশ্তিক্রির সহিত হুদুর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য-দর্শনে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার দেশান্তরে প্রচার হেতু বিরূতি প্রমাণিত না হইয়া, বরং উহার অসাধারণ প্রাচীনতাই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রদ্ব্যম্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার ‘বাল্লালা শব্দ-কোষ’ নামক উৎকৃষ্ট গবেষণাপূর্ণ অভিধান গ্রন্থে রাতের প্রাচীন ও আধুনিক কথ্য ও লেখ্য ভাষার বহু শব্দই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দের সম্বন্ধেই টীকার নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার অনালোচিত কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব।

**চিতরে**—(‘চিং হইয়া, উত্তান ভাবে’) ২। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য-ভাষায় ‘চিতর’, বধা—‘চিতর হইয়া পড়িল’ ইত্যাদি। ‘চিং’ ও ‘চিতর’ শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।

**আগুছিয়া**—(‘আগে আসিয়া, সম্মুখবর্তী হইয়া’) ২২৪। পূর্ব-বঙ্গে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করাকে ‘আগোছা’ বলে। বোধ হয়,—‘অগ্রে সরিয়া’ হইতেই ‘আগুছিয়া’ হইয়াছে।

**টেটন**—(‘ধূর্ত, শঠ’) ১৭, ২১৭। পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এই শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত ‘ধৃষ্ট’ শব্দের অপভ্রংশ ‘টীট’ শব্দের সহিত ইহার কোন যোগ আছে কি? ‘টীট’ শব্দটি বাংলা কোন কোন পুথিতে ‘টীট’ রূপে দেখা যায়।

**সকালে**—(‘পূর্বাঙ্কে, সন্ধ্যায়’) ১৪২, ২১২। ‘সকাল’ শব্দটি ‘তৎসম’ শব্দ বলিয়াই বোধ হয়; (‘কালেন সহ বর্তমানং সকালং’ বাক্য করিলে উহার মৌলিক অর্থ ‘প্রভাত’ বা ‘পূর্বাঙ্ক’ নহে, উচিত সময় বা ‘সন্ধ্যায়’ অর্থই প্রকাশ পায়। পূর্ব-বঙ্গে ‘সকাল’ শব্দ ‘সন্ধ্যায়’ অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

**তড় পথে**—(‘হুলপথে’) ১৬৭। পূর্ব-বঙ্গে ‘তড়-পথে’ ও ‘তড়ে’ উভয় শব্দেই ‘হুল-পথে’ বুঝায়। ‘তড়’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ভট’ শব্দের প্রাকৃত-রূপ ‘তড’ শব্দের অপভ্রংশ।

**জুড়িল**—(‘আরম্ভ করিল’) ২৩৪। ৩৭৬। সংস্কৃত ‘যুট’ ধাতু হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণকীর্তনের স্থলীতে যে দুইটি প্রয়োগের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটিতে ‘নান্দ যশোদা মিলি

জুড়িল কান্দন' ও দ্বিতীয়টিতে 'না পাইয়া জুড়িল কান্দনে' আছে। এইরূপ আরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—'দামোদর জুড়িল নাচনে' ২৩৬ পৃষ্ঠা। 'জুড়' ধাতুর এইরূপ রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগ পূর্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত আছে।

**বিচারিঅ**—('অন্বেষণ করিয়া' ২২০।৩২২।' সংস্কৃত 'বিচার্য' (প্রাকৃত—বিচারিঅ) শব্দের 'বিচার করিয়া', 'আলোচনা করিয়া' অর্থ হইতেই 'অনুসন্ধান করিয়া, অন্বেষণ করিয়া' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থে পূর্ব-বঙ্গে সর্বত্র 'বিচরাইয়া' শব্দের ব্যবহার আছে।

**বাহুক**—('বাক, তার-বষ্টি' ১৬৮, ১৬৯।' পূর্ব-বঙ্গে 'বাহুক' শব্দটির খুব প্রচলন ছিল; এখন অনেক স্থলে 'বাক' বলা হয়। ইহা বোধ হয়, প্রাকৃত 'ব্যাভাকী' শব্দেরই অপভ্রংশ। খুঁজিলে এইরূপ আরও অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর 'কলি', 'কৈলী' ও 'কোল' শব্দ তিনটি কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাঢ়দেশের প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার না থাকাতোই বোধ হয়, বসন্ত বাবু ঐ শব্দগুলির অর্থ-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে আছে,—

(১) "আন্ধা শিশু না দেখিহ স্নগ ল স্নানরি রাধা

আন্ধে কলি ত্রিদেশ ঈশরে।"—৮২ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—“কলি—শুর, অশেষ বল-শালী।” ‘কলি’ শব্দের এইরূপ অর্থ কোন কোষ বা সাহিত্য-গ্রন্থে দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্তনের অগ্র স্থলে ‘কলি-কাল’ অর্থে ‘কলি’ ও ‘কলী’ শব্দের প্রয়োগ আছে; সে অর্থ এখানে খাটে না। পূর্ব-বঙ্গে ‘কৈল’ এই অব্যয় শব্দটি নিশ্চয়্যার্থে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা—‘আমি কৈল্ বাব না’ ইত্যাদি। ‘আইজ’, ‘কাইল’ প্রভৃতি কথা শব্দের রূপান্তর বেরূপ লেখ্য ভাষায় ‘আজি’ ‘কালি’ হইয়াছে, সেইরূপ ‘কলি’ শব্দটিও ঐ ‘কৈল’ শব্দেরই রূপান্তর। ‘কৈলী’ শব্দে ‘কৈল্’ শব্দের সাদৃশ্য স্পষ্ট; ‘কৈল্’ শব্দের শেষে একটি ‘ঈ’ (ই) যোগ করিয়া—‘কৈলী’ হইয়াছে; উহার অর্থ ‘নিশ্চিতই’। ঐ-কার ও ঔ-কারের উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু অপভ্রংশে ঐ-কার স্থলে ঔ-কারের ব্যবহার বিয়ল নহে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনের ‘কলি’, ‘কৈলী’ ও ‘কোল’ শব্দ অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়। বোধ হয়, ‘সাকল্যে’ শব্দের আশু ‘সা’ অক্ষরের বিলোপ দ্বারা ‘সাকল্যে’ হইতেই ‘কুল্যে’, ‘কল্য’, (কলিয়) ও ‘কলি’ শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। ‘কলি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বাহাই হউক না কেন, উহার অর্থ যে ‘সাকল্যে’ বা ‘নিশ্চিত’, তাহাতে সন্দেহ নাই। ‘আন্ধে কলি ত্রিদেশ ঈশরে’ কাক্যের অর্থ—আমি নিশ্চিত ত্রিদেশ-ঈশ্বর।

(২) “মোর বোলে” তোম্কে তার পাশক না আসিবে।

পাছে কলি কান্ধাই বিরহ ছখ পাইবে॥”—৩২৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—“কলি—কালি হইবে বোধ হয়।” অর্থের জন্য এরূপ পাঠ-বিক্রান্ত-কল্পনা সঙ্গত নহে। এখানে ‘কালি’ পাঠের ‘কল্য’ অর্থই সঙ্গত হয় কি? ‘পাছে কৈল্’ এই বাক্যাংশ পূর্ব-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় সর্বত্র শুনা যায়। ইহার অর্থ ‘শেবে নিশ্চিত’—‘শেবে কল্য’ নহে।

( ৩ ) 'বারেক স্মৃতি মান না কর নিরাসে ।

পাছে কৈলী না পাইবে দেব ঋষীকেশে ॥—১৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—‘পাছে কৈলী—পশ্চাৎ করিলে, অবহেলা করিলে।’ ‘পশ্চাৎ’ শব্দের ‘অবহেলা’ অর্থ ও ‘কৈলী’ শব্দের ‘করিলে’ অর্থ কোন মতেই সিদ্ধ করা যাইতে পারে না। ‘পাছে কৈলী’ ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ‘পাছে কলি’ অভিন্ন ও একার্থক।

( ৪ ) 'এভৌ গোআলিনী ধর আন্ধার বচনে ।

পাছে কোল না পাইবে নন্দের নন্দনে ॥—১২১ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—‘কোল—কোল, আলিঙ্গন।’ ‘নন্দনে’ শব্দের অর্থ ‘নন্দনের’ না করিলে, একরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। এখানে যে ‘আলিঙ্গন’ অর্থ সংলগ্ন হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। ‘পাছে কোল’ ২য় ও ৩য় উদাহরণের ‘পাছে কলি’ ও ‘পাছে কৈলী’ বাক্যাংশের সহিত অভিন্ন ও একার্থক।

আমরা কৃষ্ণকীর্তনের শব্দ ও বাক্যার্থ-নির্ণয়ে আরও যে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, এ স্থলেই উহার উল্লেখ করিয়া, পরে অগ্রান্ত বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইব।

( ৫ ) 'আয়িলা দেবের স্মৃতি শুণী ।

কংসের আগক নারদ মুণী ॥—২ পৃঃ

বসন্ত বাবু ‘স্মৃতি’ শব্দের অর্থ ‘স্মরণ’ লিখিয়াছেন। ‘স্মৃতি’ শব্দের একরূপ অর্থ প্রয়োগ দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্তনে এই শব্দটির আরও প্রয়োগ আছে, যথা—

“তোর মোর উভয় সমতী ॥—১৮৭ পৃঃ

“মাহানন্দ বাসি কেহে স্মরণ হে গোআলী ।

চিআইঅঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥—২৮৬ পৃঃ

“তোরে মো না এড়িবো দূতী ল ।

বোলহ কাহেরে রাধাক দেউক সমতী ল ॥—৩০০ পৃঃ

উদ্ধৃত তিনটি স্থলেই ( সংস্কৃত ‘স্মৃতি’ শব্দ-জাত ) ‘স্মৃতি’ বা ‘স্মৃতী’ শব্দের ‘স্মৃতি’ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যেও এই ‘স্মৃতি’ শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। ডাক্তার ক্যালন্ তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে হিন্দী ‘স্মৃতী’ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

( ৬ ) "এবে দৈবকীঞ বত গর্ত্ত ধরিব ।

পাপ হুঠু কংসে তাক সবই পারিব ॥—৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু ‘পাপ’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘পাপের প্রতিমূর্ত্তি’। বসন্তঃ এখানে প্রতি-মূর্ত্তি-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষণ ‘পাপ’ শব্দটি ‘পাপিষ্ঠ’ অর্থ সংস্কৃত ও ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম-পুঙ্খবস ক্রিয়া-পদে ‘ধরিব’ ও ‘পারিব’ প্রয়োগ ঠিক পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গের গ্রাম্য ভাবার অনুরূপ।

(৭) “তে কারণে পহুমা উদরে।

উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥”—৬ পৃ:

(৮) “আইহনের মাঅ শুণী মনে।

ঝাঁট গিয়া পহুয়ার খানে ॥ ল বড়ারি ॥

চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।

তার পিশি রাধার বড়ারি ॥ ১ ॥”—৭ পৃ:

বসন্ত বাবু (৮)এর উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—“পূর্ববর্তী পদের ‘পহুমা উদর এবং সাগরের ঘর’ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। আলোচ্য পদে ‘পহুমা’ শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পরম ব্রহ্মস্পদ সাহিত্যাচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—‘বুধভাষুর মাতার নাম পদ্মাবতী……। পহুমা শব্দটি বোধ হয় দুইটি পদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ‘তৌ কারণে……সাগরের ঘরে’—সেই কারণে সাগর-নিগয়ে পদ্মকোষ-মধ্যে রাধিকার জন্ম হইল। লক্ষ্মী সাগরসম্ভবা, পদ্মালয়া, দুই ভাবই এই ব্যাখ্যায় ঠিক রহিল। ‘আইহনের মাঅ শুণী মনে……তার পিসী রাধার বড়ারি’—আমাদের মাতা মনে বিচার করিয়া, শীঘ্র বুধভাষুর মাতা পদ্মাবতীর নিকট গিয়া’ ইত্যাদি।” ব্রহ্মস্পদ অক্ষয় বাবুর প্রতিপাদিত অর্থ কৌশল-পূর্ণ হইলেও উহার দ্বারা সমস্তার সমাধান হয় না। কৃষ্ণকীর্তনের ‘রাধাবিরহ’ নামক খণ্ডের “শত পল সোনা” ইত্যাদি পদে শ্রীরাধা বড়াইকে বলিতেছেন,—

“তথঁ হৌ চাহিঁয়া যবে না পাহ গোপালে।

তবে সি চাইহ গিয়া ভাগীরথীকূলে ॥

তথঁ হৌ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।

সাগর গোআলে বাত পুছিহ সঙ্ঘরে ॥”—৩৪০ পৃ:

বসন্ত বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—“ভাগীরথীকূলে—‘ভাগীরথ কূলে’ অর্থাৎ ভাগীরথ-নামা (কোন) গোপ-গৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। উপরে ‘যমুনায় কূলে’ (পৃ: ৩৩৯) বলা হইয়াছে।” পুনশ্চ “সাগরের ঘরে—পূর্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ: ৬)। এখানে আবার ‘সাগর’ বলা হইতেছে। ইনি কে?” তাহা হইলেই অক্ষয় বাবুর সমাধান থাকিল না। সাগর যে সমুদ্র বা সাগর (অর্থাৎ দহ) নহে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্তনের মতে রাধার জনক—গোপবিশেষ হইবেন, উদ্ধৃত উক্তির দ্বারা উহাই অনুমান হয়। সুতরাং এ অবস্থায় ‘পহুমা’ ও ‘পদ্ম’ না হইয়া রাধার গর্ভধারিণী গোপীবিশেষই হইবেন। শ্রীরাধার জনক-জননীর পুরাপোক্ত নামের সহিত এই বৈষম্য বিচিত্র হইলেও, ব্রহ্মবৈবর্তে যখন শ্রীরাধার মাতার নাম ‘কলাবতী’ ও পদ্মপুরাণে ‘কীর্তিলা’ কথিত হইয়াছে বলিয়া বসন্ত বাবুই লিখিয়াছেন, তখন অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসারে শ্রীরাধার জনক ও

জননীর নাম পদ্মাবতী ও সাগর গোরাল ছিল, চণ্ডীদাস উহাই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করিলেই চলিতে পারে। এইরূপ অর্থ না করিলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সঙ্গতি কোনমতেই রক্ষা করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় বাবু কৃষ্ণকীর্তনের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত ‘শত পল সোনা’ ইত্যাদি পদটি দৃষ্টি করেন নাই, তাই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পছমা অক্ষয় বাবুর বর্ণিত-রূপ সাধার পিতামহী হইলে, তাঁহার সহিত বড়াইর কি সম্পর্ক, তাহা অনুক্ত থাকায়, আয়ানের মাতা কি জন্য সেই পছমার নিকট হইতে নিজের পিসীকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী করার জন্ত চাহিয়া আনিবেন, উহার কারণ বুঝা যায় না। কৃষ্ণকীর্তনে বড়াই বুড়ীর ঘে সকল দৃতী-কার্য ও শ্রীরাধার সহিত সখী-মুগ্ধতা চাপল্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বড়াই বুড়ী আয়ানের মাতার পিসী না হইয়া, পছমার অর্থাৎ আমাদের স্বীকৃত অর্থ-অনুসারে শ্রীরাধার মাতার পিসী হওয়াই অধিক সম্ভবপর বোধ হয়; কেন না, বড়াইকে আয়ানের মাতা ও আয়ানের হিতকাঙ্ক্ষিণী না হইয়া, শ্রীরাধারই হিতকাঙ্ক্ষিণী ও হিতকারিণী হইতে দেখা গিয়াছে। ‘তার পিসী’ বলিলে এখানে সঙ্গত অর্থ অনুসারে কোনরূপেই পছমার পিসীকে না বুঝাইয়া, আয়ানের মাতার পিসীকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা কাহাকেও সূচিত করা হইলে ‘তৎ’ শব্দের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদই সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ‘বাঁট গিয়া পছমার ধানে।...চাহি লৈল বুড়ীঅ মাই। তার পিসী রাধার বড়ায়ি।’ বাক্যে যখন কোনমতেই ‘তার’ শব্দে ‘বুড়ীঅ মাই’কে বুঝাইতে পারে না, তখন উহা তৎপূর্ববর্তী পছমাকে না বুঝাইয়া, কিরূপে যে আয়ানের মাতাকে বুঝাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ‘পছমা’ শব্দে সাধার জননীকে বুঝিলে, কোন দিকেই কোন অসঙ্গতি থাকে না;—কৃষ্ণকীর্তনের প্রধান দৃতী বড়াই বুড়ীর কার্য-কলাপ ও শ্রীরাধার সহিত রসের সম্পর্কটিও বেশ বুঝা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, ‘ভাগীরথী-কুলে’ শব্দ দুইটির অর্থ কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে ‘ভাগীরথকুলে’ ধরিয়া লইয়া, বসন্ত বাবু যে ‘ভাগীরথনামা (কোন) গোপ-গৃহে’ অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। কৃষ্ণকীর্তনে ভাগীরথ-নামক কোন গোপের প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং পাঠ-বিভ্রাট কল্পনা করিয়া উহার অপ্ৰাসঙ্গিক অর্থ করিয়া কল কি? বৃন্দাবনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের বর্ণনার ভাগীরথীর তীর অবস্থাই আসিতে পারে না; কিন্তু ব্রজমণ্ডলে ত মানস-গঙ্গা নামে একটি প্রসিদ্ধ জলাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস হয় ত মানস-গঙ্গার তীরকেই ভাগীরথী-কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

(৯) “মনে ধরি কাহাইর বুঢ়নে।

চলি ভৈল সাধিকার ধানে ॥ ল ॥ ৬ ॥”—১৫ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু ‘চলি ভৈল’ বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—‘গমন করিল, বাত্মা করিল।’ ‘চলি’ শব্দের ‘গমন’ অর্থ কোন প্রকারে করা গেলেও, ‘ভৈল’ শব্দের ‘করিল’ অর্থ ব্যাপ্যমিত বা প্রয়োগ-সিদ্ধ নহে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ‘চলিত’ অর্থেই ‘চলি’ শব্দের প্রয়োগ

করিয়াছেন। ‘চলিত’ শব্দের অপভ্রংশে ‘চলিঅ’ ও ‘চলিঅ’ শব্দের শেবাক্ষর-লোপে ‘চলি’ সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং ‘চলি ডৈল’ বাক্যের অর্থ—‘চলিত হইল, প্রস্থিত হইল’।

(১০) \*—মহাদাণী এত কালে শুণী

হেন আচারিজ বাণী।

ভোর বাপ মাএ লাজ নাহি তাএ

শুণ দেব চক্রপাণী ॥—৩৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—‘আচারিজ’—পাং ও প্রাং ‘আচারিয়’। আচার্য্য, ব্যবস্থাপক।’ পুনশ্চ শব্দ-হুচিতে লিখিয়াছেন—‘আচারিজ (আচার্য্য, দৈবজ্ঞ,) ৩৭।’ সংস্কৃত ‘আচার্য্য’ শব্দের অপভ্রংশ ‘আচারিজ’ হইতে পারিলেও এখানে আচার্য্য, ব্যবস্থাপক বা দৈবজ্ঞ—ইহার কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না। আমাদের মতে এই ‘আচারিজ’ শব্দটি ‘আশ্চর্য্য’ শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত-উক্তিভিত্ত ‘আশ্চর্য্য’ ‘আশ্চর্য্য’ অর্থে ‘অচরিঅং অচরিঅং’ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ‘আশ্চর্য্য’ শব্দের অপভ্রংশে ‘আচরিজ’, ‘আচারিজ’ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং ‘আচারিজবাণী’ শব্দ দুইটির অর্থ ‘আচার্য্যের কথা’ নহে—উহার অর্থ—‘আশ্চর্য্য কথা’।

(১১) “আজ্ঞা পরিহরিলে ভাল না পাইবে

পাছে’ত পাইবে দুখে।

এ রূপ যৌবন পাছানা যাইবে

তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩ ॥—৪০ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—‘পাছানা—চেনা, চিহ্নিত করা’; ‘এ রূপ যৌবন’ ইত্যাদি—তোমার এই রূপ যৌবন কেমন, তাহা জানা যাইবে, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও।’ বসন্ত বাবু শব্দ-হুচিতে লিখিয়াছেন—‘প্রাং পচহিআণ। প্রত্যভিজ্ঞান, চেনা।)’ বসন্তঃ সংস্কৃত ‘প্রত্যভিজ্ঞান’ শব্দের প্রাকৃত রূপ যে পচহিআণ এবং উহা হইতেই যে হিন্দী ‘পহিচানা’ শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ‘পাছানা’ সেই ‘পহিচানা’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? ‘প্রত্যভিজ্ঞান’ অর্থে ‘পহিচানা’ বা ‘পাছানা’ শব্দের প্রয়োগ বাংলা-সাহিত্যে জ্ঞান দেখি নাই; কৃষ্ণকীর্তনেও এই একটি মাত্র সন্দেহ প্রয়োগ আছে। আমাদের বিবেচনায় এখানে ‘চেনা’ বা ‘জানা’ অর্থ উত্তমরূপে সংলগ্ন হয় না। ‘পাছানা’ শব্দটিকে ‘পাছা না’ ধরিলে—‘তোমার এই রূপ-যৌবন (মৃত্যুকালে) পাছা (পশ্চাৎ অর্থাৎ সঙ্গে) বাইবে না’ অথবা—‘তোমার এই রূপ-যৌবন (একবার চলিয়া গেলে) আর পাছে বাইবে না অর্থাৎ পাছে হাটবে না—পাছে ফিরিয়া আসিবে না’—এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। তুলনা করুন,—

“কীণঃ কীণোহপি শনী ভূয়ো ভূয়ো ভবিষ্যতে সত্যম্।

বিরম প্রসাদঃ স্মৃশ্বরি যৌবনঃ নিবর্তিতব্যতঃ ॥”—উদ্ভট শ্লোক



(১২) 'তার গোট মুণ্ডিলেক আন্ধার যৌবনে।

কিসকে বাধানে কাহ মোর ছুঁ তনে ॥'—৪১ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—“গোত—প্রা” গোত। গোত্র। মুণ্ডিলেক—‘মুণ্ডিলেক’ হইবে বোধ হয়। খুঁড়িল, খড়-দৃষ্টি দিল। তার গোট খুণ্ডিলেক ইত্যাদি—তার বাড়ে-বাংশে আমার কুচকে দেখিল।”

প্রথমতঃ নিরূপায় না হইলে এইরূপ পাঠ-বিস্তার-কল্পনা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ ‘মুণ্ডিলেক’ পাঠের ‘খুঁড়িল’ অর্থ হইতে ‘খর-দৃষ্টি দিল’, ‘কুচকে দেখিল’ অর্থ সহজে সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ এইরূপ অর্থ করিলে প্রথম পংক্তির সহিত দ্বিতীয় পংক্তির বিশেষ যোগ বা প্রথম পংক্তির বিশেষ সার্থকতা থাকে না। আমাদের বিবেচনার ‘মুণ্ডিলেক’ই বিস্তৃত পাঠ। ‘তার গোট’ ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ—‘আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত করিয়া মৃতক-মুগুন দ্বারা স্ফুটিত গৃহতাগী করিয়াছে; (নতুবা) কি জ্ঞান কৃষ্ণ আমার স্তন-দ্বয়কে বাধানিবে?’ ত্রীয়াধার এই ধ্বনি-গর্ভ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তাঁহার যৌবন কৃষ্ণের গোষ্ঠীর সর্বনাশ না করিয়া থাকিলে, কৃষ্ণ তাঁহার সত্য-নাশ দ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে কেন? ‘তার গোট’ ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়কে উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত গণ্য করা বাইতে পারে।

(১৩) “লোভে নাভী তলে বসে তিন রূপ বলী।

উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী ॥ ৩ ॥”—৪৮ পৃঃ।

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—“লোভে—প্রলুব্ধ করে বা লোভনীয়। নাভী—নাভি। তিন রূপ বলী—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস সঙ্কোচ-জনিত রেখা-ত্রয়।”

‘লোভে’ শব্দের ‘প্রলুব্ধ করে’ অর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। এইরূপ অর্থ করিলে ‘লোভে’ ক্রিয়ার কর্তৃ-পদ ‘নাভী’ ও ‘তলে’ শব্দকে ‘বসে’ ক্রিয়ার অধিকরণ করনা না করিয়া গতান্তর নাই; ‘নাভী তলে’ শব্দে ‘নাভি-প্রদেশ’ ও ‘তদন্তর্গত নিম্ন উদর বুঝা গেলেও, শুধু ‘তলে’ শব্দে ‘নিম্নে’ অর্থাৎ ‘নাভির নিম্নে’ অর্থই প্রকাশ পায়। ত্রিবলী নাভির উপরে উদরেই দৃষ্ট হয়; মহাকাবিরা উদরস্থিত ত্রিবলীরই বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং ‘লোভে’ শব্দের এরূপ অর্থ সম্ভব হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা বাইবে যে, ‘বলী’ শব্দটি এখানে গ্লিষ্ট—ইহা দ্বারা ত্রিবলীর রেখা ও দাতুশ্রেষ্ঠ বলি-রাজ, উভয়ই বুঝা যায়। কৃষ্ণকীর্তনের ২৭৪ পৃষ্ঠার ‘খোঁপা পরতেখ মোর’ ইত্যাদি শ্লোকালঙ্কারপূর্ণ পদে আছে—

“বলি বসে নাভীতলে , পৃথু নিতম্ব যুগলে”

বসন্ত বাবু সেখানে ‘বলি’ ও ‘পৃথু’ শব্দের দুইটি অর্থই ধরিয়াছেন। এখানেও ‘বলী’ শব্দের সেইরূপ দুইটি অর্থই ব্যুত্থিত হইবে। ‘লোভে’ ইত্যাদি বাক্যের ত্রিবলী-পক্ষে অর্থ—‘তিন রূপ-ধারী বলি অর্থাৎ ত্রিবলী ( রম্য-স্থানে বাসের ) লোভ হেতু নাভি-প্রদেশে বাস করিতেছে।’ বলি-রাজের পক্ষে ধ্বনি-পদ্য অর্থ—( অজ্ঞান পাতালে বাস হেতু গ্লিষ্ট হইয়া )

বলি-রাজ (সুন্দর নাভি-প্রদেশে অধিক স্থান অধিকার করিবার) লোভ হেতু বৃষ্টি-জয় ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন।" দ্বিতীয় অর্থটি এ স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে; কেবল 'বলি' শব্দের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং ঐ অর্থের অপ্রাসঙ্গিকতা দূর করার জন্য আলঙ্কারিকেরা এরূপ স্থলে 'বলি' (জিবলী) বলির (বলি-রাজের) তুল্য-- এইরূপ উপমা-ধ্বনি স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বলি বসে নাভী ভলে' ইত্যাদি বাক্যে 'বলি', 'পৃথু' প্রভৃতি রাজগণের নাম কোশলে সন্নিবেশিত করাই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং উভয় অর্থই প্রাসঙ্গিক বলিয়া সেখানে ধ্বনি না হইয়া, ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হেতু স্নেহ-অলঙ্কারই ঘটিয়াছে। সদৃশ প্রয়োগ বথা—

"আক্ষিপসি কর্ণমক্সা ত্রিধৈব বকো বালন্তরা মথো।

ইতি জিত-সকল-বদান্তে তমু-দানে কীর লজ্জাসে যুবতি ॥"—আর্য্য-সপ্তশতী।

'লোভে' শব্দটি কৃষ্ণকীর্তনে অন্তর্ভুক্ত এইরূপ 'লোভ হেতু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; বথা,—

"কি না লাভ লোভে কাহাই না চিহ্ন এখন।"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবুর শব্দ-সূচীতে এই প্রয়োগের উল্লেখ দেখা গেল না।

(১৪) "শ্রবণে শোভএ ভোর রতন কুণ্ডল।

কুচ যুগ শোভে যেক শ্রীকল যুগল ॥

তখিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।

তা দেখিআ প্রাণ রাখা ধরিতে না পারী ॥"—২৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'হার মঞ্জরী' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মুক্তা-রচিত হার'। 'মঞ্জরী' শব্দের এরূপ অর্থ কোন কোষ বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। 'মঞ্জরী' শব্দের 'পন্নব', 'মুকুল', 'লতা' ইত্যাদি বহু অর্থ আছে; এখানে 'হার মঞ্জরী' শব্দের 'হার-লতা' অর্থাৎ 'হার-মণি' অর্থই সংলগ্ন হয়।

(১৫) "আন্ধে আইহন গোআলী সব গুণে আগলী শিত মুখে পরবত ঢালী।

তোরে বোলো বনমালী বাপে মাএ দিবো গালী পহ ছাড় ভৈল এত বেলী ॥

আন্ধা শিত না দেখিহ স্থল সুন্দরি রাখা আন্ধে কলি ত্রিশ দিশেরে।

সুন্দরি সরসে গুন বজর কত পরমাণ তার যাএ পরবত চুরে ॥"—৮২ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'শিত মুখে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন—"আমি বরসে বালিকা হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি—অর্থাৎ আমি কথা বলিতে জানি এবং তাহার গুরুত্বও আছে। আমাদের বিবেচনার এরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না; কারণ, পরবর্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণ 'আন্ধা শিত না দেখিহ' ইত্যাদি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—'আমাকে শিত ভাবিও না' ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীরাধার উক্তি 'শিত মুখে' ইত্যাদি বাক্যের 'শিত' শব্দের লক্ষ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার 'শিত মুখে' ইত্যাদি বাক্যের সমস্ত অর্থ—'তুমি শিত হইয়া মুখে পরবত টলাও, তোমাকে বলিতেছি' ইত্যাদি। 'আমি বালিকা

হইলেও কথার পাহাড় টলাইতে পারি' এইরূপ পরিহাস-পূর্ণ উক্তি কুশিতা শ্রীরাধার মুখে সাজে না ; উহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তিরও সঙ্গতি রক্ষা হয় না ।

“বোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে ।

মাগু কিলে কিলারী মারিবো তোন্ধা বাটে ॥”—৮৫ পৃষ্ঠা

“কালাঞি” দেখিয়া বড়ায়ি তোকৈ লাগে ডর ।

মাগু কিলে মারো আজি বর্ষে করে বল ॥”—১২১ পৃষ্ঠা

“ভার সম কর দধি বেরু নাহি টলে ।

দধি নঠ হৈলে” মারিবো মাগু কিলে ॥”—১৭৭ পৃষ্ঠা

আন্ধে সখি সব

বহত কালাঞিত

এক তৌন্সে এহা তীরে ।

মাগু কিলে তোন্ধা

কিলারীআ কালাঞি

নীব যমুনার নীরে ॥”—২৪২ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু কেবল প্রথম উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—“মাগু—প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞী।” তিনি শব্দসূচীতে এই চারিটি প্রয়োগেরই পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছেন । ‘মাগু’ শব্দটি কেবল প্রাচীন সাহিত্যে নহে, বর্তমান সময়েও বাংলার নানা প্রদেশে গ্রাম্য ভাষায় ‘মাউগ’, ‘মাইগ’ ও ‘মা’গ’ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার অর্থ যে ‘জ্ঞী’, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই, ‘মাগু’ শব্দটি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ? ইহা কর্তা, কর্ত্তা, সম্বোধন বা অন্ত কোন বিভক্তির পদ ? ‘মাগু’ শব্দটিকে পৃথক্ একটি শব্দ ধরিলে, এক সম্বোধনের পদ ব্যতীত আর কিছুই এখানে হইতে পারে না । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিয়া, ‘মাগু’ সম্বোধন করিয়াছেন, এইরূপ হান্ত-জনক অর্থ করা গেলেও, যেখানে ‘কিলাইয়া মারিব’; ‘কিলাইয়া নিব’ বলিলেই চলে, সেখানে ‘কিলে কিলাইয়া মারিব’ ইত্যাদি অর্থ-শূন্য পুনরুক্তির কি প্রয়োজন ? আমাদের বিবেচনায় সর্বত্রই ‘মাগু কিলে’ সমাস-যুক্ত শব্দ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘মাগু-কিল’ শব্দের ‘মাগুর উপযুক্ত কিল’, ‘মাগুর অভ্যন্ত কিল’ বা ‘মাগুর প্রযুক্ত কিল’—নানা অর্থই করা যাইতে পারে । চণ্ডীদাসের সময়ে এ দেশে বোধ হয়, জ্ঞী-পুঙ্খের সাম্য-বাদের প্রাবল্য ছিল না ; সুতরাং ‘জ্ঞীকর্তৃক প্রযুক্ত কিল’ অর্থটি অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে । আমাদের বোধ হয়, জ্ঞী নিকৃপায় হইয়া স্বামীর বৈরূপ কিল নীরবে সহ করে, চণ্ডীদাস ‘মাগু কিল’ শব্দে সেইরূপ কিলকেই বুঝাইতে চাহেন । ইহা চণ্ডীদাসের সৃষ্ট শব্দ, না তাঁহার সময়ে একটি প্রচলিত শব্দ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে সময়ে ‘মাগু-কিল’ জিনিসটির খুব প্রচলন না থাকিলে, এরূপ একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি কোমরুণেই সম্ভবপর হইত না । সুতরাং চণ্ডীদাসের সময় বা সমাজ অন্ত বিবরে বতই ভাল থাকুক না কেন, সে সময়ের জ্ঞী-বেচারীদের জন্ত দ্বন্দ্ব-প্রকাশ না করিয়া পাশা দায় না ।

( ১৭ ) “কাঞ্চলী ভাগিনী কুচে দিঠে চাহ হাথে ।

হেন বুঝে । তোমার কাটিলে লাগে মাথে ॥”—১০৭ পৃঃ

“মাণ চাহ মোরে আর কহ পাণ কথা ।

হেন বুঝে । তোমার কাটিলে লাগে মাথা ॥”—১৮০ পৃঃ

বসন্ত বাবু দ্বিতীয় উদাহরণের কোন টীকা করেন নাই ; কেবল প্রথম উদাহরণের ‘লাগে’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘জোড়ে, লগ্ন হয় ।’ কৃষ্ণকীর্তনের শব্দ-সূচীতে ‘লাগে’ শব্দের ১৯টি প্রয়োগের পৃষ্ঠাক দেখিয়া হইয়াছে ; উহার ‘কোথায়ও ‘জোড়ে’ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না । বসন্ত : কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত ‘লাগে’ শব্দের ‘জোড়া লাগ’ অর্থ সিদ্ধ হয় না । ‘লাগে’ শব্দের ‘জোড়া লাগে’ অর্থ স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—( যে হেতু তুমি ) আমার নিকট দান চাহিতেছ আর ( নির্ভয়ে ) পাণ-কথা কহিতেছে, ( তাহাতে ) একরূপ বিবেচনা করি, ( তোমার ) মাথা কাটিলে জোড়া লাগে ; ( নতুবা মাথা কাটা যাওয়ার ভয় থাকিলে ওরূপ কথা বলিবে কেন ? ) এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারিলে, উহা কৃষ্ণকীর্তনের আর একটি উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইত । কিন্তু আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ‘লাগে’ শব্দটিকে সেরূপ অর্থে এখানে প্রয়োগ করেন নাই । কৃষ্ণকীর্তনে ‘লাগে’ শব্দটি অন্তত ‘উপযুক্ত হয়’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

“এখানক আইলা বড়ায়ি আন্ধার আগে ।

মোর কাজ তোমাত লাগে ॥”—১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে ‘তোমাত লাগে’ শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—‘তোমার যুক্ত হয় ।’ বলা বাহুল্য যে, ইহা ব্যতীত এখানে ‘লাগে’ শব্দের আর কোন অর্থই খাটে না । ‘লাগে’ শব্দটির এইরূপ প্রয়োগ—পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় ‘আমার খাওয়া লাগে’, ‘তোমার খাওয়া লাগে’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বদা শুনা যায় । আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস সেইরূপ অর্থেই উক্ত বাক্য-দ্বয়ে ‘লাগে’ শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন । এ ভাবের কথা কৃষ্ণকীর্তনে আরও আছে, যথা—

“যবে পথে মোরে করিবি বল ।

তবে হৈবে তোর মাথার ফল ॥”—১১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু ‘মাথার ফল’ শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—“শিরশ্ছেদন, বধদণ্ড । ইংরাজিতে capital punishment.” ‘তবে হৈবে’ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য যে ‘শিরশ্ছেদন’, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ‘ফল’ শব্দের ‘ছেদন’ অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না । আমাদের বোধ হয়, এখানে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিতে হইবে । ‘ফল’ ও ‘মাথা’ প্রায় একার্থক । যিনি মণ্ডের কর্তা, তাহার পক্ষে তোমার মস্তক লাভ বা প্রাপ্তি ঘটবে—ইহাই ‘মাথার ফল’ শব্দ দুইটির তাৎপর্য অর্থ বুঝিতে হইবে । কৃষ্ণকীর্তনের রাধা, পদাবলীর মাথার ভার ‘অবলা’ না হইয়া নিজস্ব ‘প্রবলা’ হইলেও, তিনি যে নিজের হাতে কক্ষের মাথা

কাটিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার মধ্যেই ক্রমশঃ পরিচয় বলিতে হইবে। তিনি প্রথম উদাহরণের কাঞ্চলী ভাগিনী, ইত্যাদি বাক্যের পরেই বলিতেছেন,—

“এবে সে জানিলে। কার বাটো আড় ভোকে।

কংস জাগাইয়া তোক কাটাইব আঙ্গে ॥”—১০৭ পৃঃ

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যিক যে, কৃষ্ণের মাথা কাটিলে ভোড়া লাগে, রাবার কথার এইরূপ কোন আভাস পাইলে, ষ্ট্রীকৃষ্ণ সেই কথা ধরিত্তা লইয়া, অন্ততঃ বেরূপ বলিয়াছেন, এখানেও বোধ হয়, সেইরূপই বলিতেন—আমি ত্রিদেশ-দেবর; সুতরাং অমর,—তোর রাজা কংস আমার কি করিতে পারে? কিন্তু তাহা—, বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

“তোক্ষাক লাগিয়া যবে যাএ পরাণে।

ভভে। তোর সজ রখী নাই ছাড়ে কালে ॥”

ইহা দ্বারাও আমাদের প্রস্তাবিত অর্থই সমর্থিত হয়।

( ১৮ ) “বরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বিচিটে

কাল কাক রএ স্থান গাছের ডালে।

আগে স্থান ঘটে নারী হাঁচী জিঠিহো না বারী

চলিলে। তাহার উচিত পাও ফলে ॥”—১১৬ পৃঃ

“নাহি বারে লোক সমাজে।

নাহি তার ছয় চোখে লাজে ॥”—২৪৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দসূচীতে লিখিয়াছেন,—“বারী—( বারণ মানিয়া ) ১১৬।” ‘বারে—বাধা সত্ত্ব করে।’ সংস্কৃত ‘বারি’ ধাতু হইতে উদ্ভূত ‘বারণ’ বা ‘নিবারণ’ শব্দের ‘বারণ করা’ অর্থ ছাড়া ‘বারণ মানা’, ‘বাধা মানা’ অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। কৃষ্ণ-কীর্তনে অন্ততঃ ‘বারিআ’ শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

“ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে বাএ।

তাহাক বারিআ বোল বলিতে জুআএ ॥”—২৫১ পৃঃ

বিভাগভিত্তিতে আছে,—

“নিষিধ নিবারি রহল ছয় নয়না’।

‘বারি’ ধাতুর ‘নিবারণ করা’ অর্থ হইতেই ‘বর্জন করা’, ‘প্রতিত্যাগ করা’ অর্থ আসি-  
রাছে; উদ্ভূত উদাহরণগুলিতে সর্বত্রই ‘বর্জন করা’ অর্থ বুঝাইতেছে; যথা—‘হাঁচী জিঠি পধ্যন্ত  
বর্জন না করিয়া চলিলাম—তাহার উচিত ফল পাইতেছি।’ ‘শ্রীকৃষ্ণ এমন ষ্ট্রীক যে, লোক-  
সমাজকে বর্জন করে না,—অর্থাৎ লোকের চোখের উপরই নানা অসৎ কার্য্য করে।’ ‘ভাল  
মন্দ কত লোক পথের মাঝে চলে—তাহাদিগকে বর্জন করিয়া অর্থাৎ ছাড়াইয়া বাইরা  
( সোপানীর ) কথা বলা উচিত হয়।’ ‘( আমার ) ছয়টি নয়ন পলক বর্জন করিয়া রহিল,—  
অর্থাৎ আমি অনিষিধ-নয়নে দেখিতে লাগিলাম।

( ১৯ ) “ছাব তিরা বামা জাতী মাথে ল।

জাল আক্লাতে কর পরতর।”—১২৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—“বামা—সং ‘বাম্’। অধম, নীচ।” সংস্কৃত ‘বাম’ শব্দের ‘প্রতিকূল’ অর্থ প্রসিদ্ধ; সুতরাং ‘বামা’ শব্দে এখানে ‘প্রতিকূল-আচরণ-কারিণী’ অর্থ না করিয়া, অপ্রসিদ্ধ ‘বাম্’ হইতে ‘অধম’, ‘নীচ’ অর্থ কবাব কারণ কি? একবার ‘ছাব তিরা’ অর্থাৎ ‘তুচ্ছ জ্ঞী’ বলিয়া, আবার যখন ‘বামা জাতী’ বলা হইয়াছে, তখন জ্ঞী-জাতিব স্বভাব-সুলভ প্রতিকূলতা-ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই ‘বামা জাতী’ বলা হইয়াছে—একগ বিবেচনা হয়। সতীদেব ত কথাই নাষ্ট, অসতীবাও লজ্জা হেতু বাহ্যিক প্রতিকূলতা না দেখাইয়া পাবে না; সুতরাং জাতীয় স্বভাব বলিতে হইলে—এই প্রতিকূলতাট বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বোধ হয়, ‘বামা’ শব্দের উহাই মৌলিক অর্থ।

( ২০ ) “মাথার মুকুট কাছাকি” ভাঁগি জুলি জাএ।

বোড় হাথ করি কারু বোলো তোব পাএ॥”

“ছিগি জুলি জাএ কাছাকি” সাতেসবী হাবে।

আব নঠ না কবিচ সব আলঢাবে॥”—১৩৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকার লিখিয়াছেন—“ভাঁগি জুলি,—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। ছিগি জুলি—ছিড়িয়া খুঁড়িয়া।” ‘জুলি’ শব্দের এইরূপ ‘চুরিয়া’ ও ‘খুঁড়িয়া’ অর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্তনে ‘স’ ও ‘ণ’ অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বড় হয়; সুতরাং পাঠোদ্ধারের সামান্য অসতর্কতার জন্তই হউক অথবা লিপিকারেব ভুলেই হউক, মুদ্রিত গ্রন্থেব করেক স্থলে ল-কার ও ণ-কারের গোলযোগে পাঠ-বিভ্রাট ঘটয়াছে। বসন্ত বাবু টীকার একগ করেকটি জুল সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু করেকটি থাকিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের ‘জুলি’ উহার অন্ততম। ‘জুলি’ স্থলে শুদ্ধ পাঠ ‘জুনি’ হইবে। কৃষ্ণকীর্তনে ‘জুনি’, ‘জুনি’, ‘জনি’, ‘জনি’ ও ‘জনী’ শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। উহার অর্থ সর্বত্রই ‘বেন না’। প্রাচীন হিন্দী গ্রাম্য-গীতে ‘জনি’ শব্দের স্থলে ‘জিন্’ রূপটি দেখা যায়, যথা—

“গববা সৈ জিন্ ডাবো বৈধ।”—ইত্যাদি

বিভাগতির পদাবলীব প্রাচীন মৈথিল পুথিতে অধিকাংশ স্থলে ‘জনি’ শব্দের পরিবর্তে ‘জহু’ দেখা যায়। বিভাগতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বাংলা পদাবলীর সকল ‘জনি’ শব্দগুলিই ‘জহু’ স্থলে অপ-পাঠ বলিয়া ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিবেদ্যার্থক ‘জনি’ শব্দের প্রয়োগ ভুলসীদাসী রামায়ণ, হিন্দী পদ্মাবত, সার গ্রিয়ারসন সাহেবের বিভাগতির পদাবলী ও ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দী অভিধান—সর্বত্রই পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাংলার পরবর্তী পদকর্তারা আর সর্বত্র ‘জহু’ শব্দটিকে ‘জনি’ অর্থেও ‘জনি’ শব্দটিকে ‘না, বেন না’ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে নিবেদ্যার্থক ‘জহু’ নাই; কিন্তু ‘জুনি’ আছে। ‘জুনি’ হইতে ‘জুন্’ ও ‘জনি’র বিপর্যাস-বিপা



এরূপ অঙ্কন র-কারে ও ব-কারে বে সহজেই গোলযোগ ঘটতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আমাদের বোধ হয়, এখানে ‘দশন বসনে’ প্রকৃত পাঠ হইবে। সংস্কৃতে ‘দশন-বসন’ শব্দটি ‘দন্তচ্ছদ’ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর অর্থে প্রসিদ্ধ। এখানে ‘দশন-বসনে’ শব্দের ‘ওষ্ঠাধরে’ অর্থ করিলে কোন অসঙ্গতি থাকে না। সদৃশ বাক্যও অগ্রজ আছে, যথা—

“আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।

সখি সব দেখিআ বুলিব দস্ত ঘাতে ॥”—১০০ পৃষ্ঠা

আমরা ব-কার ও র-কারের গোলযোগের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত করিব।

( ২০ ) “কৃষ্ণস্ত বচনং শ্রদ্ধা জরত্যা, প্রতিপাদিতং।

অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥”—৭৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্তনের মূলে ‘অথাধি ভবতো’ মুদ্রিত হইয়াছিল, বসন্ত বাবু ‘সংশোধন’-পরিচ্ছেদে উহা সংশোধিত করিয়া ‘অথাধিভবতো’ লিখিয়াছেন; কিন্তু শ্লোকের অনুবাদস্থলে ‘অথাধি-ভবতো’ অংশের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ ‘অথাধিভবতো’ পাঠের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ হইবে ‘অথাধিভরতো’। উহার অর্থ—‘অনন্তর আধি-ভর অর্থাৎ মানসিক ব্যথার প্রবলতা হেতু’।

( ২৪ ) “নিপীর বচনং সাধু জরতী মধুবিধিঃ।

রাধিকামধিকামর্ষরাধিকামাহ ভারতীঃ ॥”—২৫০ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু ‘রাধিকা’ ইত্যাদি পংক্তির অনুবাদ করিয়াছেন,—‘অধিকতর রুচী রাধাকে এই কথা বলিলেন।’ এই অনুবাদে ‘অধিকামর্ষরাধিকা’ পদের ‘রাধিকা’ শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে ‘রাধিকাং’ স্থলে ‘বাধিকাং’ শুদ্ধ পাঠ হইবে। ‘রাধিকাং’ ইত্যাদি পংক্তির অর্থ—‘অধিক ক্রোধহেতু বাধিকা অর্থাৎ পীড়াদায়িকা। শ্রীরাধাকে এই কথা বলিলেন।’

র-কার ও ব-কারের গোলযোগে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে; বাহ্যল্যবোধে আমরা উহার আলোচনা করিলাম না।

( ২৫ ) “পসার পাধাই থোহ ডহরার মাঝে।

পীপি ফুটি সিঞ্চ তোঙ্গে না করিহ লাজে ॥”—১৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু ‘পাপি ফুটি’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—‘জলের ফুট বা বলক, ( ছিঙ্গরুখে ) ফীত জল।’ কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে রাধা বলিতেছেন,—

“নটক কালাঞি” স্থন মোর সত্য বাণী।

পসার পাধাইতে নাএ নাহি ঠারি খানী ॥

বসুনার চেউ দেখী হালএ পরাণী।

কার বাশে সিকিবেক আধ নাম পাণী ॥



বলা বাহুল্য যে, আধ-নাও জলের মধ্যে ছিদ্রমুখে ‘জলের ফুট’ বা ‘বলক’ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বস্তুভাষ্যে ‘ফুটি’ শব্দের এই অর্থ প্রযুক্ত হয় না। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় ‘জল-টুকু’, ‘হুথটুকু’ না বলিয়া, ‘জলফুটি’, ‘হুথফুটি’ বলা হয়; কেবল অল্পপরিমিত উত্তর-পশ্চিম বুঝাইতেই ‘ফুটি’ শব্দের প্রয়োগ হয়; ‘গুড় ফুটি’, ‘চিনি ফুটি’ কখনও বলা হয় না। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ছড়ায় আছে,—

“কালো দেণ্ডা রে তুই ঘোর ভাই।

ফুটি ফুটি পাণী দে কাঁপানি খেলাই।

আর ফুটি পাণী দে নায়া ঘরে বাই।”

আমাদের বোধ হয়, এখানেও ‘জলটুকু’ অর্থেই ‘পাণি ফুটি’ বলা হইয়াছে।

(২৬) “গোসাকি সোঁঅরি কাহাকি কাঁটি বাহ নাএ।

বাকু বমুনাত বহে খর বড় বাএ॥”—১৫৯ পৃঃ

কৃষ্ণকীর্তনের শব্দ-সূচীতে বসন্ত বাবু, ‘গোসাকি’ শব্দের সাতটি প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বত্রই ‘গোসাকি’ শব্দের ‘প্রভু’ অর্থ ধরা হইয়াছে; কৃষ্ণকীর্তনের—

“রাধোআল হুঁআ তোর কংসের গোসাকি।”—৪৩ পৃঃ

“বিরহে বিকল গোসাকি তোকে বনমালী।”—৩৫৪ পৃঃ

ইত্যাদি স্থলগুলিতে যে ‘গোসাকি’ শব্দটি ‘প্রভু’ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ‘গোসাকি সোঁঅরি’ ইত্যাদি বাক্যে ‘গোসাকি’ শব্দটির অর্থ ‘জগদীশ্বর’। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলেই ‘ঠাকুর-ঘর’ ও ‘ঠাকুরপুজার বায়ুন’ অর্থে ‘গোসাকি ঘর’, ‘গোসাকি পুজার বায়ন’ বলা হয়। চণ্ডীদাসের সময়েও যে এরূপ প্রয়োগ বিরল ছিল না, ‘গোসাকি সোঁঅরি’ বাক্যই উহার প্রমাণ।

(২৭) “আন্ধাতে লুবধ কাহাকি তোন্ধার মণে।

তে কারণে আইলা তোন্ধে আন্ধার গহনে॥”—১৮৪ পৃঃ

কলকট বাবু লিখিয়াছেন,—“আন্ধার গহনে—আমার নিগ্রহ নিমিত্ত। গহন—দুঃখ, বাতনা।” আবার শব্দ-সূচীতে লিখিয়াছেন,—“গহনে—বাতনার নিমিত্ত বা পথে।” ‘গহন’ শব্দের ‘পথ’ অর্থ কোথায় পাওয়া যায় না; ‘বাতনা’ অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায় না। উদ্ধৃত কবিতার সূক্তের ও পরের কণিগুলিতে দেখা যায়, স্রীরাধা ঐক্যকে সন্তোষের স্বীকার প্রলোভিত করিয়া, তাঁহার দ্বারা নিজের দখ-হৃদের সঙ্গে সঙ্গে ‘বোঝার উপর শাক-আঁটি’র হাত-বড়াই বুড়ীর দখ-হৃদের উপরও বহাইয়া লইতেছেন। এরূপ স্থলে অস্বীকৃতি—‘আমার নিগ্রহ নিমিত্ত’ অর্থ কোন মতেই সংগত হইতে পারে না। সংস্কৃত ‘গ্রহণ’ শব্দের অপভ্রংশে ‘গহন’ সহজেই সিদ্ধ হয়। ‘গ্রহণ’ শব্দের প্রসিদ্ধ ‘স্বীকার’ অর্থ ধরিলে ‘আন্ধার গহনে’ শব্দটির অর্থ হইবে, ‘আমি কর্তৃক গ্রহণ বা নস্ক-রূপে স্বীকারের জন্য’ ‘কর্তৃকরণ: ক্রিতি’ এই প্রসিদ্ধ বহু অতসারে কলকট শব্দের বোধে কলকট বা কলকটী-বিত্তির প্রয়োগ প্রযুক্ত।

এখানে ‘আমার’ শব্দে কর্ণের বজ্র ধরিলে ‘আমাকে গ্রহণ করিবার অস্ত্রে’ অর্থ হইবে। বল-পূর্বক বা শ্রীরাধার অনিচ্ছা-সঙ্গে তাঁহার গ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এখানে দ্বিতীয় অর্থ অপেক্ষা প্রথম অর্থই অধিক সমত বোধ হয়।

(২৮) “লতা আষ কুশি আর পাশিল ড্রাকা আগার

লতা আষ শোভে চারি পাশে।”—২০৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু ‘লতা আষ কুশি আর’ শব্দগুলির অর্থ লিখিয়াছেন—‘লতাস্ত্র এবং কোষাস্ত্র।’ ‘কোষাস্ত্র’ নামক কল-বৃক্ষ অভিধানে দৃষ্ট হইলেও ‘আষ’ শব্দটিকে দুই বার পাঠ করিয়া ‘আষ কুশি’ শব্দ দুইটির দ্বারা ‘কোষাস্ত্র’ অর্থ সিদ্ধ করা যায় কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐরূপ অর্থ যে ছরষর-দৃষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটির পঞ্চম ত্রিপদীর ১ম ও ২য় চরণের শেষে মিল (rhyme) রক্ষিত হয় নাই; সুতরাং ‘কোষাস্ত্র’ই চণ্ডীদাসের বিবক্ষিত হইলে তিনি ‘লতা আষ কোষ আষ’ না বলিয়া, কি অস্ত্র যে এরূপ হেয়ালীর সৃষ্টি করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে ‘কুশি আর’ শব্দের অর্থ ‘কুশিআর’ অর্থাৎ ‘কুশাইর’ বা ‘কুশারি’ নামক ইক্ষু। রাধামোহন ঠাকুরের একটি পদে ‘কুশারি’ শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

“দেখ রাধা মাধব ধারি।

রতি-রণ মান-বিষাক বৈছন

চরবণ তপত কুশারি ॥”—পদকল্পতরু, ৪৫০ সংখ্যক পদ।

(২৯) “আয়র গোপী কুল তুলিবাক

লাগিল ঝাঁটাল বনে।

গাছের পাত

তাহাক ঝাপিলেক

না দেখিল একো জনে ॥”—২১২ পৃঃ

বসন্ত বাবু টাকার লিখিয়াছেন—‘লা’ ‘ঝাঁটাল’; ‘গোপীসো ঝাটলো ( ভবে )’ অতি প’। ঝণ্টা-পাকল।’ চণ্ডীদাস ২০৫ পৃষ্ঠার লিখিত ‘একৈ একৈ ঋতুগণে’ ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদটিতে বৃন্দাবনের নানাবিধ তরু-লতার নাম দিয়াছেন; উহাতে ‘ঝাঁটাল’ তরুর নাম নাই। বৃন্দাবনে নানা জুগন্ধি পুষ্প-তরু থাকিতে এই গোপীটি ঝণ্টা-পাকলের বনে কুল তুলিতে থাকিবেন কেন—ইহার ভাবপরি বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে ‘ঝাঁটাল’—ঝণ্টা-পাকল নহে—‘ঝাড়াল’ অর্থাৎ ঘন-ডাল-পালা-বিশিষ্ট বনকেই ‘ঝাঁটাল বন’ বলা হইয়াছে। ‘গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক’—এই সরস্বতী উক্তি দ্বারাও এই অর্থই সমর্থিত হয়। পদটিতে গোপীদের অপূর্ণ বিলাস-কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীটি অস্ত্রের আগোচরে কৃষ্ণ-সদৃশ পাইবার উদ্দেশ্যেই পুষ্প-চরণের ছলে ঝাড়াল বনে প্রবেশ করিয়াছিল; চতুর-চুড়ামণি কৃষ্ণ উহা লক্ষ্য করিয়াই—

“সে-বনের মাঝে

দেব দামোদর

মিলিল দৈব ঘটনে।

পারিল গোপী

আশ্রয় মনে

চুখিল তার বহনে ॥”

( ৩০ )

“শ্রীরাম রূপে তোম্বে বধিলে রাখণ ।

এবে উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥ ৩ ॥

বুদ্ধ রূপ ধরিয়া চিন্তিলে নিরঞ্জন ।

কলকৌ রূপে তোম্বে দলিলে হুই জন ॥”—২৩৫ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকার লিখিয়াছেন—“পরবর্তী পংক্তি-দ্বয়ের পুথিতে ( পৃ° ১৩৮১১৬ ) এইরূপ—

“বুদ্ধরূপ ধরিয়া চিন্তিলে নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥

কলকৌ রূপে তোম্বে দলিলে হুই জন ।

এবে উপজিলা কংশ বধের কারণ ॥”

কুরুকীর্তন-পুথির পাঠ ঠিক রাখিলে শ্রীরামের পরেই বুদ্ধ, তার পরে ককি ও তার পরে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে পুরাণ-বিরোধ ঘটে বিবেচনা করিয়া বসন্ত বাবু পুথির পাঠ উদ্ধৃতরূপে সংশোধিত করিয়াছেন । আবার তিনি সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—“চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক হুংকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না । হয় ত প্রচুর প্রমাণ-প্রমাণ ছিল, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট আসিয়া পৌছায় নাই ।” আমাদের বিবেচনার কুরুকীর্তন-পুথির পাঠে কোন পুরাণ-বিরোধ নাই ; বসন্ত বাবু চণ্ডীদাসের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়াই এরূপ পাঠ-পরিবর্তন করিয়াছেন । ‘এবে’ শব্দের অর্থ সকলের পরবর্তী কাল নহে—উহার অর্থ বক্তা বলরামের সম-কাল । ‘বুদ্ধরূপ ধরিয়া’ ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয়ের ‘চিন্তিলে’ ও ‘দলিলে’ শব্দ দুইটির অতীত-কাল-বাচক বিভক্তির পরিবর্তন করারও সঙ্গত কারণ নাই । আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত । প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব-ক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে । ইহা স্বীকার না করিলে অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না । সুতরাং পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও ককিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন মনে করিয়াই যে বলরাম ‘চিন্তিলে’ ও ‘দলিলে’ বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই । চণ্ডীদাসের যে এই অর্থই অভিপ্রেত, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার পূর্বপদ্যলিখিয়াছেন,—

“বলভদ্র খণ্ডিএক গুণিলান্ত মণে ।

মোহো পারিল কালাক্রিা বিসরী অঙ্গণে ॥

পুরুব জাণাইয়া আন্ধে করায়িউ চেতন ॥”—২৩৪ পৃষ্ঠা

বলা বাহুল্য যে, বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠ অনুসারে বুদ্ধ ও ককি অতীত-অবতার না হইয়া ভবিষ্যৎ-অবতার হইয়া পড়েন ; এরূপ স্থলে ‘পুরুব জাণাইয়া’ ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? জন্মদেবও তাঁহার প্রসিদ্ধ দশাবতার-স্তোত্রে কৃষ্ণ, বল্লভ, বামন, পরশু-রাম, শ্রীরাম, বলরাম,

বুদ্ধ ও কঙ্কি অবতারের বর্ণনার মৰ্কট-বর্তমানের জিহ্ম-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। কঙ্কি-অবতারের পক্ষে ‘ভবিষ্যৎসাম্বিশেষো লট’ বলিয়া বর্তমান-কালের জিহ্ম-পদ সমর্থন করা গেলেও অন্ত-অবতারের পক্ষে তাহা খাটে না; সুতরাং সেখানেও অবতারপণের নিত্য স্বীকার না করিলে লট-প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। চণ্ডীদাস তাঁহার বলরামের মুখ দিয়া বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠের জায় উক্তি-বাহির করাইলে, তাঁহার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইত এবং ‘এই উপজিলা’ ইত্যাদি পংক্তিটি পূর্বে বসাইয়া, পরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ ও কঙ্কি-অবতারের বর্ণন করিলে ‘সমাপ্ত-পুনরাবৃত্তি’ নামক অলঙ্কার-দোষ ঘটিত।

(৩১) “তোর বাঁশী মোএ’ বসি না যাটো’।

তাক হাথে করী ছু না আউটে’ ॥—২৪২ পৃষ্ঠা

“বাঁশী ববে পাইএ

তবে বসি যাটো

চারি চার করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥—৩২৫ পৃষ্ঠা

“একে দহ দহ

বসির আগুণ

আরে কে না জাগে ফুকে ॥—৩৪৯ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্তনে ‘বসি’ শব্দের এই তিনটি মাত্র প্রয়োগ আছে। বসন্ত বাবু ৩য় উদাহরণের ‘বসির’ অর্থ লিখিয়াছেন—‘ঘুঁটের’; কিন্তু তিনি ১ম ও ২য় উদাহরণের ‘বসি’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—‘ভক্ষ্য দ্রব্য, পিণ্ড’। অভিধানে সংস্কৃত ‘বসি’ শব্দের ‘ভক্ষ্য দ্রব্য’ অর্থ থাকিলেও উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। ‘বসি’ শব্দের ‘গোবরের ছোট ছোট পিণ্ড’ অর্থ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ঐ প্রচলিত অর্থেই ‘বসি’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম উদাহরণে ছু আউটার প্রসঙ্গে ভাত যাটো অর্থ সম্ভব হইলেও, দ্বিতীয় উদাহরণে যেখানে বাঁশী চৌ-চার করিয়া ইন্দুরগুণে ব্যবহার করায় কথা হইতেছে, সেখানে ভাত যাঁটা অপেক্ষা উহাকে গোবরের পিণ্ড যাঁটার নিয়োজিত করিলেই উপযুক্ত অনাদর প্রকাশ পায়। তৃতীয় উদাহরণে ‘ঘুঁটে’ অর্থই যে ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থার ‘বসি’ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, সন্দিক্ত অর্থ-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

(৩২) “বধিলে’ পুতনা নারী।

অঙ্কে তিরীবধিআ মুরারী ॥ ১২ ॥

মারভাক যে না মারে।

ভার পাণী না লুয়ে পীতরে ॥ ১৩ ॥—২৭৬ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু ‘মারভাক’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—‘বধবোধ্য, বধার্থ, ‘ক’ বিভক্তি-চিহ্ন।’ কৰ্ণ-বাক্যে-শব্দ-প্রত্যয়ের অর্থে ‘অন্ত’ প্রত্যয় দ্বারা ‘চলন্ত’, ‘ঘূমন্ত’, ‘বহন্ত’, ‘মারন্ত’ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইয়া কৰ্মাচিৎ উদাহরণের আ-কারান্ত রূপও দেখা যায়, যথা—

“পেশব, অতরণ তেল বহন্ত ॥—১৪৪ পেশব, দণ্ডভিক্ষা পূর্বাবলী।

এ স্থলেও ‘মারিতে উত্তত’ অর্থেই ‘মারজা’ পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তথু ‘বধ-যোগ্য’ বলিলে, কি দত্ত বধ-যোগ্য—তাহা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে; সুতরাং বধ-যোগ্যকে মারিয়াছি, তথু ইহা বলিলে জী-বধ-কারীর দোষ-ক্ষালন হয় না। ‘আততায়িনমারজাং হতাদেবাবিচারম্’ এই প্রসিদ্ধ নীতি-বাক্য অনুসারে বধোত্তম ব্যক্তির প্রাণ-সংহারই ধর্ম, তাহা না করিলেই পাপ-ভাগী হইতে হয়। এই ‘বধোত্তম’ অর্থ প্রকাশের জন্যই এখানে ‘মারজা’ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অসঙ্গতি আমরা আরও কয়েকটি লক্ষ্য করিয়াছি, বাহ্য-ভবে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্তনের বহু শব্দেরই প্রাকৃত রূপ ও কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষত্ব সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, সে সবকে বড় একটা বলিবার কিছু নাই; তবে কোন্ কোন্ স্থলে বিভক্তির অর্থ-নির্ণয়ে যে দুই চারিটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

(৩০) “তোদ্বৈতং ভাগিনা কাহু আদ্বৈতং মাউলানী।”—৭১ পৃ:

“তোদ্বৈতং বড়ারি বোলে চালে হুঁয়া বাবি পার।

আদ্বৈত করিব তথা কোণ পরকার ॥”—১২০ পৃ:

“আদ্বৈত না কৈল কিছু দোষে।

মিছা রাখা কেহে কৈল রোষে ॥”—২৫২ পৃ:

এইরূপ বহু স্থলেই ‘আদ্বৈত’ ও ‘তোদ্বৈত’ শব্দের প্রয়োগ আছে; বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে ‘তোদ্বৈত’ শব্দের অর্থ ‘তুমি ত’ লিখিয়া, ‘আদ্বৈত’ শব্দের অর্থ স্থলে লিখিয়াছেন—‘ত’ প্রথমার চিহ্ন। বসন্ত: এই সকল স্থলে ‘আমি ত’, ‘তুমি ত’ অর্থেই ‘আদ্বৈত’, ‘তোদ্বৈত’ ব্যবহৃত হইয়াছে;—এই ‘ত’টি প্রথমান্ত শব্দের শেষে আছে বলিয়াই উহাকে প্রথমার চিহ্ন বলা বাইতে পারে না। ইহা সংস্কৃত অব্যয় ‘তু’ শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে ‘তু’ অর্থাৎ ‘কিন্তু’ শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে প্রথমান্ত পদের শেষে ‘ত’ থাকিলে উহাকে প্রথমার চিহ্ন মনে করা বাইতে পারে। আমরা কৃষ্ণকীর্তনে এরূপ কোন প্রয়োগ লক্ষ্য করি নাই।

(৩৪) “দেবাসুরে মহোদধি মথিল তোদ্বৈত।”—৬৮ পৃ:

“দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥ ৬৯ ॥”—৬৯ পৃ:

বসন্ত বাবু ‘দেবাসুরে মহোদধি’ ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—(কবির উক্তি) দেবতা ও অসুরের সমুদ্র-মহানন্দকরিতা তোমার উচ্চার করিল।” দ্বিতীয় উদাহরণ প্রথমটির অনুরূপ বলিয়া বসন্ত বাবু উহার স্বতন্ত্র অর্থ লিখেন নাই; শব্দ-সূচীতেও এই ‘তোদ্বৈত’ ও ‘তোরে’ শব্দ দুইটির উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ‘মহোদধি’ ও ‘তোদ্বৈত’, ‘তোরে’ কোন্ বিভক্তির পদ? ‘মথিল’ ক্রিয়ার কর্ম যে ‘মহোদধি’, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে ‘তোদ্বৈত’ ও ‘তোরে’ কোন্ বিভক্তি হইবে? ভাষাধিকারী বাবুর ভাষা মহা বা দ্বন্দ্ব-বাচ্য বিকল্পক নহে, সুতরাং ‘তোদ্বৈত’ ও ‘তোরে’-কর্ত্তে দ্বিতীয়ার পদ থাকিবে।

করা যায় না। ‘মহোদধি’ শব্দের ‘মহোদধি হইতে’ অর্থ করাও সম্ভব নহে; কারণ, পঞ্চমী-বিভক্তি-লোপের উদাহরণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এ স্থলে ‘তোমারে’ ও ‘তোরে’ নিমিত্তার্থে চতুর্থী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। কবির অভিপ্রেত অর্থও তাই মনে হয়; কেন না, দেবাসুরে তোমার উদ্ধার করিল বলিলে, রাখা-রূপিনী লক্ষ্মীর রূপের মাহাত্ম্য ঠিক প্রকাশ পায় না; দেবাসুরে তোমার জন্ত সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল,—ইহা বলিলেই লক্ষ্মীর অমূল্য সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য ঠিক বলা হয়। এইরূপ নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

(৩৫) “দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।”—৫২ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে এই ‘মোকে’ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—‘আমার’। ‘আমার’ বলিলে দ্বিতীয়া বা সপ্তমী উভয়ই বলা যাইতে পারে। এ স্থলে যখন ‘দেহে’ অধিকরণে সপ্তমীর পদ রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, দ্বিতীয়াই বসন্ত বাবুর অভিপ্রেত; এখানে-সকলকে কোন ধাতুর প্রয়োগ নাই,—সুতরাং কণ্ঠ-কারকে দ্বিতীয়া হইবে কি প্রকারে? আমাদের মতে এখানেও ‘কর্ণণা সম্ভিষ্টপ্রতি’ বা ‘ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্তব্যং’ সূত্রধরের কোন একটি স্বীকার করিয়া, ‘মোকে’ চতুর্থী-বিভক্তির পদ না বলিয়া উপায় নাই। চণ্ডীদাসের একটি প্রচলিত পদে এইরূপ অর্থে ‘মোরে’ শব্দটি কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

“একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।

আরে কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥

আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।

আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল ॥

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।

আর কাল হৈল মোরে গিরি-গোবর্দ্ধন ॥”—পদকল্পতরু, ২৪৫ সং পদ।

এই পদটিতে ‘মোর’ ও ‘মোরে’ শব্দের প্রয়োগে যে স্বল্প পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে, অধিকাংশ লিপি-কার উহা লক্ষ্য না করায় চণ্ডীদাসের সকল সংস্করণগুলিতেই বটতলার মুক্তি পাঠের অমূল্যকরণে ‘মোরে’ স্থলে সর্বত্র ‘মোর’ পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ‘মোর’ শব্দটি সম্বন্ধে বটী-বিভক্তির পদ; ‘মোরে’ শব্দটি চতুর্থী-বিভক্তির পদ; উহার অর্থ—‘আমার পক্ষে’। বলা বাহুল্য যে, ‘সুন্দরের তল’, ‘যমুনার জল’ ও ‘গিরি-গোবর্দ্ধন’ এই সকল পদার্থে শ্রীরাধার কোন স্বামিস্ব-সম্বন্ধ নাই; সুতরাং সেই সেই স্থলে ‘মোরে’ প্রয়োগ সমীচীন ও বৈশিষ্ট্য-সূচক হইয়াছে। ‘নহলি যৌবন’ অর্থাৎ ‘নবীন যৌবন’ বসন্তিতে শ্রীরাধার স্বামিস্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও, উহার মনে যৌবনাভিমান নাই ও তিনি উহাকে বাহ্যনীর মনে করেন না; সুতরাং সেই স্থলেও ‘মোরে’ প্রয়োগই অসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীরাধার অঙ্গ-বৃত্ত ভূষণান ‘রতন-ভূষণ’ স্বংকর না হইলেও, উহাদিগের স্বামিস্ব স্বীকার করার ও গুণজনের গণনার ভয়ে উহা পরিত্যাগ করার উপায় নাই বলিয়াই ‘মোর রতন-ভূষণ’ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের

‘দেহে বৈরী হৈল মোকে’ ইত্যাদি ঠিক ‘একে কাল হৈল মোরে নহিল যৌবন’ বাক্যের অনুরূপ।

কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে এত অধিক সংস্কৃত শ্লোক আছে যে, উহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না। প্রথমেই বলা আবশ্যিক যে, চণ্ডীদাস ঐ শ্লোকগুলির দ্বারা পদাবলীর আখ্যান-বস্তুর সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন,—সুতরাং ঐগুলিকে গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ বলিয়াই গণ্য করিতে হইত। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, শ্লোকগুলি চণ্ডীদাসের স্ব-রচিত। কৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাসের সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং তিনি যে নিজে শ্লোক-রচনার অঙ্কম ছিলেন এবং অস্ত্রের রচিত শ্লোক দ্বারা নিজের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। প্রাচীন কৃষ্ণ-বাত্যার অধিকারী বৈষ্ণব শ্বলে গান চাড়িয়া, সুর টানিয়া, পুরানে পরবর্তী গানের অবতারণা বুঝাইয়া দিতেন, কৃষ্ণকীর্তনেও ঠিক সেই ফলেই সংস্কৃত শ্লোক আছে। এরূপ শ্লোকে যে কাব্য-সৃষ্টির অবকাশ খুব কম, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি শ্লোকগুলির প্রসাদ, মাধুর্য ও অনু-প্রাস-বাহুল্য দর্শনে চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত-রচনারও অপটু ছিলেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। হুঃখের বিষয়, লিপি-কারের দোষে কোন কোন শ্লোকের পাঠ এত বিকৃত হইয়াছে যে, বসন্ত বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিস্তর পাঠের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বসন্ত বাবুর অসতর্কতা হেতুও পাঠোদ্ধারে ও বাংলা অনুবাদে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দ থাকিলেও এবং বিভাপতির পদাবলীর সহিত এ জন্ত শব্দগত অনেক সাদৃশ্য দেখা গেলও, উহার ভাষা বিভাপতির মৈথিলী এবং পরবর্তী পদকর্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্তভাগবত বা চৈতন্তচরিতামৃতের ভাষা কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার স্তার স্প্রাচীন না হইলেও, উহা কৃষ্ণকীর্তনের স্প্রাচীন বাংলারই স্বাভাবিক পরিণতি। পরবর্তী পদকর্তা, দিগের তথাকথিত ব্রজ-বুলি যে বাংলার তৎকালের প্রচলিত ভাষা নহে, বিভাপতির মৈথিল-ভাষার অনুরূপ-মাত্র, ইহা কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বসন্ত বাবু যে কি জন্ত প্রাচীন পদাবলীর ভাবকে তখনকার প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের ৩৬ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন,—‘কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা; অপর কহেন, উহা মৈথিলার ‘বুলি’ জাতির ভাষার অনুরূপ। বসন্ত-উহার কোনটাই ঠিক নহে; তখনকার বাদালা ভাষাই ঐরূপ ছিল।’

বর্ণ-গত ভ্রাতরত্ন মহাশয় বা. রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বধন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

\* বাদালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, (৩য় সংস্করণ) পৃ. ৪৮—৪৯।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ) পৃ. ২২৬।

ইতিহাস রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার প্রাচীন পদাবলী বলিতে নিশ্চিতই চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির প্রচলিত পদাবলীই বুঝিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে দুই চারিটি প্রসিদ্ধ পদে ব্যতীত তথা কথিত ব্রজ-বুলির ব্যবহার নাই। সুতরাং ভ্রায়রঙ্গ মহাশয় ও দীনেশ বাবু যে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তাদিগের ব্রজ-বুলি পদের ভাষার সম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভ্রায়রঙ্গ মহাশয় যে ব্রজ-মণ্ডলের ভাষার বিশেষ আলোচনা করিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা হিন্দী ভাষারই রূপান্তর। ব্রজের হিন্দীর সহিত মৈথিলীর যে সামান্য 'একটুকু' সাদৃশ্য আছে, এই তথাকথিত ব্রজ-বুলির সহিতও তদপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং ভ্রায়রঙ্গ মহাশয়ের উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে আংশিক সত্য আছে। 'বৃজ্জি' নামক একটি জাতি বুদ্ধদেবের সময়ে বিহার প্রদেশে বর্তমান ছিল। মিথিলাই তাহাদের আবাস-ভূমি ছিল কি না, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। যদি মিথিলাকেই প্রাচীন 'বৃজ্জি' জাতির আবাস-ভূমি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধদেব ও বিজ্ঞাপতির মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান হেতু 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার সহিত বিজ্ঞাপতির মৈথিলী ভাষার কতটুকু সাদৃশ্য ছিল, তাহা চিন্তার বিষয়। বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক পালি-ভাষাকে 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার প্রায় সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিজ্ঞাপতির মৈথিলীর সহিত উহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। গোবিন্দদাস প্রভৃতির তথাকথিত ব্রজ-বুলি বিজ্ঞাপতির মৈথিলী ভাষারই অনেকাংশে অসদৃশ; সুতরাং উহার সহিতও যে 'বৃজ্জি' বা 'পালি' ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে,—ইহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থার দীনেশ বাবু প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে বিজ্ঞাপতি প্রভৃতির মৈথিল ভাষার অমুকরণ না বলিয়া, কেন যে 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অমুকরণ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় নাই। 'বৃজ্জি' জাতির সেই প্রাচীন পালি-ভাষাই পরবর্তী দুই হাজার বৎসরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া বিজ্ঞাপতির মৈথিল ভাষার পরিণত হইয়াছে, ইহা বলাই যদি দীনেশ বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই কথা স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। বিজ্ঞাপতির সময়ে মিথিলার 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা প্রসিদ্ধ ছিল কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞাপতির অমুকরণের দ্বারা বাংলা পদাবলীর 'ব্রজ-বুলি' বা 'বৃজ্জবুলি' নামটির উদ্ভব হইল কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ নগরে বাবুর বিজ্ঞাপতিতে বিজ্ঞাপতির একটি পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাতে দেখিতে পাই, বিজ্ঞাপতি তাঁহার ভাষাকে 'অবহট্ট' ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'অবহট্ট' কি ভাষা—নগর বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বোধ হয়, এই 'অবহট্ট' শব্দটি সংস্কৃত 'অপভ্রংশ' শব্দেরই অপভ্রংশ। যে ভাষা ঠিক প্রাকৃত-ব্যাকরণের নিয়মামুখী নহে—উহাই অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ হিসাবে বিজ্ঞাপতির ভাষা, কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও পরবর্তী পদাবলীর ভাষা—সকলই 'অবহট্ট' বা



অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন বিজ্ঞাপিতরূপে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে হইতে আজ পর্যন্ত মিথিলায় ‘বুজ্জি’ নামে কোন ভাষা দেখিতে পাই না, তখন ‘বুজ্জি’ ভাষার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া ‘ব্রজবুলি’ বা ‘বুজবুলি’ নামের উৎপত্তি যে অজ্ঞাত বোঝাই সুবুদ্ধির কাণ্ড, তাহা বলা বাহুল্য। আমরাদিগের মতে ‘ব্রজবুলি’ বা ‘বুজবুলি’ নামের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিশেষ দুষ্কোধ্য নহে। এই ব্রজ-বুলি ভাষা বাংলার চলিত ভাষা নহে এবং ইহাতে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ভাষার সহিত ব্রজের ভাষার কতটা সাদৃশ্য আছে, উহার বিচার না করিয়াই, ভ্রান্ত ধারণাহেতু এই কৃত্রিম ভাষাটির ব্রজ-বুলি ( হিন্দী উচ্চারণে ‘বুজ্জ-বুলি’ ) নাম দিয়াছিলেন; তদবধি উহা ‘ব্রজ-বুলি’ নামেই পরিচিত হইতেছে; ইহাকে সত্য সত্যই কেহ ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া স্থির না করেন, সে অজ্ঞ ও এখন আমরাদিকে সতর্ক থাকিতে হয়। বসন্ত বাবুর শ্রাব প্রবীণ ভাষাতত্ত্ব ব্যক্তিও যে কি অল্প ভ্রান্তরস মহাশয়, ও দীনেশ বাবুর উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিতে বাইরা, প্রাচীন পদাবলীর এই তথ্য-কথিত ব্রজ-বুলির সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ একটি ব্যাপক-উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই তথ্য-কথিত ‘ব্রজ-বুলি’ সম্বন্ধে অনেক পাঠকেরই নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়, এ অজ্ঞ খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কিঞ্চৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তার পরে বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্তনের ‘দেখিলে’। প্রথম ‘নিশি’ পদের ভাষার সহিত পদাবলীর ‘প্রথম প্রহর নিশি’ পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচারহেতু কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার কীর্তিনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃত্তিক ফলাইবার সময় পান নাই।” ত্রিযুক্ত নীলরতন বাবুর সম্পাদকতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ পদই ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি ঐ সংস্করণের প্রায় নয় শত পদের মধ্যে কেবলমাত্র ‘প্রথম প্রহর নিশি’ ইত্যাদি পদের সহিত কৃষ্ণকীর্তনের ‘দেখিলে’। ‘প্রথম নিশি’ ইত্যাদি পদের সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে; তন্নিম্ন আর কোন পদেরই ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, ইহাতে উক্ত পদ একজনের রচনা বলিয়া মনে করা বাইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ঐ ‘প্রথম প্রহর নিশি’ পদটি নবাবিকৃত, তাহা পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। নীলরতন বাবু তাঁহার নবাবিকৃত পদাবলী পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া অহুমান করিয়াছিলেন যে, উহাতেও পুথি-লেখকেরা কৃত্তিক ফলাইবার অবসর পান নাই, সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের প্রকাশের পরে আর এ সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না। কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খুঁটির চতুর্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির না হইলে, উহার সম্বন্ধেও বলা বাইতে পারিত

না যে, উহাতে চণ্ডীদাসের ভাবা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবুর আশাস-বাক্য প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও আসল সন্দেহের কারণ থাকিয়া বাইতেছে। যদি কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীই চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।” চণ্ডীদাস প্রাচীন বয়সে আরও উৎকৃষ্টতর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলিই সর্বত্র প্রচারিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে, বসন্ত বাবুর লেখার ভঙ্গীতে এইরূপই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর আভিজাত্য-গৌরব কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যায় কি না, তজ্জন্ত আমরা কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি; কিন্তু হৃৎকের বিষয়, কোনরূপেই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কৃষ্ণকীর্তনের সর্বত্রই প্রবীণ-হস্তের পরিচয় বর্তমান। উহার আখ্যান-বস্তু একরূপ যে, উহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব-রাগ, মান, আক্ষেপ-অমুয়োগ প্রভৃতি বিষয় কোনরূপেই খাপ খায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘দান-খণ্ড’ ও ‘নৌকা-খণ্ড’ দুইটি সুবিস্তৃত পালা। উহার তিন চারিখানা পাতা পাওয়া যায় নাই,—তথাপি দান-খণ্ডে একশত এগারটি ও নৌকা-খণ্ডে ত্রিশটি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্র বা পদকল্পতরুর সংগ্রহে চণ্ডীদাসের ‘দান-খণ্ড’ বা নৌকা-খণ্ডবিষয়ক একটি পদও নাই। ‘নীলরতন বাবুর সংস্করণে দানের-৪০টি ও নৌকা-খণ্ডের ৭টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তুলনা করিয়া উভয় গ্রন্থের এই একই বিষয়ের পদাবলীর মধ্যে একটি পংক্তিও অভিন্ন বা অমুরূপ দেখা যায় না। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাস-লীলার একটিমাত্র পদ আছে; উহার বর্ণনা ভাগবতের অমুরূপ। নীলরতন বাবুর সংস্করণে চণ্ডীদাসের রাস-লীলা-বিষয়ক ১৩৪টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পদে প্রধানতঃ ভাগবতের বর্ণিত ক্রমই অঙ্কুরিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে রাসলীলা নামে কোন বিষয়ই নাই। উহার বৃন্দাবন-খণ্ডে যদিও কৃষ্ণের সহিত অত্যাশ্রয় গোপীদিগের বিলাস বর্ণিত আছে, কিন্তু উহার অবস্থা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট ভাগবতের রাস-লীলার বিবরণ সকলেই জানেন; সুতরাং উহার উল্লেখ অলাভ্যক। পদকর্তারা যে ভাবে পূর্ব-রাগের বর্ণন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কালিয়-দমন, বজ্র-হরণ বা রাস-লীলার কোন অবসর নাই। ভাগবতের রাস-লীলা জন্মি এলিঙ্গ; উহা পরিভ্যাগ করিলে পদাবলীর বর্ণিত ব্রজলীলার মাহা-শ্যই করিয়া যায়; বোধ হয়, এই ধারণায়ই পদকর্তারা রাসলীলার পদ রচনা করিয়া রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব-রাগাদি-লীলার সহিত উহার কোন স্বাভাবিক সংযোগ না থাকায়—রাস-লীলাটিকে একটি খাপ-ছাড়া অবাস্তব লীলা-(episode) রূপে মাঝখানে স্থান দিয়াছেন। গোপীদিগের রস-শাস্ত্র-রচনার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে রস-শাস্ত্রোক্ত পূর্ব-রাগ প্রভৃতি ক্রম না পাওয়াই স্বাভাবিক বটে। তিনি তাঁহার দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি পালাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কাব্যের ধরণে

পাত্র ও পাত্রীদিগের উক্তি-প্রত্যাশিত ও কার্য দ্বারা সাধারক্কে পূর্বরূপ, অভিসার, প্রত্য-  
 খ্যান, বিরহ ও সন্মিলন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রাচীন কবির বৈশিষ্ট্য কবিত্বের  
 উপাদেয়তা-বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলেই পূরণকে কাটিয়া-ছাটিয়া লইয়াছেন, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-  
 কীর্তনেও আমরা সেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। ভাগবতে আছে, আগে কালীর-দমন, পরে  
 বজ্র-হরণ, তার পরে রাস। কৃষ্ণকীর্তনে পাইতেছি—আগে রাধার বিশেষ অমুরোধে গোপী-  
 দিগের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিলাস ও উহার অঙ্গীয় জল-ক্রীড়ার অমুরোধে কালীর-দমন ও  
 জল-ক্রীড়ার আনন্দময়িক বজ্রহরণ। ভাগবতের বর্ণিত বজ্র-হরণের আধ্যাত্মিকতা কৃষ্ণকীর্তনে  
 মোটেই নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের এই সকল বর্ণনায় বিশেষতঃ বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহারে যে  
 অপূর্ণ কবিত্ব আছে, তাহার তুলনা কাব্য-সৌন্দর্য্য-প্রধান পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল।  
 বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার আমাদের মনে মহাকবি মাঘের বর্ণিত বাদব-রমণীগণের  
 রৈবতক-শিরে বন-বিহারের স্মৃতিই উদ্বোধিত করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান-বস্তু  
 প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত পদাবলী হইতে এরূপ বিভিন্ন ও উহার ভাষা ও ভাব এরূপ স্বতন্ত্র  
 যে, চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব খাঁটি পদাবলী মুখে মুখে বিকৃত হইয়া ক্রমে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত  
 হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই মনে স্থান পায় না। মুখে মুখে বা পুথি-লেখকদিগের  
 দোষে পদাবলী কতটা বিকৃত হইতে পারে, বিভাপতির বহুতর পদে আমরা তাহার উৎকৃষ্ট  
 নিদর্শন পাইরাছি; কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, পূর্বোক্ত ‘দেখিলো’ প্রথম নিশি ও ‘প্রথম  
 প্রহর নিশি’ পদ দুইটি ব্যতীত আর বাকি নয় শত পদে আমরা একটুকুও সাদৃশ্য দেখিতে  
 পাই না। বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া মৈথিল্য কবি বিভাপতির যে হৃদ্বশা না ঘটাইছিল,  
 স্বদেশবাসীর হাতে পড়িয়া চণ্ডীদাসের তদপেক্ষা শতগুণ হৃদ্বশা ঘটাইছে—ইহা ভুলিতে  
 বতই আশ্চর্য্য মনে হউক না কেন, প্রকৃতই যে প্রকৃপ ঘটাইছে, তাহা আর গোপন করিলে  
 চলিবে না। যে চণ্ডীদাস সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার খাঁটি  
 রচনার এরূপ বিকৃতি কিসে সম্ভবপর হইল, তাহা একটি জটিল প্রশ্ন হইলেও উহার সমাধান  
 অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় যে, মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর  
 গোপীদাসদিগের দ্বারা যখন বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র রচিত হইল, তখন সেই রস-শাস্ত্রের পর্য্যায় অমু-  
 সারেই ব্রজলীলা-পদাবলী রচিত হইতে থাকে। বিভাপতি কোন পদাবলীর পালা রচনা  
 করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নানা ভাবের ত্রিভঙ্গ-পদাবলী সংগ্ৰহ করিয়া  
 আমাদের পদ-সংগ্ৰহকারগণ যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি বসাইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের  
 কৃষ্ণকীর্তন প্রায় সর্বত্র উক্তি-প্রত্যাশিত-পূর্ণ নাট্য-কাব্য বলিয়া, উহার পদাবলিগুলিকে সে  
 ভাবে বসানো সুবিধা মনে করেন নাই। কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার কাঠিও বোধ হয়, ইহার  
 অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্তী ‘ব্রজ-বলি’ ভাষার প্রবর্তনে বিভাপতির ভাষার কাঠি অনেক  
 পরিমাণে অপনীত হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার অমুকরণে—সেইরূপ কোন কৃত্রিম  
 ভাষা হয় নাই; কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে যখন চৈতন্যভাগবত

প্রকৃতির ভাবায় পরিণত হইল, তখন উহার সহিত কৃষ্ণকীর্তনের ভাবায় এত পার্থক্য দাঁড়াইল এবং রস-শাস্ত্রের বর্ণিত রস-পৰ্য্যায়ের সহিত কৃষ্ণকীর্তনের রস-পৰ্য্যায়ের এত বিরোধ দেখা গেল যে, সাধারণ শ্রোতাদিগের মনস্তষ্টির অল্প চণ্ডীদাসের পদের ক্ষীণ ছায়া অবলম্বনে নূতন পদ রচনা করিয়া, তাহাতে আভিজাত্য-রন্ধার জন্ত চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করা বাস্তবিক আর গত্যন্তর রহিল না। অবশ্য এই রূপান্তর-কাণ্ডটি কত সময়ে, কত জনের হস্তে, কত ভাবে সংস্কৃতি হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না—কিন্তু একপড়াই যে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রূপান্তর ঘটয়াছে, তাহা বেশ অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। এ স্থলে আমাদের একমাত্র সাহসনা এই যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট, সেইগুলিতে আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনার নিদর্শন না পাইলেও এমন কিছু পাই, যাহা কৃষ্ণকীর্তনে নাই। বস্তুতঃ গীতি-কবিতার সারভূত ভাবোচ্ছ্বাস ও রসোদ্বীপনায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত অনেক পদই যে কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সত্য বটে, এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-প্রচারেরই অন্ততম অপূর্ণ ও অসাধারণ ফল; কিন্তু চণ্ডীদাস যদি এ ভাবে পদাবলীর বিনিয়াদ গাঁথিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যের এই সর্বদ্বন্দ্বীন বিকাশ ও উন্নতি সম্ভবপর হইত কি না, কে বলিতে পারে? কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ভাবের বাহ্যিক পার্থক্যটাই এখন আমাদের চোখে বড় ঠেকিতেছে। আমরা উহার সহিত অধিক পরিচিত হইলে, কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের সেই ভাষা ও ভাবই একটু একটু রূপান্তরিত হইতে হইতে আমাদের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিব। শিক্ষার হিসাবে উহার মূল্য কম নহে; সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে স্থধী ব্যক্তিদিগের কর্তব্য আরও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কৃষ্ণকীর্তনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রাঙ্গী রজকিনীর কোন প্রসঙ্গ নাই এবং উহাতে ‘রাগাঙ্গিক’ পদাবলীর ভাবের কোন পদ পাওয়া যায় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের কোন কোন ‘রাগাঙ্গিক’ পদ আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা যে সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্তাদিগের রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। সহজিয়া-মত খুব প্রাচীন হইলেও, বাংলার বৈষ্ণব-ধর্মের নব্য-সহজিয়া মত যে মহাপ্রভুর কিছু পরবর্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

আমরা এখন কৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৃষ্ণকীর্তনে (১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, (২) বিষমাক্ষরী পয়ার, (৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, (৪) এগার অক্ষরী একাবলী, (৫) লঘু-ত্রিপদী, (৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ও (৭) কয়েক প্রকার ত্রুট-ত্রিপদী—এই কয়েকটি অক্ষর-বৃত্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভাগতির পদাবলী কিংবা বাংলার বৈষ্ণব কবিদিগের ব্রজবুলি-পদাবলীর ছায় কোথায়ও মাত্রা-চতুষ্পদী, মাত্রা-ত্রিপদী প্রভৃতি মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর-বৃত্তে সর্বত্র অক্ষর-সংখ্যার

ধরা-বাঁকা নিয়ম দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে মাত্রা-বৃত্তের নিয়ম অল্পস্বারে একটি ওক-অক্ষরকে দুইটি লঘু-অক্ষরের সমান ধরিয়া লইয়া, ছন্দের ওজন রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু সর্বত্র সেরূপ করা চলে না। পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যে ছন্দের এরূপ গ্রন্থন-শৈথিল্য বড় একটা দেখা যায় না। ইহাও কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতার অত্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে কৃষ্ণকীর্তন হইতে পূর্বোক্ত ছন্দগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।—

( ১ ) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

“কোণ মুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।

নাহি জাগ এবে তৌ আপনার নাশ ॥

যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম।

অতি মড়াবল সেসি তোন্ধার গম ॥”— ৩ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের ২য় পংক্তির ‘তৌ’ অক্ষর, ৩য় পংক্তির ‘গর্ত্ত’ শব্দের গ অক্ষর ও ৪র্থ পংক্তির ‘তোন্ধার’ শব্দের ‘তো’ অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ছন্দের ওজন ঠিক থাকে না।

পুনশ্চ—“দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।

সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥

নায়ের গর্ত্তপাত চল করিয়া।

আপনে রহিলা রোহিণী গর্ত্ত গিয়া ॥”—৪ পৃষ্ঠা

এখানে ৩য় পংক্তিটির ওজন কোনরূপেই রক্ষা করা যায় না; ৪র্থ পংক্তির ‘রোহিণী’ শব্দের ‘রো’ অক্ষর গুরু পাঠ করিলে ওজন রক্ষা হয়।

( ২ ) বিষমাক্ষরী পয়ার, যথা—

“তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা সুগী।

ধরিবাক না পারে। পরাগী ॥ বড়ারি ল ॥

দারুন কুসুমশর হৃদ্যত সন্ধান।

আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ারি ল ॥

\* \* \* \*

কুসুমিত ভরুগণ বসন্ত সমএ।

তাত মধুকর মধু পীএ ॥

হুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে ॥

তে কারণে খীর নহে মনে ॥”—১৩ পৃষ্ঠা

এই পদের প্রত্যেক অক্ষর চরণে ১৪টি অক্ষর ও প্রত্যেক বৃদ্ধ চরণে ১০টি অক্ষর আছে। ‘বড়ারি ল’ গানের সুর টানার জন্য কোন কোন চরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ পাড়ি-চিহ্নেই বুঝা যায়, উহা চরণের অন্তর্গত নহে।

( ৩ ) দশ-অক্ষরী পরার, যথা—

“এক দিনে মনের উল্লাসে ।

সখি সমে রস পরিহাসে ॥

আঙু গেলি সত্বর গমনে ।

বড়ারিক না করী যতনে ॥ ২ ॥

বকুল তলাত গোআলী ।

বড়ায়ির পহু নেহালী ॥—২ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—“বিকট দন্ত কপট বাণী ।

ওঠ আধর উঠক জ্বলী ॥ ৩ ॥

কাছী সম বাহু যুগলে ।

নাভি মূলে দুর্গ কুচ লূলে ॥—৮ পৃষ্ঠা ।

প্রথম উদাহরণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের ‘তলাত’ ও ‘পহু’ শব্দের ‘লা’ ও ‘প’ অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না । দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যদিও অক্ষর-সংখ্যা দশটি করিয়া আছে, কিন্তু সেখানে প্রথম উদাহরণের  $৪+৬=১০$  স্থলে  $৫+৫=১০$  অর্থাৎ যতির বিপর্যায় হওয়ার, শুনিতে ত্রিমাত্রিক নবাক্ষরী মাত্রা ছন্দের মত শুনায । ৩য় ও ৪র্থ চরণে কিন্তু প্রথম উদাহরণের ন্যায়  $৪+৬=১০$  অক্ষরই আছে ; কেবল ৩য় চরণের ‘বাহু’ শব্দের ‘বা’ অক্ষরটি গুরু পাঠ করিতে হয় ।

( ৪ ) এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, যথা—

“আয়িলা দেবের স্তুতি শুণী । কংসের আগক নারদ মুণী ॥

পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ । বামন শরীর মাকড় বেশ ॥”—২ পৃষ্ঠা

এই উদাহরণের ৩য় চরণের ‘দাঢ়ী’ শব্দের ‘দা’ অক্ষরটি গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না । এই পদটির শেষ দুই পংক্তিতে কোনরূপেই ছন্দ রক্ষা হয় না, যথা—

“দেখিষ্ঠা কংসেত উপজিল হাস । বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥”

‘বাসলী’ শব্দের ‘বা’ অক্ষরটি গুরু ধরিলে ও ‘গাইল’ স্থলে ‘গাল্য’ পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণের ছন্দ কণ্ঠস্থ রক্ষা করা যায়, কিন্তু প্রথম চরণের ছন্দ কোনরূপেই রক্ষা পায় না ।

( ৫ ) লম্বু-ত্রিধলী-ছন্দ, যথা—

“তোর মুখে স্থণী                      রাধিকার রূপ

আঙুর নব যৌবনে ।

আহোনিশি দহে                      সকল পরাণ

আর থার নচে মনে ॥”—১৭ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—“আটল রাধা                      কর্ছো তোম্বারে

কুঞ্জে, পাচ আবধা ।

বিরহ জরে

তেহেঁ জরিল

পাঠাইল তোহা বের্থা ॥”

দ্বিতীয় উদাহরণে কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও যতি-বিপর্যয় হেতু ছন্দ রক্ষা হয় না।

( ৬ ) দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

“আল রাধা

সর্বাস্থে সুন্দরী তোএ

দেব মুরারী মোএ

তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহাতে মজিল মন

ভালে জাগে দেবগণ

ইণে কিছু নাহিক সন্দেহা ॥

\*

\*

\*

\*

তোর নাম চন্দ্রাবলী

মোর নাম বনমালী

তোর মোর শোভএ মীলনে।

কাহাঞি পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে

কেহে তেজ হাথের রতনে ॥”—৭০ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের প্রথম চরণের ‘দেব’ শব্দের ‘দে’ অক্ষরটি গুরু পাঠ করিলেই ছন্দ রক্ষা হয়, কিন্তু ‘কাহাঞি পাইবি’ ইত্যাদি চরণের ‘কাহাঞি পাইবি’ স্থলে ‘কাহে পাবি’ বা ‘কাহাই পাবি’ পাঠ করিতে না পারিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। দ্বয়িত-পঠিত হই তিনটি লঘু অক্ষরও একটি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, —এই পিঙ্গল-স্বত্রের বিধান অনুসারে ‘কাহাই’ শব্দটিকে দ্বি-অক্ষর-মাত্রক ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ‘কাহাঞি’ শব্দকে সেরূপ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, লিপিকার ‘কাহাঞি’ লিখিলেও শব্দটি ‘কাহাই’ বা ‘কাহায়’ রূপেই উচ্চারিত হইত।

( ৭ ) যে ত্রিপদীগুলি পূর্বোদ্ধৃত লঘু ও দীর্ঘ-ত্রিপদী হইতে কিছু স্বতন্ত্র, উদাহরণকেই আমরা ভঙ্গ-ত্রিপদী নামে অভিহিত করিয়াছি। আমরা কৃষ্ণকীর্তনে কয়েক প্রকারের ভঙ্গ-ত্রিপদী লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—

( ক ) “রাম কাজে হুমুস্তা। তেহেন আঙ্গার দূতা।

ভাগিল নেহা পুণী ঘোড়াইত্তে পকতা ॥

যেখানে ভঁটী না জাএ। তথ্য বাটআ বহাএ।

সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ ॥”—২৬ পৃষ্ঠা

এই ছন্দটি নূতন না হইলেও তৃতীয় চরণের সহিত বর্ষ চরণের মিল ( rhyme ) না রাখিয়া প্রত্যেক তিনটি চরণের শেষে মিল রাখা নূতন কার্যদাবটে। মূলতঃ ইহা ( গ ) উদাহরণের

ছন্দের সহিত অভিন্ন। পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা কুত্রাপি এই প্রণালীর মিল দেখিতে পাই না।

(খ) .“গোপীজন সঙ্গে আক্ষে ছছন্দে বুলিলোঁ ল বিকে\*জাওঁ মথুরার হাট।

মো কেহুে জাগিবো কাহ্নাঞি পথে মহাদাণী ল কাল তৈল ঘনুনার বাট ॥ ৭৮ পৃঃ

(গ) “আঠ চারি বরিষের বালা।

তোর মাথে শোভে ষোড়া চুলা।

এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞি আন্ধার পাশে।

তেজ মিছা মাহাদানে।

ঘর যাহা নিজ মানে।

বাসলী বন্দিয়া গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥”—১৩ পৃষ্ঠা

(ঘ) . “বোলে প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল বড় নটক কাহ্নাঞি।

ঘরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল কিছু উপায় নাহা ॥”—১১২ পৃষ্ঠা

পদাবলীর ছন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এ স্থলে চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত রাগ-রাগিনী ও তালের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে সকল রাগ ও রাগিণীর সম্বন্ধেই ‘রাগ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কালোয়াভেরা রাগিনী-গুলিকেও ‘রাগিণী’ না বলিয়া, চলিত কথায় ‘রাগ’ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া, গীতগোবিন্দের পদগুলির পূর্বে সংস্কৃতে যে কি জন্ত ‘ভৈরবী-রাগেণ গীয়তে’ ইত্যাদি ও কৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃতে “রামগিরী রাগঃ।” ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় না।

কৃষ্ণকীর্তনে আমরা একরূপ দুই একটি রাগ (রাগিণী ?) ও কয়েকটি তাল পাইয়াছি, যাহা আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। এই রাগের বা রাগিণীর নাম ‘কহু রাগ’ ও ‘শৌরী (সৌরী) রাগ’। এই ‘কহু’ শব্দের অপভ্রংশ ‘কহ’ বা ‘কো’ই বোধ হয়, পরবর্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে ‘কৌ রাগ’ নামে খ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনেও দুই একটি পদের পূর্বেও ‘কহু জঙ্জরী রাগঃ’ আছে। কিন্তু ‘শৌরী’ বা ‘সৌরী’ রাগের নাম আর কোথায়ও পাই নাই। সেইরূপ ‘ক্রীড়া’, ‘চিত্রক লগণী’, ‘লগণী’, ‘কুড়ক’, ‘প্রকীর্তক’, ‘জয় জয়’ ও ‘রূপকথা’ তালের নামও পরবর্তী সাহিত্যে দেখি নাই। এই সকল তালের নাম লইয়া কোন কোতুহলী পাঠক গবেষণা করিলে—অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। কৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন পদের পূর্বে চারি-পাঁচটি পর্য্যন্ত তালের নাম দেওয়া আছে; উহাতে বোধ হয়, একই পদের বিভিন্ন কলি বিভিন্ন তালে গাওয়ার প্রথা ছিল। প্রচলিত অনেক রাগের নামে বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে, যথা—‘রামকিরী’ স্থলে ‘রামগিরী’, ‘আহিরী’ স্থলে ‘আহের’, ‘ধানলী’ বা ‘ধানলী’ স্থলে ‘ধানবী’, ‘পাহাড়ী’ স্থলে ‘পাহাড়ীআ’ ইত্যাদি।

\* যমজ বারু ‘বিকো’ পাঠ ধরিয়া ‘বিক্রমার্থ’ অর্থ লিখিয়াছেন। ‘বিকো’ শব্দের আর প্রয়োগ নাই, ‘বিকে’ প্রয়োগ ২০৭৫টি আছে। বোধ হয়, ‘বিকোই’ একত পাঠ হইবে।



কৃষ্ণকীর্তনে উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দেখা যায়। উহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা-পূর্ণ বাক্য-সমূহ উদ্ধৃত করিলে, উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা হইতে পারে; আমরা এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। রসজ্ঞ পাঠক কৃষ্ণকীর্তনের অপ্ৰচলিত ভাষা-পাঠের বিরক্তি কাটাইয়া, বসন্ত বাবুর টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে কাব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষ্ণকীর্তন কিরূপ কাব্য-রসের অপূৰ্ণ ভাণ্ডার। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'বসন্ত-ধ্বনি', 'রস-ধ্বনি' ও 'অলঙ্কার-ধ্বনি'—প্রধানতঃ এই তিন প্রকার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনে এই ত্রিবিধ ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গেলেও, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের ভ্রায় ইহাতে রস-ধ্বনিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গীত-গোবিন্দে বসন্ত-কালীন রাস, অভিসার, উৎকর্ষা, মান ও মানান্তে মিলন প্রভৃতি কয়েকটি লীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের জন্ম, বালা-লীলা, রাধার অপূৰ্ণ রূপ-বর্ণন শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি, বড়াইর দূতী-কার্য্যে নিয়োগ, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধা প্রভৃতির দধি-দুগ্ধের ভার-বহন, মথুরার পথে ছত্র-ধারণ, বৃন্দাবনে রাধার কৌশলে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিলাস, উহার আত্মবল্লিক জল-কেলি প্রসঙ্গে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার-অপহরণ, যশোদার নিকটে রাধার অভিযোগ, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কর্তৃক কন্দর্প-শর প্রহারে রাধার চেতনা-হরণ, রাধাকে অচেতন দর্শনে কৃষ্ণের বিলাপ, ত্রিহস্ত-স্পর্শে রাধার চৈতন্য প্রাপ্তি, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বংশী-বাদন, রাধা কর্তৃক বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের খেদ, রাধা কর্তৃক বংশী-প্রদান, রাধার বিরহ, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান, রাধার খেদ, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন ও নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কংস-বধার্থে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার সংবাদ লইয়া বড়াইর গমন—বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনে গীত-গোবিন্দ অপেক্ষা বিষয়-বৈচিত্র্য যে অনেক বেশী, তাহা বলা বাহুল্য। গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যাখ্যান-মূলক নাট্য-কাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য; কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যাখ্যান দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ভ্রায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়; পরবর্তী পলাবলী-সাহিত্যে আমরা যদিও গীতি-কবিতার সার-ভূত উদ্দীপনা ও রসোচ্ছ্বাসের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণকীর্তনের সেই সরস, সতেজ ও সপরিহাস উক্তি-প্রত্যাখ্যান—সেই নাট্য-প্রতিভার উৎকর্ষ কোথায়? চণ্ডীদাসের সময়টি বাংলার ইতিহাসে এক প্রকার অন্ধ-যুগ; কেন না, সে সময়ে বাংলার রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারের আবির্ভাব যদি তৎকালীন সমাজের অসাধারণ কার্য্য-প্রবণতার অন্ততম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের

সময়ে বাংলা-সমাজ যে কার্য-প্রবণতার মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভাব-প্রবণ যুগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্তন পুথিখানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে প্রত্যাগমন ও শ্রীরাধার সহিত মিলন উহাতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু বিরোগান্ত উপসংহার সংস্কৃত সাহিত্যে নিম্নিত বলিয়া কৃষ্ণকীর্তনেও যে মাথুর-বিরহান্তে মিলন ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মথুরায় বড়াইর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের—

“শকতী না কর বড়াই বোলোঁ মো তোজারে।

জাইতে না কুরে মন নাম শুনী তারে ॥

যত দুখ দিল মোরে তোজার গোচরে।

হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিব তারে ॥”

ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান-বাক্য দর্শনেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।” এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই; কবি রস-বৈচিত্র্যের জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। “শকতী না কর” ইত্যাদি পদটিকেও সেইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণকীর্তনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এত রস-বিলাসের পরে, তাঁহার মুখে ‘যত দুখ দিল মোরে’ ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। ইহাকে কবি-গানের সখী-সংবাদের চাপানের জায় একপ্রকার “চাপান” ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। বড়াই ইহার পরবর্তী পদে যে ‘উত্তোর’ গাহিয়াছিলেন, বোধ হয়, তার পরে শ্রীকৃষ্ণের ‘তারি-ভুরি’ বেশী ক্ষণ টিকে নাই। তবে নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীতে যেমন মথুরায় কংসবধাদি লীলা স্বরূপে বর্ণিত দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্তনে সেইরূপ ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেম-লীলাই কৃষ্ণকীর্তনের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং কবি জন্ম-ধর্মের ‘বিজয় নাম বেলাতে’ ইত্যাদি একটিমাত্র পদের মধ্যে যে রূপ বাল্যলীলার নানাবিধ ঘটনা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন, আমাদের বোধ হয়, মাথুর-লীলাও সেই ভাবেই শেষ করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণকীর্তন পুথির মাথুর-লীলার পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বেশী আপশোষের কারণ নাই।

ধিরেটারী-ধর্মপ্রেরণ-আধুনিক যাত্রা-গান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে যে কৃষ্ণ-যাত্রা প্রচলিত ছিল, উহাতে বেশীর ভাগে কৃষ্ণ, রাধা ও বৃন্দা-দুতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতাবলী দ্বারাই পালা পূর্ণ করা হইত। আমাদের এখন বোধ হইতেছে, চণ্ডীদাসই এই কৃষ্ণ-যাত্রার আদি না হউন, একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইর বেশ-ধারী ব্যক্তিদিগের মুখে স্বতন্ত্র-ভাবে গীত না হইয়া, আধুনিক রস-কীর্তনের পদের মত গীত হইলে, উহাদিগের বৈশিষ্ট্য যে রক্ষা পাইত না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। মহাপ্রভুর সময়ে নাব-কীর্তনের খুব প্রাবল্য ঘটয়া থাকিলেও, সে

সময়ে আধুনিক ধরণের রস-কীর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক বৃন্দাবন-লীলা অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা ধারাও কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী আধুনিক রস-কীর্তনের ধরণে গীত না হইয়া— গীতি-নাট্যের ধরণে প্রাচীন কৃষ্ণ-বাত্ম্যর গ্রাম গীত হইত, আমাদের এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে। আজকাল দেখা যায় যে, কীর্তিনিয়োগ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানারূপ আধার ধারা পদগুলিকে পল্লবিত ও এক একটি কথার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি করিয়া, ১০।১৫টি পদের দ্বারা ই রস-কীর্তনের এক একটি পালা শেষ করিয়া থাকেন ; ইহা লীলা-ধানে নিম্ন প্রেমিক-ভক্তদিগের রুচিকর হইলেও, সাধারণ শ্রোতাদিগের পক্ষে বিরক্তি-জনক। কৃষ্ণ-কীর্তনের কোন কোন পালায় শতাধিক পদ আছে। উহার অধিকাংশ বাদ দিয়া গান করিলেও, আধুনিক ধরণে এক দিনে একটি পালা শেষ করা অসম্ভব মনে হয়। আধার না দিয়া ও কথাগুলির পুনরুক্তি না করিয়া যাহার যে গান, সে তাহা গাহিয়া গেলেই কৃষ্ণকীর্তনের গীতি-নাট্যের অভিনয় করা চলে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, কৃষ্ণকীর্তন সেই ভাবেই অভিনীত হইত। সাধারণ শ্রোতাদিগের হিতার্থে আধুনিক রস-কীর্তনের ধরণের পরিবর্তন ও প্রাচীন কৃষ্ণ-বাত্ম্যর পুনঃ প্রবর্তনের বোধ হয়, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা কতবোয় অনুমোদেই আজ বসন্ত বাবুর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে কতগুলি ভ্রুটির উল্লেখ করিলাম, গ্রন্থের গুণের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। বসন্ত বাবু আমাদের নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ; তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্ম আট শতের অধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া, বিশেষতঃ বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের বিলুপ্ত-প্রায় কৃষ্ণকীর্তনের সুপ্রাচীন পুথিখানা আবিষ্কার ও অপূর্ণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্ম তিনি চির-কাল আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র থাকিবেন। প্রাচীন কোন বাংলা গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিলাতে এইরূপ একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, উহা লইয়া একটা হৈ-টো পড়িয়া যাইত ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এত দিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্বন্ধে কোন একটা আলোচনাও দেখিতে পাইলাম না। ষাংরা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অনুসঙ্গী—তাঁহাদের পক্ষে নানা কারণেই কৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম গভীর-ভাবে অনুসন্ধানের সামগ্রী আর নাই। সুতরাং ষাংরা কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সুপ্রাচীনতা-জনিত নূতনতায় বিরক্ত না হইয়া, বসন্ত বাবুর উৎকৃষ্ট টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা নানারূপ নূতন তত্ত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে একখানা অপূর্ণ কাব্যের রসান্বাদন করিয়া সকল পরিশ্রম সকল বোধ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যশচন্দ্র রায়

## “চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্মরসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত “চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” শীর্ষক সমালোচনা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আজকাল এরূপ সমালোচনা চল্লি বুলিলে অত্যাক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় কৃষ্ণকীর্তন’এ যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিয়া এবং টীকার কএক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বস্তুতই ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ যোগ্যতর ব্যক্তির সম্পাদকতায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কতকটা অত্যধিক বিশ্বাস-বশে এবং কতকটা অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্যপান শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় উহার সম্পাদন-ভার আমাদেরই হাতে অর্পণ করেন। কাব্যের গুরুত্ব বোধের অভাবে এবং চণ্ডীদাসের অপূর্ণ গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’এর সহিত স্বীয় নাম জড়িত দেখিবার প্রলোভনে আমরাও তখন উহাতে সম্মত হই। এক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। ‘কৃষ্ণকীর্তন’এর একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আবার খণ্ডিত। পুঁথির লেখা ও ভাষা সুপ্রাচীন। গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রচলিত কোন সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অভিধানে পাওয়া যায় না। কাজেই যথাযথ পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি এবং টীকাটি নিতুল হইয়াছে, এক কথা মোটেই মনে করি না। তবে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত সর্বত্র একমত হইতে পারিয়াছি, তাহাও নহে।

৭-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য—প্রাকৃত ভাষায় ন, য ও শ-ব স্থানে যথাক্রমে ণ, জ ও স° এবং কোন কোন প্রাকৃতে জ, গ ও ষ-স স্থানে যথাক্রমে ষ°, ন° ও শকারের উচ্চারণ হইত। ইহা অস্বীকার করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণের বহু সূত্রই অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। কঠিন ও সহজ শব্দ উর্দ্ধ, অধঃ; আলো, আন্ধার প্রভৃতির ছায় আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। দেশ-ভেদে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ এবং অমূরূপ ক্রিয়াও স্বাভাবিক। এক সময়ে এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা উচ্চারণ করা কঠিন, সমসাময়িক তাহারই পক্ষে তাহা উচ্চারণ করা সহজ হইতে পারে। এক ব্যক্তির পক্ষে যে শব্দ উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য, অপরের পক্ষে সেই

১ প্রা° এ° ২১৪২; হে° চ° ৮১১২৮-২৯; প্রা° স° ২১৪১

২ প্রা° এ° ২১৩১; হে° চ° ৮১১২৪৫; প্রা° স° ২১৩০

৩ প্রা° এ° ২১৪৩; হে° চ° ৮১১২৪০, ৮১১৩০৯; প্রা° স° ২১৪৪, ১১৩৩

৪ প্রা° এ° ১১১৪; হে° চ° ৮১৪২৯২

৫ প্রা° এ° ১০১৫; হে° চ° ৮১৪৩০৩; প্রা° স° ১১১৪

৬ প্রা° এ° ১১১০; প্রা° স° ১০৩৯; হে° চ° ৮১১২৮৮

শব্দ উচ্চারণ করা সুসাধ্য দেখা যায়। অপভ্রংশ ভাষার অন্ত্যন্তম লক্ষণ উহা ‘শোরসেনীবৎ’।  
 যরাঠী, গুজরাটী ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতে ন-কারের স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সতীশ  
 বাবু ণ-কারাদি ও ন-কারাদি শব্দের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। অনাদিস্থিত ণ-কারের প্রয়োগ  
 লক্ষ্য করিলে হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় অন্তরূপ হইত। বিজ্ঞাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্বত্র  
 ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও সেইরূপ আশা করা  
 যায় না এবং তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। পরিবর্তনের যুগে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ  
 কখন ন-কারাদি, কখন ণ-কারাদি-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। অপর, পূর্বে সংস্কৃতজ  
 লিপিকারগণও শব্দের বর্ণ-বিভাসাদি বিষয়ে অসতর্ক ছিলেন, এই অজুহাতে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’এর  
 লিপিকারকে সরাসরী ভাবে স্বেচ্ছাচারী সাব্যস্ত করা সমীচীন কি? চণ্ডীদাসের সময়ে পশ্চিম-  
 বঙ্গের এক প্রান্তে ণ-কারের উচ্চারণ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে উচ্চারণের  
 অভাব কর্ত্তন করিলেও ণ-কারের এই প্রয়োগ-বাহুল্য শোরসেনীর প্রভাব হুচনা করিতেছে,  
 বলায় বাধে না।

**আণ্ডাছরা**—আণ্ড-আসিয়া=আণ্ড’সিয়া হইতে আণ্ডছিয়া হওয়া অধিক সম্ভব।  
 পশ্চিমবঙ্গে আণ্ড শব্দ এখনও চলে। প্রাচীন বাঙ্গালাতে ‘আণ্ড পাছু’ বিরল নহে।  
 ‘আণ্ডসরি’ও পাওয়া যায়, বধা—

‘আণ্ডসরি যুদ্ধে এবে রাম রঘুপতি।

দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥’—কৃত্তিবাসী লক্ষ্য।

**টেটন**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও পুরুষোত্তম গজপতিকৃত দীপিকাচন্দ্র হইতে উদা-  
 হরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃঃ ৪৭৬)। মাধব কন্দলির অবোধ্যাকাণ্ডে টেটন, শব্দর দেবের  
 উত্তরাকাণ্ডে তেটন। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে টেটোন। প্রা° ‘টেণ্টা’, কর্পূরমঞ্জরী,  
 দোশী-নামমালা ৪১০; অর্থ—জুয়ার আড্ডার দুর্দর্ভ; ইহা হইতেই দুর্ভ, শঠ প্রভৃতি অর্থ  
 আসিয়া থাকিবে।

**সকাল**—উভয় বন্ধেই সম্বন্ধ অর্থে সকাল শব্দ প্রচলিত। সুবেলা হইতে যেমন হি° সবেরা,  
 সুকাল হইতে তেমন বা° সকাল, হি° সকার (বিনয় পত্রিকা), ম° সকাঙ্ক। পূর্বাঙ্ক  
 অনেক কালের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া উহা সুকাল। সকাল ও সাঁকাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য  
 (পৃ° ৫৫২, ৫৫৯)।

**তড়পথে**—হি°, ম°, ও° প্রভৃতি ভাষার ‘তড়’ শব্দ প্রচলিত। তড়পথে ও তড়াত শব্দের  
 টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬৫, ৬০৮)।

**জুড়ুল**—আরম্ভ অর্থে √জুড়া’র প্রয়োগ বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়।

**বিচারণ**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও মাধব কন্দলির কিকিয়াকাণ্ড হইতে  
 উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ° ৬২০-২১)।

**বাহক**—বাহক শব্দের প্রাং ‘বাতাকী’ টাকার বলা হইয়াছে (পৃ ৬৬৫)। পশ্চিম-রাঢ়ে ‘বাহক’ শব্দ অপ্রচলিত নহে।

(১) **কলি**—H. H. Wilson-কৃত Sanskrit-English Dictionary, Sir M. Monier Williams প্রণীত S.-E. Dictionary এবং V. S. Apte-এর সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে কলি অর্থে ‘a hero’; শব্দকল্পদ্রমে ‘শূর’; বিশ্বকোষে ‘কলতে স্পর্ধতে, শূর, বীর’ পাওয়া যায়। ‘মোএ গলা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চুর করোঁ’ এবং ‘আক্ষা শিশু না দেখিহ’ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে কলি শব্দের ‘শূর’ অর্থই সঙ্গত মনে হয়। ‘সাকল্য’ এবং ‘নিশ্চিত’ শব্দের মধ্যে অর্থগত সাম্য কতটুকু অথবা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়েই সন্দেহ।

(২) **কলি ৩ (৩) কৈলী**—সতীশ বাবুর অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে ‘কৈল’ শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া আমাদের স্বর্গ হয় না।

(৪) **কৌল**—পূর্ববঙ্গের নিশ্চর্যার্থে প্রযুক্ত ‘কৈল’ এবং কৃষ্ণকীর্তন-এ ব্যবহৃত ‘কৌল’ শব্দ এক বলা যায় না। ‘তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহাঞি কোলে বসৌ’ (পৃ ৩৩৪); এখানে কৌল শব্দের কি অর্থ হইবে?

(২) **চলি ভেল**—মৌলিক অর্থ ‘চলিত হইল বা গত হইল’, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমান idiom-এ ‘গমন করিল অথবা বাইতে উত্তত হইল’, হইবে না কেন? প্রাচীন পুঁথি হইতে আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

কস্তার নিকট হোন্তে ছাড়িয়া নিশ্বাস।

চলি ভেলা সখীবর পরম নৈরাশ।

—দোলভ উজীর-রচিত ‘দায়লি-মজহু’।

চলি ভেল সখীবর স্মরিত গমনে।

মানাইয়ু কিরুপে ভাবএ মনে মনে — ঐ।

(১৪) **হার মঞ্জুরী**—Wilson-কৃত S.-E. Dictionary এবং Apte-এর অভিধানে মঞ্জুরী অর্থে ‘a large pearl’; শব্দকল্পদ্রমে, বাচস্পত্য ও বিশ্বকোষে ‘মুক্তা’।

(১৬) **মাণ্ড কিল**—‘মাণ্ড’ শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য উত্তরবঙ্গে ‘মাউগ’ এবং বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে ‘মাগ’ শব্দ প্রচলিত। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মাতৃবাচক পালি মা তুঁ গা ম হইতে বাঙ্গালী ‘মাণ্ড’ শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। ‘মাণ্ড কিল’ অর্থে জীর প্রযুক্ত কিল বা তাহার অনুরূপ প্রহার। জী কর্তৃক প্রহৃত হওয়া স্বামীর পক্ষে মরণ অপেক্ষা অধিক, আরও কষ্ট—উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। আমরা ‘মেগের কিল গোড়ারি খেতে’ শুনিয়াছি।

(১৭) **লাগে**—লাগা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। ‘হেন বুঝে। তোমার কাটিলে লাগে

মাথে' বাক্যে 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ কেন হইবে না, বুঝিবার না। 'বুজু হয়' হইতে 'জোড়া লাগে' অর্থও আসিতে পারে। অতঃপর অর্থ হইবার আশঙ্কি কি? সতীশ বাবু বোধ হয়, উদ্ধৃত বাক্যটির 'তোমার মাথা কাটিলে ( তবে ) উপযুক্ত হয়, এইরূপ বিবেচনা করি' অর্থ করিতে চান।

**মাথার ফল**—বলা বাহুল্য, মর্মার্থই লিখিত হইয়াছে। সোলাহুজি অর্থ করিতে পারিলে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিবার প্রয়োজনাতাব।

(২০) **ভাঁগি জুলি ও ছিগি জুজি**—পুঁথি দেখিবার, 'জুলি'ই আছে। লিপিকারের ভুল হইলেও যখন আমাদের চোখে পড়ে নাই, তখন ভ্রুটি আমাদেরই। সতীশ বাবুর প্রত পাঠই ঠিক। 'জুনী'ও 'জনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য ( পৃ° ৫৬১, ৫৮৬ )।

(২১) **কপোলগণ**—আমাদেরই অনবধানতাবশতঃ পাঠ-বিলাট ঘটিয়াছে। 'কপোল গল'ই হইবে।

(২২) **দশন বসনে**—লিপিকার-প্রমাদ, র'র পেট কাটা স্পষ্ট। 'দশন বসনে' পাঠই সঙ্গত। বাৎস্তায়নের কার-হুজে না থাকিতে পারে, কিন্তু 'রসনা-দংশন' একটা অশ্রুত-পূর্ব ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বাড়ীপড়ার গল্পটি মনে আসিল।

(২৩) **অধাধিভবতো**—লিপিকার-প্রমাদ হইতে পারে। পুঁথিতে কিন্তু 'অধাধিভ-বতো'ই আছে।

(২৪) **রাধিকাং**—এখানেও পুঁথিতে ঐরূপই আছে।

(২৫) **পাণি ফুটি**—শুভ প্রসঙ্গ করিবার কালে আঙুলের ভাণ্ডে রস ঘন হইয়া, উহাতে এক প্রকার আবর্তের উদ্ভব হয়, তাহাকে পশ্চিম-রাষ্ট্রে 'শুভ ফুইট' বলে। প্রবল বস্তার সময় নদী-জলে যে আবর্ত দেখা যায়, তাহাকেও 'বানের ফুইট' বলে। আধ-নৌকা জলের 'জলটুকু' অর্থও সংলগ্ন হয় না। শ্রামদাসের মীনচেতান—

পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে।

বুজন কাঙারি হৈলে কি করে উথালে॥

এখানে 'পানি ফুটি'র 'জলটুকু' অর্থ হয় কি ?

(২৬) **গোসাঞি**—শব্দ-হুচীতে একটা অর্থই দেওয়া হইয়াছে। 'প্রভু' হইতে ভগবান্ অর্থ করা সহজ। রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে হুয়্য অর্থে 'গোসাঞি' শব্দের ব্যবহার আছে। 'গোসাঞি' সোঁঅরি ইত্যাদি বাক্যের হুয়্যকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ (ক)বেলা লক্ষ্য করিয়া ইত্যাদি অর্থ করা হইতে পারে।

(২৭) **গহন**—'গহন', 'গবন', 'গন' প্রভৃতি শব্দের মূল 'গমন' হইতে পারে। নিরে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

হুমান বলে রাম কমললোচন।

তোমার রূপায় আমার এক দণ্ডের গন ॥—কুন্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি  
এমন জানিলে আইতাঙ অস্ত্র গনে।

না জানিঞা এই পথে আইলাঙ গোপীগনে ॥

—বৃন্দেশ কবি-রচিত নৌকাধণ্ডের পুঁথি

রাজপুর বাব আমি ভিকার কারণ।

অনাহুত নহি আমি বলে দেহ গন ॥—ঘনরাসের ধর্মমঙ্গল

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ ‘গবন’ শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় ‘গওনা’ বা ‘গবনা’ অর্থে দিরাগমন। এখানে পথ অর্থই সংলগ্ন।

(৩০) অবতার-গণনায় পারম্পর্য্য লইয়া কৃষ্ণকীর্তন’এর সহিত পুরাণের বিরোধ—সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু ‘প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্বক্রমাত্মসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে’, এই মত কি সর্ববাদিসম্মত? উহার অহুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কথাই শুনা যায়। সুতরাং সে সকলের আলোচনা ও সমাধান এখানে একপ্রকার অসম্ভব।

(৩৩) আক্ষেত—‘তোম্কে ভাগিনা কাহাঞি’ আক্ষেত মাউলানী’ (পৃ° ৭২, ৭৭), এখানে আক্ষেত’র ত কি সংস্কৃত অব্যয় তু’র অর্থ প্রকাশ করে?

পদাবলীর ভাষা—প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা তৎকালপ্রচলিত ভাষা ভিন্ন কি হইতে পারে? গোবিন্দদাস-প্রমুখ মাত্র কএক জন পদকর্তার ভাষা বিভাগতির অহুকরণ। সমগ্র পদ-সাহিত্যের ভাষা তাহা নহে। সতীশ বাবুও বোধ হয়, তাহাই বলেন। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালা পদ-সাহিত্য একটি প্রকাণ্ড মহীকব্জ, আর গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী উহার অঙ্গে সজাতীয় ‘পরগাছা’। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, পদাবলীর ভাষা তথা-কথিত ব্রজবুলি অথবা ঐরূপ একটা কিছু। স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—“কবিঘর \* ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন। হিন্দী সে দেশের ভাষা, সুতরাং কবিতাকে প্রাকৃতিক করিবার জন্য ব্রজবোলী ( হিন্দী ) ব্যবহার করিয়াছেন। ‘প্রত্যেক বৈষ্ণব গ্রন্থ-প্রণেতাই, এ প্রয়াস পাইয়াছেন।’ ( পৃ° ২৭ ) কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত বিভাগতির উপক্রমশীকার লিখিত হইয়াছে,—“বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ষাট শব্দাদিও অন্তরূপ। ব্রজবুলি মৈথিলীরই নামান্তর।” ( পৃ° ৮/০ ) ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা কিরূপ।

চণ্ডীদাসের ভাষার রূপান্তর—পূর্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকীর্তন’এর পুঁথি খণ্ডিত, ২২।২৩ খানা পাতা নাই। শেষের দিকেও খানিকটা নাই। ঐ অংশেও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের ২।৪টা ছিল না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না; হয় ত ছিল। ‘দেখিলে’ প্রথম নিশি’ ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের ভাষার পরিবর্তন দেখাইতে যথেষ্ট নহে কি? তাত সুনিহ্ন হইল



কি না, জানিতে হইলে, এক হাঁড়ী ভাতের ২১১টা টিপিরাই ত বুঝা যায়। যাহা ইউক, আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

এক নিঃশ্বাসে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে হইল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, সতীশ বাবুর কৃত শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাতির কতক আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিছু করি নাই বা করিতে পারি নাই। কএক স্থলে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বাকী সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সতীশ বাবু অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এবং কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদেরিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীবসন্ত রায়

---

\* বিজ্ঞাপতি ও চৌধুরী।

**ভ্রম-সংশোধন**—পঞ্চবিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার “দ্বিতীয় পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ-মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল” নামক প্রবন্ধের ৯৪ পৃষ্ঠার নবম ছত্রে “১১৪৬ হিজরী” স্থলে “১০৪৬ হিজরী” হইবে এবং ৯৩ পৃষ্ঠার ২২শ ছত্রে “Bibliotheca Indica.” স্থলে “Bibliotheca Indica.” হইবে। এই ভ্রম প্রদর্শন জন্ত প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

# চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণের পরিশিষ্ট

## শাখা-পরিষদের কার্য-বিবরণ

### বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—বরিশাল-শাখা।

#### বর্ষ বর্ষের কার্যবিবরণ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ ওপ্ত এম এ, বি এল—সভাপতি

দেবকুমার রায় চৌধুরী—সম্পাদক

এই শাখার বৎসর শ্রাবণ মাসে আরম্ভ হইত। মূল-পরিষদের বাবসাহসকে বৈশাখ মাসে বৎসরান্তের নিয়ম হওয়ায় এবং ১৩২৩ সালের অধিবেশন-সংখ্যার অন্ত্যবশতঃ এইরূপ অবধারিত হয় যে, ১৩২৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৪ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত বর্ষ বর্ষ গণ্য হইবে। তদনুসারে এই বৎসরে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

এই বৎসর মোট ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায় বি ই মহাশয়-লিখিত “আত্মাহুতি” ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ মহাশয়-লিখিত “বিত্তিকর প্রকৃতি”, “সাহিত্যিক যৎকিঞ্চিৎ” ১ম ও ২য় অংশ, “সাহিত্যে অস্পষ্টতা”, “বাল্যালার ভাবাতঙ্ক”, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ ওপ্ত এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত “নৃত্যকলা”, শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন বি এ-লিখিত “চীন ও প্রাচ্য এসিয়ার বৌদ্ধধর্ম প্রচার”, শ্রীযুক্ত মুকুমার দত্ত এম এ, বি এল-লিখিত “বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত” ও “কাব্য সমালোচনার আশিষ”, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা বি এল-লিখিত “কালগণনা” প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই শাখা-পরিষদের অন্ততম সভা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রায়সাহেব উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। ৮সারণাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এ বৎসর চারি জন ছাত্র-সভ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করি, তাঁহাদের দ্বারা পরিষদের অনেক কাজ হইবে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ছাত্র-সভ্য পাওয়া যাইবে।

গৃহ-নির্মাণ তহবিলে এ বৎসর কিছুই আদায় হয় নাই। এই হুঃসময়ে সে ভিত্তি চেষ্টাও করা হয় নাই।

প্রিয়রেশনাথ সেন

সহযোগী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ত্রিপুরা-শাখা

৩ষ্ঠ বার্ষিক কার্য-বিবরণী

আলোচ্য বর্ষে দুইটি অধিবেশন হয়। ইহাতে এই দুইটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে,—

১। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস বিচার্যব।

২। প্রাচীন কবি ভবানীদাস ও নরপতি জয়চন্দ্র—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত।

প্ৰত বৎসর সভ্যসংখ্যা ১০৪ ছিঁর্। বর্তমান বর্ষের তিন জন নূতন সদস্য লইয়া মোট সদস্য-সংখ্যা ১০৭ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮গঙ্গাকানী চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিতে পরিষৎ একজন শিক্ষাদায়কী সদস্য হারাইয়াছেন। উপস্থিত সভ্য-সংখ্যা ১০৬। আলোচ্য বর্ষের জন্ত নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন;—

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নবদীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর—

সভাপতি

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

}

সহকারী সভাপতি

„ বিজয়াস দত্ত

শ্রীযুক্ত অক্ষুণ্ণচন্দ্র রায়

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত

}

সহকারী সম্পাদক

„ উপেন্দ্রচন্দ্র রায়

„ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত

এতদ্ব্যতীত ৫ জন সদস্যকে লইয়া পুঁথি সংগ্রহের জন্ত একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর ১০ খানা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষ-শেষে পুস্তক-সংখ্যা মোট—২৫।

প্রস্তর-মূর্তি

বর্তমান বর্ষে একটি প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি।

গিতল-মূর্তি

এ বৎসর একটি গিতল-নির্মিত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি দেখিতে বড়ই সুন্দর ও কারিকার্য্য-খচিত। হস্তিপুঠে সিংহ এই মূর্তির বাহন। মূর্তির পশ্চাতে ঢাকা আকারের দুইটি বৃত্তমধ্যে কিছু লেখা আছে, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, কখনও পড়া বাইবে কি না, লম্বেহ। মূর্তিটি ঢাকা মিউজিয়ামে পাঠান গিয়াছে।

অধিকাংশ টাকাই বার্ষিক অধিবেশনের সময় আদায় হয়। এ জন্ত আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব বেওয়া গেল না।

শ্রীঅক্ষুণ্ণচন্দ্র রায়

সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ভাগলপুর-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য-বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পুস্তকাগার সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই স্থানে বিবৃত করা উচিত মনে করি। শাখা-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা, লক্ষ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত পুস্তক “দেবদাসের” আর সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শ্রীমান্ অরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিবেচনা-মত আয়ের সমস্ত বা কোন অংশ অত্রস্থ শাখা-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট পুস্তকাগারের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। গত বৎসর এই টাকা হইতে কিছু পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে মাত্র তিনটি মাসিক অধিবেশন হয় ;—

লেখক	বিষয়
১। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম এ	বুদ্ধদেবের মহানির্দোষ
২। “ মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ	সাহাজাহান
৩। “ গিরিজাভূষণ মিত্র এম এ	কবি প্রেমধনাথ ও তদানীন্তন নাট্যমঞ্চ
৬/সারদাচরণ মিত্র এবং ৬/অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক-সজ্জা হইয়াছিল।	

শাখা-পরিষৎ এখনো ভাগলপুর ইন্সটিটিউটের আশ্রয়ে রহিয়াছে। স্বতন্ত্র গৃহ-নির্মাণের কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত ঘটয়া উঠে নাই। গৃহনির্মাণ তহবিলে ১৫০ টাকা মাত্র জমা আছে।

পরিশেষে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ-গণকে ও শাখা-পরিষদের অন্তান্ত হিতৈষী বন্ধুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়  
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মীরোট-শাখা

তৃতীয় বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ

বিগত ২৫শে নভেম্বর মীরোটস্থ শ্রীশ্রীহরদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরোট শাখা-পরিষদের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত তত্ত্ব মহোদয়গণ তৃতীয় বর্ষের লব্ধ কাব্য-নির্কাহক সভার সভ্য নির্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ

সভাপতি।

৬ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

হরিশচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ

৭ নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এক আর এস এল, (লন্ডন)

৮ অভুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিভাবিনোদ, বিভারত, সাহিত্যভূষণ, তত্ত্বনিধি—সম্পাদক

৯ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ

১০ নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি

১১ সারদারঞ্জন দত্ত ওগু বিভারত, বি এ

১২ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ

সহকারী সভাপতি।

সহকারী সম্পাদক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভিভাষণে বীরাটের পুরাতত্ত্ববিষয়ক অনেক সারগর্ভ কথা অবতারণা করেন। বীরাট নামের উৎপত্তি, প্রাচীন কালে মুসলমান-রাজত্বের সময় বীরাটের ইতিবৃত্ত, মিরাটবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, মুসলমানদিগের পুরাতন মসজিদ (মকবারা) ও হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির ও বীরাটের পার্শ্ববর্তী হস্তিনাপুর, পরীক্ষিৎগড় প্রভৃতি স্থানসমূহের পুরাকাহিনী, প্রবাসী বাঙ্গালীর পুরাকীর্তি, “সারধানার” সমর-বেগমের শির্কা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি উক্ত অভিভাষণে বীরাট ও তৎসম্বন্ধিত স্থানসমূহের প্রাণি-বৃত্তান্তেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে বীরাট-শাখা-পরিষদের বিগত সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি গঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২৫শে নভেম্বর, ১৯১৭।

১। “মহাভারত ভারতসচিব মিঃ মন্টাগো সাহেবের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে” (কবিতা)।  
লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। “বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও গঠন”—শ্রীযুক্ত অভুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮।

১। “ভগবানের ব্রজবিলাস” কবিতা,—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। “আমাদের অবনতির কারণ”—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন, ৩রা মার্চ, ১৯১৮।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে তিনি শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক হরিশচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার শুভাহুর্কীর্তন করেন।



১ম বার্ষিক, ১ম অধিবেশন, ২০শে ভাদ্র, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—“কান্যাস্থানন্দ”,  
লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ই, এ, সি। ২। প্রবন্ধ—“আলোয়ালের পদ্মাবতী”,  
লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

২ম বার্ষিক, ২য় অধিবেশন, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—“তত্ত্ব অদ্বৈতবাদ”,  
লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। “পল্লিকা-গণনা”, লেখক—শ্রীযুক্ত সিন্ধি-  
নাথ শর্মা বি এন্স সি। ৩। “স্বথেষে সোম ও চন্দ্র”, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর  
ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

৩য় বিশেষ অধিবেশন, ৩১শে আশ্বিন, ১৩২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী  
যেদান্ততীর্থ, এম্ এ মহাশয়ের ত্রিহট্ট গমনোপলক্ষে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান। এই সভায়  
“বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের উপায়” শীর্ষক সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ‘বনমালী রোপ্যপদক’  
দেওয়া করা হয়।

৪ম বার্ষিক, ৩য় অধিবেশন, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—“অণু ও পরমাণু”  
(৩য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৫ম বার্ষিক, ৪র্থ অধিবেশন, ৭ই পৌষ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—“বৈদিক কল্পবাদ”,  
লেখক—শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি টি (সম্পাদক)। ২। প্রবন্ধ—“ভবানীদাসের রাধা-  
বিলাস”, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ। ৩। প্রবন্ধ—“স্বপ্ন ও  
আগমন”, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ।

২য় বিশেষ অধিবেশন, ২৩শে পৌষ, ১৩২৪। “The Industrial Possibilities of  
Assam,”—A lecture by Rai Saheb Aghore Nath Adhikari, Superin-  
tendent, Silchar Training School.

৬ম বার্ষিক, ৫ম অধিবেশন, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—“আউনাগা” (প্রথমংশ),  
লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল্ এম্ এম্। ২। প্রবন্ধ—“ইংরেজ-রাজত্বের  
প্রাকালে আমাদের শিক্ষা ও বাণিজ্য”, লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।  
৩। প্রদর্শন—“কায়রুপে এনামেলের কাজ,” প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়  
(সম্পাদক)।

৩তম বিশেষ অধিবেশন, ৫ই চৈত্র, ১৩২৪। মাননীয় বিচারপতি সার-শ্রীযুক্ত আশুতোষ  
মুকোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা।

৭ষ্ঠ অধিবেশন, ৭ই বৈশাখ, ১৩২৫। ১। প্রবন্ধ—“ঔরঙ্গজেবের পত্র”, লেখক—  
শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সাত্তাল। ২। প্রবন্ধ—“আউনাগা” (দ্বিতীয়ংশ)—লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত  
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—চট্টগ্রাম-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালী পন্টন, গরীবের খাজ, পরিষৎ-প্রসঙ্গ বা খাঁচা কথা, আয়ুর্বেদে বৈজ্ঞানিক আদর্শ, সংক্রামক ব্যাধি, সাতকানিয়ায় সাহিত্যিকের সন্মান স্থিতি, কামনা, চঃধবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছে এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও হইয়াছে। এই বৎসরে পরিষদের সাতটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি, দে মহোদয়ের উত্তোগে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ লাট সাহেব বাহাদুরকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিষদের হিতকামী সদস্য শ্রীযুক্ত ফেমেশচন্দ্র বুদ্ধি কবিরঞ্জন মহাশয় উক্ত অভিনন্দন-পত্রের রোপ্যাধারের ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে এবং বিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রীর অকাল-বিয়োগে পরিষদের সদস্যগণ শোকপ্রকাশ প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পরিষৎ মন্দিরে রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভার যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি মহাশয়কে পরিষদের সদস্যগণ সম্বর্দান করিয়াছেন।

চট্টলের স্থানে স্থানে পল্লী-পরিষৎ, পুস্তকাগার ও সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইতেছি। ফটিকছড়ী সাহিত্য-সভায় পরিষৎ-সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়কে এবং মধুর-খিল সাহিত্য-সভায় এই অযোগ্য সম্পাদককে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করার স্থানীয় পরিষদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। পল্লী-সাহিত্য-সভায় সহিত সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ স্থাপনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সাতকানিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঞাভাগির এম্ এ, বি এল মহাশয় অত্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং উৎসাহী উকীল শ্রীযুক্ত অগবন্ধু চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত বনোরঞ্জন মিত্র এম্ এ। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঞাভাগির এম্ এ, বি এল। শ্রীযুক্ত জিপ্রসাদচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ ডি।

জিপ্রসাদচরণ চৌধুরী

সম্পাদক।



## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—নদীয়া-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

পৃষ্ঠপোষক—মিঃ এস্, সি, সুখার্জি, আই সি এস, তৃতপূৰ্ণ ডিষ্ট্রীট ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া।  
 মিঃ আর, এন, গিলকুট, এম্ এ, প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর কলেজ। সভাপতি—নবদীপাধিপতি  
 মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর  
 রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর, বি এ, বিভাবিনোদ, কাব্যাকর্ষ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত  
 বতীজ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সহকারী সম্পাদক—পণ্ডিত  
 শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত বতীজ্রনাথ সেন  
 গুপ্ত, বি ই, ডিষ্ট্রীট ইঞ্জিনিয়ার। বনাধ্যক্ষ—জমীদার শ্রীযুক্ত মণীজ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্তমান বর্ষে ১৯২ জন-ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভা-শ্রেণীভুক্ত হইরাছেন। আলোচ্য  
 বর্ষে ১১টি মাসিক অধিবেশন, তিনটি কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশন এবং ৩টি বিশেষ  
 অধিবেশন হইরাছিল।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৬ই বৈশাখ। আলোচ্য বিষয়—৬জ্ঞানেজলাল রায় এম এ,  
 বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

১৭ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। “১৩২৩ সালের কার্যবিবরণী  
 এবং হিসাবাদি প্রকাশ”—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। “ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের  
 উপদেশপূর্ণ পত্র-পাঠ।”—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ৩। “নববর্ষ”—শ্রীযুক্ত বতীজ্রনাথ সেন-  
 গুপ্ত বি ই। ৪। “প্রাচীন ও মধ্য যুগের আদর্শ নগর”—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। “পরিষৎ-শাখার নিয়মাবলী  
 প্রকাশ”—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। “একটি মকদ্দমার রায়—চলতি ভাষা বনাম  
 সাধুভাষা”—শ্রীযুক্ত বতীজ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ৩। “জগৎ-জ্ঞান”—কবিরাজ  
 শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্ততম সম্পাদক, শ্রীযুক্ত  
 বিশ্বম্ভর গুপ্তাচার্য্য বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের রাজকীয় কার্যে লাহোর গমন উপলক্ষে  
 ১। “বিদ্যার কবিতা”—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। “বিদ্যার প্রবন্ধ”—শ্রীপ্রফুল্লকুমার  
 সরকার বি এ। ৩। “বিদ্যার কবিতা”—(সংস্কৃত) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৪। সঙ্গীত—  
 “শ্রীবতীজ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে আষাঢ়, তৃতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির  
 চেয়ারম্যান ৬হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। ২।  
 “শোকোচ্ছ্বাস কবিতা”—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে

জনশিক্ষা”—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি এ। ২। “আত্মসমীক্ষা: পতন”—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৩। “বঙ্গবিশ্বকোষের বিবরণের আলোচনা”—শ্রীললিতমোহন ইন্ড বি এল।

২২শে তাজ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত ওপ্ত এম এ মহাশয়ের ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ—“ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যনিবাস”—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ২। “মুসলমান আমলে ভারতে সভ্যতা”—মোলবী শ্রীআবুলক্বীন বি এ।

২৩শে আশ্বিন, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—২। সাহিত্যার্চাধ্যক্ষ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ—প্রস্তাবক—শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ২। বক্তৃতা—রায় শ্রীবিমলরায় রায় বাহাদুর। অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। ৩। শোকসন্তপ্ত শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট শোকলিপি প্রেরণ করা হয়।

উক্ত তারিখ ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে আই সি এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়—১। “নদীরার উৎস শিল্প”—শ্রীমান্ শিবচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় কর্তৃক অনুদিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এ দ্বারা লিখিত। ২। “বিশ্ব শতাব্দীর প্রথম যুগের বঙ্গীয় সভ্যতা”—শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৪শে অগ্রহায়ণ, অষ্টম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান”—মোলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল।

২৫শে পৌষ, নবম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “জীবনের মহত্ব”—শ্রীবতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন।

২৬শে মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “কান্না”—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। ২। “মেঘনাদ-বধ কাব্যে সীতা ও সরমা”—রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বি এ, এম বি। ৩। “বর্ণমালা-সংস্কার”—শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৭শে চৈত্র, একাদশ ও দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। “মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দ ও ভাষা”—রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল বি এ, এম বি। ২। “বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গবিশ্বকোষ”—শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শন—গোড়ের অনেকগুলি বিচিত্র নকশা ও এনারেল-করা প্রাচীন ইষ্টক। সংগ্রাহক—মোলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল।

উল্লেখযোগ্য বিষয়।—আলোচ্য বর্ষে আমরা কয়েক জন সহায়ক সদস্যকে হারাইয়া বিশেষ উৎসাহহীন হইয়াছিলাম। তগবৎকৃপাদেব নবাগত কয়েক জন সাহিত্য-বন্ধু আমাদের সহায়ক-সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিষৎ-শাখাকে অনেকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। এ জন্ত শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষদের লাইব্রেরীর জন্ত নদীরার অনেক হিঠেবী সাহিত্যিকের নিকট আমরা আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত জানাইয়াছিলাম। আশাহুত্বপূর্ণ অর্থের অভাববশতঃ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণনগর “রামমোহন টাউন হল” পরিষদের অধিবেশনের কার্যাদি হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগর, মদনমোহন কটেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭২, ব্যয়—১৫৮/১০, উদ্ধৃত রহিয়াছে—৬৩/১০।

ত্রিবিহারীলাল তর্করত্ন

সহকারী সম্পাদক।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্যাবিবরণ

১২০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উদ্যোগে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২০শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সম্মিলন গবর্ণমেন্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সোসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্যাবলী দেখিয়া সম্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সারস্বত-সম্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মাঘ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬.২৪ সংখ্যক পত্রে সম্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া ( হুগলী ) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন।”

### সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সম্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্মচারী নাই। কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্যের ভার ব্রত আছে। নিম্নলিখিত সভাগণ কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআনন্দের দত্ত বি এন্স সি, ৭। শ্রীলক্ষীনারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

### অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের সর্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

## চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সভা শাখা-পরিবর্তনপে স্থগিত হই পূর্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ২২ই বৈশাখ, ১৩২৪	৮৮কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কপালকুণ্ডলা"-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি.এস. জহরলাল মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	"ষিজে প্রলাল" "সমস্তু ও সমাধান"	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও সংস্কার এবং ১৮৬-খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অঙ্ক- যায়ী সম্মিলন রেজেষ্ট্রী করন।	[ সম্পাদক ]
সারস্বত-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের অষ্টম বর্ষের (১৯১৬-১৭) কার্য-বিবরণী ও আর-ব্যয়ের তালিকা।	[ মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইল। ]
চতুর্থ অধিবেশন, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	"বঙ্গ-সাহিত্যে ৮৮কিমচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর	শ্রীযুক্ত কণীত্বরণ রায়চৌধুরী
পঞ্চম অধিবেশন, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা	[ সম্পাদক ]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যচর্চা ৮৮কিমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক- প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৮৮সারদা- চরণ মিত্রের স্মৃতিসভা।	[ বৃত্ত মহাত্মা ছই অনেকই হৃদয়- জেলার অধিবাসী। তাঁহাদের- পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সহায়- ত্ব জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (হর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি.এন. কান্ততীর্থ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কলকাতার “রামমোহন টাউন হল” পরিষদের অধিবেশনের কার্যাদি হইয়া থাকে এবং কলকাতার, মদনমোহন কটেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭২, ব্যয়—১৫৬/১০, উদ্ধৃত রহিয়াছে—৬৩৫/১০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন

সহকারী সম্পাদক।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সন্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উত্তোগে সারস্বত সন্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২০শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সন্মিলন গবর্ণমেন্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজিস্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সন্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্যাবলী দেখিয়া সন্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সারস্বত-সন্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মার্চ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬২৪ সংখ্যক পত্রে সন্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অধুমতি প্রদান করেন—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া ( হুগলী ) শাখা ও সারস্বত সন্মিলন।”

### সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সন্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সন্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্মচারী নাই। কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্যের ভার স্তম্ভ আছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরির মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এন্স সি, ৭। শ্রীলক্ষীনারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

### অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সন্মিলনের সর্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

## চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ

৫

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সত্য শাখা-পরিবন্ধেণে বৃহত্ত পূর্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ২ই বৈশাখ, ১৩২৪	৮ বর্ষমন্ড চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এম জহরলাল সুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭	"বিজয়লাল" "সমস্তা সমাধান"	ললিতমোহন সুখোপাধ্যায় হরিশ্চন্দ্র সুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত সঙ্ঘের নিয়মাবলীর পরিবর্তন ৮ সংস্করণ এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১ আইন অঙ্ক দ্বারা সাম্মিলন প্রণেয় করণ।	[ সম্পাদক ]
সারস্বত-সাম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত সাম্মিলন ও হস্তার বিস্তার বিতরণের অষ্টম বয়েস (১৯১৬-১৭) কাগজের বৈশিষ্ট্য ও আয় ব্যয়ের তালিকা।	[ মুদ্রিত হইয়া সাধারণতঃ প্রকাশিত হইল। ]
চতুর্থ অধিবেশন, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	"এক সাংস্কৃতিক জীবন চক্র" বিশ্বাস্যগর	শ্রীযুক্ত কাণ্ডকরণ রক্ষোপাধ্যায়
পঞ্চম অধিবেশন, ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত সাম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্যাবসরগী পাঠ ও আলোচনা	[ সম্পাদক ]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যোৎসব ৮ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক- প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৮ সারস্বত চরণ মিঞার স্মৃতিস্তম্ভ।	[ বৃত্ত মহাশয় হইলে অনেক জেলার অধিবাসী। তাঁহাদের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ সাম্মিলনের পক্ষ হইতে নতুন তুতি কাগজের প্রস্তাব হইয়া হয় ]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (ছদ্মশ্রবণমণি) কবিতা-চরিত্র	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এ কান্ততীর্থ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ

আলোচ্য বিষয়

প্রবন্ধ-লেখক

১ম অধিবেশন,  
১৫ই পৌষ, ১৩২৪

(১) ত্রৈমাসিক কার্য-বিবরণী পাঠ  
ও আলোচনা।

[ সম্পাদক ]

(২) সারস্বত-সম্মিলনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-  
পরিষদের শাখা-গঠন-প্রস্তাব।

(৩) সারস্বত সম্মিলনে চিত্রশালা স্থাপন।

(৪) ২৪শটি প্রাচীন ও বিস্তারিত { প্রদর্শক—শ্রীললিতমোহন  
দেশীর মুদ্রা ( রোপ্য, তাম্র ও  
পিত্তল ) প্রদর্শন।

মুখোপাধ্যায় ]

“ছাত্র-ভাণ্ডারে”র দ্বিতীয় বর্ষের কার্য-বিবরণী ও  
তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন, আর-বায়ের তালিকা প্রকাশ।  
১৭ই পৌষ, ১৩২৪

[ “ছাত্র-ভাণ্ডার” সারস্বত সম্মি-  
লনের একটি বিশিষ্ট তহবিল।  
ঐহাতে সংগৃহীত অর্থে দরিদ্র  
ছাত্রদের বিজ্ঞানায়ের বেতন ও  
পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা  
হইয়া থাকে। ]

“ছাত্র-স্বস্তি-বাসর” সারস্বত সম্মিলন ও ছাত্র-স্বস্তি  
২২ই মাঘ, ১৩২৪ বন্ধোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব সভাপতি)

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখো-  
পাধ্যায়

২য় অধিবেশন,  
( পূর্ব-মিলন। )  
৩৪ই মাঘ, ১৩২৪

“আয়েষা”-চারিত্র ( ছবি-শিল্পিনী )

শ্রীযুক্ত শঙ্কুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—  
১২শ শাখা ( ছগলী )  
১১শ উদ্বোধন

১। সম্পাদকীয় নিবেদন

[ সম্পাদক ]

২। মঙ্গল সময়ে বৃদ্ধনৈতি

শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল,

৩। আবৃত্তি-পরিচয় প্রতিযোগিতা

কাব্যভীষ

অধিবেশন,

বিষয়—

১১শ কাব্জ, ১৩২৪

(ক) “এসস্তের কোকল” ১২ প্যারা বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) “হুই বিধা জমি”—  
রবীন্দ্রনাথ

[ মূল-পরিষৎ হইতে উদ্বোধন-  
অধিবেশনে কলিকাতায় হুই জন

(গ) “শরৎ”—ঐ

প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নরায়ণমোহন

(ঘ) “গঙ্গাতোজম্”—  
শঙ্করাচার্য

বসু এম এ এবং শ্রীযুক্ত বাগীনাথ  
নন্দী যোগদান করিয়াছিলেন। ]

## চতুর্বিংশ বাধিক কার্য-বিবরণ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
দশম অধিবেশন, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৪	“আবৃত্তি-পরিচর” পুরস্কার বিতরণ।	[ পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রগণ,— ১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ২। “ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩। “ কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৪। “ সৌরীশকর গঙ্গোপাধ্যায় ৫। “ কব্জীগীরজান বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। শ্রীমতী রাণীবালা দেবী
একাদশ অধিবেশন, ১।	ত্রৈমাসিক কার্যাবিবরণী .	.
১৭ই চৈত্র, ১৩২৪	পাঠ	[ সম্পাদক. ] .
	২। দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা প্রদর্শন ( ১টি রোপা ও অন্যটি তাম্র )।	[ প্রদর্শক—শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়

### পুস্তকালয়

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে ৩১শে চৈত্র, ১৩২৪ পর্যন্ত—  
সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৬৮। ইহার মধ্যে বাংলা ৯১১ ও ইংরাজী ২৫৬ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গ্রন্থগ্রহণ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া বহুবান্ধব ভাজন হইয়াছেন,— শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এম সি, শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীভ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীকরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্র—মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ( লক্ষ্মীনিবাস, কলিকাতা ), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির আনুমানিক মূল্য ১০০ টাকা হইবে।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের পত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—

- (১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মন্যবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) সবুজপত্র, (৫) ত্রৈমাসিক—  
(৬) অর্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (৮) দর্শক।

### আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ২৯৪৮/১০ টাকা এবং ব্যয় ২৯০৮/১৫ টাকা বাদে ৪০ টাকা উদ্ধৃত আছে।

. সম্মিলনের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে হইতেছে।  
বাটী ভাড়া হিসাবে মাসিক ৭ টাকা এবং ত্রৈমাসিক টাকায় ২১ টাকা প্রদান করিতে হইতেছে।



বিগত বর্ষে সম্মিলন-মন্দির সংস্কার করিতে হইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৬/০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও ২৫ টাকা ঋণ বাকী রহিল। মন্দির সংস্কারের জন্য বে টাকা ঋণ লইয়া অগ্রিম বায় কবা হইয়াছে, জমিদারবর্গ 'উহার জন্য নাসিক ভাড়া হইতে এক টাকা করিয়া পদা-ক'রা'তছেন। একই ঋণ বর্তমান বর্ষে (১৩২৫ বঙ্গাব্দে) পরিশোধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৪

সারস্বত-সম্মিলন-মন্দির,

১৪৮ ঐণ্ট্রাক রোড, উত্তরপাড়া।

মল্লিকমোহন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

### গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি ৩য় \* সভ্যগণ

শ্রীরামেশ্বরকর ত্রিবেদী এম্ এ ( সভাপতি ), ডাঃ শ্রীশ্রামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, সি এচ্ ডি, রায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর এম্ এ ডাঃ শ্যামবৈষ্ণবনাথ মল্লিক এম্ সি ডি, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার শচিন্দ্রনাথ দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীনিধিনাথ মৈত্র এম্ এ, † শ্রীশিবিরকুমার মৈত্র এম্ এ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্রমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীরমেশচন্দ্র রত্নমদার এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীবল্লভকামার রায় চৌধুরী এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মিঃ ডি এন্ মিত্র বি এস সি এল্ এল্ এ, পণ্ডিত শ্রীরাণাবল্লভ ভোক্তিস্তোত্র, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এম্ এ, শ্রীশঙ্করাধ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসত্যীশচন্দ্র বোষ এম্ এ, ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প এচ্ ডি, শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী বি এন্ সি, শ্রীসীতেশচন্দ্র কর এম্ এ, শ্রীসত্যীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীদেবপ্রসাদ বোষ এম্ এ, শ্রীমেষনাদ সাহা এম্ এন্ সি, শ্রীনরেন্দ্রকুমার চন্দ্রমদার এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশীশচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‡ শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ ( সম্পাদক )।

বঙ্গভাষায় উচ্চাশ্রফা দান সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত আলোচনার

জন্য গঠিত শাখা-সমিতির মন্তব্য

যে বিষয়ের আলোচনার জন্য এই শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য পরিষৎ-

\* বর্তমান বর্ষে এই সমিতির নাম 'গণিত-সমিতি' হইয়াছে।

† বর্তমান বর্ষে এই সভা পরলোকগত হইয়াছেন।

‡ বর্তমান বর্ষে ইনি এই সমিতির সভাপতি গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে এই—

“উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, অথচ বঙ্গভাষার উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা বাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রম ক্রমে বাহাতে বঙ্গ ভাষা পুষ্টি লাভ করিয়া পরিপাণে সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্ত আমাদের বর্তমানে কি কর্তব্য।”

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক পূর্বোক্ত প্রশ্নটি পরিষদের সভ্যগণ এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠাইয়া তদ্বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্ত পত্র লেখায়, যে সমস্ত মহোদয়গণ সম্পাদকের প্রেরণের উত্তরস্বরূপ মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্ত এক শাখা-সমিতি গঠিত কর। শাখা-সমিতি উহা আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। এই প্রশ্নের আলোচনার পরিত্রু হইতে গেলে প্রথমেই অবশ্য দেখা কর্তব্য, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে গিয়া বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার কোনরূপ অবনতি না হয়। কেন না, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধ্যজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা অস্বলক। যেহেতু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গর্ভতা করা উপস্থিত প্রস্তাবের একেবারেই অন্তর্গত নহে। ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজী সাহিত্যাদি শিক্ষা কেবল আমাদের বৈষয়িক নিত্যকর্ম নির্বাহিত জন্ত প্রয়োজনীয় নহে। অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্তমান প্রস্তাব কেবল ইহাই চাহে যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হউক। তাহাতে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, সকল বিষয়েই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা করিলে, সে ভাষা যে প্রকার আয়ত্ত হয়, অন্তান্ত বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া, কেবল সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিলে সেরূপ না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ কথাও স্বাক্ষর্য্য নহে। কারণ, বাঙ্গালীকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে ঐ ঐ বিষয় অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে শিক্ষা লাভ করিবে এবং তাহাতে যে শ্রম ও সময়ের লাভ হইবে, তাহা শিক্ষার্থীর ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে।

২। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার কত দূর সম্ভবপর এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রণালীর প্রসার কত দূর ও কি উপায়ে বিস্তার করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই বর্তমান সাধ্য, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই বিষয় শিক্ষার আয়াসের উপর আবার ভাষা শিক্ষার আয়াস বোঁগ করিতে হয় না এবং শিক্ষার বিষয়ও বিশদভাবে

হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান কালে পাওয়া যায় কি না, ইহা বিবেচ্য। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসংশয়রূপে নির্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যকীয় গ্রন্থের কোনও অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভাগের আর কোনও আশঙ্কা নাই। যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েই আবশ্যকীয় গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তদ্ব্যবস্থার গ্রন্থের আতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর এবং সে বাঙ্গালী পূর্ণ হইবার কোণও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ এম এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। ৫ বৎসর পরেই বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একবার প্রচারিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সঙ্গ্রহ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্ত এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়েই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয় ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বহুতর বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—বাহা আমাদের বর্তমান মাননীয় বিচরণ সুখোপাধ্যায় মাতৃভাষাহুঁরাগী ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহা আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার

শ্রীরায় বভীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

# চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ

৫৭

## চতুর্বিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

১। চাঁদা—		২৫৪৪৯০
সহয়—	৪৮১২৯০	
মফস্বল—	৪৭২৫৬	
	২৫৪৪৯০	
২। প্রবেশিকা—		২১১৬
৩। পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়—		৭৪৭৮/৬
গ্রন্থাবলী—	২৮৪৯০	
পুস্তক —	৪৬২৯৮/৬	
	<hr/>	
	৭৪৭৮/৬	
৪। পত্রিকা বিক্রয়—		৭৪৮/০
৫। বিজ্ঞাপনের আয়—		২৩৬
৬। বিভিন্ন তহাবলের খুদ আদায়—		১১৪৪৮/৪
৭। এককালীন দান—		২১৭৭৬
	সাধারণ—	৪৫২৬
	গবর্ণমেন্ট	১২০০৬
	মিউনিসিপালিটি—	৫২৫৬
		২১৭৭৬
৮। স্মৃতিসমিতি খাতে—		৪২১০
৯। পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়—		৭৬৮/০
১০। পদক ও পুরস্কার—		৭০৬
১১। পোষ্টঅফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে জমা—		১৪৩১১০
১২। হাওলাত আদায় জমা—		৪৬৫১৯৮/৬
১৩। হাওলাত জমা—		১৭২৪৬
১৪। আমানত জমা—		৩২৭৯০
১৫। বিবিধ আয়—		৫৪২১৮/১
		<hr/>
		২৪২২৭৮/৮

## ব্যয়

## ১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ—

৩৯৮২৯০

জের—

৮৩৬০৪০/০

সম্পাদন— ৮৩৪৭

## ৪। পুথিখানা—

২৫৪৬/৬

কাগজ— ১০৬৬৫/৬

পুথি খরিদ— ২৭

মুদ্রণ— ১২৮৯৫০/৯

কিতা ও থেরো

ছবি— ৯৩৥০

খরিদ— ১০৥০

বাঁধাই— ১৭১০/৬

গ্ৰন্থ বাঁধাই— ২৥০

ডাক— ১৮৬/০

বিবিধ— ১০৥৬/৬

বেতন— ৪৮৪৬/০

২৫৥৬/৬

গাঁড়ীভাড়া— ৪১০/৬

বিবিধ— ২৬৫১

৩৯৮২৯০

## ৫। বিবিধ মুদ্রণ—

৫৭০১৬/৬

## ২। পত্রিকা, পঞ্জিকা ও বাৎসরিক

## ৬। প্রকাশনা—

২২৯০

## বিবরণী মুদ্রণ—

৬১১১৬/৬

## ৭। ডাক মাস্তুল—

১৮৪১৫৬/৯

কাগজ— ১০৬৩৥০/০

পত্রিকা প্রেরণের জন্য—

৮৮১৬৬

মুদ্রণ— ১০০৬/০

আবেদনের জন্য— ৮৮৩০/০

ছবি— ১১৫/০

গান্ধার্য পত্রাদির

বাঁধাই— ৩০৪৥৬

জন্ম—

৭৭৥/০

বিবিধ— ৩০৬/০

১৮৪১৫৬/৯

২৬১১১৬/৬

## ৩। পুস্তকালয়—

১৭৫২৫/৯

পুস্তক ক্রয়— ১২১/৬

## ৮। মেসারিস—

১০৭০৫/৬

পুস্তক বাঁধাই— ১২১৫০

গৃহ— ৪৪৪১/৯

আসবাব— ১১৯২৬/৬

আসবাব— ৮৪৬/৯

তাগিকার-মুদ্রণ

ছবি— ৫৩৬/০

ব্যয়— ২৫৬৫৯

আলোক ও

দপ্তর সরঞ্জাম— ৫০১/০

পাখা— ৪৩২৬/০

বিবিধ— ৭৮৫৬/০

১০৭০৫/৬

১৭৫২৫/৯

৮৩৬০৪০/০

১২০২৮৫৬/০

# চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ

৫২

## ব্যয়

ভের—	১২০২৮৬০/৩	ভের—	১২০৪৬১২
২। কমিশন—	১০৪০/০	১৭। সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়—	৪২১৬/৬
টাকা আদায় জন্ম—	২৪১১/০	১৮। ছাত্র-সভ্যের পুরস্কার—	৪১০/৬
পুস্তক বিক্রয় " —	৩১০	১৯। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়—	২২৩
বিজ্ঞাপন " —	৩৬	২০। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের	
	১০৪০/০	ব্যয়—	১১১০/২
১০। মিউনিসিপাল ট্যাক্স—	২৬২	২১। পুস্তক বিক্রয়ের খরচা—	৬৫৬০/২
১১। ইলেকট্রিক আলোক ও		২২। গাড়ীভাড়া—	২১৪৬/৬
পাখার বিল—	২৫০৬০	২৩। সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে	
১২। তৃত্যদ্বিগের ঘরভাড়া—	১২৩১০/০	খরচ—	৫৫১৬০/১১
১৩। " পোষাক—	১৪৬৫/৬	২৪। কোম্পানীর কাগজ খরিদ—	৫০০
১৪। দপ্তরসরঞ্জামী—	২৪২১৫/৩	২৫। হাওলাত দানন খরচ—	৩৬০৬১
১৫। নুতন আসবাব—	২০৪৪৬০/২	২৬। হাওলাত শোধ—	২২৪
১৬। বেতন—	৩৮৭৪১/০	২৭। আমানত শোধ—	৩০৮১৫/০
পুস্তকালয়—	৩৮২	২৮। বিবিধ ব্যয়—	২৪৮১/২
পুঁথিশালা—	৭০১১/৬	২৯। পদক ও পুরস্কার—	১১৫
সাধারণ		৩০। অভ্যর্থনার ব্যয়—	৬৪/৬
অফিস—	২৭২১৫/৬	৩১। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ—	৬০০
	৩৮৭৪১/০		
	১২০৪৬১২		২৬২০৫০/১১

কৈঃ—	উদ্ধৃত টাকার আর—	
গত বর্ষের উদ্ধৃত—	(ক) সাধারণ তহবিল—	৪০৫৫/৩
সাধারণ তহবিল—	ডাকঘরে—	১৮০।০
বিশিষ্ট ভাণ্ডার—	কোষাধ্যক্ষের হস্তে—	২০৬/৬
কোম্পানীর কাগজ মজুত—	কার্যালয়ে ডাকটিকিট—	১২/৯
ডাকঘরে মজুত—		৪০৫৫/৩
কাশীরাম শ্রুতির কোষাধ্যক্ষের		
হস্তে মজুত—	(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার—	২১৪২৩৯/২
মোট উদ্ধৃত—	কোম্পানীর কাগজ—	১৩০০০
	পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার—	৫০০০
বর্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের	টার্মিনেবল ওয়ার লোন—	
মোট আর—	ওয়ার বণ্ড—	১০০০
( বাদ ডাকঘর হইতে জমা )	ডাকঘরে—	১২২৬/২
		২-৪২৬/১
বাদ বর্তমান বর্ষের সাধারণ		১১২০২/৫
তহবিলের ব্যয়—		
( বাদ কোম্পানীর কাগজ খরিদ ও		
ডাকঘরে গচ্ছিত অগ্র খরচ )		
		২১২০২/৫

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব নিতুল ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।২।২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০।২।২৫

হিসাব-পরীক্ষক ।

শ্রীচুণীলাল বসু

২৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২০।২।২৫

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ ২০।২।২৫

শ্রীচুণীলাল বসু

সভাপতি, কার্যানির্বাহক-সমিতি, ৫।৬।১৮

শ্রীকরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম শ্রুতি

শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চাট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীরামকমল সিংহ,

প্রধান কর্মচারী

শ্রীমুর্খীকুমার পাল,

হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

# ১২৩৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব

বিবরণ  
হাওলাত সমেত  
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত

বর্তমান বর্ষের আয়  
মোট  
মোট  
উদ্বৃত্ত  
উদ্বৃত্ত টাকার আয়

চাঁদা বা দান ও পুস্তক বিক্রয়	স্বব জানায়	হাওলাত জানায়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত মোট	উদ্বৃত্ত টাকার আয়
১। সাধারণ স্থায়ী - ২২৩৫/৯	—	৩০০	১০০০১/৯	—	১০০০১/৯	৩০০০/১০
২। এক্ষেত্রকাল লালপোতা স্থায়ী উদ্বৃত্ত — ১৩৮২৩/৯	৩১১/৯	৩২৬/৯	১২৮০১/৯	১১৫২১/৯	১৩২৮০/৯	—
৩। রাজস্বীকৃত স্বত্ব উদ্বৃত্ত — ১৬৭/৯	—	১৭/৯	১৮/৯	১৮/৯	৩০	—
৪। কাস্তিগ্রাম দ্রুত উদ্বৃত্ত — ২১৫/৯	২৩	—	২৪২/৯	—	২৪২/৯	—
৫। যেমতল মুক্তি উদ্বৃত্ত — ৩৭৫/৯	৩৭/৯	১১৯	৪৯৬	—	৪৯৬	—
৬। এক্ষেত্রকাল 'বনবাণেশ্বর' — ২০৬/৯	—	৬৩	২৬৯	—	২৬৯	—
মোট — ২৬৮২৬/৯	৩৪১	৭৩৪	২৮০১১/৯	১১৫২১/৯	১৬৪৯০	১০২৬৭/৯

মন্তব্য — ২৬৮২৬/৯ হিসাবে যে হাওলাত দেখান  
হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নয়। তবে, হিসাব মিলান  
সময়ে ইহা হাওলাত দেখান হইয়াছে। এষ্ট প্রকার  
যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা ২৭১২৫ তারিখে  
মোদি মেওরা হইয়াছে।

ঈদ্রার বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী  
সম্পাদক।  
ঈদ্রা মেওলায় চৌধুরী  
সম্পাদক, ২০১২৫

ইন্দুনাথ বসু, সভাপতি  
কর্ণাটক-সমিতি। ১৯১৮  
একিগ্রন্থ দত্ত  
কোম্পানী, কলিকাতা।

ঈদ্রা মেওলায়  
— ২০১২৫  
ইউগেন্ডা বন্দো  
২০১২৫, হিসাব-পত্রিক।

ঈদ্রা মেওলায়  
প্রধান কর্মচারী।  
ঈদ্রা মেওলায়  
হিসাব-পত্রিক, ২০১২৫



## ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

( ১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত )

আয়—	ব্যয়—
গত বর্ষের জের—	৩১৪৮৬ সন ১৩২৪ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ
বর্তমান বর্ষের আদায়—	২৬৭০/৩ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান— ৪৮৫৯
	৫১১৮/২ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত
	মাসিক ৩৫ হিসাবে
	সাহায্য দান— ৪২০৯
	৮পুজার পূর্বে দেনা
	শোধের জন্য এককালীন
	দান— ৫০৯
	কাক্তন মাসে বাড়ী
	পরিবর্তন করিবার জন্য
	এককালীন দান— ১৫৯
	৪৮৫৯
	টাকা আদায় প্রভৃতি জন্য পাথের— ২৮/৬
	ডাক টিকিট— ১৩
	আদায়কারী লোকের বেতন— ২
	মোট— ৫০৩৮৬/২
ত্রিচুনীলাল বহু	কৈ :—
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২১৩২৫	আয়— ৫৮১৮/২
ত্রিগেহেনাথ বহু	ব্যয়— ৫০৩৮৬/২
সভাপতি, ২১২১২৫	উদ্ভূত— ৭৭১০
হিসাব নিভুল,	জার
ত্রিজ্ঞানেহেনাথ ঘোষ	ধনাধাকের নিকট মজুত— ৭৪১১/০
১১৩২৫	সহকারী সম্পাদকের নিকট— ২১১/০
	৭৭১০
ত্রিহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—কোষাধ্যক্ষ	ত্রিগেহেনাথ বহু
১৮১৩২৫	কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপতি ।
	৫১৩১৮

## প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৫শে আষাঢ় ১৩২৫, ২ই জুলাই ১৯১৮, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক ( সভাপতি )

শ্রীমুদ্রেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীযত্ননাথ সরকার এম্ এ, শ্রীহারাপচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীশুরুদাস গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সাত্তাল এম্ এ, বি এল, শ্রীসীতানাথ পদান এম্ এ, শ্রীপুণ্ড্রনাথ বসু বি এল, শ্রীভুজেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটর্নি, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীনাথ সরকার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীপার্বত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীবাবীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅনন্যচন্দ্র রায়, শ্রীকেশবনাথ সেন, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিহুদত্ত, শ্রীমুদ্রেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীভারাপদ সিংহ, শ্রীলালচাঁদ, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীললিতানন্দ রঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীযত্ননাথ সেন গুপ্ত, শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকর্তৃ, এম্ এ, বি এল, ( সম্পাদক )

আলোচ্য বিষয়—প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, ২ই জুলাই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৭টা। সভাপতি মহাশয়ের প্রবর্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত ৪র্থ ( বর্তমান বর্ষের প্রথম ) বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার এম্ এ মহাশয় “শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যত্ননাথ সরকার এম্ এ মহাশয় তাঁহার “শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর সভাস্ত হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

সভাপতি।

## দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩০শে আষাঢ় ১৩৩০, ১৪ই জুলাই ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা।

### উপস্থিতি—

ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহোদয় আই. এস. ডি., এফ. সি. এস., এম. বি. (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদীনন্দ কৃষ্ণকৃষ্ণ, শ্রীমদীনন্দকৃষ্ণ মহুবাব এম্ এ, বি এল, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল, প্রফেসর দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীমলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবসন্ত-  
রঞ্জন রায় বিবহন্নভ, শ্রীসদীপসেবক নন্দা, শ্রীভারতপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ,  
শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীসুবেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ  
দত্ত, শ্রীক্ষীরকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীশঙ্করদাস সরকার এম্ এ, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীরাব-  
কমল সিংহ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় পরিষদের ভূতপূর্ব অন্ত্যতম বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রার্থিতা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ অধিবেশন হইবে।

সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে শ্রীযুক্ত নগিন্দীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্রে প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব অত্‍কার এই সভার আরোজন। কিন্তু আমরা সভায় যে প্রকার বোক-সমাগমের আশা করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই, অতি অল্প-সংখ্যক সভ্য অত্‍কার এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব অল্প সভার কার্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথাই উত্তরে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলেন যে, সভার কার্য্য আশঙ্ক হউবার পূর্বে আপনি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। প্রথমে সভার কার্য্য আরম্ভ হউক। পরে আপনি যথানিয়মে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং আপনার সেই প্রস্তাব, উপস্থিত কোন সদস্য সমর্থন করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে।

অতঃপর সভার কার্য আদিত হয়। অন্ততম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবুল নূর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে, অন্ততম সহকারী সভাপতি ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনৌলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আদান গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পুরস্কৃত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। সভাপতি

মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবের উত্তরস্বরূপে বলেন যে, যে পরিমাণ সম্ভব অতঃপর এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বে-আইনী হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, রায় চন্দ্রদাস বাহাদুরের তৈলচিত্র উন্মোচন-সভায় আরও অনেক অধিক লোক-সমাগম হওয়া উচিত ছিল। তবে রুষ্টির জন্ত এবং রামমোহন লাইব্রেরী, বিদ্যন বাগান ও ভারত-সভা প্রভৃতি স্থানে অল্প আরও কয়েকটি সৈনিক-সম্বর্দ্ধনা ও রাজনৈতিক সভায় অধিবেশন হওয়ায়, এই সভায় সমস্ত-সমাগম অল্পই হইয়াছে। পরন্তু গত বৎসর, রায় চন্দ্রদাস বাহাদুরের মৃত্যুর পূর্বে সাহিত্য-পরিষৎ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার জন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ, সভার কার্য্য পরিচালন জন্ত যত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় মৃত মহাত্মার জীবনের অনেক ঘটনাবলীর আলোচনা করেন। বক্তা বলেন যে, এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি অভিধানে দাস মহাশয়ের নাম এবং গুণগ্রাম স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্রদ্ধার কথা নহে। তিনি নির্দোষ কর্ম্মী ও সাধক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, আমি বাঙ্গালা দেশে এমন একটি লোকও দেখিতেছি না। আমি তাঁহাকে যত দূর জানিতাম, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার জ্ঞান রাজভক্ত নির্ভীক কর্ম্মী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলেন যে, তাঁহার “সেন্ট্রাল টিবেট-লাশা” পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই চন্দ্রদাসের নিকট কৃতজ্ঞ। এরূপ মহাত্মার বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাস্তবিকই বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রদ্ধার বিষয়, সন্দেহ নাই। “সেন্ট্রাল টিবেট-লাশা” নামক পুস্তক, জগতের এক মহা অভাব মোচন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, মৃত মহাত্মার পুণ্যবজ্রপ্রীতি অসাধারণ ছিল। চুঁচুড়ার সম্মেলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধটি যখন আমি ‘প্রতিভা’ পত্রিকায় প্রকাশ জন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন তিনি ঐ প্রবন্ধটি ‘আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিভা’ পূর্ব্ববঙ্গের পত্রিকা, সুতরাং আমার প্রবন্ধ সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, রায় চন্দ্রদাস বাহাদুরের স্মরণ্য পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের অজ্ঞতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু নিজ ব্যয়ে মৃত মহাত্মার তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করায় বাস্তবিকই তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্থ। ইহা বলিয়া তিনি চন্দ্রদাস মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সকলে দৃষ্টারমান হইয়া দাস মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতঃপর রংপুর শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সহিত সমাহৃত্যুজ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

তৎপরে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক  
সভাপতি।

## পঞ্চবিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন শেষ হইবার পর এই দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার) অপরাহ্ন ৭টার সময় পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবরণ পাঠ, ২। নূতন সদস্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের “মহাকবি সঞ্জয়” নামক প্রবন্ধ, ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় শ্রীচন্দ্র বসু বাহাদুর (এলাচাবাদ), (খ) কালীপদ বসু বি এল্ (মীরাত) ও (গ) অধিলচন্দ্র রায় (বারপাড়া) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

১। প্রথমে গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। নূতন সদস্ত-নির্বাচন, (৩) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং (৪) একটি পুরস্কার পদক (শশিপদ রোপ্যপদক) বিতরণ হয়। শ্রীমান্ প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় শশিপদ রোপ্য-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন; পরিশেষে নূতন সদস্ত-ভালিকা এবং উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থতালিকা উঠে।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের “মহাকবি সঞ্জয়” নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত সারাংশ বর্ণন করেন,—

“এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সঞ্জয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং স্থানে স্থানে তুলনামূলক সমালোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে কবির প্রাচীনত্বের যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। শিলচর নন্দীল স্কুলে সংরক্ষিত কাশীদাসী বনপর্কের পুথির নিম্নলিখিত কয় পঙ্ক্তি লক্ষ্যীয়।—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র।

অরণ্যোতে পুণ্যপ্রোক নলেয় চরিজ ॥

এ সব অমৃতকথা সমুদ্রলহরী।

কাহার শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥

খ্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল।

তাহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল ॥

ব্রহ্মমাত্র কহি আমি করি গীতছন্দ।

সঞ্জয় চরণ পান হেতু মকরন্দ ॥ (পত্র ৬৭)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কবি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে “লাউর” শব্দের উল্লেখ এবং কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।”

৬। অতঃপর এলাহাবাদের সেসন-জজ রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর, মীরোটের কালীপদ বসু বি এল, বীরপাড়ার অধিলচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। মীরোট শাখা-পরিষদের সভাপতি স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক কথা বলেন। তিনি মীরোট শাখা-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কালীপদ বাবুর জীবনী অংশোচনাপূর্ণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির মৃত্যুতে যে পরিষৎ বিশেষ ভাবে ক্রটিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর মহাশয় বলেন,—শ্রীশবাবু প্রথমে সুবজ্র এবং পরে সেসন-জজ হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এলাহাবাদের পানিনি আফিস তীষ্ঠারই অল্পকাল পরিচালনার ফল। এষ্টে আফিস হইতে শ্রীশবাবুর অনেক বই প্রকাশিত হইয়াছে। সেসি সকল বই অধিষ্ঠানবৎ উচিত। শ্রীশবাবু পানিনির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর মাক্সমুলার বলিয়া-ছেন,—এষ্ট অনুবাদ যদি আমি আগে পাইতাম, তাহা হইলে বুধা সময় নষ্ট করিতে হইত না। শ্রীশবাবু “সেক্রেড বুক্ অব দি হিন্দু সিরিজ” প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ত ভারতসচিব মহাশয়, শ্রীশবাবুর ধন্যবাদ করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল যোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন। প্রায় এক মাস হইল, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করার পর সভাভঙ্গ হয়।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

সভাপতি।

## পারিশিষ্ট—(১)

২। সদস্য-নির্বাচন,—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, প্রস্তাবিত সদস্য—কবিরাজ শ্রীপার্বতীচরণ কবিশেখর, আসক লেন, ঢাকা। এম, জি, সাওতারকর এম্ এ, এল্ এল বি, উকীল, আকোলা, বেয়ার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৩০২ বীডন রো। প্রস্তাবক—চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধবস্তুরী, সমর্থক—শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীশশীলকুমার ঘোষ বি এ, ডেঃ

ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীমুকেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর।  
 প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রী প্রবোধকুমার দাস, সহস্রা—শ্রীমুকুন্দাবহারী মল্লিক এম্ এ,  
 বি এল, ১৩ গোয়াবাগান লেন।

### পরিশিষ্ট—(২)

#### উপস্থিত পুস্তকের তালিকা

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(1) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th Sept. 1917. —(2) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1916-1917. Director of Statistics, India—(3) Statistics of British India, vol 1. Commercial, 1917. (4) Do. Do. vol. IV. Administrative, Judicial and Local Self Government. 1915-16. (5) Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Jan. 1918. (6) Do. Do. February. 1918. Supt. Govt. Printing, India—(7) Annual Report, of the Board of Scientific Advice for India, 1916-17. (8) Patent Office Journal, January to March 1918. Supdt. Archaeological, survey of India, Western Circle,—(9) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending, 31st March, 1917. Surveyor General of India.—(10) General Report of the Survey of India, during, 1916-17. Director, Geological Survey of India. (11) Records of the Geological Survey of India, Vol, XLVIII. Pt. 3. 1917. (12) Do. Do. Do. Part 4, 1917. Supdt. Govt. Press, Madras. (13) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. XX. Smithsonian Institution.—(14) Analytical and Critical Bibliography of the Tribes of Tierra Del Fuego and Adjacent Territory. (15) The Determination of Meteor-orbits in the Solar System. (16) Explorations and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1916. (17) Preliminary Diagnoses of New Mammals obtained by the Yate-National Geographic Society Peruvian Expedition. (18) New Rodents from British East Africa. (19) On the Occurrence of Benthodesmus Atlanticus Goode and Bean on the Coast of British Columbia. (20) Water-vapor Transparency to Low Temperature, Radiation. (21) Cambrian Geology and Paleontology. Vol. IV. 1917. (22) Smithsonian Contribution to Knowledge, Vol. XXVII. 1911. (23) Do. Do. Vol. XXV. 1916. (24) Annual Report of the Smithsonian Institution—1916. শ্রীপূর্ণচাঁদ নাথার এম্ এ,—(25) An Epitome of

Jainism. Supdt. Govt. Printing India—(26) A Guide to Sanchi. (27) Statistics of British India Vol. V. Education, 1916-17.

প্রদাতা—শ্রীনিত্যব্রূপ ব্রহ্মচারী, ১ তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২ বাবু কি ? শ্রীভোগনাথ দত্ত, ৩ ডাকের কথা ( ১ম খণ্ড ), শ্রীমম্বথধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ শির্কা কোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ মহাত্মা গৌরীকান্ত-বংশাবলী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ৬ মম্বথ কাব্য (খণ্ডিত), ৭ আখ্যলহরী, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ৮ দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রদর্শনী কার্য-বিবরণ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীশশীকমোহন সেন, ১০ ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীরাম-প্রাণ শুক্ল, ১১ ঐ ঐ ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১২ গিরিশ-গীতাবলী, ১৩ গিরিশচন্দ্র, শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্কারাধিকারী, ১৪ সবিতারাধনা, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫ কিস্মৎ।

## দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২২শে ভাদ্র ১৩২৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্ন ৫।০ টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল ( সভাপতি )

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ (এটর্নি), শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকর্ষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুধর্মভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীনবকুমার চক্রবর্তী, শ্রীরাধাবিনোদ বিশ্বাস, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, পি এম্, শ্রীহরিহরনাথ দে, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রবাকুমার চক্রবর্তী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শুকুর মহম্মদ দেওয়ান, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, শ্রীশ্রীমা প্রসন্ন ঘটক, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আক্কেল গফুর সিদ্দিকী ( সহকারী সম্পাদক )।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারভাণ্ডারগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—মৌলবী মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল মহাশয়ের “আরবী ও ফারসী নামের বাংলা লিপ্যন্তর-সমালোচনা”, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) ককলাল চৌধুরী (মালদহ), (খ) সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা),





ভাঁহার “আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহৃত হটেরা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সর্কর আমাকে লক্ষ্য আলোচনা করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইংরাজী transliteration অর্থে অল্প কোন শব্দ না পাওয়াই আমি “লিপ্যন্তর” শব্দ গ্রহণ করি। বন্ধুবরর প্রস্তাবিত “অনুলিখন” শব্দটি অতি মূল্যবান হইয়াছে। আমি উহা সর্বাসক্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি এবং আশা করি, ইহা সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত হইবে। তিনি আমার প্রবন্ধের যে যে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চার কথা বলিতে চাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অতিমত বিশদ করিয়া একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

(১) আমার প্রবন্ধ রচনাকালে আরবী শিক্ষাশাস্ত্র (ইলুম্-সু-কিয়াঅৎ ব-ব-তত্বীহ্) সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থের সাহায্য পাই নাই, এই জন্য আমার আলোচনার কতকটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

(২) কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দেশ সম্বন্ধে বন্ধুবর আমার সহিত একমত নহেন। আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের বর্ণনা আলোচনা করিয়া একটি অক্ষর ভিন্ন অল্প অক্ষর সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি না। তবে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি নূতন হরফ না হইলে চলিবে না বলিয়া একটু জটিল হইয়া গড়িয়াছে, স্বীকার করি।

(৩) হম্জহের জন্ত [’] চিহ্নের আবশ্যক আছে। অল্পখা [মা’] প্রভৃতি হম্জহ-অন্ত শব্দ জানাইবার উপায় কি ?

(৪) আরবীর সে ও তাল অক্ষরের ধ্বনি বধাক্রমে ইংরাজী thion ও then শব্দের thএর মত। বাঙ্গালার এই উয় থ ধ্বনির নির্দেশ থ ও ধ হার ভিন্ন অল্প প্রকৃষ্টতর উপায়ে হইতে পারে না।

(৫) আরবীর জোআদ অক্ষরের জন্ত দ লেখা চলিতক পারে। তবে এই অক্ষর উয় বলিয়া দ লেখাই সমীচীনতর মনে করি। আরবী জো অক্ষরের জন্ত ধ লেখার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তৎসঙ্গে ক্ষ ব্যবহারেরও প্রস্তাব ছিল। ধী বোধ হয়, খুব সমীচীন হইবে না। আরবী শিক্ষাকারদিগের নির্দেশ পাঠে এখন মনে করিতেছি, ধী না লিখিয়া ক্ষ লেখাই উচিত। কারণ, ‘জু’ শব্দ ধ্বনি-ভ্রান্তক।

(৬) জীম অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ গ্য বা জ জাতীয় ছিল, তাহা বন্ধুবরও স্বীকার করিতেছেন। আমি ইহার জন্ত জ লিখিবার পক্ষপাতী, গ্যএর জন্ত আমার নির্বন্ধ নাই। তবে ‘ব’ আমি সমীচীন মনে করি না।

(৭) অরেন অক্ষর বিশেষ গুরুত্ব ব্যক্তনধ্বনি প্রকাশ করে, এই হেতু ইহার

কোন বিশেষ চিহ্ন থাকা উচিত। কেবল মাথায় বসান ['] কন্মার চলিবে না মনে করি।

(৮) উন্ন, বিবৃত, সংবৃত প্রভৃতি শব্দ আমি যে বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণকারের মত-সঙ্গত।

এই সমস্ত বিষয় বস্তুর উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন—ভাঁহার এই সম্বন্ধে বহুবা প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্তঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—“প্রবন্ধ-লেখক মোলবী শহীজুল্লাহ সাহেব ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ বাহার প্রবন্ধের উপর মোলবী সাহেবের এই প্রবন্ধ, তিনিও ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ সুপণ্ডিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসং এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং আমার পূর্বে তিনি দরাসরিভাবে মোলবী সাহেবের প্রবন্ধের একটু উত্তরও দিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমি মোলবী সাহেবের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের উপর কোন কথা বলিব না এবং আমার তত্তটা অধিকারও নাই। তবে মোটের উপর আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যে বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের বাল্য ও কৈশোরকালে মুসলমানের নামতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব লইয়া যে তিনটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধ তিনটি পাঠ করিলে তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের একটু ক্ষীণ আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত ১৩২৩ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় আমি বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্সী উর্দু ভাষার শব্দ-লিখনপ্রণালী ও উচ্চারণবিধি শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে এতৎসম্বন্ধে সেই প্রবন্ধটিই সাহিত্য-পরিষদে প্রথম। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু ও মোলবী সাহেব যে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি সে দিকে লক্ষ্য রাখি নাই। বাহা চালাইতে পারিব, বাহা চলিবে এবং বাহা লোকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে, আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম।

একপাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের পাঠ শুনিতে এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে কি না, গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, তাহাও ভাবিতে হয়। বিশেষ সকল বিষয়ের আলোচনার্থ দেশ, কাল এবং পাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। মক্কার কারী তাঁহাদের নাক্তাভা, আরবী ভাষা যে তাবে উচ্চারণ করেন, কুকার কারী সে তাবে করেন না। কুকার কারী যে তাবে উচ্চারণ করেন, মিশরের কারী সে তাবে করেন না। আবার মিশরের কারী যে তাবে উচ্চারণ করেন, ভারতবর্ষের কারী সে তাবে করেন না। ভারতবর্ষের কারীদিগের মধ্যে যে তাবের

উচ্চারণপদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমরাদিগকে সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে আমরাদিগের—ইংরাজীতে বাহাকে বলে “টোটাল কেলিগর”—তাহাই হইবে।

অপর দেশের কথা জানি না। কিন্তু ভারতের কার্যদিগের মধ্যে হুইচ ফাতেহার শেষ শব্দের উচ্চারণ-পদ্ধতি লইয়া বিষম মায়াযার কাটাকাটি চলিতেছে। এ বিরোধ যে কোন কালে মিটিবে, তাহা ত বোধ হয় না। অক্ষরটিকে কেহ “দোয়াদ” বলেন এবং কেহ “জোয়াদ” বলেন। কিন্তু এ বাজারে ‘ধ’ আনিতে চলিবে না।

ইহা বাতীত ছাপাখানার দিকেও বিশেষভাবে দুটি রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। ছেনি ও তামা প্রস্তুত করাইবার অনর্থক গুরুভার যদি তাঁহাদের উপরে চাপান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে এই মহৎ কার্যে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিতযুগলের নেকনজর যদি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে আমার প্রবন্ধটির প্রতি নিশ্চিত না হইয়া থাকে, তবে আমি তাঁহাদিগকে এবং পরিষদের সদস্যমণ্ডলীকে আমার প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে আমি শ্রীবৃদ্ধ সুনীতি বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শাখাসমিতি যে এ পর্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে সেই সমিতিতে আবার নতুন করিয়া গাড়িয়া এ বিষয়ের একটি শেষ মীমাংসা হওয়া উচিত।”

৫। তৎপরে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল,—

- (ক) ৮কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ) • (খ) ৮গোরবোহন শীল (কলিকাতা)  
(গ) ৮সত্যীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা) (ঙ) ৮কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাষাগর (ঐ)  
(গ) ৮কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল (কলিকাতা)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে দস্তাবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দস্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী  
সভাপতি।

## পরিশিষ্ট

### উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারপ্রাপ্ত—শ্রীমুদ্রকোষে চট্টোপাধ্যায়—১। হরনর নগদা। শ্রীমুখেন্দ্রলাল  
মিত্র—২। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (১ম খণ্ড)। ৩। সাহানামা। ৪। সারতচন্দ্রচন্দ্রমণি।  
৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৬। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ৭। আরব্য উপক্ৰাস (১ম খণ্ড)। ৮। বিধান  
ভারত (২য় উল্লাস)। ৯। একদেবীর দীলোকদিগের পূর্বাবস্থা। ১০। মাও ছেলে (১ম ভাগ)।  
১১। ভিক্টোরিয়া-ভারতী। ১২। উপহাস-মালা। ১৩। মুক্তাভার (১ম ভাগ)। ১৪। ঘটকাল-  
সন্দর্ভ। ১৫। দাঁটিন লুথারের জীবন-চরিত। ১৬। ললনা। ১৭। বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৮। জীবন-  
পতিনির্ঘর (১ম খণ্ড)। ১৯। কবিতাকল্পলতিকা। ২০। কুমুদনাথ। ২১। মারাবিনী। ২২।  
বাসিনী। ২৩। শিশুপালন (১ম ভাগ)। ২৪। গীতাঙ্কুর। ২৫। যশের উৎপত্তি ও উন্নতি।  
শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—২৬। ভবসন্দর্ভ। ২৭। বেদসংহিতায় অদ্বৈতবাদ। শ্রীপার্বতীচরণ  
কবিশেষ্বর—২৮। চারুদর্শন। শ্রীপার্বতীচরণ—২৯। মেঘদূত। শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী—  
৩০। সাধুসঙ্গ। শ্রীমহাপ্রভু পাল—৩১। প্রেমময়ী। শ্রীজ্ঞানীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—  
৩২। জামি (১ম খণ্ড)। মোহম্মদ লুৎফার রচমান—৩৩। সরলা। শ্রীকেশবচন্দ্র রক্ষিত—  
৩৪। বনপাখী। শ্রীজগদীশ পাত্র—৩৫। প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী  
—৩৬। স্মৃতিভাষ্য। ৩৭। প্রবাসীর প্রত্যাপন। ৩৮। নবীনব সংসার। শ্রীরাধা-  
বল্লভ মুক্তি-ব্যাকরণতীর্থ—৩৯। গোরাব্রতঃ। ৪০। বীজগণিতম্। ৪১। কেদারীন্দ্রপঃ।  
শ্রীমুদ্রকোষ নন্দী—৪২। পাণিপথ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—৪৩। বীরবলের হালখাতা।  
৪৪। চার-ইয়ারী কথা।

### পুথ

উপহারদাতা—শ্রীহীরালাল ঘোষ—১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড। ২। ঐ—হনুকাণ্ড।  
৩। ঐ—লঙ্কাকাণ্ড। ৪। ঐ—উত্তরকাণ্ড। ৫। কালীখণ্ড। ৬। উৎকলখণ্ড।  
৭। মহাভারত—দ্বারপা পর্ব। ৮। ঐ—উত্তোগপর্ব।

Officer-in-charge, Bengal Sectn. Book Depot—(1) Reports on the  
Administration of Bengal, 1916-17.—(2) Progress of Education in Bengal,  
1912-13 to 1916-17. Asst. Secretary, Govt. of The Punjab.—(3) Annual  
Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments,  
Northern Circle, for the year ending 31st. March. 1917. Secretary,  
Smithsonian Institution.—(4) Meliaceae Centrali Americanae Et. Pana-  
monensis.—(5) Descriptions of two New Birds from Haiti. Officer-in-charge,  
Bengal. Sectn. Book Depot.—(6) Supplement to the Progress of

Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17.—(7) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917.—(8) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1915, 1916, & 1917.—(9) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Leoyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18.—(10) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917.—(11) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. Chief Inspector of Explosives in India.—(12) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1918. Director, Geological Survey of India. (13) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Supdt. Govt. Press, Madras.—(14) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, Govt. Oriental Mss. Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad.—(15) List of Sanskrit and Hindi Mss. purchased by order of the Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year, 1916-17. Director of Statistics, India.—(16) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1918.—(17) Do. May, 1918.—(18) Statistical Tables showing for each of the years 1901-'02 to 1916-17, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899-1900 to 1901-'02, with an Introductory Memorandum. Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot. (19) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1917.—(20) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Supdt. Govt. Monotype Press, Simla.—(21) Proceedings of All-India Conference of Librarians held at Lahore, 4th to 8th Jan. 1918. Officer-in-charge Bengal, Sectt, Book Depot.—(22) Statistics Returns with a brief note on Registration Department in Bengal. 1917. Supdt. Govt. Ptg. India.—(23) Patent Office Journal, April to June. 1918. Director of Statistics, India.—(24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. June, 1918. Director General of Archaeology in India.—(25) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1915 to 1916. Director, Geological Survey of India.—(26) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX. Part 1. 1918. Supdt. Govt. Printing, India.—(27) A Guide to Taxila.

## তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১ই আশ্বিন ১৩২৮, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৪৪.০টা

উপস্থিতি—

মহানুষ্ঠাপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী এম্ এ, সি আই ই

সার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি

শ্রীযুক্ত কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম্ এ

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় সার শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, সার শ্রীশ্রীনাথ পাল বাহাদুর, সার সার্বভৌম শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীপুলিন-বিহারী মিত্র, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅনু্যকুমার দাস, শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীঅক্ষয়-কুমার দাস, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ, শ্রীআততোষ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅনু্যচন্দ্র সেন বিহারদত্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীঅজিতকুমার দে, শ্রীআবু সিরাজী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীমতিলাল বসু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীঅমৃতলালচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীজগদ্বদু বোসক, শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীরামহরি তর্ক বি এল, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবাগীনাথ নন্দী, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীবসন্তরঞ্জন সার বিষ্ণুদত্ত, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, শ্রীঅজিতরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত বি এ, শ্রীঅযোধ্যানাথ গোস্বামী, শ্রীঅনাথবসু দত্ত, শ্রীঅতুলকুমার দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিরোগী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইউ সি মুখোপাধ্যায়, কে বি সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র কর, কে সি ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৈশবচন্দ্র ভট্ট চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীকালীকুমার বসু, কে এস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকামিনীকুমার সান্ন, শ্রীকিষ্ণচন্দ্র বসু, শ্রীকামাধ্যাচরণ বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীকিতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীকিরীতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণপতিভূষণ সিংহ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীগণপতি সরকার বিহারদত্ত, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রমোহন সান্ন, শ্রীজীবনকুমার সার, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভদ্রকবি

বিশ্বাস, শ্রীভারতনাথ রায়, ডি চৌধুরী, শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ওষ্ঠ, শ্রীদীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীদীরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনীলমাধব সাহা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এন্ চাটাজি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনলিনচন্দ্র দাস, এন এন বিশ্বাস, শ্রীনলিন ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীশ্রমতোষ বসু, শ্রীপরেশনাথ বসু, শ্রীপকানন ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীপারানাল দে, শ্রীপূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, পি এন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীশ্রমনাথ নাগ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীপুলিনবিহারী তালুকদার, শ্রীবসন্তকুমার রায়, শ্রীদীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবক্ষিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়.বি এ, শ্রীবজ্রকুমার মিশ্র, শ্রীবিশলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ওষ্ঠ, শ্রীবিপিনবিহারী বসু, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, শ্রীভুবনমোহন ঘোষ, শ্রীযাখনলাল পোদ্দার, শ্রীমহম্মদকুমার মজুমদার, শ্রীমদ্রনাথ বসু, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজনাথ ঘোষ, শ্রীমণিলাল বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীমধুসূদন তট্টাচার্য্য, এম সি গাঙ্গুলী, শ্রীবতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীব্যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীব্যোগেশচন্দ্র শীল, শ্রীবতীন্দ্রচন্দ্র সেন ওষ্ঠ, শ্রীব্যোগেশচন্দ্র বসু, শ্রীবতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীব্যোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীবতীন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীবতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, শ্রীরাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সাহা, শ্রীরামকেশব চক্রবর্তী, শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী, শ্রীরাভেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীরাধালচন্দ্র ওহ বি এ, শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীরমেশ ভৌমিক, শ্রীললিতমোহন সিংহ, শ্রীলোকেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীললিতমোহন চক্রবর্তী, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রামাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রামাপদ নন্দী বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ, শ্রীশচীন্দ্র সিংহ, শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস, শ্রীসুবোধকুমার বিশ্বাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধদাকুমার হু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুবীরচন্দ্র সিংহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার দে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার, শ্রীসত্যবাকুমার বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীসারদাপ্রসাদ হাজরা, শ্রীসজ্জিদানন্দ সরকার, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, এস কে চাটাজি, এস কে বসু, শ্রীসেহলাল বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র ওষ্ঠ, শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীহরেন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীহেমকুমার তট্টাচার্য্য, শ্রীভারতপ্রসন্ন তট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ ।

শ্রীব্যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

ডাঃ শ্রীআবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

} সহকারী সম্পাদকগণ



আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি মনোমোহন বসু মহাশয়ের ভৈলচিহ্ন প্রতিষ্ঠা।

পূর্বনির্দ্ধারিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় ডাক্তার ভায় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-রচিত প্রথম সঙ্গীতটি গান করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তাঁহার প্ররচিত কবিতা পাঠ করিলেন। এত সময় পরিষদের অগ্রতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করিলেন।

সর্বপ্রথমে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় মনোমোহন বসুর সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে যুগে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগ আসিয়াছে। তখন বাঙ্গালা দেশে মাত্র চার জন নাট্যকার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন;—১ম মনোমোহন তর্করত্ন, ২য় মদনমোহন মিত্র, ৩য় মনোমোহন বসু এবং ৪র্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মদনমোহন বাবুর রসিকতার ভায় তাঁহারও রসিকতা যে কম ছিল, তাগা নহে; ‘রামাভিষেক’ নাটকে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-নাট্যশালায় রামাভিষেক নাটক এত অধিক রক্তনৌ অভিনীত হইয়াছিল যে, অল্প কোন নাটক তত অভিনীত হইতে দেখি নাট। তাঁহার ‘মতী’ নাটকের শাস্তি পাণ্ডার অনুকরণে এখনও অনেক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। যে সময় তিনি ‘মধ্যাহ্ন’ নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে অনেকেই ‘মধ্যাহ্ন বাধু’ বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল না এবং কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না। সকল সাধারণ কার্যে মধ্যাহ্ন হইয়া সুপ্ররামর্শ দিতেন। তিনি ভাল গান বাঁধিতে পারিতেন। মনোমোহন-সীতাবলীতে উহা প্রকাশিত আছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলিতে মনোমোহন সীতামোহন ঠাকুর স্বর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনোমোহন বাবু, তাঁহার নাটকের সমস্ত গানগুলি কোন এক সুরের অনুকরণে বাঁধিয়া দিতেন। ‘হাপ-আখড়াই’ ও ‘পাঁচালীর গান’ বাঁধিয়া, তখনই সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের গিথিয়া প্রতিবাদী দল কর্তৃক সুরলয়যোগে গাওয়াইতেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতার প্রবৃত্তি বথেষ্ট ছিল। মনবগোপাল মিত্রের সময়ে চৈত্র মেলার অনেক দেশীয়, বঙ্গদেশীয় কবিতা ও উক্ত মেলার পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে—বিশেষতঃ তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার

পৌজ্যেব বহুলে অঙ্কিত তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি পুণ্য-দিনে তাঁহার পুণ্য-কথা প্রচার করিয়া নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও দেশহিতৈষী ছিলেন। মনোমোহন বাবু এক হিসাবে বাঙ্গালার শেষ ‘কবি’। রামরাম বসু, ককঠাকুর প্রভৃতি যে ‘কবির গাঁও’ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবু সেই কবি-সম্প্রদায়ের শেষ। সাহিত্যের বিবর্তে ও ক্রমবিকাশের কালে তিনি যে যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগ প্রতিষ্ঠিত, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মনোমোহন বাবু আমাদের সেই পূর্ব-সম্পদে ধনী না করিয়া গেলে, বর্তমান নাট্য-সাহিত্য এত দূর বিকৃতি লাভ করিত পারিত কি না সন্দেহ। তিনি গুপ্ত-কবির শিষ্য ছিলেন। মাটিকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু হেমচন্দ্র রক্তলাল প্রভৃতি মনীষিগণ দেশাত্মবোধের স্মৃতি প্রচার-কর্তা। দীনবন্ধু নীলদর্পণের ও হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের দেশাত্মবোধের কথা কখনও বিলীন হইবে না। মনোমোহন বাবুর নাটকে দেশাত্মবোধের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পতিফুট হইয়াছিল হরিশ্চন্দ্র নাটকের “দিনের দিন, সবে দৈন, ভারত হ’রে পরাধীন”—গানে ঐ সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। ১২৭৬ সালে হিন্দু মেলায় ও তৎপরে চৈত্র-মেলায় তিনি প্রতি বৎসর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। উক্ত বক্তৃতাগুলি, “বিচার-আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রবন্ধ” এবং বক্তৃতামালা” নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন এক্ষণে উক্ত উভয় পুস্তকটী প্রাপ্য। আমি তাঁহার দেশাত্মবোধের বক্তৃতাগুলির বিশেষ আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিয়া শুনাটবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম—(অতঃপর সুরেশ বাবু বক্তৃতামালা ও সামাজিক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন—সকলকে পুনঃ পুনঃ ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন)। অতঃপর সুরেশ বাবু বলিলেন—তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না তাঁহার আদর্শের অনুসরণেই তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর পুত্র মতিলাল বসু আমার বাল্যসখা। সেই জন্ত আমি তাঁহাকে গুরু জ্ঞান দেখাইতাম। তাঁহার নাটক পাঠে আমি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমার গুলি নাটকে তাঁহার পথানুসরণও করিয়াছি। বাল্যকালে কথকতা, হাপ আথড়াই, পাঁচপান শুনিয়াছিলাম; সেক্ষণ মনপ্রাণ-মাতানে গান আর শুনিতে পাই না। মনোমোহন বাবুর গানেও সেইরূপ মাদকতা ছিল। ইংরাজী সাহিত্য ৫০০ বৎসরে—হইয়াছে, বাঙ্গালার সাহিত্য ৫০ বৎসরে উন্নতির পথে বিচ্যবেগে ছুটিয়া সেইরূপটিই হইয়া—ইহা আমাদের স্মরণীয় কথা। মনোমোহন বাবু দেশ-ভাষার পুষ্টি-সাধনে যথেষ্ট সেবা

নিরাছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকখানি বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য-জগতে অতুল কীর্তি-রূপে আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্ঠার ও বন্ধে এরূপ একজন স্বভাব-কবি নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাতে পরিষৎ স্বদেশবাসীর ধন্যবাদার্থ হইলেন।

৩৭শ্রে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি. এল. মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বলিয়াছেন, মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তা ছিলেন। এ দেশে কবি না হইলে কবিকে চিনিতে পারা যায় না। আপনারা কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তার বক্তৃতা ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন। স্মরণে আমার বক্তৃতা না করাই উচিত ছিল। আমি শুধু তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের নিকট বন্ধিতা ছিল, তাহাই বলিতেছি। যে করজম মহাশয় পরিষদের খাত্তী বলিয়া পরিচিত, তিনি তথ্যে অজ্ঞাতম ছিলেন। পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিশোধন কারবার জন্য যে একশ্রে সমস্তগণ আগোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নিয়মাবলী মনোমোহন বাবু সর্বপ্রথম নিজে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিষৎকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উপস্থাপন পরিশ্রম করিয়া, এত শিশু পরিষৎকে কিশোরবয়স্ক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার “সত্য” নাটক, “হিস্ট্রি” এবং “রামাভ্যাস নাটক” যখন বোম্বাইয়ে অভিনীত হইত, তখন লোকে একেবারে শোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। বৈতনিক, অবৈতনিক থিয়েটারে হিস্ট্রি নাটক এত অধিক অভিনীত হইয়াছে যে, তৎকালীন অন্য কোন নাট্যকারের গ্রন্থ তত অভিনীত হয় নাই; তাহাতে নাট্যকারকে বিশেষ ভাবে ধন্য ধন্য করিতে হয়। ইহা আমাদের নুকে সৌভাগ্যের কথা। উক্ত তিনখানি নাটকের বর্ণনা, ভাষা ও সাহিত্য চিরদিন অতি উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

অন্তঃপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপ্লবচন্দ্র পাণ্ডা মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন,—এই চিত্রের প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কি? তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় পাইব কোথায়? পরবর্তী কালে বাহারা সাহিত্য-সেবার ব্রতা হইবেন, তাঁহারা পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থকার দেশের ও দেশের জন্য কি কি কাজ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার রচনাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য উচ্চ স্থান লাভ করিল ইত্যাদি বিষয়সমূহের নিবন্ধী তাঁহাদের জানিবার উপায় কি? বিলাতে Marlow, Beaumont & Fletcher ইহাদের খবর কেহ রাখে না। অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও, ভাল গ্রন্থকারের সব বই না পড়িয়া কবিকে জানিতে পারেন। বিলাতে যেমন চিত্র-পটপ্রতিষ্ঠা-কালে, তাঁহার গ্রন্থের পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা, গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন-কাল এবং সাহিত্যে তাঁহার স্থান-লাভ ইত্যাদি নিদর্শনী-পত্র উক্ত চিত্রপটের সঙ্গে থাকে, আমার মতে আমাদেরও ঐরূপ ভাবে চিত্রের সঙ্গে লিখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। কবির উনবিংশ শতাব্দীর প্রায়শ্চৈ

দেশমাতৃবার দুর্দশা সন্দর্শনে এবং দেশের অভাব-অভিযোগ অমৃতব করিয়া, স্বদেশের জন্ত  
বাঁটা বাঁজালায় স্বাধীন-ভাবে যে সমস্ত হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন  
তাহা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাগা-প্রজা সর্বসাধারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে  
ছেন। কবিরের আকুল-প্রার্থনা সফলতা প্রাপ্ত হইত। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বহি  
রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মনোমোহন প্রভৃতি কবিগণ এইরূপ গ্রন্থ রচনা করিতেন, তখন  
কি আমরা তাঁহাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদে রাখিতে পারিতাম, না এরূপ ভাবোদ্ধাপক  
গ্রন্থরাজির পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা পূর্বেই  
সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়াছি। মাতৃষ, মাতৃষকে জীবন-মরণে, শোক-শান্তিতে সাহিত্যের  
ভিতর দিয়া মাতৃষ করিয়া তোলে; মনোমোহন বাবু স্বভাবসিদ্ধ নিজ গুণে অবিভ্রান্ত  
পরিশ্রমে, নাটকে, কবিতা-রচনায়, বক্তৃতায়, হাপ আখড়াই, পাঁচালী গানে স্বদেশের হিতার্থে  
নানান্ সংকার্যের ভিতর দিয়া আমাদের মাতৃষ করিয়া গ'ড়িয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ণ  
অমর জীবন-চরিত কীর্তন করিয়া আজ আমি কবিরের স্মৃতির উদ্দেশে প্রজ্ঞালি অর্পণ  
করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক  
ডাঃ শ্রীযুক্ত আকুল গঙ্গুর সিদ্ধিকী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু, স্মরণে—  
বাবু প্রভৃতির বক্তৃতার পর, বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আমার পক্ষে  
নিতান্তই অসম্ভব। তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে, আমি পরিষদের মুসলমান  
সদস্যদের পক্ষ হইতে কিছু বলিতেছি। আমি স্বর্গীয় বঙ্গ মহাশয়ের অনেকগুলি  
নাটক পড়িয়াছি। অনেক নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাট্যজগতে নাট্য-সাহিত্যের  
উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় গিরিশ বাবু অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবুরও কাজ ক-  
নহে। তিনি যে সমস্ত জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা এবং নাটকবাণী লিখিয়াছেন, তাহা  
আমাদের মুসলমান-সমাজেও অতি যত্নের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। অতীত জীবনে—  
কথা, আজ সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার্থ জাতীয় অনুষ্ঠানের মূল সাহিত্য-পরিষদ তাঁহা-  
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানগণের ধর্মবান্ধাই হইলেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুও কথা আপনারা অনেকেই শুনি—  
তিনি বক্তা ছিলেন; এ সভায় যঁহারা বক্তা আছেন, তাঁহার মনোমোহন বাবুও বক্তৃ-  
শক্তির প্রেরণা করিলেন। তিনি নাটক লিখিতেন; অমৃত বাবু তাঁহার নাটকের সমালোচ-  
করিলেন। তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন; যঁহারা এখন প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁ-  
হঁহার গুণগণনা ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার অল্পই আছে। বহি  
ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে আলোচ্য করিতে ও বিনিষ্ঠা করিতে পারিতাম, কিন্তু তা-  
সে বিষয়ে বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তবে এক দিন আমরা ছই জনে প্রায় ছই দি-  
গল্প করিয়াছিলাম এবং তাঁহার সন্মুখস্থতার মুখ হইয়াছিলাম। তিনি অতিশয় সঙ্গীত-—

ছিলেন; অনেক কণ ধরিয়া তিনি হাক আখড়াইএর উৎপত্তি ও বিত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখন বাঁহারা লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারা অনেক প্রকারে উৎসাহ পান; তাঁহাদের অর্থাগম ও খ্যাতি লাভের অনেক উপায় আছে। কিন্তু সেই সে কালে—বখন লোক পণ্ডিত ইংরাজী, পণ্ডিত সেন্সপীয়ার, বাইরণ; রস পাইত স্কট ও ডিক্‌ইনসিতে, তখন বাঁহালায় বই লেখা যে কি বিড়ম্বনা ছিল এখনকার লোক তাহার ধারণাই করিতে পারেন না। কিন্তু সেই দুঃসময়েই মনোমোহন বাবু বাঁহালা লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল দেশের হিতের জন্ত; দেশকে দেশের কথা বুঝাইবার জন্ত বাঁহালা লিখিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন বথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন। আপন, আমরা তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহার কিছু পরিচয় দিই।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয়, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে কবিরের স্মৃতির উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন এবং তিনি তৈল-চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বসুর পোস্ত, চিত্রকর, শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পিতামহের আদর্শ অঙ্গুরণ করিয়া চলিবার জন্ত উপদেশ দিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর রচিত শেষ সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু গান করিলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর বিশেষ অধিবেশনের কার্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশনের কার্য শেষ হইলে, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনেরও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সমস্ত-নির্দীর্ঘ। ৩। সুভাষচন্দ্রকৃতগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিহারী মহাশয়ের “কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ”। ৫। বিবিধ।

১। গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ সভা-রূপে নির্দীর্ঘিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্বাচিত সভ্য
শ্রীরাঘবকল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	১। শ্রীবিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো।
		২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাঁজরা বি এল মুন্সেফ, পটুয়াখালি, বরিশাল।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীজগদ্রু বিজ্ঞাবিনোদ মোক্তার, চট্টগ্রাম।
ঐ	রায় শ্রীচুনীলাল বসু	৪। মানিনী রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০৮ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীচুনীলাল বসু	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৫। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজবাটী

৩। নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ গ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পরিষদের অন্ততঃ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উপহারদাতৃগণকে পরিষদে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা

শ্রীহরিনাস হালদার

শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ

উপহৃত পুস্তক

১। কর্মের পথে

২। বঙ্গীয় শব্দসিদ্ধ

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিজ্ঞারত্ন মহাশয় "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত-শিলালিপিসমূহ" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের অল্প ধন্তবাদ করিলে, এবং জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভাতল হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

# ৩ বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় ৩ বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিকিদ্দখিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্তি নিৰ্ম্মিত হইতে পারিবে। জাম্বরকে মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। নিৰ্ম্মাণকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রাপ্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদন্তগণের নিকট এবং সন্থদয় বঙ্গবাসী মাতেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ অপার-সাকুলার রোড, কলিকাতা।

পদক

পুরস্কার

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক বা পুরস্কার

প্রবন্ধের বিষয়

১। রাধেন্দ্রচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (১১২)

এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ

২। শিরিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (১৫২)

নরহরি সরকারের জীবন

৩। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী স্মরণ-পদক—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্থান

৪। রাসগোপাল রায়-পদক—

স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা

৫। শশিপদ রায়-পদক—

জাতীয় জীবন সাহিত্যের প্রভাব

৬। ঠাকুরদাস দত্ত স্মরণ-পদক—

বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**—প্রবন্ধগুলিতে গাভয়ণা এবং বিচারশাস্ত্রের পরিচয় থাকি চাই।

পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রবন্ধগুলি বর্তমান বর্ষের ১৫ই চৈত্র মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে, ২৪৩১ অপার-সাকুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ অপার-সাকুলার রোড, কলিকাতা

২০শে পৌষ, ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)



সপ্তবিংশ-ভাগ



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ



কলিকাতা

২৪৩১ নং আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত



১৯২৫



## পঞ্চবিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অকারত্ব	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১০
২। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর	মুহম্মদ শহীছুল্লাহ এম্ এ, বি এল	১৪৭
৩। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অঙ্কলিখন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৬৫
৪। কায়রুপের শিলালিপি	শ্রীগণপতি সরকার বিহারম	১৮৭
৫। কামাখ্যা-মন্দির	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী	৭৭
৬। চণ্ডীমাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন	শ্রীসত্যচন্দ্র রায় এম্ এ	১০০
৭। চণ্ডীমাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সবন্ধে বক্তব্য	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বব্রহ্ম	১৪১
৮। তাপসী রঞ্জন আরা ( আলোচনা )	শ্রীরাখালদাস নাগ	২২
৯। তাপসী রঞ্জন আরা ( আলোচনার উত্তর )	ডাঃ আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী	১০১
১০। মিন্নবকের বিল	শ্রীহরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এম্ সি	৬০
১১। বাঙ্গালা শব্দকোষ সবন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীভার্যা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৬২
১২। বাঙ্গালা শব্দকোষ সবন্ধে আলোচনা	মুহম্মদ শহীছুল্লাহ এম্ এ, বি এল	১
১৩। সূতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	১৩

# আরবী ও পারসী নামের বাঙ্গালা

## লিপ্যন্তর \*

( সমালোচনা )

বাহারা আরবী ও পারসী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আরবী ও পারসী শব্দগুলিকে বাঙ্গালা হরফে লিখিবার একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আমার মনে হয়, মরমনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি “আরবী ও পারসী গ্রন্থের অমূল্যবাদের আবশ্যকতা এবং আরবী ও পারসীর অক্ষরান্তরীকরণ” সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা এই অভাব দূরীকরণের পক্ষে সর্বপ্রথম উদ্যম। উক্ত প্রবন্ধ “প্রতিভা” পত্রিকায় ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রাতা আবদুল গফ্ফর সিদ্দিকী সাহেব এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে স্বহৃদয় স্থনীতি বাবু তাঁহার গবেষণাপূর্ণ “লিপ্যন্তর” প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্থনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতামত চাহিয়াছেন। আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও, প্রস্তাবিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ অধিকারী। তাই এতৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

‘লিপ্যন্তর’ শব্দের অর্থ অগ্র লিপি। ইহা দ্বারা ক্রিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়ার্থ প্রকাশের জন্য ‘লিপ্যন্তরণ’ প্রভৃতি ভাবার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। লিপি অপেক্ষা অক্ষর শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমি ‘অক্ষরান্তরীকরণ’ শব্দ transliteration এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ-প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি “অমূল্যখন” শব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী। Translation এর যেমন ‘অমূল্যবাদ,’ transliteration এর সেইরূপ ‘অমূল্যখন’। “অমূল্যখন” শব্দটি যুক্তাক্ষর-বর্জিত। সুতরাং বলিতে শুনিতে লাগিবে ভাল। স্বধীগণ এ সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

আরবীর “লিপ্যন্তর” বা “অমূল্যখন” বলিতে আমরা যে আরবী বুঝিব, তাহা আধুনিক আরবী-জগতের কথোপকথনের আরবী ৫২)১ নহে, কিংবা পারসী বা হিন্দুস্থানীতে প্রবিষ্ট আরবী নহে। মিসর, হিযাজ, ইরাক, শাম প্রভৃতি স্থানের কথিত আরবীর উচ্চারণ এক নহে। ভারতের লোকের বা স্থানের নামে যে আরবী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা পারসীর (অর্থাৎ পারসী ভাষায় ব্যবহৃত আরবীর) ত্রায় উচ্চারিত হয়। আরবীর অমূল্যখন বলিতে আমরা প্রাচীন আরবী বুঝিব। স্থানীয় উচ্চারণ-ভেদ সত্ত্বেও রুুবুআন পাঠ-কালে র্কারীগণ আরবীর যে উচ্চারণ করেন, আরবীর বাঙ্গালা অমূল্যখন-পদ্ধতির বিচারকালে সেই উচ্চারণ স্বীকৃত হইবে। স্থনীতি বাবুও প্রাচীন আরবীর উচ্চারণকে অমূল্যখন করিয়াছেন। তবে ভারতীয় আরবী নাম বাঙ্গালা হরফে লিখিতে হইলে, প্রাচীন

\* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে গঠিত।

আরবী উচ্চারণ কিংবা আরবীর পারসীক উচ্চারণ অম্লসরণ করিতে হইবে, তাহা স্থনীতি বাবু কোথায় স্পষ্টরূপে লিখেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত উচ্চারণই যে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাঁহার অভিমত। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী।

প্রাচীন আরবীর প্রকৃত উচ্চারণ হ্রাধরাত মুহাম্মাদের সময় হইতে গুরু-শিষ্ট্রপরম্পরাক্রমে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। প্রত্যেক নমাজে কুব্বান্নের কোন এক অংশ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। কুব্বান্ন পাঠের জন্ত উচ্চারণ-শাস্ত্র শিক্ষা করাও অবশ্য কর্তব্য। উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইলে নমাজ সিদ্ধ হয় না, এই প্রকার বিধান থাকায় প্রত্যেক মুসলমান সাধার্মসারে উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। **ح** অক্ষরের উচ্চারণ লইয়া ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই উচ্চারণ-শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে বলিয়া। এক সময়ে হিন্দুগণের মধ্যে বেদ পাঠের জন্য শিক্ষাশাস্ত্র অবশ্য পঠনীয় ছিল। কিন্তু বেদ-চর্চার অভাবে শিক্ষাশাস্ত্র একরূপ অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমানগণের এখনও সেরূপ ঔদাসীন্য আসে নাই।

শিক্ষাশাস্ত্রকে আরবীতে ই'লম্-তত্বব্বীদ বলা হয়। কুব্বান্নের বিধান—হা রাত্তিলি-লকুব্বান্না তারতীলী—“এবং তারতীলের সহিত কুব্বান্ন পাঠ কর”—উহার তারতীল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেহ হ্রাধরাত আ'লীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, “তারতীলের অর্থ অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণ (তাব্বীদ) এবং বিরাম-স্থান সকলের জ্ঞান।” কুব্বান্নে তারতীলের আদেশ থাকায় উচ্চারণ শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। যাহারা কুব্বান্নের উচ্চারণ শিক্ষা করেন, তাহাদিগকে ক্রারী (পাঠক) বলা হয়। হ্রাধরাত মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, “অনেক ক্রারী আছে, যাহারা কুব্বান্ন পাঠ করে, অথচ কুব্বান্ন তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করে।” এই জন্ত ক্রারীগণ অতি সাবধানে ই'লম্-তত্বব্বীদ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

হ্রাধরাত মুহাম্মাদের পারিষদগণ ধর্মগুরু প্রমুখাৎ কুব্বান্ন শিক্ষা করিতেন। হ্রাধরাতের তিরোভাবের পরে অম্লবস্তীগণ পারিষদগণের নিকট কুব্বান্ন শিক্ষা করিতেন। এইরূপে খুলাফাএ রাশিদীনের (পাঁচজন সত্য খলীফার) সময় অতীত হইলে, সাধারণের মধ্যে অনেকে কুব্বান্ন পাঠে ভ্রম-প্রমাদ করিতে লাগিল। তখন মুসলমান-জগতের প্রধানগণ মক্কা, মদীনা, বসরা, সিরিয়া এবং কুফা—ইসলামের কেন্দ্রস্থল এই পাঁচ স্থানের ১৪জন ক্রারীকে সাধারণের কুব্বান্ন শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া নির্দেশ করেন। এই সমস্ত ক্রারীগণের মধ্যে কুফানিবাসী ইমাম আ'লিমের কুব্বান্ন পাঠপ্রণালী, তৎশিষ্ট্র হাক্‌ম, তৎপরে তৎশিষ্ট্র, এইরূপ গুরু-শিষ্ট্র-পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রচলিত আছে। এখনও ভারতীয় ক্রারীগণ ইমাম আ'লিম পর্য্যন্ত আপনাদের গুরু শ্রৃংখলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ক্রারীগণের প্রতিষ্ঠা-পত্রে তাঁহাদের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়া থাকে।

ইলমু-ত-তায়ীদ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় শায়খ শাতিবী; ইমাম শায়খ ফাজরী প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের রচনা প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। পারসী ভাষায় মারসূফ-লুকারী, মারসূফ-লুকারী প্রভৃতি এবং উর্দু ভাষায় জীনাভ-লুকারী, সিরায়-লুকারী প্রভৃতি পুস্তক সুবিদিত।

প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদেরকে ক্রুরীগণের এবং ইলমু-ত-তায়ীদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে। সুনীতি বাবু ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্ত কয়েক স্থলে, আমার বিবেচনায়, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যুক্তাক্ষর ৯ বাদ দিলে আরবী বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা ২৮টি। ইমাম সীবারায়িহ ইহাদের ১৬টি উচ্চারণ-স্থান ৬৯ নির্দেশ করেন। ইমাম খালীলের মতে উচ্চারণ-স্থান ১৭টি। ইমাম ফাজরী প্রভৃতি অধিকাংশ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭টি উচ্চারণ-স্থান এই :—

১। মুখ-গহ্বর, ا و ی যখন ইহার স্বরবর্ণ থাকে। ইমাম সীবারায়িহ ইহাদের পৃথক উচ্চারণ-স্থান স্বীকার করেন না। তাহার মতে ব্যঞ্জন অবস্থায় ইহাদের যে উচ্চারণ, স্বর অবস্থায় তাহাই।

২। কণ্ঠের নিম্নভাগ, ه , خ

৩। কণ্ঠের মধ্যভাগ, ع , ح

৪। কণ্ঠের উর্দ্ধভাগ, غ , خ

৫। জিহ্বামূল ও টাকুরা (uvula), ق

৬। জিহ্বামূল ও জিহ্বামধ্যের মধ্যবর্তী স্থান এবং তৎসন্নিহিত তালু, ك

৭। জিহ্বামধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু, ج , ش , ی (ব্যঞ্জন)।

৮। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থ শ্বাদন্তের পশ্চাদ্বর্তী পক্ষ দন্তমূল; ض

৯। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বামভাগস্থ শ্বাদন্তের ও তৎপার্শ্ব-দন্তের মূল। ل , (ضاحك)

১০। জিহ্বাগ্র, উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ط

১১। জিহ্বাগ্রের পৃষ্ঠভাগ ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ر

১২। জিহ্বাগ্র ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্ত, ت , د , ط

১৩। জিহ্বাগ্র ও নীচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, س , ز , ص

১৪। জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, ث , ذ , ظ

১৫। অধরের পৃষ্ঠভাগ ও উপরের পাটির দুই দন্তের অগ্রভাগ, ف

১৬। ওষ্ঠদ্বয়, م , ب , و

১৭। নাসামূল, ن , م ; যখন হস্ত হইয়া ইহাদের ইখ্কা (خف) এবং ইদ্গাম (ادغام) অবস্থা হয়।

কণ্ঠকে উচ্চারণ-স্থানের প্রথম স্থান কল্পনা করিলে উচ্চারণ-স্থানের ক্রম হিসাবে আরবী অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়—

( বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হইবে )

ج ك ق خ غ ح ع ؤ  
ت د ط ر ن ل ض ي ش  
م ب و ف ث ذ ظ س ز ص

এই ক্রমের মধ্যে যে-কোন অক্ষর তাহার পূর্বলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পরবর্তী এবং পরলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পূর্ববর্তী।

উপরে যে উচ্চারণ-স্থান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আরবী বর্ণমালা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রধানতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

- ১। কণ্ঠ— ا ؤ ؤ ح غ خ
- ২। জিহ্বামূল— ك ق
- ৩। তালু— ي ش ج
- ৪। দন্তমূল— ر ن ل ض
- ৫। দন্ত— ث ذ ظ س ز ص م ت ط
- ৬। দন্তোষ্ঠ— ف
- ৭। ওষ্ঠ— م ب و
- ৮। নাসামূল—কণ্ঠ বর্ণ ও ل ভিন্ন অগ্র বর্ণের পূর্বস্থিত হসন্ত و এবং ب
- ৯। প্রায় পূর্বস্থিত م

আরবীর শিক্ষাশাস্ত্রকার (مجدد) গণ উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন বর্ণগুলি সম্বন্ধে কতিপয় গুণ (صفة) নির্দেশ করেন। এই গুণগুলিকে সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের ভাষায় প্রবক্ত বলা যাইতে পারে। তাব্বীদ-শাস্ত্রে বর্ণমালার ৪৪টির অধিক গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টি প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। ইমাম যাজ্জরী এই ১৭টি গুণের পরিচয় দিয়াছেন। গুণগুলি যথা;—

১। যিহর (উচ্চ শব্দ), কণ্ঠস্বর প্রথমতঃ আটক থাইয়া পরে উচ্চ হইয়া ধ্বনিত হয়। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মায্‌হুরাঃ বলা হয়।

২। হাম্‌স (নিম্ন শব্দ), কণ্ঠস্বর কক্ষ না হইয়া নিম্ন হইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মাহ্‌মুসাঃ বলা হয়। হাম্‌স যিহরের বিপরীত গুণ। এই অক্ষরগুলির সমষ্টি—

هـ حـ وـ مـ

এতদ্বিধ সমুদায় বর্ণ মায্‌হুরাঃ। সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে মাহ্‌মুসাঃ বর্ণগুলিকে, শ্বাস এবং মায্‌হুরাঃ গুলিকে নাদ বলা যাইতে পারে।

৩। শিদ্ধাঃ—(কঠোরতা)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম শাদীদাঃ। তাহার সমষ্টি

أ ح د ط ب ك ت

হসন্ত অবস্থায় এই বর্ণগুলির ধ্বনি রুদ্ধ হয়। এইগুলিকে অল্পপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৪। 'রিখাঃ'—(মুহুতা)। শিদ্দাঃর বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে রিখাঃ বলা হয়। এইগুলিকে মহাপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৫। শাদীদাঃ ও রিখাঃ বর্ণগুলির মধ্যবর্তী বর্ণগুলিকে বায়ুন বা মধ্যবর্তী বলা হয়। তাহার সমষ্টি ل ه و ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্র (Phonetics) মতে ইহাদিগকে তরল বর্ণ (liquids) বলা যাইতে পারে। শাদীদাঃ ও বায়ুন ভিন্ন সমুদায় বর্ণ রিখাঃ।

৬। ইস্তি'লা'—(জিহ্বার উচ্চগতি)। যে সকল বর্ণ উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতিপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে মুস্তা'লিয়াঃ বর্ণ বলা হয়। তাহাদের সমষ্টি—خ ص ض ط ظ

৭। ইস্তিফাল—(জিহ্বার নিম্নগতি)। ইহা পূর্বোক্তের বিপরীত গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট বর্ণকে মুস্তফিলাঃ বলা যায়। ইহাদের সংখ্যা ২১টি।

৮। ইত.বাক (জড়িত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির মাম মুত.বাক্কাঃ। এই বর্ণগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার কিয়দংশ উপরের তালুতে জড়িত হয়, এই জন্ত ইহাদিগের এই নাম। ইহারা ط ظ ض ص

৯। ইনফিতাহু—(মুক্ত হওয়া)। ইহারা ইত.বাক্কার বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুনফতিহাঃ বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা মুত.বাক্কাহ্ ভিন্ন অবশিষ্ট ২৪টি।

১০। ইজলাক—(প্রাস্ত হইতে নির্গত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুজ্লিকাঃ বলা হয়। এই গুলির সমষ্টি ق ر م ن ইহাদের মধ্যে م ف ب ওঠ প্রাস্ত হইতে নির্গত হয়, এবং অবশিষ্টগুলি জিহ্বা-প্রাস্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

১১। ইস্মাত—(নীরব হওয়া)। ইজলাকের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণ-গুলির নাম মুস্মিতাঃ। ইহাদের সংখ্যা মুজ্লিকাঃ ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ।

১২। সাকীর (শিশ)। س ز ص এই বর্ণগুলি উচ্চারণ-কালে শিশের শব্দ হয়। এইজন্ত ইহাদের নাম সাকীরঃ (صغیر)। ইহাদিগকে ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্রের (phonetics) মতে শব্দকারী বর্ণ (sibilant) বলা যাইতে পারে।

১৩। কুল্কূলাঃ—ইহাদের সমষ্টি قطب جد। ইহাদের উচ্চারণ সময়ে উচ্চারণ-স্থানে মুহু কম্পন হয়। এই জন্ত ইহাদের এই নাম। ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ ঘোষ-বর্ণ বলা যাইতে পারে।

১৪। লীন (কোমল)। ا ر ی

১৫। ইনহিরাক—(জিহ্বা উল্টান)। এই গুণবশত: ل ও ر কে মুদহারিকাঃ বর্ণ বলা হয়।

১৬। তাক্রীর ( বিরুচারণ ) ; , বর্ণের এই গুণ আছে। কিন্তু ইহা পরিহার্য। এই গুণ-বশতঃ ইহার নাম মুকারীরাঃ।

১৭। তাফাশ্শী ( বিস্তৃতি )। ش বর্ণের এই গুণ। ش উচ্চারণকালে শব্দ মুখমধ্যে বিস্তৃত হয়। এই জন্ত ইহার এই নাম।

১৮। ইঙ্গিতিতালাত—( দীর্ঘ হওয়া )। ن বর্ণের এই গুণ। ن উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ل এর উচ্চারণ-স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জন্ত ইহার নাম মুস্তাতীলাঃ।

১৯-২০। তাফখীম ও তাবুক্কীর। কোন অক্ষরকে নিম্ন উচ্চারণ-স্থানে মোটা করিয়া উচ্চারণ করাকে তাফখীম ও সরু করিয়া উচ্চারণ করাকে তাবুক্কীর বলে। ইহার পুরস্কৃত বিপরীত গুণঃ মুস্তালিয়াঃ বর্ণ, স্থান-বিশেষে , এবং স্থানবিশেষে আল্লাহ্ শব্দের ل—এই বর্ণগুলির তাফখীম উচ্চারণ হয়।

সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত তুলনা করিলে আরবী বর্ণমালাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যে বর্ণগুলি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের সমান ধ্বনিবিশিষ্ট; যথা—  
ا ب ت ث ج د ذ ر ز س ص ض ط ظ ع ف ق (২) যে বর্ণগুলি অধিকাংশে সংস্কৃতের সমান যথা—  
ح خ د ذ ر ز س ص ض ط ظ ع ف ق (৩) যে বর্ণগুলি কিয়দংশে সংস্কৃতের সমান; যথা—

ا ب ت ث ج د ذ ر ز س ص ض ط ظ ع ف ق

আরবী বর্ণমালাকে প্রধান প্রধান উচ্চারণ-স্থান ও গুণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—

	খাস অল্পপ্রাণ	খাস মহাপ্রাণ	নাদ অল্পপ্রাণ	নাদ মহাপ্রাণ	খাস তরল	নাদ তরল
ক		ح	ء	غ		ع
কিহামূল	ك		ق			
তানু		ش	ج			ي
দন্তমূল				ض		د
দন্ত	ت	س	ط	ز		
দন্তোষ্ঠ		ف				
ওষ্ঠ			ب			م
নাসামূল						ن

অহুলিখন-প্রণালী স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয়ের প্রাতি লক্ষ্য আবশ্যক,—(ক) আরবী প্রভৃতির ধ্বনিকে তাহার সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বাঙ্গালা ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ, (খ) আরবী প্রভৃতির যে অহরূপ বাঙ্গালা ধ্বনি স্থির করা হইবে, তাহাই সর্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। জ এর জন্ত যদি জ অহরূপ ধ্বনি স্থির করা হয়, সর্বত্র জ এর স্থানে অহুলিখন-প্রণালীতে জ ব্যবহার করিতে হইবে। এক স্থানে জ, এক স্থানে গ, এক স্থানে ব ব্যবহার করিলে নিয়ম ভঙ্গ হইবে। (গ) প্রণালীটি কার্যে প্রয়োগ-যোগ্য হইবে। (ঘ) সহজ-বোধ্য হইবে।

উক্ত চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি যেখানে অনুীতি বাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই, সেইগুলি মাত্র নিয়ে আলোচনা করিতেছি।





(ক) প্রকারের বিষয়খানে তাশদৌদ-যুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিতে ভাল হয়। যেমন রাক্স, ঘাক্সার ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে দুইটি পৃথক্ শব্দের মধ্যে সন্ধি হয়, সেখানে দুইটি অক্ষর পৃথক্ রাখিতে কোন ক্ষতি নাই, যেমন (جاءت) রাবিহাত, তিয়ারাহুহম।

(খ) প্রকারের দ্বিহে আরবী লিখন-প্রণালী অঙ্গসরণ করিয়া হস্ত অক্ষর পৃথকরূপে ও তাহার পরবর্তী তাশদীদযুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যেমন বাসাত, ভা, কিদ্ভা, মিন্ রাহ্মতি, মিন্জাহ্ন ও রুল্ রাবি।

(গ) প্রকারের দ্বিত্ত স্থানে J যে বর্ণে পরিণত হয়, সেই বর্ণ ও তৎপরবর্তী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিলে ভাল হয়। যেমন আব্রাহামান, আভ.ত.তীন ইত্যাদি। আরা'হমান, আতীন লিখিলে طين ارحمن ইত্যাদি মনে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। আব্র-রহমান, আর-তীন এইরূপে হাইফেন-যুক্ত পদ প্রয়োগ ঠিক নহে। এক স্থানে লুপ্ত অলিককে হাইফেন দিয়া জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় অন্ত স্থানে আল্ ও তৎপরবর্তী শব্দের মধ্যে বিয়োগ-চিহ্ন হাইফেন ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক প্রণালী-বিরুদ্ধ।

(ঘ) প্রকারের দ্বিবে সাত্বনাসিকত জ্ঞাপনের ক্ষমত হসন্ত এ এর জন্ত, ৩ চন্দ্রবিন্দু লিখিয়া পরবর্তী অক্ষরকে যুক্তাকরে লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। যেমন মী য্যাশাঁউ, মি ম্যালিন, মি ম্মাখীলিন, মি'রবার্জ।

ঠ - ঠ ঠ এই তিন অক্ষর মূশ্তাবাহ-স্মৃতা বা প্রায় এক প্রকার ধ্বনিত।  
 ঠ ঠ ঠ এক মাত্র পার্থক্য যে ঠ সাস্কীরাহ (sibillant), ঠ তাহা নহে। জিহ্বাগ্র উপর  
 পাটির সম্মুখের দুই দস্তাবে আঘাত করিয়া শিশধ্বনিবিহীন ঠ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা  
 করিলে ঠ এর প্রকৃত উচ্চারণ হইবে। ঠ ঠ ও ঠ এর মধ্যবর্তী। হিব্রু ভাষায় ঠ  
 অক্ষর নাই। আরবীর ঠ স্থানে হিব্রুর শীন অক্ষর দেখা যায়। যেমন আরবী ঠ  
 হিব্রু شمس আরবী شمس হিব্রু شمس, আরবী شمس হিব্রু شمس, আরবী شمس  
 ঠ, আরবী شمس হিব্রু شمس, অস্বর-বাবীলিয় (Assyro-Babylonian) ভাষায়ও হিব্রুর  
 ঠ শীন দেখা যায়, যথা আরবীয় ঠ হিব্রু שנים অস্বর šina ঠ, আরবী شمس  
 অস্বর šalaš, আরবী شمس অস্বর šamna ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া  
 আমি ঠ র অঙ্কলিখনে ঠ ব্যবহার করিতে চাই, এবং ঠ এবং ঠ হইতে  
 ইহার পার্থক্য করিবার জন্ত ঠ (নিম্নরেখ ঠ) লিখিতে চাই। নিম্নরেখ ঠ এর অঙ্ক নূতন  
 হরফ তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৬—স্বনীতি বাবু বলেন প্রাচীন আরবীর উচ্চারণে গ ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, গ্রীক ও হিব্রু গ ধ্বনি আরবী ৬ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বনীতি বাবু **مَرْب** শব্দগুলি দ্বারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিদেশী শব্দ আরবীতে প্রবেশ করিয়া

আরবী রূপ ধরিলে তাহাকে **م** মুআ'র'ব বা আরবীকৃত শব্দ বলা হয়। মুআ'র'ব শব্দ-  
 গুলিতে আরবীর অপরিজ্ঞাত বিদেশী ধ্বনির নিকটবর্তী আরবী ধ্বনি দেওয়া হয়। গ ধ্বনির  
 নিকটবর্তী আরবী ধ্বনি **ج** হইতেছে, **غ** নহে। গ ও **ج** এর উচ্চারণ স্থান অতি  
 নিকট। এখানে স্বরণ রাখিতে হইবে যে, আরবী **ج** এর উচ্চারণ তালুমধ্য, জ'র ন্যায়  
 সম্মুখের দন্তপংক্তির নিকটবর্তী তালু নহে। কিন্তু **غ** এর উচ্চারণ-স্থান মুখগহ্বরের নিকটবর্তী  
 কণ্ঠের শেবাংশ। **غ** হইতে **ج** পর্য্যন্ত আরবী অক্ষরগুলিকে গ সহ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী  
 সাজাইলে এইরূপ ক্রম হইবে—**غ**, **خ**, **ق**, **ك** গ, **ج**। গ **ج** উভয়েই নাদ ঘোষ অল্প-  
 প্রাণ হওয়ায় **ج** এর ধ্বনি গ'এর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, এই জন্ত আরবীকৃত শব্দগুলিতে বিদেশী  
 গ ধ্বনির স্থানে সার্থারণতঃ **ج** লেখা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যেমন পারসী **گ**  
 স্থানে **گ**, 'গণেশ' স্থানে **گ**, গ ধ্বনির স্থলে **ك** ও লেখা হইয়াছে। স্থনীতি বাবুর  
 তর্কপ্রণালী অনুসরণ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আরবী **ف** এর উচ্চারণ প এর স্থায়,  
 যেহেতু গ্রীক, হিব্রু, পারসী, ও সংস্কৃত প ধ্বনির স্থানে আরবীকৃত শব্দগুলিতে সর্বত্র  
**ف** লেখা হইয়াছে। কিন্তু কেহ বোধ হয় তাহা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন  
 নাই। স্থনীতি বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বসরানিবাসী বৈয়াকরণ খালীল  
 ইব্ন আহুমান **ج** কে **ك** এর সমশ্রেণীস্থ বলিয়াছেন। আরবী **ج** যেমন পূর্বে দেখান  
 হইয়াছে, **ك** এর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বর্ণ। সেই হিসাবে **ج** কে যদি **ك** এর সমশ্রেণীস্থ  
 বলা হয়, তবে **ج** এর গ ধ্বনি থাকায় প্রমাণ হয় না। **ج** এর প্রকৃত উচ্চারণ  
 হাধরাত মুহাম্মাদের সময় কি ছিল, জানিতে হইলে প্রথমতঃ ই'লমু-ত্ তায'বীদের সাহায্য  
 লইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ক্রারীগণের উচ্চারণ লক্ষ্য করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ যে ভাষায় জ  
 ও গ উভয় ধ্বনিই আছে, সেই ভাষায় প্রাচীন আরবীর **ج** কোন্ অক্ষর দ্বারা লিখিত  
 হইয়াছে, দেখিতে হইবে। ই'লমু-ত্ তায'বীদ অনুযায়ী **ج** এর উচ্চারণ পূর্বে বলা হইয়াছে।  
 আলজিরিয়া হইতে চীন ও সাইবিরিয়া হইতে জাভা পর্য্যন্ত সর্ব স্থানের ক্রারীপণ **ج** কে  
 জ এর স্থায় উচ্চারণ করেন। এমন কি, উত্তর মিসর প্রভৃতি যে স্থানে এক্ষণে কথিত  
 ভাষায় **ج** এর উচ্চারণ গ, সেই স্থানের ক্রারীগণও **ج** কে জ এর স্থায় উচ্চারণ করেন।  
 পারস্যের লোকেরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে। তাহারা কিন্তু  
 গ স্থানে **ج** না লিখিয়া গ এর জন্ত স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। **ج** এর গ ধ্বনি থাকিলে গ  
 স্থানে **ج** লিখিয়া, জ এর জন্ত স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিত। কিন্তু পারসীতে সর্বত্র জ ধ্বনি  
 স্থানে **ج** লেখা হইয়াছে। স্থনীতি বাবু **ج** স্থানে গ কিংবা জ লিখিতে চান। আমার  
 মতে গ একেবারেই চলিতে পারে না। জ'এ আপত্তি ছিল না। কিন্তু উর্দু, পারসী  
 তুরকীতে **ز**, **ذ**, **ظ** এই চারি অক্ষরকেও জ দিয়া লিখিবার আবশ্যকতা থাকায়

পাঁচটা অক্ষরের কাজ জ দ্বারা করা হইতে হয়। এই পাঁচ জ এর পার্থক্যের জন্ত ফুটকি নিম্ন-রেখা ইত্যাদি লইয়া বড় টানাটনি পড়িয়া যায়। এই জন্ত আমি জ-কে  $\text{ج}$  এর একটি নি হইতে রেখাই দিতে চাই। আমার মতে  $\text{ج}$  এর জন্ত য লিখিলে সুন্দর হয়। য'এর বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিলে  $\text{ج}$  স্থানে য হইতে কোন আপত্তি থাকে না। ইহাতে বিশেষ এক সুবিধা যে, যে সমস্ত বিদেশী ভাষায় জ ও  $\text{z}$  দুই উচ্চারণ আছে, তাহাতে জ উচ্চারণের জন্ত য লিখিয়া,  $\text{z}$  উচ্চারণের জন্ত জ লিখিলে, ফুটকি ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যতীত মোটামুটি বিদেশী উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রদর্শিত হইবে। এই মিতব্যয়িতা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরাজি ভাষায়  $\text{ق}$  এর জন্ত কখন কখন  $\text{q}$ ,  $\text{c}$  লেখা হয়।

ح—স্থানে স্থনীতি বাবু  $\text{ح}$  লিখিতে চান। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আরবীতে একটি মাত্র  $\text{ح}$  ধ্বনি দ্যোতক অক্ষর আছে, তখন অহুলিখনের  $\text{ح}$ -কে ফুটকি দিয়া দাগিবার আবশ্যক নাই। আরবী বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইলেও আরবী যে আরবী, তাহা মনে রাখিলেই চলিবে। এই সম্বন্ধে পূর্বে হামজাহ্ প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

ذ—স্থনীতিবাবু  $\text{ذ}$  লিখিতে চান।  $\text{س}$  এর সহিত  $\text{ث}$  যে সম্বন্ধ,  $\text{ز}$  এর সহিত  $\text{ذ}$  এর ঠিক সেই সম্বন্ধ।  $\text{ز}$  ও  $\text{ذ}$  সমুদায় গুণে এক, কেবল  $\text{ز}$  শিশ-বিশিষ্ট (sibilant) এবং  $\text{ذ}$  শিশ ধ্বনি-বিহীন। উপর পাটীর সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে জিহ্বাগ্র আঘাত করিয়া শিশধ্বনি বিহীন  $\text{ز}$  উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে  $\text{ذ}$  উচ্চারিত হইবে।

ذ উভয়ে মুশ্তাবাহ-সসূত (প্রায় এক ধ্বনিবিশিষ্ট) হইতেছে। হিব্রু ভাষায়  $\text{ז}$  অক্ষর নাই। আরবীতে যেখানে  $\text{ذ}$  দেখা যায়, হিব্রুতে সেখানে  $\text{ז}$  দেখা যায়; যথা  $\text{ذئب}$  হিং  $\text{ذئب}$ ,  $\text{ذئب}$  হিং  $\text{ذئب}$ ,  $\text{ذئب}$  হিং  $\text{ذئب}$ ,  $\text{ذئب}$  হিং  $\text{ذئب}$ ,  $\text{ذئب}$  হিং  $\text{ذئب}$  ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া  $\text{ذ}$  স্থানে আমি নিম্নরেখ  $\text{ذ}$  লিখিতে চাই। ইহাতে  $\text{ز}$  র সহিত  $\text{ذ}$  এর সম্পর্ক বুঝা যাইবে। স্থনীতিবাবু  $\text{ذ}$  কে  $\text{ض}$  এর নিকটবর্তী ধ্বনি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ز ঐ জন্ত স্থনীতি বাবু  $\text{ز}$  লিখিতে চান। আমি কিন্তু বিদেশী শব্দের সাধারণ অহুলিখনে জ কে  $\text{z}$  ধ্বনির জন্ত বাছিয়া রাখিতে চাই। এই জন্ত জ-কে কোন পার্থক্য-বোধক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে চাহি না।

ض কে স্থনীতি বাবু  $\text{ض}$  দ্বারা প্রকাশ করতে চাহেন।  $\text{ذ}$  কে  $\text{ز}$  দ্বারা প্রকাশ করায়  $\text{ض}$  এর জন্ত ডবল ফুটকিযুক্ত  $\text{ز}$  প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মতে  $\text{ض}$  কে  $\text{ض}$  দ্বারা অহুলিখিত করিলে চলে।  $\text{ض}$  এবং  $\text{ز}$  সমান নহে, তাহা ফুটকি দিয়া না বুঝাইলেও চলে।  $\text{ض}$  মহাপ্রাণ,  $\text{ز}$  অল্পপ্রাণ। এই জন্য  $\text{ض}$  স্থানে  $\text{ز}$  চলিতে পারে না।

ظ—স্থনীতি বাবু  $\text{ظ}$  স্থানে  $\text{ظ}$  ব্যবহার করিতে চান।  $\text{ظ}$  প্রয়োগ সম্পূর্ণ আপত্তি-



শ্রেণীর বর্ণকে বিবৃত ও সংবৃত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। স্থনীতিবাবু বিবৃত সংবৃত অর্থে কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাকরণ অহুসারে শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণ উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অহুসারে ظ خ বর্ণগুলি উদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অথচ স্থনীতি বাবু ইহাদিগকে উদ্ভূত বর্ণ বলিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি spirant শব্দের উদ্ভূত অহুসারে করিয়াছেন। তাহা হইলে কিন্তু س ص ش ইহাদিগকে উদ্ভূত বলা যাইতে পারিবে না।

বৈজ্ঞানিক অহুসারের উপযোগী হরফ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইবে না। কার্য-কারিতার দিক্ হইতে দেখিলে অহুসারের একটি সামান্য প্রণালীও চাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভ্রাম্য ইহাতেও একটি অক্ষর দুই ধ্বনির জন্ত প্রযুক্ত হইবে না। অথচ নূতন অক্ষর বাতীত যে কোন ছাপাখানার সাধারণ অক্ষর দ্বারা অহুসারের কার্য চলিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভ্রাম্য ইহাতেও উচ্চারণের দিকে নজর থাকিবে। এই সাধারণ প্রণালীর জন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে বিভিন্ন ভাবে এই কয়েকটি নূতন প্রস্তাব আমি করিতে চাই।  
— অকার, آ, আ, ا, ঐ, যথা ب, ۛ বা ث র জন্ত ছ। ۛ ও ۛ এর উচ্চারণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে আরবী পারসী শব্দের s ধ্বনি জ্ঞাপনের জন্ত ۛ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। الله ওহমান, صلي الله عليه وسلم ছালাম, محمد صلي الله عليه وسلم মোছলমান, ۛ ছাবের, ۛ ছেকাতুল্লা, ۛ ছোলেনামা—বাঙ্গালী মুসলমানগণ বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা স এর শ উচ্চারণ সাধারণ হওয়ায় তাঁহারা বোধ হয় উচ্চারণের জন্ত এই conventional ۛ অক্ষর স্থির করিয়া লইয়াছেন। আমরা ۛ অক্ষরের জন্ত মাত্র ۛ-কে রাখিতে পারি। পড়িবার সময় ۛ যে ۛ র সমান মনে রাখিলেই যথেষ্ট। ۛ স্থানে নিম্নরেখ ۛ লিখিলেও চলিবে।

ح জন্ত বড় অক্ষরের ۛ লিখিলে চলিবে। বাঙ্গালা দেশে ح কে বড় হে এবং ۛ কে ছোট হে বলিবার প্রথা আছে। এই প্রথা অহুসরণ করিয়া শব্দ বা লাইনের অন্ত অক্ষর-গুলি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড় টাইপে ۛ লিখিলে ح বলিয়া বুঝা যাইবে। কিংবা নিম্নরেখ ۛ লিখিলে চলিবে। ۛ স্থানে ۛ লিখিলে চলিতে পারে। ۛ এর সহিত ঈষদুচ্চারিত w ধ্বনি, ব-ফলা দ্বারা সূচিত হইবে। ঈষদুচ্চারিত ۛ লিখিলে চলিবে। কেহ যদি ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করেন, নিম্নরেখ ۛ লিখিলে পারেন। ۛ এর জন্ত ۛ বা ۛ।

ط এর জন্ত পূর্বোক্ত কারণে ۛ লিখিলে চলিতে পারে। ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করিলে নিম্নরেখ ۛ লিখিলে চলিবে।

ظ এর জন্ত ۛ বা ۛ।

ق এর জন্ত রড় টাইপের বক।

বাঙ্গালা দেশে ق কে বড় কাফ এবং ع কে ছোট কাফ বলার রীতি আছে। অন্ত-  
থায় ক।

ر = ও, ل = ও, ة = ও বা ভু, و = ও বা ভি।

আরবীর পারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ।

ফারসী ও উর্দুতে প্রবিষ্ট আরবী শব্দগুলি খাটি আরবী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন রূপে  
উচ্চারিত হয়। এই জন্ত একরূপ আরবী শব্দগুলির জন্ত খাটি আরবীর অহুলিখন প্রণালী  
হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অহুলিখন-প্রণালীর প্রয়োজন। মূল আরবী হইতে যে স্থলে কিছু  
ব্যতিক্রম আছে, তাহাই এই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বলা বাহুল্য, পারসী ও হিন্দুস্থানীতে  
আরবীর উচ্চারণ একই। ا এর জন্ত আমি ক লিখিতে চাই। স্থনীতি বাবু ; র জন্ত ক  
লিখেন, এই জন্ত ض এর জন্ত ক এইরূপ বিদ্যুটে অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। ط এর  
জন্য জ লিখিতে আমার আপত্তি নাই। ث ج ز ن সঙ্ক্ষে পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পারসী অক্ষরগুলির অহুলিখন সঙ্ক্ষে স্থনীতি বাবুর সহিত আমার মতভেদ নাই।  
তবে , - ع - যেখানে পুরাতন পারসীক কিংবা ভারতীয় উচ্চারণে যবহুল, সেখানে আমি  
ও এ লেখাই পসন্দ করি, নব্য পারসী উচ্চারণ অহুলিখন করিয়া উ, ঈ লিখিলে বঙ্গীয়  
মুসলমানের কানে ভাল লাগিবে না।

তুর্কি ও পশতু ভাষা সঙ্ক্ষে আপাততঃ কিছু চর্চা করিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না।

বোধ-সৌকর্য্যার্থে স্থনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী এবং আমার প্রস্তাবিত প্রণালী পাশাপাশি দেখাইতেছি,—

মূল অক্ষর	স্থনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ا	'অ, 'ই, 'উ	আ, ই, উ	অ, ই, উ
ب	ব	ব	ব
پ	প	প	প
ت	ত	ত	ত
ث	থ [সং ফারসী]	স	ছ [স]
ج	জ [গ]	য	য
ح	চ	চ	চ
خ	ছ	ছ	হ (বড়টাইপে)
د	দ	খ	খ
ذ	ধ [ঝ ফারসী]	দ	দ
ر	র	জ	জ
ز	জ	ঝ	ঝ
س	স	স	স
ش	শ	শ	শ



মূল অক্ষর	স্থনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ص	স	স	স [ছ]
ض	ঈ, দ. [জ ফারসী]	ধ [জ পারসী]	ধ [জ পারসী]
ط	ত	ত.	ত
ظ	ধ, জ [জ পারসী]	ধ [জ পারসী]	ধ [জ পারসী]
ع	এ, ই, উ	আ, ই, উ	আ, ই, উ
غ	ঘ	ঘ	ঘ
ف	ফ	ফ	ফ
ك	ক	ক	[ক, ক]
ق	গ	গ	গ
ل	ল, ম, ন	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ব, ও	ব, ও	ও, ভ
ه	হ	হ	হ
ز	ত, হ	ত, : (বিরাম স্থানে)	ত, : (বিরাম স্থানে)
ي	য়	য়	য়
ا	অ।	অ।	অ।
آ	আ	আ	আ
إ	আ	আ	আ
أ	আ	আ	আ

ا	ই, উ	ই, উ	ই, উ
ع	এ, ও,	এ, ও	এ, ও
پ	[ পারসীর মধ্যস্থল উচ্চারণ ]	[ পারসীর মধ্যস্থল উচ্চারণ ]	[ পারসীর মধ্যস্থল উচ্চারণ ]
ي	অয়, [ ঐ ]	আয়	অয়
و	অব, [ অও, ও ]	আও	অও
ه	ইর	ইও	ইও
ن	অন, ইন, উন	আন, ইন, উন	অন, ইন, উন
م	অকার, ঠি	[ ন্ ছোট টাইপে ] ।, ঠি	[ ন্ ছোট টাইপে ] অকার, ঠি
ل	অকার	অকার	অকার
ک	ব	বা	ব
گ	ব	ব	ব
ج	বা	বা	বা
چ	বা'	বা'	ব'
ق	ব<	বা'	ব'

তুলনার সুবিধার জন্য আমরা প্রস্তাবিত প্রণালী অল্পসারে স্মারত-ল্ ফাঁতিহাঃর  
অন্তর্লিখন দিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিতেছি।

### বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

বিসমি-ল্লাহি-ব্রাহ্মানি-ব্রাহ্মীম। আল্ হাম্হু লিল্লাহি রাক্বি-ল্ আ'লামীন। আব্  
বাহ্মানি-ব্রাহ্মীম। মালিকি য়াওমি-দ্দীন। ইয়্যাক্ না'বুহ্ বা ইয়্যাক্ নাস্তঈ'ন।  
ইহ্-দ্দিনা-মুস্বিতা-ল্-মুস্তাজ্জীম। সিরাতা-ল্-লজ্জীন আন'আ'মত আ'লয়হিম্। ঘয়রিল্-ল্  
মায্ধুরি আ'লয়হিম্ বা লা-ধ'ধাল্লীন। আমীন।

### সাধারণ প্রণালী।

বিসমি-ল্লাহি-ব্রাহ্মানি-ব্রাহ্মীম। আল্ হাম্হু লিল্লাহি রাক্বি-ল্ আ'লামীন। আব্  
ব্রাহ্মানি-ব্রাহ্মীম মালিকি য়াওমি-দ্দীন। ইয়্যাক্ না'বুহ্ ও ইয়্যাক্ নাস্তঈ'ন। ইহ্-দ্দিনা-  
মুস্বিতা-ল্-মুস্তাজ্জীম সিরাতা-ল্-লজ্জীন আন'আ'মত আ'লয়হিম্। ঘয়রিল্-ল্ মায্ধুরি আ'লয়  
হিম ও লা-ধ'ধাল্লীন। আমীন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্



## আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন

(‘আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর’ প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ আমার ‘আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর’ প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া আশ্চর্য্য বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ভাষা-তত্ত্ব-বিজ্ঞায় সুপণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী ভাষাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে; সুতরাং তিনি যে এ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।

বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর বন্ধুবরের সহিত এই বিষয়ে আমার আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আমি বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি এবং দুই এক স্থলে আমার প্রস্তাবের অল্প পরিবর্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না—তৎসম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ নিবেদন করিব।

আমার প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে, ইংরেজী transliteration শব্দের তেমন ভাল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই নাই; translation অর্থে ‘ভাষান্তর’ শব্দের বহুল প্রচলনের নজীর অবলম্বন করিয়া ‘লিপ্যন্তর’ শব্দ ব্যবহার করি, ‘লিপ্যন্তর’ অপেক্ষা ভাল কথা আমার মনে আসে নাই। এ বিষয়ে প্রফাঙ্গদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করি। ‘লিপ্যন্তর’ শব্দ আমি অগত্যা প্রয়োগ করি। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—‘অনুলিখন’ (বা ‘অনুলেখন’), তাহা আমার ব্যবহৃত ‘লিপ্যন্তর’ শব্দ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। শব্দটি যুক্ত-ব্যঞ্জন-বর্জিত, বলিয়া স্মৃতিমধুর, এবং শ্রবণমাত্রেই ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এই সুন্দর শব্দটি আনয়ন করিয়া, সুহৃদ্বর একটা অভাব দূর করিলেন, এই জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফারসী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালায় রূপভেদ মাত্র; আরবী অনুলিখনের রীতি নির্ধারিত হইলে ফারসী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গোল থাকে না। তবে ض (z) এই চারি অক্ষরের ফারসী উচ্চারণ অনুযায়ী হ বা জ ধ্বনি প্রকাশ করিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য জানাইব, বাঙ্গালা হরফের সাহায্যে এতটা করা সহজ-সাধ্য নহে, বিদ্যু বা রেখা দিয়া নূতন হরক বানাইতেই হইবে। এই বিষয়ে পরে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

হজরৎ মুহম্মদের সময়ে আরব-জাতি আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ও পূর্ব-সিরিয়ায় ও কিছু পরিমাণে ইরাক্কে বাস করিত। আরবী ভাষার কেন্দ্র-ভূমি মধ্য ও উত্তর আরব-খণ্ড (কসব)

প্রদেশ ও সিরিয়ার মরু); এই কেন্দ্র হইতে আরব জাতি তথা আরবী ভাষার চতুর্দিকে প্রসার ঘটে। প্রাচীনতম আরবীর\* নিদর্শন বাহা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। ইহার পূর্বের কোন আরবী রচনা দিলে না। এই নিদর্শনটি হইতেছে একটি শিলায় উৎকীর্ণ অনুশাসন।

হজরৎ মুহম্মদের জীবিতকাল ৫৭৮—৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ; তাহার প্রচারিত ইসলাম ধর্মই আরব-জাতিকে উন্নত করে, এবং তৎপ্রাক্ত কোরান-গ্রন্থই আরবী ভাষার এক বিশেষ গৌরবের বস্তু। হজরৎ মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে 'জাহিলিয়াৎ' বা অজ্ঞতার যুগেও এখনকার মত আরব-দেশে নানা গোত্রীয় যাযাবর জনগণ ঘাস করিত; ইহারা একই ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও জাতীয় অনুষ্ঠানের স্বত্রে বদ্ধ ছিল। আরবদেশ আকারে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড়; ইহার অনেক অংশ মরুময়, ইহার অধিবাসী লোকেরা বাধ্য হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ করিয়া থাকিত। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাষাভেদ অবশ্যস্বাভাবী। বিশেষ যখন আবার হিম্মারী-ভাষী বহু লোক আরবী ভাষা গ্রহণ করে ও আরব হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাচীনতম আরবীর শুদ্ধতা ও অবিকৃত অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল আরবী গোত্রের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ নির্বিশেষে যোদ্ধাদের মধ্যে কবিতার আদর ছিল; সমগ্র আরব জাতির মধ্যে লড়াইয়ের কবিতা, শোকগাথা ও বিক্রপের কবিতার বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রায় সকল বড় গোত্রে একজন করিয়া কবি থাকিতেন; তন্মিহ্ম অনেক ভবঘুরে কবি ছিলেন, ইহারা এক দেশ হইতে আর এক দেশে ঘাইতেন, ভিন্ন-গোত্রীয় লোকদের কাছে নিজের কবিতা পাঠ করিতেন, এবং সকলের নিকটেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। উকার্গ বসিয়া মদীনা শহরের পশ্চিমে একটি স্থান প্রাচীন আরবজাতির সামাজিক ও ধার্মিক জীবনের কেন্দ্র ছিল; প্রতি বৎসর এখানে একটি সমাজ বসিত, সকল আরব-গোত্রের লোক এখানে মিলিত হইত; এই সমাজে কবির নিজ নিজ কবিতা শুনাইতেন, ইহাদের কবিতা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট আদরযোগ্য মনে হইত, তাহারা

\* এসময়কালে বলা হইতে পারে যে, আরবী ভাষা যে তাহা-পেজীর অন্তর্ভুক্ত, তাহার নাম শেমীর পেজী। হিজ্রা, সিরীয়, কিনোনীর, কিনানী, প্রাচীন অহর-বাবিল, তথা আরবী, হিম্মারী ও আবিদিনিয়, এই কয়টি প্রধান শেমীর ভাষা। ইহাদের মধ্যে হিজ্রা-কিনোনীর ও অহর-বাবিলের অতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়,—খ্রীষ্ট-পূর্ব ঊন্থের দুই হাজার বছর পূর্বের বাবিল ভাষার লিখিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব এক হাজার বৎসরের লেখা বইয়ে ও শিলালিপিতে হিজ্রার বহুনা পাওয়া যায়। হিম্মারী ভাষা এক সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে প্রচলিত ছিল,—এই ভাষার উৎকীর্ণ লিপি পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে; লিপিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীনগুলির কাল অনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব। হিম্মারী জাতি আবিদিনিয়দের কাছে পরাজিত হইয়া স্বগণন হইয়া পড়ে, ও উহাদের অবশেষ ক্রমে আরবী ভাষা গ্রহণ করিয়া খাতি আরব হইয়া দাঁড়ায়। আরবী ভাষা শেমীর ভাষাগুলির মধ্যে সর্বশেষ লিখিত ও সাহিত্যে প্রথিত হইলেও, বহু শেমীর ভাষা এক আরবীতেই বিশেষভাবে রক্ষিত আছে।

পুস্কার পাইতেন। প্রাচীন আরব-জীবনের এই দিক্ দিয়া আরব-জাতীয়ত্ব ও ঐক্য-জ্ঞান বিশেষভাবে পুষ্টলাভ করিত। আরব কবিগণের হাতে ক্রমে, হজরৎ মুহম্মদের জন্মের পূর্বেই, একটি সাহিত্যিক ভাষা দাঁড়াইয়া গেল; এই ভাষার ভিত্তি ভিন্ন আরব-গোত্রের মধ্যে প্রচলিত ‘প্রাকৃত’ আরবী ভাষাগুলি, কিন্তু ইহা ‘প্রাকৃত’ আরবীর মধ্যে যোগসূত্র-রূপ এক সাহিত্যিক বা ‘সংস্কৃত’-আরবী হইয়া দাঁড়াইল; প্রাকৃত আরবীর প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সার্বজনীন সাধু ভাষা বা আদর্শ ভাষা হইল। হজরৎ মুহম্মদ যখন কোরানে রক্ষিত উপদেশ ও আদেশাবলী প্রচার করেন, তখন তিনি এই সাধু আরবীকে উপেক্ষা করেন নাই। তাহার ভাষায় ও ‘ইমরু’উল-কুর্‌সু প্রমুখ ‘জাহলিয়াৎ’-যুগের অমূল্যমান কবিদের ভাষায় পার্থক্য নাই; মুসলমান-পূর্ব যুগের কবিদের ভাষা সর্বত্রই বিস্তৃত সাধু আরবীর নিদর্শন হিসাবে কোরানের আরবীর সদৃশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইসলামের প্রচারের পর কোরানের আরবীই আদর্শ বলিয়া মুসলমান আরব ও অন্ত্রাত্ম জাতির সমক্ষে রক্ষিত হইল। লোকে আরবী ভাষায় কিছু লিখিতে গেলে এইরূপ আরবী ব্যবহারেরই প্রয়াস করিত। কিন্তু ওদিকে নানা আরবী গোত্রের মধ্যে যে ‘প্রাকৃত’ চলতি আরবী ছিল, তাহার গতি অব্যাহত ভাবে চলিল। নানা আরবী-গোত্রীয় লোকেরা স্বদেশের বাহিরে সিরিয়ার মিসরে, ত্রিপোলিতে, আলজিয়রে, মোরোক্কোতে উপনিষ্ট হইল, সেই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আরবী ভাষা করিয়া তুলিল, নূতন নূতন আরব-ওর পত্তন করিল। তাহাদের মুখের আরবী সাহিত্যে আরবী হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে বাইরা পড়িল। প্রাচীন আরবের ব্যাকরণ সাহিত্যের আরবীতে, ‘সাধু’ আরবীতেই রক্ষা রহিল, আর আরবে, মিসরে, সিরিয়ায় ও অন্ত্র কথাবার্তার আরবীতে পুরান রূপের ভাঙ্গন ধরিল। আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ‘সাধু’ আরবী সংসাহিত্যের ভাষা, এমন কি, পবিত্র ভাষা হিসাবে ফারসী, সিরীয় প্রভৃতি নানাদেশীয় মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহীত হইল। মুসলমান জগতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বর্তমান বহু বহু বই লেখা হইয়াছে, সমস্তই হয় এই সাধু আরবীতে, না হয় ফারসীতে। অধুনা আরবী-ভাষী সমস্ত দেশে দুই প্রকার আরবী চলে, (১) সাধারণ আরবী, চলতি আরবী, এবং (২) সাধু আরবী, ‘নহুবা’ বা ব্যাকরণ-সঙ্গত আরবী। বাঙ্গালা দেশের সাধু-ভাষা বলাই চলতি-ভাষার মত সমস্তা মিসর সিরিয়া ও অন্ত্র আদিয়া পড়িয়াছে; সেখানেও আমাদের দেশের মত তিনটি দল দেখা যায়—প্রাচীন-পন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিক পন্থী। বোধ হয়, মধ্য-পন্থীরাই এখন প্রবল, এবং মধ্যপন্থী অবলম্বন না করিলে মিসর ও সিরিয়ার দুই প্রকারের প্রাকৃত আরবী নূতন করিয়া ‘সাধু’ বা সাহিত্যিক রূপ ধারণ করিয়া বসিত, মোরোক্কো হইতে পারস্য পর্যন্ত এক সাধারণ সাহিত্যিক আরবীর প্রচার থাকিত না। আমাদের দেশে সাহিত্যিক আরবীই চলে, প্রাকৃত আরবীর চর্চায় আবশ্যিকতা বা কৌতুক

যোগিতা নাই। এদেশের মুসলমান নামগুলি সাহিত্যিক আরবী অনুসারেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়, আমাদের আলোচ্য আরবী অতএব সাহিত্যিক আরবীই হওয়া উচিত।

প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার উচ্চারণ লইয়াই আমাদের তর্ক—বাক্সালা অক্ষরের সাহায্যে সেই উচ্চারণ কতটা এবং কিরূপে জানিতে পারা যায়। এখন, সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা কাহারও ঘরোয়া ভাষা নয়; এই জ্ঞাত ইহার উচ্চারণ প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন, অথচ ব্যাকরণ সর্বত্রই এক। আমাদের বাক্সালা সাধু-ভাষা যেমন পশ্চিম-বঙ্গে এক রকম করিয়া পঠিত হয়, আবার পূর্ববঙ্গে আর এক রকম করিয়া। কিন্তু প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ থাকিলে স্থানবিশেষের উচ্চারণ শিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়, সর্বত্র ইহার অনুকরণের চেষ্টা থাকে। প্রাচীন সাধু আরবী, আরবী-সাহিত্যের গোববের দিনে পারস্ত হইতে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনুশীলিত হইত; বন্দা, বাগবাদ, কুফা, দমক, মকা, মদীনা, বুলার, অলজ্জারহ, কদোভার একই ব্যাকরণ অনুসৃত হইত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য প্রাচীন কাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইং হইতেছে আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগের কথা; এই যুগে কোথাকার আরবীকে শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। হজরৎ মুহম্মদ যে গোত্রোদ্ভূত, সেই গোত্রের উচ্চারণ ও তাঁহার উচ্চারণ একই ছিল অনুমান করা বাইতে পারে; হজরৎ মুহম্মদের সময়কার রুওয়শ গোত্রীয় আরবীর উচ্চারণকে শিষ্ট বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের চলিতে পারে।

প্রাচীন ভাষার ঠিক উচ্চারণটি জানা অসম্ভব; কেহ ত তাহা আমাদের জ্ঞাত গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখে নাই। গুরু পারম্পর্য্যোও উচ্চারণ আবৃত রাখা সম্ভব নহে; কারণ, মাতৃভাষায় যে উচ্চারণ-বিকৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে, তাহা অতি-বড় পণ্ডিতও অতিক্রম করিতে পারেন না। হজরৎ মুহম্মদের সময়ের আরবীর উচ্চারণ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আমাদের প্রণিধান করা আবশ্যক। (১) আধুনিক আরবী-ভাষীর উচ্চারণ—প্রাদেশিক উচ্চারণ-নির্বিবেচনায়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃকগুলি বিশিষ্টতা এক প্রদেশে রক্ষিত আছে, হয় ত সেগুলি অত্র লুপ্ত; এই জ্ঞাত সকল আরবী-ভাষা জাতির উচ্চারণ তুলনা করা আবশ্যক। (২) কোরান পাঠের পদ্ধতি যেমন ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা। (৩) আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের আলোচনা। (৪) আরবী অক্ষরে বিদেশী নাম ও বিদেশী অক্ষরে আরবী নামের অনুলিখন-পদ্ধতির আলোচনা। (৫) আরবী ও সহজাত জ্ঞাত শৈবীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনা। প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্দ্ধারণের জ্ঞাত পান্ডিত্য পণ্ডিতগণ উপরিলিখিত পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমি মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই মত অবলম্বন করিয়াছি। তবে এই সকল উপায়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করি নাই। বিশেষতঃ আমার আলোচনায় আরবী শিক্ষা শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকার ক্রটি রহিয়া গিয়াছে। আরবী হৈলমু-ও-তজ্জীদ ও হৈলমু-ল-কিরামাত-এর কথা পড়িয়া থাকিলেও, এ দেশে প্রচলিত এই বিষয়ে কোনও বইয়ের কথা আমার জানা ছিল না। বক্তব্য প্রযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের

সহিত আলোচনা করিয়া আমি সিরাজু-ল-ক্বারী প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামাণ্য বইয়ের কথা শুনি, এবং সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম। এই সকল বইয়ের মুখ্য বক্তব্যগুলি বন্ধুবর তাঁহার ‘সমালোচনা’ প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮০৫ সালে প্রকাশিত Lumsden এর বৃহৎ আরবী ব্যাকরণে আরবী শিক্ষাকারগণের উপদেশের সার-সঙ্কলন পাওয়া যাইবে। ‘আরবী শিক্ষার আলোচনার আমি বুঝিতেছি যে আরবী ঙ্গ ধ্বনিকে অঘোষ বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই—এই ঙ্গ অক্ষরের ধ্বনি মূল আদি শেষীয় ভাষার অঘোষ ছিল, কিন্তু আরবীতে ঘোষ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ঙ্গ কে ঙ্গ দিয়া লিখিলে ইহার আদি প্রাগ্ আরবী উচ্চারণ নির্দেশ করা হয় বটে, কিন্তু আববীর উচ্চারণের নির্দেশ হয় না। আমি Brockelmann এর Semitische Sprachwissenschaft অনুসরণ করিয়া ঙ্গ লিখ, এখন বুঝিতেছি, ঙ্গ লিখিলে ঠিক হয় না। কিন্তু আমি বিকল্পে ঙ্গ লিখিবাবও প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

আরবীর অত্যাচ্ছ ধ্বনি ও বাঙ্গালী অক্ষরে তাহাদের নির্দেশের জন্য আমি বৈকল্প প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আরবী শিক্ষা আলোচনা করিয়া ও বন্ধুবরের সমালোচনা পাঠ করিয়াও তদ্বিষয়ে আমার মত বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারিতেছি না।

আরবী শিক্ষাকারগণ যেরূপ স্বস্ব ভাষা সহিত আরবী ধ্বনির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও আরবী উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূৰ্ণ, অতীব প্রংশসার্য। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে এক সংস্কৃতই একদা স্বক্স ধ্বনি-বিশ্লেষ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠক ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন; আমার মনে হয়, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের প্রণালী সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের পূৰ্বে বাঙ্গালী ভাষায় আর কেহ আলোচনা করেন নাই। সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া লেখায় এই আলোচনা অতীব উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার সহিত আরবী শিক্ষার সংজ্ঞার তুলনায় দুই একটা বিষয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত একমত হইতে পারিতেছে না। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞা আমি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব, কারণ শহীদুল্লাহ সাহেব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন কবিয়াছেন। প্রথমতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics) এর মতে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করা যাউক। কণ্ঠমালী হইতে বায়ু-মুখ-গহবরে আসিয়া যদি কোথাও বাধা না পায়, জিত যদি তালুতে স্পর্শ বা আঘাত করিয়া পথ-রোধ না করে, যদি মুখ-গহবর বিবৃত বা খোলা থাকে, তাহা হইলে স্বর-ধ্বনি বাহির হয়। জিহ্বার উচ্চ, নীচ বা মধ্য, কণ্ঠাভিমুখী বা দন্তাভিমুখী অবস্থান ভেদে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরধ্বনি-ভেদ। আবার যদি জিহ্বা দ্বয় স্পষ্ট অবস্থায় তালুর অংশবিশেষে থাকে, কিন্তু বায়ু-নিঃসরণ রুদ্ধ করে না, তাহা হইলে স্বরবর্ণ ঙ্গ উদ্ভব হয়। জিহ্বার অবস্থানের দিকে দৃষ্টি করিয়া ও মুখ-কোটরের উন্মুক্তত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিলে দেখা যাইবে যে ঙ্গ, ঙ্গ ভিন্ন স্বরবর্ণ-মাত্রাই বিবৃত। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাকারগণ হুব-অ-কার-ধ্বনিকে সংস্কৃত



য়লিয়া গিয়াছেন। হ্রস্ব অ, দীর্ঘ আ-কারের সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহাদের উচ্চারণে শ্রবণের (quality) পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল প্রলম্বিত্বের (quantity)। বিবৃত দীর্ঘ ও হ্রস্ব কণ্ঠ্য স্বরের ধ্বনি বথাক্রমে বাঙ্গালা ‘রাধা’ শব্দের আকারবয়ের দ্বার; ‘রা’এর আ-কারের জোরে দীর্ঘ, ‘ধা’এর আ-কারের অভাবে হ্রস্ব। ইংরেজী *artisan*, *art* শব্দদ্বয়ে বথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, বিবৃত অ-কার ধ্বনি মিলে। প্রাচীনতম সংস্কৃতে অ-কারের ধ্বনি এইরূপই ছিল। পরে এই বর্ণের তথাকথিত সংবৃত উচ্চারণ আসিয়া যায়, অর্থাৎ অ-কারের উচ্চারণে ‘রাধা’ শব্দের ‘ধা’র মত বিবৃত ধ্বনি না থাকিয়া ইংরেজী *sun*, *her* শব্দে যে দুই প্রকার হ্রস্ব ধ্বনি মিলে, সেইরূপ ধ্বনি আসিয়া পড়ে। এই উচ্চারণে কোনওরূপে জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠবায়ুর নিঃসরণের পথ বন্ধ হয় না—কেবল বিবৃত উচ্চারণের সময় ঠোঁট যতটা বিস্তৃত থাকে ও জিহ্বা যতটা গলার দিকে যায়, ততটা বিস্তার ও অন্তর্স্থিতি থাকে না। এখানে সংবৃত মানে অবরুদ্ধ নহে; সংবৃত অর্থে *checked*, *mixed* বা *half open*.

বাঙ্গালা দেশে আমাদের মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বজায় আছে, আমাদের উচ্চারণ পুরাকালের সংবৃত উচ্চারণ। কিন্তু বস্ততঃ বিবৃত উচ্চারণ (‘রাধা’র ধা-এর মত) এক দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণী পণ্ডিতদের মুখ ভিন্ন অন্য কোথাও মিলে না। উত্তর ভারতের পণ্ডিতেরাই প্রাচীনকালের মত সংবৃত উচ্চারণ করেন। আমাদের বাঙ্গালার হ্রস্ব অ প্রাচীন ধ্বনি হারাইয়া কণ্ঠোষ্ঠ্য ও কার সংস্পৃক্ত এক সম্পূর্ণ নূতনজাতীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে,—এই ধ্বনি একেবারেই সংবৃত অ-কার নহে।

কণ্ঠনালী হইতে নির্গমনকালে বায়ু যদি কোথাও জিহ্বা কর্তৃক বন্ধ হয়, এবং জিহ্বা যদি মুখমধ্যে বায়ুর অবস্থানকালে তালুর কোনও অংশে ধা দেয় বা স্পর্শ করে, কিংবা নির্গমনকালে তড়ৎ কর্তৃক বায়ু ব্যাহত হয়, তাহা হইলে ব্যঞ্জন বর্ণের উদ্ভব হয়। আবার প্রলম্বন-শীলতা ও তদন্তাব-নির্কীর্ণে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির রূপভেদ হয়। কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যায়; যেমন *f*, *v*, ইংরেজীর *thin*, *then* শব্দের *th* (*then* এর *th* এর উচ্চারণ-পার্থক্য জানাইবার জন্য *dh* লেখা যাইতে পারে), *z*, *s*, *h* প্রভৃতি; যথা—*iffffff... ivvvvvvvv... itthththththth... idhdhdh... izzzzz... issss... ihhhhhhh...* আবার কতকগুলিকে মোটেই প্রলম্বিত করা যায় না—একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়াই থামিতে হয়—যেমন আমাদের *ক*, *খ*, *গ*, *ঙ*, *ব*, *ধ*, ইংরেজীর *k*, *t*, *b*, *d* প্রভৃতি ধ্বনি; যেমন ইক্‌, আখ্‌, আগ্‌, এড্‌, অব্‌, ইধ্‌ প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে সংস্কৃতে ‘লুপ্ত’ বর্ণ বলে, ইংরেজী নাম *plosive* (বা *explosive*)। প্রথম প্রকারের প্রলম্বন-সামর্থ্য-শীল ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃতে শ, ষ, স, হ ভিন্ন অল্প নাই; য় র ল হ\* দ্বয় লুপ্ত ‘অর্জয়’,

৪. দ্ব্যতীত যদি সাধারণতঃ তিন প্রকারের :—

৫. (১) উ-কারের বিকার-স্বর, অর্জয়—বিভক্ত ওষ্ঠ বর্ণ, ৯.

ই উ ঙ্গ-র ভেদ মাত্র। প্রলম্বনশীল ব্যঞ্জন বর্ণের ইংরেজী নাম *continuant*; জিহ্বাকে মুখ-বিবরের অংশের সহিত ঘর্ষণ করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া অথ নাম *fricative* বা *affricate*; শ্বাসের প্রলম্বন ও সংহরণের উপর এই জাতীয় ব্যঞ্জনের প্রলম্বন ও সংহরণ নির্ভর করে বলিয়া *spirant*; সাধারণতঃ ইংরেজীতে এই তিন নাম ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় বর্ণচতুষ্টয়ের নাম 'উগ্র'। 'ঘৃষ্ট' শব্দ দ্বারা *affricate* শব্দের অনুবাদ করিতে পারা যায়। তন্নিম্নঃ, ও বিসর্গের রূপভেদ 'জিহ্বামূলীয়' ও 'উপস্থানীয়' (যথাক্রমে ফারসী *خ* ও ওঠা *f* এর ধ্বনি)কেও উগ্র বলা হয়। উগ্র মানে বাষ্প, উত্তাপ, শ্বাস। ইংরেজীতে *Spirant* বলিলে *h, f, v, th*, *then* শব্দের *th* প্রভৃতির ধ্বনি বুঝায়; সংস্কৃতেও দেখিতেছি, *spirant* এর সহিত সমার্থক শব্দ 'উগ্র' দ্বারা *হ*, জিহ্বামূলীয় ও উপস্থানীয় বিসর্গ, এবং *শ, ষ, স* ধ্বনি নির্দিষ্ট হয়।\* প্রলম্বনশীল, শ্বাস চালিত ঘৃষ্ট বাঞ্জন-ধ্বনি জানাইবার জন্ত উগ্র শব্দের প্রয়োগ—সংস্কৃতে উগ্র শব্দের প্রয়োগ হইতে অভিন্ন। সংস্কৃতে অবর্তমান ঐ জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ধ্বনি জানাইবার জন্ত এই শব্দের ব্যবহার করায় বড় জোর এই প্রয়োগকে সংস্কৃত প্রয়োগের প্রসার বলা যাইতে পারে। এত জন্ত সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার অর্থ শব্দের অভাবে, *spirant* অর্থে 'উগ্র' শব্দের ব্যবহারে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আরবীর *خ ظ غ* *spirant* বা উগ্র কি না, পরে বিচার করা যাইবে।

ব্যঞ্জন বর্ণ-সম্পর্কে বিবৃত ও সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শহীজলাহ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন। বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাক। কণ্ঠ-নালা হইতে বায়ু নিঃসরণ-কালে মুখ-বিবরে জিহ্বা-কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। কণ্ঠ হইতে বায়ু উপরে আসিবার পথে কণ্ঠ-নালায় অভ্যন্তরস্থ পেশীময় দ্বার (vocal chords) মধ্য দিয়া চালিত হয়; এই পেশীময় দ্বার যদি আকৃষ্ট না থাকে, যদি খোলা থাকে, 'বিবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কেবল শ্বাস বাহির হইয়া মুহ উচ্চারণ হয়। স্ত্রেন ক, চ, ট, ত, প, ষ, f। কিন্তু পেশীগুলি যদি বায়ু-নির্গমনকালে দ্বারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, যদি সঙ্কুচিত হইয়া 'সংবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বায়ুকে জোর করিয়া, বা দিয়া, নিজ পথ করিয়া, বাহির হইয়া মুখকোটরে আসিতে হয়; এই বা দেওয়ার ফলে আওয়াজ আর মুহ থাকে না, গম্ভীর 'বোব' 'নাদে' পরিণত।

(২) বিগুচ্ছ ওঠা ব্যঞ্জন-বর্ণ, প্রলম্বনশীল—অর্থাৎ দাঁতের সাহায্য না লইয়া *v* উচ্চারণ করিলে বোঝা যায়। হিন্দী মরসি ও গজাবীতে এই ধ্বনি আছে।

(৩) দম্বোষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ, প্রলম্বনশীল, ইংরেজী *v*। সংস্কৃত শিক্ষাকারগণের মতে ব'র বিগুচ্ছ ওঠা দম্বোষ্ঠ্য উভয়বিধ উচ্চারণ ছিল।

\* স্বরাপান্থ্যবাক্যের বিবৃত্য করণঃ মতঃ—পান্থীয় শিক্ষা। শব্দমতঃ উদ্যোগঃ—সিদ্ধান্তকোমুখী। সর্কে স্বরা বোঝাবল্যঃ স্বরভাষাঃ ইন্দ্রে বলাঃ দশাশীতি। সর্কে উদ্যোগঃ—অনিরতঃ বিবৃত্যঃ বক্তব্যঃ প্রজ্ঞাপ্তেরাশীনাঃ পরিবর্জনীতি—জ্ঞানোপা উপনিবেৎ। (সর্কে উদ্যোগঃ অগ্রস্তাঃ অন্তরপ্রবেশিতা অনিরতঃ অবহিরাশীনাঃ বিবৃত্যঃ বিবৃত্যপ্রজ্ঞাপ্তেরাশীনাঃ প্রজ্ঞাপ্তেরাশীনাঃ পরিবর্জনীতি প্রবাহ্যনি—শব্দভাষ্য)। [বাচস্পত্য হইতে]।



কারণ—উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষাকারদের ন্যূনতঃ এই কথা খাটে। স্থানে স্থানে উচ্চারণের কথা বুঝা যায় না। ط د এর মধ্যস্থ বা উচ্চারণ-স্থান কোনও মতে বিভিন্ন, কোনও মতে অভিন্ন। দ্বিতীয় মতে সকলগুলিই দন্তমূলীয় (حروف اللمعية) س ز ض ا এক মতে জিহ্বা ও নীচের পাটীর দাঁতের যোগে উচ্চারিত হয়, অল্প মতে এই ধ্বনিগুলি উপরের পাটীর দাঁতে চেকিয়া উচ্চারিত হয়, তৃতীয় মতে ইহার দন্তমূলীয়। ط কে কেহ ث ذ এর সহিত এক পর্ধ্যায়ের বর্ণ বলিতেছেন, —অর্থাৎ ইহার মধ্যস্থ হইতেছে “জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটীর সন্মুখস্থ হই দস্তাগ্র”; কিন্তু ইহার م ه বা ওণ হইতেছে, ইস্তিৎল استعمل অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চগতি—“উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়”—অর্থাৎ ইহার ওণ বা প্রথম অঙ্গুষ্ঠাসে ঙ দস্তা বর্ণ নহে, দন্তমূলীয় বর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ইহা দন্তমূলীয় বর্ণই—ইহা ط خ ص এর সহিত এক পর্ধ্যায়ভুক্ত—ইহাদের طباق ওণ তাহাই প্রমাণ করে।

আরবী শিক্ষার حروف مفاتيح এর মধ্যে ‘জহর’, ‘হমস’, ‘শিদ্ধ’ ও ‘বিধ্বংস’—এই চারি প্রকার প্রয়ত্নের আলোচনা করা যাক। ‘জহর’ অর্থে বড়-গলা করা, আরব বৈরাগ্যের মতে খাস যোগ করিলে জহর বা নাম ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জহর থাকে হইতে জাত ‘মজহুরহ’ অর্থে ঘোব বা সংবার ধ্বনি। ط غ ز ج ذ طبع —এই বর্ণগুলি আরবী শিক্ষা-মতে ঘোব বা মজহুরহ। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। ق ও ق বেন কানে শুনিয়াছি, ইহার আামাদের ক ও ত-জাতীয় ধ্বনি, অঘোব, একেবারেই ঘোব-ধ্বনি নয়। প্রাচীন কালের আরবী হইতে গ্রীক ল্যাটিন, ও ল্যাটিন গ্রীক হইতে আরবী নামের অনুলিখনে দেখা যায় যে, ق এর অনুরূপ বর্ণ k বা o, এবং ط এর t; বেন গ্রীকের Platon = افلاطون, Sokrates = سقراط, Titus = تيطس, Loukas = لوقا, Tiberias = طبرية, Crete (Kreta) = كريتس, Petros (Peter) = بطرس, Italy = ايطاليا, Cyprus (Kypros) = قبرس, Laodikea = لادقية, Caesar = قيصر ইত্যাদি ইত্যাদি। সুক্কর ব করার (বা বিদেশী শব্দের আরবী-করণে) k, t এর অল্প বহু স্থানে ق লেগা হইয়াছে। আবার ت و ث মিলে। প্রাচীন যুগের ক ও ق দন্তমূলীয় তাম্রস্থ হ, কখনই ঘোব-ধ্বনি হইতে পারে না। হিজ্রতে ইহাদের পরিবর্তন ঘোব ত-কো বর্ণ পাওয়া যায়। ق ও ط কে মজহুরহ বা ঘোব বলিলে ইহাদের নিম্নীকৃত বর্ণকণা নির্দিষ্ট হয়—মজহুরহ শব্দকে এখানে ইংরেজী emphatic বা প্রবলরূপে উচ্চারিত শব্দ-কণা বলা হইতে পারে। ق অন্তর আরবী-তাবীদের যুগে এখন মানিবরণে উচ্চারিত হইয়া কেবলমাত্র ইহা অবিকৃত আছে, কোথাও বা তালব্যাকৃত, অ বা ক-রে রূপান্তরিত

হইয়াছে। কাইরো-শহরে ইহা সাধারণতঃ গ-রূপে উচ্চারিত হয়, আবার হিসরের অন্তর্গত ইহার উচ্চারণ হম্মজের মত। এইরূপে ও আরবে ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ ক-এই আকারে ও আধুনিক আরবী প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ অবলম্বন করিয়া বোঝা হয়, আধুনিক শিক্ষাকারগণ ক-কে মজহুরহ বলিয়াছেন। ৬ তরুণ কচিং গ-রূপে উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ তুর্কীদের মুখে, যেমন  $\text{g} + \text{b} = \text{দাঙ্গ}$ ; কিন্তু 'ত' বা 'ট'-জাতীয় দন্তমূলীয় উচ্চারণই সাধারণ। এই প্রাদেশিক  $\text{g} = \text{দ}$  উচ্চারণ ধরিয়াই বোধ হয়, ইহাকে মজহুরহ বলিয়া বুঝা করা হইয়াছে।

হমস্ অর্থে গলা ছোট করা; 'হমস্কে বিবার বা খাস প্রবন্ধ বলা চলে, মহমুসহ অর্থে আঘাৎ। এই বিচারে কোনও গোল নাই।

শদীদহ্ অর্থে স্পৃষ্ট; শদীদহ্ বর্ণগুলি প্রলম্বিত করা যায় না। রিখ্ বহ বর্ণগুলিকে প্রলম্বিত করা চলে—ইহার spirant, continuant বা affricate, সংস্কৃত সংজ্ঞায় ইহাদের উয় বলা উচিত, পূর্বে দেখাইয়াছি। কোনও ক্রমেই ইহাদিগতে মহাপ্রাণ বলা যায় না। আর-বীতে মহাপ্রাণ বর্ণ নাই, তবে হলন্ত শদীদহ্ (স্পৃষ্ট বর্ণের) বর্ণের পর হ-ধ্বনি আসিলে মহাপ্রাণ ধ্বনির (বর্ণের নহে) সৃষ্টি হয় বটে। যেমন — سیدان 'সুবদান' ও سیدان 'সজহুরহ' শব্দ; এখানে ব+হ ও জ+হ মিলিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ঝ'এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহাপ্রাণ ধ্বনিকে আরবী শিক্ষাকারগণ ঠিক-মতই আমল দেন নাই—কারণ, ইহা বিশ্র বিশ্রবোধ্য ধ্বনি। ث এর ধ্বনি উয়, রিখ্ বহ, কিন্তু হলন্ত ت এর পর ه বা ح থাকিলেই আমাদের মহাপ্রাণ থ-এর উদ্ভব হইবে।

মহাপ্রাণ مافات গুলিকে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বাহা হউক, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সাজাইলে, আমার প্রবন্ধের প্রণী-বিভাগ হইতে বিশেষ পার্থক্য হইবে না; কেবল পূর্বে আমার এক ভ্রমগীর ভ্রম হইয়াছিল,—ر ج কে দ্বিত্ব বর্ণ বলিয়াছিলাম, তাহা নহে, এগুলি দন্তমূলীয় বর্ণ।

আরবী ও সংস্কৃত ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনি-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়। এইরূপ সাজানিতে কেবল বর্ণগুলির (Portant production) উদ্ভবিক আভ্যন্তর প্রবন্ধের দিক বিচার করা হইয়াছে, তাহাজের স্বর-আকার (Acoustic expression) এর দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। প্রত্যেক ধ্বনিগুলি প্রবন্ধ-কোণের উৎপন্ন হয়, সেই অনুসারে সাজান গিয়াছে, কাজে কেবল তাহাই, এই ভ্রমগীর ভ্রম। যেমন من ইহাদের উচ্চারণ-স্থান আলাহিলা, কিন্তু কবীর কবীরকী কবীরকী কবীরকী, ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া ইহাদিগকে কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী এই হই আলাহিলা প্রণীতে কেবল উচিত; কিন্তু কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী কবীরকী

আরবীক বর্ণিলে উক্তকেই এক sibilant বা সস্কীরহ শ্রেণিতে বোলা চলে। আরবী পদার্থে organic ও acoustic পদ্যার অভিহিত হইয়া আছে, ঔৎপত্তিক ও শ্রৌতিক বিচার আলাহিদা করা হয় নাই।

[ ১ ] কণ্ঠনালীর মধ্যে উৎপন্ন ধ্বনিসমূহ—

( ক ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট ধ্বনিতর : ع ( ব্যঞ্জন অলিহ, হম্জাহের সহিত অভিন্ন, আন্ত হম্জাহ্ অলিহরূপে লিখিত হয় )।

( খ ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট ধ্বনিধর : ح ;

আরবী শিক্ষার মতে, ইহাদের মধ্যে : : কণ্ঠনালীর নিম্নতম অংশে উৎপন্ন, এবং ح ع অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বে। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার মতে : ও : এর উচ্চারণস্থান, ح ও ع অপেক্ষা উর্ধ্বে ; : glottal ( কণ্ঠ-নালীতে উৎপন্ন ) ধ্বনি, ح ع ও glottal, বা bronchial ( গলনালীতে উৎপন্ন ) ধ্বনি।

[ ২ ] কণ্ঠনালীর উচ্চতম অংশে ( জিহ্বামূলে ) উৎপন্ন ধ্বনি—

( ক ) غ —সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট।

( খ ) ইউরোপীয় শিক্ষা মতে, বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ق এর ধ্বনির ও উচ্চারণ স্থান এই। আরবী শিক্ষা-মতে ق এর উচ্চারণ-স্থান আরও উর্ধ্বে,—আলজিভের কাছে—ق و ك কে حروف اللاموية বা আলজিভে বা তালুতে উৎপন্ন ধ্বনি বলে ( Wright কৃত বৃহৎ আরবী ব্যাকরণ প্রথম খণ্ড উচ্চারণ পদ্যার দ্রষ্টব্য )। ق কে আবার حروف اللاموية বলা হইয়াছে। কিন্তু ق ঘোষধ্বনি নহে, ঘোষধ্বনি হইলে ইহার উচ্চারণ গ হইত। উপভাষা-ভেদে হয় ত ق ঘোষ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং উপভাষার উচ্চারণ ধরিরাই ইহাকে حروف اللاموية বলা হইয়াছে।

[ ৩ ] জিহ্বামূলে ও আলজিভের উপরেই, তালুর কোষল অংশে উৎপন্ন ধ্বনি—

( ক ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ح। আরবী শিক্ষাকারগণ ইহাকে কিন্তু غ ও ح এর মত حلقية অক্ষর বলেন। কিন্তু বিবৃদ্ধ حلقية অক্ষর : : ح এর উচ্চারণে জিভের স্থান নাই, ح এর উচ্চারণে জিভকে উপরে-বর্ধকে তুলিতে হয়, তাই ح কে حلقية বলে।

( খ ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ع। ইহার উৎপত্তি-স্থান আজকালকার সিরীয় ও অন্তর্ভাষা আরবীতে আর একটু অগাধিরা তালুর কঠিন অংশে আলিরা পদ্যার, ইহার উচ্চারণ-স্থান এই। ع কে حروف اللاموية বা তালু ধ্বনি বলে।

[ ৪ ] জিভের গোড়ার দিক ও তালুর কঠিন অংশের আরম্ভ স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি—

( ক ) সংবারহুত স্ট্রট নাম—তালবীকৃত গ, গ্য। পরে উচ্চারণ-হান্ডফান্স কঠিন অংশে বিশেষ করিয়া সরিয়া আসিয়া ও জিতের আগার দিক দিয়া উচ্চারিত হইয়া সাধারণ আরবীতে তালব্য জ ধ্বনির উৎপত্তি। মিসরে কিন্তু পূর্বাংশি গ ধ্বনিই শুধু বার।

[ ৫ ] জিতের আগার দিক দিয়া তালুর কঠিন অংশে উৎপন্ন—

( ক ) বিবারহুত স্ট্রট হাস—ش

( খ ) সংবারহুত স্ট্রট নাম—ي

[ ৬ ] জিতের আগার দিক চওড়া করিয়া বার বা দক্ষিণ পার্শ্বের দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত সংবারহুত স্ট্রট নাম—ض

ইউরোপীয় শিক্ষার মতে কিন্তু ض এর উচ্চারণহান [ ৭ ] পর্য্যায়ের সহিত অভিন্ন, এবং ইহা (অন্ততঃ আধুনিক ভাষা আরবীতে) ط ধ্বনির বোঝ রূপ।

[ ৭ ] জিহ্বাগ্র-মুখ ও দন্তমূলের জৈবহুত অংশে ( প্রোভিন্সাথ্যে বর্ণিত বর্ষ নামক স্থানে, apical region এ ) উৎপন্ন ধ্বনি—

( ক ) সংবারহুত স্ট্রট হাস—ط ( নাম=ض )

( খ ) বিবারহুত স্ট্রট নাম—ظ

( গ ) সংবারহুত স্ট্রট হাস ( উন্নত )—ص

এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিতকে বিশেষ করিয়া সংযত করিয়া সম্বোধন বর্ষ আঘাত করিতে হয়। সাধারণতঃ এই ধ্বনির সম্পর্কে ঠোট বুজাকার করিয়া উচ্চারণ করার দরুণ ব বা w ধ্বনির আমেজ আসিয়া যায়। ض ধ্বনির পক্ষেও তাই। ط কে ڤ, ڤ, ڤ বা বোঝ বলা হইয়াছে, ڤ, ڤ, ڤ অর্থে emphatic বুদ্ধিতে হইবে। ض ص ظ — ইহাদের উচ্চারণে জিত তালুতে ঠেকে বলিয়া ইহাদিগকে مطبوك বলে। এবং জিত উপরে উঠে বা তিতরের দিকে গতি মের বলিয়া متعلية বলে غ غ ও এই পর্য্যায়বৃত্ত।

[ ৮ ] জিহ্বাগ্রমুখ ও দন্তমূল বা দন্ত—

( ক ) বিবারহুত স্ট্রট হাস—ك

( খ ) সংবারহুত স্ট্রট নাম—ح

( গ ) সংবারহুত স্ট্রট কর্কশ নাম—ر ইহাকে ڤ, ڤ বা বর্ণগতক রূপ হয়।

( ঘ ) সংবারহুত স্ট্রট কোমল নাম—ل

( ঙ ) বিবারহুত স্ট্রট সানিক্য—و (কর্কশ স্বরের পূর্বের সানিক্যে ও কর্কশ ও কোমল )

[৯] জিতের আগা চওড়া করিয়া দস্তুল বা হাতে বর্ণপূর্বক জাত জানি—

(ক) বিবারবৃত্ত উয় খান— م

(খ) সংবারবৃত্ত উয় খান— ۛ

[১০] জিতের আগা চওড়া করিয়া দস্তুলে বর্ণপূর্বক জাত জানি—

(ক) বিবারবৃত্ত হুই উয়— ۛ

(খ) সংবারবৃত্ত হুই উয়— ۛ

[১১] উপরের দস্তুল ও অবরে উপর বিবারবৃত্ত উয় খান— ن

[১২] ওঠবারে উপর—

(ক) সংবারবৃত্ত হুই— ۛ

(খ) সংবারবৃত্ত হুই, বা বর্জবর— و

(গ) নাসিকা— م

উচ্চারণ-স্থান বিচার করিয়া দেখিলে আরবী ফরাসি (প্রাচীন যুগের উচ্চারণে) এই ১২ শ্রেণিতে পড়ে। ঠিক উচ্চারণটি কোথায় হইল, আর কানে কেমন শুনাইল—organic ও acoustic—এই দুই ভাবের বিচারে গোলমাল করিলে চলিবে না।

ঐযুক্ত শহীছমাহ সাহেব আরবী ফরাসি বাক্যের অর্থলিখন বিষয়ে যে যে স্থলে আবার সহিত একত্র হইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। অর্থলিখন-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য তিনি যে যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়াছেন, তাহা অতীত স্মরণীয়।

প্রথমতঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলি ধরা বাউক। ع ظ ذ ز ث —এই কয় বর্ণের অর্থলিখন নইয়া শহীছমাহ সাহেব আবার সহিত একত্র হইতে পারেন নাই।

ث —ইহার উচ্চারণ একেবারে হুবহু ইংরেজী think thin, thank প্রভৃতি শব্দের th এর উচ্চারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই th উয় থ, আমাদের বহাঙ্গীণ থ নহে—ইহাকে যথেষ্ট প্রলম্বিত করা যায়, কিন্তু আমাদের থ-কে তাহা করা যায় না। ইউরোপীয় বৈয়াকরণগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আরবি আরবীভাষীর যুগে উচ্চারণ ওয়ালা বুঝিরাছি, ۛ ও ইংরেজী think এর th এ কোনও তফাৎ নাই। গ্রীক নামে theta অক্ষর (th) থাকিলে, আরবী অর্থলিখনে প্রাচীন কাল হইতেই ۛ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যেমন Pythagoras = فيثا غوراس, Corinth = كورنثوس, Timotheus = تيموثاوس, Bithynia = بیتیڤیه ইত্যাদি; কতিং ۛ ও বিশে, যেমন Theophrastus = ثعالونیکي। আরবী শিকাকরণের কালে ۛ এক পক্ষের ফরাসি, স্ক্রীম, বা sibilant ফরাসি, ۛ এই শ্রেণিতে স্থান পায় নাই। এই ফরাসি 'ন' বাকী sibilant নহে। ۛ স্ক্রীম ফরাসি কাছাকাছি বটে, আবার ত-বর্ণেরও কাছাকাছি। ইংরেজী think, thing ফরাসি কান্না, আবার ও অর্থ বিবেচনার যুগে কোথাক think,



sing, কোথাও ঐ link ting হইয়া পড়ে, তজ্জন্ম আরবীর ঐ ত-ধ্বনির ও উচ্চর আক্রিয়াকার ত, এবং তুকীহান ও পারস্তে স (s) রূপ ধারণ করিয়াছে। মিশরে ١٥١ কে তলাৎ, ١٥٢ কে হুদীৎ, ١٥٣ কে তানী উচ্চারণ করে। ١٥٤ বৈপ্লবান শব্দের বিকারে Osman, Oblooman। প্রাচীন আরবী মূল শেখীর ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত বিত্তর রাখিয়া আসিয়াছে। হিব্রু, অল্পর প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন কালেই মূল শেখীর ধ্বনিগুলিকে বিত্তর ও স্বেচ্ছাকৃত্য করিয়া ফেলার ١٥ (th) এর আরগার ١٦ (sh) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। [আরবের মুখেও আরবীর ١٧ আর উয় th নাই, sh হইয়াছে—যেমন ١٨ শালিল = সালিল (উচ্চারণে—শালিল)]। বাক্যলার উয় ١٩ নাই, আরবী মহা-প্রাণ থ দিয়া ইংরেজী th ধ্বনিকে নির্দেশ করি; যেমন—থ্যাক, থিওরি, বেথুন, সাউথ ইত্যাদি। আরবীর পক্ষেও তাহা করা ছাড়া উপায় নাই। সব দিক্ বিবেচনা করিলে বিন্দুযুক্ত ٢০ ভিন্ন ٢১ এর বিত্তর আরবীর ধ্বনি জানাইবার কোনও উপায় নাই। স, বা হ লিখিলে ঠিকটি হইবে না। বিন্দুযুক্ত ٢২ এর অভাবখালি থ লিখিলেও চলিবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা উয় এলিফনটীল থ, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে।

٢৩ এর ধ্বনি ইংরেজী this, then, though শব্দের th এর ধ্বনি—thin, thank এর th হইতে পার্থক্য জানাইবার জন্য অভিধানাদিতে অনেকে ইহাকে dh লিখেন। এই ধ্বনি উয় ٢৪ এর বোব রূপ—উয় ٢৫। ইংরেজীর this, that যেমন বিশেষীর মুখে হয় zis, zat নয় dis dat এ পরিণত হয়, আরবীর ٢৬ ও তজ্জন্ম পারস্তে ও তুর্কে ٢৭, মিশরে ٢৮। বোবাই অঞ্চলে ইংরেজী the, this কে থি, থিন্ লেখে; আরবী লিখি খালি দ। কিন্তু ইহাত দ নয়, বরং ٢৯-এর কাছাকাছি—জ-যেযা থ বলা যাইতে পারে। বিন্দুযুক্ত ٣০ ছাড়া ইহার দন্ত্য উয় বোব বর্ণপরিচয় জানাইতে পারা যায় না। বিকল্পে বা অভাবে থ লিখিতে পারা যায়। হিব্রুতেও মূল ٣১ এর ধ্বনি বিত্তর হইয়া ٣২-এ পরিণত হইয়াছে। ٣৩ লিখিলে ইহার বিত্তর আরবী ধ্বনি অনেকটা বর্থাবর্থা বোধিত হইবে, ٣৪ দ্বারা মোটেই হইবে না।

হু—ইহার প্রাচীনতম আরবী উচ্চারণ যে গ ছিল, সে বিষয়ে সন্ধেহ-মাজ রাখি না। তবে হজরত মুহম্মদের সময় ٣৫ রূপ গোজীর আরবদের মধ্যে কি ছিল, তাহা জানা যায় না। আরবী প্রথমে আরবি বালি যে, বোব হয়, তখন ভালবাসিত ‘গ’ উচ্চারণই ছিল। (গ্য বা জ আতীর উচ্চারণ, অর্থাৎ ‘অন্ত’ ‘বিচ্ছিন্ন’ প্রভৃতি শব্দ পূরাপূরি ‘অজ্জ’ ‘বিজ্জ’ হইয়া পড়িবার পূর্বেই ‘জ’ বর্ণরূপে তাহা উচ্চারিত হইতে, সেইরূপ; পরে তাহা হইতে এধনকার ‘জ’ উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে)। শহীদুল্লাহ সাহেব আক্ষর করিতেছেন যে, আরবী শিকলির মতে ٣৬ এর মধ্যস্থ আরবদের আধুনিক ‘জ’ এর উচ্চারণহাদের অনেক উপরে; ‘স’ বর্ণের উচ্চারণহাদের সন্নিকটে। শিকলী তাহাতেই যেনো ধারণা করেন, ‘তালফ’ ধ্বনিগুলি কঠিনতার বিকারভিত্তিক—কঠিন উচ্চারণহাদের ভিত্তিকারিতা ভিত্তির দিকে আসিলেই ‘তালফীকৃত’ পরে পূরা ‘তালফ’ এবং এমন কি, ‘অসিত’

দাঁড়িয়ে আসিয়া পড়িয়া দস্ত্য হইয়া পড়িবার। কঠ্য ক, গ হইতে তালব্যীকৃত ক্য গ্য (অর্থাৎ চ, জ-ধৈবী ক, গ) পরে তালব্য চ জ বা শ র, এবং তৎপরে দস্ত্য চ জ (ts dz), সর্বশেষে 'চ, জ'—এইরূপ পরিণতি সর্বত্রই দেখা যায়। সংস্কৃতের চ জ শ এর উৎপত্তি এইরূপেই সূত্র কঠ্য ধ্রুনির বিকারে ঘটিয়াছে, তাৎপত্বের ইহা এক সাধারণ কথা। একবার ভাবন ধরিলে আর গড়ন হয় না—একবার তালব্য হইয়া গলে আর কিরিতা কঠ্যধ্রুনি হয় না। প্রাচীন আরবীতে কোন কোন গোত্রীয় ভাষার বে বিভক্ত কঠ্য গ-ধ্রুনি বিভ্রম ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আধুনিক আরবী ভাষাবিশেষে প্রাচীন গ ধ্রুনি এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। মিসরে جمادى جبار جعفر — প্রভৃতি শব্দে ج এর উচ্চারণ গ; ج এর তালব্য জ-উচ্চারণ একেবারেই অজ্ঞাত। রুব্ব-শ-বংশীয়েরা ও অজ্ঞাত বহু গোত্রীয়েরা কোমল তালব্যীকৃত উচ্চারণ করিতেন, যে উচ্চারণের মধ্বজ আরবী শিক্ষাকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমি আমার প্রত্যবে ج এর জন্ত জ লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তবে 'গ' লিখিতেও আমার আশঙ্কি নাই। ইউরোপেও অনেকে g লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালার সর্বত্রই 'যে 'গ' লিখিতেই হইবে, তাহা আমি বলি নাই। প্রাচীন শেবীর ভাব্যরও 'গ' ধ্রুনি ছিল; হিব্রু তাহা বজার বাধিয়াছে, আরবীতে যেখানে ج পাই, হিব্রুতে সেখানে 'গিলেল' অক্ষর (=গ) মিলে। গ্রীক ভাষার গ ধ্রুনির জন্ত আরবীতে ج হই চইয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। শহীহুল্লাহ সাহেব গ্রীক কথার আরবী রূপের প্রতি ভাবশূন্য নির্ভর করিতে চাহেন না—তিনি বলেন যে, মুৎঅরব করিবার সহজে গ্রীক ধ্রুনি আরবীতে না থাকিলে কাছাকাছি অন্য এক ধ্রুনি স্তোতক বর্ণ দিয়া কাঁচ সাহা হয়। এই কথা সমর্থনের জন্ত তিনি গ্রীকের প-ধ্রুনির জন্ত আরবীতে ~~—~~ অক্ষরের ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন; গ্রীক p র জন্ত আরবীতে پ বা ب র ব্যবহার দেখি। এই ধ্রুনিবের আ যে, ف বা ب ব উচ্চারণ প ছিল—এইটুকু বলা যার যে, ইহারি সমপ্রেক্ষিক ধ্রুনি—ওটা ধ্রুনি বলিয়াই p f b র অদল বদল বা একের জন্ত আরবের প্রয়োগ বাতীলিক। সেইরূপ গ্রীক g বা গ এর জন্ত ج ও گ এর প্রয়োগ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, ج (গ), گ (গ) এর উচ্চারণ অনেকটা এক প্রকারের ছিল। ج গ পুরাতন আরবীতে এক কঠ্য পর্যায়ের ধ্রুনি যদি না হইবে, তবে এক বিশেষ ধ্রুনির জন্ত ইহাওঁর অসিদ্ধি ভাঙ্গি প্রয়োগ থাকিবার কারণ কি? আবার গ্রীকেরা আধারের আরবী ভাষার ধ্রুনি জ লিখিবার জন্ত z বা dz (=ty) প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু আরবীতে আধারের মত জ ধ্রুনি থাকিলে কঠ্য গ বা g লিখিতে বাইবে কেন? ج এর পুরানি উচ্চারণ বিধের হিব্রু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয়া লাগে না—ভাষাতত্ত্বে ইহা 'গ' বা 'তালব্যীকৃত জ' ছিল; তবে পুরানি আরবীতে ইহা মার তালব্য জ হইয়া পড়ে; পারস্যের ধ্রুনি আধার সিদ্ধান্তে করে; তাৎপত্বের এই পুরানি উচ্চারণ বরে বলিয়াই গ্রীক অক্ষরকে

অ-কোষিক বর্ণ হিসাবে লয়, ও প এর অন্তর্গত পাক অক্ষর স্থাপি করে। পশ্চিমী আরবীতে (বিশেষতঃ মিশরে ও স্পেনে) ইহার 'প' খনি বাহাল থাকে। বাহালার ইহাকে 'ব' লেখাই ভাল। এ দেশে প্রচলিত উচ্চারণের বিরোধী হর বলিয়া আমি হু এর প রূপ পরিহার করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু হু কে 'প' লিখিলে ভুল হয়, কিন্তু প্রাচীন সানস্কৃত উচ্চারণের বিরোধী হয়, তাহা বীকার করি না।

শহীজাহ সাহেব হু এর অন্তর্গত 'ব' লিখিতে চান। তিনি বাহাল প অক্ষরকে কেবলক বা ঙ খনি-নির্দেশক করিয়া রাখিতে চান। তাঁহার প্রস্তাবের একটু যে সসীতীনতা নাই, তাহা নহে। হু = ব হইলে অ-এর বোঝা অনেকটা হালকা হয়। কিন্তু হু = ব লিখিলে, বাহালার বর্ণমালায় ঐতিহাসিক পারস্পর্যের উপর একটু ভুল হয়। শহীজাহ ও সিফিকী সাহেবের মত আমিও বলি, হুই প্রকারের অম্লিখন-রীতি দ্বিরীকৃত হউক, (১) 'বিজ্ঞান-সম্বত', (২) সাধারণ। (১) এ হুই চারিটা ফুটকী থাকিলে, বাহাতে ক্রিয়ারূপ ভাবান্তরের দিক হইতে বত হুর সম্ভব সূচাবহারী হয়; (২) এ ফুটকীর ব্যবহার একেবারে না থাকিলেই ভাল, বাহাতে সর্বত্রই সহজে প্রযুক্ত হইতে পারে। যেননাগরীতে ঙ = জ, জ = ঙ, ঙ = ; বাহালারও সেইরূপই হওয়াই বাঞ্ছনীয়—জ = হু, হু = ঙ, ঙ = ; কিন্তু সর্বত্র জ হরক লিখিলে না। সেই অন্তর্গত যদি একটি সরল প্রণালী সাধারণে গৃহীত হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে 'বিজ্ঞান-সম্বত' রীতিতে হু = জ, ঙ = জ লেখা হউক, এবং সাধারণ রীতিতে যদি ব = হু, জ = ঙ সর্বত্রই লেখা হয়, আমি সাধরে তাহা বীকার করিতে প্রবৃত্ত আছি।

ঙ—ইহা মূল মন্তবুলীর রিপূরহ বা উন্ন খনি। ঙ হইতেছে মন্ত উন্ন ঙ; ঙ এর মন্তবুলীর রূপ। ঙ—এইরূপ লেখা ছাড়া সহজ উপায় পাই নাই। ঙ লিখিলে অল্পপ্রাণ মন্তবুলীর রূপের মনে হইতে পারে, তাই ঙ অপেক্ষা মন্তপ্রাণ ঙ এর আভার গ্রহণ করা সম্ভব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ঙ অক্ষর তৈয়ারী না করাইলে মিলিলে না। তাই অপর্যায় বিকল্পে ঙ লেখারও প্রস্তাব করি। ঙ লিখিলে সাধারণ ভাবে বেশ চলিলে।

ঙ এর অন্তর্গত যে ঙ লিখিয়াছিলাম, তাহা এখন দেখিতেছি, ঙিক হয় নাই; কারণ, প্রাচীন পেশীর কায়ার মন্তবুলীর অসৌখ্য উন্নখনি হইলেও, আরবীতে ঙ মন্ত হুরহ বা যোবখনি। ইহা ঙ, ঙ, ঙ এই তিন মন্ত এক অপূর্ণ খনি। ইহার অন্তর্গত বিকল্পে যে ঙ ( ঙ এর বিকল্পে) মিলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাই সসীতীনতর। ঙ লিখিলে, ইহার যোবরূপ, মন্তবুলীর ঙিক হইবে।

ঙ এর উচ্চারণ শহীজাহ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, আমার প্রবৃত্ত তাহার উপর ভিত্তি। এখানে ব্যতীত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রবৃত্ত মন্ত ঙ এর "বিজ্ঞান-সম্বত" অম্লিখন এই দাঁড়াইতেছে—ঙ, হু বা ঙ, জ, ঙ। এক

বিন্দু-যুক্ত 'ত'এ বখন কাজ চলিতে পারে, তখন তে'র জন্ত হই-বিন্দু-দেওয়া হরক আনিয়া দাঁত কি ? সাধারণ রীতির জন্ত শহীহুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত ব-ফলাযুক্ত বর্ণ ব্যবহার অতিশয় উপযোগী হইবে। ط ض ص বর্ণগুলি দস্তমূলীয়; ইহাদের উচ্চারণে আবার একটু ও-কারের (ওষ্ঠ ধ্বনির) আবেজ আসিয়া যায়। তাই—আরবী নাম ط (ط) فاد (ط) উচ্চারণে সোআদ, ফোআদ, তোএ, ফোএ, (অর্থাৎ তোআ ফোআ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই فاد (ط) মূলীন শব্দ কানে 'দোআলীন'এর মত লাগে। এই অক্ষরচারিটির দস্তমূল প্রকৃতির পরিবর্তে ইহাদের ওষ্ঠ্য ভাব জানাইলেও কাজ চলিবে—অন্তঃস্থ ব বা ব-ফলাযুক্ত অক্ষরে বেশ ভালই হইবে। তবে ঠিক শহীহুল্লাহ সাহেব যে যে অক্ষর ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাহা চাহি না। ط ض ص 'বিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতিতে যদি স্‌দ্‌(স্‌) ত্ত্ব লিখি, তাহা হইলে সাধারণ পদ্ধতিতে যথাক্রমে স্ব-ব-ত জ লিখিলেই অমুস্থতি রক্ষিত হয়। ق'এর জন্ত ক-ও তক্রপ বেশ চলিতে পারে। আশা করি, শহীহুল্লাহ সাহেব ط ض ص এর উচ্চারণ বিচার করিয়া এইরূপ অনুলিখন অনুমোদন করিবেন। ق এবং ح এর জন্ত ক, হ না লিখিয়া ক হ, লিখিলেও চলিতে পারে; যদিও ح এর জন্ত হ লেখা ঠিক ধ্বনির উপযোগী হয় না।

আধুনিক ভাষা আরবীর উচ্চারণে আমাদের কাজ নাই। প্রাচীন আরবীই এ দেশে পড়া হয়, তাহার উচ্চারণই আমাদের দরকার। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। পারস্তে ও আমাদের দেশে যে সকল আরবী নাম চলিত আছে, তাহাদের উচ্চারণ ত খাঁটী আরবী চণ্ডে করা হয় না। ভারতবর্ষের ও পারস্তের মুসলমান ইতিহাসে যে সকল রাজা ও অস্ত্রান্ত্র লোকের নাম পাওয়া যায়, সে গুলি বাঙ্গালার লিখিতে গেলে কোন্ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিব—খাঁটী আরবী বা পারস্ত ও ভারতের ? এই সকল রাজারাও নিজেদের নাম আরবী চণ্ডে উচ্চারণ করিতেন না, কারণ তাঁহারা ত আরবী-ভাষী ছিলেন না; আমরা যদি ভারতীয় ও পারস্যক মুসলমান নাম খাঁটী আরবী চণ্ডের উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালার লিখি, তাহা হইলে অনর্থক পণ্ডিতী ফলান হইবে। ঘিরাঙ্গদীন, মুজ্জফ্‌ফর, রেজাকে ঘিরাঙ্গ-দীন, মুজ্জফ্‌ফর রদা লিখিলে ছুর্‌খোয়া হইবে। কিন্তু আরব দেশের সম্বন্ধে কোনও কিছু বখন লিখিব, বখন প্রথমবৃগের আরব ইতিহাসের কথা বলিব, তখন যদি খাঁটী আরবী উচ্চারণ ধরিয়া লিখি, তাহা হইলে-মন্দ হয় না। হয়ত খাঁটী আরবী রূপটী আমাদের কাছে একটু ঘুর্‌কোঁক ঠেকিবে; সেখানে বিকল্পে বা বন্ধনীর মধ্যে দেশী রূপটী দিলেও চলিবে। আবার কোন বাঙ্গালা হরকে আরবী বচন লিখিব, তখন বিস্তৃত আরবী উচ্চারণ নির্দেশের চেষ্টা খালি উচিত।

ط ض ذ এর ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে হইলে কি লিখিব ? আরবী উচ্চারণে ط = প্‌ বা থ—ইহাতে কোনও গোল হয় না। ফারসী উচ্চারণে ط = স; কিন্তু س = স; স লেখা চলে না, কারণ, ص = স। 'স' বা স্ত্র কিছু লিখিতে

হয়। তলার দাগ কাটিলে বা বিন্দু দিলে, দিয়া লেখার অসুবিধা; তাই ঐ = ঈ, ইয়েরকী ঐ-এর অসুকরণে মাথার ফুটকী-দেওয়া ঈ রূপেই লিখিয়াছিলাম। তজ্জপ ঐ কে ঈ এর বোধ রূপ হিসাবে ঙ্গ রূপেই লিখি। ঙ এর জন্ত ত ঙ্গ পড়িয়াই রহিয়াছে; ঙ কে লইয়া মুকিলে পড়িতে হয়, অগত্যা ঙ্গ লিখি। ঙ এর ঙ উচ্চারণ জানাইতে গেলে কি করা উচিত, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালার ঙ এর জন্ত অক্ষর না থাকায় বহু মুকিল। আমি বলি ঙ ঙ ঙ — এই কয় হয়কেন কারসী উচ্চারণের জন্ত খালি ঙ লেখাই ভাল। আবশ্যক হইলে মূল শব্দ উচ্চারণ করিয়া দিলে চলিবে। কিবা ঙ্গ, ঙ্গ, ঙ ও ঙ্গ এর পরিবর্তে অস্ত্র কোনও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া ‘জ’এর ব্যবহার করা।

আমি যেখানে বিন্দু ব্যবহার করিয়াছি, শহীহুল্লাহ সাহেব দেখিতেছি সেখানে রেখা ব্যবহার করিতে চাহেন। রেখা দিলে আমার মনে হয় অক্ষরের পায়ের কাছে অনেকটা স্থান জুড়িয়া যায়, লেখার একটু অসুবিধা হয়। এ বিষয়টাও বিচার করা উচিত। দুই তিনটা ফুটকী দিয়া অক্ষর জটিল করা অপেক্ষা উপরে একটা ফুটকী দিলে বোধ হয় অক্ষরগুলি দেখিতে চক্ষুপীড়াকর হয় না।

ঐ এর জন্ত ছ লেখা সমীচীন মনে করি না। পূর্ব-বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ছ-এর ঙ উচ্চারণ পরিহার করিয়াছেন, সাধারণ লোকেও শিকার প্রচারের সঙ্গে ছ-এর এই বিকৃত উচ্চারণ পরিত্যাগ করিবে। ছ-এর উচ্চারণ অর্দ্ধবঙ্গীয় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে chh; পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ ধরিয়া ছ-কে ঙ এর প্রকাশক করিয়া লইলে পশ্চিমবঙ্গে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা। এই জন্তই আরবী مسلمان وصة পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া হিন্দুর মুখে, কেছা (kechchha) মোচোরমান। عثمان غياث حديث শব্দ আমরা ‘হদৌছ, ঘিরাছ; ওছমান’ পড়িতে চাহি না হয় হুদৌগ, ঘিরাগ, <উগ্গমান, না হয় হুদৌগ, ঘিরাগ, <উগ্গমান, না হয় বরং খালি সংযুক্ত রূপ।

—<অন্ন এবং হমজহ্।

—<অন্ন অতি ‘গুরুতর’ কৰ্ম্মধরনি—খালি [']তে ইহার যথার্থ ব্যঞ্জনা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ যখন আমি হমজহকে ['] দ্বারা জানাইতে চাই। হমজহকে বাদ দিলে অজ্ঞানধন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবে না—এই জন্ত ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা উচিত। হমজহের উচ্চারণ যুহ হইলেও ইহা আরবীর একটি বিশিষ্ট বোধ্যধরনি—আমরা অকারণ ইহাকে জ্ঞাপ করি কেন? দেখিতেছি, এক আপস্ট্রফী দিয়া <অন্ন ও হমজহ উভয়কেই শহীহুল্লাহ সাহেব জানাইতে চান। সেটা কি ‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে হয়? بِر (বা) ‘বির’) প্রভৃতি শব্দে ঐ হমজহের কৰ্ম্মধরনি আসে—ইহাদিগকে বাদ দিলে চলে কি করিয়া? ['] যদি ঐরাধা স্থির হয়, তবে হমজহ, অপেক্ষা অতি গুরুতর < এর জন্ত কেবল এক ['] দিলে যথেষ্ট হয় মনে করি না। আমার প্রস্তাবিত ['] চিহ্নী আপস্ট্রফীরই

পরিবর্তিত রূপ মাত্র। [৮] অক্ষর যদি পছন্দ না হয়, অন্য কোনও বিশিষ্ট অক্ষর ব্যবহৃত হউক। অনেক সময়ে দেখা যায়, রোমান হরফে ছাপা আরবীতে আরবীর ৫ অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন ʿomar, ʿothman, sh ʿair, j ʿan ʿ; বাঙ্গালার আমি ইহাও পছন্দ করি, যেমন ʿওমর, ʿওথ্‌মান, শাʿইর, জমʿ। [৮] দ্বারা কিন্তু সহজেই কার্য-সিদ্ধি হয়—বাঙ্গালা ঞ-ক্ষর (, )কে উপরে বসাইয়া দিলেই হইল, কিবা ঝাঁকাইয়া বসান। v অক্ষর, অথবা ব অক্ষরের মাথা ও ডাহিন দিকের দাঁড়ি কাটিয়া বসাইলেও চলে—যেমন ʿ। শহাছলাহ সাহেব ʿالعمى, ʿعرب প্রভৃতি শব্দকে মুʿআʿরব, আনʿআʿমতা, আʿলায়ʿহিম লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যেন ʿঅয়ন্ অক্ষর স্বরধ্বনির পরে আসে। কিন্তু তাহা ত নহে—তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে [ʿ]কে ব্যঞ্জন-তোতক অক্ষর হিসাবে ধরিলে লেখা উচিত, মুʿআʿরʿব, আনʿআʿমতা, আʿলায়ʿহিম। ʿঅয়নের মত গুরু-গজ্জীর কণ্ঠ্য নাদধ্বনিকে বাহাতে বিশিষ্টরূপে লেখা যায়, আশা করি, শহাছলাহ সাহেব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের কোনও মত-বৈষম্য নাই। কেবল ʿ, ʿহানে ʿত লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ʿ, এর v, w দুই উচ্চারণই আছে। খালি ব বা ʿও বেষ চলিবে। বাঙ্গালার ʿত-এর v উচ্চারণ দেখা দিলেও সাধারণতঃ ʿত=bb; ʿত=ʿ দস্তোষ্ঠ্য ধ্বনিতোতক; ʿ, কিন্তু ʿওষ্ঠ্যধ্বনি—দস্তোষ্ঠ্য নহে। যদি এক ʿব এর দ্বারা ʿত ʿতলে, অন্যত্র ʿত-কে আনিয়া লাভ কি?

‘জা’ পুরাণ বাঙ্গালার বর্ণবিজ্ঞাসের অনুকূল, ‘জা’=wʾ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন যোগ্য। কিন্তু শহাছলাহ সাহেব প্রস্তাবিত ‘জ’ ‘জ’ কিছুতেই নহে। এই বর্ণ দুইটি দেখিলে বাঙ্গালী বাধার পড়িবে, এবং হয়ত ‘তু তি’ পড়িয়া বুসিবে।

৪—হা-ভার শব্দকে কেবল এই কথা লিখি—‘আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ বা ʿ।’ আমার মনে হয়, ʿ এর উচ্চারণ নির্দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বন্ধুবর ‘ত’রূপে উচ্চারিত ʿ, ʿকে ʿত-লিখিতে চান। ইহাতে একটি নূতন অক্ষরের আবিষ্কার হয়। ʿ অক্ষরের ʿত, ʿ এর রূপভেদ; তাহা ʿ; মাথার সহই বিন্দুতেই বুঝা যায়; উচ্চারণেও কোনও পার্থক্য নাই। সংযুক্ত পদে যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে খালি ʿত-রূপে লেখাই যথেষ্ট মনে হয়—যেমন সুরতুল-ফতিহূহ। হা তা-র জন্ত : লেখা ঠিক মনে হয় না।

‘জো’ অক্ষরের জন্ত তিন দুই-কুটুকা-ওয়ালা হব্ব ʿত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা তৈয়ার না করাইলে চলিবে না, আবার ইহাতে ʿ দেওয়া সহজ নয়। হা-তা-র জন্ত খালি ʿত রাখিলে, এক-কুটুকি দেওয়া ʿত দ্বারা ‘জো’ অক্ষর বেশ জানান যায়।

তন্মূল্যের ন-ধ্বনি সাধারণ ন-ধ্বনি হইতে পৃথক নহে—ইংরেজীর অনুকরণে ইহাকে ছোট হরফে লিখিয়া সুবিধা কি? বিশেষ বধন তন্মূল্য-এর অবস্থান সম্বন্ধে নিয়ম আছে যে, পদান্তেই

তনুধীন বসে। তনুধীনের ন-এর সহিত ও মিন্ প্রভৃতি পদের ন-এর সহিত পরবর্তী পদের আশ্রয় ব্যঞ্জনের সন্ধির বিষয় আমি অনবধানতা হেতু উল্লেখ করি নাই। বন্ধুবর ধ্বংস প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় মনে করি। তন্মুখী সন্ধিও আমি নির্দেশ করি নাই—বন্ধুবর তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সমীচীন।

স্বরধ্বনি সন্ধি শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত আমার মতভেদ ফৎতুহের বাঙ্গালা অল্পরূপ লইয়া। আমি বলি, ফৎতুহের স্থলে অ লেখা, তিনি বলেন আ লেখা, এবং অলিফ মদহএর অল্প আ লেখা। ফৎতুহের এর স্থলে অ লিখিলে বাঙ্গালা বানানের পুরাতন পদ্ধতি অল্পসারেই হইবে—প্রাচীনের সহিত, তথা অল্প প্রান্তের বর্ণমালায় সহিত সংযোগ রক্ষিত হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রবিষ্ট আরবী ফারসী শব্দে ফৎতুহের রূপ হইতেছে অ। যেমন—কদম, কবর, নজর, মোহম্মদ, কর্জ, গজল, তক্কা, তনখা, দরাজ, নহর, মডলব, কম, জলদী, তপদীল, দরিয়া, তধি, দস্তর, গরীব, নজীর, বকরীদ, হকীব, ফবুল ইত্যাদি।

যেখানে ফৎতুহের স্থানে আ মিলে, সেখানে বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ কারণ গুলি এই—

(১) আশ্রয়, পশ্চিমা ধরণে উচ্চারণ করিতে গিয়া খোঁকের মাঝার পড়ে বলিয়া আ হইয়া যায়। যেমন আচকান, আনার, আপসোদ, আন্দাজ, আসল ইত্যাদি। [ সংস্কৃত শব্দও বাক্য স্থায়ী না, যেমন—আবস্থা, পুরাতন বাঙ্গালার আতি, আলুভব, আবশ, আনন্দ, আনন্দ আন ইত্যাদি ]।

(২) মধ্য অ-এর পরে দুই ব্যঞ্জন থাকিলে ও তাহাদের একটির লোপ হইলে, অ বহু স্থলে আ হয়, যেমন—চাঁদা, নাকরা, পালোয়ান, খাতা, দালাল, মানুষ।

(৩) অল্পরূপ ধ্বনির দেশী বা ফারসী কথার প্রভাবে মধ্য অ কখন কখন আ হয়। কতিপয় পশ্চিমা উচ্চারণের অল্পকরণের চেষ্টাতেও এইরূপ হয়। যেমন—কামান, বাহাম, তামান, আহাব, লাগাম, বাহাজর, দামামা, হালুয়া।

(৪) অন্তর্য অক্ষর থাকিলেও হয়। যেমন—দাবী, নাল, বাব, জমা, তালিফ, কাবা (—দাবী, নবল, ববদ, জবদ, তবলীম, কববহ)।

দেখা যাইতেছে যে, ফৎতুহের অল্প অ-কার লেখাই বাঙ্গালার রচনামত। অতথা আ-কার লিখিলে উচ্চারণ বড়ই বিবৃত (broad) হইবার ভয় আছে। নজর-আলীকে নাজার আলী, হজরৎকে হাজরাৎ, কদম কে কাদাম, গরীব কে গারীব, গজল কে গাজাল লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণটি জানান হয়? ফৎতুহের সাধারণ উচ্চারণ হইতেছে সংস্কৃতের সংবৃত অ-কারের উচ্চারণ। বাঙ্গালার এই উচ্চারণ নাই, ইহার নিকটতম ধ্বনি হইতেছে অ-কারের ধ্বনি। অ-কার লিখিলে পারস্পর্য্যও বজায় থাকে,—সে দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। আ লিখিলে [ , ] এর অল্প আ এই নূতন অক্ষরের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অতথা আ—এইরূপ লিখিত হয়।

তাহা ভাল দেখাইবে না। অর্থাৎ সর্বত্র মিলিবেও না। এই সকল কারণে আমি কৎকুহের জন্ত অ লিখিতে চাই, শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত আ গ্রহণ করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত আবহুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রস্তাব করেন যে, আরবীর অমুলিখন বেশী অটল হইলে সাধারণ মুসলমান গ্রাহ্য করিবেন না—বটতলার পুস্তক-বিক্রেতাগণ যে মুসলমানী বহি ছাপাইয়া বিক্রী করেন, তাহার উপযোগী একটি সাধারণ সরল অমুলিখন-প্রণালী প্রচলন করা উচিত,—বাহাতে বিন্দুর বাহুল্য থাকিবে না, নূতন হরফ তৈয়ারী করার হাদাম থাকিবে না। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবও ছই প্রকার রীতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আমিও ইহাদের কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তদনুসারে আমার প্রস্তাবিত অমুলিখন-রীতি এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কেবল সাধারণ রীতির উপযোগী অক্ষর [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

### কেবল আরবীর জম্ম

স্বরবর্ণ— ا = অ; ا = ই; آ = উ; آ = আ; ا = ঈ; او = উ; ا = অ; [ 'ঐ' ব্যবহারও চলিবে ]; ۰ = অব [ অও ] [ 'ঐ' ও চলিবে ]।

ব্যঞ্জনবর্ণ— و, ا (হমজাহ) = ' (আবশ্যক হইলে); ب = ব; ت = ত; ث = থ [ থ ]; ج = জ [ জ ]; ح = হ [ হ ]; خ = খ [ খ ]; ۰ = দ; ۰ = ধ [ ধ ]; ر = র; ز = জ [ জ ]; س = স; ش = শ; ص = স [ স ]; ض = স, দ [ স ]; ط = ত [ ত ]; ظ = জ [ জ ]; ع = ৭; غ = গ [ গ ]; ف = ক [ ক ]; ق = ক [ ক ] বা [ ক ]; ك = ক; ل = ল; م = ম; ن = ন, = ব [ ব, ও ]; ۰ = হ, হ; ۰ = ত, হ; ي = য।

( ۰ = ও, বা; ر = বি; ۰ = ব, উ )

### ফারসী ও উর্দুর জম্ম

স্বরবর্ণ— ي = এ, ঈ; و = ও, উ।

ব্যঞ্জনবর্ণ— پ = প; ت = ট; ث = স [ স ]; ج = চ; ح = হ [ হ ]; ۰ = উ; ۰ = জ [ জ, জ ]; ۰ = ড; ۰ = র [ র ]; ص = স [ স, ব ]; ض = জ [ জ, জ ]; ط = ত [ ত, ত ]; ظ = জ [ জ ]; ۰ = গ।

উর্দুতে মহপ্রাণ ধ্বনি ওলি অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত হে-অক্ষর যুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট হইলেও, বাঙ্গালার অমুলিখন মহপ্রাণ বর্ণ থ ব ট ড ত প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হওয়া উচিত।

[১] 'বৈজ্ঞানিক' ও [২] সাধারণ অমুলিখন-রীতির প্রয়োগ নিয়ে প্রদর্শিত করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি। আশা করি, এ বিষয়ে শীঘ্র একটা সর্ববাদিসম্মত নিষ্পত্তি হইবে এবং সকলেই তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।



সুৱা নসর ।

[ ১ ] 'ইল্লা জা'অ নসরু-ল-লাহি ব-ল-ফৎহু, ব র'অয়ত-ন-নাস য় খুলুন ফী দীনি-ল-নাহি 'অফ বাজান; ফসক্বিহু বি-ইম্দি রব্বিক ব-স্তয় ফিরহ; 'ইয়হ কান তওবাৰী ।

[ ২ ] ইধা বা'অ নসরু-ল-লাহি ওঅ-ল-ফৎহু, ওঅ র'অয়ত-ন-নাস য় খুলুন ফী দীনি-ল-লাহি অফ বাজান; ফসক্বিহু বি-ইম্দি রব্বিক ওঅ-স্তয় ফিরহ; ইয়হ কান তওবাৰী ।

সুৱা ফাতিহা ।

[ ২ ] বি-স্মি-ল্লাহি-র-রহু মানি-র-র হৌম্ ।

অল-ইম্দি লি-ল্লাহি রব্বি-ল-আলমীন ।

অর-রহু মানি-র-রহৌম্ ।

মালিকি যওমি-দ-দীন ।

ইয়হাক নব্বুহ, ওঅ'ইয়হাক মন্তব্বেন ।

ইহ দিনা-র-শিরাত-ল-মুস্তকীম্ ।

শিরাত-ল-লবীন অন্-অম্মত আলয় হিম্ ।

যয় লি-ল-ময-দ্বি বি-আলয় হিম্ ওঅ লা-ব-দ্বালীন ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

## কায়রূপের শিলালিপি\*

কামরূপ কামাখ্যাব কর্ণেটি শিলালিপি ও তাম্রলিপি লইয়া আপনাদের সমুখে উপস্থিত হইতেছি। কামরূপের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হইবাব কারণ এই যে, প্রথমতঃ এ দেশ পৌরাণিক যুগ হইতে প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ ইহা তাত্ত্বিকগণের প্রধান তীর্থস্থান; তৃতীয়তঃ আজন্ম শুনিতোছি, এ এক অপূর্ণ দেশ (হোমাবের লোটাস ইটাবের দেশের স্থান)। এ দেশে পুরুষ গেলে আব ফিরিতে চায় না; ইহা নাকি বাহুব দেশ। চতুর্থতঃ ইংরাজ আমলেই এ দেশ স্বাধীনতা হাবাইয়াছে; হিন্দু রাজাদিগের কীর্তিকলাপ উজ্জলরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। পঞ্চমতঃ এ দেশের শিলালিপি বা তাম্রলিপি লইয়া বড় কেহ ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাট, সম্ভবতঃ আমিই তৃতীয়। যষ্ঠতঃ আমার বন্ধুব, ত্রীযুক্ত পূবণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল, জমিদার মহাশয় এ দেশে জৈন লিপি সংগ্রহ করিবার সময় হিন্দু রাজাগণের প্রমত্ত শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। জৈন লিপি লইয়া ব্যস্ত থাকার সেগুলির কিছু করিতে পারেন নাট। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে জানিয়া, তিনি তাঁহারই আনীত লিপিগুলি আমার দিয়া, সেইগুলির উদ্ধার কবিতে অহুবোধ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় আমি সেইগুলি পড়িবার চেষ্টা কবি; কিন্তু তাহাতে অহুবিধা ঘটতে থাকার, আসল লিপিগুলি দেখিবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাব বশবর্তী হইয়া, আমি আমার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীমান্ আভাসচন্দ্র মিত্র ও পণ্ডিত ত্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ, এই তিন জন ১৩২৪ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে যাত্রা কবির, ১২ই ফাল্গুন কামাখ্যাধামে পৌছাই। আসল লিপিগুলিব সহিত মিলাইতে আমাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য কবিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইত। পূজনীয় ত্রীযুক্ত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় এই লিপিগুলি অহুগ্রহপূর্বক দেখিয়া দেওয়ার, এখন ইহা নিভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

লিপিগুলি দেখাইবার পূর্বে কামরূপের কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয়, অসংলগ্ন হইবে না। আধুনিক কামরূপ আসামের অন্তর্গত একটি দেশ। কিন্তু যোগিনীভক্ত সীমা এই,—

“করতোয়াং সমাপ্রিত্য স্বাবদিকরবাসিনীম্ ।

উত্তরভাগে কঙ্গগিরিঃ করতোয়ায় পশ্চিমে ।

तीर्थप्रेक्षा दिङ्गु नदी पूर्वतः गिरिकन्धके ।

वर्किने व्रक्षपुत्रस्य नाकाराः सज्जावधि ।

কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সৰ্বশাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্।

ত্রিশদ্ব্যোজনবিস্তীর্ণঃ দীর্ঘেণ শতবোজনম্॥”

এই করতোয়া নদী জলপাইগুড়ি ও পাবনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অতএব রংপুর, ঢাকা প্রভৃতি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ৪৫৮ মাইল দূরে নৈঋত কোণে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে নীলশৈল বলিয়া এক পর্বত দেখা যায়। এই পর্বতে সতীর অঙ্গ বোনি পতিত হইয়াছিল। এই জন্ত এই স্থান ৫১ পীঠের অন্তর্গত একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী কামাখ্যা নামে প্রকাশিত। সাহিত্য-সংবাদ মাসিক পত্রিকার গত বর্ষের চৈত্র মাস হইতে “কামাখ্যায় দশ দিন” নামক প্রবন্ধে এই স্থান সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। নীলশৈল বা কামাখ্যা পাহাড় নদীগর্ভ হইতে ৭০০৮০০ ফুট উচ্চ হইবে। ইহার উপত্যকা-ভূমি দেড় মাইল হইবে। তাহাতে ৩৫০ ঘর লোকের বাস। হিন্দু-ব্যতীত অগ্র জাতি নাই। ইহারা কেহই জুতা পায় দেয় না বা মন্দিরের ত্রিসোমানার জুতা আনিতে দেয় না। এই উপত্যকার ছোট বড় ৭৮টি ইটের মন্দির আছে। এক মন্দির ব্যতীত এখানে, গৌহাটিতে বা পার্শ্ববর্তী স্থানে ইটের বাড়ী নাই। কারণ, প্রায়ই ভূমিকম্প হয়; এ জন্ত ইটের বাড়ী টেকে না। কামাখ্যা পাহাড়ে দেবতার কোন মূর্তি নাই। কারণ, তথ্রে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাদেব বলিতেছেন,—

“ময়ি শৈলত্বমাপ্নে শিলায়াং বোনিমণ্ডলে।

সর্বকৈ শিলাত্বমগমন্ শৈলরূপাশ্চ নির্জরাঃ॥”

এ দেশের মন্দিরগুলি বাঙ্গালার মন্দিরের স্থায়। ইহাতে বাঙ্গালার প্রভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এ অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, দেবতার স্থান সমতল ভূমি হইতে কোথাও বা ৬৭ ধাপ, কোথাও বা ১০১২ ধাপ নীচে। সে স্থান গাঢ় অন্ধকারাবৃত; বায়ু প্রবেশেরও পথ নাই।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অন্তর্গত ভূমি ১২১৪ বিঘা হইবে। এই ভূমির চারি দিকেই প্রাচীর আছে। তন্মধ্যে সৌভাগ্য কুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। এইটিই পাহাড়ের উপরের বড় পুকুর। ইহার জল কান্তন মাসেই ফুরাইয়া যায়। তখন লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট হয়। যে দুই তিনটি স্বল্পসলিল ঝরণা আছে, তাহার জলে ও নীচে ব্রহ্মপুত্রের জলে অতীত কষ্টে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এ স্থানের লোকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। দেবীর সিংহাসন পূর্বমুখী। দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অগ্র তিন দিকে দরজা আছে। উত্তরের দ্বারটি নিত্যন্ত সাধারণ। কামাখ্যা দেবীর পুজার ছাপ, মন্দির, পারয়া বলি হর। দেবীর মন্দিরের সঙ্গে দেবীর প্রতিমূর্তি,—অষ্টধাতুনির্মিত কামেশ্বর কামেশ্বরীর মন্দির, হরনাদির ঘর, নাট্যমন্দির ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগের ঘর, এগুলি সব একতল। আদি-মন্দির ও অন্য মন্দিরাদিতে নামে মাত্র আলো যায়। মেজে সিমেন্ট-করা নয়—সাঁত্যসেতে। ভাল হাওয়া খেলে না বলিয়া একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। দেবীর মন্দিরের নীচের চারিটি দেওয়াল চারখানি পাথরের; অন্য অংশ ইটের তৈয়ারী। কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর মন্দিরের মধ্য দিয়া এই

মন্দিরের প্রবেশ-পথ। দরজা পশ্চিম-মুখী। এই দ্বার হইতে ১২।১৩ টি সিঁড়ি নীচে নামিলে তবে যোনিপীঠে আসা যায়। এ স্থান যেমন ছর্গম, তেমনই অন্ধকারচ্ছন্ন। দুইটি ভৈল-প্রাণীপের আলোতে ইহার অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। মন্দিরের মধ্যস্থান ৮ হাত স্ফোরার। ইহার মধ্যে যোনিমুদ্রা এক হাত পরিসর। আর পূজক ও ভক্তবৃন্দের পূজার জন্য প্রায় দেড় হাত চওড়া স্থান ব্যতীত সমুদায় স্থান দেবী-অঙ্গ; সেখানে বাঙলা সকলেরই নিষেধ। যোনিমুদ্রার উপর পূজা করিতে হয়। এই যোনিমুদ্রার উপরে একটি স্বর্ণের মুকুট আছে। ইহা দক্ষিণমুখী। দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থানের কিয়ৎ অংশ রৌপ্য-মণ্ডিত। বসিবার স্থান হইতে যোনি-স্থানটি এক হাত নীচে; ইহা একটি ঝরণাবিশেষ; ইহাতে সর্বদাই জল থাকে। ইহার সহিত সৌভাগ্যকুণ্ডের যোগ আছে, এবং ইহার জল বাহির হইবার “গঙ্গা” নামক যে পয়ঃপ্রণালী দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, উহা ভৈরবী-মন্দিরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোনিহুণ্ডের পূর্ব দিকে পৃথক পৃথক রৌপ্যমুকুটে ঢাকা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন। মন্দিরটি তান্ত্রিক যন্ত্রের উপর নিখিল বলিয়া বোধ হয়। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিম-মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরে, আদি-পীঠে, প্রবেশের দরজার বাম দিকে এক কোণে একটি কুলঙ্গীর মত স্থানে একটি তোলা হরকের শিলালিপি আছে। ইহা কোচরাজ গুরুধ্বজ ও মল্লধ্বজের শিলালিপি। ইহার শক ১৪৮৭, ইহাই সর্বপ্রাচীন। প্রবাদ এই যে, এই গুরুধ্বজ ও মল্লধ্বজ কামাখ্যা দেবীকে ইদানাং প্রকাশ করেন। তাঁহারা দুইবৃদ্ধির বশবর্তী হইয়া দেবীর নৃত্য দর্শন করেন। এই জন্য তাঁহারা দুইজন ও তাঁহাদের সহায়ক পূজারী কেন্দুকলুহ পাবাণ হইয়া যান। দেবী আরও শাপ দেন যে, রাজাদের বংশের কেহ কামাখ্যায় অসিলে নির্বংশ হইয়া যাইবে। পাণ্ডারা বলেন যে, তদাধি আর কাচাবহারের রাজবংশ এখানে আসেন না।

এখানকার যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিরই বাঙ্গালা হরফ। উক্ত শিলালিপি ব্যতীত নাটমন্দিরে একটি তাম্রলিপি ও একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। আদি-মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিম দিকে স্ফোরারভাবে জাগ্রপ্রায় অম্রাতাকম্বরের মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বাধান ঝরণা আছে। এই মন্দিরে প্রবেশের পথে, থিলানের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে। কামাখ্যা মন্দিরের পূর্বদিকে কৈদারেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাতে একটি শিলালিপি পাওয়া গেল। যেটি এই পাঁচখানি লিপি কামাখ্যা পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়ের নীচে পাণ্ডুঠেসনের অনতিদূরে পাণ্ডুনাথের মন্দির আছে। ইহাকে মন্দির বলা চলে না—ইহা টিনের ঘর মাত্র। এখানে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি বারাগায় গাঁথা আছে—এই দুইটি পড়া যায় না। আর যেটি আংগা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়াছে, উহা পড়া গিয়াছে। বন্ধপুঞ্জের পর পারে অখকাজ। সেখানকার বিষ্ণুমন্দিরে একটি সুন্দর নারায়ণের অনন্তশস্যার মূর্তি আছে। ২৬ বৎসর পূর্বে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এখানকার দোলমঞ্চ

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দোলমঞ্চ তৈয়ারীর একটি শিলালিপি আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি কাল পাথরের হুন্সর বিষ্ণুমূর্তি দেখিয়াছিলাম। তাহার নীচে একটি ১৫ পংক্তির তোলা হরফের শিলালিপি আছে। উহা এমনই ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহার উদ্ধার অসাধ্য। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বা দ্বীপ দেখা যায়। তাহার নাম উমানন্দ শুনলাম, ইহার মোট আয়তন ৪০ বিঘা। এখানে তিনটি শিবমন্দির আছে। দুইটি ভগ্নপ্রায়। আমি-মন্দিরটি ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবের নাম উমানন্দ ভৈরব। এখানকার পুষ্করিণীর নিকট তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আর একটি গহ্বরের সামনে একটি দুই পংক্তির হৈয়ালি শ্লোক লিখিত আছে, তাহা এই,—

শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকম্।

শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে ॥ ১ ॥

দেবদেবীস্তুতসোয়ং শিবগৌরী সদাস্ত নঃ।

অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সাক্ষ্যস্থিতিং প্রতি ॥ ২ ॥ ১৬৮৫

ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এইগুলি বাতীত পাণ্ডু হইতে কামাখ্যা টেসনে আসিবার পথে রেলিং দিয়া ঘেরা একটি শিলালিপি রহিয়াছে এবং শুনলাম যে, কামাখ্যা টেসনে হইতে পাহাড়ে উঠিবার পথে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিলালিপি আছে। সমরাস্তাবে উদ্ধার সন্ধান করিতে পারি নাই। কামাখ্যা পর্বত হইতে ১০।১২ মাইল দূরে বশিষ্ঠের আশ্রম বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে একটি শিলালিপিও আছে। এতদ্ব্যতীত গোহাটিতে অনেক-গুলি মন্দির বর্তমান, তাহার কয়েকটিতে শিলালিপি আছে। মন্দির ছাড়া অন্যান্য স্থানেও শিলালিপি আছে। এইগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে তেজপুরের একখানি শিলালিপি আছে। যেগুলি পুরণটাদ্ বাবু ও আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন আপনাদিগকে এক এক করিয়া দেখাইতেছি।

### ১। কামাখ্যা-মন্দিরের মধ্যে তোলা হরফের প্রস্তরলিপি

[ ১ ] ঔ লোকাসুগ্রহকারকঃ কক- [ ২ ] নয় পাৰ্থো ধনুর্জিহ্মা নানো [ ৩ ]  
মপি দধীচিকর্ণসূক্ষ্মা মধ্যাদ- [ ৪ ] যান্তোনিধিঃ। নানাসাত্ত্ববিচারচা- [ ৫ ] কচরিতঃ  
কন্দর্পরপোজ্জলঃ কামা- [ ৬ ] খ্যাচরণার্জকো বিজয়তে ত্রিমল্লদেবো [ ৭ ] নৃপঃ ॥  
প্রাসাদমজ্জিহ্মহিতুচরণা- [ ৮ ] রবিন্দভক্ত্যাক্ষোত্তমদ্বন্দ্বো বরনীল- [ ৯ ] শৈলে।  
শ্রীকুরুদেব ইমমুনাহিতোপ- [ ১০ ] লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাস্ত্রসংখ্যে ॥ [ ১১ ] ততৈব  
প্রিসোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিহ- [ ১২ ] লীমাণিক্যং তজ্জ্ঞানকল্পবিটপী নীলাচলে ম-  
[ ১৩ ] জ্বলং ॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশাস্ত্রসংখ্যে শিলার [ ১৪ ] জিতিদেবীভক্তি-  
মতাম্বনো রচিতবান্ শ্রীকুরুপূর্বস্বয়ঃ ॥

### অনুবাদ

দ্বারা হেতু সকল লোকের অনুরোধকারী, ধর্মুর্কিতায় পার্শ্বরূপ, যিনি দানে দধীচি ও কর্ণসদৃশ, বর্ষাদায় সমুদ্ররূপ, নানা শাস্ত্রচর্চার ঝাঁহার চরিত্র অতি নির্মল, রূপে কমর্পসদৃশ, কামাখ্যাদেবীর ত্রীচরণসেবক মল্লদেবনামক নরপতি জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাঁহার অনুরূপ গুরুদেব, অদ্বিহিতার চরণপদ্মে ভক্তিহেতুক শ্রেষ্ঠ নীলপর্বতে ১৪৮৭ শকে উৎকৃষ্ট মহাবলু প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রিয় সহোদর, অতিশয়শী, বীরেন্দ্রবর্গের মন্তকের মাণিক্যরূপ ও সেবকগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ, কামাখ্যাদেবীর ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, গুরুদেব, নীলপর্বতে ১৪৮৭ শকে প্রস্তরসমূহ দ্বারা মনোহর দেবীমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের “হিন্দী অফ আসাম” পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই লিপির ইংরাজি অনুবাদ আছে। [ এই শিলালিপির বিশেষ বিবরণ ২৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় ৯ম ছত্রে “ইমমুল্লাসিতোপলেন” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎপরিবর্তে “ইমমুল্লাহিতোপলেন” পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা উভয়ের প্রদত্ত ছাপ মিলাইয়া দেখিলাম, এই স্থলটি এতই অস্পষ্ট যে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।—পত্রিকাধক্ষ ]

### ২। শ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটগন্ধিরের তাত্পর্যলক

[ ১ ] ৮৭ ভূপালশ্রেণিমৌলিপ্রকরমধুকরাগোপাদারবিন্দঃ কামাখ্যাদিপদ্যার্টনক্কনিত-মহোদ্যপ্তগুহ্যস্ত- [ ২ ] রায়া। শ্রীগৌরীনাথসিংহো নৃপকুলতিলকো দানকরজক্কো বিশ্বাতা-খণ্ডলোরাধনলিনকুলো- [ ৩ ] কামখ্যামাক্তুল্যঃ ॥ কোদগুর্জিতবাহদগুদলনপ্রত্যর্ধগুহ্য-ক্কনজালাজালকরালকবলো[২]পূর্কঃ [ ৪ ] প্রতাপাননঃ। তদ্ধৃমাহুলবৈরিক্কনলনা-লোলাশ্রধারাহবিজ্ঞাপানিতহৌতিকোটবিলসরাস্তে তদীয়ঃ [ ৫ ] সদা ॥ দৌর্দগুপ্রবলপ্রতাপ-নিকরপ্রোদ্যপ্তদাবানলো দক্ষানেকবিপক্ষকক্ষনিচয়ঃ শুভগ্রামভীতিপ্রদঃ। [ ৬ ] যরামশ্রবণাঃ সহস্রনয়নঃ প্রোপ্রোতি শব্দাঃ জগত্যাংস্ব্যঃ পর এষ এব মহত্যাং বাচ্যঃ কিমন্যো গুণঃ ॥ যঃ পিজ্জা [ ৭ ] রাজ্যভারোদ্বহননিপুণতাং বীক্ষ্য রাজ্যে [জ্যো] নিযুক্তঃ সাম্রাজ্যো নীতিশাস্ত্রামলগহনমতি-রৌকরক্ষাপ্রবীক্ষঃ। [ ৮ ] লক্ষ্মীসিংহাখ্যভূপায়াজগুণনিকরগ্রামবিশ্রামধামা বীরতাদৃগু নরেন্দ্রো নিখিলগুণনির্ধারিতা নাসীরভাবী ॥ [ ৯ ] এতত্তেব প্রতাপবহ্নিনিচয়ে স্বাভাভিমানোৎসুকশক্তগুহ্য-স্বিবহা যদা সলততাং প্রোদ্য বিবৎকর্ণণা। অজী- [ ১০ ] কৃত্য তদা সলকবলিং দাতুং স্বধীরপ্রণীঃ কামাখ্যাপ্রমোৎকটায় জয়ঃ প্রোধাদ্বিষাং নাসনে ॥ প্রাচ্যাং ল- [ ১১ ] কবলিং শুভায় মন্ততে শ্রীখ [স্ব] দ্বি [ধ্য] নারায়ণঃ শক্তঃ সাধয়িতুং প্রতিক্রমিতদংকো মজ্জিণাং যে ভবেৎ ॥ ইত্যালোজ [ ১২ ] বৃহদ্বহ্নঃ বগুপগামাতোন চৈবানিশকারাবংশসমুত্তবং সুবিভবং শ্রীমহৎ বৃহৎকনং ॥ গাভী-র্যোদ্যদ্যৈ- [ ১৩ ] র্যোজিতজলধিরয়ঃ পালিতাশেবলোকো তেদাভ্যর্কেবমংষ্ট্যরতিশরলিভিঃ

স্তৈরুপারিতরখণ্ডঃ। শৌর্যোঃ [১৪] সংগ্রামযজ্ঞেহর্জুন ইব রিপুঞ্জিং কীর্তিতাতুল্যকীর্তিমৌদুক-  
সংদ্রুতমানো নৃপবরসচিবো নৈব-পূর্বং ন পশ্যাত ॥ [১৫] প্রথ্যাতে হরবাকুলে কিত্তিভলে জাতো  
মহাধার্মিকঃ শ্রীমান্শ্রীবড়হুঙ্কনো হরপুরোনাশাভিধানঃ কৃতী ॥ [১৬] প্রাগ্জ্যোতিঃপুরমেতা চা-  
[ছা]গমহিষৈঃ পারাবতাদৈর্করুনিং দেবৈ লক্ষ্মিতং বিবিচ্য হিঃকুজাজো নৃপাঙ্গীকৃতং ॥ [১৭]  
লোকানুগ্রহতৎপরামলমতিরৈতা প্রজানাং সদা কামাখ্যাঃ শাসিততং নিধায় হৃদয়ে নিত্যাং  
জুয়েঃ সেবিতাং । বর্ণিকা- [১৮] শমুনিকপাকরমিতে শাকে শুভহি মুদা প্রারভ্যাহুনিং স  
লক্ষকবলিং প্রাদাপয়ৎ হুঙ্কনঃ ॥ সক ১৭০৪ ॥

### অনুবাদ

শ্রমরস্বরূপ ভূগতিগণের মন্তক-সমুদায়, যাহার চরণপদ্ম ঢাকিয়া রাখিয়াছে, যাহার  
অস্তরায়ী কামাখ্যাদেবীর পাদপদ্ম পূজার ফলে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত ও বিদ্রুত, শ্রীগৌরীনাথ সিংহ  
নানে করুণাক্ষরূপ বিখ্যাত, আখণ্ডলবংশরূপ পদ্মের মহাতেজস্বী সূর্য্যতুল্য।

বহুজ্ঞান করিয়া যাহাদের বাহুদণ্ডের দলন সম্পাদন করিয়াছেন, এতাদৃশ বিপক্ষগণ-  
রূপ শুক কাষ্ঠমধ্যে শিখাসমূহে অতিভীষণ ক্রুতান্তের কবলস্বরূপ, তাঁহার (গৌরীনাথ  
সিংহের) অপূর্ব প্রতাপবহিঃ সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা দেই প্রতাপবহির ধূমে আকুল  
বৈরিগণ-ললনাদিগের চঞ্চল অশ্রুধারাস্বরূপ হবির্ভব্যে পরিবাহিত হইয়া খজুরাগ্রে বিলাস  
পাইতেছে।

যাহার বাহুদণ্ডের প্রবল পরাক্রম-উদ্দীপ্ত দাবানলস্বরূপ, অনেক অনেক বিপক্ষদল যাহাতে  
দগ্ধ হইয়াছে ও যিনি সংগ্রামে অতিভয়ানক, যাহার নাম শুনিয়া ইন্দ্রও শঙ্কিত হন ;  
ইহাই ভগতে আশ্চর্য্য, এ অপেক্ষায় মহদগুণ আর কি বলা যাইতে পারে।

যিনি রাজ্যভারবহনে অতিশয় নিপুণতা দেখিয়া পিতৃকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি  
রাজ্যশাসনে ও নীতিশাস্ত্রে নিখল বুদ্ধিসম্পন্ন, লোক রক্ষা করিতে অতিশয় প্রবীণ, লক্ষ্মীসিংহ  
নামক নরপতির পুত্র, গুণ-সমুদায়ের একমাত্র বিশ্রামস্থান এতাদৃশ বীর নরপতি নাই,  
ছিল না ও হইবে না।

নিজ অভিমানে অধীর হইয়া প্রচণ্ড শত্রুবর্গ যখন ইহার প্রতাপ-অনলের পতঙ্গস্বরূপ  
হইয়া পড়িল, তখন এই ধীরবর বীরচূড়ামণি কামাখ্যা দেবীর প্রমোদ বুদ্ধির জন্ত লক্ষ বলি  
দিতে অঙ্গীকার করিয়া শক্রনাশ করিতে একাগ্রচিন্ত হইলেন।

শ্রীসূর্য্যনীরাগণ, মহাতত্ত্বের কারণ এই প্রতিক্রান্ত লক্ষ বলিদান সম্পন্ন করিতে আশ্রয়  
মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে, ইহা নিজ গুরু ও অমাত্যের সহিত বার বার  
আলোচনা করিয়া ধারাবংশোদ্ভব বিশেষ বৈভবশালী বৃহৎ হুঙ্কনকে আদেশ করিলেন।

যিনি গাঙ্গীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছেন এবং যিনি সাধ,  
দান, তপ ও দণ্ড, এই অখণ্ড উপায়চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গ পালন করিয়া

ধাকেন, সংগ্রামে যিনি অর্জুনের আয় বলবান্ ও বাহার অনন্তসদৃশ কীর্তিপুঞ্জ লোকমধ্যে কীর্তিত হইয়াছে, এতাদৃশ রাজমন্ত্রী পূর্বেও দেখা যায় না, পরেও দেখা যাইবে না।

ধরাতলে বিখ্যাত ছয়বাকুলে প্রাহুভূত হইয়া, মহাধার্মিক কার্যকুশল শ্রীমান্ হরপুরনাথ নামক বড়ফুকন, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আসিয়া নরপতির হিতার্থে ক্ষয়গণ-সেবিত কামাখ্যা দেবীকে সর্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, প্রজাবর্গের হিতকামনায় ১৭০৪ শকে শুভ দিনে আরম্ভ করিয়া প্রতি দিন ছাগ, মহিষ ও পারাবত প্রভৃতি করিয়া মহারাজার অঙ্গীকৃত এক লক্ষ বলি অর্পণ করিলেন।

### ৩। কামাখ্যামন্দিরের নাটমন্দির প্রস্তর-লিপি

শ্রীরাম

[১] ৬৭ স্বস্তি কামাখ্যাচরণাষ্টার্জুনপরো ধ- [২] শ্বেণ ধর্মোপমো রূপেণামিত-  
পঞ্চশায়ক- [৩] মদঃ স্বর্দেশ[স্বর্গেণ]বংশোদভবঃ। দিক্চক্রক্রমণ- [৪] বীণবিকসৎ  
স্কন্দোল্লসৎ সদৃশাঃ শ্রীরাজে- [৫] স্বরসিংহভূপতিবরো ভুলোককল্পক্রমঃ॥ যো [৬]  
ভূপানতমোলিরজবিলসৎপাদারবিন্দদ্বয়ো ভূ- [৭] ভূমীতিলতোষনুতনঘনঃ কোদণ্ডবিভার্জুনঃ।  
[৮] পারাবারগভীর উজ্জিততরাদিত্যপ্রতাপো মহাদোদী- [৯] তাতিপ্রচণ্ডবৈরিনিবহ-  
প্রোদ্ধামদাবনলঃ॥ তস্তা- [১০] জ্ঞা দধদাদরেণ শিরসি স্বর্কী[স্বর্গা]বরোহাবধিস্বর্দেশা  
[স্বর্গেশা]- [১১] স্বরভূপসেবিতরবাংশ্যোগ্রানীলাচলে। কামাখ্যা- [১২] জ্বপুনারণো  
দশরথঃ শ্রীযুৎসংফুকনঃ কামাখ্যোৎস- [৩] বমন্দিরং ক্ষিতিবহুস্বাদেশুশাকে- [২]  
করোৎ॥ ১৬৮১॥

অনুবাদ

কামাখ্যাদেবীর চরণপদ্ম অর্জুনে তৎপর, ধর্মকার্যে মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ, যিনি রূপে কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-গর্ভে খর করিয়াছেন, যিনি দিক্ভ্রমণে প্রবীণ এবং বাহার যশোরামি প্রকল্পভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কার্তিকেয়ের যশোরামির অনুকারী হইয়াছে, সেই ইন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের অগ্রগণ্য, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর সিংহ পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ।

বাহার চরণপদ্মের নরপতিগণের আনত মস্তকের পদ্মধারা বিলাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং নব শ্বেষ যেমন জলসেক করিয়া লতাদিগকে উজ্জীবিত করে, সেইরূপ অত্যাশ্রয় নরপতিগণের নীতিরূপ লতাকে যিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন ও যিনি ধনুর্বিজ্ঞান অর্জুনের সদৃশ, গান্ধীযো সযুজ্জ সদৃশ, সূর্য্যের আয় প্রতাপশালী, বাহুদণ্ডের প্রতাপে অতি প্রচণ্ড শত্রুবর্গের মধ্যে যিনি প্রচণ্ড দাবানলস্বরূপ, সেই মহারাজের আজ্ঞা সমাদরে শিরোধার্য্য করিয়া স্বর্গবংশের প্রথমাবধি স্বর্গবংশীয় নরপতিগণের সেবক—ছয়বাংশীয় শ্রীদশরথ বৃহৎফুকন সর্বশ্রেষ্ঠ নীলপর্কিতে কামাখ্যা দেবীর চরণপারায়ণ হইয়া ১৬৮১ শাকে কামাখ্যা দেবীর উৎসবমন্দির অর্থাৎ নাটমন্দির প্রস্তুত করিলেন।



মন্তব্য—শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের উত্তর দিকের দ্বারের পাশে যেখানে একটি সিংহবাহিনীমূর্তি আছে। তাহার নীচে একটি প্রস্তরলিপি এবং উহার ঠিক নীচেই তাম্রলিপি। এই লিপি দুইটি সম্বন্ধে গেট সাহেব Report on the Progress of Historical Research in Assam এর ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপি সম্বন্ধে ও ১৫ পৃষ্ঠায় তাম্রলিপি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপিটির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উহা হুর্গামন্দিরে পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, This temple has been built on the Nilachala Hill and consecrated to the Goddess Durga etc. এখানে Temple of Durga না, হইয়া Natamandir of Kamakhya হওয়া উচিত। এই প্রস্তরফলকের উপরের সিংহবাহিনী মূর্তি দেখিয়াই গেট সাহেব হুর্গামন্দির বলিয়া ধারণা করিয়া থাকিবেন।

### ৪। অম্রাতকেশ্বর

[ ১ ] ৮ স্বস্তি নৃপবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দবিপক্ষ- [ ২ ] পক্ষক্ষরতীক্ষ্ণনামাযুধবৃন্দদি-  
গজনাগনয়ন- [ ৩ ] স্তনহারাকারক্ষারযশোমণ্ডলপ্রলয়ক- [ ৪ ] জলপ্রবলানলভুল-  
প্রতাপাধুলনিস্ত- [ ৫ ] রবিস্তবিতরণবিড়ম্বিতগীর্জাগজ্রমকলা- [ ৬ ] কলাপকরবি-  
তনয়রশ্মবকৃতবাক্য- [ ৭ ] তিনোতিক্রমভূচক্রশক্রবংশাবতংস সেবমানজ- [ ৮ ] নগণ-  
মানসরাজহংসশ্রীশ্রীমত্‌স্বর্গা[স্বর্গ]দেবপ্র- [ ৯ ] মন্তসিংহনৃপেন্দ্রাণাং চারুচরণসরোজহরো-  
[ ১০ ] লক্ষণগ্রামাভিরাগনোতিতিরস্কৃতমহাম- [ ১১ ] ত্রিকদম্বস্বর্দা[স্বর্গা]বতারাধি স্বর্গা-  
[স্বর্গ]রাজসেবিকু- [ ১২ ] লকাননপঞ্চাননশ্রীযুক্তরূপহরবাবুহত্‌- [ ১৩ ] কুনসত্তরেন্দ্রাজ্ঞার  
শ্রীশ্রীঅম্রাতকেশ্বরস্ত [ ১৪ ] মঠমিমরচয়ণ গুনগুনগুনাজ্ঞাপকে -১৬৬৬—

### অনুবাদ

বাহার চরণকমল সমুদায় নরেন্দ্র কর্তৃক বন্দিত, বিপক্ষ বিনাশ করিবার জন্য যিনি বিবিধ  
অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন ও বাহার যশোরামি দিক্‌মুন্দরীদিগের স্তননয়নের হার প্রভৃতির  
আকার ধারণ করিয়া প্রলয়াকারের বিনাশী প্রবল অনলধরূপ এবং যিনি পরাক্রমে  
ইন্দ্রজালা, অনবরত ধন বিতরণ করিয়া যিনি কল্পবৃক্ষরূপ হইয়াছেন ও নীতি-কোশলে  
যিনি পৃথিবীতে বৃহস্পতির নীতিরও অতিক্রম করিয়াছেন এবং যিনি ইন্দ্রবংশের শিরোমণি,  
সেবকবৃন্দের মানসরাজহংস, সেই স্বর্গদেব শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপবরের চরণপদ্মের ভূল, অশেষ  
রূপে বিভূষিত এবং বাহার নীতিচ্যুত সন্মুখের মন্ত্রিবর্গ তিরস্কৃত হইয়াছে ও স্বর্গরাজের প্রাহুর্ভাব  
হইতে স্বর্গরাজার সেবকুলধরূপ অরণ্যের সিংহ, এতাদৃশ শ্রীযুক্ত তরুণ ছুরবা বৃহৎ সুকন,  
সেই নরেন্দ্র অর্থাৎ প্রমত্তসিংহের আজ্ঞায় ১৬৬৬ শাকে শ্রীঅম্রাতকেশ্বরের এই মন্দির নির্মাণ  
করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—এই অম্রাতকেশ্বরের মন্দির সংস্কারভাবে এত অল্প দিনে অত্যন্ত জীর্ণ-দীর্ণ হইয়াছে।  
মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী, ইহার দরজায় সংলগ্ন একটি খিলান আছে। ঐ খিলানের পশ্চিম দিকের

দেওয়ালে প্রস্তরের উপরি এই লিপি আছে। এই স্থানটি অত্যন্ত অন্ধকারময়; ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া বাওয়ার একটু আলো লাগিয়া থাকে; সেই জন্ত পড়িতে পারা গেল। এই মন্দিরটি একটি বরণার উপর; বরণাটি মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন। ইহারই দক্ষিণ ভাগে একখানি বৃহদাকার প্রাঙ্গণ আছে, এই প্রস্তরের উপর ফুল বিঘণত্র দিয়া পাণ্ডারা পূজা করে, অনেক ফুল বিঘণত্র পড়িয়া আছে। ঐ প্রস্তরখানির পশ্চিম দিকে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, এখন তাহার পীঠটামাত্র আছে। এই বরণার ফল বেশ স্বচ্ছ, বরণাটি একটি চৌবাচ্চার মত। এই বরণারই পশ্চাৎভাগে পূর্ব দিকে আর একটি বরণা আছে। সে বরণাটিতে ঐ শিবমন্দিরের বরণা হইতেই জল আসিয়া জমে। এই বরণার উপরে একটা করকেট দিয়া ছাদ করিয়া দিয়াছে। জল পরিষ্কার, কোনও গন্ধ নাই, বেশ পান করিবার উপযুক্ত। ইহাতে আমরা একগাছি বেশ বড় ছড়ি ডুবাইয়া দেখিলাম, তলাইয়া গেল, মাটি পাইল না, তাহাতে বোধ হয়, বেশ গভীর। ইহা কামাখ্যা-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, কামাখ্যামন্দির হইতে পাঁচ মিনিটে-বাওয়া যায়। রাস্তাটা বাকা-চুয়া। এই রাস্তাটি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিলিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে এই মন্দির। এই মন্দিরেরই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর এবং ঐ পূর্বোন্নিখিত রাস্তার বাম দিকে অভয়ানন্দ তীর্থস্বামীর অসম্পূর্ণ আশ্রম। এখন স্বামীজী এখানে নাই। শুনিলাম, আশ্রমটি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্ত কলিকাতায় গিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার ভৈরবী আছেন। ভৈরবীটি বারান্দায় কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। তিনি আমাদের আসিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদের গকে বসিবার জন্ত অভ্যর্থনা করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া একখানি টুল বাহির করিয়া দিলেন, উহা তাঁহারের তক্ত একজন মালাধারী কৃষ্ণকায় বৈষ্ণববেশী ব্যক্তি, আমাদের গকে বসিবার জন্ত দিলেন এবং বাহিরে অস্ত্রাস্ত্র চৌকি মোড়া যাহা ছিল, দিলেন। পরে ভৈরবীটি ঘরের মধ্য হইতে আরম্ভ শিল্পভাষ্যের ডিপে করিয়া পান দিয়া অতিথিসংকার করিলেন এবং আমাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া ঘরের মধ্য হইতে কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, এই আশ্রমে এখনই ৬২ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের এখন কিছুই পাকাপাঁচি হয় নাই। কারণ, এখানে জন মজুর ও দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ। অনেক অনুরোধের পর একবার মাত্র ঘরের দরজার বাহিরে আসিয়া মাত্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরিশেষে গেকরা বসন বাম হস্তে একগাছি কাঁথা দেখা গেল। একটু ঘোমটা ছিল, এক ঝলকে মুখখানা দেখা গেল মুখখানি গোলগাল; মোটা-শোটা গড়ন। সম্ভবতঃ কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় রংটা ময়লা, ভ্রামাঙ্গী, বিশেষ স্ত্রী নয়, একটু পরদানবিশ। স্বামীজির পূর্বকার ভৈরবী দেহান্তে ইনি স্বামীজির সঙ্গে জুটিয়াছেন; বয়ঃক্রম, ১৮ হইতে ২০। ২১ বৎসরের মধ্যে, কথ্য বার্তার বিলক্ষণ কায়দা আছে। এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের পূজা-আহিক ও হবিষ্যাদি স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈষ্ণব বিধবাদিগের ঐরূপ স্থান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখন তিনটি ঘর সম্পূর্ণ হইয়াছে, আর একটি ঘরের কেবল এক দিকের কাঠের দেওয়াল প্রায়

করিতে বাকী আছে।, পশ্চিম দিকের ধরেই ভৈরবী আছেন। এই আশ্রমে যে-কোনও ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। এই আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অন্ন নীচে একটি ঝরণা আছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ১২টা; আমরা পূর্বদিন বৈকালে আশ্রমে গিয়াছিলাম। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এই লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

### ৫। কামাখ্যা কেদারেশ্বরের প্রস্তর-লিপি

[ ১ ] ৮৭ 'বলি শ্রীশ্রীসো- [ ২ ] মারেখরাজেশ্ব- [ ৩ ] রসিংহনৃপাজ- [ ৪ ]  
রা তরুণহর- [ ৫ ] বারহংকুক- [ ৬ ] নেন শ্রীকেদা- [ ৭ ] বলিগোপরি-  
[ ৮ ] মঠোহমকারি [ ৯ ] রামমুনিরসেন্দু [ ১০ ] সাক ১৬৭৩।

### অনুবাদ

শ্রীসোমারেখর রাজেশ্বর সিংহ নরপতির আজ্ঞায় তরুণ হরবা বহৎ কুকুন কেদারেখর নিবলিজের উপর ১৬৭৩ শক সম্বৎসরে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—কেদারেখরের মন্দিরের দ্বারে চোকাটের নীচে এষ্ট শিলালিপি আছে। এই কেদারেখরের মন্দিরটি ছোট, পশ্চিমঘরী। এই মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীরের মধ্যে কম্পাউণ্ড প্রায় পাঁচ বিঘা। এই কম্পাউণ্ডের বহির্ভাগে পশ্চিম দিকে একটি বিস্তীর্ণ ময়দান আছে। এই ময়দানে উপস্থিত দ্বারবলনিবাসী মহারাজা দুই শত লোক সমান্তরাধারে বাস করিতেছেন। তিনিলাম, শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর কৃপায় মহারাজের পুত্র হইয়াছে, সেই জন্ত মহারাজা মানসিক করিয়াছিলেন যে, শ্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া মন্দিরের নিকট বাস করিবেন। সেই মানসিক পরিশোধ করিবার জন্ত আসিয়াছেন।

### ৬। পাণ্ডুঘাটের বিষ্ণুগান্ধরের শিলালিপি \*

- ১। ৮৭ শ্রীমন্নরূপায়জ্ঞ কৃতনঃ শক্রধ্বজতায়জ্ঞে
- ২। বীরে শ্রীযুদেবভূপাঃ কুলোত্তমসে কলানাং নিধৌ
- ৩। দুর্গাদম্ভবেরণ শাসতঃ গুণপ্রামাণ্যভিরামে মহৌ
- ৪। তস্তামাভ্যগদাধরশ বচসঃ স্বেহাশ্রকুলানদাং
- ৫। শ্রীপাণ্ডুনামক পুরে নিষ্ঠাতঃ প্রাসাদস্ত নিষ্ঠিতবানু মনোজ্ঞঃ
- ৬। পরোনিধিবিষ্ণুপদেকতানং সাকৈ ঘোপব্যোমরসেন্দুসংখ্যে ॥

### অনুবাদ

শ্রীমান্ মল্লরাজের পুত্র কৃতী শক্রধ্বজ, তাঁহার পুত্র, নৃপকুলের চূড়ামণি, কলাশাল-নিপুণ যুদেব, দুর্গাদেবীর বরে গুণসমুদায়-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর শাসনকর্তা হইলে, তদীয় মন্ত্রী

\* এই লিপিকে পাণ্ডুনাথের দখিরত বলে।

গুপ্তধরের বাক্যে মেহান্তকুলাগ্রযুক্ত শ্রীপাতুনাথের পুরীতে নির্মাণকারী বিষ্ণুচরণে একাধিষ্ঠিত হইয়া ১৬০৭ শকে এই মন্দির প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এই লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই প্রাসাদ এখন নাই। কোথায় যে ছিল, তাহাও জানা যায় না। এখানে যে আর ছটখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পড়া গেল না। এই রঘুদেবের নাম কোচ রাজাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে History of Assam-এর ৩৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১৫৮১—১৫৯৩ A. D. ইহা হইতে এই লিপির শকের সহিত মিল হয় না।

### ৭। অশ্বক্রান্তার শিলালিপি

[ ১ ] স্বস্তি শ্রীশ্রীমহাগুরু [ ২ ] কর্ণনবন্দিতগীতন [ ৩ ] ভাবান্তমঙ্গলশ্রীহৃত [ ৪ ] মূক-  
মাগ্নানন্দিনজনা [ ৫ ] দীনদেবদোলান্দোল [ ৬ ] নবিনোদবিলাসায় [ ৭ ] মহারাজাধিরাজশ্রী [ ৮ ] -  
শ্রীসিবসিংহনৃপাঙ্ক [ ৯ ] য়া জনার্দিনপদপদ্মজ [ ১০ ] পরায়ণশ্রীমদমূক [ ১১ ] হরবাবুহংসফুকনের  
[ ১২ ] জনার্দিনাগরে ফল্গু [ ১৩ ] ৭২সবদৌলোরমকারি [ ১৪ ] ত্রিনয়ননয়নাক্রিতক-  
[ ১৫ ] শশভূচ্ছাকে ১৬৪৩ ॥

### অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীসিবসিংহ নরপতির আজ্ঞায় জনার্দিন দেবের পাদপদ্মপরায়ণ শ্রীমুক্ত অমূক হরবাবু হংস ফুকন, দেবগন্ধর্ভগণ কর্তৃক বন্দিত, গীত-নৃত্য-বাদ্য-মঙ্গলধ্বনিতে শ্রীতিযুক্ত, মাগ্নানন্দিন শ্রীজনার্দিন দেবের দৌলযাত্রা বিনোদের জন্ত জনার্দিন পর্কতে ফল্গুৎসবের নিমিত্ত দৌল অর্থাৎ দৌলমঞ্চ ১৬৪৩ শাকে নির্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে।

### ৮। বিষ্ণুর নাটমন্দিরের প্রস্তর-লিপি

১। ৮৭ যদেবন্ত জনার্দিনন্ত নিকটে সিদ্ধান্তিবেকো \* \*  
২। [ ২স ] বঃ শ্রীবিষ্ণো [ : ] \* পরা \* শিবরে তৎসম-  
৩। \* \* দনে \* সনন্দো \* বেদিতপদবন্দ্য  
৪। \* \* স্ব \* শ্রী \* শি \* \* \*  
৫। \* \* দণ্ড বিদ্যার্জ

[ ইহার পর ৬—১৫টি লাইন আছে, কিন্তু তাহা পড়া যায় না ]

মন্তব্য—অশ্বক্রান্তের বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি মন্দির বিষ্ণুমূর্তি আছে। তাহার নীচে উক্ত শিলালিপি, রেজ টাইপে, অক্ষরগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় একটি শিলালিপি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার শক ১৬৪২। তাহাতে প্রকাশ যে, রাজা শিবসিংহের আদেশে ভরণ হরবাবু ফুকন এক

জনাবদের মন্দির তৈয়ারী করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের এই লিপির কথাই গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া থাকিবেন। আর গেট সাহেব ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট লিখিয়াছেন। হয় ত তাহার পর ঐ লিপিটি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে। কেন না, কোন ভাঙ্গা লিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব কিছু বলেন নাই।

## ৯। উমানন্দের পথে দক্ষিণ দিকের গুহার প্রস্তর-লিপি\*

১। শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবায়কং।

২। দেবদেবীমুত্তমায়ঃ শিব গৌরী সদাস্ত নঃ ॥

শিব গৌরী সদা সেব্যং শিবা শিবাশ্রয়ঃ শ্রেয়ে। ১।

অনেকাৰ্ঘ্যমিদং বাক্যং সদা সাহস্বিত্তিং প্রাতি ২॥

॥ ১৬৮৫ ॥

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

## ১০। উমানন্দের তাত্ত্বশাসন

প্রথম পিঠ

উমানন্দ গোসাঞি দেব।

[ ১ ] স্বতীজ্ঞবৎসো[শো]তপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদামৃতমত্তভূজঃ। বিহু[দু]রতুর্হিন- [ ২ ] রসব্র-  
হ্মাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ ॥ ক্ষিতিপটলশীর্ষোত্তংশনশ্রীলরত্নভ্রমরকু- [ ৩ ] ল-  
বিরাজজ্ঞপাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্ধিবিপ্রাণনালিস্তহিন- [ ৪ ] কিরণকীর্তিঃ  
কামজিংকারকান্তিঃ। উমানন্দদেবায় প্রদীপস্থতদা- [ ৫ ] রকাঃ। নরাঃ প্রমত্তাঃ  
পুণ্যার্থে শ্রীপূর্ণানন্দমন্ত্রিণা ॥ তেনায় [ ২ ] প্রার্থিতো রা- [ ৬ ] জা কুটৈষা তাত্ত্বপত্রিকা।  
দেবস্বরূপার্থায় প্রাদমত্ পুণ্যহেতবে তে নরাঃ [ ৭ ] কামরূপীরবিবী[র]মল্লরমুমল্লয়োঃ।  
স্বকার্যসিদ্ধিতঃ তাত্ত্ব্যং মুদা সা মন্ত্রিনো- [ ৮ ] পিতাঃ ॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশর  
বতরাও বরুকারহ ও চৌধা- [ ৯ ] রি ও পটোবারি ও তালুকদার ও ঠাকুরিয়া ও গররহ  
লকলে ও সাধনানে [ ১০ ] জানিব বনভাগপুরদনার চান্দ কুচিগ্রামর বিরমল্লর মুমল্লর  
হুমল এই দুই [ ১১ ] ভায়েক কুঞ্জে[ঞা] রাজমন্ত্রি শ্রীপূর্ণানন্দ বৃতা গোহাঞি দেবে  
শ্রীশ্রী বলে [ ১২ ] জনাই বৃজর বড় বা পতাবাবে সেই দামই দিয়া স্বকীয় বহতা আর্থেহকেই  
[ ১৩ ] পোবাকে শ্রীশ্রী[৮৮]র স্থান তহিতে স্তবর প্রদীপ লগাবলৈ স্তবধনিকৈল্যান-  
[ ১৪ ] র নিমিত্তে উৎসর্গ করি দিবর অস্ত্রে শ্রীশ্রী[৮] তজনালত শ্রীশ্রী[৮] দেবে এই বাহুহকে  
[ ১৫ ] শ্রীবৃতা গোহাঞি দেবক তাত্ত্বপত্র করাই দিলে এই বাহুহরে নাম কটাকুলত কোচ  
জরনা- [ ১৬ ] রায়ণ। ভায়েক রামনাথ। চানা। দয়া। মৃত ১টা এষেনিতে দিবশে  
বা সময়ত প্র- [ ১৭ ] দীপলে স্তব ৫ টকার দরে বাহে কত হয় শ্রীত ১৮৮ সের এরে

\* ব্রহ্মপুত্র হইতে উমানন্দ উঠিতে ভাদি দিকে একটি ভহার উপর প্রস্তরের লিপি।

সেরত হয় ২২ ॥ সের এই মা- [ ১৮ ] মাহুকে খাজপগণার কুচিরা মৌজর. কলাকুচি  
গ্রামর উবার হলনিষাটি দিএ আরে চন্দপুবে [ ১৯ ] খটবাটারির আহতগচ পশিমে গাধ  
বারটা তিরহহকা উত্তরে কমাবর জানর বুর দবীনে চর- [ ২০ ] হুরবিয়া বিলর উত্তর পার  
এই মাটিকে এই মাহুহে পুত্রপোত্রাদিক্রমে ভোগ করি দিউ সোধাই থাকি- [ ২১ ] ব ইহার  
করকাটন বেঠ বেগার চোর চিনানা ধুমুচি মারেচাজনকর অবসার চৌকী হাট বাট কাট  
[ ২২ ] ঘন খত রাজডণ্ড ব্যতিরেক সর্সবাব পরিত্যাগ হইল ইহাত কোনো জনে অস্তথা  
ন করিব ইতি [ ২৩ ] সন ১৭৩৪ মাস জৈষ্ঠ ১৬ অসৌ মহীক্ষঃ সমবাচতেদং কৃতাজলি-  
ভাবিক্তীজবর্ণান্ [ ২৪ ] ময়া প্রমত্তো দ্বতদীপ এযঃ শিবায় পালো কৃতিভিনরৈস্তৈঃ—।

### দ্বিতীয় পিঠ

- ১। শ্রীশ্রীউমানন্দ গোসাঞির ঠাই
- ২। ১৭১৫ শকর মাঘর ৬ দিন জোয়াত ধুঁহম্পতি বারে
- ৩। ৮দেবর আর্জা খারবরিয়া কুকানে কৈদিচেহি ৮ত ব্যজনা
- ৪। আইকুঞ্চারি ৮কম্বত উৎসর্গা করি দিয়াইছে ঢেকিয়াল কুকনর
- ৫। ভাগর মোচাগিরর কুড়ির বাহুগড়িরা ক দর্শ্যাবাবে দিলে
- ৬। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সচ্ছন্দ সেবা খাটি দর্শ্যাবন কড়ি থাকিব
- ৭। ইহতে কোনো জনে বিরোধ আচরিব না পাই ইতি

### অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কমলিনীর বিকাশক পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত-চরণপন্নের মধুমত্ত ভদ্র, চন্দ্রকান্ত-  
সিংহ নামক নরপতির নীতিরূপ রত্নলতার সম্পর্কে বিদূর পর্যন্তের প্রান্তভূমি একান্ত সৌন্দর্য  
ধারণ করিয়াছে। বাহার চরণ, প্রণাম-সময়ে নরপতিগণের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির  
সংযোগে, রক্তপদ্মে ভ্রমর-মালা উপবেশন করিলে ঘেরূপ শোভা হয়, তাহূণ শোভা ধারণ করিয়া  
থাকে এবং বাহার রাজ্যে দানশালা-সমুদায়, অর্থদ্বিগের অভিলষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া  
কল্পবৃক্ষের কার্য সম্পন্ন করিতেছে এবং বাহার কীটিকোৎসৱা চতুর্দিক্ ধবলিত করিয়াছে,  
বাহার সৌন্দর্য্যে কন্দর্পও পরাজিত হইয়া বার, তাহার মন্ত্রী পূর্ণানন্দ, পুণ্য লাভের জন্ত,  
শ্রীউমানন্দদেবের দ্বতপ্রদীপ দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিলেন এবং  
মন্ত্রীর প্রার্থনার মহারাজ, উমানন্দ দেবের দেবোত্তর রক্ষা করিবার মানসে এই ভদ্রশাসন  
প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, তাহার কামরূপের বীরমন্ত্র  
৬  
মধুমন্ত্রের তরকের লোক ছিল। নিজের কার্য সিদ্ধির জন্ত উহারা এই সমস্ত লোকদিগকে  
মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন।

এই রাজা কৃতাজলি হইয়া তাবি রাজাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমি

শিবের মন্দিরে এই যুতশ্রীদীপ দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হে কৃতী রাজগণ! আপনারা ইহা রক্ষা করিবেন। শক ১৭৩৪

সুস্তব্য—এখানকার লোকে ‘চ’কে ‘স’ এবং ‘স’কে ‘হ’ উচ্চারণ করে। সেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১১

## শ্রীরাম

[ ১ ] স্বস্তি সমরসৌমিনিসৌমভীমপতাক্রম শ্রীশ্রীমতমানন্দপদাস্ত্রমধুকর- [ ২ ] শ্রীশ্রীসিব-  
সিংহনৃপাজ্ঞামৃতমাদে নিধার তৎপ্রোষাদাননিধানপ্রধানসেনা- [ ৩ ] পতিতরুণদ্রবাবহং-  
কুকুনেন ৮পূত্যার্থং ৮প্রত্যহঃ পূজার্থং শশধর [ ৪ ] রসমুগলশশাঙ্কশাকে দেবোত্তর-  
নিবন্ধতাত্রপত্রিকেষং বিস্তীর্ণা।

৫। ব্রাহ্মণ বড় দেউরি	৬	ভোগর খানধরা	১	উতপন্ন	
৬। ভাগবতি	১	ভগ্নারকাথ	১	জামির কাটল	১৩১৥
৭। নিলকণ্ঠ পাঠক	২	মুদিয়ার	১	×	×
৮। মহির পাঠক	২	ভাগুয়ারি	২	×	×
৯। রুজ পাঠক	২	মলিরা	৬		
১০। প্রার্থিব সিবপূজারি	১	গাথির অনা	২	নিজ পাইক নাম তকত	
১১। সুপকারক	২	কহার	১০	পং বড়ভাগ	গিরি
১২। দৈবজ্ঞ	১	খোণা	১০	মৌ সোনাপুর	৩৬২ সচং
	১৬	ডারমরা	১	রাই পাটর	৩১
		দাধি	১০	মানরা	২। ২ সচং
১৩। মুন্সে সেবাইত	১২২৬০	খরিভারি	২	ধনুকার	৩৬
১৪। আঠপরিয়া	৪	চোতলা সড়া	১	গর গোরাগ	২১
১৫। ঘটধর	১	কুমার	২	পং ফেলি	
১৬। ছতর ধরা	১	তেলিয়া	২১০	মোং হাথিঅনা	৮১ ৮ সং
১৭। চামর ধরা	২	সাদা	১	কলাকুচির	১৩ ২ কং
১৮। ভগ্নধরা	৪	দিহদার	১	মোং খোবাটারির	৮
১৯। কৃষ্ণধরা	১	ঠাকুরিয়া	৭	পং বদেখর	
২০। চোপধরা	১	খাতোবাল	১০	মোং ডালেজর	১৮ ১৪
২১। পাখাধরা	১	গরখিবা	১	মোং চান্বেবারীর	১৭৬
২২। পদপাঠক	১	বাড়িচোরা	৩	পং কোমরভাগ	
২৩। ধপধরা	১	ধানভভারি	১	মোং পানিস্বাসিকং	১৮ ৮ সং

২৪। লাড়ুবন্ধা	১	ধানবলা	২	
২৫। ছলিয়া	২	হাতি মাট	১	মোং বোরোকারবাং ২০ ৫
২৬। হুবারি	২	সলিয়া	১	মোং চন্দ্রপুর ২।
২৭। পানিতোলা	১	ঘাহি	৬	
২৮। ঢুলিয়া	২		১০৬।	এই ১৩ গ্রাম দরবন্ত জলজমি পচরিয়া গাং ১৩ টকা জমা
২৯। দগড়িয়া	১	লিক চৌবড় ফং	১৩	বাকে গাং ৪
৩০। কালিয়া	১	দলৈব	৫	পাটিক ৪।
৩১। দবাদারি	১	মজুনদাং জগতা	১।	এই তক তেতা সকল কুনিয় মালি
৩২। সিংতাদারী	১	সেবা-মলোবা	১	দিব
৩৩। ওঝাপালি	৮	দেউরিয়	১	খাত ২ খন
৩৪। গায়ন বায়ন	১২	ভড়ারকাথ	১।	
৩৫। লঙ্কর	১	মদিয়ার	।	
			২৪৮	

## অনুবাদ

সমস্ত সময়ভূমিতে বাঁচার ভীমের হার পরাক্রম ও বিনি শ্রীউমানন্দদেবের চরণপদ্মের ভক্ত, সেই শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজের একান্ত প্রীতিপাত্র, প্রধান সেনাপতি তরুণ হুবাং বৃহৎ ক্ষুদ্র, জৈব প্রীতির কামনায় প্রতিদিন পূজার স্তম্ভ ১৬৬১ শাকে দেবোত্তর রক্ষার মানসে এই তাম্রশাসন প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—এই তাম্রশাসন ১০।। ইঞ্চি চওড়া ও ১৭।। ইঞ্চি লম্বা।

১২

## শ্রীশ্রীউমানন্দ

[১] ৬৭ বর্ষে শ্রীহৃদয়ন্দবন্দিতজিপুরারিচরণারবিন্দযুগলাজমোলেন্দারমানাথশুলবংশোত্তমমহারাজাধিরাজ [২] শ্রীমৎশ্রীগৌরীনাথসিংহরাজাপালপরমশ্রেষ্ঠানন্দসোধ্যধৈর্য্যগাভীর্ঘোদাধাদিগুণিকরোপেতস্বকুল [৩] সরিসপ্রকাশটেকাহরপ্রভৃশ্রীযুক্তরূপদন্দিকৈবর্হৎকৃৎপেনাথতরিকার্থ শ্রীশ্রীউমানন্দপ্রীত্যে [৪] বহুজীতদত্তসংস্থাপিতবিক্রিক্রীতদৈবজ্ঞত পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ শ্রীশ্রীউমানন্দতরণসম্বার্কনোপলেপনা [৫] ষণ্ডপ্রদীপজালিনদত্তবরমহাররূপপ্রাতাহিককর্মসম্পাদকপ্রমাণায় তাম্রপত্রিকের প্রদত্তা [৬] শ্রীযুক্তভোক্তাজনাসন্দিকৈবর্হৎকৃৎকনস্য— [৭] কামরূপ দেশর বড়বাও বরকারি



ও চৌধারি ও পটোরারি ও তালুকদার ও ছান্দরিয়া আলো সকলে [ ৮ ] সাবধানে জানিব পাতিদরঙ্গ পরগনার ধজরাই তালুকর বিহদিয়া গ্রামের কলাগনক ১ ভাই [ ৯ ] খরা ১ বিরধন ১ ময়থ ১ মুক্ত ১ পাইক আরেপোচ গাঞতরোপিত মাটি ৪ পুড়া বড়ি ২ পুরা [ ১০ ] এই মাটি মানুহকনারানি ৪৩ রূপলৈয়া ৮ দেবত চৌধারিপটোরারি রাজ সৰ্কেলে ও বিকি [ ১১ ] লে এখন সেই তুমি মনুষ্যক আধকশলার্থে কুনদেবে শ্রীশ্রীঠাইত দণ্ডবৎ অথও প্রদীপ লগাবর [ ১২ ] কারণ উল্লেখ করি তৈলার কারণ নারানি ৯০ রূপপিতলর দীপাধার ১ উৎসর্গি সেই মনুষ্যর হাতত স [ ১৩ ] মর্পিলে এই রূপর বাটি বৎসরি ২২ ৥ রূপর তৈল কিনি রক্তিদিয়া প্রদীপ জলাই কুন ৮ দেবর কুসল [ ১৪ ] চিন্তি পুজপোজাদিক্রমে পরম সুখে ভোগাকরি থাকিবই হারকর কাটল পদগকক বেদবেগার ১৫ চোরচিনালা ধুমসি মাড়েনা সর্ববাব পরিত্যাগ হৈল ইহাত কোন জনে অজ্ঞা না চরিব ইতি ১৭০৭ সক [ ১৬ ] মাহমায় বস্তির নিবদ্ধ দীপাধার ১ গচ আতে রাড়দিয়া লাগে ভেল ৥ সের রাহে লাগে [ ১৭ ] ১৫ সের বৎসরত লাগে ১৮০ সের আধেলির ৮ সেরর দরে লাগে রূপ ২২ ৥ এই রূপর ব্যাজ [ ১৮ ] গো ৮ সেবাত কালিবঝাবর নিন্তে কিনি দিয়া মানুহপুরণার পরগণার সেমন যোন চৌধারি [ ১৯ ] চল্লর পাটোরারি ময়থলয়া কিয়া ঠাকুরিয়া রাজেবিকে বাটেগাঞর চানাতুরা । পোং [ ২০ ] ভাই বধন । প্রতেক রামনাথ । হরিনাথ । রঘুনাথ । ভক্তিয়া চিরিনাথ । স্বঠত ১ ৥ [ ২১ ] আভেকর ৬০ টকা সেরর তলে কিনি দিয়া মাটিতুরা গাঞত উবার বোরাতি [ ২২ ] মাটি ৪ পুড়া আভেকর ১৬ টকা কুরিয়া গাঞতবড়ি ১ ৥ পুড়া আতে রূপ ৬ টকা ।

### দ্বিতীয় পিঠ

১। সোনার পদ তোলা	কিনি দিয়া মানুহ মাটি পাতিদরঙ্গ পরগণার
২। চন্ড ১ ১১	রামেচর চৌধারি বিজ ধজরাই হই তালুকদার
৩। কুল ১ ৥	ঠাকুরিয়া রাজে, সকলোবিকে বিহদিয়া পাঞর
৪। পিতলর	উবার গণককণা । ভাই খরা । বিরধা ।
৫। গচা ১ ৫শ	ময়থ । মুক্ত ১ পাইক আতে রূপ ৩০ টকা
৬। তেলর	থাকে সেবার তলে কিনি দিয়া মাটি লোচগাঞত
৭। টেকেলি ১ ২	উবার বোবাতি ৪ পুড়াবাড়ি ২ মুক্ত ৬ পুড়া
৮। বেহি ১ ৬	আতে রূপ ১০ টকা
৯। কলাধ ১ ৪	
১০। রূপর কুল ১ ২	

### অমুবাদ

বতি । স্বর্গবানী দেবগণের ও বন্দনীয় ও জিপুরারি মহাদেবের চরণপদ্মের বাহার বস্ত্রের চন্দ্রবরূপ হইরাছে, সেই আধগুলবংশের শিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীমুক্ত শ্রীপৌরী-

নাথ সিংহ এই নরপতির অত্যন্ত প্রীতিপ্রাপ্ত এবং পরাক্রম, বীরতা, 'গাভীৰ্য্য' ও উদারতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার এবং তিনি নিজ কুলকমলিনীর প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ ও প্রকৃষ্টশালী শ্রীযুক্ত তরুণসম্বন্ধ বৃহৎকুলন, ইনি গন্ধৰ্বলোক-প্রাপ্ত কামনার শ্রীশ্রীউমানন্দ দেবের প্রীতির নিমিত্ত নিজ অৰ্ধেক্রয় করিয়া, পশ্চাৎ দান করিয়াছিলেন যে ভূমি, তাহাতে স্থাপিত অথচ স্বীয় অৰ্ধেক্রীত দৈবজ্ঞের সম্বন্ধে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রীউমানন্দ ঠাকুরের গৃহ সম্বারজন, উপলপন, দীপ প্রজালন, দণ্ডবৎ নমস্কাররূপ দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনকারী ব্যক্তির প্রমাণস্বরূপ এই তাম্রপত্রিকা প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিখানি ১৩।০“ ইঞ্চি লম্বা ও ১০।০“ ইঞ্চি চওড়া।

১৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীহরগৌরীপদারবিন্দমকরন্দ- [২] সন্দোহবিগীনমনোমধুকরপ্রবর [৩] [৩] ধরশিবনীরকপরমকরণাবরুণা- [৪] লয়ন্ত ভূতবশোরাশিমণ্ডিতাশেষমেনি- [৫] নীমণ্ডলত বাসববংশাবতংশশ্রীশ্রীমত্- [৬] শিবসিংহভূপালকস্য নিদেশতঃ ভদ্রীয়- [৭] সেনাপতিবর- সকলসংসারমজলাগার- [৮] হারটেকলাশকাশকার্পাসহিওরপিণ্ডমু- [৯] কুর্কির্মণ্ডল- মণ্ডিতাশেষদিগ্দিগ- [১০] স্তরাগেন শ্রীকেশবপদপঙ্কজভূব- [১১] রেণ শ্রীমদ্বিহিংসীর- বরফুককেনন প্রাগজ্যো- [১২] ভিবপুৰপ্রত্যগ্ভারং স্বৰ্ণগনেষ্টকাদিনির্মিতং আ- [১৩] রামতো বিপকাশদধিকশতধুমিতপ্রাচীরং [১৪] বিবিশত্যাধিকদ্বিশতধুমিতপরিধাষিত- [১৫] বলকৃতমাসীত্বেদবিশিখবেদাঙ্গশশধ- [১৬] র শাকে ১৬৫৪ মার্গশীর্ষে।

১৪ (বশিষ্ঠাশ্রম)

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি নিসৌমভীমপরাক্রমপ্রবলটৈ- [২] রিবলপ্রলয়কালানলসম্মূর্ণগুণগ্রাটৈ- [৩] কধামভরভবানীপদারবিন্দমকরন্দম- [৪] ধুকরশককুলকুমুদে[মে]নুশ্রীশ্রীমজালা- [৫] জেখরসিংহনিদেবেশেনীলাবলধিমৌ- [৬] লিতদৌয়চরণচরণচক্রবর্তিকুন্দাবদান্ত- [৭] কীর্তিসমরবীরপারাবীরগভীরবিজ্ঞা- [৮] বিজ্ঞোতিতাস্তঃকরণশ্রীগোবিন্দপদার্চনে [৯] সৰ্ববর- বাহিনীপতিশ্রীমদমুজহরবা- [১০] বৃহৎকুলাশ্রয়শ্রীমতরুণহরবারুহৎকু- [১১] কণতমুজ- শ্রীমদবরখাতিধেয়সেনা X [১২] X বনিষ্ঠাবতিণাবাপরি X X X [১৩] নিকরতর্ক- নগিরসেন্দূপকাষে ১৬৮৬।

মন্তব্য—গেট সাহেব, তাঁহার রিপোর্টের ৮ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫

[১] ৬৭ স্বস্তি স্ববহরচরণচারণবৈরিবারণ- [২] দারণপক্ষানন প্রতাপতপননুপনিক- [৩] রশিরোরত্ননীতিরত্নরত্নাকরশব্দধরণ- [৪] বরষগোপনবাসবংশাবতংশ শ্রীশ্রী- [৫] মন্তবর্গ-  
নারায়ণরাজেশ্বরসিংহ-রেশ- [৬] রাণামানেশতন্ত্রমন্ত্রি প্রবর প্রাগজ্যোতিঃপু- [৭] গণেশ-  
সেনানায়কবশোজিতসুধাকরা- [৮] রাতিভিমিরমিহিরস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] নরেশ-  
সেবিবংশবিভূষণশ্রীমন্তক- [১০] গুরুবারহংসুকনো বিচিত্রচিত্রা- [১১] চললয়নব-  
গ্রহাস্তকশিবোপরি [১২] নবরত্নাখ্যমঠমিমমচ'করধোনা- [১৩] ক্লিরসেন্দুশাকে ১৬৭৪১০৥

## অনুবাদ

স্বস্তি । কন্দর্পবিনাশকারী মহাদেবের চরণের স্তুতি-পাঠক ও শঙ্করূপ হস্তীর পক্ষে যিনি  
সিংহস্বরূপ, প্রতাপে সুধাসদৃশ, নরপতিগণের মন্তকের চক্রবরূপ যে নীতিরত্ন, তাহার  
রত্নাকর অর্থাৎ অগাধ সমুদ্র, বশোজ্যোৎস্নায় চক্রেয় ভায় যিনি দিক্‌সমুদায়কে আলোকিত  
করিয়াছেন, অত্যন্ত বশস্বী, বাসববংশের শিরোরত্ন, স্বর্গের নারায়ণ শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরসিংহ  
নৃপতির, আদেশে তাহার প্রধান মন্ত্রী, প্রাগজ্যোতিষপুরের অসংখ্য সৈন্তের নেতা, বাঁহার  
বশে চক্রে পরাজিত ও শঙ্করূপ অঙ্ককারমধ্যে যিনি প্রথরকিরণশালী সুধাস্বরূপ, স্বর্গাবতার  
পর্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবায় অধিকারী যে বংশ, তাহার বলকার শ্রীযুক্ত তরুণ দুরবা  
নামে বিখ্যাত বহংসুকন, বিচিত্র-চিত্রবৃত্ত পর্কিতস্বরূপ গৃহমধ্যে নবগ্রহরূপী শিবলিঙ্গের উপর  
নবরত্ন নামক এই মঠ ১৬৭৩ শক-বৎসরে নিৰ্ম্মাণ করিলেন ।

১৬

[১] স্বস্তীশব্দকুচরণাঘ্রুজলুভূষণঃ সুভ্রামগোত্রকুমুদাবলিপূর্ণচক্রেঃ । শ্রীমম্বহীশ্রকমলেশ্বর-  
সিংহভূপো বিশ্রাণনত্রজাবিনিন্তকল্পবৃক্ষঃ [২] নৃপনিকরকিরৌটোক্ষীপ্তসজ্জত্বনামহ্যতিবসয়-  
বিরাজজ্ঞপাদাঘ্রুজাগ্রঃ । হরহিমকরকীর্তিঃ কামদোন্যামুষ্টিঃ অনন্যচরমনৌবী দণ্ডিতুঃ [৩] দেব-  
ভোবী ॥ কামরূপারিষাতেন লোকত্র স্থিরতাকৃতিং । গেছেলাখ্যার বাক্যানাদ্যাম প্রতাপ-  
বজ্রতঃ ॥ তদৈব মহৌ মনুবাধ কৃতাসৌঃ [৪] তাত্রপত্রিকাং । শ্রীবৃহত্‌হৃক্‌কণারাদাত্সলি X  
বংশজয়নে ॥ এতাবিবরণং কামরূপদেশের বড়বা ও বড়কারহ ও চৌধারি ও পুটো- [৫]  
বারি ও তালুকদার ও চাকরিয়া অগরহ সকলে ও সাবধানে জানিব সলিটকবৎসর শ্রীগেছেলা  
বড় ককনে কামরূপ [৬] গুহাটি ঘরো খলদেশের স X নিবারণ করি দেশ স্থাস্বর করা  
অগোহত শ্রীশ্রী৬০রেপ্রতাপিবজ্রত নামদি মোহতপরা [৭] হরদও চৌধারির মাটি ১১০  
পুরাবহতা মাহুহ ১২৬টা তিনপোরা সহিতে তাত্রপত্র করি দিলে আরো নাটকচাকচ্যারি-  
[৮] হল পরগণার দেহিলা তালুকর মোজে—

বগা	। জিখন	। নটবাকোং	।
৯। জিকরির মদনাকৈবর্ত	। সোনা	। দাহিয়া	।
কংসরাই কোং	। টিলাধোবা	। মবজর	।
১০। চিরাম	। অনিরাটেক	। গোরাংকং	।
মুটলাই	। বিনক্ষ	। পানী	।
১১। গোবর্দ্ধন	। ব্রজা	। হরিধন	।
কিনাকলিতা	। ৩ অবজকলিতা	। ১২৮	।
১২। ভকতদাহ	। জিখন	। পাটরা	।
চান্দরাই	। বানী	। নাথকটিখাতর	।
১৩। কাহু	। রাম	। বামরগাঞর	।
মণি	। করিঙ্গা	। বোপিতমাটি ৬০	।
১৪। হৈরাম	। ডুরিয়ারকৈবর্ত	। অবরাকলি	।
হরিধনকৈ	। রামা	। পুরানাম বরতা	।
১৫। বিহিলা	। ভগিষাকোচ	। ব্রজা	।
আপা	। কদমা	। গপরজনাত	।
১৬। টবাকোট	। সোনারবাই	। গোপাল	।
বিহিলা	। ভোগো	। বোপিতমাটি ২০	।
১৭। ঘটটইসালৈ	। পটেবাকৈ	। পোরা	।
চামরাইকং	। টেরিরা	। পুরাণ ১৩ প	।
১৮। রজনাত রোপিত ২০ পুরাশ্চত ১০০ মহলপরজনার বরিমাটি ৬ পুরাবারি ৪ পুরা সর্ক শ্চত [ ১৯ ] আবেত্রীপ্রতাপবল্লভ বড় ফুকনে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি ত্রীশ্রী কুসলবাঞ্ছি থাকিব [ ২০ ] ইহার করকটল পদপঞ্চক বেঠবেগার চোর চিনালা ধুতি মারেচা জলকর ববকার চৌকী [ ২১ ] হাটবাট কাঁট দানখুত রাজ ৬ দণ্ড ব্যতিরেক সর্ববার পরিত্যাগ হইল ইহাত [ ২২ ] কোনো জনে অতথা না করিব ইতি সন্ধ্যা ১৭২২—			

১৭

ত্রিাম

[ ১ ] ৬৭ বতি হুর্কারসংসারবিকারকারাগারনিকারনি এ [ ২ ] চণ্ডরতন ভক্রেপঙ্ক  
মহেশ্বরচরণচরণ প্রথা... [ ৩ ] ম ... ... দান স ... ন করায় ... ন মানন X রাম বা [ ৪ ]  
ম বজ্রোক ... মদ্রা সংগ্রাহ প্রা ... ... শো জড় ম ধা [ ৫ ] ধাম সমুদ্র বা ... [ ৬ ] ...  
প্র... [ ৭ ] প্রাপ্ত সমতা ... [ ৮ ] ভক্ত ... ব ... [ ৯ ] ... [ ১০ ] ... [ ১১ ] ...

কহর দক্ষ তীক্ষ্ণ ... [১০] শায়ক স ... স ... [১১] বহি বর্ন না ... [১২]  
বৃহৎ হুকনেন ... [১৩] বহে খর ...

মন্তব্য—এই শিলালিপিটি গৌহাটির কুতুম্বরের মন্দিরের। লিপিটির কোলা হরক। অধিকাংশ অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ইহা কত শতকে লিখিত হইয়াছে এবং কোন্ রাজার আমলে হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ম পৃষ্ঠায় কুতুম্বরের মন্দিরের শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৬৬৬ শকে রাজা প্রমত্তসিংহের আদেশে তরুণ ছরবা (বৃহৎ হুকন) একটি মন্দির তৈয়ারী করিয়া কুতুম্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই লিপি হইবে। এখন হরকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৮

[১] ৮৭ খৃষ্টি প্রচণ্ডকোদণ্ডকাণ্ড- [২] মদগুদণ্ডিতপ্রকাণ্ডারিমুগম- [৩] ওলীমণ্ডিত-  
তুখণ্ডাখণ্ডলপ্রবল- [৪] যশোজিতসুধাধামকামাতি- [৫] রামধামাধিপাধিকামমু- [৬]  
জামগোজামন্দসিদ্ধশশধর- [৭] পনিকরশিরোদামশ্রীশ্রীমৎ- [৮] র্গদেবরাজেশ্বরসিংহ-  
নরেশ্বর- [৯] পাং চরণপুঙ্করমধুকরমস্ত্রি- [১০] বরযশোজিতশারদশশধর- [১১] নিজ-  
বীর্ঘানির্জিতরপুনিকর- [১২] র্গনৃপবর্গদেববংশবিভূষণ- [১৩] যুক্তরূপছরবারহৎ-  
হুকনেন- [১৪] ন.গ্রহাশ্রয়াধ্যাপকরিত্তিগীবরখা- [১৫] নি বাণাক্ষরসেন্দুশকে ১৬৭৫ ॥

অনুবাদ

যমদণ্ডের ভার প্রচণ্ড ধনুর্দণ্ডে দণ্ডিত প্রবল শত্রুগণের যুগসমূহে আচ্ছন্ন ভূমণ্ডলের ইন্দ্র,  
যশের দ্বারা বিনি সুধাধামকে ও ভর করিয়াছেন, কন্দর্প-সুন্দর, অতি তেজস্বী, সুজামা-গোত্ররূপ  
অগাধ সমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র, নরপতিগণের মস্তকের মাণ্ড্যরূপ, স্বর্গের দেবতা অমুক্ত রাজেশ্বর-  
সিংহ, নরপতির অঁচরণ-পদ্মের ভূদ, প্রধান মন্ত্রী, বাহার যশঃপ্রভাবে শারদ চন্দ্র শুক্লভ এবং  
বিনি নিজ বীর্ঘ্যে শত্রু-সমূহকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই অর্গ-নরপতিগণের সেবক অমুক্ত  
তরুণ ছরবা বৃহৎ হুকন, ১৬৭৫ শকে এই গ্রহাশ্রয় নামক পুঙ্করিত্তি খনন করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব ইহার সবক্কে রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১৯

[১] ৮৭ খৃষ্টি সমস্তলোকাভোকশোকরোকবিমোক- [২] বিপ্লবজনাদিনচরণচারণ-  
চকুরচকুরদধি- [৩] মেঘলমহীমণ্ডলাখণ্ডলপ্রচণ্ডাখণ্ডপ্রতাপমার্ত্তভক্তি- [৪] ওপ্রচণ্ডারিত-  
মিল্লমণ্ডলপাণ্ডরাখণ্ডবংশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিত- [৫] ভগদত্তবিবিধবিভবিতরণবিভবিত্তানরকপ্র-  
[৬] ভাবজাতবাক্যশ্রুতিভীতিক্রমারবামনশঙ্কমল- [৭] র্গশ্রীশ্রীমতঃবর্গদেবপ্রবর্তসিংহ-  
কুণ্ডলপ্রপাদন- [৮] উপদায়বানবানধনবিশদগন্ধকররক্ত- [৯] ককৌকেরকবারক-

মহামহিমান্বিত্যনারকসমর- [১০] সীমনিসীমতীমবিক্রমনিশ্রমহর্দমদমনমমবাড়- [১১]  
 গাষণুখোপমঃ স্বর্গাবরোহাবধি স্বর্গনরেশসেবিত- [১২] শাবতংশ্রীমন্তরূপহরবারুহং  
 কুকনন্তরয়ে- [১৩] স্রুনিদেশতঃ শ্রীশ্রীজনর্দনদেবত শোভনতর- [১৪] ননিদমরচরতঃ ॥  
 রসরসরসেন্দু শীকে ১৬৬৬ ॥

### অনুবাদ

সমস্ত লোকের শোক-হুঃ-সমুদারকে যিনি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ও জনর্দনের চরণ-  
 সেবার স্রুনিপুণ, সঙ্গাপরা ধরামণ্ডলে বাহার প্রতাপ-স্বর্ষ্য প্রচণ্ড শত্রুরূপ অন্ধকারাশি বিনষ্ট  
 করিয়াছে, পাণ্ডবদিগের ভ্রায় বাহার কীর্তি, যিনি নানাবিধ রত্নরাশি বিতরণ করিয়া কলরূপ-  
 কেও ভ্রুকৃত করিয়াছেন এবং দীপ্তি দ্বারা যিনি নৃহিম্পতির নীতিকেও তুচ্ছ করিয়াছেন,  
 যে রাম, বামন প্রভৃতি অর্ণের দেবতা, ( পৃথিবীতে ) শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপাধিরাজ নরপতি,  
 তাঁহার চরণ-সেবক, বাহার সম্মানই একমাত্র ধন, যিনি বিপক্ষ-সৈন্তের বিনাশকারী, ৭৮০-  
 ধারার একান্ত অমুরক্ত, ভীমের ভ্রায় বাহার পরাক্রম ও যিনি দুর্দান্ত শত্রুগণের দমনে  
 কার্তিকেরের ভ্রায় পরাক্রমশালী, সেই স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবকবংশের  
 শিরোমণি শ্রীযুক্ত ছরবারুহংকুকন, নিজ নরেন্দ্রের আদেশানুসারে ১৬৬৬ শাকে জনর্দন দেবের  
 এই স্তম্ভের তোরণ রচনা করিলেন ।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং  
 “তোরণ” স্থানে “মন্দির” বলিয়া বলিয়াছেন ।

২০

### প্রথম পিঠ

[১] ৮৭ স্বতীজবংশোৎপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাভুজমত্তভূঃ । বিহু[দু]রভূমির্ণররত্নবজ্রাঃ  
 শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূঃ ॥ ক্ষিতিপপ- [২] টলশীবোত্তংশসরীলরত্নভ্রমরকুলবিরাজিত-  
 পাদারবিন্দঃ । সুরতন্তুবরলক্ষ্মীলক্ষ্মিপ্রাণনালীভূতহিনকিরণকীর্তিঃ কামজি- [৩] ত্কারকান্তিঃ ।  
 বরজনাশদৈশত বটসহস্রাভবালগান্ মহজান্ বদ্যহি[হী]পালো দাদয়ং পুণ্যবৃদ্ধয়ে ॥ পদ্মসারথ্য-  
 গ্রামত [৪] জ্বৎশাভুজভানবে । বরদগনেন্তি পূর্নহ গোশা ইতি ভ্রতার বৈ যিজোত্তমার  
 পৌরীশপদীভক্তিশালিনে । এতদ্বিবরণং দরবা চেশর [৫] রাজা ও চহরিয়া ও বজ্র ও  
 হালসকিরা ও সইকিরা ও বক ও গায়র সকলে ও সাবরানে জামিন শ্রীশ্রীপদমরিয়া সতুজনা  
 ৮৮৫৫৫৫ [৬] শ্রীশ্রী৮দেবনৈশ্রীযুক্তরাজমন্নি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবন দারাই জনান্ত  
 শ্রীশ্রী৮দেবপদর শিকবো হাজারবতিংডটা গোট [৭] পাইক খবি পক্ষে জামি বড় নিমিত্তে  
 শ্রীশ্রী৮দেবক পুণ্যার্থে তাম্রপত্র করি দিলে [৮] এই মাহুহর রাম গোহাঞি বিপলানি  
 শরেকর বংশ কচিয় শরেকর— [৯] হাজারক শর্কাহাচুরিয়া যিরেকখায়র বরর কৈ মিত

নন্দার করিব— [১০] লয়েক কলালহ করর বরর থিরো—। বকমর বরর মনপতি  
দানেতি হুতাই

১১। চিরাম বস্তরা ছই ডাই কং ॥ পানিমল তাং লাহন ॥ বংশাকুটিরা শরেকর  
১২। তারে ততিজা কড়কর ভাল ॥ ততিজকে পুরক ॥ জিতবল বড়ার করিব  
হুতাই বকমর বরর মনপতিদানেতি  
হুতাই

১৩। কাঁজর হাজার বতাববির ॥ খটর হাজার বারকলিতা হাজার  
১৪। শরেকর হাবিতার বরর ভুক্ততা বরির সয়েকর ॥ চপেরালিখ থাকিব  
১৫। তত্বর পুতক কঁলাপুপকা ॥ সোনাপুর গ্রামর হালোবার বরর

১৬। শেরর বরর সুরধ কেঁকেই ॥ দয়ালভং বরর দয়াল ॥ সোনারাই ইনককলিতা  
হুতাই

১৭। কলিতা হাজার ভাংকলিয়া সোনাগ্রাধ ৬ আচিরা বড়িরা হাজার  
হুতাই

মহিমাহাজার খেকেরা বরির পুরকর কুলার বরর

শ্রীশ্রীবর্ননারায়ণ দেব শ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেশ্বরপাণ্ডা ৷ বড় মনি জে চাকং টাঁবির বরর  
রত্নরহামল কোচ ॥ ১ মুহে ৩ পাইকর গামাট ৫৬

দ্বিতীয় পিঠ

[১] শ্রীশ্রী৮৮দেবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৮দেবক আশীর্বাদ করি [২]  
থাকিব ইহার কর কটন পদপঞ্চক বৈঠ বেগার চোর চিনান মুখুচি [৩] মারেচা জলকর  
জবকার চকি হাট ঘাট ফাট দানখত রাজদণ্ড [৪] ব্যতিরেক সর্ববাব পরিজ্ঞান ইহাতে  
কোন জনে অজ্ঞা [৫] না চরিব ইতি শব্দ ১৭৩৮ ॥ ১ ॥ [৬] অসৌ মহীশ্রঃ সমবাচতেদং  
কৃতান্তগির্ভাবিনরেন্দ্রবর্গিন্ ॥ [৭] মহা প্রদত্তা দ্বিজবৃত্তিরো [৮] পাল্যা ভবন্তি কৃতিভিঃ  
কৃতজৈঃ ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কুসুমের পূর্ণচন্দ্র, শ্রীকান্ত অর্থাৎ নারায়ণের চরণ-পদের মধুমত্ত ফুল, সেই  
পূর্ণভের উক্ত ভূমির উপর নীতিরূপ দ্বন্দ্বলতার কল চন্দ্রকান্তমণিবরূপ চন্দ্রকান্ত সিংহ নরপতি ॥  
বাহার রক্তবর্ণ চরণ নরপতিগণের মতকের সুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে জ্বরশ্রেণী-  
সংযোগে রক্তপদের সৌন্দর্যের দ্বার সৌন্দর্য ধারণ করিয়া থাকে এবং বাহার দানপ্রদায়ক  
করমুকের সমান, বাহার চন্দ্রসমূহ কীর্তি, বিনি লাভণ্য দ্বারা কম্পকেও পরাভিত করিরাছেন ॥  
সম্ভবা—এই ভাষ্যলিপি সবন্ধে দেউ সাহেব ভাষার রিপোর্টে কিছুই বলেন নাই ॥

ইহা চক্রকান্তসিংহদেবের শিলমুদ্র। এইরূপ আর একটি উমানন্দের পাণ্ডার নিকট পাইয়াছি।  
ইহা চারিটি সংস্কৃত শ্লোকের মিল আছে। সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে শব্দ নাই। কিন্তু আসানী  
ভাষার বেধানে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ১৭৩৮ শক লিখিত হইয়াছে।

২১

ঐরাব

[১] ৮৭ বস্তু সমস্তসামন্তচক্রচূড়ামণিরীচিম- [২] জরীমাজিরাভিতপদপন্নবকল্ল-  
দর্পদলনকলে- [৩] বরদিগদভাবাবলীকরতালাকালমকরতিভ- [৪] প্রবলপ্রতাপানলবিবিধ-  
দানসন্তানবিনিমিত্তকল্পপাদপ- [৫] জ্যোষোষোরধ্বনিতশরকুলিশসম্পাতজর্জরিতাতি- [৬]  
বরকলোবরহরহাসকৈলাশকাশসঙ্কশপরি- [৭] পাণ্ডুরাধবশঃশ্রীধর্মশ্রিত্তব্রহ্মাওতাওধ- [৮]  
শৌর্যোদ্যোদ্যমর্যাদাদানয়নিচররত্নাকরশক্রবংশাব- [৯] তংশসোদ্যোরধ্বনিতশরকুলিশসম্পাতজর্জরিতাতি- [১০]  
শিবসিংহমহীমহে- [১০] জ্ঞো[জ্ঞো]মাদেশমআজ্ঞাধীনতদীপদধ্বনিতবিন্দম- [১১] লমকরন-  
কুলিশমধুভ্রতমজ্জিগগণনাগ্রগণিতকুর্মা- [১২] রবৈরিবারপদারপণকাননমহাসেনসমান্ত [১৩]  
আদিপুত্রবাণ্যং স্বর্গাবতরণসমরগৃহীততপোদান- [১৪] জসমাগতদ্রবাকুলকমলবিনকরশ্রীমন্ত-  
[১৫] ক্রপছরবাবুহংফুকণ × দেব × × × কারছ [১৬] × মিত্তাকারাবিষ্ঠা × × এ দরবারমন্দির  
[১৭] জয় নাম দক্ষিণদ্বারমিদমিষ্টকাদিত্তিরচাক- [১৮] রদগগনভণ্ডপেণ্ড শাকে ১৬৬০।

অনুবাদ

সমস্ত প্রধান নরপতিচক্রের চূড়ামণির কিরণ-সমুদায় দ্বারা বীহার পদপন্নব কল্পিত  
ও বীহার শরীর-সৌন্দর্য্যে কল্লপ ভক্কৃত ও বিগ্গজসমূহের কর্ণাকালনের বাহু দ্বারা বীহার  
প্রবল প্রতাপানল নৃত্য করিতেছে, বীহার বহু প্রকার রত্নরাশি-দানের প্রভাবে কল্পক  
নিমিত্ত হইয়াছে, বীহার ধনুর্ভট্টকারের ঘোরতর শব্দযুক্ত বজ্রসদৃশ বাণে শক্রপক্ষের কলোবর  
জর্জরিত হইয়াছে, বীহার কাশ-কৈলাস ও হরহাসসদৃশ তত্ত্ব বশঃস্বরূপ চন্দনচ্ছটার ব্রহ্মাও বিষ্ণু-  
বিত এবং শৌর্য্য, উদ্যোদ্য, মর্যাদা-ওণে পরিবর্জিত নীতি-সমুদায়স্বরূপ রত্নরাশির সমুদ্র, শক্র-  
বংশের নিরোদ্ধরণ স্বর্গের বিনি সোমারেখর দেব, পৃথিবীর শ্রীমন্ত শিবসিংহ কিতীজ, সেই  
মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহার পাদপদ্মের মধুগানে পরিপুষ্ট এবং মন্ত্রিবর্গের গণনার অঙ্গগণ্য,  
বৈরিকরীজ-বিদ্যারণে পঞ্চানন এবং কার্ত্তিকেরতুল্য আদি-পুত্রবাণিগের স্বর্গ হইতে আসিবার  
সময় অজুগীত দান ও তপস্যার পুণ্যে জন্মিয়া যিনি ছরবাকুল-পদ্মের বিকাশক স্বর্ষ্যস্বরূপ  
হইয়াছেন, সেই ভরুণ ছরবাবুহং ফুকন ইষ্টকাদি দ্বারা দরবার-মন্দিরের অগাধ্য এই দক্ষিণ  
দ্বারে ১৬৬০ শকাব্দে রচনা করিয়াছেন।

২২

[১] বস্তু সকলকলা না [কল্যাণা] লিখিতকলেবরবিবিধবিভাবিতোতি- [২] তাত্ত্বকরণ  
[ভঃকরণ] কলিকলুবিনির্মুক্তকমনি [নী] দণ্ডপপ্রাতিরাব [৩] প্রতাপোজ্ঞ[জ্ঞ]লগদবাধি-





২৫

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি করকলিতকঠোরকোদণ্ডখণ্ডক্ষিপ্তকাণ্ডবিদীর্ণ- [২] বিপক্ষপক্ষবক্ষঃপ্রকটকপাট-  
প্রা [প্রো]দগতকধিরধরাধিষ্ণু- [৩] ভূভাগভর্ষভদ্রকানৌচরণসমর্চনৈধিতভেজঃপুণ্যকীর্তিনীতি-  
[৪] বিদম্বদৈর্ঘ্যসারমারমনোরমমূর্তিনিখিলস্বাপালকিরীট- [৫] কোটিজুটপাদপীঠবিম্ববিভবিশ্রা-  
ণনতুলিতদেবক্রম- [৬] শ্রীশ্রীমতঃস্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহসোমারপীঠ- [৭] পুরন্দরাগাম্যদেবত-  
সুচরণনলিনপরাগরাগিস্বর্গাব- [৮] রোহাষাধিস্বর্গনরেন্দ্রচরণসেবারুচিরচিরপুরপ্রসঙ্গ- [৯]  
লতরণিতরুণশ্রীযুগদাধরবৃহৎকুক্কনেন [১০] শ্রীশ্রীকামাখ্যামহাদেব্যাঃ পাশানা[বাণা]দ্বিজ-  
মঠো- [১১] র[২] নিরমায় স্বধিরসভক্কুহাংস্তশাকে ১৩৬৭

অনুবাদ

যাঁহার করযুত অতি কঠিন যে ধনুঃ, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা বিদীর্ণ যে বিপক্ষপক্ষীয়  
বক্ষঃস্থলস্বরূপ বিতীর্ণ কপাট, তাহা হইতে বিনির্গত রক্তধারায় আচ্ছাদিত ভূমিতে ভ্রমর-  
লীর চরণ-পুঞ্জায় পরিবদ্ধিত হইয়াছে তেজ যাহার, এতাদৃশ পুণ্যকীর্তি, নীতিচতুর, দৈর্ঘ্যশালী,  
কন্দর্পের স্রায় সুন্দর এবং যাহার পাদপীঠ সমস্ত নরপতিগণের কিরীটাগ্রদ্বারা সেবিত, বিনি  
নানাবিধ ধন দান করিয়া কল্পবৃক্ষের সমান হইয়াছেন, এক্রপ স্বর্গের দেবতা, সোমারপীঠের ইন্দ্র  
( মর্ত্যলোকে মহেশ্ব ) যে শ্রীযুক্ত প্রমত্ত সিংহ—তাঁহার চরণপদ্মের রেণুরঞ্জিত, স্বর্গের সোপান  
পর্যন্ত যে স্বর্গ-নরেন্দ্রের চরণ-সেবা, তাহাতে কান্তিপুঞ্জ দ্বারা অভ্যস্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে  
যে ত্রিভুবনের পদ্ম-সমুদায়, তাহার ( বিকাশক ) সূর্য্য অথবা তরুণ সূর্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বৃহৎ-  
কুক্কন কর্তৃক ১৩৬৭ শাকে শ্রীকামাখ্যা দেবীর এই পাষাণাদিময় মন্দির নির্মিত হইল।

মন্তব্য—কালিয়াবারের পাষাণময় কামাখ্যা-মন্দির। এ সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার  
রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।  
আমি ত সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা দেখিলাম না।

২৬

[১] ... ... পুরুষমধু [২] ... ... রাজীকত-  
রিন্ [৩] প ... ... সুধাকরকরকলি- [৪] ত কা ... ... বত্ শর-  
জজ্জরিতারিব- [৫] র বাসববংশাংশবংশধরধরীমণ্ডলাধ- [৬] ওলাধওপ্রতাপরাজা-  
ধিরাজশ্রীশ্রীমতঃপ্রমত্ত- [৭] সিংহস্বর্গদেবানামাজয়া তদীয়পদপয়োজম- [৮] ধুকরপ্রতাপধিন-  
করস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] রাজসেবিবংশাবতংশশ্রীযুগদাধরতরুণ- [১০] ছরবাবুহত-  
কুক্কনঃ শ্রীশ্রীধর্মমহাদেব্যা ম- [১১] ঠমিমমটাকরত্ তুরগরসরসেন্দুশাকে ১৩৬৭।

২৭

শ্রীমাম

[১] ৭৮ স্বস্তি নিখিলস্বাপালকিরীটকোটিরনি[২]রুটবিশিষ্টপাদপীঠহরগৌরীচাকচরণচারণ-  
 [৩] জ্ঞানন্দসন্দোহাখণ্ডদ্বয় ... নিচরণপারাবার- [৪] ভূষার-বিমলচন্দনস্যাবরণ  
 [৫] বৃন্দাবিন্দুবারণ [৬] কালানন্দসমুজ্জলপ্রবণপ্রতাপানলজালাজাল ... জটা-  
 [৭] লবঙ্গমণ্ডলবিতস্তমানমহাদানসম্মানবি- [৮] নিম্বিতকল্পপাদপঃ করকলিতপ- [৯]  
 [১০] অনারিতপ্রথরতরশরনিকর- [১১] জঙ্করীকৃতারাতিবরকলেবরকন্দরা- [১২]  
 [১৩] কলিকল্প ... কলেবর [১৪] বৃন্দার দূর ... শশধর  
 [১৫] [১৬] ... নারীরা [১৭] ... কর-মহামতিপ্রবরস্তদায়াদি-  
 [১৮] [১৯] ... স্বর্গাবতার ... [২০] কহলদিনকরস্তমীর [২১] বিপক্ষপক্ষ  
 [২২] ... [২৩] ... [২৪] ... [২৫] ... [২৬] ... [২৭]  
 [২৮] ... [২৯] ... [৩০] ... [৩১] ... [৩২] ... [৩৩] ... [৩৪]  
 [৩৫] ... [৩৬] ... [৩৭] ... [৩৮] ... [৩৯] ... [৪০]  
 [৪১] ... [৪২] ... [৪৩] ... [৪৪] ... [৪৫] ... [৪৬]  
 [৪৭] ... [৪৮] ... [৪৯] ... [৫০] ... [৫১] ... [৫২]  
 [৫৩] ... [৫৪] ... [৫৫] ... [৫৬] ... [৫৭] ... [৫৮]  
 [৫৯] ... [৬০] ... [৬১] ... [৬২] ... [৬৩] ... [৬৪]  
 [৬৫] ... [৬৬] ... [৬৭] ... [৬৮] ... [৬৯] ... [৭০]  
 [৭১] ... [৭২] ... [৭৩] ... [৭৪] ... [৭৫] ... [৭৬]  
 [৭৭] ... [৭৮] ... [৭৯] ... [৮০] ... [৮১] ... [৮২]  
 [৮৩] ... [৮৪] ... [৮৫] ... [৮৬] ... [৮৭] ... [৮৮]  
 [৮৯] ... [৯০] ... [৯১] ... [৯২] ... [৯৩] ... [৯৪]  
 [৯৫] ... [৯৬] ... [৯৭] ... [৯৮] ... [৯৯] ... [১০০]

২৮

[১] স্বস্তি সঙ্ক কুস- [২] লকলাকলিতকলে- [৩] বরনান্দগুণ্ডা- [৪] মবিপ্রাম-  
 [৫] প্রতাপানলতাপিত[৬]পর- [৭] ডামণিসে[৮]শে [৯] ধরশ্রীশ্রী- [১০] স্বর্গনারায়ণ-  
 [১১] দেববিসমল- [১২] মরবিজয়িন [১৩] শ্রীতলারিগোসাই [১৪] নাথিশে গোসাই ॥ বড়-  
 [১৫] কুক- [১৬] ন লায়স নিবাই ॥ বাস [১৭] বাসি না কবি শরুণি দারুণ [১৮] লেজল ॥  
 [১৯] [২০] [২১] [২২] [২৩] [২৪] [২৫] [২৬] [২৭] [২৮] [২৯] [৩০]  
 [৩১] [৩২] [৩৩] [৩৪] [৩৫] [৩৬] [৩৭] [৩৮] [৩৯] [৪০] [৪১] [৪২]  
 [৪৩] [৪৪] [৪৫] [৪৬] [৪৭] [৪৮] [৪৯] [৫০] [৫১] [৫২] [৫৩] [৫৪]  
 [৫৫] [৫৬] [৫৭] [৫৮] [৫৯] [৬০] [৬১] [৬২] [৬৩] [৬৪] [৬৫] [৬৬]  
 [৬৭] [৬৮] [৬৯] [৭০] [৭১] [৭২] [৭৩] [৭৪] [৭৫] [৭৬] [৭৭] [৭৮]  
 [৭৯] [৮০] [৮১] [৮২] [৮৩] [৮৪] [৮৫] [৮৬] [৮৭] [৮৮] [৮৯] [৯০]  
 [৯১] [৯২] [৯৩] [৯৪] [৯৫] [৯৬] [৯৭] [৯৮] [৯৯] [১০০]

স্বস্ত্য—ইহা কি, বুঝিতে পারিলাম না। গেট সংকেতের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

শ্রীগণপতি সরকার

## চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮, বুধবার, অপরাহ্ন ৫ঃ৩০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত করপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

শ্রী শ্রীচুল্লীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, মিঃ আর রকমন্ খান, শ্রীরশ্মিকান্তসার দত্ত, শ্রীকেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীকেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ষ, শ্রীযুক্তমোহন চাট্, শ্রীখগেননাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজেন চাট্ (বহরমপুর), শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন সন্দিক্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্তশীলনাথ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিবেকানন্দ সরকার, শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র বিদ্যাস বি এন্স, শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথকমল সান্দ্য, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সর্বস্ত-নির্বাচন, ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম এল মহাশয়-লিপিত “পাহাড়ী জাতির মধ্যে অর্য্য-পাদনের উপায়” নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) করি গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রাধ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মোহনীগুপ্ত), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ গণেশচন্দ্র বিজ্ঞানি (কালকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এন্স (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

সর্বসম্মতিক্রমে অত্যন্ত সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত করপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্যবিবরণ হইবার পূর্বে অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, দেশপূজ্য সাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমন জ্ঞত পরিষদের গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখেই কার্যানির্বাহক-সমিতি গঠিত নিরঙ্কুশ মর্মে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১ম প্রস্তাবে মহাশয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের কার্যানির্বাহক-সমিতি শোক-প্রকাশ করেন এবং সমিতির সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে জ্ঞাপন করেন। ২য় প্রস্তাবে সমিতির সেই দিনকার সমস্ত কার্য মৃত মহাশয়ের প্রতি লক্ষ্যে প্রদর্শনার্থ হস্তিত রাখা হয় ও পরিষদের কার্যালয় তৎপরদিন বন্ধ রাখা হয়। তৃতীয়

প্রস্তাব দ্বারা যুক্ত মহাজুরি জুজ পরিষদের শৌক প্রকাশার্থ সম্বরে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে উক্ত প্রস্তাব-গুলির প্রতিলিপি ব্যবস্থাপনায় মহাশয়ের কোঠে পুস্তকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এই সকল প্রস্তাব-সম্বন্ধিত পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপক পত্র উক্ত দিবসের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধা চুনীলাল বসু বাহাদুরের থাকরে শ্রীযুক্তদাস বাবুর কোঠে পুত্র শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তদন্তরে শ্রীযুক্ত হারান বাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও পঠিত হইল।

তৎপরে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্যনির্বাহক পঠিত করিয়া গৃহীত হইল এবং তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ প্রকৃতকর্ম সৎকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

অন্ততম সৎকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত বাজালা, সংস্কৃত ও ইংরেজি পুস্তক ও প্রকাশিত প্রাচীন পুথির উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকদির তালিকা পাঠ করিলেন। ঐরাব শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ( তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া )।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়-লিখিত "সাহায্য অগ্নির দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মহাপ্রসাদ বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, বেদে উল্লেখ আছে যে, অগ্নি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এই প্রবন্ধ হইতে সেই পোথার অস্তিত্বের প্রমাণ আছে জানা গেল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার সরসীলাল সরকার এখন চট্টগ্রাম পার্শ্বপ্রদেশের মির্জাপুরে আছেন। সেখানে সাহায্যদ্বারা কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমায় একে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাও লজ্জা আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাহাকে ধন্যবাদ দিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

মানুষ যে কোন সময়ে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের আবর্তন-কাল হইতেই সে প্রাকৃতিক উত্থাপ ও অগ্নির সহিত পরিচিত। সূর্যের আলোক ও উত্তাপ, আশ্বিনের গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাগ্নি প্রকৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা শিশু মানবের মনে বিষয় ও ভয় উৎপাদন করিত। আদি মানব এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান কর্তৃক করিত।

প্রাচীন কালের মানুষের নিকট অগ্নি উৎপাদন এতই কঠিন ছিল যে, তাহার অগ্নি হারি-

ভাবে সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিত। মিশর, গ্রীক, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কালের সমস্ত সভ্য দেশে অগ্নি-সংরক্ষণ দ্রব্য সাধনের অঙ্গভূত ছিল। পারসীকেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহারা নিজ দেশ হইতে যে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন, আজও তাহা তাঁহারা বাতুর সতিত রক্ষা করিতেছেন। আমাদের বেদগর্ভী সান্নিক ব্রাহ্মণেরা চিরদিন অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কোরিয়া দেশে আজও প্রতি গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই অগ্নি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। পারসীকেরা অগ্নির উপাসক। অগ্নি হিন্দুর একজন প্রধান দেবতা। হোমের প্রথম হাবিঃ অগ্নির প্রাণ্য। অগ্নি সাক্ষী করিয়া হিন্দুর বিবাহ হইয়া থাকে।—যুগ্মস্বীকৃতি দ্বারা অপসারী ব্যক্তির দোষ বা নির্দোষিতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। সমীকৃত-শ্রমোদগি সীতা দেবীকেও ভাগ্যদোষে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, দেবলোক হইতে অগ্নিকে চুরি করিয়া মর্ত্যে আনয়ন করা হইয়াছিল। গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রমথিয়স্ (Prometheus) প্রথমে স্বর্গলোক হইতে পৃথিবীতে অগ্নি পুরুষত্ব ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে দেবতাদের দ্বারা অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে এত উপস্থান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে প্রাচীন ঋষিগণ অগ্নি মনন (কাঠ কাঠে ঘর্ষণ) করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। “মহন” কথা হইতে “প্রমহন” এবং “প্রমহন” হইতে গ্রীকেরা “প্রমথিয়স্” দেবতার নাম স্থাপন করিয়াছেন।

ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) বাতাস আর যে-কোন প্রকারে অগ্নি উৎপাদন করা হউক না কেন, তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। যখন কাঠ, কয়লা, তেল, বাতি, গ্যাস প্রভৃতি যে-কোন পদার্থ দগ্ধ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তখন এই সকল পদার্থের মধ্যে যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে, তাহারা বাতুর অক্সিজেনের সতিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে এবং এই রাসায়নিক সাম্বলনের ফলস্বরূপ উদ্ভাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপ ও আলোক দুইটি একই শক্তি, একই কারণে দুইটির উৎপত্তি। কারণের উগ্রতার প্রত্যেক কখন একটি, কখন বা অপরটি উৎপন্ন হয়।

দেশ্যলাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে পৃথিবীর সকল জাতিই বর্ষণ বা বাত-সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিত। এখনও অনেক অদ্বিতীয় জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লৌহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে লোকে পাথরে পাথরে আঘাত অথবা শুক কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। লৌহের আবিষ্কারের পর চক্ৰমক ও লৌহখণ্ড অগ্নি উৎপাদনের জন্য সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার সরদার বাবু চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত যে প্রথার বিবরণ আমাদের কাছে জানা হইয়াছে, তাহা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের

একটি উপায়। বীশ শ্রব শক্ত, তাহার উপর খাঁজ কাটিয়া অপর এক খণ্ড বংশ সেই খাঁজের মধ্যে ক্রমাগত আঙুপিছু ঢালাইলে বর্ষণহেতু এত অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে, তৎসাহায্যে তক্ত বংশখণ্ড জলিয়া উঠে। এই প্রবন্ধটি কোতুলপ্রদ ও উপাদেয় হইয়াছে। তৎসত্ত্বে প্রবন্ধ-লেখক বিশেষভাবে ধন্যবাদার্থ।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্ত এবং শ্রীযুক্ত চুনী বাবুকে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার জন্ত ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, বেদে অরণি-মহনের উল্লেখ আছে—অরণি-মহন অর্থে কাঠে কাঠে বর্ষণ। ব্রাহ্মণগণ অগ্নি রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গৃহস্থগণ বিবাহ-সময়ে যে অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা জালিয়া রাখিতেন এবং সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া হইত। যাদুকগণও বাবজীবন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্তের কারণ।

তৎপরে বধারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সভাস্থলপে নির্বাচিত হইলেন। নির্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে অন্ততম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ১৭২ জন সভ্য নিজে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই জন্ত ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। ( তালিকা পরে দ্রষ্টব্য )।

শৌক-প্রকাশ—নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী ও পরিষদের সভ্যগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শৌক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন,—  
( ক ) গোবিন্দচন্দ্র দাস, ( খ ) অধ্যাপক হারমোহন সুখোপাধ্যায় এম্ এ ( যোরাট ), ( গ ) অধ্যাপক নিখিলনাথ বৈজ্ঞ এম্ এ ( কলিকাতা ), ( ঘ ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর ( মেদিনীপুর ), ( ঙ ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ ( কাটোয়া ), ( চ ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিজানিধি ( কলিকাতা ), ( ছ ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ ( বহরমপুর ), ( জ ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা ), ( ঝ ) কাবরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ( কলিকাতা )।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৮কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সম্বন্ধে জানাইলেন যে, বঙ্গীয় কবি চিরদিন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ত অর্থ-সংগ্রহের নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও নানা বাধার সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কবির “ও ডাই বঙ্গবাসী” ও “ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা” ইত্যাদি কবিতা ছুইটি পাঠ করিয়া এবং কবির শেষ লেখা পত্র একখানি পাঠ করিয়া বক্তা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৮গোবিন্দ দাস বাঙ্গালা দেশের উজ্জ্বল বাঙ্গালা ভাষায়—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি অসামান্য ছিল। তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কবিতাগুলি বাঙ্গালার প্রাণের কবিতা—উহাতে সংস্কৃত কিবা ইংরাজির পক্ষ নাই। তাঁহার কবিতা সকলকে তিনি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ বৈজ্ঞ এম্ এ মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—আমি বাহার স্বতির পূজা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুকম্ব হইয়াছি, তিনি হয় ত সকলের নিকট ভেদন পরিচিত ছিলেন না ; পরিচিত না হওয়াই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। অধ্যাপক নিখিলনাথ বৈজ্ঞ ভারতী দেবীর একজন মৌন সাধক ছিলেন। বাহার তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারও সকলে ভাল করিয়া জানিতেন না। বাহার তাঁহাকে না জানিতেন, তিনি তাঁহাদের চকুর অন্তরালে থাকিয়া বাণীর সেবা করিতেই ভালবাসিতেন। সেই সরল শিশুর মত সুখখানি দেখিয়া, সেই সদা হাস্যময় ভাব দেখিয়া অনুমান করা বাইত কি যে, তাঁহার অন্তরালে বহুভাবাবিৎ, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য বহু সজ্জিত হইয়া আছে ? তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভিন্ন আরও অনেকগুলি ভাষা আরও করিয়াছিলেন। ফরাসী, লাতিন, জার্মান, ইটালীয়, অষ্ট্রীয়, স্প্যানীয়, পারসী, উর্দু, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল ও গ্রীক ভাষার তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। আমার বোধ হয়, স্বর্গীয় হারিনাথ দেব পরে এত বড় বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি শুধু বহু ভাষাবিৎ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও আমাদের বিশ্ব উৎপাদন করিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি গণিত-বিভাগে কৃতবিদ্ব ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বহু ভাষাবিৎ, গণিতজ্ঞ, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। বিধাতা যদি তাঁহাকে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবার অবকাশ দিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা অনেক কেন, ভারতবর্ষের সুখোচ্ছল হইত, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁহার বিভ্রামতা পণ্ডিত-সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তিনি হগলী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আনীত হন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্ম। পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করেন—কেন, সে কথা নাই বলিলাম ;—বখন তিনি অন্তের আকাঙ্ক্ষিত সে পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। কিন্তু তিনি সে পদও কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। সেই সম্মান লইয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এত পাণ্ডিত্যের গৌরব, সেই শিশুর দ্বারা শান্ত সরল দ্বারা একটুও অভিমানের মলিন রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এত বিনয়, এত উদারতা, এত আত্ম-বিশ্বস্তি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সংসারে অনেক লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে এমন হই একজন লোক কহাচিত্ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বাহাদের নিকট আপনাকে বড়ই দুষ্ট, বড়ই ভুজ্জ বলিয়া মনে হয়। নিখিল বাবু সেই রকমের একজন লোক ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে অধিনয় খাতি হইয়া আসিত, অভিমান দূরে পলাইত, মন্তক অবনমিত হইত।



তাঁহার দানশীলতার কথা না বলিয়া আমার এই অতি সামান্য স্তুতি-নিবেদন শেষ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বেশভূষা বিষয়ে অসাধারণ অমনোযোগিতা ছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার প্রতি কমলার বিন্দুমাত্রও কৃপা আছে। তিনি বেশ-বিজ্ঞাসে কিছু ব্যয় করিতেন না, কিন্তু যেখানে দরিদ্র, নিরাশ্রয় সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইতেন, সেখানেই মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি অনেক সাহিত্যসেবীকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছেন, অনেককে অর্থ সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অনেকের পরিবার প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা এই দানের জন্ত সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত নিখিল বাবু এট দানশীলতার দ্বারা সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের বিষয়, অপর কেহই জানিত না। তিনি দানধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার দান বিজ্ঞাপনের জন্ত ছিল না, সত্য সত্যই সংকার্যে অহঙ্কারমুক্ত হইয়া অন্তের অজ্ঞাতসারে তিনি দান করিতেন।

তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরিত্রের বহু এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান সচ্চরিত্র, সাধু স্বদয়বান পুরুষ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সংসর্গে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা ই জ্ঞানেন যে, সেরূপ সরল, উদার, মহান ভাবে অপ্রাপ্ত, স্বার্থ-সম্পর্কমুক্ত, বাণকোচিত প্রফুল্লহাস্য আদ্যের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার পূর্ণা-চরিত্র স্বরণ করিয়া আজ তাঁহার জ্ঞান সাহিত্য-সেবকদিগের যে প্রজ্ঞাপূর্ণ সংকল্প, সেই সংকল্প আপনাদের সমক্ষে আমার ক্ষুদ্র শক্তির মত ভাষার উপস্থাপিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, নিখিল বাবুর সহক্ষে দাশ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু বলিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি একজন উৎকৃষ্ট দাবা খেলোয়াড় ছিলেন—দাবা খেলা শিখিবার জন্ত তিনি রুষীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন champion player ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবেদী মহাশয় তাঁহার সহক্ষে বলেন যে, লোকটা এল—কাজ খুঁজে পেল না। তিনি জীবিত থাকিলে দেশের অনেক কাজ করিয়া বাইতে পারিতেন। বাল্যকালে, মণীশুর ও কলিকাতার রিপন কলেজেও তিনি অধ্যাপকের পদ লইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ঐমত মহাশয় অত্যন্ত বিজ্ঞান জ্ঞান চিত্তবিকার বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন। তিনি সাধারণের সহিত বাক্যালাপকালে, অত্যন্ত হসিয়ার হইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার হৃদয় হিমালয়ের জায় মহৎ ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দাবা খেলা সংগ্রহে তাঁহার সন্নিহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি Chess Association-এর স্থাপনিতা ছিলেন। এই সভার জন্ত তিনি ৭৮ শত টাকার নানা ভাষার পুস্তক নানা দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নানা সংকল্পের জায় বিবিধ বর্ণ-

সম্প্রদায়ের অঙ্গীকারকে সাহায্য করিতেন। যিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি Life Member ছিলেন। নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে দানে তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিতেন না। নাম না দিয়া তিনি পূণ্যকাজ করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৮নিখিল বাবুর সম্পর্কে দুই বার আশীর্বাদ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত হেট স্কলারশিপের প্রার্থী হইয়া বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। তিনি-সংস্কৃত কি পড়িয়াছেন, জানিতে চাহিলে, তিনি যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কারণে তাঁহার বিলাত যাত্রা ঘটে নাই। পুনরায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাইতে পারেন কি না, তাহার জন্য তাঁহার নিকট একবার আসেন। কিছু দিন পরে জানিতে পারা গেল যে, উক্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদরে আশ্বাস করিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৮উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ও উক্ত অঙ্গের প্রাকুরেই ছিলেন। ৮নিখিলবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুতে মগাহত হইয়াছেন।

ঐযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, মৃত্যুকালে ৮নিখিলবাবুর বয়স ৩৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

তৎপরে ঐযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত মনমথমোহন বহু মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, ৮নিখিলবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাঁহার পরলোকগমনে পরিষদের সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৮রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুরের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; ইংরাজি জানিতেন না। তাঁহার এক লক্ষ টাকা আয় ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যা রাজ্যে মৃত্যু হইলে অল্প ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত রাজপদ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রহরাজ উপাধি হয়। তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি টোল করিয়া নিজে বেদান্ত ও কাব্য শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন গোড়া হিন্দু ছিলেন। মণ্টেও ক্রীম সম্বন্ধে Orthodox Communityএর পক্ষ হইতে তিনি সাক্ষ্য দেন। তিনি বহু সাহিত্য-সেবীকে সাহায্য করিতেন। গবর্নমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৮জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুর ঠাই পা ছিল না—তাহা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাটোয়ার 'প্রবন্ধ' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন এবং স্থানীয় বহু কার্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। পরিষদের কালীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির তিনিই অন্ততম প্রবর্তক ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ জন্য প্রায় এক লক্ষ ইষ্টক প্রদত্ত করিয়া গিয়াছেন। হৃৎধের বিষয়, তিনি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ-কার্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দ্বার্স ওল্ড মহাশয় বলিলেন যে, ৮৮৭-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তিন বৎসরকাল পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি উদ্ভাদের মত হইয়া পড়ার পরিষদের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত পরিষদের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। এত পরিশ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ। তিনি পরিষৎপত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদে অধিবিভাগ সম্বন্ধে ভ্রাস্ত্রাঙ্গল কলেজে—পরিষদের এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছে। তৎপরে হর্নেল সাহেব Hindu Osteology সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ৮৮৭-নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। অতঃপর তিনি ৮৮৭-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিভূতি পরিষৎ-সম্মিলনে স্থাপন জন্ত কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে অমুদ্রোধ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ৮৮৭-নারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম পরিষদের অধিবেশনে Scientific Experiment দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া যেন। ‘ছোট চান্দর’ প্রবন্ধ এইরূপ Experiment দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের আর-ব্যয়-বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিয়াও চারি দিকে নজর রাখিতেন। তিনি কথাবার্তার ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন না। প্রথম সাহিত্য-সন্মিলনে—কাসিমবাজারে বাইবার পথে ট্রেনে প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে বাক্যের সহিত ইংরাজি কথা বলার কিছু পরসী জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুথির প্রতি তাঁহার বিশেষ চুটি ছিল। পরিষৎকে অনেক গ্রন্থ তিনি দান করিয়াছিলেন। তিনি গরীব রোগীকে বিনা পরসায় চিকিৎসা করিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে ৮৮৭-নারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত তিনি বহু দিন একযোগে পরিষদে কাজ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং হিসাব সম্বন্ধে খুব কড়া লোক ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৮৮৭-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন নাট্যকার ছিলেন। চরিত্র-চিত্রণে তিনি নিপুণ ছিলেন। ইংরাজি মূল গ্রন্থ হইতে বাংলা ভাষায় নাটক লিখিতেন—কিন্তু তাঁহার নাটকে ইংরাজি ভাব প্রকাশ হয় নাই—বাংলা ভাবেই নাটক লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের গবর্নমেন্ট উকীল ৮৮৭-ধাকামোহন সেন এম এ, বি এল, নীরাট কলেজের অধ্যাপক ৮৮৭-মোহন মুখোপাধ্যায় এম এ ও পরিষদের প্রাচীন সভ্য কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কিছু কিছু বিবরণ দিলেন।

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাহর সভাপতি মহাশয়কে স্বত্ববাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এট প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীচুনীলাল বসু

সহকারী সম্পাদক।

সভাপতি।

### পরিশিষ্ট—উপস্থিত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১ মোহিনী বিজ্ঞ। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু ২ জানবিবি। শ্রীরামেশ্বর দে ৩ পূর্ণযোগ। শ্রীকবীকেশ দত্ত ৪ পত্নীলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। ৫ সভাপথ বা সভানায়গণের ব্রতকথা। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ৬ উগ্রক্ষত্রিয়-পরিচয়। শ্রীস্বামী যোগবিমল ৭ ঠাকুরের কথা। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্মা ৮ শোণিতাজ্জাল। সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল ৯ কনোজকুমারী। শ্রীশশিভূষণ বসু ১০ ভক্ত-চরিতমালা। Agricultural Adviser Government of India ১১ মৌমাছি-পালন। Officer-in-charge, Bengal Sect Book Depot. ১২ ভারত-পরিদর্শন। শ্রীগঙ্গীধরজ সাহা ১৩ চন্দ্রশেখর উপজাস। ১৪ ভারতীয় শাসন প্রবন্ধ সংকলিত সুধারোঁকা আবেদন-পত্র।

Secretary, Smithsonian Institution :— (1) Meliaceae Centrali-Ameri-  
canae Et Panamenses. (2) Descriptions of Two New Birds From Haiti.  
(3) Recent Discoveries Attributed to Early Man in America. Officer-in-  
Charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (4) Supplement of the Progress  
of Education in Bengal 1912-13, to 1916-17. (5) Report on Emigration from  
the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917. (6) Triennial  
Report on the Lunatic Asylums in Bengal, for the years 1915, 1916 and  
1917. (7) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens  
in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18.  
(8) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta  
and its Suburbs for the year 1917. (9) Administration Report on the  
Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. (10) Report on the  
Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal  
for the year 1917. (11) Report on the Third Wage Census of Bengal  
taken in December, 1916. Officer in-Charge, Bengal Secretariat Book  
Depot. (12) Statistical Returns with a Brief Note of the Registration  
Department in Bengal, 1917. (13) Fifty-sixth Annual Report of the  
Govt. Cinchona Plantation and Factory in Bengal for the year 1917-18.

- (14) Report on 'Sanitation in Bengal for the year 1917. (15) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccinations in Bengal for the year 1917-18. (16) Report on Police Administration in the Bengal Presidency, 1917. (17) Report on the Administration of the Salt-Department in Bengal, during the year 1917-18. (18) Bengal District Gazetteers—Malda, 1818. (19) Bengal Gazetteer—Backerganj, 1918. (20) Report of the Agricultural Depot, Bengal, 1917-18. (21) Chief Inspector of Explosives in India. (22) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India Being the Annual Report for the year ending 31st March 1918. Director, Geological Survey of India. (23) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Director, Geological Survey of India. (24) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX, Part I, 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (25) Annual Report of the Archaeological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1917-18. Under Secy. to the Govt. of Bengal, Appointment Dept. (26) Report of Indian Constitutional Reforms (2 Copies). Director General of Observatories. (27) Report on the Administration of the Meteorological Department of Govt. of India in 1917-18. Registrar, Calcutta University. (28) Do. Part I 1917. বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (29) The Milk Supply of Calcutta, Its Hygienic, Commercial and Social Aspects. (30) Some Practical Hints to Improve the Dietary of the Bengalis. Supdt. Archaeological Survey of India, Frontier Circle. (31) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle 1917-18. Curator, Govt. Book Depot, Burma. (32) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (33) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad. (34) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts Purchased by order of Govt. and Deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1916-17. Director General of Archaeology in India. (35) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1915-16. Supdt. Govt. Printing India. (36) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April 1918. (37) Do—Do May, 1918. (38) Do—Do June, 1918. (39) Statistical Tables showing for each of the years 1901-02. to 1916-17 the Estimated Value of the Imports & Exports of India at the Prices Prevailing in 1899-1900 to 1901-02 with an Introductory Memorandum. Supdt. Govt. Printing, India. (40) Proceedings of the All India Conference of Librarians,

held at Lahore, 4th, 8th January 1918. (41) Patent Office Journal April to June 1918. (42) A Guide to Taxila. (43) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1917. (44) The Astronomical Observatories of Jai Singh. (45) Patent Office Journal, July to September 1918. (46) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1918. Secy. Indian Science Association. (47) Copper in Ancient India. Supdt. Govt. Press Madras. (48) Sanskrit Manuscripts in the Govt Oriental Manuscripts Library, Madras vol. XXIX, 1918. (49) Do. vol. XXIII, 1918. (50) Annual Report on Epigraphy for 1917-18. Manager, Govt. Monotype Press, Simla. (51) Annual Return of Statistics Relating to Forest Administration in British India for the year 1916-17. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (52) Report of the Vivekananda Society for the year 1917.

### উপস্থিত পুথির তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গণেশনাথ ব্রহ্মচারী, ১ গীতগোবিন্দ, ২ কেশবমঙ্গল, ৩ বৈষ্ণব-বিধান, ৪ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫ রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬ মহাভারত, আদ্যপর্ব, ৭ ঐ, শান্তি-পর্ব, ৮ কাণিক্যপূরণ, ৯ কামাখ্যাওস্ত, ১০ কুলালবতন্ত্র, ১১ আচার-চন্দ্রাবলি, ১২ উগ্রভার-সহস্রনাম, ১৩ প্রহরবিনোদ, ১৪ জ্যোতিষমার, ১৫ সংস্কৃতামৃতাবলী, ১৬ সমরপ্রদীপ, ১৭ জাতদীপক, ১৮ চৈতন্ত-চন্দ্রামৃত, ১৯ তত্ত্ববাসুতসিদ্ধিবিন্দু, ২০ পদ্মপূরণ, ২১ শুকগীতা। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাগদ চট্টোপাধ্যায়—২২ আশ্বত্থাঙ্কজ্ঞান।

### প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার, বি এ, বি টি, জামালপুর, যৈমনসিংহ। প্রঃ—শ্রীকীর্তীজনাথ ঠাকুর, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—প্রভাতরঞ্জন সিং, সেন্সেজলিন, ২২ ট্যাংরা রোড। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীজ্যোতেশ দত্ত, আড়ংপাড়া, সাগরদাঁড়ি পোঃ, বশোহর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীগিরীজনাথ বোষ, ৩৫/১ হরি বোষ স্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ বোষ, ৩৫/১ হরিবোষ স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীগণেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, সদস্য—শ্রীশরৎচন্দ্র ভাট্টা, ১৮ গড়পাড়া রোড। শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র বি এ, এটর্নী, ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীললিতচন্দ্র দাস সরকার, ১০ এ ললিত সরকার স্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীআবুতোব রায়, উকীল, বর্ডমান। শ্রীবামিনীকৃষ্ণ খণ্ডাইত, ঐ। শ্রীরাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ঐ। শ্রীনারায়ণপ্রসাদ উকীল, ঐ। শ্রীভারপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত কুন্ডার, ঐ। শ্রীবনভায় বসু,

ঐ। শ্রীহর্গদাস নন্দী, ঐ। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র, ঐ।  
 শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনিলাক্ষ দাস, ঐ। মোলবী গোলাম মাইউদ্দিন, ঐ।  
 মোলবী বহরে আলম, ঐ। গোলাম মুর্জা, ঐ। মোলবী আবদুল খালেক, ঐ। মোলবী  
 আবদার গণি, ঐ। মোলবী আজিজুর রহমান, ঐ। মোলবী নসিরুদ্দিন আহমদ, ঐ। মোলবী  
 মোহাম্মদ ইয়াকুব, ঐ। শ্রীধামিনীরঞ্জন সেন, ঐ। শ্রীস্বর্জেন্দ্রকুমার রায়, ঐ। শ্রীরাধালচন্দ্র  
 দাস, ঐ। শ্রীকালচাঁদ মজুমদার, ঐ। শ্রীদাদবেন্দ্রনাথ সাজা, ঐ। শ্রীমণীজনাথ চৌধুরী,  
 ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীশ্রামহন্দর চৌধুরী, ঐ। শ্রীপারীমোহন চৌধুরী,  
 ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীআবুতোষ চৌধুরী, ঐ। শ্রীকরণাম্বর নাগ, ঐ।  
 শ্রীসন্তকুমার কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশ্রীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীমনোহর সামন্ত, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ  
 শিকদার, ঐ। শ্রীকানাইলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র সূই, ঐ। শ্রীবিনোদলাল ঘোষ,  
 ঐ। শ্রীহুনাথ হাজরা, ঐ। শ্রীভবানীপ্রসাদ নন্দী, ঐ। শ্রীস্বর্জেন্দ্রনাথ নন্দী, ঐ।  
 শ্রীরমেশচন্দ্র হাটী, ঐ। শ্রীশিবচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার  
 রায়, ঐ। শ্রীকুলদানন্দ রায়, ঐ। শ্রীনিহানন্দ রায়, ঐ। শ্রীস্বর্জেন্দ্রনাথ রায়, ঐ।  
 শ্রীভোলানাথ রায়, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীগৌরপদ রায়, ঐ। শ্রীস্বর্জেন্দ্রনাথ  
 সরকার, ঐ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরকার, ঐ। শ্রীকানননাথ বসু, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু,  
 ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বসু, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, ঐ।  
 শ্রীকৃষ্ণাবনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমণেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্র-  
 নাথ ঘোষাল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য, ঐ। শ্রীদিবাকর  
 ভট্টাচার্য, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপ্রসাদ আচা, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রমোহন  
 চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ।  
 শ্রীনিলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগিরীজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,  
 ঐ। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভগবতী মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায়,  
 ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ  
 মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ।  
 শ্রীভারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশরৎকির মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ  
 মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ।  
 শ্রীকৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,  
 ঐ। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীস্বর্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-  
 পাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ  
 বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ।  
 শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
 ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল হাটী রায় বাহাদুর, ঐ। শ্রীকৃষ্ণকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগদবর

হাজরা, মোক্তার, বর্দ্ধমান। শ্রীরাজেন্দ্রলাল হাজরা, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীপ্রসন্ন-  
কুমার সরকার, ঐ। শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅক্ষয়কুমার  
মিত্র, ঐ। শ্রীনিকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীহরীকেশ চট্টো-  
পাধ্যায়, ঐ। শ্রীভবানীদাস মজুমদার, ঐ। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ  
মজুমদার, ঐ। শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহরিদাস ভট্ট, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ।  
শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, ঐ। শ্রীজয়গোপাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঐ।  
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসত্যকিরণ তট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীআশুতোষ মণ্ডা, ঐ। শ্রীবামন-  
দাস ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘটক, ঐ। মুন্সী মোহাম্মদ আশ্রিম, ঐ। মুন্সী হুরুল  
হাকিম, ঐ। মুন্সী খলিলুর রহমান, ঐ। মুন্সী সৈয়দ রহাত আলী, ঐ। মুন্সী গোলাম  
কাইউম, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। শ্রীঅরুণাচল  
চক্রবর্তী, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীমুখ্যনাথ বসু, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ।  
শ্রীমুনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামগতি রায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র  
রায়, ঐ। শ্রীসত্যকবি সা, ঐ। শ্রীসকানন পাল, ঐ। শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅতরপদ  
চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাজিরা, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র  
মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র আদিভা, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবেণ্ডনাথ রায়,  
ঐ। শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীজগৎপতি ভট্টাচার্য্য,  
ঐ। শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ। শ্রীমহিমচন্দ্র  
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র কুন্ডার, ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর দী,  
ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীরাধালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ।  
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ষণ্ডাইত, ঐ। প্রঃ—আবদুল কারিম, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্র-  
মোহন বিশ্বাস এল, টি, পোঃ রাজামাটা, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী,  
সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মোজাফ্ফার আক্কেদ, ৩ গুন্ডাঘর লেন। প্রস্তাবক—  
শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, টুনিং কলেজ, মোরাদপুর,  
পাটনা। শ্রীশক্তিধর সিংহ এম্ এ, বি এল, উকীল, মিউজী। প্রস্তাবক—শ্রীরামকুমার  
চক্রবর্তী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র, বাহুড়াবাগান রো।  
প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ  
চট্টোপাধ্যায়, ৬০ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅনরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন  
রায়, সদস্য—শ্রীমীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড। প্রস্তাবক—  
শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যধর চক্রবর্তী, ৭ কাঁটাপুহুর লেন।  
শ্রীহরকুমার চক্রবর্তী, ৭ কাঁটাপুহুর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—  
ঐ, সদস্য—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সাউথ সুবার্বন কলেজ, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—  
শ্রীমুখ্যমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল, ৩৬ আশুতোষ



দেব লেন,। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বসু, সদস্য—শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ২২ লক্ষী দত্ত লেন। শ্রীমৃণালকান্ত বসু এম্ এ, বি এল, ৭৫সি, রামকান্ত বসু ব্রীট, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রীট।

## পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৫শে অগ্রহায়ণ : ৩২৫, ১১ই ডিসেম্বর ১৯১৮, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা।

### উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ; পি এচ্ ডি ( সভাপতি )

শ্রীমদ্বন্দ্বমোহন বসু এম্ এ, শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীম্বরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদান্ত, শ্রীবলসুন্দরজ্ঞান রায় বিদ্যভূষণ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, কবিরাজ শ্রীমৃত্যুগোপাল বিজ্ঞানভূষণ, পণ্ডিত শ্রীঅক্ষয়-কুমার শাস্ত্রী, শ্রীশ্রামাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, কবিরাজ শ্রীষতীন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীকেশবরনাথ কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসত্যচরণ লাহা, শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীম্বরেন্দ্রনাথ রায় কবিভূষণ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারচরণ চক্রবর্তী, শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এম্ কে, বসু, শ্রীশিবচন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযশোব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগঙ্গাচরণ সাহা, শ্রীদ্বৈধরচন্দ্র সাহা, শ্রীপ্যারী-মোহন খাঁ, শ্রীবিক্রমবাহারী ঘোষাই, শ্রীশ্ররচন্দ্র দেব মৈত্র, শ্রীশ্রামাচরণ মৈত্র, শ্রীবলাইচাঁদ সাহা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, পণ্ডিত শ্রীভুবনমোহন সান্ন্যাতীর্থ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅতুল-চন্দ্র দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঢোল, শ্রীমোজাম্মেল হক কাব্যকর্ষ, শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক কে কালকোণি, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

কিরণচন্দ্র দত্ত ।

} সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্যনির্বাচন, ৩। লুপ্ত ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। বক্তৃতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশব-নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক “অন্তর্বায় বা শারীরিক সমীচরণ” সম্বন্ধে বক্তৃতা, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত কেশবনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক বস্তির উপযোগী বস্ত্রাদি প্রদর্শন, ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণের অস্থগৃহীতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদন-

মোহন বহু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও উপস্থিত সকলের অনুমোদনে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সভাপতিজ্ঞ বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখের বাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ লিখিত না হইয়া উঠায় উহা পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারদাতাগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করিলেন ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ( তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৩। নিম্নলিখিত কয়েকটি নাম প্রস্তাবিত ও যথারীতি সমর্থিত হইলে ঐ ঐ নামের ভদ্র মহোদয়গণ পরিষদের সমস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন। ( তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় অন্তর্বাযু বা শারীরিক সমীরণ নামক বক্তৃতা আবৃত্তি করিলেন। আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতির পূর্বে পণ্ডিত মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা করিয়া সাধারণ-বোধগম্য ভাষায় আয়ুর্বেদোক্ত বায়ু, তাহার বিভিন্ন নাম ও জীবদেহে তাহার নানা কার্য ও স্থান ইত্যাদি বিষয় প্রোঞ্চল ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। উক্ত ভূমিকার প্রধান বিষয় এই যে, শুভকালে দেশে নব জাগরণ সমুদিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপাদান স্বদেশ-প্ৰীতি—এই স্বদেশ-প্ৰীতি নানা দিকে অগ্রসর—সমাজনীতি, রাজনীতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ হিতসাধনে প্রকাশিত হইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে এই নবজাগরণের, এই স্বদেশ-প্ৰীতির প্রথমোদয়ে দেখা দিয়াছে—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, সংস্কৃত মহামণ্ডল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও উত্তোলন চলিতেছে—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মোচাধারগণ ও স্বায় স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে, প্রচার ইত্যাদির দ্বারা তাগাদের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বড়ই আশার কথা, বড়ই আনন্দের কথা, এই ভাব-মন্ডাকিনীর ধারায় স্রাত হইয়া আমাদের ভারত-মাতা আবার তাঁহার লুপ্ত শ্রী ধারণ করিয়া জগন্মাতা হইবেন। এই নবজাগরণে আমাদের অতি আনন্দের আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রও নূতন উজ্জ্বেল অংশুশীলিত হইয়া তাহার পূর্বাগোরব সুপ্রতিষ্ঠ করিবে। এই প্রাগ্ভাব—এই আশার বাণী শুনিয়া ভাগীরথীর পুনরাগমন অবশ্যজ্ঞাবী বোধ হইতেছে। দেশে শঙ্করানির আবশ্যক—ঐ ভাব-ধারাকে সমন্বরে আহ্বান করা আবশ্যক। তাঁহার শেষ কথা—“স্বদেশে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে ভয়াবহঃ”।

হই বক্তব্যান্তী এই বক্তৃতাকালে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিষয়টিকে সাধারণ-রোম্যা করিবার জন্য নানা মানচিত্রাদি ও বঙ্গাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলকেই মনোমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বহু মহাশয় এই বক্তৃতা শুনিয়া প্রথমে কাব্যতীর্থ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং এই উপলক্ষে বলিলেন যে, তাঁহার

বিশেষ অমুরোধ যে, তিনি অস্ত্রান্ত প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলির উপর কটাক্ষপাত না করিয়া, তাহাদের গুণগুলি গ্রহণ করেন এবং একযোগে কার্য্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথটি নির্দেশ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত যন্ত্রগুলির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইবে যে, তিনি অস্ত্রান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলির উপর অমনোযোগী হইলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম-লব্ধ এই প্রবন্ধ বা বক্তৃতা পাঠের অন্ত পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ করেন এবং বলেন যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশের নানা ক্ষেত্রের নবজাগরণের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার প্রিয়তম শাস্ত্র অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদের দিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া আজ এই বাণী প্রতিষ্ঠানে দণ্ডায়মান—তাঁহা সকল করিতে হইলে তাঁহাকে ও তাঁহার জ্ঞায় স্বধী আয়ুর্বেদ অমূল্যলব্ধকারী পণ্ডিতগণকে এই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সম্যক প্রচার ও প্রসারের জন্য ঋষি-জনোচিত ত্যাগের সহিত এই ভাবে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ভাষায় এইরূপ বহু চিত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া ইহার মহিমা কীর্তন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে এবং এই শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদির জন্য গাছ-পাচড়া, লতা-শুল্ক প্রভৃতি নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া দেশে আজ্ঞাইয়া লইতে হইবে—নিজেরা ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সাফল্যের দিকে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে, তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

শেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের আজকার সভা একটি বড় সভা। প্রায় ২৫০ ঘণ্টাকাল আমরা চিত্রার্পিতের জ্ঞায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তৃতা শুনিয়া ও যন্ত্রাদি দেখিয়া বহু উপকার পাইলাম—সেই জন্য বক্তা মহাশয়কে আমি বহু ধন্যবাদ দিতেছি।

তিনি আয়ুর্বেদের একজন একনিষ্ঠ সাধক হইলেও প্রাচীন ও বর্তমানের সামঞ্জস্য করিয়া নানা চিত্রাদি ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতাটিকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা ঠিক বটে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা অন্তর্মুখ, অন্তর্দর্শন ও যোগাদি সাহায্যে, রহু তথ্য ঋষির আবিষ্কার করিতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-শাস্ত্রের ইহা একটি বিশিষ্টতা, হিন্দুরা যোগবলে তমঃ ও রজঃ নাশ করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লাভ করিতে চায়। তবে তাঁহার প্রতিপত্তি বিষয়ের অবতারণার জন্য দেশের পূর্বে প্রচলিত অমূল্য ও যন্ত্রাংশগুলির প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, আমার বোধ হয়, নিজ আলোচ্য শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য যাত্র। বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির কথা ইংরাজ ডাক্তারেরা স্বীকার করেন না, তাহাতে কি এল গেল, আমরা যাহাতে তাহাদের এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারি এবং নুতন নুতন আবিষ্কার দ্বারা আয়ুর্বেদকে আরও জনসাধারণের শ্রদ্ধার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহাই

করা উচিত : এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, ইহার আর উন্নতি নাই। শেষে শ্রীবৃদ্ধ মন্থনমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিলে, রাতি ৯টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি।

### পরিশিষ্ট—উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, ১ শ্রীমন্ত বা বিপ্লু-তারিণী ব্রতকথা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২ রীতি।

Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot. 1. Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa; for the year ending 31st March 1918. Under Secretary, Govt. of Bengal, P. W. D. 2. The Annual Progress Report of the Superintendent, Mahomedan and British Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1918.

### প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া।

## ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

### উপস্থিতি—

শ্রীবৃদ্ধ রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীবাগীনাথ নন্দী, পণ্ডিত শ্রীগীর্ণতি কাব্যতীর্থ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল, মোলবী এম্ এ রসিদ, মোলবী আবদুর রহিম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সেখ হাবিবুর রহমান মণ্ডল, শ্রীপিবিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচরিত্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীজ্ঞানচন্দ্রণ ডাটাচার্য্য, শ্রীসশীক্লেশ্বর নন্দী শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিবেকানন্দ সরকার, শ্রীকালীকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীচাক্রানন্দ ঘোষ, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমণিমাধব দে, এম্ এ, কে, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅধিনীকুমার মজুমদার, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবজ্রত, শ্রীধুহনন পাল, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিন্দ্র সিংহ, শ্রীতাপ্তসঙ্গ ভট্টাচার্য, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্ত-নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের ‘মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস’ নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাগীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ নকল হইয়া উঠে নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত নামগুলি ঘণারাদি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে ঐ ঐ ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নিষ্পাচিত হইলেন। (নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত তালিকাভুক্তীয় পুস্তক ও পুস্তকপ্রদাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। অগ্রতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার “বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রথমে মোলভী আকর রহিম মহাশয় বলিলেন,— প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। ছুই এক স্থলে ছুই একটি অবাস্তব আলোচনা হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে আমরা একবার দেখিলে ভাল হয়।

মোলভী মোজাম্মেল হক মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা একটি বহু দিনের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই ইতিহাসের চর্চা করা মুসলমান সাহিত্যিক মাত্রেই অবশ্যক। শুধু মুসলমান সমাজের তরফ হইতে নহে, বঙ্গ-সাহিত্যসেবী-মাত্রেই পক্ষ হইতে আমি সেই অভাব পূরণের জন্য ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ করিতেছি। কয়েকটি সংবাদপত্রের নামোল্লেখ হয় নাই; যেমন মুনসী মইজ-দীন-প্রকাশিত “প্রচারক”, বরিশাল হইতে প্রকাশিত “বারত-মুহুৎ” ও “Moslem Chronicle” ইত্যাদি। প্রবন্ধ প্রকাশের সময় আর একবার তত্ত্বসন্ধান করিয়া গইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত আশু ল রসিদ সাহেব প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমি এই বিষয়ে অনতিজ্ঞ; তবে জানিতে ইচ্ছা আছে। প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানা যায়। বহু পরিশ্রমে, সাহিত্যের একটি বিভাগে ইতিহাস সংগ্রহের জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। একটি আছে, থাকিতে পারে—কারণ, এই বিষয়ে ইহাই এখন প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে

অনেকেই ইহার সাহায্য করিতে পারিবেন এবং এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া কালে ইহা এক বিশিষ্ট ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অল্পতম সহকারী সম্পাদক বঙ্কুর ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় পরিষদেরই একটি কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন; তজ্জন্ত আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের অকৃত্রিম সত্ব ও একনিষ্ঠ চেষ্টায় ৮বোমবেশ মুতকী মহাশয়ের প্রযোজনায় তিন এই অতি প্রয়োজনীয় ঐতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া একটি যথার্থ অভাব পূরণ করতঃ ইতিহাস-সাহিত্য পুষ্ট করিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে মুন্সী আল কাসিম সাহিত্যাবলম্বী মহাশয় অজ্ঞাত পুথির বিবরণের সহিত মুসলমান-লিখিত বহু বাঙ্গালা পুথির বিবরণ সংগ্রহ করণে বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সহযোগী ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় ৮৮খান মুসলমান পত্রের ইতিহাসের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা ও মুসলমান-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ৩৯৪০ খান পত্র লিখিয়াও মহাকৃত্যুত পাওয়া দূরে থাক, সময়ে সময়ে কোন উত্তরই পান নাই। সুখেও বিষয়, এই বিষয়ে তাঁহাকে আর আদিক আক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ, এত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইহার ত্রুটিবচুতির কথা ও দোষ-গুণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু তথ্য আবিস্কৃত হইবে এবং তাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শেষে শ্রীযুক্ত বসন্তকেন্দ্র রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি বাঙ্গালা পুথি নাড়াচাড়া করি; দুই চারখানি মুসলমানী পুথিরও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সোভাগ্য ও সুযোগ ঘটয়া উঠে নাই। ডাক্তার সাহেবের সুলিখিত প্রবন্ধে আমরা অনেক নতুন কথা জানিতে পারিলাম। তজ্জন্ত আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাখাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বহু পরিশ্রম, বহু অক্লান্ত্যে এই প্রবন্ধ সম্বলিত হইয়াছে; তজ্জন্ত সর্ব্বাগ্রে এই প্রবন্ধ-লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের যেমন চেষ্টা, সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টাও তেমন। এই ৮৮ খানি সংবাদপত্রের ইতিহাস-সংগ্রহে—যদিও কয়েকখানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে, অনেক সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। প্রবন্ধ-লেখক আর এগুলি ভাল কাজ করিয়াছেন, এই সঙ্গে তিন সংবাদপত্রগুলির নীতি বা Policyর ইতিহাসও কিছু কিছু দিয়াছেন; উহাতে সমসাময়িক মুসলমান সমাজের ভাবের ইতিহাস প্রথিত হইয়াছে—এহটা আমি একটা প্রধান আবশ্যক মনে করি। নানা ভাষায় প্রচারিত মুসলমানী সংবাদপত্রের কথাও তিন কিছু কিছু উল্লেখ করলে মন্দ হইত না। কিন্তু তিন পূর্বেই বলিয়াছেন যে, তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নহে। তবে যে তিনি এ বিষয়ের প্রথম উত্তোক্তা, সে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, তিনি বহু সম্মান পাইবার যোগ্য।

পুনরায় আমি ডাঃ সিদ্ধিকী মহাশয়কে তাঁহার এই বহু অমূল্যমান-লব্ধ গ্রন্থের জন্ত ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে গ্রন্থ-সংগ্রহকর্তা ডাঃ সিদ্ধিকী মহাশয় বলিলেন,— বঙ্গীয় মুসলমান-সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের ছই একটা নাম বাদ আছে, তাহা অবশ্য ক্রটি মনে করি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার নোট-বহিধানির ছই তিনটি পাতা নষ্ট হইয়া যাওয়ার এট প্রকার ক্রটি ঘটিয়াছে। এ ক্রটি পরে সংশোধন করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উর্দু ও ফার্সী পত্রিকাগুলির নামই আমি উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকাগুলির নাম আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিভাগ করিয়াছি। যে তালিকা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কীর্তির তালিকা।

শেষে অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ দ্রঃখিত অন্তঃকরণে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, ময়মনসিংহ জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ভারতভ্রমণ-লেখক, নানা সংকল্পের অমুষ্ঠাতা, শীকার-দক্ষ জমিদার পরগীকান্ত লাহড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ও কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ও, এম্, অচ্যুতরাও মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দ্রঃখিত এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইহাদের আত্মীয় জন-গণের প্রতিনিধিকে শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং হীরেন্দ্র বাবু কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না, ১৭ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভাট্টা, ১৮ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্ধিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, সাবডিভিসন্ডাল অফিসার, বসীরহাট।

উপস্থিত গুরুত্ব-তালিকা—

উপস্থিতরা—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়,—১ সুরেশের হিতকথা, ২ আর্থিশিলা, ৩ ভারত-রমণী, ৪ বঙ্গমহিলা, ৫ রসাবিকারবৃন্দক, ৬ শ্রীজয়দেব, ৭ গৃহমুকুর। আবদুল হামিদ—৮ তাপস-গীতি। Director, Agricultural Research Institute, Pusa. ৯ Scientific Report of the Agricultural Research Institute, Pusa 1917-1918.

## চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহৃত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, ( সভাপতি )

শ্রীযুক্ত রেভা: এ থর্নপাল, সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, ডি এল, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এম্ ড, এম্ বি, এক সি এস, মহামহোপাধ্যায় ডা: শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞাত্বরণ এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীযুক্ত স্বামী আর, সিদ্ধার্থ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমদ্রথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার, শ্রীকুমুদ দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজিৎজনাথ সিংহ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন কবিরঙ্গ, কবিরাজ শ্রীকেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ডা: শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশশিত্বরণ মুখোপাধ্যায়, কুমার শ্রীক্ষিত্তী দেবরায়, শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য এম্ এ, বি এল, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ষ, শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীপারলাল মল্লিক, শ্রীপ্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীজিৎজনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীভূপতিচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞাবিনোদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীজ্যোতিষনাথ ঠাকুর, ডি, এস, মুন্সেয়ার, শ্রীধনেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি চক্রবর্তী এম্ এ, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ডা: শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এস, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসত্যীশচন্দ্র বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, কবিরাজ শ্রীকিশোরিমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, এম্ এ, শ্রীসত্যীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্রীশশীকৃত্বরণ সিংহ বি এ, শ্রীচুনীলাল পাল বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীক্ষিত্তীশচন্দ্র পাইন বি এ, বি টি, শ্রীসত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ দে, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীজিৎজনাথ মিত্র, শ্রীষতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমুদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমণিকন্ডল শেঠ, শ্রীকুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীনটবর দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন দাস, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্ঞানভোষ জানা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীজগদ্বদ্র রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুকুমার লাহিড়ী, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিষনাথ কবিরঞ্জন, শ্রীষতীন্দ্রনাথ মাইতি, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, মৌলবী আবদাৎ হোসেন খাঁ,



শ্রীশুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিবহরজ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপ্রজ্ঞাপ্রসাদ বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীতারাপদ বিদ্যাতৃষণ, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনাথ লাহিড়ী, শ্রীবীজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমণি-মোহন সেন, শ্রীনলীলাল মিত্র, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশচরণ চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীভ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচাক্রচন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র, শ্রীপুলিনেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশুশীলকুমার রায়, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীচর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃগাক-দাস চৌধুরী, শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, শ্রীমাণিক্য গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়, শ্রীবিক্রম-বিহারী গুপ্ত, শ্রীস্বরেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীগোবিন্দর দত্ত, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীবিক্রমবিহারী গুপ্ত, শ্রীজ্যোতীভূষণ সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপদ্মভূষণ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী, শ্রীনাথকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযশ্যকুমার দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশশীকান্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এস. কে. চাটার্জি, শ্রীবিজয়বল্লভ স্বর, শ্রীকুমুদবল্লভ রায়, শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপরিতোষকুমার বসু, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার কুণ্ডু, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীক্ষেমা-পদ চক্রবর্তী, শ্রীরাইমোহন সিংহ, শ্রীঅমলাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীশিবনাথ বসু, শ্রীধিরেন্দ্রকৃষ্ণ দে, শ্রীহারেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবারেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীচর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশচন্দ্র সেন, শ্রীনিখিলপতি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ কুমার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীক্ষেত্র-নাথ বসু, শ্রীমধুসূদন সাহা, এস. সি. রায় এন মাস্টার, এ. কে. দত্ত, ভি. এম. বসু, এনু দাস, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসত্যচন্দ্র দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভবরঞ্জন রায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামদাস বসু, এনু. সি. বসু, পি মুখার্জি, এস. কে. বাগচী, শ্রীকালীপদ দত্ত, বি. বি. রক্ষিত, 'এচ. সি. মিত্র, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, বি. বি. সেন, শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ।

শ্রীশুভ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটি

ডাঃ আকাল গজুর সিদ্ধিকী

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদকগণ ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্ততম সদস্য, দেশপূজা, ঋষিকর, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্তৃক শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ প্রজ্ঞা দান।

অনিবার্য কারণে পরিষদের সভাপতি জগন্নাথ সার ত্রিযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অস্থ-পস্থিত থাকায়, প্রবীণ সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বসিলেন — আজ আমরা যে জন্ত এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ কইতে আমরা অনেকের জন্ত অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্ত অনেক তপ্তা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ বীহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্ত, আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্কদা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেশপূজা। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্ত প্রথম রায় ত্রিযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

এই সময় অনিবার্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত কইতে না পারিয়া বীহার মহামহুত্ব-ন্যূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভায় সমক্ষে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তদুপা হইতে রায় সাহেব ত্রিযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিবার পর, রায় বাহাদুর ত্রিযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনেন নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অতুক্তি হইবে না। ব্যবহারাজীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্ত যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্য-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্বোধিত ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার ‘কনভোকেশন লেকচারে’ এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ধার্মিক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান। এই বন্ধিয়া ত্রিযুক্ত চুনী বাবু নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব,—মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকর, অজাতশত্রু, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা হুঃসাধ্য। তাঁহার শোক-সম্পন্ন পরিবারবর্গের সহিত বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।” শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলিলেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজার জন্ত আমরা এখানে উপস্থিত হইরাছি। তাঁহার সাহিত্য পরিচিতি ছিলেন, তাঁহার সকলেই জানেন, তিনি একজন স্বপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অল্প অল্পকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার-ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অহুসার ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। শুভীপোকা গরম জলে মারিয়া ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে তানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেল যাত্রারত-কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; স্মরণে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। সারদা বাবুর স্নেহ-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্নেহামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগ্‌ড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের বহিঃস্থ হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিজয়রত্ন মহাশয় প্রাক্কল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত “সার গুরুদাস বিয়োগে” নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সর্ভাকপতি মহাশয় বলিলেন,—বাণবিকই আমাদের দেশে ‘একে একে নিভিছে দেউটি’। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অতুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া ছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন—‘শেচনীয়াসি বসুধা যন্তঃ দশরথাক্যুতা।’ গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরগীর চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন;—আজ আমরা গুরু হারা হইলাম। তিনি মাটির মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্তসাধারণ। কবি বলিয়াছেন—‘বজ্রাদপি কঠোরানি মূহূনি কুহুমাদপি। লোকোক্ত-

রাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥’ গুরুদাস বাবুতে আমরা এই ঘটনের বাখ্যার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাঙ্গাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ীয়ে করিয়া গড়িয়াছিলেন—সেই জন্য আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—“ব্রাহ্মণ্য” কথার আত্মায় বাচা বিদ্যমান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিষ্টময়ী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সম্বন্ধ হইতে তিনি জ্ঞান করিয়াছেন। বিশেষ অম্লকৃৎ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্ত্তমান স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কৰ্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্তার গুরুদাস ও প্রাঃসরগীর বিদ্যাঙ্গাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনী-লোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আহ্নন, আমরা বলি—‘তোমার চরণ, করিয়া শরণ, চ’লেছি তোমার পথে’ ইত্যাদি।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অঃসর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—  
“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে অম্লবোধ করিতেছেন যে, যাঁহাতে সত্তরে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।”

এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। স্মরণ্যে তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাশ্রয়ক। আমি মাত্র একটি কথা বলিব। তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যত দিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, তত দিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তাঁহি প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; এই সব সামান্ত খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভুক্তি-অঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছি।

এই প্রস্তাব সমর্থনকরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, অবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিপূজা করিতে না পারি,

আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহস্র সুন্দর মূর্তি এখনও আমাদের সমক্ষে বেন বর্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থার ছই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিভাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিভাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধৃত হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাহারা তাঁহার সংশ্বে আসিয়াছেন, তাঁহারা ই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাবন একটি মহাব্যঙ্গ; তিনি আত্মদান করিবার জন্য সর্বদা বাঞ্ছা থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংযম ও ভাগ্য অপূর্ব ছিল। সর্ব-ধর্মের সমন্বয় বেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার-বে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ বে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য, ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথী-জ্ঞানের মত আমরা পবিত্র হইয়া কিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্থনমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সমুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ কার্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্থন বাবু “প্রভাস” গ্রন্থ হইতে ‘বাও মা মানবী দেবি, পূর্ণ ব্রত মা ভোমার’ ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যাকর্ষ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত হইট কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

“অজ্ঞকার বিশেষ অবিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অহলিপি বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।”

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাক্ষরণ মহাশয় বলিলেন,—দেবপ্রসাদ বাবু যে

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে কতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি ক্ষুদ্রদয় কল্পিতে পারিতেছি না। তিনি নির্ভাবানু হিন্দু ছিলেন। অস্ত্র ধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; সেই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্বাস্থঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত এইচ. অনাগরিক ধর্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি রাল্লালা ভাবায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্ত হুঃখিত। \*পরে ইংরাজী ভাষায় দু'এক কথায় বাহা বলিলেন, তাহার ধর্ম এই,—আমি পরলোকগত মহাত্মাকে কোন ইংরাজি পৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ গুরুদাস' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মহুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাঙ্গলায় বিরল। আমাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই জীবিত ক্ষুদ্রদেশের চিন্তায় কিরূপ মগ্ন হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবানু বাঙ্গলা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বোধ হয়, অস্ত্র দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি কারসী কবিতা উচ্চৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন। . .

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশীকৃষ্ণ ব্রূথোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য সঙ্কল্প-প্রধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের গোষাকে নহে, খাঁটি ব্রাহ্মণের গোষাক-পর্য্য প্রতিকৃতি পরিবদে রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আর কিছু বলিবার নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া

সার গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব দ্বিতীয়াভ্যন্তরেই বাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিরোধে এই সভার আমরা আজ তাঁহার জন্ত শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রী শ্রীনাথ সেন

সভাপতি।

## সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৫, ৫ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫।০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসত্যচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামহরি ভট্ট বি এল, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমনিমোহন মিত্র, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশ্রীমাচরণ পাল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপার্সালাল মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুভট্ট, শ্রীসত্যচন্দ্র মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল, শ্রীপ্রমথনাথ গীল, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীঅনন্তকুমার তলাপাত্র, শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসুধাকুমার পাল, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী। ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী ( সহকারী সম্পাদক )।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সমস্ত নির্বাচন, ৩। পুঁথি ও পুস্তক উপহারভাষণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবেশ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমালোচনা” নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমন, ৬। বিবিধ।

সর্বসম্মতিক্রমে অষ্টম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অষ্টম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।  
পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যগণের নামতালিকা পাঠ করিলে সর্বসম্মতিক্রমে তাহার সন্থরূপে নির্ধারিত হইলেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়, উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমালোচনা” নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ না করিলে প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। প্রবন্ধ ২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে—২৩ দিন মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন এবং এই উত্তরও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ও উচ্চারণ প্রভৃতির যে খুটি-নাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়া উচিত।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহার প্রবন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, অতীত সত্য তাহার আর বলিবার কিছুই নাই।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞাত্বরণ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদন করিয়া এবং সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে পোষাবান্ন করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বসন্ত বাবু শব্দের ইতিহাস-সঙ্কলনে অসাধারণ গবেষণা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একখানি অমূল্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও এই বিভাগে কাজ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গুণ গুণবান্ধই বুঝেন—এই জন্যই তিনি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

৫। শোক-প্রকাশ—সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়কে সকলেই জানেন। তিনি দেশের জন্য এমন একটা ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এক সময়ে কোনরূপে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই—তিনি তাহার একর চেষ্টাতেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাহারই প্রাণপাত চেষ্টার সফল। কলিকাতা নগরীতে ৩০০২ বৎসর পূর্বে ২৩ জন ছাত্র ভইয়া ডাক্তার কর একটি মেডিক্যাল স্কুলের স্থানা করেন। তখন



সেই স্কুলে বাঙ্গালা ভাষার ডাক্তারী বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হইত। আমি তখন রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম। সেই স্কুল সম্প্রতি বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত (affiliated) হইয়াছে—এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেশের সাধারণের ডাক্তারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার হুর্গাদাস কর বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভৈষজ্য-বিভাগ এক অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বই পড়িয়া অনেকে ডাক্তার হইয়াছেন। ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকে যে সকল তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত আছে, তিনি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার কর সেই বাঙ্গালা ‘মেডিরিয়া মেডিকা’র বহু সংস্করণ করিয়া, ‘তন্মধ্যে নূতন চিকিৎসা-তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তকখানিকে বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। প্রেসকুপশন-বুক, খাত সঙ্কে পুস্তক, রোগ-পরিচর্যা ও ‘মেডিসিন’ সঙ্কে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নিজের বই আছে। প্রত্যেক পুস্তকেই তিনি নবাবিষ্কৃত সমস্ত তথ্যই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার নিকট হইতেই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান সঙ্কীয় পুস্তক ছাপাইবার উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছিলাম। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত কন্মীর অভাব হইয়াছে। তাঁহার সংকর্ষে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ কন্ম দেশের লোকের-পক্ষে অস্বকরীয়। আমি তাঁহার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার সহযোগিতার নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ডাক্তার কর মহাশয়ের কীর্তি-কলাপ সঙ্কে সত্যাপতি মহাশয় বাহা বলিয়াছেন, তাহার তিনি অনুমোদন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আবহুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—আমি ডাক্তার কর মহাশয় সঙ্কে কোন কথা না বলিলে নিজের দিক্ হইতে পাপগ্রস্ত হইব। তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁহার কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম। প্রথমে উক্ত স্কুল বহুবাহারী হইতে ছিল; তথা হইতে বিবিধবাগান ট্রাম ডিপোর কল্যাণ্ডও যেখানে আছে, সেখানে উঠিয়া আসে। প্রথমে তিনটি ক্লাস ছিল। তিনি আহা-নিজা ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতেন—ছাত্রগণকে জাতিধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সন্তানের ভায় দেখিতেন। বাড়ীতে নিজ ধর্ম পালন করিতেন—বাহিরে মাহমুদের মত ব্যবহার করিতেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন। অন্তকার সত্যাপতি মহাশয়ও আমার গুরু। ডাক্তার করের নিকট নোট লিখিয়া পড়িবার আবশ্যক হইত না—তাঁহার লেকচার শুনিয়াই পড়ার কাজ হইত। তাঁহার

পিতার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি শতকরা ৯৯ জন তাঁহার মেটরিয়াল মেডিকা পড়িয়া ডাক্তার হইরাছিল। পরিবৎ হইতে বাঙালী ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্ত গবর্নমেন্টের সহিত যে সকল পত্র-ব্যবহার হইতেছে—তাহা স্বর্ণীয় ডাক্তার করেরই প্রস্তাবমত হইতেছে। বেঙ্গল উদ্ভার বেলগেছের মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে সময় ডাক্তার কর যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ভার সাহেব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিকায় সাধক ছিলেন—সেব্রপ এখন আর একজনও দেখা যায় না। তিনি কাজ চাহিতেন, নাম চাহিতেন না। বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার অমর-কীৰ্ত্তি। আমি আগামী কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিতে, ডাক্তার করের জন্ত একটি বিশেষ শোক-সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিব এবং আমার আশা আছে যে, কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিবৎ, ডাক্তার করের নিকট বিশেষভাবে ধনী। তিনি তাঁহার স্বর্ণীয় পিতার একখানি তৈল-চিত্র ও তাঁহার রচিত সমস্ত পুস্তক পরিবৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ধনী। আমি ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙালীর প্রাকৃতিকাল কমিটী লিখি—তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে এই লিখিয়াছিলাম। তৎপূর্বে বঙ্গভাষার বিজ্ঞান বিষয়ে বই লিখিবার চেষ্টা খুব কমই ছিল। তাঁহার পরামর্শে, উৎসাহে ও বন্ধে আমি “কলিত রসায়ন”ও লিখিয়াছিলাম।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাকৃষ্ণ মহাশয়, উদীয়মান সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলোক-গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্ম-বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উক্ত স্কুলটি সংপ্রতি এফিলিয়েটেড (affiliated) হইয়াছে। স্কুলের প্রথমাবস্থায় যে সকল ছাত্রবহা ছিল, সেগুলির সংস্কার করিয়া তিনি স্কুলটিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পূর্বে তিনি বোলপুরে ব্রহ্মবিভাগে ছিলেন। তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং তথাকার সত্যতা “সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবেন বলিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও তিনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মৃত্যুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাকল হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি।

## প্রস্তাবিত সদস্য —

প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসতীশ-চন্দ্র দে এম্ এ, আব্দুল রাজ, আব্দুল মোরী, পোঃ হাওড়া। কুমার শ্রীস্বরূপনাথ মিত্র, ঐ, ঐ। শ্রীললিতবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী, জমীদার, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ, ঐ। শ্রীস্বরূপনাথ বসু, ৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রত্ননাথ দেব গোস্বামী, পুণ্ডী। প্রস্তাবক—শ্রীধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীস্বরূপচন্দ্র বাকুচি। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি এল, উকীল, কুষ্টিয়া, ( নদীয়া )।

## উৎসৃত পুস্তক-তালিকা—

Secretary, The Bengal Publicity Board (1) War Pamphlets No. 1 (2) Do. No. 2 (3) Do. No. 6 (4) Do. No. 9 (5) Do. No. 10 (6) August the Fourth (1918) (7) Blood and Treasure (8) The Montagu Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform 1918 (9) The Character of the British Empire (10) Comrades in Arms (11) War Lecture's Hand Book (12) Sketch Map of Eastern Russia and Western Siberia Director, Geological Survey of India (13) Records to the Geological Survey of India Vol. XLIX, Part II, 1918. Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (14) Report on Inland Emigration, for the year ending 30th June 1918. Secretary, Smithsonian Institution (15) Teton Sioux Music. শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার—(16) America Through Hindu Eyes.

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, (১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশনের অত্যাধীন-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ (চট্টগ্রাম)। সম্পাদক, জ্ঞানমণ্ডল, (২) বিহারীকী সত্যসঙ্গী। সেক্রেটারী, বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড, (৩) ৪ঠা আগষ্ট, (৪) কথোপকথন।

## অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১২শে পৌষ ১৩২৫, ১০ই আশ্বিন ১৩১৯, রবিবার, অপরান্ন ৫০টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন ( সভাপতি )

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীমতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীবনমুরজেন রায় বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীহরীপ্রসাদ বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র রায়, শ্রীাবল্যকুমার বসু, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভাট্টা, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদত্তেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীশতপদ দাস, এস. কে. চাটার্জী, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ লাহা, এম. এ. শ্রীমধিমোহন মিত্র, শ্রীতারকনাথ ঘোষ, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীপকানন পাল, শ্রীবৈজ্ঞানিক রায়, শ্রীবিজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, এস. এম. চাটার্জী, সি. সি. বানার্জি, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, এ. সি. নাথ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদকবর।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুঁথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত “আলোচনা”, (খ) সুন্দরী নজর আহমদ সাহেব-লিখিত মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের “বাঙ্গালী শব্দকোষ আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য” এবং (গ) গণিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের “কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা”, ৫। বিবিধ।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্তমান অধিবেশনে নূতন সদস্যরূপে কাহারও নাম প্রস্তাবিত হয় নাহ।

৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-সকলের নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া, উহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল। ( পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। )

৪। (ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত “আলোচনা” নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “প্রাচীন পুথির বিবরণ” গ্রন্থের ছয়খানি পুথির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্ত্রে বসন্তবাবু বলিলেন,—প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে অনেকট বড় একটা আলোচনা করেন না। প্রাচীন পুথির কথা দূরে থাক, প্রবন্ধ-লেখক তাহার বিবরণ লইয়া যে এতটা মাথা ঘামাইয়াছেন এবং এই আলোচনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) তৎপরে মুন্সী নজীর আহমদ মহাশয়ের লিখিত “আলোচনা” প্রবন্ধটিও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয় পাঠ করিলেন। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এন্ড মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় “বঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধোক্ত “আউল” এবং “আনাড়ী” শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নজীর আহমদ মহাশয়, শহীদুল্লাহ মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বর্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ পাঠান্ত্রে বসন্তবাবু বলিলেন,—কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সহায়—বুক্তি ও শ্রমাণ, ভাষাতত্ত্বের অহুশীলনেও এ কথা ভুলিণে চলিবে না। Indo European ভাষাসমূহে অনেক শব্দের রূপ প্রায় এক। প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসকলের মধ্যেও শব্দগত সাদৃশ্য বিলক্ষণ; আর তাহাই স্বাভাবিক। সেট জন্ত কোন দুই ভাষার মধ্যে কেবল শব্দ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন একটি ভাষার শব্দবিশেষকে অপরাট হইতে গৃহীত বা জাত বলা বুদ্ধির বিরোধী। আকুলার্থক “আউল” শব্দ প্রাকৃতে বহুল প্রচলিত। বঙ্গালা ভাষাও প্রাকৃত-সম্ভব। এ স্থলে উহাকে আরবী শব্দ বা ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ও মূল প্রবন্ধের দুট নোটে শব্দটি প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। “আনাড়ী” শব্দটিও আরবী হইতে আসিয়াছে মনে হয় না। প্রাকৃত “অঙ্গাণী” হইতে বঙ্গালা “আনাড়ী” হওয়াই অধিক সম্ভব। মারাঠীতে “অডাণী” শব্দ প্রচলিত—অর্থ অজ্ঞানী। বঙ্গালা আনাড়ী ও মারাঠী ‘অডাণী’ শব্দের মূল অভিন্ন বোধ হয়। কাজেই এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তবে আরবী পারসীর বহু শব্দ যে বঙ্গালার প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বাহা হউক, এইরূপ আলোচনার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সর্বথা ধন্যবাদার্থী।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বর্তমান প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং পাঁচটি ফাঁসী অক্ষরে লেখা শব্দ প্রবন্ধকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আনাড়ী শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হয় না। ‘আউল’ শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। নজীর আহমদ মহাশয় যে সব কারণ

দেখাইরাছেন, তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমার ধোঁহ হয়, 'শহীদজ্ঞান' সাহেবের মন্তব্যই ঠিক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন,—‘আউল’ শব্দ আরবীতেও আছে, প্রাকৃতিকও আছে। বাঙ্গালায় শব্দটি কোথা হইতে আসিল, এখন তাহাই বিচার্য। আউল ও আনাড়ী সব দেশেই আছে, সুতরাং ইহার অর্থবাচী শব্দ সব দেশেই থাকার কথা। আমাদের দেখিতে হইবে, এই উভয় ভাষার মধ্যে কাহার সহিত বাংলার প্রথম সংযোগ হইয়াছিল; তাহা দেখিলেই কোথা হইতে শব্দটি নেওয়া, তাহা বলা যাইবে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা আলোচনা-সাপেক্ষ। সমস্ত দিক বিচার করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যিক। পূর্ক হইতে সংবাদ পাইলে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিতাম।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় “কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা” নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের সময়ে প্রবন্ধোক্ত প্রত্যেক মুদ্রা সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তিনি দেখাইলেন এবং তাহার পাঠ বিবৃত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে তিনি আরও অনেকগুলি মুসলমান আমলের মুদ্রা সভাস্থ সকলকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ইহার বিবরণ তিনি পরে আমাদের কাছে এক দিন শুনাইবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় বলিলেন,—পূরম মুজ্জৎ অমূল্য বাবুকে আমি আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। গত ৩০ বৎসর হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। অমূল্য বাবু আজ বাহা বলিয়াছেন, তাহা তকের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ ঐতিহাসিক বিষয়। পরিষৎ-পত্রিকার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, এতৎসম্বন্ধে বাহারা অসুসন্ধানে নিরত আছেন, তাঁহারা অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবু আমাদের যে সূচিস্থিত প্রবন্ধ শুনাইলেন, ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম এবং মুদ্রাগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এ জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা আজ অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারিলাম এবং ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিলাম। অমূল্য বাবুর পাঠোক্তার ঠিকই হইয়াছে। আমি এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা সোজা কথা নহে। এক একটি শব্দের এক একটি ইতিহাস আছে; তাহা বিশেষ কারয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। অজ্ঞতার অধিবেশনে যে একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইল, ইহা পূরম মুখের বিষয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি অধিবেশনে যদি এইরূপ

আলোচনা হয় এবং পরের অধিবেশনে কি কি শব্দের আলোচনা হইবে, তাহা পূর্ব অধিবেশনে স্থির হইয়া যদি সমস্ত সদস্যের নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত হয়, তবে সমস্তগণ তৎসম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়া আদিয়া আলোচনা করিতে পারেন। আমার বোধ হয় এই প্রথা অবলম্বন করিলে বাংলার অনেক শব্দের অমীমাংসিত ব্যুৎপত্তির মীমাংসা হইতে পারে। এই বিষয় কার্যো পরিণত করা যায় কিনা, পরিষদের কর্তৃপক্ষ তাহার বিচার করিবেন। মুজ্রা সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ বাস্তবিক অমূল্যই বটে। এ সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়াছেন—আমিও দিতেছি।

পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি।

২৬। ১০। ২৫

Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot. ( 1 ) Report on Wards, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. ( 2 ) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. Superintendent, Government Printing, India ( 3 ) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, August 1918. ( 4 ) Do. .... September 1918, Secretary, Indian Science Association ( 5 ) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. IV, Part I 1918. ( 6 ) Do. Part II.

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী—৭। শ্রীশ্রীবিজ্ঞানঃ মহন্তনামস্তোত্রম্। শ্রীভোগানাম্ মুখো-পাধ্যায়—৮। ব্রহ্মশক্তি।

## বর্ষাবিশেষ আধিবেশন

( ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত )

২৬শে মার্চ ১৩২৫, ২ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫ঃ৩০।

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর ( সভাপতি )

ডাঃ শ্রীমুন্সরীমোহন দাস এম বি, ডাঃ শ্রীমুন্সরীমোহন দাস সর্বাধিকারী, ত্রীসভাচরণ বসু এম এ, শ্রীঅম্বাচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকর্ত, শ্রীইন্দ্রভূষণ

মজুমদার, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেশ-  
নাথ পাল, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বোষ বি এ, শ্রীহেমচন্দ্র বোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ  
মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত,  
শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীস্বর্ধ্য-  
কান্ত মিশ্র, শ্রীনলিনীমোহন মিত্রোগী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকার, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র  
বোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীব্রজসুন্দর রায় বিদ্যবল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনাথবসু  
দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন,  
শ্রীস্বধাংশুকুমার বোষ, শ্রীস্বধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার  
মৈত্রয়, শ্রীরামেশচরণ গুপ্ত, শ্রীনিখলচন্দ্র কুণ্ড, শ্রীরামকুমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আবদুল গফ্ফার সিদ্দিকী

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদকস্বরূপ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অত্রতম সভাস্থ এবং বঙ্গভাষায় বহু চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-  
প্রণেতা পরলোকগত স্বনামধন্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-  
প্রকাশ।

পরিষদের অত্রতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুন্নীলাল বসু মহাশয়  
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় এক পুরুষের ডাক্তার  
নহেন, তিনি পুরুষাত্মক ডাক্তার। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজীদাস কর মহাশয়ও একজন  
বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তখন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কলিকাতা  
মেডিক্যাল কলেজের সহিত বাংলা মেডিক্যাল স্কুল সংযুক্ত ছিল এবং ডাক্তার হুর্দাদান কর তথায়  
ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত মেটিরিয়া মোডকা একখানি চনৎকার  
চিকিৎসা-গ্রন্থ; যাহা এই বইখানি পড়িয়াই যে কত লোকে ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন, তাহার  
ইয়ত্তা নাই। কেবলমাত্র ইংরাজী ঔষধ নহে, অনেক বাংলা ঔষধের কথা তিনি এই পুস্তকে সন্নি-  
বেশিত করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করও তাঁহার পিতৃদেব-প্রণীত এই গ্রন্থের বহু বহু  
উৎকৃষ্ট সংস্করণ করিয়া, বাংলা ভাষায় অত্রাত্ত বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের  
বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই অল্প সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং  
তাঁহার জ্ঞাত চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে দোষীপ্যমান থাকিবে। পল্লীগ্রামে ভাগ চিকিৎসক  
প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ডাক্তারগণও নানা কারণে পল্লীগ্রামে বাহিয়া  
চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না। পল্লীবাসিগণ এই অল্প সুচিকিৎসকের বড়ই  
অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া বাহাতে  
এই অভাব হ্রীভূত হয়, তজ্জন্ত বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি  
কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সেই মেডিক্যাল স্কুল আজ মেডিক্যাল



কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার করের নাম উক্ত কলেজের সহিত বাঙ্গালী জাতির স্বতিতে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ স্বামী। তাই আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ অল্প এই সভায় সমবেত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্ত আমি বেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্কাদিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্কাদিকারী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাপোবন্দ কর মহাশয়ের আমি একজন সামান্য সহযোগী এবং সতীর্থ। তাঁহার কার্যে আমি যে সামান্য সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্ত আমি নিজেকে ধন্ত মনে করি। প্রথমে আমি তাঁহার সহিত তত পরিচিত ছিলাম না এবং লোকমুখে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে ঘেঁষপ কথ্য শুনিলাম, তাহাতে তাঁহার সহিত মিশিতেও তত চেষ্টা করি নাই। পরে যখন ঘটনাক্রমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল, তখন আমি পূর্ব-ব্যবহারের জন্ত নিজেকে লজ্জিত হইয়াছি। তিনি যখন মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই সংবাদ শুনিয়া বিলাতের ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ায় করেরক জন বাতুল যুবক দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্ত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। গভর্নমেন্টের ইহাদিগকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করা উচিত। কেন না, মহামহিম গভর্নমেন্ট যে বিষয়ে সফলকাম হন নাই এবং দেশে একটির বেশী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে পারেন নাই, ইহারা সেই বিষয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের এই আন্দোলন এবং চেষ্টার যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। পরে যখন সেই মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল, তখন ডাঃ করের কথামত উক্ত প্রবন্ধের লেখক ডাঃ ম্যাকলাউড সাহেবের নিকট, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার বর্তমান অভিজ্ঞায় কি, তাহা জানিতে চাহিলে, তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের উপস্থির তালিকায় এমন কোন উপাধি নাই, যদ্বারা ডাঃ করকে এই কার্যের জন্ত উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা যায়। ছাত্রদের সহিত তাঁহার যে সহানুভূতি ছিল, তাহা অমূল্যবায়। আমি তাঁহাকে কখন রাগিতে দেখি নাই; ২৫ বৎসরব্যাপক এক সঙ্গে কাজ করিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি আড়ম্বরের সহিত কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার অনেক দান ছিল; সে সব দানের কথা তাঁহার অতি নিকট সহযোগীরাও জানিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত উপাস্ত্রিত সম্পত্তি বেগলাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের জন্ত দিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ এইরূপে সর্ববিধে আমাদের প্রাণান্তবায়ী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজই চিরকাল তাঁহার স্বতি রক্ষা করিবে। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

পরে ডাঃ শ্রীযুক্ত স্কন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন,—বড়ই আনন্দের কথা, সরস্বতীর বরপুত্রগণ ডাঃ করের স্বতি-রক্ষায় উজ্জ্বল হইয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে দেশে যখন ভাল

ডাক্তার ছিল না, তখন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় দেশবাসীর রোগ-শোকের কথা মনে করিয়া প্রথমে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার একনিষ্ঠার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। রাজি ১টার সময় কলেজে গিয়া, কৰ্ম্মচারীগণ নিজ নিজ কার্য্য ঠিক-মত করিতেছে কি না, তাহা তিনি দেখিতেন। ইহাকেই বলে একনিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান আপনারা নির্দেশ করিবেন। তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীর ষড়্‌বিংশ সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ রাধামাধব কর “শরীর-পালনবিধি” নামে একখানি উৎকৃষ্ট পত্র গ্রন্থ তাঁহারই উপদেশে লিখিয়াছিলেন। (এই স্থলে বক্তা উক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও বলিলেন)—ডাঃ কর যুক্তার পূর্বে আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষার চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে যেন বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আমি তাঁহার সেই শেষ কথা আপনারদের নিকট নিবেদন করিলাম।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের গুণ-পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিব। এমন সানন্দ্য আমার নাই। তাঁহার অসংখ্য গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-পরিষদের কেন তাঁহাকে সম্মান করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। বাংলা ভাষায় বাহাতে এই দেশে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যত্ন দেখিয়াছি, তাহা অপূৰ্ব। সেই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার উপর তাঁহার যে অনুরাগ দেখিয়াছি, তাহা অসংখ্য-সাধারণ। বাংলা ভাষা যে তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাজ্য। আমি সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র সেবকরূপে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অত্যন্ত হিতৈষী সদস্য, বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ একনিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গভাষার চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থপ্রণেতা, পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্বর্ণগত মহাত্মার অল্প গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার আত্মীয় জনগণের এই বিরোগ-শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহার শোক সম্বন্ধী সঙ্ঘর্ষিণীর নিকট সহানুভূতি জানাইতেছেন।”

সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাবটি সম্মানে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবহুল গজুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতি-সভায়, তাঁহার ছাত্ররূপে, আমি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা যে তাঁহার একজন অকপট সেবক হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি চরিত্রের মধ্য দিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করা সকলেরই কর্তব্য। ক্রোধ কেমন

জিনিষ, তাহা তিনি আনিতেন না। আমার বোধ হয়, কলেজ প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তিনি এত শীঘ্র মারা গিয়াছেন। তাঁহার যথাসরুপ এই কলেজেই তিনি দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় ৮ বার মেডিক্যাল মেডিকার সংস্কার বাহির হইয়াছিল, পরে ডাঃ কর তাহাকে পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বাংলায় অনেক চিকিৎসা-বিষয়ক পরিভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া বক্তা নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন,—

“পরলোকগত মহাত্মা ডাঃ রাখাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।”

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—পাত্যেক মহৎ কার্যের এক এক জন Pioneer থাকে। ডাঃ কর বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় মেডিক্যাল স্কুল এবং উত্থাকে পরে সর্ববিষয়ে মাত্র বাঙ্গালী-ভাষা পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজে প্রতিষ্ঠিত করার Pioneer ছিলেন। এই মহৎ সম্মানের তিনি অধিকারী। বেলাগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় গৌরবান্বিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ঢালুকী ভাষা মহৎ কার্য হয় না—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়ে মহৎ কার্য অসম্পন্ন হয়। ডাঃ করের নিশ্চয়ই প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য ছিল, তাই তিনি এক্ষণ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ করের দৃষ্টান্তে বাংলার প্রতি জেলায় যখন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমার বোধ হয়, তখনই সাধারণে ডাঃ করের মহাপ্রাণতার বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিবেন ও তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বিশেষ অধিবেশনের কার্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

১৮/১১/২৫

শ্রীবাণীনাথ নন্দী

সভাপতি।

## নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে মার্চ ১৯২৫, ২৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২, রবিবার, অপরাহ্ন ৩।০ টা

### উপস্থিতি

( ৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সভ্যগণই উপস্থিত ছিলেন )

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্বাচন, ৩।

পুস্তক ও পুঁথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—( ক ) শ্রীযুক্ত কমলাচরণ বিজ্ঞানচন্দ্র মহাশয়ের “ভাষ্যের সংস্থান” এবং ( খ ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানবিনোদ এম এ মহাশয়-লিখিত “সমতটের পূর্বে” নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গজানারায়ণ রায় আই এম ডি, এম এ, (কলিকাতা), (খ) ডাক্তার শিবপ্রসাদ শাস্ত্রী রায় এম বি, এম আর সি এড ( এলাহাবাদ ), ( গ ) রামদেব মুখোপাধ্যায় এম এ ( বাকীপুর ), ( ঘ ) হারাণচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল ( বাকীপুর ), ( ঙ ) জ্ঞানকান্য নাগে বি এ ( ইরশিদাবাদ ) এবং ( চ ) বৈজনাথ ঘোষ ( কলিকাতা ) মহাশয়গণের পরলোকগমনে । ৭। বিবিধ ।

১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দুইটি অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠ করিতে উঠিলে ডাঃ ডাক্তার জি কর মহোদয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশের জন্য আহুত বিশেষ অধিবেশনে অধিক সময় ব্যয় হওয়ার সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে প্র কার্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মতিত ব্যক্তিগণ সভ্যরূপে নির্বাচিত হন এবং সভার উপস্থিত ডাঃ জ্ঞানরীমোহন দাস মহাশয় ( যিনি পরিষদের প্রথম জীবনে সভ্য ছিলেন, কিন্তু কালের জন্ত তাঁহাকে পরিষৎ হারাইয়াছিল ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের সভ্যরূপে পুনর্নির্বাচিত হইলেন ।

প্রস্তাবক,—স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, সমর্থক,—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সভ্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ফারদাপুরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সভ্য—রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, চাঁচল, মালদহ। শ্রীযুক্ত বলরাম মুখোপাধ্যায় বসোরা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরাগন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সভ্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক দত্ত, ৭ সি, রামমোহন সাহায় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, সভ্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্ঞানরীমোহন দাস, এম বি, ৩৮ রাজানবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সভ্য—মোলবী এ, খাঁ, ১৭।১ কপালীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ, সভ্য—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এক এস্ এস্, এক আর ই এস্।

৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণের ও পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহার-দাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ।

## উপস্থিত পুস্তকের তালিকা

Supdt. of Archaeology, His Exalted Highness The Nizam's Dominions (1) The Journal of the Hyderabad Archaeological society 1918. (2) Annual Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness The Nizam's Dominions. 1326F., 1916-17. A. D. The Secretary, Indian Science Association. (3) Report of the Indian Association for the Cultivation of Science and Proceedings of the Science Convention for the year 1917. Supdt. Govt. Press, Madras. (4) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library Vol. XXIV, 1918. Director, Geological Survey of India. (5) Records of the Geological Survey, of India, Vol. XLIX, Part 3, 1918. Supdt. Govt. Printing, India. (6) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1918. Chief Officer-in-charge, Bengal Suet Book, Depot (7) Administration Report of the Exoise Dept, Bengal, for the year 1917-18. (8) Report on the Maritine Trade of Bengal for the official year 1917-18 (9) Report on the Working of Co-operative Societies in Bengal, 1917-18. (10) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Dept, Bengal, for the year 1917-18. Secretary, to the Govt of India, Dept of Rev. and Agrl. (11) Proceedings of the 8th Conference of Registrar of Co-operative Societies. Secretary, Indian Science Association, (12) On the Mechanical Theory of the Vibrations of Bowed Strings and of Musical Instruments of the violin family with experimental verification of the Results, part I, (1918). Secretary, Bengal Publicity Board. (13) The War in September, 1918. (14) The War in December, 1918. (15) Germany and her Colonies (16) The King Emperor's Activity in War Time. Rev G. Schanzlin— (17) Bengali names of objects of Natural History ( the animal kingdom)

সেক্রেটারী, বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক বারুজাবি সভা—(১) বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক বারুজাবি সভার ১৭শ বার্ষিক কার্যবিবরণ। রায় সাহেব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(২) ত্রিকুক্ষণিকা (১ম ভাগ), (৩) ত্রিকুক্ষণিকা (২য় ভাগ)। ব্রহ্মচারী গণেশনাথ—(৪) স্বামীজির সহিত হিমালয়ে, (৫) ভারতের সাধনা। সেক্রেটারী, পাবলিসিটি বোর্ড—(৬) জার্মানি ও জার্মান উপনিবেশ।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয় প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রযুক্তা প্রদর্শন করিলেন ও দাতাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। প্রবন্ধ-পঠি—(ক) রাজি অধিক হওয়ায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ “মহাশয়ের ‘সমতটের পূর্বে’ নামক প্রবন্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুরের প্রত্যাহার পরবর্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অম্বাচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় ‘উৎসাহের সংস্থান’ নামক প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ করিলেন ও সেই প্রসঙ্গে নানা পুস্তক ও মানচিত্র হইতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণাঙ্গ উপস্থিত করিয়া শুনাইলেন ও দেখাইলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই মন্তব্যের বিশেষ প্রমাণাদি লেখক মহাশয় কিছুই পাঠান নাই।

সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অমূল্যচরণ বিভাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত না হইলে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে পারে না।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ (কলিকাতা), (খ) ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্মা রায় (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাগচন্দ্র মিত্র এম্ ডি বি এল (বাঁকীপুর), (ঙ) আনকীনাথ পাণ্ডে বি এ (মুর্শিদাবাদ), (চ) বৈজনাথ ঘোষ (কলিকাতা)—উক্ত সদস্যগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল ও স্থির হইল, ইহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাজি ৮০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী  
সভাপতি।

### সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

১৭ই ফাল্গুন ১৩২৫, ১লা মার্চ ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীপিরিজাপ্রসাদ সাক্তাল এম্ এ, শ্রীহারাগচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিবহরভ, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীসত্যচন্দ্র মিত্র, শ্রীভারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীলাডলিমোহন মিত্র; শ্রীমুখ্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদলাল ভদ্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “গিজো (Guizot) প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস—তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ” পাঠ।

অত্রতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে।

অত্রঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত  
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী  
সভাপতি।

## শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রহং গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না হুং, সভা, জগতের স্রষ্টা, সৌন্দর্যাত্মক, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিশেষিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণভঙ্গ, প্রতীতি-সমুৎপাদ, পুরুত্ব, উদ্ভাপের অপচয়, কলিত জ্যোতিষ, নিরমের রাজস্ব, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, মুক্তি, মারাপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২০ দুই টাকা মাত্র।

### ২। কন্য-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—চীরন ও ধর্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্মের প্রমাণ—ধর্মের অন্তর্ধান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১০ পাঁচ টাকা মাত্র।

### ৩। চারিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানগুরু—বাঁকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্মহোল্ডজ—আচার্য্য মঙ্গমুল্লর—অম্বেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১০০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

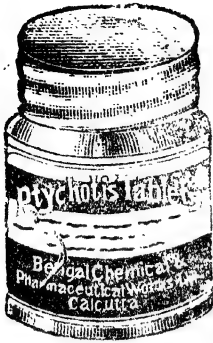
### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—অকাল-চরিত—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্তি—পরমাণু—সূচী—প্রাচীন জ্যোতিষ-প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব, আধ্যাত্মিক, প্রথম। মূল্য ১০ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৬৬ কলকাতা-স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৬। বাচস্প্র প্রশ্ন

ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের গোপালক সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য



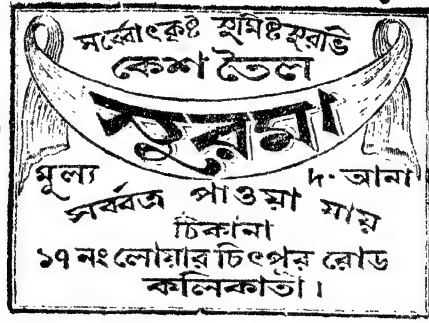
# যমানি ট্যাবলেট Psychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই জন্য পেটের সামান্য মাত্র অস্বাভাবিক অবস্থার করা উচিত নয়। আমাদের 'যমানি ট্যাবলেট' সর্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে অজীর্ণ, জ্বর, উদ্‌রামক, গ্রহণী, স্নাতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্বেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং সুনিদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড  
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড  
কলিকাতা





**বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কিনা?**

- (১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা বোরে কিনা?
- (২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিত্তাহত বিচলিত হয় কিনা?
- (৩) সর্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা?
- (৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না—  
এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা?
- (৫) সর্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতা বোধ ও জ্বালা করে কিনা?
- (৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা?
- (৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের সূত্রপাত হইয়াছে কিনা?
- (৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্রান্তির পরও রাতে আপনার স্নিজার স্বাধাৎ  
হয় কিনা?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিতচিত্তে আমাদের সূক্ষ্ম "কেশ-  
রজন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য	১৭ এক টাকা।	মাস্তলাদি	১০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	২০ আড়াই টাকা।	মাস্তলাদি	১০ আনা।

### বহুমূত্রাস্তক-রসায়ন।

আমাদের "বহুমূত্রাস্তক রসায়ন" ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমূত্র, বিবিধ মেহজঙ্ঘ  
মূত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি বাবকীয় উপদ্রবের  
বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীবন আনিয়া দেয়;  
এবং পূর্ক হইতে ব্যবহার করিলে সাজ্জাতক, ফোঁটকাহি হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই শকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য

৫৭ পাঁচ টাকা।

ডাকমাস্তল ও প্যাকিং

১৭ এক টাকা।

**বিনামূল্যে ব্যবস্থা**—মকঃবলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আত্ম-  
পূর্বক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। গভর্ণমেট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা পাণ্ড

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আমার হস্তে

## কয়েকখানি পরিষদগ্রন্থ—

(১) **সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম**—কৃষ্ণানন্দ বাসুদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীতর-শাস্ত্রে এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিমিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাচাঙ্গের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাঙ্গে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাচাঙ্গের অর্থাঙ্কুল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষদ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্রবুহং তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫০, ২য় খণ্ড ১০০, ৩য় খণ্ড ৫০, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫০ টাকা। ভাক মান্ডল স্বতন্ত্র।

(২) **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলি সাধারণের অগ্রণীয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আন্তরিক পূর্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে পবক পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই ‘মায়াপুরী’ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১০, সদস্য পক্ষে ৮।

(৩) **কবি হেমচন্দ্র**—বঙ্গের স্থানীয় লেখক আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়-কৃত কবির হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ পাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ১০।

(৪) **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা**—মহাকাব্য ফেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে ছদ্মাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লানার বাড়ীতে রক্ষিত কাষ্ঠের পাটায় ধোনিত ইহার যে প্রতিগিপি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিগিপি লইয়া আনিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২১০, সাধারণ পক্ষে ৪০।

(৫) **কঙ্কিপুராণ**—কঙ্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাধি ছন্দে ৮রামলোচন দ্বাদশ স্তম্ভ কর্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সিং আই ই বাহাদুরের অর্থাঙ্কুল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্য পক্ষে মূল্য ১০০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১০।

(৬) **জ্যোতিষদর্পণ**—শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের দুর্কৌধ্য বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১০, সদস্য পক্ষে ১০।

(৭) **তীর্থ-মঙ্গল**—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানা তীর্থের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। সদস্য পক্ষে মূল্য ১০, সাধারণ পক্ষে ১০।

(৮) **দুর্গামঙ্গল**—স্বর্গীয় ষোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সম্পাদিত। চণ্ডীকাব্যের এই

## যক্ষ্ম, পীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 as. each.

*May be had from all dealers in medicines or from*

**Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd**

No. 1, Worn, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারি-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২।

## ২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি.এস.সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা  
ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ১/০ দুই  
আনা মাত্র।

**প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়**

২৪৩১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

## উক্ত কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত :

### ব্রাহ্মণ্য সাধনা ।

ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে আহৃত ইন্দ্রপ্রস্থ ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর উক্ত সভাতে হিন্দীতে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ, “ব্রাহ্মণ্য সাধনা” নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৯/০।

হিন্দুসমাজ-মুখপত্র “হিতবাদীতে” এই পুস্তকের স্তম্ভিত সমালোচনার উপক্রমণিকাভাগে হিতবাদী-সম্পাদক বলিতেছেন—

“গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দিল্লীতে এক ব্রাহ্মণ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। তিনি সভায় কয়েকটি কাজের কথা বলিয়াছেন। তাহার বক্তৃতার সারাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজাবাহাদুর চিত্তাশীল, স্বধর্মনিষ্ঠ, আচারবান্। ব্রাহ্মণসভা উপযুক্ত সভাপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষার জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কল ভগবানের হাতে।”

( হিতবাদী ) ।

এই ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র “ব্রাহ্মণ সমাজ” হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“ব্রাহ্মণ্য সাধনা কি ভাবে করিতে হয় পুস্তান-সংক্ষেপিতঃ সমাজের তাহার অনুকল্পই বা কি, সে সাধনার সাধ্য কি, তাহার পরিণতিই বা কোথায় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় দুই-দুইটির ভিত্তিক্রি এই পুস্তকটির প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতে লক্ষিত হয়।”

### ব্রাহ্মণ্য স-

বাকিপুরে বিহার প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ্য-ধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশি রায়বাহাদুর হিন্দীতে যে অভিভাষণ করি “ব্রাহ্মণ্য সম্পদ” নামে তাহারই বাঙ্গ বাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুস্তকের আকার ২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য

“এই সৃষ্টিভিত্তি উপদেশের শেষাখিত হইয়াছে— \* \* \*

দল ও গণ্ডী মাহাত্ম্যে অন্ধ ও আন্ধ এইরূপ লোক জগতে অতি বিরল রাজাবাহাদুরের জীবন অত্য প্রকার। কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। তাহার লেখা আমরা বিশেষ মনোযোগ করিয়া থাকি। এই পুস্তক খানিক সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ হই— সুখী হইলাম।” ( নব্যত

“উভয় বক্তৃতারই এক উদ্দেশ্য প্রাধাত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তাহা র-চেষ্টা। ইহার বিরুদ্ধে কোন কল পারা যায় না, তদ্বিপরীতে ইহা প্রশংসনীয় কারণ নিজ শ্রেণী বা জাতি কর্তৃক দে উৎকর্ষ রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রমে যাইয়া পড়িলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব পূর্ব-গোরাবে আনিতে চেষ্টা করা স্বজাতি কাজী ব্যক্তি মাত্রের কর্তব্য কর্ম। র শেখরেশ্বর ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন মাত্র মাত্র্য-এবং সেই কার্য তিনি করিতে হইয়াছেন। ইহাতে তিনি কেবল কেন, সর্ব সাধারণের প্রশংসা-ভাজন।

শিবসপুর মুন্সিগঞ্জে আহুত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজা শশি-  
শেখরেশ্বর রায়বাহাদুর উক্ত মহানতার সভাপতির আসন  
পরগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষাতে যে অভিভাষণ করেন,  
তাহারই মূল মর্ম এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০।

## উপদেশ।

কালী সাক্ষ বেদ বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, এংগো  
বেঙ্গলী স্কুল প্রভৃতির বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কায  
উপলক্ষে সভাপতি ভাবে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায়  
বাহাদুর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া সময়ে সময়ে হিন্দী  
এবং বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন,  
তাহারই কিয়দংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০।

## হিন্দু সমাজের বিরাট মূর্তি-সন্দর্শন।

“এই পুস্তকে হিন্দু সমাজের অবস্থা অতি হৃদয়কম্পে  
মেধান হইয়াছে। হিন্দু সমাজেই এই পুস্তকখানি পাঠ  
করিলে সমাজের নিপুট রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন।  
রাজা শশিশেখরেশ্বর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে পত্রীর জ্ঞান  
ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।” (‘বিকাশ’)।

‘হুচিস্তিত প্রবন্ধ। যিনি পড়িবেন, তিনিই  
উপকৃত হইবেন।’ (নব্যভারত।)

## কুমারের ছবি।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০।

“The first-named, Krishakayi Chhabi  
is a collection of short poems on the  
different phases of a Bengal peasant's  
life from its contact with this mundane  
world to its separation therefrom. Its  
author, Raja Sasisekharendra Rai, is  
well-known as a Zamindar who has “the  
good of the rayets always at heart; and  
as he is in touch with all that move  
their little hearts, it is no wonder that  
these lines of harmony will awaken in  
their readers the full ring of the chords of  
sympathy.” (The Amrita-Bazar Patrika.)

৩০-বৎসর পূর্বে যে সময় ঐদেশে গো-স্বক্ষা-  
আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই সময় এই পুস্তিকা  
প্রথম প্রকাশিত হয়।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, বিনামূল্যে বিতরিত।

“ইহাতে গোজাতির ও গোদুগ্ধের উপকারিতা, ও  
গোমাসের অপকারিতা বচন প্রমাণ দিয়া প্রদর্শিত হই-  
য়াছে। কি উপায়ে গোহত্যা নিবারণ করা যায়, তাহারও  
পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক সমাজের-মঙ্গলপ্রদ  
সন্দেহ নাই।” (প্রতিকার।)

“এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকখানি পাঠে গ্রন্থকারের অসঙ্গ  
সুদয় বেদনার ও উদারচিত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। \* \* \*

গ্রন্থখানি পাঠে আমরা এতদূর গীত হইয়াছি যে আমা-  
দের প্রতিকার কলমের ক্ষমতা হইলে গ্রন্থখানির আদ্যা-  
পাশ্চ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতাম। আমরা  
স্বদেশহিতৈষী মহাস্বাধীশকে পুস্তকখানি পাঠ করিবার  
জন্ত সনিপেক্ষ অনুরোধ করিতেছি।”

(মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি।)

“ভাই ভারতবাসী, একদিনের এই পুস্তকখানি পাঠ  
করিয়া দেখ। এর মধ্যে কি রহিয়াছে। আমাদের গন্যত  
অসোচনার স্থান নাই, তবে এইমাত্র বলিতেছি, পুস্তক  
খানির শেষ অংশগুলি পড়িয়া বাস্তব আমরা চক্ষু-জল  
সম্বরণ করিতে পারি নাই।” (ঢেঁলগেজেট।)

“যেমন আমাদের দেশ, পুস্তকখানি তদুপযোগী হই  
য়াছে। সরল শ্রাণ—অল্প শিক্ষিতরাও বুঝিতে পারিবে।  
বাস্তবিক এ পুস্তকখানি ভারতে যথার্থ মূল্যবান। এবং  
দেশের প্রকৃত অভাব মোচনে উপযোগী। প্রতি পৃষ্ঠে  
ইহার একখণ্ড থাকা উচিত।” (সোমহকাশ।)

## ব্রাহ্মণের দুর্গতি।

ও তাহার প্রতিকার-উপায়।

আকার ২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০।

## সমাজ-গঠন।

আকার ২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১/০।

### আচার-ব্যবহার ।

ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ, ଗୁଣ୍ୟ ॥୦ ।

“এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, জাতিস্বাধীনতা, এ দেশে যোগ্য সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতেছে, তাহা অস্বীকার্য শেচনীয়। দাঁড়াই। পিছু, তাহারা ব্যাপিত জগৎ ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। এই পণ্ডের “দেশ ও বিলাতি” আচার-ব্যবহার এই শিরক পশুপতী হস্তের জীবন্ত প্রমাণ। লেগক স্বদেশ ও বিদেশের বাসবাসি, ভোজন, স্নানাদিনতা প্রভৃতি যে-কোন বয়স যুগে, যুগকাল অনুসন্ধান করিয়া লেগপে এ দেশে ব্যবহৃতকাল প্রচলিত প্রথা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে। এই দেশীয় ইচ্ছা: মোহক স্ত্রী পুংবদিশের জ্ঞানপ্রশংসাকর কাজ করিবে, এই আশয়ে আমরা এই হৃদয় প্রস্তাবটি উদ্ভূত করিয়া দিলাম। যাহারা এখন ইংরেজের দৃষ্টিতে বাস, ভোজন একান্নবর্জ পরিবার গ্রন্থসার সজ্জিত মানব ও তাঁরা বাসনতার সম্পূর্ণ যত্নকর থাকিতেছেন, তাহারা যে ইচ্ছাযোঁ দশাজের প্রাচ্যাত্মক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অব্যাহতি, এই প্রস্তাবটি পাঠে করিলে তাহাদের বিনয়কর পক্ষে পড়িয়া যায়। যোগক এই মোহকবিদেও যত্ন এত অজ্ঞানশংসার পদস্বা করিয়া জ্ঞান সমাজের বাসকর একটী সহজ দৃষ্টিয়ার দায়ক করিয়াছেন, এতদ্বা তাহকর আশা: স্বদেশের সাহিত্য প্রচাৰক কার্যসমূহ।”

"Under the above name has been reprinted, with certain additions, an article, which was contributed a few years ago, to the pages of "Baidharyika Tattwa," by Raja Sasisekhareswar Roy of Tahirpore. In this paper the relative advantages and disadvantages of the social and domestic economy of the European and Indian nation have been discussed and the objections to adopting European manners in this country have been pointed out with reference to the social, financial, climatic and hygienic condition of India. The writer's arguments are not based on a sentimental love for all that is Indian but on a thorough sifting of medical and other evidence which he has brought to bear on the subject. The Rajal's points are thoroughly practical, and he has always adduced reliable facts and figures to support his contentions. The pamphlet is full of solid instructions, and we gladly await the publication of its subsequent parts."

(The Indian Mirror.)

## শোণিতাঞ্জলি ।

আকার ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০।

“বর্তমান বিশ্ববাপী নহাযুদে রক্ষণের অবস্থা এই  
পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজা স্বর্গপরায়াণ  
শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত; তাঁহার  
লেখা স্থান নন্দনশী হইয়াছে।” (কাশীপুর নিবাসী)

“যুদ্ধের ইতিকালে তাহার ফল”ও সমাজের অবস্থা।  
 বর্ণনার দ্বারা এই পুস্তক লিপিত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে  
 প্রকাশিত হইয়াছে, ইত্যরু; কিছু ধ্বনানয়িক হইয়াছে।  
 তথাপি ইহাতে জ্ঞানিবার অনেক বিষয় আছে। \* \*

হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে যোগ্য দেখাইতে চষ্টা করিয়াছেন, সেকালে এমনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুদ্ধের নিয়মান্বিত ও বহুস্তম্ভ অধিক মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যমান ছিল। দেশকল বসনে জগন্মতের সমুদয় বস্তুতে আবহমান কাল ধূম্র চর্চিত হইছে ও চকিবে। তাহে মানব সমাজে যুগ্ম দুর্গা হুজুর্গ উদ্বেগ ও প্রণোদা পরিবর্তিত হইতেছে। মদ্য যুগ্ম নিঃস্বার্থ ভানে কেবল দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্যে বৈদ্যের উপর বুদ্ধ অব্যাহত ছিল; ক্রমে তাহা পরিবর্তিত হয়। এখানে কালযুগ্ম স্বার্থপর অবশ্যযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভঁহার বিস্তৃত অর্থ ও চিত্তশীলতায় পরিসর দিতেছেন এবং তাহার পুস্তক পাঠে আনন্দা ক্রান্ত হইয়াছি।"

(সময়)

उक्त राजा साहब ने जर्मन, फ्रांस और अंगरेज-युद्धों के विषय में बहुत कुछ अनुसंधान करके अनेक भाव दिखाये हैं। आजकल जर्मन, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों ने जा नये २ शस्त्र शस्त्र प्रचार किये हैं जैसे वायुयान, मखमरीन ( जलके भीतर चलने वाली नौकाएँ ) इत्यादि उक्त राजा साहब ने पुष्पाणके प्रलेखों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि ये मख पूर्वकाल में हमारे ही देश में विद्यमान थे ।

राजासाहब ने भविष्य पुराण के भूनेकों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि कलिकाल में शूद्र जाति का उदय होगा और वैश्य तथा क्षत्रियों का ह्रास हो जायगा सो इस युद्ध का परिणाम यही देखने में आ रहा है। अङ्गरेज और अमेरिकन वैश्यशक्ति और जर्मन क्षत्रो-शक्ति गिने जाते हैं सो इनका परिहास और शूद्र-शक्ति (लेबरल क्लास) का उदय होगा ऐसा उक्त पुस्तक के ८२ वें पृष्ठमें लिखा हुआ है। सारांश यह कि उक्त पुस्तक अमूल्य है और बङ्गला, पढ़ने वाले पाठकों को चार आने खर्च कर त्रिशूल आफिस से अवश्य मँगौ लेना चाहिये। यदि उक्त पुस्तक का राजा साहब हिन्दी-पंस्करण करा दें तो हिन्दी-पाठकों को भी इससे बहुत कुछ लाभ पहुँचेगा।”

( भारतजीवन । )

## আন্তিকতা কি

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী লিখিত ।

আকার ১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ ।

## শুভদিন ।

স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র সান্যাল লিখিত ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যে জ্যোতিষ বচন-অনভিজ্ঞ, সামান্ত লেখা পড়া জানেন এমন জ্যোতিষ বা বালকেও অতি সহজে ও অল্প সময়ে যাত্রাদির দিন দেখিতে পারেন ।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ ।

## যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ ।

হঠযোগ—

মূল্য ১০ ।

লয়যোগ—

মূল্য ১০ ।

রাজযোগ—

মূল্য ১০ ।

## যোগ কর্ণিকা ।

শ্রীমৎ অঘোরানন্দ নির্ঝাণী লিখিত ।

আকার ১৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ ।

## সচিত্র বৈদিক সন্ধ্যা-রহস্য ।

সম্পাদক—শ্রীতারারচরণ শর্মা ।

ইহাতে তিন খণ্ডেরই সন্ধ্যা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক বাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছে । বহু পণ্ডিত ও সম্রাট ইহার ভূমদী প্রশংসা করিয়াছেন । মূল্য ১০ আনা ।

## ঋগ্বেদ সংহিতা ।

বেদোদ্বোধিনী সমিতি প্রকাশিত ।

সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষা ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ৮ পেকী রূপার রয়েল আকারে খণ্ডে ২ প্রকাশিত হইতেছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য সাহায্য ১০ ।

# ত্রিশূল ।

অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-রক্ষা-মহাসভার আনুকূল্যে

উক্ত সভার সঞ্চালক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুরের সম্যকতত্ত্বাবধানে  
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শর্মা-সম্পাদিত ।

হিন্দু-সমাজ-তত্ত্বের অসঙ্কেচ ও অপেক্ষ আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মণদিগ চতুর্দিক মধ্যে সমাজ-শক্তির উন্মেষণ তথা হিন্দুজাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণ চেষ্টাই এই পত্রের মুখ্য অভিপ্রেত ।

ত্রিশূল সম্বন্ধে দশজনের অভিমত—

“নাস্তিকতা ও দর্শন শাস্ত্র আর একটি উপাদেয় প্রবন্ধ । লেখকের দার্শনিক আলোচনা বড়ই পরিপাটি ।” ( পল্লীবাসী ) “উৎকৃষ্ট মাসিক ।” ( মেদিনীপুর হিতৈষী )

“সমস্যাভাব ও তেমন প্রয়োজনীয় নহে এই বিবেচনায় আমরা মাসিক পত্রগুলির সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি । তথাপি ত্রিশূলের ভিত্তি ও আখ্যেয়ের যুগ্ম সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না । এই সংখ্যায় “কোরণ, পুরাণ ও বাইবেল” “ত্রিশূল-ক্রস-ক্রেসেন্ট” “পৌরাণিক ভারতবর্ষ” এই তিনটি প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং নানা তথ্য ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ ।

একটি প্রবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না । “শ্রীফল বা বেল” সাধারণের পাঠ করা উচিত ।” ( সময় )

সুদূর বোম্বাই নগরী হইতে প্রকাশিত “বৈষ্ণবধর্ম পতাকা” বলিতেছেন—

“হুগলি অধিকার ব্রাহ্মণ্যোঁকা ওদেয় বৈদ্যাল লেজ মজাশিত লুপ্তা করেই । ব্রাহ্মণ্যোঁকা লোগ মারলকি আধুনিক অধ্যয়নলকা কারয় জনলাকার সামাজিক যনলকা চারা প্রায় লনকি মির মড়া করেই । \* \* \* ওন দরিত্রনাঁকা দ্বায় একজনলানি ব্রাহ্মণ্যোঁকা ওদেয়লনকি, অদম্য স্বাধীন্যাম, অদোকারিনা, কর্তব্যনিষ্ঠনাঁকা নিমার্গিক মাভোঁকা দর্শনকী জিন্তি হুজ্জা ভা, তে নিমুললকা অবহয় দ্বীপক্ট । \* \* \* নিমুললকা মাভা লজ্জী ঐক্য আর মাভপূর্ণ্য হৈ ।”

মাসিক ত্রিশূলের বাৎসর্য্য সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১১০ ; হিন্দী সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১১০ ; উভয় একত্রে লইলে ২২০ ; ব্রাহ্মণ-সভার সদস্যগণ মাত্র ১০ ডাকমাণ্ডল দিয়া বিনামূল্যে ত্রিশূল পাউতে পারেন । হিন্দুমাত্রই ব্রাহ্মণরক্ষা সভার সদস্য হইতে পারেন । বৎসরে ৬০ মাত্র সাহায্য দিতে হয় ।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

## সমতটের পূর্বে\*

( শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে লিখিত )

চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুনচুয়াং, ভারত-ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্বে দিকে তিনি যান নাই।\* না গেলেও সমতটে অবস্থান-সময়ে তৎপূর্বদিকে ছয়টি প্রদেশের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; তিনি যথাক্রমে সেই-গুলির নাম ও দিক্-লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;—

১। শিহ্-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তর-পূর্বে, পর্বত-মধ্যে, সমুদ্র-পার্শ্বে।

২। ক-মো-লং-ক—শিহ্-লি-চ-টলের দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রের শাখার উপরে।

৩। তো-লো-পো-তি—কমোলকের পূর্বে।

৪। ই-শং-ন-পু-লো—তো-লো-পোতির পূর্বে।

৫। মো-হ-চন্-পো—ই-শং-ন-পুলোর পূর্বে।

৬। ইয়েন্-মো-ন-চো—মো-হ-চন্-পোর দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই সকল দেশ কোথায়, ইহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয়গণ বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং নানা মত প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

য়ুনচুয়াংএর ভারত-ভ্রমণ-বিবরণের বহু সটীক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় টমাস ওয়াটাসকৃত অনুবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-ভিক্ষুিং ডাঃ স্লীম্ ডেভিড্‌স্‌ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ওয়াটাস সাহেবের উক্ত অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন;—

“As Mr. Watters probably knew more about Chinese Buddhist Literature than any other European scholar and had at the same time a very

\* বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত।

† অবস্থান ( শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা, ভারতী, অক্টোবর, ১৩২২ ) অবস্থান তাৎবে এতদ্বিধে সমীক্ষা-আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই উক্তর ব্যাপারের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যিক, তাই বর্তমান পত্রের অবতারণা।



fair knowledge' both of Pali and Sanskrit, he was the very person most qualified to correct those mistakes ( made by Mr. Beal ) and to write an authentic work on the interpretation of Yuan Chwang's most interesting and valuable records."

বিশেষতঃ ওয়াটাস সাহেবের ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন-কারিগণের অগ্রণী, সুপ্রসিদ্ধ ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ সাহেব কতিপয় মূল্যবান টীকা সংযোজিত করিয়া ইহার সারবত্তা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বর্তমান প্রবন্ধে ওয়াটাস সাহেবের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই মনীর বক্তব্য লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। চীন পর্যটক পৌণ্ডরকন হইতে ৯০০ লি ( ১ লি = ১ মাইল ) পূর্বদিকে গিয়া, করতোয়া পার হইয়া, কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০ কি ১৩০০ লি চলিয়া সমতটে পৌছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন করতোয়ার পূর্ববর্তী ভূভাগ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। অতএব ঢাকা, করিমপুর প্রভৃতি লইয়া বর্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া 'সমতট' রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট এ. স্মিথ সাহেব তদীয় টীকার সঙ্গে ওয়াটাস সাহেবের গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে যে একটি মানচিত্রে চীন পর্যটকের ভারত-ভ্রমণের প্রদেশগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমতট বোধ হয়, বিতর্ক ভাবেই দেখান হইয়াছে। এই সমতট হইতে ঘরনু-চুয়াং কিরিয়া পশ্চিম অভিমুখে ৯০০ লি গিয়া, তান্-মো-লিহ্-তি বা তাল্লিগি ( বর্তমান তমলুক ) প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সমতটের অবস্থান প্রাণ্ডতানুস্বরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এখন সমতটের উত্তর-পূর্ব দিকে "শিহ্-লি-চ-ট-লো" রাজ্যটি কি, তাহা সন্ধান দিবে। বিতর্ক সংস্কৃতে ইহা পরিবর্তিত করিলে "শ্রীকট" দাঁড়ায়। এতৎসবকে আমরা অজ্ঞ বলিয়াছি ;—

In fact what the people whom Yuan Chwang consulted said was 'Srihatta' which the pilgrim heard as 'Sri-hatra' and reproduced in his defective Chinese tongue as 'Shihli Chatalo'†

অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত দেশটির নাম লোকে বলিয়াছিল "শ্রীহট",—পর্যটকের কাণে তাহা "শ্রীকট"রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল ; তাহাই বিতর্ক চীন-ভাষার শিহ্-লি-চ-ট-লো হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। পূর্বাঞ্চলে—সমতট ইত্যাদিতে উচ্চারণের যে একটা বিশেষ ছিল, তাহার চিহ্ন আলিও বর্তমান। অধুনা অসহীয়া ভাষার পূর্ববঙ্গের প্রাচীন উচ্চারণের দ্বারা কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। "স"-কারের "হ"

• Preface to Watter's Yuan Chwang Vol i,

† Epigraphia Indica, Vol XII, P. 67.

উচ্চারণ তদ্বোধে একটি; এবং “হ”-কারের উচ্চারণ অনেকটা “থ”এর মতই শুনার। ব্রহ্মদেশ শব্দাকী পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজকেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই শ্রীকত্র বা শ্রীক্ষেত্রকে কেহ কেহ ব্রহ্মদেশের “থারেখেত্তর” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং “বাকালার ইতিহাস”-লেখক শ্রীযুক্ত রাধালদাস বল্যোপাধ্যায় এই মত অবলম্বন করিয়া ইহা “বর্তমান প্রোমি” বলিয়াছেন।\* কিন্তু তাহার “থারেখেত্তর”কে (শ্রীকত্র) য়ুন-চুয়াংএর “শিহ্-লি-চ-ট-লো” মনে করেন, তাহার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তাবিয়া দেখেন নাই। জেনারেল কেরার-প্রণীত “হিস্টরি অব্ বর্ম্মা” (ব্রহ্মদেশের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, “থারেখেত্তর” রাজ্য ৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিগ্রহে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।† তাহা হইলে ইহার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে য়ুন-চুয়াং আসিয়া ঐ রাজ্যের সংবাদ কিরূপে পাইলেন, অথবা কি লুপ্ত ইহা উল্লেখ-যোগ্য মনে করিলেন, বুঝা গেল না। তাহার আরও একটি কথা ভুলিয়া যান যে, শিহ্-লি-চ-ট-লো রাজ্যটি (near the sea) সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত বলিয়া য়ুনচুয়াং বলিয়াছেন। থারেখেত্তর (বা প্রোমি) এবং সমুদ্রের মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং সমুদ্র হইতে প্রোমি বাইতে হইলে চুল্ল্য পর্বত অতিক্রম করিতে হয়। ফলতঃ শিহ্-লি-চ-ট-লো বা “শ্রীকত্র” শ্রীহট্টই বটে—“থারেখেত্তর” নহে।‡

এই শিহ্-লি-চ-ট-লোর অপরা এক দাবিদার সম্প্রতি হাজির হইয়াছেন। চট্টগ্রামের কোনও কোনও দেশবৎসল ব্যক্তি জেলাটির প্রাচীনত্ব স্থচনার্থ ইহাকেই চীন পর্যটকের কথিত দেশ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, “শিহ্-লি-চ-ট-লো” “শ্রীচট্টল” নামের চীন সংস্করণ। আপাততঃ ইহা বেশ সমাচীন দেখায় বটে; বোধ হয় যেন, ইহাই স্থলজত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির কারণ পাওয়া বাইবে। প্রথমতঃ “চট্টল” শব্দটি আধুনিক কোনও কোনও তত্ত্বে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়াই বোধ হয়। “চট্টগ্রামের বিবরণী” নামক

\* বাকালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ৯৫ পৃঃ।

† Vide General Phayre's History of Burma P. 18.

‡ “থারে-খেত্তর” শ্রীক্ষেত্র কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৎসম্বন্ধে জেনারেল কেরার বলেন,—

“Thare Khattara is interpreted by Lassen as representing ‘Srikshetra’, the field of fortune. ‘Khattara’ is also the Burmanized form of ‘Kshatriya’ and the name has been interpreted as referring to the race from which the kings of Burma claim to have descended.” P. 11 (foot-note) History of Burma.

আবার শ্রীহট্টের নামও “শ্রীক্ষেত্র”রূপে উল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে। কেন না, শ্রীহট্টের মহাপীঠাধিপাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী—তাঁহারই নামে ইহা “শ্রী” অর্থাৎ লক্ষ্মীর “হট্ট” বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে ইহা শ্রীর ক্ষেত্র অর্থাৎ স্বামী বখিরা উল্লেখিত হওয়াও অসম্ভবিত নহে। “শ্রীহটে হাটকেবরঃ” এই সৌকাংশ তত্ত্বাণের নাকি “শ্রীক্ষেত্রে হাটকেবরঃ” এইরূপ আছে। তাহা হইলে “শ্রীহট্ট” ও “শ্রীক্ষেত্র” একার্থবাচক বলিয়াই প্রভাত হইবে।

ক্রমশঃ-প্রকাশিত। একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে জামা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও এই দেশ ‘চাটগাঁ’ বলিয়াই বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল; এ কথা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্বাবিজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই<sup>\*</sup> বলিয়াছেন।\* খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; এমন কথা চট্টগ্রামের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।† সম্ভবতঃ ইহা তখন ‘মগ’দের অধীন ছিল। তারপর যদিও তর্কস্থলে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও ‘চট্টল’ নামেই ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, তথাপি “শ্রীচট্টল” এই নামের “শ্রী” কিরূপে আসিয়া চট্টলের মাথার বসিল? এটা নামের অংশ না হইলে চীন পরিব্রাজক এত কষ্ট করিয়া ইহা লিখিতেন না এবং তৎপশ্চাদ্ভাগত ইচিংও তাহা অব্যাহত রাখিতেন না। ফল কথা, “শিহ-লি-চ-ট-লো” “শ্রীচট্টল” নহে, “শ্রীহট্ট”ই বটে।

ওয়াটার্স স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমতটের উত্তর-পূর্বভাগে শিহ-লি-চ-ট-লোর অবস্থান; ‘থারেক্তের’ (বা চট্টল) হইতে হইলে “দক্ষিণ-পূর্বে” হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও তিনি পাঠ “উত্তর-পূর্বে”ই পাইয়াছেন। তাই তিনি ইহা “ত্রিপুরা জেলা” অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকা-লেখক ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট এ. স্মিথ সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। হুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিকটে গিয়াছেন মাত্র, ঠিক স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। তবে ত্রিপুরা জেলার এক বিশিষ্ট অংশ (সরাইল পরগণা) সে দিনও শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার শ্রীহট্টের মধ্যে যে মহাল ‘সতর খণ্ডল’ (সরাইল) সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, তাহা আইন আকবরি হইতেই প্রমাণিত হয়।

এখন শিহ-লি-চ-ট-লো ত শ্রীহট্ট হইল,—যুয়ন-চুয়াঙের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া একবার দেখা উচিত। ইহা সমতটের পূর্বোত্তরে, পর্বতের মধ্যেও বটে; কেন না, ইহার প্রায় তিন দিকেই পর্বত—খাসিয়া, অরুণ্ধ্যীয়া শ্রেণী হইতে ডান দিকে বুরিয়া, দক্ষিণদিকে রত্ননন্দন পাহাড় পর্যন্ত একটা পর্বতের বেঁঠনী শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাংশ ঘেরিয়া চলিয়াছে। ইহা সমুদ্রের পাশে (near the sea) প্রমাণিত করা আবশ্যক।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ভাটেরায় দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়; তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেন। শাসন-প্রদত্ত ভূমি যে শ্রীহট্ট-প্রদেশেরই, তাহা শাসনে “শ্রীহট্টনাথ” শিবের উল্লেখই বুঝা গিয়াছে। তাহার একটিতে

\* চট্টগ্রামের বিবরণী, ভৌগোলিক ভাণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৬ পৃষ্ঠা।

† এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত আটান কি না? তদন্তের বাহা বস্তু, তাহা ইতঃপূর্বে ভাস্করবর্দার তাম্রশাসন সমালোচনা হইল বলিয়াছি—ইপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ১২শ খণ্ড, ১৩ সংখ্যক এবং (৬৭পৃঃ), অথবা বিজ্ঞান, আবার, ১৩২, অথবা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১০১১ প্রভৃতি। তদুপলক্ষে প্রমাণিত করিয়াছি যে, ‘শ্রীহট্ট’ তখনও বনামখ্যাত জনপদরূপে বিদ্যমান ছিল।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No. VIII. August 1880.

আমুগাবিশেষের পরিচয়ে “সাগরপশ্চিমে”\* শব্দটি রহিয়াছে এবং অপরটিতে “নৌবাটক” শব্দের বারম্বার উল্লেখ আছে। তাঃ মিত্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, “war boat”।

এই শাসনগুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপি দ্বারা অঙ্কিত হয়, যদিও তাঃ রাজেন্দ্রলাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন। বাহাই হউক, ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে ঐহট্টের স্থানবিশেষের নিকটে সাগর ছিল এবং নৌবল পরিয়ুক্ত হইত, ইহার স্পষ্ট নিদর্শন এই শাসনদ্বয় হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সাগর মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ না হইতেও পারে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐহট্টের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হাওর সংজ্ঞক যে সকল বিশাল হ্রদ বিস্তারিত আছে, প্রবল বর্ষাকালে, বিশেষতঃ যে বৎসর হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া শস্তাদি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসরে, ইহাদের আকৃতি দেখিলে, চৈনিক পরিব্রাজকের কথা যে ১৩০০ বৎসর পূর্বে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা সহজেই অঙ্কিত হইবে। বর্তমান কালে, দেড় শত বৎসর মাত্র পূর্বে, যখন (১৭৭৮ খৃঃ) মিঃ লিওনে ঐহট্টের গবর্ণর হইয়া বর্ষাকালে ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent।

প্রতি বৎসরে বর্ষার পলি পড়িয়া অনেক নিম্ন স্থান উচ্চ হইতেছে। আমরা বালাকালে, মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে, যে সকল প্রান্তর অতল-স্পর্শ দেখিয়াছি, তাহা আজ শস্তক্ষেত্রে

\* প্রথম শাসন, ৩৮শ পংক্তি।

+ দ্বিতীয় শাসন (১) ১০-১৫ পংক্তি—

নিঃসীম নৌবাটকপত্তিরাজিপ্রভিন্নবস্তাবলসৈন্তদল্পং।

স রাজরাজঃ কুম্ভাবদাতৈর্ভিশোভিতকীং বিষলীচকার।

(২) ২১-২২ পংক্তি,—

বর্ষাননৌবাটককলিপাতঘাতোচ্ছলবারিভিক্রয়ঃ।

রথৈয়ন্তরঙ্গৈরভিসম্পত্তিঃ সস্তাপশান্তিঃ হস্তরাসলতি।

‡ এক দিন বেঁ সমগ্র ঐহট্ট সমুদ্রসামিত ছিল, তদ্বিবরে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাটার সাহেব লিখিয়াছেন,—The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period.” (Statistical Accounts of Assam. Vol. II, p. 263)।

\* Extracts from “The Lives of the Lindsays Appendix to Hunter’s Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 346.

পরিণত হইয়াছে। তাই তের শত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টরাজ্য চীন পরিব্রাজকের নিকট সমুদ্রের সমীপবর্তী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহাতে বিষয়ের কোনও কারণ দেখা যায় না।\*

অতএব দেখা গেল যে, শিহ-লি-চ-ট-লো যে খ্রীষ্ট, তাহা চীন পর্যটকের উচ্চারিত নাম-সাদৃশ্যে, তথা তৎকথিত লক্ষণাদিতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটির সংস্থান সম্বন্ধে যদি আমরা স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি, তবেই অন্তর্পাটটির সংস্থান-বিষয় আলোচনা করার সুবিধা হয়। তাই শিহ-লি-চ-ট-লো লইয়া এত বিতর্ক করিতে হইয়াছে।†

২। অতঃপর শিহ-লি-চ-ট-লো-র দক্ষিণ-পূর্বে “ক-মোলংক”; ইহা সমুদ্রের এক কাঁড়ির উপর অবস্থিত বলিয়া কথিত।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়াটস্ (এবং মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ্) শিহ-লি-চ-ট-লোকে ত্রিপুরা অঞ্চলে আনিয়াছেন; কিন্তু কমোলংক সম্বন্ধে পূর্বতন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়া লিখিয়াছেন,—“It is said to be Pegu and the Delta of the Irawadi,” অর্থাৎ ইহা পেগু এবং ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ। কিম্বাচর্য্যমতঃ পরম্! যখনচূয়াং পর পর রাজ্য-গুলির নাম লিখিয়া গিয়াছেন—‘ক-মো-লংক’ শিহ-লি-চ-ট-লোর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্বস্থিত হওয়া আবশ্যিক। বাঁহারা শিহ-লি-চ-ট-লোকে “প্রোম্” বলেন, তাঁহারা অবশ্যই ক-মো-লংককে পেগু বলিতে পারেন,—কিন্তু শিহ-লি-চ-ট-লোর বেলায় ভিন্ন ব্যবহা করিয়া, ক-মো-লংক

\* যখনচূয়াং যে কোন সময়ে সমস্ত পরিদর্শনপুস্তক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না। অন্তত আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া নিতে পারি যে, নিকটই তিনি বর্ধাকালে সমস্ত হইতে উত্তর-পূর্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অপার জলরাশি দর্শনে তদন্তপার্বর্য জনপদ পরিভ্রমণে হতাশ হইয়াই প্রত্যাবর্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ফলতঃ বর্ধাকাল ভ্রমণোপযোগী সময়ও নহে; বিশেষতঃ দোক্ত পর্যটকগণ মঠাঙ্গরে বর্ধাকাল বাপন করিতেন। ( Vide Watters' Yuan Chwang Vol. I, P 145 )

† এ হলে অপর চীন পরিব্রাজক ইচিংএর উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। য়ানচুয়াঙের আর ত্রিশ বৎসর পরে ইচিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি নলন্দা হইতে পূর্বাভিমুখে ৫০০ বোজন চলিয়া পূর্বসীমান্ত প্রদেশে যান। এই প্রদেশের পূর্বপ্রান্তস্থিত বৃহৎ কৃক (Great Black) পর্বতকে তুজন, (অর্থাৎ তিক্ত) দেশের দক্ষিণ দীর্ঘা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। এই পর্বত চীনদেশের সূচুয়ান (Szuchuan) প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আর এক মাসের পথ ব্যবহিত বলিয়া তিনি নির্দারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে সাগর-তীরের সন্নিকটে “ই-কাসু” নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [ Vide P 9, of Dr. Tokakasu Itsing ]. ইহা যে খ্রীষ্ট, তাহাযে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। “বৃহৎ কৃক” পর্বত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-দীর্ঘাভিত্তি ভেটিানের পাহাড় বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া, আনান ও থাসিয়া পাহাড় পার হইয়া, তথানী সমুদ্র বলিয়া প্রতীত অনুরাশির প্রান্তবর্তী খ্রীষ্ট রাজ্যেই তিনি পৌছিয়াছিলেন। ইচিং অবশ্যই তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পরিব্রাজক য়ানচুয়াঙের ভ্রমণবিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, তিনি খ্রীষ্ট প্রকৃতি স্থানে বাহতে পারেন নাই বলিয়াই ইচিং এই অঞ্চলে বাইবার লজ উৎস্রক হইয়া, বরাবর সমস্ত দিরা গেলে “সমুদ্র” পথে পড়িবে, এই আশঙ্কায় ভেটিান পাহাড় ইত্যাদি দীর্ঘ ও দূর্বনভর পথ দূরীয়া খ্রীষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হলে সাবেক রায় বহাল রাখা নিতান্তই অসুচিত এবং এটা তথ্যাব্যবহার পক্ষে মোটামুটি কলত: 'কমলাংক' পেশ নহে, গ্রীহটের সংলগ্ন "কমলাংক", বর্তমানে কোমিল্লা-বাহা পরিগণিত প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জনপদের অপর নামও ছিল—"কম্বাংক";\* বোধ হয়, ইহা কমলাংকেরই দ্বিতীয় নাম—যেমন 'ওড়ু' ও 'উৎকল'। যাহা হউক, কমলাংকের নাম অধুনা প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই কমলাংক যে এতদঞ্চলেরই নাম, তাহাও তদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষাৎ এই রাজ্য ত্রিপুরার অধীন হইয়া উহার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল।†

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর গানে" নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তি আছে,—  
"বাপের মিরশ এড়ি বাটমু গৈরর (গোড়র) সহর।

দাদার মিরশ এড়ি বাবেক কমলাংক নগড় ॥"—(৬পৃঃ, ১৩৩)

এই "কমলাংক" যে "কমলাংক", তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।‡ গৈর বা গোড় অনতিদূরবর্তী গ্রীহটের তৎকালীন নামান্তর; বিখ্যাত শাহ জালাল কর্তৃক ঐ রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হইয়াছিল।

এই ময়নামতীর নামে কোমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল দূরবর্তী "লালমাই" পাহাড়ের নাম আজিও "ময়নামতীর পাহাড়" বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ময়নামতী এই অঞ্চলেই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় উক্তিতে যে কমলাংকের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পেশ হওয়া অসম্ভব।§ বরং বাহা 'কম্বাংক' বলিয়া অষ্টম শতাব্দীতে¶ পরিচিত হইয়াছিল এবং বাহা

\* "পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-লিখিত) হইয়া—প্রতিভা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (জৈ, ১৩২০)।

† কমলাংকের কিয়দংশ পাল্লারাজ্যের সময় সমতটের সারিল হওয়ার অন্তর্গত পাওয়া যায়। ত্রিপুরার অন্তর্গত বাবাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিকুমুর্তির পাথরীতে খোদিত লিপিতে সমতটের রাজা প্রথম মহীপালদেবের নাম লিখিত রহিয়াছে। Vide Plate X facing P. 18 of Vol. XI, No 1. 1915. J. A. S. Bengal.

‡ ওরটান্ ও বীল উভয়েই "কমোলাংক"কে "কমলাংক" বলিয়াছেন; "কামলাংক" এই অপভ্রংশবাক্য "কামলাংক"ই প্রকৃত নাম বলিয়া অধিকতর সম্ভাব্য হইলেও 'কমলাংক' নামটি শোভনভর এবং খাদ্যলীলা লেখকবর্গ (এমন কি, 'পেশবাবীরাত') একবাক্যে 'কমলাংক' নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন—এই অবশ্যও তাহাই প্রতীত হয়।

§ প্রাক্কালেই ইতিহাস পড়িলে হুজুপি কমলাংক নামে কোনও নগর বা জনপদ ছিল, এমন কিছু পাওয়া যায় না। অথবা কমলাংক এতাবস্থ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যে হানটিকে কমলাংক (বা কামলাংক) বলিয়া ধরা হয়, সেই রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল স্বর্ণভূমি এবং রাজধানীর নাম ছিল হসেবতী। (Vide Phayre's History of Burma. P. 19 & P. 290) চীন পরিব্রাজকের এই অঞ্চলের উল্লেখ অতিপ্রাচীন হইলে, তিনি ঐ সকল নামই বলিতে পারেন।

§ ইতঃপূর্বে পাণ্ডীকার "পূর্ববঙ্গের একটি বিস্তৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাতে যে ভাঙ্গাপালদেবের কথা আছে, ইওলি নাকি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া লিখিবিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীনতর

বর্তমানে “কোমিল্লা” পরিণত হইয়াছে—“কমলাক” তাহাই বটে। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় নিঃসন্দেহে কোমিল্লা অঞ্চলকেই কমলাক বলিয়া গিয়াছেন; বাদ্যলার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস-লেখক ৩রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিয়াছেন, যদিও ইহারা কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। বাহা ইউক, কমলাক সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

পরন্তু এই “ক-মো-লংক” সমুদ্রের কাঁড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গা হইয়াছে। বর্ষার জল-প্লাবনের সময়ে মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থান জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রাকার ধারণ করে। পূর্মান্তন ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা তৈরববাজারের নিকটে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া মেঘনার পর্য্যবসিত হইয়াছে। তের শত বৎসর পূর্বে এ স্থান সমুদ্রের কাঁড়িই ছিল, এটা অনুমান করা বাইতে পারে। অধুনা নদী বাহিত ও বর্ষার জল-বিষোত পলিমাটি পড়িয়া বহু স্থানে চর ভরাট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। মুনচুয়াং-কথিত তৃতীয় রাজ্যের নাম তো-লো-পো-তি; ইহা কমলাকের পূর্বে। এই তো-লো-পো-তি সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটাস্ বলেন,—

“Tolopoti is the city with this name to which Shan-tsai went in order to consult Mahadeva its patron god ... Our pilgrim's Tolopoti has been restored as Darapati and as Dwarapati or Dwaravati ‘the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam’; but the characters seem to stand for Talapati i.e. Mahadeva.”

ইহাতে পূর্ববর্তী হরিগণের মত প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে অনোধার সংস্কৃত নাম বলিয়া “বারারতী” নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অবোধা কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা তলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই।

It is stated in the History of Siam that king Phra Ramathepodi founded the Capital Ayudhia in A. D. 1350 (vide Bowering's ‘Siam’ vol. I, P. 48) [Quoted from Phayre's History of Burma, P. 66-foot-note] অর্থাৎ মুনচুয়াংয়ের লেখার ১০০ বৎসর পরে যে নগরের আবির্ভাব, তাহাই তৎকথিত “তো-লো-পো-তি” দ্বারা এই সকল পণ্ডিত নির্দেশ করিতেছেন।† পূর্বেই দেখাইয়াছি যে,

শাসনধারিতে প্রভাত্য পিতৃপিতামহের নাম থাকিতে পাটাই প্রতীত হয় যে, শাসনধারাত্মক ব্যক্তিরই অবতীর্ণতা পূর্ণ হইতেই তখন রাজত্ব করিতেছিলেন। ফলকথা, মুনচুয়াংয়ের সময়ে এই রাজ্যে যে বিতর্ক ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

\* Watter's Yuan Chwang, Vol II P. 189.

† ভাষ্যমেশের প্রাচীন নাম ‘চেন্সা’ ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক টসীন্ কো মহোদয় অনুমান করেন। (vide N. B. Gazetteer, vol. I Part I, P. 205) কর্ণেল লেক্সলীয়ার তাহাই বলেন। (vide Col. L. W. Shakespear's History of Upper Assam, Upper Burma &c. P. 8) অতএব “বারারতী” বলিয়া

থারেখের চীন পরিব্রাজকের পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাই শিহ-লি-চ-ট-লো দ্বারা স্মৃতি বলিয়া ইহার নির্দেশিত করিতেছেন।  
কলত: এতাদৃশ পণ্ডিতগণের দৃশ্য অসম্যগদর্শিতা বড়ই বিস্ময়জনক।

মোট কথা, তো-লো-পো-তি ঐ দিকে নহে—কমলাঙ্কের পূর্বদিকে সোজা দৃষ্টিপাত করিলেই যাহা দেখা যাইবে, সেই “ত্রিপুরা” বা “ত্রিপুরাপতির” রাজ্যই এই “তো-লো-পো-তি” দ্বারা স্মৃতি হইতেছে। \* .

কথা হইতেছে, ত্রিপুরা কি এত প্রাচীন? উত্তর, ত্রিপুরা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ত্রিপুরায় একটি অঙ্গ প্রচলিত আছে; সম্প্রতি উহার ১৩২৮ অব্দ চলিতেছে। ১৩২৮ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে যুয়নচুয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল পূর্বে এই অঙ্গ প্রবর্তিত হয়। ত্রৈপুর নরপতি দ্বিতীয় বীররাজ ৫৩২ শকাব্দে দিগ্বিজয়-ক্রমে “গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া” তৎস্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

“The State of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja from whom the present Raja is 92nd in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory.”

P. 470, Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah.

এই বীররাজেরও পূর্বে বহু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যাহাব নামে ঐ রাজ্য সংজ্ঞিত হইয়াছে, সেই “ত্রিপুর” নৃপতি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া রাজমাল্য কীর্তিত হইয়া থাকেন। বীররাজ ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪৩শ পুরুষ।

অতএব চীন পরিব্রাজকের নিকটে এই সুপ্রাচীন † প্রভাবশালী রাজ্যের নামই কীর্তিত হইয়াছিল।

এ হলে ভ্রামণ্যেণে নির্দেশ করা যাইতে পারে না। এ ছাড়া অপর “বারাণসী”র নামও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পঞ্চ প্রদেশের উত্তরে তৌঙ্গ রাজ্যে এক বারাবতী দুর্গ ছিল; তাহা বোধ হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কি তাহার অল্প পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল ( Vide P 89, Phayre's History of Burma )।

\* ত্রিপুরার অঙ্গ নামও ছিল—মগের ইংহাকে খুবুতুন বলিত।—(৬টেকলাসচল সিংহের “রাজমালা”, ৩৭ পৃ: ত্রুট্য) তো-লো-পো-তি দ্বারা “হলবতী”ও বুঝাইতে পারে; কেন না, ঐহট ও কমলাঙ্ক জলবহুল থাকায় হলময় পার্কৃত্য ত্রিপুরার এই নাম বা উপনাম হওয়া আশ্চর্য নহে।

† ৬টেকলাসচল সিংহ-প্রণীত রাজমাল্য আছে ( ২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, ৮ পৃষ্ঠায় ) যে, “সমুদ্রগুপ্তের লাট-প্রত্তরলিপি দ্বাবিশ পংক্তিতে নেপাল, কামরূপ, সমতটের সঙ্গে “ত্রিপুরা” রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, খ্রীষ্ট ৪র্থ শতাব্দীতেও ত্রিপুরা এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল;” [ এ হলে বলা উচিত যে, ঐ লিপিতে “নেপালকত্বপুরাদি” আছে—অনেকে ইহা “নেপাল ও কর্ণপুরাদি” মনে করেন। আমরা মূল লিপি দেখিবার অবসর পাই নাই—অতএব উত্তর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ]



এই ত্রিপুরা-রাজ্য ত্রিপুরারি মহাদেবের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কিত। মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর নিহত হইলে পুত্রহীন রাজ-মহিষী বংশ-রক্ষার্থে মহাদেবের আরাধনা করেন; সংস্কৃত রাজমালায় আছে,—

“শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাং সা বভূব স্মগতিগী।”

—( ৮কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা )।

‘তোলোপোতি’ বা তারাপতি দ্বারা মহাদেব স্মৃতিত হইলে, এই রাজ্যেরই অধিষ্ঠাতৃদেবের নির্দেশ হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল, দেবী ত্রিপুরা এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ অনাদি দেবতারূপে পূজিত। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসহরের নিকটে উনকোট নামক তীর্থে আজিও অতি প্রাচীন বিরাট মহাদেব-মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিতবাদীর সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থানে গিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

“উনকোট শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তরে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। × × × ঐ সকল মূর্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—এটি মহাদেবের মূর্তি, উহা অতি প্রকাণ্ড; দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের দ্বারা; দুইখানি ঢালের দ্বারা দুইটি কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক দিকে এক হাত, কি দেড় হাত পরিমাণ বর্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। × × × × × শৃঙ্গাণ্ডে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ত্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অসুস্থিত হয়।”—শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ, ১৫-১৬ পৃঃ।

এই স্থানের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে,—

“বিদ্যাদ্রে: পাদসমুত্তো বরবক্র: স্পৃগ্যাদ:।

দক্ষিণস্তাং নদস্তাত্ত পুণ্যা মনুনদী স্মৃতা ॥”

অনয়োরস্তরা রাজন্ উনকোটগিরির্মহান্।

তত্র তেপে তপ: পূর্বং স্মমহৎ কপিলো মুনি: ॥

তত্র বৈ কাপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।

লিঙ্গক কাপিলং তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥

অতএব এই রাজ্যের অধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তল্লিঙ্গ বহু প্রাচীন এবং চীন পরিব্রাজক এই ত্রিপুরারাজ্যের কথা শুনিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই বিশাল প্রস্তর-নির্মিত মহাদেব-মূর্তি ভগ্নাবস্থায়ও প্রাচীনত্বের অমোঘ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

৪। ‘তো-লো-পো-তি’র পূর্বে যুয়নচুয়াং ই-শং-ন-পু-লো রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। “ই-শং-ন-পু-লো” দ্বারা “ঈশানপুর” বুঝাইতেছে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন। যেহেতু

তো-লো-পো-লি দ্বারা শ্রামদেশকে নির্দেশ করা হইয়াছে, “ঈশানপুর” দ্বারা তৎপূর্বদিকস্থিত কাষোড়িয়া ধরা হইয়া থাকে।

ই-শং-ন-পু-লো কি, বলিবার পূর্বে তো-লো-পো-তি দ্বারা যে রাজ্য নির্দেশিত হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃতিবিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, কাছাড়ের পশ্চিমাংশ এবং লুশাই পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার পূর্বভাগে ই-শং-ন-পু-লো দ্বারা কি স্থিতি হইয়াছিল, এখন তাহার বিচার আবশ্যক।

“ঈশানপুর” অর্থ মহাদেবাধ্যুষিত নগর; ইহা কাষোড়িয়া অঞ্চলে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে সর্বদা দেখা আবশ্যক, “ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম ভূরি প্রচলিত ছিল কি না? এ সম্বন্ধে কাষোড়িয়ার ইতিহাসে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সংস্কৃত নাম কঙ্কোজ, এইমাত্র জানা যায়। এমত অবস্থায় কাষোড়িয়া অঞ্চল কিরূপে ঈশানপুর হইতে পারে?\*

ফলকথা, সে দিকে দৃষ্টিপাত নিরর্থক। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্বভাগে—ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের শান রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ অবস্থিত, “ইশংনপুলো” দ্বারা তাহাই স্থিতি হইয়াছে। ভুবন পাহাড়স্থিত ভুবনেশ্বর তীর্থ বাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য প্রস্তর-নির্মিত ভগ্নাবশেষ দেবমূর্তিগুলি এবং পাহাড়ের গায়ে খনিত গুহাগুলি দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা একটা সভ্য জনপদ-মধ্যস্থিত দেবতা-স্থান ছিল, যে স্থানে ঋষিকল্প সাধকগণ আসিয়া, দেবতা-দর্শনান্তে গুহামধ্যে বসিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভুবন পাহাড়ের মূর্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টাচীন বলিয়া ধারণা জন্মিবে। উনকোটি তীর্থের মূর্তিবিশেষের সামান্য বর্ণনা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—ভুবন পাহাড়ের মূর্তিগুলিও প্রায় তাদৃশ। আজ

\* ওয়াটস সাহেব ত ঙ্গসঙ্গে ইশংনপুলোকে ‘ঈশানপুর’ করিয়া, কাষোড়িয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। ফেরার সাহেবকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে (৩২ পৃষ্ঠা) য়ুনচুয়াং-কথিত এই সকল রাজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা আছে। ইশংনপুলো ও কাষোড়িয়া সম্বন্ধে লিখিত আছে,—Beyond that (Tolopati) still east Tsanapura (T=I?) is not recognizable but still further east Mahachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia. See paper by Mr. James Fergusson in the Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. vi, N. S. 1873.

আমরাও মনে করি যে, ইশংনপুলো এ বাবৎ নির্ণীত হয় নাই। কাষোড়িয়াকে ‘ঈশানপুর’ কেন বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে ঐ স্থানে ঈশানবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। এই প্রমাণ কি প্রচুর হইল? ঈশানবর্মার নিজ নামে কোনও পুর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, আগে তাহা প্রমাণ করিয়া, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয় এ বাবৎ কাল অসীমায়িত বলিয়া ধরা হইবে।

+ স্থানীয় ভাষায় এইগুলির নাম “ব্রহ্ম” (ব্রহ্ম শব্দের অপভ্রংশ)। কেহ কেহ শব্দটির বানান “ব্রহ্ম” করিয়া অর্থের ভুলভা সম্পাদন করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর হইল, ঐগুলি দেখিয়াছিলাম এবং মূর্তিগুলির নিষ্কাণ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তগুলিই ভগ্ন ; লোকে বলে—কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত। কিন্তু এই কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোসলমান সেনানী নহে। 'আমার বিশ্বাস, নাগা, কুকি প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এই জনপদের পার্শ্বে আজিও বর্তমান আছে, তাহারাই রাজ্য সহ প্রতিমাগুলিরও ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

এই ভুবন পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই পাহাড় যে পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে বর্তমান, সেই পর্বতমালারই পূর্বভাগের পাদদেশে একটি প্রাচীন জনপদের সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তাহার রাজধানী ছিল "বিষ্ণুপুর"। অধুনা যে স্থানের নাম "বিষ্ণুপুর", তাহা পরিদর্শন করিবার জন্ত ১৩২৩ সালে মণিপুর গিয়াছিলাম। ইহা এক্ষণে পাহাড়ের নিয়ে প্রায় সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। বর্তমান রাজধানী ইম্ফালে আসিবার পূর্বে মণিপুরের অধিপতিগণ এই বিষ্ণুপুরেই অবস্থান করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বর্তমান বিষ্ণুপুরের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগে প্রাচীন বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল, তাহা পাহাড়ের চাপে লোকজন সহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্প যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এই ঘটনা খুব সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হইবে।

বিষ্ণুপুরের সংস্থান-ভূমি দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জায়গাটি রাজধানী হইবার উপযুক্ত। এ স্থান হইতে সমগ্র মণিপুর উপত্যকা একখানি ছবির স্থায় দৃষ্ট হয়। অথচ ক্রোশখানেক গেলেই প্রকাণ্ড লোগতাক হ্রদ ; ইহার চারি পার্শ্বের ধাতুক্রেত মণিপুরকে সমুদ্র-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের মধ্যে একমাত্র স্থল—যাহার নাম আৰ্য্য-ভাষায় আখ্যাত ;—অবশ্য "মণিপুর" নামটি মহাভারতের বলিয়া এ স্থলে গণনীয় নহে। বিষ্ণুপুরের নাম মণিপুরীরা "মায়াং" রাখিয়াছে, ইহার প্রকৃতিগত অর্থ (মি-ইয়াং) "অনেক লোক" অর্থাৎ জনাকীর্ণ স্থান ; এখন "বিদেশী" অর্থে মায়াং শব্দ রূঢ় হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই আধুনিক অনার্য্য-বহুল জনপদের ভিতরে বিষ্ণুপুর একমাত্র আৰ্য্যবসতিস্থান ছিল।

যুয়নচুয়াঙের সময়ে এই জনপদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল ; তবে তৎসাময়িক কোনও ইতিহাস পাওয়া হুঁচুট। শান দেশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ চীন পরি-ব্রাজকের ভ্রমণের ১৫০ বৎসর পরে) পোং রাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা শামলং মণিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন ;—

" \* \* By a Shan account of the Shan 'kingdom of Pong considered authentic, it appears that Shamlong brother of the Pong king in returning to his own country from Tipperah (A. D. 777) descended into the Manipur Valley at Moirang the chief village of the tribe of that name."\*

ইহাতে অবশ্যই বিষ্ণুপুর বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে মণিপুর অঞ্চল যে তখন নানা-জাতি-অধ্যুষিত জনপদ ছিল, তাহা দেখা যায় এবং তন্মধ্যে এই বিষ্ণুপুরই বোধ হয়, আৰ্য্য-সভ্যতার আলোকবর্তিকা হস্তে লইয়া বর্তমান ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরের যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের ভাষা আৰ্য্যগন্ধি। ডাঃ গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন ;—

“A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese spoken by the same Tribe \* \*. they are also known as Bishnupuriya Manipuris. I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese ; it can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of eastern Bengali. The language possesses characteristics of, both the languages, but at the same time differs widely from both. \* \* \* In the Manipur State the headquarters of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong) 18 miles to the south-west of Imphal.”\*

এই মণিপুর উপত্যকার ভিতরেও প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবের আরও লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। রেসিডেন্সের প্রাঙ্গণে কতকগুলি প্রস্তরমূর্তি এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বৃষভাকৃৎ মহাদেবের মূর্তি এবং ছাড়া একটি হনুমান্ ও গরুড়মূর্তি দেখিয়াছি। এগুলি মণিপুরের নানা স্থান হইতে নাকি সংগ্রহ করা হইয়াছে।† আমার দেখা এই সকল মূর্তি ছাড়াও অপর মূর্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

মণিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—“ইম্ফালের ৩২ মাইল দক্ষিণে খুম্‌গাম্ মান্দুম নামক স্থানে পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাদেবের এক শিলামূর্তি বিস্তম্ভন আছে। ঐ মূর্তির সুগভীর নাভিমণ্ডল ও প্রশস্ত উদর বর্তমান। স্বর্গীয় চন্দ্রকীৰ্ত্তি মহারাজ ঐ স্থান খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়ে বুকের মূর্তি দেখিতে পাইয়া খুঁড়ান বন্ধ করেন।”

শৈব ধর্ম ও মহাদেবমূর্তি-পূজা বহু প্রাচীন কালের পরিচায়ক।‡ অতএব এ স্থলেরই কথা যুগনুচরাণ্ডের বিদিত হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, “ইশংনপুলো”কে “বিষ্ণুপুর” বলিয়া অনুমান করা যায় কিরূপে? বিষ্ণু শব্দটিকে সংজ্ঞার্থে ব্যবহারে প্রায়ই “বিষণ”রূপে পরিণমিত করা হয়। সরকারী কোনও কোনও মানচিত্রে এই বিষ্ণুপুরকে “বিষণপুর” লেখা

\* Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V Part I p. 419 [লাংগ ভোগ শব্দের অর্থ উচ্চ খোলা হান—ইহা বিষ্ণুপুরের বিশেষণ।]

† সম্ভবতঃ এই সকল মূর্তি মণিপুরেই প্রস্তুত হইত। আজিও বিষ্ণুপুরে ঐ সকল প্রাচীন শিলা-শিল্পীর বংশধর-গণ বর্তমান থাকিয়া প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করিতেছে। কিন্তু হার, প্রাচীন কালের মূর্তিগুলির সৌন্দর্য আর ইদানীং দেখা যায় না।

‡ এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুর অঞ্চলে বাগাধেবীর যে অতি প্রাচীন গরুড়না ধার, তাহারও নামক-নামিকা শিব-শক্তি'র অংশ বলিয়া সমর্থিত।

হইয়াছে। এই আত্ম “ব”টি আবার অন্তঃস্থ ( ইংরেজীতে যাকে বলে “সেমি ভাওয়েল” ), ইহা ‘u’ ( ডব্লিউ’র ) মতন উচ্চারিত হইত। অতএব বিষ্ণুপুর = বিষণপুর = ইষণপুর এইরূপ আকৃতি ধারণ খুবই স্বাভাবিক।\* ফলকথা, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী এই অঞ্চলই ‘ইশংনপুলো’ দ্বারা স্মৃতিত হইয়াছে +

৫। “ইশংনপুলো” হইতে পূর্বভাগে “মো-হ-চন্-পো”—ইহা “মহাচম্পা” বলিয়া অনুদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আনাম ও কোচীন চীন স্মৃতিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কল্পমান করেন। “চম্পা” বলিতে অনেক দেশকেই বুঝায়। ভারতবর্ষে অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম ‘চম্পা’—যুয়নচুয়াং নিজেও ইহা দোখিয়া গিয়াছেন।† কোচীন চীন অঞ্চলের নামও ‘চম্পা’ ছিল—মহাচম্পা ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না; অন্ততঃ ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা’র প্রদত্ত কোচীন চীনের ইতিহাসে “চম্পার অব চম্পা” এই কথাই আছে, মহাচম্পা নাই। সম্ভবতঃ এই “মহাচম্পা” দ্বারা যুয়নচুয়াংও চম্পা মাত্রই বুঝাইতেছেন। কেবল অঙ্গদেশীয় চম্পা এবং হয় ত অত্যাশ্রয় ‘চম্পা’। হইতে পৃথক্ করিবার জন্ত নামের পূর্বে “মহা” প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা খুব সমীচীনই হইয়াছে। আজিও গ্রেট-ব্রিটেনের বাহিরে ব্রিটিশ আধিপত্য বুঝাইবার জন্ত ‘গ্রেটার ব্রিটেন’ ( Greater Britain ) বলা হয়।

‘ইশংনপুলো’কে কাষোডিয়া ধরিলে, আনাম-কোচীনচীন পূর্বদিগবর্তী হওয়াতে, ঐ ভূভাগকেই ‘মোহচনপো’ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু মণিপুর উপত্যকা ও তৎ-পার্শ্বস্থ পার্শ্বভাগ ‘ইশংনপুলো’ বলিয়া সীমাংসিত হইলে, এই ‘মোহচনপো’কে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেখা যাউক।

\* “ঈশানপুর”ই যদি যুয়নচুয়াংয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই জনপদেরই ঐ নাম ছিল। ঈশানপুরের দুই অর্থ—এক মহাদেবাব্যাবিহিত পুর, অপর পূর্কোত্তর কোণবর্তী নগর; তুবন পাণ্ডা বা খুমগাম্বান্দ্যুস্মৃতিত মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু অথবা সমতটাদি স্থপ্রসিদ্ধ রাজ্যের ঈশানকোণ-বর্ত্তিত্বের নিমিত্ত এই অঞ্চলেরই উক্তরূপ নাম হওয়া বিচিত্র নহে। তারপর হয় ত ঈশানপুর কালক্রমে “বিশণপুর” বা বিষ্ণুপুরে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে।

+ কাছাড়ের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পুখারিগে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এগুলি ত্রিপুরার অধিকারের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা ঐক্য সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। চীন পরিব্রাজক বাহাকে ‘ইশংনপুলো’ বলিয়াছেন, সেই রাজ্যেই এই সকল পরিচয়রূপ বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ের অংশবিশেষ যে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ রাজ্যের পূর্বসীমা কত দূর ছিল, নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে না; অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে যে এই অঞ্চল ত্রিপুরার অধীনে ছিল, তাহারও প্রমাণ দুর্ব্বল। কমলাক রাজ্যটি যেমন ত্রিপুরার কৃষ্ণগত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিতে পারে।

† Watters' Yuan Chwang, vol. ii. p. ১৪১.

‡ পূর্কোণবর্ত্তে ‘চম্পা’ নামটির খুব প্রসার ছিল—শ্রাম এবং কাষোডিয়াও ‘চম্পা’ সংজ্ঞার দাবিদার, ইহঃপূর্বে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এগুলির এই নাম ছিল কি না, সম্বন্ধের বিষয়।

ব্রহ্মদেশের ভামো বর্তমানে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই ভামোর উত্তরাংশে সাম্পেনগো (Sampenago) নামক এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ‘সাম্পেনগো’ চম্পানগরের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) অপভ্রংশ। এই চম্পানগর কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না; প্রবাদ আছে যে, পাটলিপুত্রের ধ্বংসশোক চম্পানগরে পাগোডা, জলাশয়, কূপ ও পাহনিবাস সংস্থাপন করেন। কেন না, এখানে নাকি বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে কাকরূপে বাস করিয়াছিলেন।\* কথা হইতে পারে যে, এই “চম্পানগর” চীন পরিব্রাজকের সময়ে ছিল কি না। তদ্বিষয়েও শানদের কাগজ-পত্র হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৪০০ খ্রিস্টাব্দ (মণী) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০৮ অব পর্য্যন্ত চম্পানগরে শানবংশবিশেষ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা বুদ্ধের পূর্বজন্মবিশেষের লীলাভূমি, যাহাতে ধ্বংসশোকের নিশ্চিত দেবালয়াদি ছিল, তাহাই খুব সম্ভব, বৌদ্ধ পরিব্রাজক য়ুন-চুয়াং কর্তৃক উল্লেখিত হইয়া থাকিবে। পূর্বোপ-  
দ্বীপের নানা চম্পার মধ্যে ইহা যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটি কথা বলিতে সাহস্য হইতেছি। য়ুন-চুয়াং যে ভাবে চম্পা শব্দটির বর্ণবিভ্রাস করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্যের বিষয়। চম্পা—“চান্-পো”—শান দেশের পোং রাজ্যের নামটি স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি?‡ শান ভাষা একাক্ষরী (monosyllable), কিন্তু ইহাতে পালি ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়াছে।¶

ইহাতে যিনি যাহাই বুঝুন, আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন কালে অঙ্গদেশের চম্পা রাজধানীর কোনও উপনিবেশকারী সম্প্রদায় কর্তৃক সভ্যতালোক ঐ দেশে নীত হইয়াছে এবং তাঁহারাই

\* The reason for Asoka's choosing Sampenago for one set of his pagodas, tanks etc. is said to be that Buddha had lived there in a former existence in the body of a crow. (Extracts from Mr. Ney Elias' Introductory Sketch of the History of Shans—p. 58, Vol. i, Part. ii, of the Gazetteer of Upper Burma and Shan States.)

† From a Burmese translation of an old Shan document which tells the history of 'Sampenago', it appears that Sektu Min's successors continued to rule in Sampenago till the time of Sawbwa Thakyabus in 400 B. E. ( 1038 A. D. ) p. 57. vol. i part ii, Upper Burma and Shan States Gazetteer.

‡ আমাদের এইরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ উদ্ভূত, তাহা বলিতে পারি না। নয়টি শান রাজ্যের মিলিত নাম “কোশানপিয়া” (Koshanpyi)। উত্তরব্রহ্ম প্রদেশের সম্পারক বৃট সাবেব ইহা ‘কোশান’ নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন ( N. B. Gazetteer, Vol i part i p. 189 ) কো=নয় ( ৯ ) এবং শানপিয়াকে চম্পার অপভ্রংশ মনে করিতে পারা যায় নাকি? “মো-শান” একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—ইহা “মহাচম্পার” অপভ্রংশ বলিয়া ধরিতে পারি নাকি? [ The term “Mau shans” is a political rather than social name. p. 190, N. B. Gaz., vol. i Part i ] কলতঃ প্রকৃতত্বে অনুমানের এসর খুঁই আছে।

¶ Shan language is described by Dr. Cushing as a monosyllabic language but has polysyllabic words of Burmese & Pall origin ( Bhamo Gazetteer, p. 28 )

চম্পানগর সংস্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে, সাম্পোনগো-বা চম্পানগর এই শান অঞ্চলের অঙ্গীভূত ছিল।\*

৬। সর্বশেষ 'ইয়েন-মো-ন-চৌ'—মোহচন্দ্রপুর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে নাই।†

একণে দেখা যাউক, আমাদের মতামতসারে তাহার কোন ঠিকানা হইতে পারে কি না। ব্রহ্ম-রাজ্যগণের চিঠি-পত্রে তাঁহাদের উপনামের মধ্যে একটা 'উপাধি' ছিল—তম্বুদীপের অধিপতি; এই তম্বুদীপ সম্বন্ধে উত্তর-ব্রহ্ম প্রদেশের গেজেটিয়ার সকলনকারী স্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—“আভা নগরীর দক্ষিণবর্তী সমগ্র প্রদেশের সংজ্ঞা ছিল তম্বুদীপ।‡

‘তম্বুদীপ’ জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। “ইয়েনমোনচৌ” দ্বারা এই জম্বুদ্বীপই সূচিত হইতেছে। কেন না, চৌ অর্থ দ্বীপ এবং “য়েনমোনা” জম্বু শব্দের বিকৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ-সাহিত্যে “ভারতবর্ষ” সর্বদাই “জম্বুদ্বীপ” নামে আখ্যাত হইত এবং ব্রহ্মরাজ্যও বোধ হয়, নিজ রাজ্যাংশের এই নামকরণ করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মরাজ্য, সাম্পোনগো ( ভামো ) সম্বন্ধিত শান-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অতএব বাহা পূর্বে অসীমাংসিত ছিল, তাহারও দেখা যায় যে, এইরূপ একটা সীমাংসা হইয়া যায়।

কথা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মরাজ্য য়ুন-চুয়াওর সময়ে বর্তমান ছিল কি না? তাহা যে খুব বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহারও একটা বেশ অবাস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে “মগী” সন এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, তাহা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুপাসা কর্তৃক

\* Anderson describes Bhamo as forming an integral portion of the ancient Shan kingdom of Pong: This theory was based on the researches of Captain Pemberton who derived his information from Shan manuscripts at Manipur. (Bhamo Gazetteer p 13) এহলে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য; পোংরাজ্য নিহত আধুনিক নহে From Shan manuscript Chronicle the kings are recorded from 80 A. D. (Upper Burma Gazetteer Vol. I, part I, p. 235)

† 'Yen Mo Na Chau is evidently for 'Yamanadwipa': but no probable identification has yet been proposed; for it cannot possibly have been the island of Java. 'Watters' Yuan Chwang, Vol. II p. 189.

‡ From the translation of a letter dated 21st October 1879, from the Burmese Government to the Governor General of India the 'style of the king is the Burmese Sovereign of this Rising Sun who rules over the country of Thuna Paranta and the Country of Tamba deepa"

N. B. Gazetteer, Vol. I, part. I, Chap, III, p. 163 ( গেজেটিয়ার সকলনিতা যি: স্কট তত্ত্বগলকো-মন্তব্য লিখিয়াছেন:—Thuna Paranta, the Aurea Regio of Ptolemy, all countries to the north of Ava: Tambadeepa, all countries to the south of Ava. )

প্রবর্তিত হইয়াছিল।\* মনে রাখিতে হইবে, যে-সে ব্যক্তি অন্ধ-প্রবর্তক হইতে পারে না এবং একটা স্বর্ণীয় যুগেই অন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চীন পরি-ব্রাজক য়ুয়-চুয়াং ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ও পর্যটনে ব্যাপ্ত ছিলেন। মহারাজা-ওয়ং অর্থাৎ মহারাজ-বংশ নামেই ঐ ব্রহ্মদেশীয় রাজগণের ইতিহাস প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক-রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেও এই রাজ্যের উল্লেখ-যোগ্য প্রকৃতি হইতেছে। কলতঃ য়ুয়-চুয়াং ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ব্রহ্মরাজ্য তখন বহু বিস্তৃত ছিল; চট্টগ্রাম অঞ্চলও সম্ভবতঃ তৎকালে ইহার অন্তর্নিবিষ্টই ছিল। এইরূপে সমতট হইতে পূর্বোত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নামোল্লেখপূর্বক চীন পরিব্রাজক চক্রাকারে ঘুরিয়া, য়ুয়-চুয় সমতটের নিকটে পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পৌছিয়া, এখানেই নিরন্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইল। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য—যে, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক সমস্তই খুব সমীচীন এবং প্রত্যাবহ না হইতে পারে এবং যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছা গিয়াছে, তাহাতেও ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আকান, পেগু, শ্রাম, কাষোডিয়া, আনাম-কোচীন চীনের দিকে না গিয়া, শ্রীহট্ট, কোমিল্লা, ত্রিপুরা, মণিপুর, শান, ব্রহ্মের দিকে প্রাবর্তিত হয়, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, মনে করিব। এই দেশগুলির প্রাচীন তথ্য আজিও সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধারিবর্গ অল্প পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে থাকিয়া, শিলামুষ্টি, প্রাচীন পুথি ইত্যাদি দেখিয়া তথ্যাবিস্কারের চেষ্টা অতি অল্পই করিয়াছেন। অথচ এই ভূভাগও অতি প্রাচীন এবং এই দিক্ দিয়াই আৰ্য্য-সত্যতা পূর্বউপদ্বীপে—আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-লেখক কেয়ার সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—

\* Vide Appendix A—Chronology (p. 202) of “Burma” by Max & Bertha Ferrara. পরন্তু ব্রহ্মের প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ট-সীন্-কো ( একবার চট্টতে ) লিখিয়াছেন যে, বর্তমান ব্রহ্ম ( মণী সম ) “পুগান”, রাজ্যের অধিপতি থিলায়াগা কর্তৃক প্রবর্তিত হয় বলিয়া তদেবীয় ইতিহাস-লেখকেরা নির্দেশ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বৎসর হইতে বৌদ্ধ গণিত হয়; তাহা হইতে ১১৮২ বার দিয়া এই ( মণী ) সম আরম্ভ করা হইয়াছে। তিনি এই পুগান-রাজ্য সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—“The native writers aver that Tampa dipsa (তিনি ইহাই Tāmbu-deepa ( তম্বুদীপ ) এর বিস্তৃত বানান বলেন ) is the name applied to a Pagan which is situated on the left bank of the river Irawaddy and that Suna Paranta ( অর্থাৎ Thuna Paranta ) is applied to a place opposed to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha.” মিঃ ট-সীন্-কো এই সকল “নেটিভ” ইতিহাস-লেখকের উপরে ভেদন আহ্বান না হইতে পারেন, তথাপি আমাদের বতরুই প্রয়োজন, তাহা উপরি উদ্ধৃত লেখা হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া বাইতেছে। য়ুয়চুয়াঙের সময়ে পূর্বউপদ্বীপের ঐ অংশ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল—এবং “তম্বুদীপ” বা তম্পদীপ ( আবারের বতে সংস্কৃত লব দীপ ) নামটিও ছিল—বাহা চীন পরিব্রাজক ইয়েন্-মো-না-চো বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।



The route by which the Kshatriya Princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur which lies within the basin of the Irrawadi. The northern part of the Kobo valley which is the direct route of Manipur towards Burma is still called Maurya or Maurira said to be the name of the tribe to which King Asoka belonged.\*

আমরাও মনে করি যে, চীন পরিব্রাজকও ঐ পুরাতন পথের দিক্ দিয়াই তাঁহার পরিদৃষ্ট রাজ্যসকলের নাম পর্যায়ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে তিনি দৃকপাতও করেন নাই। বলতঃ পার্শ্বস্থ সংলগ্ন শ্রীহট্ট কমলাক প্রভৃতি ছাড়িয়া তিনি সরিৎ-সাগর-ভূধর-ব্যবহিত প্রোম, পেঙ ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এটা অতীত অসম্ভাবনীয়।

শ্রীপদানাথ দেবশর্মা

## “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” সংশয়

১। দুই বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের চির-জ্ঞাত চণ্ডীদাসের প্রতিযোগীও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। না ভাষায়, না ভাবে উভয়েই সাম্য আছে। আছে কিন্তু কবির উপাধি চ-ণ্ডী-দা-সে, ও ব-ড়ু বিশেষণে, এবং উপাত্ত দেবী বা-শ-লী নামে।

“কৃষ্ণকীর্তন” গ্রন্থখানা কিন্তু অপূর্ণ। উহার প্রকাশও অ-পূর্ণ। রামেন্দ্র বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নায়ক। তিনি উহার মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। রাখাল-বাবু প্রত্নবিৎ; তিনি উহার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আর, এত পণ্ডিত পুথী-সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যতীত বিদ্বৎসম্মত স্বয়ং বসন্ত-বাবু গ্রন্থসংস্কারক। তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় তাঁহার অশেষ জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছেন। আকাজ্ঞা মিটাইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শব্দ-সূচী নির্মাণদ্বারা ভাষাশ্রদ্ধার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেখুন, সংস্কৃত আয়ুর্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একখানিরও শব্দ-সূচী নাই! এই এক উদাহরণে বুঝিবেন, বাঙ্গালা পুথীখানার ভাগ্য কেমন প্রসন্ন ছিল।

এ দিকেও দেখুন। সংস্কারক লিখিয়াছেন, (১) “চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন;” (২) “তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলার নাম্নুর গ্রামে ছিল”; (৩) “কৃষ্ণকীর্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।”

কাল, ও দেশ, ও কবি নির্দেশ করিয়া এত পূরণা পুথী অত্যাধি প্রকাশিত হয় নাই।

২। বাঙ্গালা ভাষার খুঁটি খোঁজার বাতিকে পড়িয়া আমি “কৃষ্ণকীর্তন” দেখিয়াছি। বাতিকেই দোষ বহু। একটা দোষ, নিঃসঙ্গ থাকিতে দেয় না। মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় স্ত্রীধীবর্গ এই অ-পূর্ণ গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। কারণ, আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের দিনে আশু-প্রমাণ বড় কেহ মানিতে চায় না। প্রাজ্ঞে বলেন, পৃথিবী স্থিরা নহে, বঁ-বঁ শব্দে লাটিমের মতন ঘুরিতেছে। অজ্ঞের চিরাগত সংস্কারে অভিধাত হয়; সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কই—ঘোরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমরাও দশা এই অজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। সংস্কারক মহাশয় কি যুক্তি দেখাইয়া প্রাপ্ত পুথীর ভাস্কর নাম্নরের কবির বলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নবর্ষের স্পষ্ট উত্তর চাই,—

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স, ও দেশ।

(২) মূল পুথীর কবি ও দেশ ও কাল।

প্রাপ্ত পুথী হইতে এই দুই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সংস্কারক মহাশয় বিস্পষ্ট ভাবে বলেন নাই। “সম্পাদকীয় বক্তব্যে” ৩৭ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ

এই-বাহ। অগত্যা আমাকে আমার সংশয় জানাইতে হইল।\* অবসর ও বোগ্যতার অভাবে তাহা উত্তম যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিলাম না।

হুঃখ হইতেছে, এই বিচার, সংস্কারক ও তাঁহার সহায়বর্গের শ্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ভ্রায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মান-মর্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।

### (১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে বাহ্য-প্রমাণ

৩। সংস্কারক পুথী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “হু-ভাঁজ-করা তুলোট [ তুলাট ] কাগজের উত্তম পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র।” তিনি আট শতের অধিক পুথী দেখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি প্রাপ্ত পুথীর কাগজ ও কাগী দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারিতেন। তাঁহাকে নির্দিষ্ট বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পুথীর অবস্থা গুপ্ত রাখিয়াছেন। কাগজ কীটদষ্ট ও জীর্ণ কি না, শাদা তুলা জমাইয়া কাগজ, কি হরিতালাদি-লিপ্ত কাগজ; কালী মলিন, না উজ্জল; পুথীর পাটা কাঠের, না কাগজের; ইত্যাদি বার্তা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, তুলাট কাগজ লোহমঞ্জুষার রক্ষিত হইলেও পাঁচ-ছয় শত বৎসর টেকে কি? কদাচিত্ টকিতে পারে; কিন্তু প্রাপ্ত পুথী কদাচিত্কে পর্যায়ে পড়ে কি? কে জানে। সংস্কারকের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, “ক্লককীর্তনের ভাষাই চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা।” একখানা পুথী, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বলিতে যাইতেছেন, অথচ তিনি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে নির্বাক! যদি প্রাপ্ত পুথী আধুনিক হয়, তাহা হইলে ভাষা খাঁটি আছে কি? রাখাল-বাবুর কলমে একটা কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। “ক্লককীর্তনের যে পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন-পত্র-গুলিতে।” ইহা হইতে বুঝিতেছি, পুথীর সমুদয় পত্র এক সময়ের নহে, বোধ হয়, এক উপাদানেরও নহে। সংস্কারক মহাশয় “পাঠ-বিবৃতি” নাম দিয়া পুথীর লেখার কাটা-কুটির সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, লেখার অঙ্ক ছিল, লিপিকর যথোচিত সাবধানে পুথী লেখেন নাই কিংবা লিখিতে পারেন নাই। অথচ “ভাষা খাঁটি” আছে?

৪। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা [?] দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, কীর্তনের এই অপূর্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরধাজের পুথিশালার সম্বন্ধে রক্ষিত হইত।” ইহা হইতে বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথীর বয়স অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর। তিন শত বৎসর হটিয়া না গেলে মূল পুথী পাই না। কিন্তু এই দীর্ঘকালে

\* এই প্রবন্ধ গত পূজা অবকাশে লেখা হইয়াছিল। অবসর-অভাবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করিতে পারি নাই। একটা তথ্য জানিতেও বিলম্ব হইয়াছে। বাসাবিক হইল, শ্রী সতীশচন্দ্র-দ্বার মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকার “ক্লককীর্তন”র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়াছেন। দেখিলাম, আমার সংশয় তিনি আর উপেক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন। পুথীর কাল ও ভাষার তিনি ও আমি বিক্ষুব্ধ চলিয়াছি। প্রবন্ধ-লেখ্যে তাঁহার যুক্তি বিচার করিব।

প্রবেশে আলোক পাইতেছি না, কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল, কি না ঘটিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত পুথী হইতে জানিতে পারিতেছি না, অস্ত্র পুথী হইতেও পারিতেছি না। আমার সংশয়-অহেতুক কি ?

৫। সংস্কারক লিখিয়াছেন, পুথীর দুই দূরবর্তী “পৃষ্ঠার উপরে পার্শ্বীয় মত কি লিখিত আছে।” ভ্রমধ্যে দ্বিতীয় স্থানের পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিনি পঙ্ক্তি কাইতি অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।” ঘোষ হয়, বসন্ত-বাবু এই দুই লেখার গুরুত্বও অনুভব করেন নাই। করিলে কাহারও অধ্যবসারে তিনি পুথী লইয়া কাইখী লেখার দেশে বাইতেন, ফার্সী-পড়া মুনসীও ধরিতে পারিতেন। বুঝিতেছি, পুথীখানা কাইখী লেখার দেশে দেখিয়া বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দেখিয়া আসিয়াছিল, না সে দেশের আচরণ-ব্যবহারও শিখিয়া আসিয়াছিল? প্রাপ্ত পুথীর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সংশয় বনীভূত হইতেছে। পুথীখানা থাকিতে থাকিতে তাহার বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ কর্তব্য। কারণ, যে দিনকাল পড়িতেছে, ভবিষ্য পাঠক বর্তমান কাহাকেও অস্বাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে না। পুথী মত অ-পূর্ণ, তাহার তত ভীক্ত সমালোচনা ও বিচার চাই।

৬। জানিতেছি, এক রাশি পুথীর মধ্যে “কৃষ্ণকীর্তনে”র পুথী ছিল। বসন্ত বাবুর কুতূহল দৃষ্টি সে সব পুথী নিশ্চয়ই এড়ায় নাই। কিন্তু সে সব কি পুথী, কবেকার পুথী, কিংবা কোথাকার পুথী, এই আবশ্যিক প্রশ্ন, প্রাপ্ত পুথীর আকর-বর্ণনার, তিনি উদাসীন হইয়াছেন।

৭। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট। • • • তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা।” প্রেত-লিপি-বিৎ লিখিয়াছেন, “এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর” আছে। (১) “প্রাচীন হস্তাক্ষর”, (২) “প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি”, (৩) “অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর”।

প্রাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূর্ণ। ইহার লিপিকর এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে, দুই স্বতন্ত্র, এক পরতন্ত্র। তিনের এক লিপিকর এমন পরতন্ত্র যে, “বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত” তাহার পৃথক অভিজ্ঞ অনুভূত হয় না। পরমাস্তর্ষ এই, সাড়ে-পাঁচ-শত বৎসরের পুরাতন পুথীর কিয়দংশে প্রাচীন, কিয়দংশে আধুনিক হস্তাক্ষর আছে। এই বৃত্তান্ত গুলিতে ধীর ব্যক্তিরও মন ব্যাকুলিত হইবে। কারণ, এতগুলি আশ্চর্য্য বিষয়ের একত্রাবস্থিতি দৃষ্টি-গোচর হয় না। সংস্কারক ও লিপিবিৎ, কাহারও ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। সংস্কারক প্রাপ্ত লেখা পুথীর কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতা তিন-হাতের মধ্যে কোন্ হাতের, তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু ছাপা বহি, সেটা পাঠক দেখিতে পাইবেন, সে বহির কোন্ পাতার, কোন্ হাতের আরম্ভ, কোন্ হাতের শেষ, সেটা জানাইতে তুলিয়া গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, লিপিকর হাজার সাধন হউন, অধিক

লিখিতে গেলে নিজের অভ্যস্ত বানান, এমন কি, শব্দ-বিভক্তি আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া ভাষার কাল-ও লিপিকরের দেশও ধরা পড়িতে পারে।

৮। প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পুথীর তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। সুনিয়মি, আদালতে জাল দলীল আসে। গানের পুথী, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথী, তাহাতে হস্তাক্ষরের অনুকরণ আছে! পুথীখানা অ-পূর্বই বটে। আরও আশ্চর্যের কথা, 'এক সময়ের এক দেশের তিন জনের হাতের অক্ষর, প্রাচীন ও অর্ধপ্রাচীন, দুই আকারের হইতে পারে। প্রত্যক্ষে সংশয় নাই। সংশয় সেখানে, যেখানে প্রত্নলিপিবিশিষ্ট বৎসর গণিয়া "স্থির-সিদ্ধান্ত" করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণকীর্তনে"র আবিষ্কৃত পুথি "১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।" সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তি এই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি গ্রন্থের অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষর-সমূহ প্রাচীনতর।" 'প্রাচীনতর' বিবেচনার হেতু কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম না। বোধ হয় হেতু এই, "কৃষ্ণকীর্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।"

যুক্তিটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞাত কি কি? (১) পুথিতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর আছে; (২) এক জনের অন্তর্কৃত অক্ষর আছে; (৩) ইহার প্রাচীন অক্ষরসমূহ [ মনে করি যেন ] ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের, অর্থাৎ পরে আর ছিল না। এই তিন জ্ঞাত হেতু হইতে, "স্থির" দূরে থাক, "অ-স্থির" সিদ্ধান্তও করিতে পারিতেছি না যে, আবিষ্কৃত পুথী, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। হয় ত আরও হেতু আছে, যাহা প্রত্ন-লিপিবিশিষ্ট লেখেন নাই। সে যাহা হউক, (১) প্রাচীন-অর্থ কি বুঝিব, জানি না। (২) নবীনের সহিত প্রাচীনের সমাবেশ আছে, অথচ নবীনকে ছাড়িয়া কেন প্রাচীনকেই ধরিতে হইবে, তাহাও বুঝি না। (৩) তিনখানি প্রমাণ-গ্রন্থের কাল জানিতেছি, কিন্তু তিন প্রমাণ-গ্রন্থের লিপিকরের দেশ, শিক্ষা, সংসর্গ জানি না। "কৃষ্ণকীর্তনে"র লিপিকরের সহিত তুলনা করিতে পারিতেছি না।

আমি প্রত্ন নামেই ডরাই, প্রত্ন-তত্ত্বের ত কথাই নাই। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য এমন মিশাইয়া দেন যে, দিশা-হারা হইয়া পড়ি। প্রত্নলিপি-বিৎ রাখাল বাবুর বিচারে সে দোষ নাই, বরং অনাবশ্যক বন্ধন আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্তনে"র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই প্রতিজ্ঞা আমার নিকট দুর্জয় বোধ হইতেছে। কারণ, (১) তাঁহার 'প্রাচীন' বিশেষণের অর্থ 'পূর্বকালে ছিল, পরে ছিল না।' এই অর্থ না ধরিলে তাঁহার যুক্তি ব্যর্থ

হয়। এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বুঝি না, প্রাচীনের মধ্যে নবীনের বা “অপেক্ষাকৃত আধুনিকের” প্রবেশ। বুঝি, নবীন কৃতির মধ্যে পুরাতন থাকিতে পারে, কিন্তু বিপরীত অবস্থা কল্পনাচিত্তে আসিতেছে না। (২) পুথীর “কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন।” বুঝি না, এই কয়েক স্থলের প্রাচীনত্বের কাল-নির্ণয় দ্বারা কেমন করিয়া সব লেখা, পুথীখানাট, প্রাচীন বলি। (৩) বুঝিতেছি, পুথীর কতক পাতা পুরাতন, কতক নূতন। যদিও এ কথা না পুথীর আবিষ্কারক, না লিপিবিচারক, দুই জনের একজনও স্পষ্ট লেখেন নাই। সে বাহা হউক, পুরাতন পাতায় পুরাতন, নূতন পাতায় নূতন অক্ষর দেখিলে •সংশয় লঘু হইত। কিন্তু লিপি-বিচারক বলিয়াছেন, “প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক।” এই ব্যতিক্রমে সংশয় ঘনীভূত হইয়াছে। (৪) পুথীর অক্ষরের ছাদ দেখিয়া বুঝি, লিপিকর লিপিকলার দক্ষ ছিল; হয় ত লিপি করা তাহার ব্যবসায় ছিল। তিন লিপিকরের মধ্যে এক জনের অনুকরণ-বৃত্তিও ধরা পড়িয়াছে। কে জানে, অথ দুই লিপিকর নবীন হইয়াও প্রাচীন রীতি রক্ষা করে নাট। (৫) প্রত্নলিপিবিশেষ মাত্র তিনখানি গ্রন্থের অক্ষরের সহিত বিচার পুথীর তুলনা করিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষরের তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রমাণ-গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।” না হউক; জিজ্ঞাস্য, এই “হয় নাই” হইতে “হইয়াছে” সিদ্ধ হইতে পারে কি ?

২। রাখাল বাবু ক্ষমা করিবেন, তাঁহার যুক্তি-জাল আমার বুদ্ধির অভেদ হইয়াছে। তাঁহার কৃত সংজ্ঞা ‘প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব’ আমার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়াছে। কারণ, দর্শন-শাস্ত্রের সার, ‘তত্ত্ব’। প্রত্ন-লিপি-বৃত্তান্ত বিজ্ঞান পদবীতেও পড়ে না, যদিও ইংরেজী palaeography শব্দে প্রত্ন-লিপি-বিজ্ঞান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে জানা হইতে অ-জানার যাইতে পারা যায়, ইতিহাস ও বৃত্তান্তে জানা ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসরের পথ নাই। রাখাল বাবু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে সকল ইতিহাসের কথা। যথা, অমুক সময়ে অমুক দেশে অমুক অক্ষর প্রচলিত ছিল। যদিও তিনি এরূপ প্রমাণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, অমুক শিলায়, অমুক তাম্রশাসনে, কিংবা অমুক পুথিতে, এইরূপ অক্ষর আঁছে। এইরূপ প্রমাণে কত বাধা পড়িল, তাহা বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার উপজীব্য অতি-অল্প। একে, অল্প দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় হয় না, তার উপর অল্পের উপজীব্যও অল্প। ভূ-স্তরের ত্রায় অক্ষরের আকারের পূর্বাঙ্গের স্তর পুণ্ড্রা যায় কি না, জানি না। কিন্তু বলিতে পারি; বহু কাল গত না হইলে, কিংবা বিপ্লব না ঘটিলে আকার-পরিবর্তন লক্ষ্য হইবে না। কারণ, লেখা কৃত্রিম অনুকরণ; একটা কলা—যাহার উৎপত্তি অজ্ঞাত, আদর্শ অজ্ঞেয়, পরিণাম মানব-মনের ও মানব-কর্ষ-ক্ষেত্রের দ্বর্ভেদ রহিত প্রচ্ছন্ন। স্মৃততঃ লিপি-কলা একটা কৃত্রিম কলা। ইহার পরিণামক্রম আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা বৎসর গণিতে পারা যাইবে না।

হই একটা সামান্ত দৃষ্টান্ত লই। ওড়িয়ায় সহস্র সহস্র মন্দির দেখিতে পাই, সব এক সময়ে নির্মিত হয় নাই, অথচ নির্মাণ-রীতি এক। “কৃষ্ণকীর্তনে”র ত্রিবিধ হস্তাক্ষরের অমুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। ওড়িয়ায় এই ছাপার অক্ষরের দিনেও হাতের ত্রিবিধ অক্ষর চলিত আছে। (১) বামুনী অক্ষর, (২) করণী অক্ষর, (৩) সাধারণ অক্ষর। বর্ণমালার সমুদায় তিন অক্ষরে প্রভেদ নাই, কয়েকটায় আছে। কত কাল হইতে আছে, কে জানে। তিনের কোনটা প্রাচীন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ত্রিবিধ লিপি না জানেন, তিনি তিনটা কাল অনুমান করিয়া বসিবেন। আরও শুনুন, ওড়িয়ায় সামন্ত-রাজ্যে, অন্ততঃ একটায়, এমন কয়েকটা অক্ষর চলিত আছে, বাহা উক্ত তিনের বাহ্য। উহাকে ক্ষত্রিয়ী অক্ষর বলিতে পারি। অন্ন-পরিসর দেশে একদা চারি প্রকার অক্ষর চলিতেছে। বর্ণমালার সব অক্ষর নয়, কয়েকটা মাত্র। কিন্তু এই কয়েকটা এমন যে, অনভিজ্ঞ পড়িতে পারিবে না।

১০। প্রত্নলিপিবিশিষ্ট উল্লিখিত সংশয়ের উত্তর দেন নাই। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইল না। পুথীর আবিষ্কারক বসন্ত বাবু “আট শতের অধিক পুথি” দেখিয়াছেন। “কৃষ্ণকীর্তনে” পুথীর সহিত এক খণ্ড কাগজের লেপা দেখিয়া [ তাঁহার ] অনুমান হইয়াছিল, “কীর্তনের এই অপূর্ণ গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সম্বন্ধে রক্ষিত হইত।” তিনি অত্র লিখিয়াছেন, “এ পর্যন্ত বত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম।” ইহা হইতে বুঝিতেছি, বাবুলা পুথীর পরমায় ৩০০ বৎসরের অধিক নয়। “কৃষ্ণকীর্তনে”র পুথীর এমন কি ভাগ্য ছিল যে, ইহার পরমায় আড়াই শত বৎসর বাড়িয়া যাইবে। সে ভাগ্য কি, তাহা সংস্কারক গণিয়া বলেন নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া মুক্তির পথ রোধ করিয়াছে। চ-ভী-দা-স, এই নাম “খুদীর চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে” টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাল, “চভীদাসের ষাঁটি ভাষা” অভিযুক্ত করিয়াছে। উক্ত কালের পূর্বে যাইবার বাধা ছিল। কারণ, তখন চভীদাসের জন্মকালে গণ্ড-গোল বাটত।

পুথীখানি এখনও বর্তমান। আশা করি, সংস্কারক মহাশয় নিঃস্পৃহ হইয়া সংশয় ভঞ্জন করিবেন। থাক না বড় চভীদাসের ভণিতা, বাশলীদেবীর নাম। ব্যাসের নামে বহু পুরাণ আছে, মহাভারত নামে ইতিহাসও আছে। কিন্তু সকলেই কি ব্যাসের “ষাঁটি ভাষা” আছে? যদি বা আছে, কতটুকু আছে, কে জানে। মুক্তি ও প্রতিমুক্তি এক নয়; অমুমুক্তি কদাপি নয়।

## (২) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে আভ্যন্তর প্রমাণ

### (ক) শব্দের বানান বিচার

১১। প্রাপ্ত পুথীর বর্ণভঙ্গি এত যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এক-অর্থ-ব্যঞ্জক ধ্বনির আক্ষরিক চিত্র বিভিন্ন হইলে বর্ণভঙ্গি বলি। এক এক অক্ষর

এক এক ধ্বনির স্রোতক। ধ্বনি-অনুধারী স্রোতক বসাইয়া গেলে ধ্বনি-সংবাদী বানান হইল। এই বানান সম্পূর্ণ শুদ্ধ। কারণ, ধ্বনি তাহার প্রমাণ। যেখানে ধ্বনি প্রমাণ না হইয়া রীতি, পরম্পরা, বা বিধি প্রমাণ হয়, সেখানে বানান ধ্বনিসংবাদীর তুল্য শুদ্ধ না হইলেও সঙ্কেত-সংবাদে শুদ্ধ। আমরা বলি হো-রি, কিন্তু লিখি হ-রি। হো-রি ধ্বনি-সংবাদী, হ-রি সঙ্কেত-সংবাদী বানান। হ-রি, এই সঙ্কেত একবার গ্রহণ করিয়া, উহার পশ্চিমবর্তন করিলে সঙ্কেত অন্তত্ব হয়, বানান অন্তত্ব হয়। হ-রি বানান নিয়ম-বিধি। অপূর্ণ-বিধি ভুলে যেমন দোষ, নিয়ম-বিধি-ভুলেও তেমন দোষ।

• আমি জানি, পৃথীর বানান অন্তত্ব, এই কথা বলিলে কেহ কেহ ক্ষুণ্ণ ও কষ্ট হয়। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যৰ্থে উপরে একটু তুমিকা করিতে হইল। ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বানানে নিয়মভঙ্গতা সৈ কালে নিয়ম-হীন। এমন পৃথী পাওয়া যায় নাই, বাহার বানান আগা-গোড়া ‘শুদ্ধ’। এই উক্তি সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে বুঝি, লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না। কারণ, নিয়মানুবর্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম। অক্ষরের ছাঁদ ভাল; অথচ সমাবেশ ভাল, যে লিপিকরের চোখে না পড়ে, সে বুদ্ধিতে হীন। তাহাকে বানানের বিচারক জান করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা সে ভাল, যে কাঁচা হাত পাকাইরাছে, কিন্তু ধ্বনিতে কিংবা সঙ্কেতে ভাল বানান বুৎ পৃথীর সর্বত্র এক রাখিতে পারিয়াছে। তাহার বানান, প্রমাণবরূপ গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

১২। হৃৎশব্দে বিষয়, “ত্রিকাকীর্তনে”র লিপিকর কাঁচা। তাঁহার বানান ক্রমজিহ্ব; একই অর্থে একই শব্দের বানান এক নহে। যেমন শ্রবণার্থ শু-ন, শু-ণ, শু-ন, শু-ণ রূপ পাইরাছে। ইহা হইতে শু-ণি-আ, শু-ণী-আ, শু-ণি-আ, শু-ণি-আ, শু-ণি-রা, শু-ণী, শু-ণী। কেবল বাঙ্গালা শব্দের বানানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন নহে। সংস্কৃত শব্দের নশাও এইরূপ। যেমন, শু-ণ, শু-ন, শু-ণ-নি-দী; গি-রি, গি-রী; গ-তি, গ-তী; হ-রি, হ-রী; আ-শ, আ-স; আ-কা-শ, আ-কা-স ইত্যাদি। অত্যাশে, এত আছে যে, সে বিষয়ে পরে লিখিব। লিপিকর অ-শিক্ষিত। কিংবা তাহার হাত ভাল, বুদ্ধি কাঁচা।

১৩। সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইরাছে। তিনি লিখিয়াছেন; “‘ত্রিকাকীর্তনে’ প্রাকৃত এবং শুদ্ধাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।” সেই হেতু বর্ণ-বিভাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।” যুক্তিটা নুতন বটে। তাঁহার বিবেচনার “প্রাকৃত” শব্দের বানানে ভিন্ন ছিল না। কিন্তু “সংস্কৃত” শব্দের বানানেও কি ভিন্ন ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমরা বোধ হইরাছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বস্ততা স্বীকার করার পরে ব্যাকরণ উদ্ভাষ হইরাছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পৃথীখানি বড় চতীয়াসের। ইহাতে চতীয়াসের “কাঁচা ভাষা” আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রতি



ছিলেন। নতুনা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে ন ও শ স্থানে যে গ ও স আছে, তাহা শৌরসেনী “প্রাকৃত”ের প্রভাব। সে “প্রাকৃত”ে গ-কার ও স-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংস্কৃত এই, সর্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, শ বানান, মাগধী “প্রাকৃত”ের প্রভাব, ন বানান পৈশাচী “প্রাকৃত”ের প্রভাব। এইরূপ, হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী “প্রাকৃত”ের প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিজ্ঞা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, স্রুতএব ইহা সে-ই,—এই যে যুক্তি-হীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অন্যায়সে চিন্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অধেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। “কৃষ্ণকীর্তনে”র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত” শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, “কৃষ্ণকীর্তনে”র ভাষ্য, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে সেই “প্রাকৃত”ের ধুয়া, তখন তাহার “প্রাকৃত” সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অল্পমানের অবয়ব-ক্রমে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) “প্রাকৃত” শব্দ পূর্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে “প্রাকৃত” শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্বকালে রচিত। কিন্তু হৃৎস্পের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। ‘পূর্বকাল’ অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; “প্রাকৃত” শব্দ, অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, “কৃষ্ণকীর্তনে”র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল কিছুই জানা গেল না।

#### (খ) শব্দ-বিচার

১৪। পুথীর বানান দেখিয়া শব্দ বুঝিতে হয়। বানানে ভুল থাকিলে এবং অর্থ ধরিতে না পারিলে শব্দটি বুঝিতে পারা যায় না। যদি “কৃষ্ণকীর্তন” লিখিবার সময় গ ন, শ স, ই ঈ, ঞ্জী প্রা, ইত্যাদির ধ্বনিতে ভেদ থাকিত, তাহা হইলে একই শব্দের কোথাও এটা, কোথাও ওটা লেখা দেখিতাম না। কিন্তু ঞ্জ স্থানে ঞ্জী লেখাতে ধ্বনিভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। সংস্কৃতে ঞ্জাক্ষরের দীর্ঘ ঞ্জী-কার। বাঙ্গালাতে ঞ্জাক্ষর ঞ্জীকার দুই ভিন্ন নয়। পূর্বকালে এক ছিল কি? তিন শত বৎসরের পুথীতে এক নয়। “শুভপুরাণে”, “বৌদ্ধগান ও লৌহা”তে নয়। “সর্কানন্দী” শব্দেও বোধ হয়, এক নয়। অথচ “কৃষ্ণকীর্তনে” অ-কারণ আ-কারণ, অ-প-মান আ-প-মান, অ-ধি-ক আ-ধি-ক, ইত্যাদি বিবিধ বানান পাইতেছি। আমার বোধ হয়, ঞ্জ স্থানে ঞ্জী বানান লিপিকরের ভ্রম নয়। ভ্রম হইলে ঞ্জী অল্প পাইতাম।

\* “আট শত বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা শব্দ”,—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আঁ কাটিয়া অ লেখাও দেখিতাম। একটা কারণ করনা করি। মূল পুথী অন্ততঃ দুই দেশ দেখিবার পর অহুলিপি করা হইয়াছে। সে অহুলিপি বর্তমান পুথী। এক দেশে অ ছিল, অন্য দেশে কতকগুলি অ পরিবর্তিত হইয়া আঁ হইয়াছিল। বর্তমান পুথীর লিপিকরও অ স্থানে আঁ করিয়া থাকিতে পারে। কলে একই দাঁড়াইতেছে। দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে অ-ধি-ক আ-ধি-ক একার্থে লিখিত হইতে পারিত না। অত কথার কাজ কি, কবির নিজের নামের রানান কোথাও অ-ন-স্ত, কোথাও আ-ন-স্ত হইতে পারিত না। এক দেশে তিনি ছিলেন অ-ন-স্ত; দেশান্তরে হইয়াছিলেন আ-ন-স্ত। দৃষ্টান্ত ধরুন,—বা-জা-লী, ব-জা-লী; ক-লি-কা-তা, ক-লি-ক-তা। অনন্ত কবি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন; অথচ নিজের নাম আ-ন-স্ত বানান করিলেন? পুথীর সংস্কারক মহাশয় স্বীকার-স্বাক্ষরের বিরোধ এক কথার মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি অ-ষ্ট-ম স্থানে আ-ষ্ট-ম পাইয়া লিখিয়াছেন, “আত্ম অকারের স্থানে ‘আ’ আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষণ।” হেতুটা কাজের হয় নাই, কারণ পুরাতন পুথী হইতে বিশেষণের প্রমাণ দেন নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষার কতক শব্দের আত্ম (সংস্কৃতের) অ স্থানে আ হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আ-তি, আ-ধি-ক, আ-ভি-মান প্রভৃতি শব্দে হয় না। তবে যদি পাণিনি-শাস্ত্র খুলিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ বলেন, তাহা হইলে কথা নাই। কেবল আত্ম অ-স্থানে আ হয় নাই, অন্ত্য অ স্থানেও হইয়াছে। বধা, ধা-হ—ধা-হা, চা-হ—চা-হা, জা-হ—জা-হা, পা-হ—পা-হা, ইত্যাদি। আসামীভাষার এইরূপ আছে।

১৫। “কৃষ্ণকীর্তনে”র কতকগুলি শব্দে বিশেষ আছে। যদিও পুথীর দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতোছে না, একত্র করিলে সন্দেহ ন্যূনতা করিতে পারে। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। বধা, অ-ভ-র-সা—অ-ভ-র-স, র-স-না—র-স-ন, কাঁ-চা—কাঁ-চ, ব-গ-ড়া—ব-গ-ড়, কি-ছু—কি-ছ। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জননের একটির লোপ। বধা, অ-ম্-ল্য—অ-ম্-ল, অ-বো-গ্য অ-বো-গ, বো-গ্য—বো-গ, শূ-ন্ত—শূ-ন, ই-চ্ছা—ই-ছা, বৃ-দ্ধি—বৃ-ধি, সি-দ্ধি—সি-ধি। ( ) মধ্যস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জননের একটির লোপ। বধা, হৃ-ন্ত-র—হৃ-ত-র, হৃ-ল-ত—হৃ-ল-ত, হৃ-ল-হ, নি-ল-জ—নি-ল-জ, স-স্মা-ন—স-মা-ন। (৪) শু স্থানে থ, ট স্থানে ঠ। বধা, অ-ন্ত—আ-ধ, ন-ষ্ট—ন-ঠ, কৃ-ষ্ট—কৃ-ঠ। (৫) ল স্থানে ন। বধা, লা-জ-ন—না-জ-ন, লে—নে। (৬) ত স্থানে ন। বধা, থ-চি-ত—থ-চি-ন, তি-থী-ত—তি-থী-ন। (৭) পুথীতে ড ঢ নাই, আছে ড ঢ; তথাপি ড স্থানে র। বধা, রাজা ব-র দুকবার (১২৬ পৃঃ), আড়ী—আ-রী (১৫১), প-সি-লো, যমুনা নীরে (২২৫)—(পড়িলো)। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। বধা, তোর না পুরিবে আ-হা (১২৭)—আ-শা, প-স-রি-ল (২৮০)—প-হ-রি-ল (প্রহারিল)। (৯) র, ল লোপ। বধা, ম-সি-লো—ম-ই-লো, মা-সি-লো—মা-ই-লো, বৃ-লি-ল—বৃ-ই-ল, অ-ভি-লা-ব—অ-ভি-হা-স। (১০) র আগম একটা শব্দে। বধা, কদমতলাত রাখা রা-হী (৩৪৮)। আ-রী স্থানে রা-জী—রা-হী (অর্থ; রাখা এবং বড়ারী)।

এই অর্থে “শূন্যপুরাণে” “লগ্নী চারি ভুগের রা-ই”। র আগম উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অধিক। “শূন্যপুরাণ”ও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।) কয়েকটি শব্দে নতনত্ব আছে। বথা, স-জ ধাতু (সজ্জীকরণে) হইতে স-জা-ই-অ। আমরা বলি সা-জা-ই-অ। গ-ক-অ—উ-ক-আ স্থানে; চ-বা (চ-ম্প-ক); দূ-তা (দূতী); প-হ ধাতু পরিধানে; প-র-র, প-এ-র (পদের); ব-ড়ী (ব-ড়); ব-কুলী (বাকুলী); আ-অ-র (আ-র); স-ক্র-প-সি (মৈথিলী স-ক্র-প-স) ইত্যাদি। শব্দের বিশেষগুলি ভ্রমণ করিলে মিথিলা ও আসামের মধ্যস্থান, উত্তরবঙ্গ মনে হয়। প-হ ধাতু, আ-ই স্থানে রা-ই, উত্তরবঙ্গের পুথিতে দেখিয়াছি।

### (গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। শব্দের রূপ বাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বৃত্তিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, “প্রত্যয়ঃ[?] লোপ ও বিভক্তিবিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] একত্র প্রয়োগ সাধারণ।” সোজা বাঙ্গালার, “কৃক-কৌর্ভনে”র ভাষায় বিভক্তি একপ্রকার নাই, বহুপ্রকার আছে। এই বহুত্ব দ্বারা কি অহুমান হয়? অহুমান হয়, পুথীখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে, অর্থাৎ মূল পুথী আর আবিক্রুত পুথী এক নহে। মূল পুথী এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথী পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে, কিংবা দেশ-কালান্তরে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সংস্কারক মহাশয় বিভক্তি-পরিবর্তনের তালিকা করিয়াছেন। এখানে কয়েকটার উল্লেখ করি। বিভক্তির উৎপত্তি-অহুসন্ধান প্রয়োজন নাই; একই কারক ও ক্রিয়াপদে কত প্রকার বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখা প্রথম কর্তব্য। কর্তাকারকে অকারান্ত শব্দের উত্তর এক-রূপে ‘এ’। সর্বত্র এই বিধি রক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি, কর্তাকারকে ‘ক’, ‘কে’, ‘এ’, ‘রে’—এই চারি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, সম্বন্ধে ‘ক’, ‘র’, ‘কেস’; অধিকরণে ‘এ’, ‘ত’, ‘তে’, এক স্থানে এক সময়ে প্রচলিত ছিল কি? নিমিত্তার্থে ‘করিবাক’, ‘করিবারে’, ‘করিতে’; অনন্তরার্থে ‘করি’, ‘করিয়া’। এইরূপ, ক্রিয়াবিভক্তিও এক নয়। ‘ক-রে, ক-র-এ আছে; ক-র-ন্তি, গে-লা-ন্ত আছে, কিন্তু অপর শত স্থলে অ-ন্তি নাই। সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই?

সংস্কারক মহাশয় বর্তমান ছাড়িয়া ভূত, বাস্তব ছাড়িয়া অবান্তরের দিকে দাবিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনত্বের বামনা, “প্রাকৃত”ভাষার প্রভাব। হই একটা উদাহরণ দি-ই। কর্তা কারকে এ; সংস্কারক অমনই লিখিলেন, ‘এ’ “মাগধীর অম্বরূপ”। সেহেতু, ‘গাইল বড় চণ্ডীদাস’ আছে। এ-কারের লোপও হইত। সেহেতু, ‘গাইল চণ্ডীদাস’ আছে। কিন্তু মাগধী “প্রাকৃতে” কর্ত-কারকে এ-কার হইত না, অথচ “কৃককৌর্ভনে” আছে। সংস্কারকের উত্তর, সেটা “প্রথমার অম্বরূপ”। অর্থাৎ তাঁহার মতে বিভক্তিধারা কর্তা কর্ত বৃষিবাদ

উপায় ছিল না। তাঁহার মতে “প্রত্যয়লোপ ও বিভক্তি বিনিময়” “অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব।” কিন্তু এ প্রকার নির্ভর উক্তির প্রমাণ চাই।

১৭। “কৃষ্ণকীর্তনে” কয়েকটি নূতন বিভক্তি আছে। (১) ক্রিয়াবিভক্তি পরে ‘হা’, ‘হে’ যোগ। যথা, আ-ছি-লা—আছিল-হা, হ-রি-লা—হরিল-হা, গে-লা—গেল-হা, ক-রি-বে—করিবে-হে। এইরূপ ‘হা’ ও ‘হে’ দ্বারা বোধ হয়, শেষ স্বর দীর্ঘ করা হইত। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে হ-রী, ম-তী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বর ‘ঈ’ লিখিবার কিছু হেতু পাওয়া যায়। শেষ স্বর দীর্ঘ করা বাঙ্গালার রীতি নহে। পূর্বকালে সে রীতি ছিল কি না, কে জানে। কিন্তু ‘অজ্ঞাপি মৈথিলী ভাষার সে রীতি অনেকটা আছে। অনন্তরার্থে ‘ই’ (যেমন ক-রি) স্থানে ‘ঈ’ প্রত্যয় “কৃষ্ণকীর্তনে” যেমন প্রচুর, মৈথিলী ভাষাতেও তেমন। ইহার সহিত মৈথিলী ভে-লা-হ, গে-ল-ছ-লা-হ, ক-রৈ-ত-ছ-লা-হ, প্রভৃতি হান্ত ক্রিয়াবিভক্তি তুলনীয়। (২) “কৃষ্ণকীর্তনে”র ক্রিয়াপদের আর এক বিশেষ মৈথিলীতে আছে। জীলিঙ্গ কর্তার ভূতকালে জীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ। যথা, ‘আশুত চ-লি-লী মোর স্নানদী নাতিনী’, ‘মথুরা চ-লি-লী বাধা বড়ায়ির সঙ্গে’, ‘চ-লি-লী গোআলার বী দধি বিকে জাএ’, ‘চ-লী ভৈ-লী চন্দ্রাবলী’। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ বাঙ্গালার পাই না। পূর্বকালে ছিল কি না, কে জানে। মৈথিলীতে কিন্তু আছে। (৩) “কৃষ্ণকীর্তনে” ‘ইল’-প্রত্যয়নিম্পন্ন বিশেষণ-পদ অনেক আছে। যথা, ‘দে-খি-ল পা-কি-ল বেল গাছের উপরে’ ( ৪৫ পৃ: ), ‘ভাঁ-গি-ল নেছা পুনী ঘোড়াইতে শকতা’ ( ২৬ পৃ: ), ‘কা-টি-ল ঘামত লেঘুরস দেহ কত’ ( ৩৯৮ পৃ: )। এইরূপ বিশেষণপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও তুলিয়াছি, বৈষ্ণব পদ্যকর্তা মৈথিলী ভাষা অত্মকরিতেন। কথিত বাঙ্গালাতেও হুই একটা ই-ল-যুক্ত বিশেষণ আছে। কিন্তু সাধারণ নহে। মৈথিলীতে ই-ল স্থানে অ-ল হয়, এবং অ ল প্রত্যয়ান্ত পদ সাধারণ বলিতে পারা যায়। “কৃষ্ণকীর্তনে”র অন্য হুই ক্রিয়াপদে মৈথিলীর সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট। যথা, ‘দেখিল কোপিল কাহাঞি র-হি-ল-ছে পাশে’ ( ১১০ পৃ: ), ‘বাস পাঠী র-হি-ল-ছে কেহে’ ( ২৬২ পৃ: ), ‘নানা ফুল ফু-টি-ল-ছে নাব বৃন্দাবনে’ ( ২৪৪ পৃ: )। মানভূমী ভাষার গে-ল-ছে আছে; কিন্তু ইহাতেই সন্দেহ হয় হয় না। (৪) একটা নূতন বিভক্তি ই-আ-র পাইতেছি। যথা, আ-নি-আ-র ( আনিহার ), ক-হি-আ-র ( কহিহা-র ), দি-আ-র ( দিহা-র )। ইহাতে বুদ্ধিতেছি, পুথী এমন স্থানে গিয়াছিল, যে স্থানে ব উচ্চারিত হইত, এবং ব স্থানে অ উচ্চারণও ছিল। ( কিংবা ই-হা হাটনে ই-আ, পরে র আগম। কহিহা-র, আনিহা-র, দিহা-র। ) পুথীতে এক স্থানে স-রো-অ-র কাটিয়া লিপিকর স-রো-ব-র করিয়াছিল। ( সংস্কারক স-রো-ব-র কাটিয়া স-রো-অ-র ছাপাইয়াছেন। ) শেষে ‘র’ অন্ত হুই পদেও আছে। যথা, আ-ছে-র, গে-লি-র। ( বোধ হয় ‘ক’ স্থানে ‘র’। অর্থাৎ প্রথমে ‘ক’, পরে লোপে ‘অ’, পরে ‘র’ যোগ। উক্তর-বন্ধের র যোগ স্বরণ করাইতেছে। ) বোধ হয়, ‘র’ স্থানে ‘ল’ হইয়া চলিহ-লি, দিহ-লি, করিল-লি।

১৮। সংস্কারক লিখিয়াছেন, “ক্রিয়াপদের উত্তর ‘র’ প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।” আমি হুদুর চট্টগ্রামের পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে অন্বেষণ করিয়াছিলাম। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ২৯শে পৌষ আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, “আপনার জিজ্ঞাস্তা বিষয় ও তৎসম্বন্ধে আমার অভিমত লিখিতেনি। প্রথমতঃ আপনার অনুমান ও তৎপরে আমার মন্তব্য লিখিত হইল,—

আপনি লিখিয়াছেন, “এমন স্থানে কৃষ্ণকীর্তনে শেষ লেখা হইয়াছে, যে স্থানে

(১) আ-তি, আ-ধিক, আ-প-মান প্রভৃতি বলে। অর্থাৎ বহু শব্দের আন্ত অকার আকার উচ্চারিত হয়।”

মন্তব্য। “এইরূপ ব্যবহার লৌকিক রাজবংশী ভাষার বহু দেখা যায়।”

“(২) আসামী ভাষার কারক ও ক্রিয়াবিভক্তি চলিত ছিল।” মন্তব্য। “ইহা প্রকৃত।”

“(৩) আসিআঁ, করিআঁ প্রভৃতি পদ অহুনাসিক হয়। ইহা বীরভূমের লক্ষণ বটে, কিন্তু আসাম ও রঙ্গপুরের ভাষায়ও লক্ষণ। বস্তুতঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাষায় লক্ষণ, মিথিলা হইতে আসাম।”

“(৪) একটা বিশেষ দেখিতেছি। কৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ পদ আছে। অহুজার, আনি-আর (আন), কহি-আর (কহ), দি-আর (দেহ)। এইরূপ, আছে-র (আছে), গেলি-র (গেল)। আমি জানিতে চাই, উত্তরবঙ্গে এইরূপ র-যুক্ত ক্রিয়াপদ এখন শুনিতে পান কি না, কিংবা কোন পুরাতন বহিতে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না।”

“মন্তব্য। উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত লক্ষণ ও ব্যবহার রাজবংশী ভাষায় বহু পরিদৃষ্ট হয়।”

“(৫) জীলিজ কর্তার অতীত ক্রিয়াপদ জীলিজ, কৃষ্ণকীর্তনে ইহাও পাইতেছি। ইহা মৈথিলীতে আছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল কি? যেমন, রাখা

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।

বড়ারি চলিলী আন পথে ॥”

“মন্তব্য। রাজবংশী ভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।” এই সব উত্তর পাইয়া বুঝিলাম, আমার পূর্ব অনুমান মিথ্যা নহে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র পৃথী উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিল। সংস্কারক মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি টীকাতে আসামী ভাষার রচিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদাহরণ তুলিয়াছেন। বোধ হয়, অহুরূপ উদাহরণ বাক্সালায়, রাড়ের বাক্সালায় পান নাই। সর্বনামপদের, কারকের ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপভেদ দ্বারা বুঝিতেছি, আবিষ্কৃত পৃথীর ভাষা “খাটি” নাই, হুই তিন সময়ের হুই তিন দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটা প্রশ্ন দেখুন,—‘করিবাক’, ‘করিবারে’, এক সময়ে এক দেশে চলিতে পারে না। এই হুইএর মধ্যে বোধ হয়, ‘করিবাক’ পুরাতন। ‘করিতে’ আধুনিক। ‘করিবারে’ অপেক্ষাকৃত পুরাতন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত স্তম্ভে প্রবাসী "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" নামে রাজবংশী ভাষার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, (১) কৰ্ত্তাকারকের বিভক্তি 'এ', (২) কৰ্ম্মকারকের 'ক', (৩) করণ ও অধিকরণের 'ত' হয়। "কৃষ্ণকীর্তনে" এই এই বিভক্তি আছে, অষ্ট বিভক্তিও আছে। অতএব বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথী, দেশান্তর এবং কালান্তর দেখিয়াছিল। দেশান্তর অস্বীকার করিলেও কালান্তর স্বীকার করিতে হইবে।

## (ঘ) ভাষা-বিচার

১৯। ভাষার দুই অঙ্গ, শব্দ ও ব্যাকরণ। এই দুই অঙ্গের পৃথক পৃথক আলোচনা দ্বারা ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না। এখানে সে দুই মিলাইয়া ভাষার বিচার করি। গ্রন্থ হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধার করি। দেখা যাইবে, এক সময়ের এক কবির লেখা নহে।

## (ক)

## (১) যাই যমুনার পাণিকে আইস

সখি মোর সঙ্গে।

যমুনা জলে কুস্ত ভরিয়া

আসিব এ বড় রঙ্গে ॥

হেন বুলা রাধা কলসী লইয়া

জাএ গজগড়ি ছান্দে।

আলকৈ শোভে বদন তাহার

যেহেন কলক চান্দে ॥—(২৪০ পৃঃ)

'যাই' ও 'জাএ' পুথ্যের বর্ণান্তর। 'অলকে' স্থানে 'আলকৈ' ভাষার দেশান্তরীয় পরি-  
বর্তন। কৰ্ত্তাকারকে 'এ', কৰ্ম্ম 'ক', অধিকরণে ও করণে 'ত' নাই। রাক্ষস ভাষা। বিশে-  
ষতঃ 'গজগতি' স্থানে 'গজগড়ি'। কিন্তু উদ্ধৃত পদ সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পুরানা কি ?  
আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পর্যাপ্ত মনে হয় না ?

## (২) হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।

কুহুম সমূহে শোভে সব তরুণগণে ॥

তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।

আছুক মাহুম দেবলাক পড়ে ভোল ॥—(২০৯ পৃঃ)

'তাত'—তাত-তে হইলে, বর্তমান লেখ্যভাষা হইত না কি ?

## (৩) যদি কিছু বোল বোলসি তবে

দশন-কুচি তোদ্বারে।

হরে হরবার তর আন্ধকার

সুন্দরি রাধা আন্ধারে ॥

তোক্ষার বদন                      সংগুন চান্দ

আধর আঁখি লোভে ।

পরতেধ মোর                      নয়ন চকোর

যুগল নিশ্চল শোভে ॥ —(২১৭ পৃঃ)

‘অ’ স্থানে ‘আ’, এবং দুইটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু না থাকিলে ভাষা দুই তিন শত বৎসরের মনে হইত ।

(৪) বাঁশী হারায়িঁ আঁ কাহ্ন মনে খেদ করে ।

তাহাক চাহিঁ আঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে ॥

মাথাত হাথ দিঁ আঁ কাদন্তি গদাধরে ।

তাহাক গুণিঁ আঁ রাধা পারিল বড় ডরে ॥

মগত গুণিঁ আঁ পাছে দেব চক্রপাণী ।

দুই হাথে মুছিলাস্ত নয়নের পাণী ॥

তবেঁ সব কহিলাস্ত বড়ায়ির থানে ।

গাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী গণে ॥ —( ৩১২ পৃঃ )

ইহার ভাষা ও (১) (২) এর ভাষা এক কি ? আমার বোধ হয়, সকল পদ এক কবির রচিত নহে । নূতন নূতন গায়ন নূতন নূতন পদ রচিয়া বড় চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছিলেন । সমুদয় পদের ভাষা সমান বোধ হয় না । নীচের পদের ভাষা (১) (২) সহিত তুলনা করুন ।

(৫) মেদনি বোড়িলো হালে ।

কোণৌ ব্রহ্মার দণ্ড বোঁআলে ॥

গোআলী বাকিলো বাম্বকী দড়ী ।

গিরি করিলো মোথড়া গোবালী ॥

\* \* \* \*

সুমেধ আন্ধাক গড়ে ।

তার শূঙ্গে মোর মেড়ে ॥ \*

নাম মোর বনমালী ।

হেলোঁ দলিবৌ কালী ॥

গোকুলে গোজাতী ।

৬ দেহ আন্ধারে হুরতী ॥ —( ৪৯ পৃঃ )

এই পদ ধরিয়া দুই এক কথা লিখি । এখানে বোঁ-ড়ি-লো স্থানে বোঁ-ড়ি-লোঁ হইবে । মে-দ-নি বানান কবির, না লিপিকরের ? টীকাকার লিখিয়াছেন, “ ‘মেদনি বোড়িলো হালে, এবং ‘সুমেধ আন্ধাক গড়ে’ ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালীর মত কাণে বাজে । ” সহজিয়া হিঁয়ালী জানি না । ভাবে হিঁয়ালী নাই, ভাষায় ও অলঙ্কারে আছে । টীকাকার

নিধিয়াছেন, “উক্তিটি বক্তার অকৃত কৃতিত্বের পরিচায়ক।” অদ্বুত বটে। কারণ, তিনি মেদিনীতে হল যোজিত করিলেন। গোবন্ধনরজ্জু হইল বাহুরী, যুগকীলক হইল গিরি, আর যুগ হইল ব্রহ্মার ( পাঠে ব্রহ্মা-ক নাই কেন ? ) দণ্ড। বক্তার কৃষির বার্তা পাওয়া গেল। তাঁহার মণ্ডপ কোথায় ? সুরেন্দ্রপর্বত তাঁহার গড়, পর্বতের শিখর মণ্ডপ। কবির উৎপ্রেক্ষা, সন্তোষীণা সন্তসমুদ্রা মেদিনীর অত্যাচ্ছ পর্বত অবিকল দূর্গ হইয়াছে। হিংসালী নাই। হিংসালী এই যে, তখনও কালিয়দমন হয় নাই, কবি বা বক্তা পূর্বেই তাহা জানাইয়া দিয়া কৃতিত্বের তালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব স্মরণ কেন ? আশঙ্কারিক অনৌচিত্যদোষ “ধরিবেন না কি ? ( ‘গোকুলে গোজাতী’ ইহার অর্থ বুঝিলাম না। ) দ্রষ্টব্য, মে-দ-নি, কো-নৌ, আ-দ্বা-ক ( আদ্বা-র ), গো-বা-লী ( গো-দ্বালী = গোদ্বালী ), এইরূপ শব্দ ও বিতর্কিত উদ্ধৃত অপর পদাংশের তুল্য নহে।

২০। কবি বৃন্দাবনে নানা দেশের গাছ বসাইয়াছেন। সব গাছ চিনিতে পারিলাম না, চেষ্টাও করিলাম না। একে গাছগুলির চলিত নাম, তাহাতে গায়নের মুখে বিকৃত হইয়া অচেনা হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি দেখা যাইবে, কোন কোন গাছ দুইবার আসিয়াছে। মূল কবি এত অসাধারণ হইতে পারেন না। দুইবার নাম করা গায়নের কর্ম। কবিকল্প কালকেতুর পুরীনির্মাণ সময়ে বনের বহু গাছের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী গায়ন কবির তালিকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। “শ্রুতপুরাণে”ও সেই দশ। “কৃষ্ণকীর্তনে” শ্রুত যাবতীর বৃক্ষনাম পর্যালোচনা করিলে কবির দেশ চেনা অসম্ভব হইবে না। “শ্রুতপুরাণে” এক “গুজার বাখারী” পড়িলেই বুঝি, উহার অন্ততঃ কিয়দংশ রাঢ়ের কবির নহে। গাছের শোনা কিংবা পুথিতে পড়া নাম কবির কলমে বা মুখে বার বার আসে না, চেনা জানা নাম বার বার আসে, উপমাতেও আসে। “কৃষ্ণকীর্তনে” কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ছাড়া একটা এইরূপ উপমা আছে। সেটা ‘গণ্ডবৃক্ষ-মহল’। রাধিকার গণ্ডবৃক্ষ ফুটন্ত মহলের ( মহআর ফুলের ) সহিত উপমিত হইয়াছে। আরার জানা-শোনা উপমা মহল একেবারে নূতন। মহল ঘটাকার ও চম্পক-বর্ণ। রাধিকার বর্ণে মিল হইয়াছে; গণ্ডের আকারে মিলিয়াছে কি না, জানি না। হয় ত কবি নারিকার ফলা গাল স্তম্ভর মনে করিতেন। সে বাহা হউক, এই এক উপমা হইতে বুঝিতেছি, কবির নিবাস বাঁকুড়া। বীরভূমও হইতে পারে। এখানে গাছের টাকার বিচার করিব না। একটা গাছ কু-ডু-ম আছে। ইহা স° গুলি-কদম্ব, বা° কেলি-কদম। কিন্তু কু-ডু-ম বা কু-রু-ম সাঁওতালী নাম। সাঁওতালী নাম পাইয়া বুঝিতেছি, কবি সাঁওতাল-পরগণার নিকটে ছিলেন। • কিন্তু সে কবি কে, যিনি আ-ব, আ-ঘ, আ-ম, এই তিন নামে আরগাছ বৃন্দাবনে তিন বার বসাইয়াছেন ? আরগাছ আ-ঘু নামে দুইবার, ডা-লি-ঘ দুইবার, আ-ক ডা-লা দুইবার, ছা-কি-রণ ছা-তী-অ-ন দুই নামে একই গাছ দুইবার, ম-হ-ল দুইবার, মা-ক-তী দুইবার, ইত্যাদি বৃন্দাবনের কি দুই অংশের বর্ণনা ? অ-কু-ন নাম স°। ইহার আর এক বা° নাম কু-ডু-ম। ইহার অপভ্রংশে যানকুমে ‘কো-ব’, “কৃষ্ণকীর্তনের” বৃন্দাবনে



কু-হ-র (রাগ নামে ক-কু, ক-হ)। কিন্তু বৃন্দাবনে ছই নামে ছইবার কেন? বোধ হয়, মূল কবি একবার লিখিয়াছিলেন, গায়ন পালা বাড়াইতে গিন্না আর বার আনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের অযোগ্য কা-ল-কা-সু-ন্দা, 'হি-কী, খ-র-সু-জা, কা-ক-ডী, কু-শি-আ-র (ইকুভেন) প্রভৃতি বস্ত্র ও গ্রাম্য গাছের নাম করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা দীর্ঘ তালিকার এক প্রকার রস ভোগ করে। ইকু অর্থে কু-শি-আ-র নাম রাঢ়ে অজ্ঞাত। সে কালে কি এই নাম চলিত ছিল? সব গাছ চিনিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের নাম আরও পাওয়া বাইতে পারে। আ-না-র-স নুতন আনা। কিন্তু আ-তা ও পে-রা-রা লুকাইয়া আছে, কি একেবারেই নাই, তাহা বুঝিতেছি না। যদি একেবারে না থাকে, তাহা হইলে বৃন্দাবন পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, কে জানে। আরও দেখিতেছি, মা-ল-তী নামে বাঁচে মালতী লতা গাছ হইয়াছে।

২১। “কৃষ্ণকীর্তনে” কয়েকটা বাবনিক শব্দ আছে। যথা, কামান, খন্দ, খাঁখার, গুলাল, বাকি, মজুরি, মজুরিয়া, এবং হয়ত আকার। প্রত্নাধারী বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপাদান খুজিতেছেন, কেহ কেহ সে উপাদান ইতিহাস নামে প্রকাশ করিতেছেন। তবে বোধ হয়, এইটুকু স্থির হইয়াছে, খ্রীষ্টের অয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধিকারে আসে নাই। “কৃষ্ণকীর্তনে”র সংস্কারক ও লিপি-বিচারক, উভয়েই বলিয়াছেন, এই পৃথী (প্রাপ্ত পৃথী, মূল নয়) চতুর্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল। যদি মূল পৃথী ও প্রাপ্ত পৃথীর বহুস একই ধরি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে কবিকুল খ-সু ছাড়িয়া কাং কা-মা-নং ধরিয়াছিলেন, প্রজাকুল জমির খাজনা কষিতে গিন্না খ-ন্দ ও বা-কি লিখিয়া কেলিয়াছিল। কিন্তু খাঁ-খাঁ-র, গু-লা-ল ও ম-জু-রি এরূপ শব্দ নহে। সে কালে মুসলমান রাজা গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তব বসাইয়াছিলেন কি? বাঁ-তে ছই অর্থে খাঁ-খাঁ-র বা খাঁ-খাঁ-র শব্দ চলিত আছে। (১) কাসিলে উদ্গত স্নেহ। ইহার মূল সৎ। (২) অজার; ইহা হইতে কলঙ্, অপবন। যেমন, ‘কুলের খাঁ-খাঁ-র’। আবার বোধ হয়, ইহার মূল কাং খাঁ-ক—অজার, + সৎ কা-র = খাঁক + কা-র = খাঁ-খাঁ-র; যেমন ছাই-পাঁশ। মনে হইতেছে, কবিকল্পে ছই অর্থ স্পষ্ট আছে। সে গাছ হউক, কিছু কাল গত না হইলে ঘরের

৩ কা-মা-ন শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। কাং কা-মা-ন ধনু, এবং কাং কবিও দাঁতের জর বন্ধনের ধনু মনে করিতেন। নয়ন-বাণ তাঁহারও আভিভূত। কিন্তু হিন্দু কবির কা-ম-ব-দুও ছিল। “কৃষ্ণকীর্তনে” (৩৭ পৃঃ), ‘জহি কান্ধনু নয়ন বাণে’ আছে। ‘সং কা-ম-ব-দু শব্দের সংক্ষেপে কা-ম-হ-ন—কা-মা-ন বে হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। কবিকল্প (“বঙ্গবাসীর”) লিখিয়াছিলেন, “অতী কুহব তনু জুহুগ কা-ম-ব-দু”। (অন্য তিন শত বৎসর পূর্বেই অতী কুহব গীতবর্ণ হইয়াছিল।) মৈথিল কবি উমাগতি “পারিজাত-হরণ” নাটকে লিখিয়াছিলেন, ‘তৌহ-কমান বিলোকন বানে। বেধহ বিধবুধি কর সমবাসে।’ বিভাগিনী তাঁহাদের গ্রাম্য পদ বর্ষ পূর্বে উমাগতি ছিলেন। তত সকালে মিথিলার মুসলমান কবির এতাব্দ খটাইয়াছিল কি? কে জানে। কা-মা-ন একবার চলিলে আর ভর থাকে না। আনন্দান, ‘কা-ম-কা-মা-ন-জুহুতলী’ এইরূপ বহু কবি।

কথার মধ্যে কা' শব্দ চলিত হইতে পারিত না। এক শত বৎসর 'পৰ্য্যন্ত কি ? শু-লা-ল শব্দের মূল কা' শু-লা-লা—পুলগুচ্ছ—মনে করি। বহু পুণ্যের একত্র সমাবেশে শু-লা-ল, যেমন শু-লা-ল তুলসী। মূল সং-ও হইতে পারে। শু-ল, গোল, বৃত্তাকার পুষ্প বলিয়া শুল+বাং আল, যেমন কদম্ব, গের্দা কিংবা মোতিয়া বেলা। “কৃষ্ণকীর্তনে” ‘শুলাল মাহাত্মী’, ‘শুলাল মালতীমালা’ আছে; আর আছে ‘নথরনিকর দেখি শুলালে’। শৈবোক্ত উপমা হইতে বুঝি, শু-লা-ল এমন ফুল, বাহার গোছা হয়। অতএব কা' ব্যুৎপত্তি ধরিতে হইতেছে। তা ছাড়া, “কৃষ্ণকীর্তনে” তুল-সী নাম কোথাও নাই। কৃষ্ণতুলসীর ফুলের সঙ্গে নথের আরক্তিমাত ও সূচনা করিতেছে। (টীকাকার তমালসদৃশ পুষ্প মনে করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ-ভেদ বলিয়া কান্ত থাকিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার অনেক স্থলে বা-নয় তাই হইয়া গিয়াছে।) যদি বা শু-লা-লে সন্দেহ থাকে, ম-জু-রি ও ম-জু-রি-আ শব্দে কিছুই নাই। “কৃষ্ণকীর্তনে” এই দুই শব্দ পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। কারণ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে এই দুই শব্দ প্রায় অপ্রচলিত আছে। লোকে বলে, ম-মি-ব। কবিকল্পে আছে, বে-র-গি-য়া। বোধ হইতেছে, বাঁকুড়ায় বে-র-গি-য়া বা বে-র-গ এখনও চলিতেছে। যদি মনে করি, সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে ম-জু-রি, ম-জু-রি-আ চলিত ছিল, তাহা হইলে কিছু কাল পরে লোকে কি কা'-মূলক শব্দ ভুলিয়া গিয়া সং-মূলক বসিয়াছে ? কা' শব্দটি ম-জু-র। উহা অপভ্রষ্ট হইয়া ম-জু-র; ই-যোগে মজুরের কর্ম; তাহাতে বা' ইআ প্রত্যয় করিয়া ম-জু-রি-আ। এত করিয়াও রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। “কৃষ্ণকীর্তনে”র “ভারথণ্ডে” ও “ছত্রথণ্ডে” ম-জু-রি ম-জু-রি-আ আছে। দেখিতেছি, এই দুই খণ্ড কবিত্তে অমর। উত্তরবঙ্গের কোনো গায়ন এই দুই খণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন কি ? আ-কা-র শব্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এক স্থানে (২০ পৃঃ) আছে, ‘পালাইলো দান এড়ান না জাএ, পাইলো মূল আ-কা-য়ে।’ যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দান (শুভ) সাধিতে বসিয়াছেন। রাধা দান না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, ‘পালাইলে কি হইবে, দান এড়াইতে পারিব না; মূল্য পাইলেই আ-কা-র, প্রচুর পাইলাম।’ অত্র স্থানে (২৮৫ পৃঃ), ‘বড়ারি মোর লাতে বন্ধন-সার। আছুক লাভ মোর মূলত আ-কা-র॥’ অর্থাৎ লাভের মধ্যে বন্ধন সার হইল; লাভ দূরে থাক, মূলে আকার—? আর্গী স্বা-কে-র অর্থে প্রচুর। যদি প্রচুর অর্থ ধরি, মূলে প্রচুর; অর্থাৎ মূলেই প্রতুল, লাভ দূরে থাক। টীকাকার দুই স্থলে দুই ব্যুৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি এক হইলে বসন্ত কথা থাকিত। বাবনিক হইলে অত্র দিকে রাধা পুড়ে। পুখীখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ ফুল সামলানা যাইবে ?

২২। বলা বাহুল্য, তিল কুড়াইয়া ভাল করা যাইতেছে। এমন কথা নয়, গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলে আমার কোনো অতিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। কোন্ বাদ্যালী চণ্ডীদাসের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু হইতে পারে ? কিংবা কোন্ বাদ্যালী পাঁচ ছয় শত বৎসরের

পুরানা পুথী পাইলে নিমানন্দ হয় । কিন্তু সোনা নামে পিতল লইতে চাই না ; সোনা-কি না, তাহা আশুনে পোড়াইয়া, নিষ্ঠুর পাষণে কষিয়া; আর যত প্রকারে পারি, পরিশ্রম দেখিতে চাই । কেবল আমি নই, সকলেই দেখুন । এ বিষয়ে টীকাকার একটু বিষয় এটাইয়াছেন । টীকার ভীষণ কণ্টকের বেড়া ভেদ করিতে না পারিলে সকল পাঠক এষে প্রবেশ করিতে পারিবেন না । এছ চারি শত পৃষ্ঠা, টীকাও প্রায় তত । ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা বোধোচিত প্রাঞ্জল । দোষ, অজস্র বর্ণাভক্তি, অজস্র ব্যাকরণভক্তি । গায়ন বোধ হয় নাকী সুরে গাইতেন । এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু । এ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তত্পরি চন্দ্রবিন্দু । সাধারণ আসামী ভাষায় নাকি নাকী-সুর একটা প্রবল লক্ষণ । টীকাকারের উৎপীড়নও অল্প নহে । চন্দ্রবিন্দু কিসের জ্যোতক, কিংবা হ-এ পদে ‘হ’ ধাতু কি না, কিংবা মা-এ-র অর্থে ‘মা’র’ (?) লিখিবার ছাপাইবার নিরীহ পাঠককে পড়াইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না । ইহার উপর উদাহরণের প্রাচুর্য । উদাহরণও প্রায় বে-সে পুথী, ছাপা অ-ছাপা, জানা অ-জানা পুথী হইতে তুলিয়া বিশেষ লাভ হয় নাই । -উদ্ধৃত পুথীর কবি, কাল, ও দেশ না জানিলে উদাহরণের সার্থকতা থাকে না । টীকাকার এ সম্বন্ধে নির্বাক থাকিয়া ভাল করেন নাই । একখান পুথিতে, কোথাকার কবিকার কে জানে, একটা পদ আছে । তাহা দেখিয়া “কৃষ্ণকীর্তন” পুথিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না । বাস্তবিক হুঃখ হইতেছে, টীকাকার প্রয়োজন বিন্যস্ত হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন । পুথীর বানান-দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে ।

২৩। বোধ হয়, উদ্ধৃত উদাহরণের অনেকগুলি আসামী । ইহাতে মনে হয়, টীকাকার জানা বাজালা পুস্তকে অল্পরূপ উদাহরণ পান নাই । তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না, অথচ আসামী ভাষাভাষী রাঢ়ীয় ভাষা বুঝিতে হইয়াছে । ইহাতে দুই অনুমান হয় । (১) আসামী ও পুরাতন বাজালা ভাষা এক ছিল, (২) “কৃষ্ণকীর্তনে”র পুথী আসামী ভাষার দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল । প্রথম কল্পনা পরে বিচার করিব । দ্বিতীয় কল্পনার পক্ষে আসামী ভাষার রচিত (১) “নারায়ণ কবচ” ও (২) “কলঙ্কভঞ্জন” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি । এই ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট । বই দুইখানি ছাপা হইয়াছে, বোধ হয় ভাষাও কিছু আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে ।

(১) শুক নিগদতি ত্বনা' সুভদ্রার নাভি ।

বিশ্বরূপে' এহি অঙ্গীকার করি আতি' ॥

দেবগণে' বসিলা ভৈলন্ত' পুরোহিত ।

কয়লন্ত' কার্য যত গুরুম বিহিত ॥

অশ্রুরক' রক্ষা করে শুক্রর বিভাই ।

তাক' মঠ করিবাক' দিলন্ত উগার ॥

সারায়ণ কবচ দিলন্ত' বাসবক' ।  
 যাক' পাইয়া ইন্দ্রে' সব জিনিলা' দৈতক' ॥  
 (২) বর তিরী' লোভি' ভোক' বুজিলো' নিশ্চয় ।  
 পর তিরী ধর্ম কিয় নষ্ট কর তই' ॥  
 এতিক্ষেণে ঘাইবোহোঁ' বশোদার বরে ।  
 'কহিবোহোঁ' সব কথা দেখাবোহোঁ' তোরে ॥  
 এক দিনা মটচক্রে উদয় হইল ।  
 দেখোঁ' বুলি' ভরে কোনো বাঁহির নাহিল ॥  
 হেন সময়ত' কাখে কলশীক' লই ।  
 বয়নাত্ত' জল আনিবাক' বাও' মই ॥  
 মাধিকাক' চাই হরি বুলিল' বচন ।  
 চিন্তা নাই অপঘণ করিবোঁ' মোচন ॥

## ২ । কবি, কাল ও দেশ

২৪। “কৃষ্ণকীর্তন” পুথীর কবির নাম অ-ন-স্ত। ইনি নিজকে ‘বড়ু চণ্ডীদাস’ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বা-স-লৌ দেবীর ভক্ত ছিলেন। পুথী হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। (পুথীর কোথাও বা-স-লৌ বানান নাই।)

অ-ন-স্ত নাম অসাধারণ নহে। বা-স-লৌ (বা বা-স-লৌ) ঠাকুরাণীও অসাধারণ নহেন। অনস্ত কবি বাসলৌ-চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। আর কেহ ছিলেন না, তাহাও জানি না। আশ্চর্যের কথা, চণ্ডীর উপাসক হইয়া চণ্ডীর কীর্তন না গাইয়া কৃষ্ণের কীর্তন গাইলেন। ইহার রহস্য জানি না। শুধু চ-ণ্ডী-দাস নহেন, ব-ড়ু চণ্ডীদাস। ব-ড়ু বিশেষণ হইতে বুঝি, কবির গ্রামে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন। ইনি ব-ড়ু ছিলেন না। স-ব-টু হইতে ব-ড়ু। ব-টু অর্থে ব্রহ্মচারী (ব-টু বটুকরণ—উপনয়ন)। “শুকপুরণে” ব-ড়ু অর্থে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ। ব-টু শব্দের আর এক অর্থ, মাণবক; অবজার বালক বা কিশোর। পুরীর মন্দিরে জনকরেক ব-ড়ু আছে। তাহার পূজার উপকরণ জোগাড় করে। ভুবনেশ্বরে ব-ড়ু নামে এক সন্তোদার আছে। ইহারও ব্রাহ্মণ নয়। বোধ হয়, পূর্বকালে অবিবাহিত কুমার পূজাহারী হইত। তাহাদের বংশধর এখন সেই ব-ড়ু নামে চলিতেছে। চণ্ডীদাস এইরূপ ব-ড়ু উপাধিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই সন্ধান-সূচক উপাধি। নতুবা কবি নিজ নামে যুক্ত করিতেন না। (ব-র কিংবা ব-ড়ু হইতে ব-ক-আ কিংবা ব-ড়ু-আ শব্দ হইত, ব-ড়ু হইত না।)

২৫। কবি কথার কথার ‘লক্ষ’ পণিয়াছেন। ইহা ধনবাসের লক্ষণ নহে। একটা হঃসাহসের কথা লিখিতেছি, অনস্ত কবি অতিশয় গ্রাম্য ছিলেন। তাহার গ্রাম্য, অনিষ্ট;

ভাবে গ্রাম্য, অশিষ্ট। বহু কবি আদিরসপ্রধান এই রচিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের ব্যঞ্জন্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স্ব-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাক্ষ-চোরাড়ি দেখিয়া বুঝি, কবি রাধাকৃষ্ণসংবাদ গ্রাম্য দৃশ্যল কিশোর-কিশোরীর অহুসারের তুল্য মনে করিয়াছেন। কথায় কথায় কৃষ্ণ যে ত্রিদশ-ঈশ্বর, তাহা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির চিহ্ন নাই। কবি সংস্কৃত শ্লোক রচিয়াছেন, অগণ্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নারক-নারিকার যে সব আকার-ইজিত সংস্কৃত কাব্যে বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সে সবের প্রাচুর্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের রীতি নাই মাহুত, ভাব্যতার রীতি উত্তম কবির স্বাভাবিক লক্ষণ।

কবি লিখিয়াছেন, শ্রীরাম, বৃদ্ধ, ও কঙ্কীর পর কৃষ্ণ অবতার। সংস্কারকের মতে “চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক মুংকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।” কিন্তু যত দিন এই নূতন কথা পুরাণে না পাই, তত দিন কবির উক্তি পোত-হীন বা সংশয়াজ্ঞক বলিতে হইবে। জয়দেবে ধৃত-দশ-বিধ-রূপের কঙ্কী রূপও গত হইয়াছে। অনন্ত কবি হয় ত অসাব-ধানে জয়দেব অনুকরিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি জয়দেব কবির “বদসি বদি”-র বাদালা আবৃত্তি করিয়াছেন। আরও দুইটা পদের বাদালা করিয়া লইয়াছেন। কোনো বড় কবি অল্প কবির পর এমন চুরি করেন কি? চুরি বলিতেছি; কারণ, গানের ভণিতার জয়দেবের নাম নাই, আছে “বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ, গাইল বড় চণ্ডীদাসে।” অনন্ত কবি নারদ-মুনিকে উপহাস করিয়াছেন, “বামন শরীর মাকড় বেশ”, “রাঅ কাড়ে ঘেন বোকা ছাগ”, “দেখিআ কংসেত উপজিল হাস।” কবির নিকট ষোণীর ষোণও উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। রাধা বিরহে কাতরা। পূর্বপ্রত্য্যাখ্যান-রূপ অপরাধ (?) অরণ্য করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি নিবানিশি যোগ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, ইত্যাদির সহিত ষোণের দুই একটা জানা বুলি শুনাইয়া দিলেন।

২৬। কি জানি কেন, অনন্ত কবিকে নারুরের চণ্ডীদাস মনে করিতে ক্লেশ হইতেছে। উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ চোখে পড়িতেছে যে, অনন্ত-কে একজন বড় গাজিয়ে, এবং নারুরের চণ্ডীদাসকে একজন স্রষ্টা-কবি মনে হইতেছে। কবি না হইলে কাব্যসমালোচনা নাকি বিফল। এই হেতু সংস্কারক সমালোচনা করেন নাই। আমিও কবি নই; কিন্তু তাই-ক্লেই কবি বলি, যিনি আমার মতন নিঃস্পৃহ অকবি পাঠককেও কবিত্বসম্বাদনে প্রেরিত করেন। সত্য কথা বলিতে কি, “বাসলীগণ বড় চণ্ডীদাস”, এই ভণিতার কারণে কেলিয়াছে। “কৃষ্ণকীর্তন”র ছন্দের মাধুর্যে চমৎকৃত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু এমন রস, এমন ভাব অন্ন পাইয়াছি, বাহা যন্মমে পশিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় চারি শত পদ বা গীত আছে। সকল পদই যে কুচ্ছ নগণ্য, এ কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু গণিতে বলিলে করটা পদে শুদ্ধ কাব্যের লক্ষণ পাওয়া বাইবে? অথেকে?

২৭। আমার পৃথী বাড়িয়া বাইতেছে, কিন্তু আর একটু না বাড়াইলে চণ্ডীদাস-নাম-সূত্র কৃত্যশেষ-প্রথম সংস্কারক-মহাশয়ের প্রতি অবিকার করা হয়। “কৃষ্ণকীর্তন” অন্ন-হন্ন দেখি।

গোফুলে কৃষ্ণ অন্ন লইলেন, খাড়িলেন। বৃন্দাবনে গিয়া নিত্য নিত্য গোবৎস রাখিতে লাগিলেন। এ দিকে রাধাও তাঁহার বড় আদর ও সখিজন সঙ্গে মধুরার দধি-দুধ বিকিতে বৃন্দাবনের পথ দিয়া নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধা এক পথে, বড়ারী অস্ত পথে গিয়া পড়িলেন। বড়ারী রাধার অবেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। বড়ারীর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরাণ ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন, “রাধিকা মানায়া দেহ যৌরৈ ॥” এইরূপ ছই এক কথার নায়কের পূর্বরাগ সমাপ্ত। (জানি না, কবিকুল নায়কের না নায়িকার পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করেন।) কৃষ্ণ, ফুল ও পান বড়ারীর হাতে রাধার নিকট পাঠাইলেন। দ্বিতী কৃষ্ণের “পাঁচ অবস্থা”ও জানাইলেন। কিন্তু রাধিকার অমুরাগ দূরে থাক, কুল পান দূরে ফেলিয়া স্নোবে দ্বৃতীকে চড় মারিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণের অপমানবোধ যেমন, ক্রোধও তেমন হইল। তিনি রাধাকে হুঁথ দিতে উপায় চিন্তিলেন। দ্বৃতীকে বলিলেন, বৃন্দাবন ঘাটে রাধাকে রাখিয়া, “লুটিয়া” সব পসার খাইবো দধি তাহার, কাচি লৈবো সাতেশরী হার ॥ বাটেত স্নজিয়া দান, করি তার অপমান, তোর মোর সাধিব মান ॥” শুনিয়াতে আর কি করিবেন, তাহাও দ্বৃতীকে বলিয়া দিলেন। “পাছেত মদন বাণে হাণিঅ” তাক পরাণে, রহিবো ধরি মুনিবেশ ॥” এটা কিন্তু গানের শেষ পালা।

২৮। জানি না, কৃষ্ণ কেমন নায়ক। চারি জাতি নায়কের কোন্ জাতি? ধৃত নয়, শঠ নয়; পঞ্চম জাতি, দান্তিক অহঙ্কারী। ঐশ্বর্য দেখাইয়া প্রণয়কামনা “কৃষ্ণকীর্তনে” নুতন। কৃষ্ণ নিজের বড়াই, তিনি যে দেব চক্রপাণি, দেব মনমালী, ত্রিদশের পতি, ইত্যাদি তাহার বত কিছু গরিমা হাটে বাটে আবৃত্তি করিতে ছাড়েন নাই। বত পড়ে এইরূপ বড়াই আছে, তাহার একটাও সঙ্গত নয়। রাধাকে ভুলাইতে এক দিন কৃষ্ণ রাধার দধির ভার রহিলেন, স্নোজে কাতরা রাধার মাথার ছাতা ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার যে অপমান হইল, কৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারিলেন না, এমন কি, স্বর্গের সেবতারাগ ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীর ভার-বহন, নারীর মাথার ছত্র-ধারণ! বৃন্দাবন তীরে বস্ত্রহরণের পালায় কৃষ্ণ রাধার পাটল \* বসনধানি দিলেন, কিন্তু “সাতেশরী” হারটি চুরি করিলেন। রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের স্নীত-নীত সব খুলিয়া বলিয়া দিলেন। মা পুত্রকে যথোচিত তৎসনা করিলেন। পুত্র মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা কহিতে ডরাইলেন না। কিন্তু অপমান পাইলেন। এমন উপায় করিলেন, বাহাতে রাধা তাঁহার পারে পড়ে। অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি রাধাকে না কঁদাইয়া ছাড়িলেন না। তিনি পুনঃ-পুনঃ স্বরণ করিতে লাগিলেন, রাধা পান ফেলিয়া দ্বৃতীকে চড় মারিয়াছিলেন, তাহাকে নানাবিধ গালি দিয়াছিলেন, তিনি রাধার দধিতার রহিয়াছিলেন, তাহার কারণে কলৌদেহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তিনি মদনের পাঁচ বাণে রাধা বধ করিলেন।

\* কবি অভয়-নৃসিংহ-রায় কৃষ্ণের গীতাঙ্গর, এবং চম্পক-গৌরী রাধার নীতাঙ্গর বর্ণিতকেন, তাহার বর্ণনান বহু। কিন্তু অনন্ত কবি রাধার পাটল বসনে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। ‘ইবম পাটলেন’ অর্থে পাটল লাল-শাদী বুঝি।

ভাণ নহে, রাধা সত্য সত্য মূর্ছিতা হইলেন; বড়ায়ীর শোক, কৃষ্ণের শোক হইল। পরে ক্রীক-শাপত্রে অবশ্য রাধাকে জীয়াইয়া দিলেন। ইহার পর, এক দিন কৃষ্ণ বাঁশীটি শিখরে দিয়া বুয়াইয়া পড়িয়াছিলেন, রাধা বাঁশী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই কৌতুক বৃত্তিতে পারি, রাধার পক্ষে বাঁশীটি বড় সুখের ছিল না। কিন্তু বাঁশী হারাষ্টরা কৃষ্ণের যে “হাক্ক-ক্রন্দন” তাহা বৃত্তিতে পারি না। “যেহ যেহু আবাচ শ্রাবণে। বরে তার পানি নয়নে গো ॥” ইহার পর অকস্মাৎ রাধার বিরহ ও খেদ। কৃষ্ণের তেমনই নিদ্রা-উক্তি,

তোজা ত লাগিঅঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।

হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥

এমন কি,

‘ছিনারী পামরী নাগরী রাধা।

কিন্তু রাধিকার নারীধর্ম কিছুটাই ছিল না, অক্লেশে গালি সহিয়া গেলেন। “কৃষ্ণকীর্তনে” মামের পালা নাই; আছে কৃষ্ণের প্রবল সাহস, অমুচিত আশ্রয়। আমার বোধ হইয়াছে, অনন্ত কিংবা আর কেহ নারায়ণ চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া, কিংবা সে চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকায়িত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ “কৃষ্ণকীর্তন”, চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে, কি নাই; আছে রাজ ভণিতা, বাহাতে তাঁহার অনুকারক ও অপহারক ধন্য হইয়া গিয়াছেন। চারি শত পদের কোন্‌গুলি চণ্ডীদাসের নয়, বোধ হয়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে। কারণ, অপহারক চেনা পড়িলেও অনুকারক পড়ে না। “কৃষ্ণকীর্তন”র মধ্যে মধ্যে এমন পদ আছে, বিশেষতঃ “রাধাবিরহ” পালায়, রাধার কবিত্ব, জানা চণ্ডীদাসকেও মনে পরাজিত করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, পুথীর আবিষ্কারক ধন্য, যিনি আমার মতন অকবিকেও কাব্য সমালোচনার প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির চরিত নাই জানি, তাহার অগ্রন্থক নাই বা জানিলাম, কিছুই আসে যায় না। এই জ্ঞানে এ দেশের কোনো কবির চরিত কেহ লিখিয়া যায় নাই। যিনি কবি, তিনি নিজের কৃতিত্বেই নিজের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

২৯। এক মাস হইল, ২৫ ভাগের ৩-এম পরিষৎ-পত্রিকার শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণকীর্তন” সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন হৃদয়দর্শিতা প্রকট হইয়াছে। ইহা নূতন বার্তা নহে। তিনি একপুরুষকাল বৈষ্ণবশ্রাবণী-সমুদ্র মগ্ন করিতেছেন, বাঙ্গালীকে সুখাও দান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার সুজিহীন হয় না। কিন্তু একটা “কিন্তু” আছে। সে কিন্তুটি এই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, “কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানা লিপি-ভঙ্গ ও ভাষা-ভঙ্গের বিচারে প্রবীণ চতুর্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির” হইয়াছে। চঃধের বিবরণ, আনি “লিপি-ভঙ্গের বিচারে” নিঃসংশয় হইতে পারি নাই; আর একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত। যলা বাহুল্য, পুথীর

দেশ কাল ও কবি যদি অসংশয়ে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আধার করিয়া অন্তান্ত পক্ষ স্থাপনা চলিতে পারিত। কিন্তু প্রত্নলিপির সূচ্যে বৃহৎ অট্টালিকা টল-টল করিতেছে। আমার বোধ হয়, প্রথম পক্ষ স্বীকার করাতে সতীশ বাবুকে অ-আকারের, রাঢ় বঙ্গের শব্দের ও বিভক্তির প্রাচীন সমতা করনা করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে, তাহা সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার বিচার-ফল এক দাঁড়ায়। ঐক্য দেখিয়া বুঝিতেছি, আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।

৩০। কিন্তু গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে অনৈক্য হইয়াছে। তিনি গ্রন্থে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য দেখিয়াছেন, আমি লক্ষণার দেখিতেছি। যদি বা ব্যঞ্জন আছে, তাহা অতিধামুলা। সকল পদেই যে এই, তাহা বলি না। যে গ্রন্থে চারি শত পদ আছে, এবং বাহাতে নানুরের চণ্ডীদাসের পদ এবং জয়দেবের ভাঙ্গা পদও আছে, তাহা ব্যঞ্জনাহীন হইতে পারে না। কিন্তু যে যে পদে কৃষ্ণের অপমান স্মরণ, বড়াই ও উপায়চিন্তা আছে, সে সে পদ সতীশবাবু তাহার “বৈক্য-পদাবলী”তে স্থান দিতে চাহিবেন কি? তিনি কেন কবিকে পরের ভাব অম্ববাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন? বলা বাহুল্য, কাব্যের বিচারকালে কবির নাম বিস্মৃত হইতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, “দেখিলোঁ প্রথম নিশি” ইত্যাদি একটি পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদের “তামা কিংবা ভাবের একপ কৌন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, বাহাতে উত্তর পদ এক জনের রচনা বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।” তাহা হইলে বুঝি, (১) হয় প্রচলিত পদ অল্প কবির, (২) নয় “কৃষ্ণকীর্তনে”র পদ অল্প কবির। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটো প্রথমে গ্রাহ্য? প্রচলিত পদের অন্ততঃ কতকগুলি চৈতন্য-সম্বন্ধ সময় হইতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্বে যদি “কৃষ্ণকীর্তন” গুপ্ত ছিল, তবে হয় তাহা ছিল না, না হয় বঙ্গদেশে ছিল না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি গুপ্ত থাকেন না। এখানে কাব্যের কবি সম্বন্ধে যে কথা, অল্প কবি সূরী সম্বন্ধেও সে কথা। লোকে যেমন করিয়া হউক, কিঞ্চিৎ বর্জন, কিঞ্চিৎ সংশোধন, কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখে। দেশে এমন কি একদেশীয় বিপ্লব ঘটয়াছিল, বাহাতে “কৃষ্ণকীর্তন”র পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল? গান থাক; “অনন্ত” নামটাও কেহ জানিত না? অসম্ভাব্যও কখন কখন সম্ভাবিত হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন কারণটা দুলভাবে এক কথায় শেষ করিতে পারা যায় না।

৩১। এখন আর এক কথা। “কৃষ্ণকীর্তন” দেশান্তরী হইয়াছিল কি না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, ইহার শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি পূর্ববঙ্গে বাই নাই। কিন্তু আমি মনে করিয়াছি, পৃথী দেশান্তরী হইয়াছিল; তিনি বলিতেছেন, উক্ত সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণকীর্তনের “অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।” তাহার যুক্তি এই,—আসাম, এবং উত্তর পূর্ব পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রদেশের ভাষার আকার এক। কাজেই “আদিম বৃণে” উক্ত সকল



প্রদেশের ভাষা এক ছিল। যুক্তি অ-শ্রাব্য নহে। তবে কি না, প্রবন্ধের আশে আমি যাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তি বলিয়াছি, ইহা প্রায় তাই। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির প্রয়োগ বিকীর্ণ। এক কথায়, উহা যাহা সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। শ্রাব্যের ভাষায়, উহা কারণ হইতে কার্যানুমান। উপস্থিত তর্কে উহা দাঁড় করাউতেছে, যেহেতু আকর এক, সেহেতু সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-প্রান্তের ভাষা এক ছিল। এবং যেহেতু “কৃষ্ণকীর্তনে” একা ছিল, সেহেতু “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রাচীন। মনে করুন, “কৃষ্ণকীর্তনে”র বয়স ভুল ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তর্ক কোথায় দাঁড় করায়? এই কারণে বলি, একা প্রতুলিপি-বেস্তার অনুমানে ভর না করিয়া পৃথিবী যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মম প্রথর দৃষ্টির গোচর করুন।

৩২। এখন মূল প্রশ্ন আসি। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্তনে “একরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা হৃদয় আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে।” ইহা হইতে অনুমান হয় কি যে, পৃথিবীনা সে সে প্রদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আমি বলি, না। কেবল-অধম যাহা অনুমান হুহু, ও হুহুই অসিদ্ধ। তথাপি যদি অধম-স্থল অধিক এবং ব্যতিরেক অল্প হয়, তাহা হইলে অনুমান সম্ভাব্য বিবেচিত হইতে পারে। নিশ্চয় আসে না, সম্ভাব্যতামাত্র আসে। সে স্থল ব্যতিরেকগুলি বিচার করিতে হইবে। “কৃষ্ণকীর্তনে” এমন কোন শব্দ ও বিভক্তি আছে কি, যাহা উত্তরবঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই? এখানেও নিশ্চয়ে আসিতে পারি না। কারণ, তর্ক উঠে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গে নাই, পূর্বকালে ছিল। উপজীব্যের অভাবে এই তর্কের সমাধান হইতেছে না। কিন্তু সম্ভাব্যতা তিরোহিত হইল না। একথাও মনে রাখিতে হইবে, পূর্বকালের ইতিহাস সম্ভাব্যতা ব্যতীত নিশ্চয়ের ইতিহাস নহে। একটা নয় দুইটা নয়, বহু পথ যে দিক নির্দেশ কবে, সে দিকই গহবর। সতীশবাবু বিভক্তি বিচার করেন নাই; কেবল ‘সে করিব’ এইরূপ একটা প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্ব প্রচলিত ছিল। তাহার উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম-বঙ্গে আছে। তিনি যে অর্থ ধারিয়াছেন, সে অর্থ ঠিক, এবং সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে। কয়েকটা শব্দ পাইতেছি, পশ্চিমে চলিত নাই, পূর্বে আছে। যেমন, চি-ত-র, টে-ট-ন, কৈ-ল বা কলি। এই তিনের মধ্যে চি-ত-রে, যাত্রা একটা পদে আছে। চি-ৎ বা চি-ত রাঢ়ে ও ওড়িয়ায় আছে। চি-ত-এ স্থানে চি-ত-রে এই পদ আসিতে পারে। স্তত্রায় এই শব্দ তেমন ব্যতিরেক নহে। সৎ-ষ্ট স্থানে টী-ট। রূপান্তরে বৈষ্ণবগদ্যবাক্যে টী-ট আছে। কিন্তু টে-ট-ম নাই। আসামীতে, এবং সতীশবাবু বলেন, পূর্ববঙ্গের কথ্য-ভাষায় আছে। টে-ট-ন দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্য, দুইটি পদের ‘ঞ’ দেখিলে বুঝা যায়, দুই-ই অশুদ্ধ। একটাও চণ্ডীদাসের যোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয় পদে (২১৬ পৃঃ) রাধিকার উপদেশ কাঁচা কবির কীর্তি। দ্রষ্টব্য, ইহার না-ছি ক্রিয়াপদ আসামী আসামী ঠেকিতেছে। ক-লি, কৈ-লি, কৌ-ল, এই তিন একের তিন রূপ। ইহার একটাও ওড়িয়াতে নাই, রাঢ়ের ও আসামের ভাষায় নাই। সতীশবাবুর লেখায় জানিতেছি, পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আছে। যে

পদে ( ৮২ পৃঃ ) ক-লি আছে, সে পদটি গ্রাম্য গালাগালি। কৃষ্ণ ‘ত্রিংশ-ঈশ্বর’ হইয়াও রাধা গোআলীকে গদা দেখাইতেছেন, ‘পামরী-ছেনারি’ বলিতেছেন; আর রাধাও তেমনি, ‘বাগে মাএ’ গালি দিতে উত্তর হইয়াছেন। আর এক পদে ( ৩২৭ পৃঃ ) ক-লি আছে। এ পদেরও কোনও গুণ নাই। যে পদে ( ৯২ পৃঃ ) কৈ-লী, এবং যে পদে ( ১২১ পৃঃ ) কো-ল, সে দুই পদও ভেঁষবচ। আশ্চর্যের বিষয়, একটা শব্দের দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ক-লি, কৈ-লি এবং কোল।\* এইরূপ, একই শব্দের যে দুই দুই রূপ আছে, তাহাতে বুঝি, পৃথিবীতে দুই স্থান দর্শন।

যদি বলেন, লিপিকর-প্রমাদে দুই রূপ হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসি, যে লিপিকর লেখার পর পৃথী মিলাইয়াছিল, তুল কাটিয়া লিখিয়াছিল, সে লিপিকর শব্দের দুই রূপ, বিভক্তির দুই রূপ কেমন করিয়া রাখিল? ইহাতে বোধ হইতেছে, মূল পৃথীতেই দুই দুই রূপ ছিল।

দুই রূপের দুই কারণ হইতে পারে। (১) একই দেশে কালাস্তর, (২) একই কালে দেশান্তর। তৃতীয় কল্পনাও আসে, কালান্তর ও দেশান্তর দুই-ই। কালাস্তর স্বীকারে ‘খাঁটি চণ্ডীদাস’ থাকে না, দেশান্তর স্বীকারে ‘চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা’ থাকে না। আমার সন্দেহ, দুই-ই হইয়াছিল। যিনি পূর্বপক্ষ করিয়াছেন, তাহাঁকেই দেখাইতে হইবে, ভাষার ও ভাবে চণ্ডীদাস। আমি সংশয় জানাইয়া ক্ষান্ত। সংশয় দূর হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তাহা অসংশয়ীর কদাপি হইবে না। হৃৎথের বিষয়, আমার পড়া-শুনা নাই, অবসর নাই; “কৃষ্ণ-কীর্তন” লইয়া বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজনও নাই। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পুনশ্চ,

এই উত্তর লিখিবার পর আমি আমার “সংশয়” সতীশবাবুর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি সংশয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এইখানে উল্লেখ করা ভাল।

সতীশ বাবুর বিবেচনায় আমি অতিরিক্ত সংশয়বাদী হইয়াছি। আমার বিবেচনায় আমার দেশী নামে অতিরিক্ত বিশ্বাসশীল হইয়া পড়ি। আমরা ভুলিয়া যাই, যাহা সাধ্য, তাহাকে সাধন করিতে পারা যায় না, সংশয়িতকেও পারা যায় না। আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়াছি। এখন সতীশ বাবুর কয়েকটা তর্ক দেখি।

(১) “প্রাকৃত” ও “তজ্জাত” শব্দাধিক্য। তিনি বলেন, “প্রাকৃত” ব্যাকরণের “প্রাকৃত” ও তজ্জাত অপভ্রংশ আমাদের দৃষ্ট অজ্ঞাত প্রাচীন পৃথীতে যে পরিমাণে আছে, “কৃষ্ণকীর্তনে” তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়, ইহা স্বীকার্য। সুতরাং এই সকল অজ্ঞাত প্রাচীন পৃথী হইতে “কৃষ্ণকীর্তন” প্রাচীনতর, এইরূপ অনুমান কি জন্ত অসঙ্গত?

\* স- সা-ক-লা হইতে ‘নির্দিষ্ট’, এই অর্থ আসে কি? বরং বা- ‘কু-লে দশ টাকা’ প্রয়োগের কু-লে বা- কু-ল্যে স- সা-ক-ল্যে হইতে পারে। স- থ-লু শব্দের বিকারে থ-উ-ল, ক-উ-ল, কো-ল, এবং পরে কৈ-ল, ক-লি যবে হয়। তু-চা-উ-ল—চা-লু, চা-ই-ল—চা-লি।

উত্তর। ‘পাখী সব করে রব রাতি পোকাইল’—এই পদের একটা শব্দও সংক্ৰান্ত-সম্মত নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, “কৃষ্ণকীর্তনে” অধুনা-প্রচলিত করেকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। যেন রাখিয়েন, “কৃষ্ণকীর্তন” কেবল ‘প্রাচীন’ নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার ‘প্রাকৃত’ ও ‘তজ্জাত’ শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অল্প দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে “কৃষ্ণকীর্তনে” প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে-সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন তৈকিতেছে, সে-সবের প্রাচীনতার মর্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিশেষের বিবেচনার লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পৃথিবীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনার নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।

(২) অ আ বানান। আমি অ স্থানে আ পাইয়া পৃথিবী দেশভ্রমণ অনুমান করিয়াছি। সত্যশবাবু বলেন, “দেশবিশেষের বর্তমানের ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান কি ঠিক? বীরভূম প্রভৃতি মিথিলার সম্বন্ধিত [?] দেশে ১৬ শত বৎসর পূর্বে অ-কারের মৈথিল উচ্চারণও উচ্চারণ বর্তমান থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন কালে পুথির বানান সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় অনভিজ্ঞ লিপিকর কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসও কোন স্থলে ‘ধনি’-অনুযায়ী ও কোন স্থলে ‘সকেতু’-অনুযায়ী ‘অ’ ও ‘আ’ লিখিয়াছেন,—এরূপও ত করনা করা যাইতে পারে।”

উত্তর। “কৃষ্ণকীর্তনে”র প্রাপ্ত পৃথিবী যে সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের, ইহা-ই সাধ্য। সাধ্যকে সাধন করিতে পারা যায় না। সাধ্যকে ধরিয়া উৎপ্রেক্ষাও করিতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, প্রাচীনের ইতিহাস সম্ভাবনার ইতিহাস, একশেষের ইতিহাস নহে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে অ স্থানে আ উচ্চারণ ও লিখন অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ দেশ প্রথমে দেখিব? যে দেশে আ-তি, আ-ধ-ক অত্যাধি আছে, না যে দেশে নাই?

(৩) অনুজ্ঞার আনিআ-র (আন), কহিআ-র (কহ) ইত্যাদি স-যুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে। সত্যশবাবু লিখিয়াছেন, “বসন্ত: পূর্বরত্নের (ঢাকা অঞ্চলের) জীজাতির গ্রাম্য কথাভাষায় এখনও কও-এর, বাও-এর, খাও-এর ইত্যাদি অনুজ্ঞার পদ সর্বদা ক্রান্তি পাওয়া যায়। বীরভূমেও যে প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, কে বলিবে?”

উত্তর। এখানেও সাধ্যকে সিদ্ধ বিবেচনা করা হইয়াছে। যিনি বলিবেন ছিল, তাহাকে প্রমাণ দিতে হইবে।

(৪) আমি বিভক্তি বিচার করিয়া লিখিয়াছি, “সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই।” সত্যশবাবু লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিল—এই তিনটি ভাষায়ই একই ক্রিয়া ও কারকবিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখা যায়।”

উত্তর। এক স্থানের এক বস্তুর মুখে একই অর্থে ক্রিয়া ও কারকবিভক্তি একই। সতীশ বাবু এক নূতন কথা তুলিয়াছেন। হয় ত তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তিনি পরে লিখিয়াছেন, “বিজ্ঞাপতির পদে বর্তমানে ক-র, ক-র-ই, ক-র-ও, ক-র, ক-র-র, ক-র-খি এইরূপ নানা রূপ দৃষ্ট হয়। সম্বন্ধে ক, ক-র, এমন কি, র পর্যন্ত দেখা যায়। এ সকল কি দেশান্তর ভ্রমণের ফল?” আমি বলি, অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল। কারক ও ক্রিয়াতেই ভাষার সর্বস্ব।

(৫) শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া আমি মনে করিয়াছি, দেশান্তর, কালান্তর, কিংবা দেশকালান্তরের ফল। (আরও একটি ছিল, সেটি কব্যান্তর। কবি দেশ-কালের অধীন বলিয়া এই কোটি অগ্রাহ্য করিয়াছি।) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, “বলবন্তর চতুর্থ কারণও আছে। সেটি এই যে একই কবির ভাষায় কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শন—ভূগর্ভে নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালবৎ বিস্ত্রমান থাকে।”

উত্তর। কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। অতীত ধরিয়া বর্তমান, অতীত হইতে বর্তমান বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা কেবল ভাষায় নয়, জগতের যাবতীয় কার্যে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট আছে। জগৎ অনাদি, জগতের কর্মও অনাদি। ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ। নদীর চড়া, ঝাঁক, গভীরতা, বিস্তার, মৃৎস্তর প্রভৃতির ভেদে তরঙ্গের উত্থান-পতন, গতি-বেগ, বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষারও ভেদ হয়। কিন্তু এই তিনের ভেদ না হইলে ভাষার সর্বস্ব যে কারক ও ক্রিয়া, তাহার ভেদ হয় না। বিজ্ঞাপতি, কি বৈষ্ণবপদাবলী, কি “কৃষ্ণকীর্তন” প্রভৃতি গ্রন্থে যদি ভেদ দেখি, তাহাতে অনুমান করি, ভাষা খাটি নাই। বাজারে নির্জলা দুধ ছন্দ্রাপ্য, পুরাতন গানের নির্জলা ভাষাও ছন্দ্রাপ্য। কোন গান কত গায়ন গাইয়াছেন, কে জানে। আমি কোথাও বলি নাই, “কৃষ্ণকীর্তন” দুই এক শত বৎসরের রচনা। অনন্ত কবি পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থাকুন, কি পাঁচ সহস্র-বৎসর পূর্বে থাকুন, তাহা আমার বিচার্য ছিল না। প্রাপ্ত পুথিতে যে মিশাল চলিয়াছিল, ইহাই আমার সন্দেহ। তবে, মানব-মন নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে থাকিতে পারে না, কল্পনাধারা সংশয়কে অসংশয়ে দাঁড় করায়। আমার মনে হয়, মূল পুথীর উৎপত্তি রাঢ়ে। পরে গায়নে পুথী উত্তরবঙ্গে (গোড়়ে?) লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিশিলায় জনশ্রুতি; পুথিতে কাঁইথী অক্ষর, কাসী অক্ষর (?)। পরে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম ও গীত প্রেতিষ্ঠার পর রাজার পুণীশালায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান-সূত্রে সব তথ্য গ্রথিত হইতে পারিল না। “কৃষ্ণকীর্তন” যদি চণ্ডীদাসের, চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত প্রচলিত পদাবলী কাহার? বসন্তবাবু দুই অভিন্ন মনে করিয়া অর্ধকুট্টা স্তায় অনুমোদন করিয়াছেন। রাসী-রসিকিনী ও সহজিয়া মত ও সারস্বতের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভিত্তি? বাহুল্য-হাস্তানার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? আমার বিশ্বাস, বাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে; এবং বাহা জনশ্রুতি নামে প্রচারিত, তাহারও সমস্ত অসত্য নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও “কৃষ্ণকীর্তনে”র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নাম্লুনের চণ্ডীদাসের ও অল্প কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার কৃতি অহুসারে অনেক পদ নিজের চিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীর উপাসক ছিলেন। হয় ত ষাঁকুড়ায় ইঁহাঁর নিবাস ছিল। যেমন এক কৃতিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃতিবাসী অষোধ্যাকাণ্ডে কৃতিবাসের নামের সহিত অল্প এক কবির নাম যোজিত আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর “বঙ্গবাসী”র সংস্করণ দেখুন। তাহাতে অন্ততঃ দুই কবির পদ আছে। ছাপা হয় নাই, এমন পদও শুনিয়াছি। অত কথায় কাজ কি, সে দিনকার গোবিন্দ অধিকারীর ভাঙ্গা “নল্লের পালা বর্ধমানের শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবির বহু সম্প্রদায় ঘটে। ব্যাস হইতে কালিদাস, বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস-কৃতিবাস-কবিকঙ্কণ হইতে রাম-প্রসাদ-গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ অধিকারী এক এক সম্প্রদায়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস এইরূপ। এক হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। “কৃষ্ণকীর্তন” চণ্ডীদাসের এক সম্প্রদায়ের গান নহে, চণ্ডীদাস-সম্প্রদায়ের গান। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের পুরাণ নহে, ব্যাস-নামক সম্প্রদায়ের পুরাণ। বলা বাহুল্য, প্রবর্তকের নামে সম্প্রদায়ের নাম হয়। অতএব “কৃষ্ণকীর্তন” চণ্ডীদাসের বলিতে পারি। ‘চণ্ডীদাসী’ বলা আরও ভাল।

সতীশবাবু তাঁহার পক্ষে আর দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখি, ‘চণ্ডীদাসী’ কল্পনার সে ছইএর সম্ভবিত্ব হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন, (১) “নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর প্রকাশিত বহু-টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের ‘এবং শশাঙ্কান্তবিরাজিতা নিশা’ ইত্যাদি ৬শ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোপবান্ধব বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শেষে তিনি লিখিয়াছেন, “কাব্যশিল্পের পরমশিখরী তাঙ্গা সৃষ্টিতান্ত্রিক শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিতদানখণ্ডনোকাঞ্চাদি প্রকারান্তরে জেয়াঃ”। সুতরাং চৈতন্যপ্রভুর সময়ে “কৃষ্ণকীর্তনে”র অল্পরূপ দানখণ্ডাদি পদাবলী প্রচলিত ছিল।” বলা বাহুল্য, এই তথ্যের সহিত আমার কল্পনার বিরোধ নাই। কিন্তু প্রাপ্ত পুথীতে যে দানখণ্ড ও নোকাঞ্চও আছে, তাহাই যে চৈতন্যপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল, এক কথা বলিবার চেতু নাই। (২) “চৈতন্যপ্রভুর সনসাময়িক সনাতন গোপবান্ধব বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ও রূপ-গোপবান্ধব উচ্ছলনৌলমণি গ্রন্থে চন্দ্রাবলী অল্পতম যুগ্মধারী ও প্রধান প্রতিনারায়িকা। কৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার নামান্তর। অতএব চণ্ডীদাস এই প্রতিনারায়িকা চন্দ্রাবলীর প্রতিচ্ছবি জানিতেন না। ইহা দ্বারাও চণ্ডীদাসের এই পদগুলির (কৃষ্ণকীর্তনের) রূপ ও সনাতন গোপবান্ধব হইতে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না কি?” আমি বলি, হয় না। বরং আমার কল্পনা সমর্থিত হইতেছে। কৃষ্ণকীর্তনের কবি অনন্ত, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর বিশেষ জানিতেন না। যে কবি কৃষ্ণ ও কঙ্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না, সে কবির গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে। ব্যাসীয় পুরাণে অনেক আছে, চণ্ডীদাসী গানেও আছে। চণ্ডীদাসী পদাবলীর চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। কৃষ্ণকীর্তনের কবি তাঁহার ধার দিয়াও যান না। তিনি মানের পালা জানিতেন না। অথচ বলাবান্ধবে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

## এ দেশে ভূভ্রমবাদ\*

গত বৎসরের পরিষৎপত্রিকার ৩এম সংখ্যায় আর্ঘভটের তত্ত্বের সহিত তাহার ভূভ্রম-বাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। যে মাসে এই সংখ্যা পাইবার কথা, সে মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ইতিপূর্বে দেখি নাই, দৈবাৎ সে দিন দেখিলাম। এক সময়ে আশা করিয়াছিলাম, “আমাদের জ্যোতিষের” দ্বিতীয় ভাগে ভূভ্রমবাদ যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। নাই হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবাদিগের দৃষ্টি গতিত হইয়াছে।\*

সকলেই জানেন, ভূভ্রম বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে বিবিধ। (১) স্বীয় দেহের আবর্তন, (২) সূর্যকে প্রদক্ষিণ, (প্রদক্ষিণ—পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে গমন। ইহার কালে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিতে দেখি।)\* আমরা সবাই শুনিয়াছি, আর্ঘভট পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্ঘভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

আমার বিশ্বাস, আর্ঘভট প্রথম গতির প্রচারক হইলেও স্থাপুরিতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে এ দেশে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আত্মবে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও স্বীকার করিতেন। কয়েকটি প্রমাণ সংক্ষেপে জানাইতেছি। বক্তব্যের সুবিধায় নিম্নতঃ দুই গতি পৃথক আলোচনা করি।

### (১) পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্তন

এ বিষয়ে আর্ঘভটের উক্তি, বিশেষতঃ উক্ত মতের খণ্ডন প্রয়াস, বখেই প্রমাণ। আর্ঘভটের পর বরাহ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, ত্রীপতি, যিনি পারিয়াছেন, তিনিই এক কলমে মতটা খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন। পরে মতটা একবারে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। সর্বাঙ্গের আশ্চর্যের কথা এই যে, আর্ঘভটের টীকাকার পরমাদীশ্বর পৃথিবীর অক্ষাবর্তন “মিথ্যা জ্ঞান” বলিয়া আচার্যের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

একটা কথা কিছু চিন্তা করিবার আছে। আর্ঘভট যখন তাহার তত্ত্ব লেখেন, তখন তিনি রাজ্য ভেদেই বৎসরের যুগ। অথচ, পৃথিবী অহোরাত্র লাটিমের মতন ঘুরিতেছে, এত বড় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা নিজের কল্পনাবশে লিখিয়া ফেলিলেন! কেহ তাহাকে নির্বাতন করিল না, কারায় ফেলিল না, স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া গোড়াইয়া মারিল না? আরও আশ্চর্য, তদ্বশে তাহার স্পর্ধা। তিনি নির্ভয়ে লিখিলেন, যে আর্ঘভটীয়ের প্রতিকল্লক বা শত্রু হইবে, তাহার পুণ্য ও আয়ুর বিনাশ হইবে, সে অধঃপাতে যাইবে। এই দর্পের কারণ নিশ্চয় ছিল। আত্মসে বুকি, দুই কারণ ছিল। (১) তিনি নূতন কিছু বলেন নাই, আদিকালে বহু ব্রহ্মা

যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদ-হইতে উদ্ধার করিয়া লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সং-জ্ঞান সম্যক উদ্ধার করিয়াছিলেন মাত্র। অর্থাৎ দেশে এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল, বাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আর্ষভট্টীয় তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন। পূর্বে এক জ্যোতিষতত্ত্ব আধার না পাইলে কেহ কোনও কিছু নূতন করিতে পারেন না। ব্রহ্মগুপ্তও এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ধরিয়া লিখিয়া-ছিলেন, অথচ “তত্ত্বপরীক্ষাধার্যে” আর্ষভট্টের ভুল দেখাইয়া তাহাকে স্মৃতিবিরোধী ও অজ্ঞ-প্রতিপাদন করিতে ছাড়েন নাই। কেহ মিথ্যাকথা লিখিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না। আর্ষভট্টের কথা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মগুপ্ত যুক্তিতে না গিয়া আরম্ভেই আর্ষভট্টীয় অগ্রাহ্য করিতেন, বোধ করি, গালি দিতেও ছাড়িতেন না। পৃথিবী স্থির, আর রব্যাদি-গ্রহসম্বলিত তপঞ্জর-গতিশীল, প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যক্ষ থাকিতে কল্পনা (theory) নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কল্পনা মানিলে অজ্ঞ প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। এত কাল পরেও আমরা দুই তিনখানির সন্ধান পাইয়াছি। “ব্রহ্মার কৃত,”—ইহার তাৎপর্য চিন্তনীয়। সেটা এমন, বাহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বাহার আরম্ভ কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। (২) আর্ষভট্ট লিখিয়াছেন, যে জ্ঞান কুহুমপুরে—পাটলীপুত্র নগরে—অভ্যর্চিত, পূজিত, সে জ্ঞান বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি, সে কালে পাটনার জ্যোতিষতত্ত্বের বিশেষ চর্চা ছিল, এবং গণকের এক সম্প্রদায় (school) ছিল। আর্ষভট্ট সেই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এই সম্প্রদায় পৃথিবীর আবর্তন-গতি স্বীকার করিতেন। আর্ষভট্ট স্বীয় গ্রন্থ-স্বত্বাকারে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষের বিরোধী মত একটা নোকার দৃষ্টান্তে প্রচার করিতে বসিলেন। ইহা অসম্ভব বোধ হয়। জানা কথার স্মরণমাত্র বর্ধেই, অজানা কথা বলিতে বুঝাইতে শ্লোক বাড়াইতে হয়।

বিরোধী সম্প্রদায় “ভূ স্থিরা” ভাবিলেন বটে, কিন্তু কালের ধর্ম এড়াইতে পারিলেন না। তাহাঁরা এমন একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, বাহা চিরদিন “ভূ অস্থিরা” বলিতে থাকিবে। এই সংজ্ঞা ‘কু-দিন’, অপর নাম ‘ভূদিবস’। ‘কু’, ‘ভূ’ একই অর্থ; কু-দিন পৃথিবীর দিন। জ্যোতিষে নানাবিধ দিন, মাস, বৎসর গণিত হয়। কিন্তু সফলের মূলে এক তত্ত্ব আছে। এক কথায় তাহার পরিবর্তে ‘গতিজ্ঞ’ ধরিলে চলে। যেমন, চান্দ্র-দিন—চন্দ্রের গতিজ্ঞ যে দিন; সৌর দিন—সূর্যের গমন হেতু যে দিন (রাশিচক্রের ১ অংশ অতিক্রম কাল); নাক্ষত্র দিন—নক্ষত্রের গতিজ্ঞ যে দিন; সাবন দিন—সূর্যের উদয়হেতু যে সবন আরম্ভ হইত, তাহা হইতে। এই বৃপ, কু-দিন বা ভূ-দিবস—পৃথিবীর গতিজ্ঞ যে দিন, অর্থাৎ স্বীয় অক্ষে পৃথিবীর একবার আবর্তনের কাল। কবে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি, কে জানে; কারণ, আর্ষভট্টের আবির্ভাবের পূর্বের গ্রন্থ নামমাত্র আছে। আর্ষভট্ট যে নূতন রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তিনি করিয়া থাকিলে তাহাঁর বিরোধী সম্প্রদায় সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ করিতেন। প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। ‘কু-দিন’ আর কেবল পৃথিবীর দিন থাকিল না। ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধিলেন, সাবন দিন বা, কুদিমও তা (সাবনদিবসাঃ কুদিমসান্তে)। কিন্তু ভাবিলেন, না, যদি একই,

তবে এক পূর্বের সাবন দিন নাম থাকিলেই ত চলিত, একটা নতুন নাম কেন? আমার বোধ হয়, কুদিন সংজ্ঞা এত প্রচলিত ছিল যে, তাহা পরিত্যাগের পথ পাইলেন না। অর্থাৎ করিয়া চালাইয়া দিলেন। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুগামী। তিনিও লিখিলেন, সূর্যসাবন দিন যা, 'মেদিনীদিনও' তা। অত্যাগ্র্য গ্রহেরও কুদিন কল্পিত হইল। এখন কুদিন বলিতে কেবল পৃথিবীর সাবন দিন বুঝায়। যেটা প্রকৃত কুদিন ছিল, সেটা 'নাক্ষত্র দিন' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্ঘভটের মত দোদাই দেখুন, আর্ঘভটে যে জ্ঞান প্রকটিত আছে, তাহা একজনের দ্বারা ত নহেই, বহু জ্যোতিষীর বহু শতাব্দীর পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল। এই হেতু মনে করি, 'কুদিন' পরিভাষা আর্ঘভটের কল্পিত নহে। অর্থাৎ এমন এক কাল গিয়াছে, যখন এক সম্প্রদায় পৃথিবী অস্থিরা স্বীকার করিতেন। আর্ঘভটেই (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দে) সে কালের অবসান হইয়াছিল। শ্রীপতির (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দে) পর আর কাহাকেও ভূভ্রমবাদ খণ্ডন করিতেও দেখি না।

আর একটা বড় কথা আছে, বাহাতে আর্ঘভটের মত বুদ্ধিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি রবি-শশী প্রভৃতির যেমন ভগণ-ভ্রমণ গণিয়াছেন, তেমন পৃথিবীরও গণিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, কু-ভগণ, অর্থাৎ পৃথিবীর ভ্রমণ-পূরণ। তাহার মতে এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬-২৫৮৬৯ বার ঘোরে। অর্থাৎ এক বর্ষে এত নাক্ষত্র দিন। এখানে একটা লক্ষ্য আছে। কুভগণ অর্থে সূর্যের চারি দিকে নাক্ষত্র-চক্রে নহে, স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ।

## (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতি

প্রাচীনেরা এই গতি স্বীকার করিতেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তবে, একটা বিষয় চিন্তার যোগ্য আছে। গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রিক গতি, আর রবি-কেন্দ্রিক গতি, এই দুই মতের কোনটার কল্পনা লাঘব হয়? দুই মতেই, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে গণিতে যে ফল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে সেই ফল। অত্র গণতারাগ্রহ লইয়া দুই মতে প্রভেদ। ভূ-কেন্দ্রিক গতি মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মতে বুধ শুক্রের ভ্রমণ ভাল বুদ্ধিতে পারা যায় না। এই দুই সূর্য হইতে বহু দূরে, সূর্য রাশির সপ্তম রাশিতে কখনও যায় না। রবিকেন্দ্রিক গতি মতে গ্রহগতি বুদ্ধিতে গেলে কল্পনার লাঘব হয় না, গৌরব হয়। গণতারাগ্রহ ও পৃথিবীকে ভীষণ বেগে সূর্যের চারি দিকে ঘোরাইতে হয়। অথচ পৃথিবী হইতে উহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে, কল্পনারও গৌরব স্বীকার করিতে হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ বহিরা ছুট ছিলেন, পৃথিবীর রবিকেন্দ্রিক গতি কল্পনা করেন নাই। এক পরীক্ষা ছিল। সেটা, মুকের সহিত গণিতের ঐক্যসাধন। যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নতুন



কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। নতুন, খেটা প্রত্যক্ষের বিরোধী। তথাপি, গণিতের লাভবণ চিন্তার বিষয়। পৃথিবী স্থির, ইহা প্রত্যক্ষ হইবেছে। গ্রহগুলি অস্থির। অস্থিরকে রবিকেন্দ্রক করিলে যদি গণিতলাভ হয়, তাহা হইলে সে কল্পনায় বাধা নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা ইউরোপে টাইকো এবং এ দেশে সে-দিনকার চন্দ্রশেখর পঞ্চদশ-একের রবিকেন্দ্রক গতি স্বীকার করিয়া, রবিকে পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাইয়াছেন (সিদ্ধান্তদর্পণ, ৫ম প্রকাশ)। চন্দ্রশেখরকে এই নতুন কল্পনার হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল গ্রহের গতি স্বয়ং-সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে রবিকে মাঝে বসাইতে হয়, পৃথিবীকে নহে। কথাটা তাহার নিকট এত সোজা হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যে নতুন কিছু বলিতেছেন, তাহা বোধ হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মতও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তখন তাহাকে এই উক্তির প্রমাণ দেখাইতে বাকি নাই। বুধ ও শুক্র তাহারিগকে যে বিশেষ চিন্তিত করিয়াছিল, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারি।

চুআলিশ বৎসর পূর্বের কানীর বাপুদেব শাস্ত্রী 'প্রাচীন জ্যোতিষাচার্যশরৎচন্দ্র' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, "ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের, রবিকেন্দ্রক ভ্রমণ মূল-গ্রহকারিগের অহিমত ছিল। নতুবা তাহারিগের মতে পাতভগণপাঠ অনুচিত হইয়া পড়ত।" কিন্তু যদি পূর্বাচার্যগণের ইহাই অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীর চারি দিকে গ্রহভ্রমণ প্রদর্শন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস এবং অজ্ঞানসে গোলমতি বুঝাইবার নিমিত্ত স্বয়ং ধর্মগুলি শরীয়তে আরোপ করিয়াছিলেন। তাহার যুক্তি অল্প কথায় স্বেবোধ্য হইবে না। তাহার গ্রহ-গণিত বুঝিয়াছেন, তাহার উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন। (প্রাপ্তিস্থান, মেডিকাল হল প্রেস, বেনারস)।

আমরা প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থ পাই নাট। এ কারণ বহু স্থলে আমরাগিকে সত্যনিষ্ঠা কল্পনা করিতে হইতোছে। টীকাও পাই নাই। আর্ঘটের মাত্র দুইখানি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, আরও কত টীকা ছিল, কে জানে। কারণ, তাহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি অল্প ছিল না। অপর কথা কি, ব্রহ্মগুপ্তকে একটা অধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল, মালাবার প্রদেশে লিখিত এক টীকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টীকাকারের নাম কেরলনীলকণ্ঠ-মোমযাজী। টীকা-প্রণয়ন-কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণের স্ত্রাহুপিলে মহাশয় মালয়লম ভাষায় আর্ঘট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাহার পুত্র রামলজম পিলে, বি এ, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং নটেশন কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশ করিয়া, পরে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছেন। এই বক্তৃতায় আর্ঘট সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইংরেজীর অনুবাদ হইতে দুইটির উল্লেখ করিতেছি। আর্ঘটের 'শীঘ্রোচ্চেনাপি বুধ-শুক্লো' (গোলপদ), ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী হইতে দেখিলে বুধ-শুক্লকে এক একটি ছোট বৃত্ত করিতে দেখায়, দ্বাদশ রাশি

ভ্রমণ করিতে দেখায় না। বাস্তবিক এই দুই গ্রহ রবি কেহ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ আর্থভটের ‘ক্ষিতিক্ষায়া ভ্রমতি’ (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ‘ভূ-পঙ্কজরমধ্যে ক্ষিতি অপক্রম-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে; ক্ষিতির গতি হেতু ছায়ায় গতি।’ এইরূপ, অল্প দুই এক স্থান হইতে টীকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ‘পৃথিবী অপক্রমণমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।’ টীকাকারের উক্তিগুলি স্পষ্ট। ইয়ুবোণ হইতে শেখাও নহে। কারণ, কোপারনিকসের কর্তৃক খ্রীষ্টের ১৫শ শতাব্দীর মাঝ-মাঝি সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, পূর্বে নহে। বহুদেশে কেহ মনে করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ইয়ুরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্র গুনিয়া তাহার সিদ্ধান্ত-দর্পণে নূতন মত জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহারা ভাবেন না যে, সে কথা সত্য হইলে তিনি কৈপারনিকসের চলিত মত ছাড়িয়া পুরাতন ও পরিত্যক্ত টাইকোর মত ধরিলেন কেন? তিনি ‘ভূ স্থিরা’ লিখিয়া গিয়াছেন; বহু বাদানুবাদেও ‘ভূ স্থিরা’ বলাইতে পারি নাই। কারণ, প্রত্যক্ষের বিরোধী।

গিলে মহাশয় আর এক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ধরাহ বৃহৎসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। যিনি জ্যোতিষী নামে গণ্য হইতে চান, তিনি এই এই বিষয় সম্যক জানিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বরাহ লিখিতেছেন, গণকের জ্ঞান চাই, ‘ভূ-ভগণ ভ্রমণ-সংস্থানাদি’। ইহার সোপান অর্থ, পৃথিবীর ভগণ বা প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর ভ্রমণ বা আবর্তন, এবং পৃথিবীর সংস্থান প্রভৃতি। সংস্কৃত ব্যাকরণে বোধ হয়, এই অর্থ অনুমোদিত হইবে। বৃহৎসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার উৎপলভট্ট কিন্তু অর্থ করিয়াছেন, ভূমে: সংস্থানং তথা চ ভগণশ্চ নক্ষত্রচক্রশ্চ ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি। অংশ উৎপল বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে পোষক প্রমাণ তুলিয়াছেন। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। অধিক ধরিলে ভূমির ও ভগণের ভ্রমণসংস্থানাদি পর্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু ভূমির সংস্থান ও ভগণের ভ্রমণ ও সংস্থান জানিতে পারা যায় না। বরাহের কি অভিপ্রায় ছিল, কে জানে। হয় ত সে কালের মতের শ্রোতে পড়িয়া বাস্তবিক ভূ-ভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, টীকাকার (খ্রীঃ ১০শ শতাব্দী) তেমনিই ভিন্ন শ্রোতে পড়িয়া অল্প অর্থ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে অসুমান হয়, (১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতিষিক সম্প্রদায় পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্তন স্বীকার করিতেন; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন; (৩) পঞ্চতারি গ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে করিতেন; (৪) এবং বৃহৎসংহিতার সকলেই করিতেন। এ কথাও স্মরণ কর্তব্য, এই যে স্বীকার, তাহা কর্তৃক মাত্র, দৃষ্টি-গণিতাগত। ইয়ুরোপেও অত্য়পি কর্তৃক মাত্র; বিশেষ এই, কর্তৃক পক্ষে দৃষ্টি-গণিতের প্রমাণাধিক্য ঘটয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।





(৩) 'অ ই উ' x 'ক খ গ' = অ ই উ ক খ গ (০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ..... ০০৭ ০০৮ ০০৯ ০১০) ..... ৩য় প্রণালী।

(৪) 'অ ই উ এ ও' x 'ক খ গ চ প' = অ ই উ এ ও ক খ গ চ প (০০০০০ ০০০০১ ০০০০২ ০০০০৩ ..... ০০০০৬ ০০০০৭ ০০০০৮ ০০০০৯ ..... ০০০১২ ০০০১৩) ..... ৪র্থ প্রণালী।

উক্ত প্রণালীগুলির গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক প্রণালীতে প্রথমে গুণ্য বা গুণকের পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক শূন্য (০), তৎপরে ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি অঙ্কগুলি, পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক হান পূরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অবস্থিত, এইরূপভাবে তাহার পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) পর্যন্ত আসিয়া পোনপুনিক হইয়াছে। কিন্তু এই পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) দ্বারা গঠিত অঙ্কটির পূর্ববর্তী অঙ্কটি উক্ত প্রণালীগুলিতে নাই। তাহার কারণ,—

(১)	.....৫৬৭৮৯	(২)	.....৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯
	১০		১০০
	১১		১০১
	১২		১০২
	১৩		১০৩
	.....৫৬৭৯০১২৩৪		.....৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ০০ ০১ ০২ ০৩ ০৪

অর্থাৎ, এক অঙ্ক দ্বারা গঠিত পোনপুনিকের প্রণালীতে নয়ের (৯) পূর্ববর্তী ৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

দুই অঙ্ক দ্বারা গঠিত পোনপুনিকের প্রণালীতে ৯৯এর পূর্ববর্তী ৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

তিন অঙ্ক দ্বারা গঠিত পোনপুনিকের প্রণালীতে ৯৯৯এর পূর্ববর্তী ৯৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

এখন প্রথম প্রশ্ন এই, পোনপুনিকের গুণকন পোনপুনিক হইবে কি না ?

তাহার উত্তর এই যে, আমরা পূর্বোক্ত প্রণালীগুলির গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া বলিতে পারি যে, পোনপুনিকের প্রণালীমাঝেই পোনপুনিকবিশিষ্ট হইবে। হতরাং পোনপুনিক গুণনের গুণকনও যে পোনপুনিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

**দ্বিতীয় প্রশ্ন**—গুণকনের পোনপুনিক সংখ্যা কত হইবে ?

উত্তর—প্রথম প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯টি; দ্বিতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯ × ২ = ১৯৮টি; তৃতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯৯ × ৩ = ২৯৯৭ টি ইত্যাদি। অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের পোনপুনিক সংখ্যাকে তৎসমসংখ্যক '৯' দিয়া গুণ করিলে গুণকনের পোনপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

**তৃতীয় প্রশ্ন**—সকল স্থলেই কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরানুযায়ী পোনপুনিক হইবে ?

উত্তর—না, তাহা হইবে না। গুণ্য ও গুণকের গুণকলে, গুণ্য বা গুণকের পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক '৯' লইয়া যে অঙ্কটি গঠিত হইবে, তাহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যে উৎপাদক (Factor) থাকিবে, তাহা দিয়া উক্ত সংখ্যক ৯কে ভাগ করিয়া, গুণ্য বা গুণকের পোনপুনিক সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে গুণকলের পোনপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কারণ ('অ ই উ' x 'ক খ গ') এর গুণকলে সাধারণ পোনপুনিক সংখ্যা—(৯৯৯ × ৩)টি, এখন গুণ্য বা গুণক তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত বলিয়া গুণকলের পোনপুনিক সংখ্যাকে তিনটি তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ × ৩) ÷ ৩ = ৯৯৯ টি থাক (Group) পাইব। অর্থাৎ গুণকলের পোনপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পোনপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে থাকসংখ্যা গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক ৯ দ্বারা গঠিত অঙ্কসংখ্যার সমান হয়। যথা—

(. ০০০০০০১০০২০০৩০০৪ ..... ৯৯৬৯৯৭৯৯৯ ) এই প্রণালীটি

০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ..... ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯  
থাক থাক থাক থাক থাক      থাক থাক থাক থাক      এইরূপ থাক (Group) বিভক্ত হয়।

উক্ত 'থাক'সমূহকে অথবা 'থাক' সংখ্যাকে আবার কতকগুলি "বৃহৎ থাক" ভাগ করা যায়, যে সকল "বৃহৎ থাকের" প্রত্যেক—'থাক' সমসংখ্যক কয়েকটি 'থাক' থাকিবে। যেমন পূর্বোক্ত প্রণালীর ৯৯৯ টি 'থাক'কে নয়টি নয়টি

সাতাইশটি 'থাকের' দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯÷২৭) অর্থাৎ ৩৭ টি ('বৃহৎ থাক' ইত্যাদি পাইব। যথা—

০১০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ০০৫ ০০৬ ০০৭ ০০৮ ০০৯ ০১০ ০১১ ০১২ ০১৩ ০১৪ ০১৫ ০১৬ ০১৭.....

প্রথম 'বৃহৎ থাক'

দ্বিতীয় 'বৃহৎ থাক'

০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ০০৫ ০০৬ ০০৭ ০০৮ ০০৯ ০১০ ০১১ ০১২ ০১৩ ০১৪ ০১৫ ০১৬ ০১৭.....

শেষ 'বৃহৎ থাক'

উক্ত 'বৃহৎ থাক'সমূহ এরূপভাবে গঠিত যে, উহাদের সকল 'থাক'কেই প্রণালীর 'বৃহৎ থাকের' সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে সকল স্থলে একই গুণফল পাইব। যেমন ০১০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪.....০১৭ ০১৮ এই প্রণালীর ৯৯৯টি 'থাকের' উদ্ভাৱণ দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক। নমুনাটি নমুনাটি 'থাকে' ভাগ করিলে ৯৯৯টি 'থাক' (৯৯৯÷৯) ১১১টি 'বৃহৎ থাক' বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০৯০১০  
১১১

০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০৯০১০  
০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০৯০১০  
০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০৯০১০  
০০০০০১১১২২৩৩৪৪৫৫৬৬৭৭৮৮৯০০১ .....পাইব।

তাহার পঞ্চম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

০৩৫০৩৬০৩৭ ০৩৮০৩৯০৪০৪১০৪২০৪৩০৪৪ ০৪৫০৪৬  
১১১

০৩৫ ০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০৪১০৪২০৪৩০৪৪ ০৪৫০৪৬  
০৩৫০ ০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০৪১০৪২০৪৩০৪৪ ০৪৫০৪৬  
০৩৫০৩ ০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০৪১০৪২০৪৩০৪৪ ০৪৫০৪৬  
৮৮৯ ০০০১১১২২৩৩৪৪৫৫৬৬৭৭৮৮৯ ০০০১

পাইব।

তাহার শেষ 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯  
১১১

৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯  
৯৮৯৯ ৯৯০৯ ৯৯১৯ ৯৯২৯ ৯৯৩৯ ৯৯৪৯ ৯৯৫৯ ৯৯৬৯ ৯৯৭৯ ৯৯৮৯ ৯৯৯৯  
৮৮৯ ০০০১১১২২৩৩৪৪৫৫৬৬৭৭৮৮৯

ইত্যাদি পাইব।

পূর্বোক্ত গুণনসমূহ হইতে ০১০০০১০০২০০৩.....০১৭০১৮ এই প্রণালীটিকে ০০০০১১১২২৩৩৪৪৫৫৬৬৭৭৮৮৯ এই অভিনব প্রণালীরূপে পাওয়া গেল। ইহার পৌনঃপুনিক সংখ্যা ২৭টি অথবা উক্ত প্রণালীটি তিন আকের গুণনের প্রণালী বলিয়া তিনটি ময়কে ১১ দিয়া ভাগ করিয়া তিন দ্বিগুণ গুণ করিলে (৫৫৫×৩) অর্থাৎ ২৭টি পাইব।

আবার 'অ ই উ ঋ ঌ ড' যদি ইহাদের ১১১ উৎপাদক হয়,

অ ই উ = ৩৭ ম, ক খ গ = ৩ন ধরিলে।

অ ই উ ঋ ঌ ড = ৩৭ ম × ৩ ন = মন × ১১১ ( ০১০০০১০০২০০৩.....০১৭০১৮ )

= মন ( ০০০০০১১১২২৩৩৪৪৫৫৬৬৭৭৮৮৯ )

প্রশ্ন—গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক দ্বারা প্রণালীগুলিকে গুণ করিলে প্রণালীগুলি নূতন ভাবে গঠিত হয় বা গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশির দ্বারা প্রণালীকে গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্তিত হইবে না কেন ?

কারণ—০১০০১০২০৩.....০১৭০১৮ এই প্রণালীর অসংখ্যকে দুইটি দুইটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত 'থাক'-সমূহে ভাগ করিলে ৯৯টি 'থাক' পাইব। আবার ৯৯টি 'থাক'কে ৩, ৯, ১১ বা ৩৩ ( অর্থাৎ ৯৯ এর উৎপাদক অন্যদ্বারা ) বৃহৎ থাকসমূহে ভাগ করা যায়। উক্ত কয়েকটি 'বৃহৎ থাক' ভিন্ন ৯৯টি 'থাক' আর অন্য কোন পৌনঃপুনিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না। সেই জন্য ৯৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশি দ্বারা

চতুর্থ প্রশ্ন—এই বে, এণালীর কোন অঙ্কের গুণকল পর্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে ?

উত্তর—তৃতীয় প্রশ্নানুযায়ী গুণকলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া, তাহা হইতে ১ বাদ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কের গুণকল পর্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে। অবশ্য উক্ত অঙ্কের গুণনের পর পরবর্তী অঙ্কের গুণকলের শেষাংশ বা 'হাতে রাখিবার' কোন অংশ গ্রহণের জন্ত আরও ছই তিন অঙ্কের গুণনের প্রয়োজন হয়। যথা, আমরা তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে দেখিয়াছি যে,  $523 \times 323$  ইহাদের গুণকলে ২৭টি পৌনঃপুনিক অঙ্ক থাকিবে। হুতরাং  $27 \div 3 - 1 = 8$  অঙ্কের গুণকল পর্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের নিয়ম

প্রথমে গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক রাশিতে পরিবর্তিত করিয়া উভয়ের গুণন কার্য ও দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। পরে উক্ত গুণকলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া, উক্ত গুণকলের নীচে ডান দিকে, গুণকের বা গুণ্যের অঙ্ক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখ। তৎপরে প্রথম গুণকলকে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, প্রত্যেক বার পূর্ববারের গুণকলেয় নীচে ডান দিকে, গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখিতে হইবে। সর্বশেষে পূর্বোক্ত গুণকল-সকলকে একত্রে যোগ করিয়া যোগ-কলে পৌনঃপুনিকের নিয়মমত পৌনঃপুনিক বসাত ৭। যথা, (১)  $523 \times 323 = 523 \times 323 \dots$  সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইল। এবং  $123 \times 333$  অর্থাৎ  $(81 \times 3 \times 333)$ তে ৯৯৯ এর  $3 \times 333$  উপাদান রাখিয়াছে। হুতরাং গুণকলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা  $= 999 \times 3 = 2997$ ।

$$\begin{array}{r} 523 \\ \times 323 \\ \hline 1569 \\ 1046 \\ 1569 \\ \hline 171021 \end{array}$$

উভয়ের গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।

১২১৮.....গুণকলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণক বা গুণ্যের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিত হইল।

০৪১০৪০৪৮ = ০৪১ উত্তর।

(২)  $523 \times 323 = (242 = 7 \times 34 ; 238 = 2 \times 119 ; 999 = 3 \times 333)$

হুতরাং গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যা  $= 333 \times 3 = 999$ ।

$9 \div 3 - 1 = 2$  এর গুণকল পর্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

$$\begin{array}{r} 523 \\ \times 323 \\ \hline 1569 \\ 1046 \\ 1569 \\ \hline 171021 \end{array}$$

০৪০৪০৪.....গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।

১২১২.....গুণকলকে ২ দিয়া গুণন ও নির্দিষ্ট স্থানে লিখন।

১৮১৮.....গুণকলকে ৩ দিয়া গুণন ও নির্দিষ্ট স্থানে লিখন।

২৪২৪২৪.....গুণকলকে ৪ দিয়া গুণন ও নির্দিষ্ট স্থানে লিখন।

০৪০৭২৭৩৪৪ ০৪০৪২৪

= ০৪০৭২৭৩৪৪ উত্তর।

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

(১) মিশ্র  $\times$  বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

$$\text{ক অ} = \text{ক অ অ অ} \dots = \frac{\text{ক}}{10} + \frac{\text{অ}}{10^2} + \frac{\text{অ}}{10^3} + \frac{\text{অ}}{10^4} + \dots$$

$$\text{ই} = \text{ই ই ই ই} \dots = \frac{\text{ই}}{10} + \frac{\text{ই}}{10^2} + \frac{\text{ই}}{10^3} + \frac{\text{ই}}{10^4} + \dots$$

$$\therefore \text{ক অ} \times \text{ই} = \left( \frac{\text{ক}}{10} + \frac{\text{অ}}{10^2} + \frac{\text{অ}}{10^3} + \dots \right) \times \left( \frac{\text{ই}}{10} + \frac{\text{ই}}{10^2} + \frac{\text{ই}}{10^3} + \dots \right)$$

$$= \left( \frac{\text{কই}}{10^2} + \frac{\text{কই} + \text{অই}}{10^3} + \frac{\text{কই} + ২ \text{অই}}{10^4} + \frac{\text{কই} + ৩ \text{অই}}{10^5} + \frac{\text{কই} + ৪ \text{অই}}{10^6} + \dots \right)$$

উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিবর্তিত করিয়া, মিশ্র পৌনঃপুনিক রাশির তদবস্থ (Non recurring) ও পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়কে পৃথক পৃথক ভাবে নতুন গুণক দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং তদবস্থ অংশের গুণফলে দশমিক বিন্দু বসাইতে হইবে। পরে উক্ত তদবস্থ অংশের গুণফলের নীচে ডান দিকে, পৌনঃপুনিক অংশের গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে গুণ করিয়া, প্রত্যেক বারের গুণফলের সহিত তদবস্থ অংশের গুণফল যোগ করিয়া, গুণকের অক্ষসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিতে হইবে। অবশেষে যোগফলের নির্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বসাইতে হইবে।

যথা, (১)  $৮৬ \times ৪$  ইহাদের পৌনঃপুনিক সংখ্যা সমসংখ্যক বিশিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়  $৬ \times ৪$ । ইহাদের গুণফলে ৩ উৎপাদক রহিয়াছে; হুতরাং  $৩ \div ৩ = ৩$  টি পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

৮৬.....৮ তদবস্থ অংশ এবং ৬ পৌনঃপুনিক অংশ।

৮ [ দশমিক বিন্দুযুক্ত তদবস্থ অংশের গুণফল ]  $\frac{৬}{২৪}$  [ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল ]

৩২ .....তদবস্থ অংশের গুণফল  
৫৬ .....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ১ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
৮৩ .....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ২ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
১০৪ .....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ৩ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
১২৮ .....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ৪ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
১৫২ .....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ৫ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।

৩৮৫১৩২  
— ৩৮৫১

(২)  $৭৮৫৭১৪২ \times ১৮$   $৭৮৫৭১৪২ \times ১৮১৮১৮$ .....সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল,  
[  $৮৫৭১৪২ = ৯ \times ৯ \times ১১ \times ৯৬২$ ;  $১৮১৮১৮ = ৯ \times ২ \times ১০১০১$ ;  $৯৯৯৯৯৯ = ৯ \times ১১ \times ১০১০১$

$\therefore \frac{৯ \times ১১ \times ১০১০১}{৯ \times ১১ \times ১০১০১} \times ৯ = ৯$  টি পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে ]

১৮১৮১৮

৭

১২৭২৭২৬.....তদবস্থ অংশের গুণফল।

৮৫৭১৪২  
১৮১৮১৮  
৬৮৫৭১৩৬  
৮৫৭১৪২  
৬৮৫৭১৩৬  
৮৫৭১৪২  
৬৮৫৭১৩৬  
৮৫৭১৪২  
৬৮৫৭১৩৬  
৮৫৭১৪২

১৫৫৮৪৩৮১৫৬.....পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল।

১২৭২৭২৬..... তদবস্থ অংশের গুণফল।  
১৫৫৮৪৩৮১৫৬..... পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ১ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
৩১১৬৮৭৬৩১০৮ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল  $\times ২ +$  তদবস্থ অংশের গুণফল।  
১৫৫৮৪৩৮১৫৬৩৮৫৭০৯৬৩১০৮

= ১৫২৮৫৭

(২) মিশ্র  $\times$  মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

ক অ  $\times$  প ই

ক অ = ক অ অ অ অ.....  $= \frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \dots$

প ই = প ই ই ই ই.....  $= \frac{প}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \frac{ই}{১০^৪} + \dots$

$\therefore$  ক অ  $\times$  প ই =  $\left( \frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \dots \right) \times \left( \frac{প}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \frac{ই}{১০^৪} \right)$   
 $= \frac{কপ}{১০^২} + \frac{পঅ + কই}{১০^৩} + \frac{(পঅ + কই) + অই}{১০^৪} + \frac{(পঅ + কই) + ২ অই}{১০^৫} + \dots$



উক্ত নিয়মটি হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, গুণ্য ও গুণকে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক পরিণত করিয়া, প্রথমতঃ গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণ করিয়া তাহাতে দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের তদবস্থ অংশ দিয়া, পূৰ্বক্ পূৰ্বক্ ভাবে গুণ করিয়া একত্রে যোগ দাও। তৃতীয়তঃ গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া গুণ কর। এখন তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফলের নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি লিখ এবং উহার নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয় তৃতীয় গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আকৃষ্টক-মত সংখ্যা দিয়া যথাক্রমে গুণ ও উহার সহিত প্রত্যেক বার দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি যোগ দিয়া লিখিয়া যাও। অবশেষে যোগফলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাত।

যথা—

$$^{\circ}৩২৪৫ \times ^{\circ}৩৫$$

$^{\circ}৩২৪৫, ^{\circ}৩৫৫.....$  সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল।

$$\begin{array}{l} ৪৫ \times ৫৫ = ৫ \times ৯ \times ৫ \times ১১ \\ ৯৯ = ৯ \times ১১ \end{array}$$

} অতরাং গুণফলে ৯৯৫১  $\times ২ = ১৯৯০২$  পৌনঃপুনিক থাকিবে।

প্রথমতঃ	$^{\circ}৩২$ $^{\circ}৩$	দ্বিতীয়তঃ	$^{\circ}৩২$ $৫৫$	$৪৫$ $৩$	$১৭৬০$ $১৩৫$	তৃতীয়তঃ	$৫৫$ $৪৫$
	$^{\circ}০৯৬$		$১৬০$ $১৩০$	$১৩৫$	$১৮৯৫$		$২৭৫$
			$১৭৬০$		$=$ গুণফলসমষ্টি।		$২২০$ $২৪৭৫$

$^{\circ}০৯৬.....$  তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফল।

$১৮৯৫.....$  দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

$৪৬০.....$  পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল  $\times ১ +$  দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

$৬৮৪৫.....$  পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল  $\times ২ +$  দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

$৯৩২০.....$  পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল  $\times ৩ +$  দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

$$^{\circ}১১৫৩৯৩৯৩৮২০$$

$= ^{\circ}১১৫৩৯$  উত্তর।





পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের অত্যাধিক নিয়ম

(১) মিশ্র বা বিস্তৃত  $\times$  বিস্তৃত পৌনঃপুনিক দশমিক

গুণ্য ও গুণকে গুণনের পাতনে লিখ এবং গুণের যথা,—

পৌনঃপুনিক অংশের পর কবি টানিয়া গুণের পৌনঃপুনিক অংশকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার লিখ । ক । এখন\* যথাক্রমে গুণকের অক্ষগুলি দ্বারা প্রথমে কবির ডান দিকস্থ অক্ষদ্বয়কে গুণ করিয়া বাহ্য হাতে থাকে, তাহা দ্বিগুণ গুণ্যকে গুণ কর ও প্রত্যেক বারের গুণফলের ডান দিকের প্রথম অক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া \*গুণের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক অক্ষ পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর । প । পরে গুণফলের প্রত্যেক পংক্তির পৌনঃপুনিক অংশকে কবির দক্ষিণ দিকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত বৃদ্ধিত করিয়া লিখ ও যোগ দাও । এবং এই যোগফলে দশমিক ও গুণের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর । গ । তৎপরে উক্ত গুণফলসমষ্টির বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অক্ষ বাদ দিয়া উক্ত গুণফলকে পুনর্ব্বার লিখ । এইরূপ ভাবে কয়েকবার লিপিগ্না ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বৃদ্ধিত করিয়া যোগ দাও এবং যোগফলের পৌনঃপুনিক অংশে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও । ঘ ।

(२) ४२.४२४

$$\begin{array}{r} 8 \cdot 6 \overline{) 74} \\ \underline{48} \phantom{00} \\ 260 \phantom{00} \\ \underline{208} \phantom{00} \\ 520 \phantom{00} \\ \underline{468} \phantom{00} \\ 520 \phantom{00} \\ \underline{468} \phantom{00} \\ 520 \phantom{00} \end{array}$$

১১৭৩৩৩৩...  
 ১১৭৩৩...  
 ১১৭...  
 ১...

845345.5

— ११५६ ई:

(২) মিশ্র  $\times$  মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

প্রথমে গুণকের তদবস্থ অংশ ও পৌনঃপুনিক অংশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ্যকে (১) নিয়মামুসারে গুণ করিয়া দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। পরে উক্ত গুণফলদ্বয়কে একত্রে লিখ। তৎপৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। ইহার পর উক্ত গুণফলদ্বয়ের নিম্নে, প্রত্যেক বার গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক ভ্রাম্যমাণ বাম দিক্ হইতে বাদ দিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল কয়েক বার লিখ। অবশেষে যোগ-ফলে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও।

अथा,—

(c) 9.63 x 10<sup>6</sup>

9.6.6.6.6	
8.8	
6.6.6.6.6	0.0
6.6.6.6.6	0.0
6.6.6.6.6	

গুণ্য  $\times$  গুণকের তদবস্থ  
অংশ ।

१६३/७७  
०७  
२२६०

গুণ্য  $\times$  গুণকের পৌনঃ  
পুনিক অংশ।

७१) विष्णुसहस्रनाम  
२२ विष्णुसहस्रनाम  
२२ विष्णुसहस्रनाम  
२२ विष्णुसहस्रनाम  
२२ विष्णुसहस्रनाम  
२२ विष्णुसहस्रनाम  
२२

$$(১) ৪২ \cdot ৩ \times ২০৬৬$$

$$\begin{array}{r} ৪২ \cdot ৩ \cdot ৩০ \\ \times ২০ \\ \hline ৪২৩০ \\ ৮৪৬০ \\ \hline ৮৪৬০ \\ ৮৪৬০ \\ \hline ৮৪৬০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ৪২ \cdot ৩ \cdot ৩০ \\ \times ২০৬৬ \\ \hline ৮৪৬০ \\ ৮৪৬০ \\ \hline ৮৪৬০ \\ ৮৪৬০ \\ \hline ৮৪৬০ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ১৪ \cdot ৩০৬৬৬ \\ \times ৪১০৩৩ \\ \hline ৪১০ \\ \hline ১৪ \cdot ১১১১১১ = ১৪ \cdot ৬ \text{ উত্তর।} \end{array}$$

### পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির ভাগ

ভাজা ও ভাজকে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিকে পরিবর্তিত করিয়া উভয়ের তদবস্থ অংশ বাদ দাও। এই নূতন ভাজা ও ভাজকে অমিশ্র রাশি ধরিয়া ভাগ করিতে করিতে সমস্ত দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু বসানো।

$$(১) ৪ \cdot ২৬ \div ২৪ \quad \begin{array}{l} ৪ \cdot ২৬৬ \\ ২৪২ \end{array} \quad \text{সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিক হইল।}$$

$$\begin{array}{l} ৪২৬৬ - ৪২ = ৪২২৪ \\ ২৪২ - ২ = ২৪০ \end{array} \quad \text{তদবস্থ অংশ বাদ দিয়া নূতন ভাজা ও ভাজক গঠিত হইল।}$$

$$\begin{array}{r} ২৪০ \overline{) ৪২২৪} \quad ( ১৭ \cdot ৬ \text{ উত্তর} \\ \underline{২৪০} \\ ১৮২৪ \\ \underline{১৮০০} \\ ২৪০ \\ \underline{২৪০} \\ ০ \end{array}$$

$$(২) ৪ \cdot ৪৪ \div ৩ = ৪৪৪ - ৪ = ৪৪১ \\ = ৪৪১ \div ৩$$

$$\begin{array}{r} ৩৩ \overline{) ৪৪১} \quad ( ১৩ \cdot ৩৬ \text{ উত্তর} \\ \underline{৩৩} \\ ১১১ \\ \underline{৯৯} \\ ১২০ \\ \underline{৯৯} \\ ২১০ \\ \underline{১৯৮} \\ ১২ \end{array}$$

পরিশেষে গণিতজ্ঞগণের নিকট নিবেদন, সিদ্ধান্তগুলির আলোচনার ও পরীক্ষার ভার তাহাদেরই। সত্য আলোচনাতেই আবিস্কৃত হয়, ইহাই সনাতন নীতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোণ্ডার

বর্ধমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক।

### “পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোণ্ডার মহাশয় যে প্রণালীটি তাহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, গণিতজ্ঞ পাঠকমাজেই দেখিবেন যে, সেটি বেশ সরল ও হৃদয়ঙ্গম। কিন্তু যত দূর আমি জানি, কোন পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠকে এই প্রণালীতে পৌনঃপুনিক রাশির গুণ ও ভাগ দেখিতে পাই নাই। অথচ প্রণালীটি এত সরল (বিশেষতঃ ভাগের প্রণালী) যে, এর কল্প ভাবে কেন যে করা হয় নাই, তাহা বিবেচনা একটু আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তা ছাড়া আর এক দিক হইতে প্রণালীটির ঐক্যতা উপলব্ধ হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া, তৎপরে গুণ ও ভাগ সমাধা করিয়া, পুনরায় তাহাকে

## সন ১৩২৬] পোনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ প্রবন্ধ স্মৃষ্ক মন্তব্য ৬১

জ্ঞান অস্তিত্ব রাশির সাহায্য গ্রহণ করা অসম্ভবতাই পরিচালক—তাহাতে প্রথমে রাশি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। এই অসম্পূর্ণতা (incompleteness) বর্তমান প্রণালী দ্বারা দূরীভূত হয়। এই কারণে বিস্তৃত গণিত ও জ্ঞানের (logic) দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

Logical incompleteness বাতীত প্রচলিত প্রণালীতে আরও একটি গুরুতর দোষ আছে। সেটি এই,— দুইটি পোনঃপুনিক দশমিক রাশি দেওয়া রহিয়াছে; তাহাদের গুণ অথবা ভাগ করিলে, গুণকল বা ভাগকল কি প্রকারের পোনঃপুনিক রাশি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আগে হইতে কিছুই বলা যায় না—কয়টি digit লইয়া পোনঃপুনিক চিহ্ন পড়িবে অর্থাৎ recurrence-period কত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যেটি কথা, এই হিসাবে প্রচলিত প্রণালী কতকটা tentative—অর্থাৎ করিয়া না দেখিলে বা trial না দিলে কিছুই বলা যায় না। Theoryর পক্ষে ইহা একটি গুরুতর দোষ। নরেন্দ্র বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালীটি এ বিষয়ে একেবারে complete। যে দুইটি রাশির গুণ বা ভাগ করিতে হইবে, তাহাদের factors এবং recurrence-period দেখিয়াই গুণকল বা ভাগকলের কি recurrence-period হইবে, তাহা স্বেচ্ছাচারে স্থির করা যায়। এই সম্বন্ধে নরেন্দ্রবাবুর Theorem কয়টি বাস্তবিকই স্মরণ।

প্রসঙ্গতঃ এই প্রণালী হইতে বর্গ ও বর্গমূল (square and square root) সম্বন্ধে কতগুলি স্মরণ কল পাওয়া যায়। '১ এর বর্গ (square) এর যে recurrence-period ৯; '৩১ এর বর্গের period ১৯৮; '৩০১ এর বর্গের period ৩৯৯—এই interesting কলগুলি অতি সহজেই প্রতিভাত হয়।

কোন একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে, বিশেষতঃ প্রাথমিক গণিতে (Elementary mathematics) দুইটি জিনিষ দেখা দরকার। প্রথমতঃ প্রণালীটির যুক্তিযুক্ততা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত হইলেও কাজে লাগান কিরূপ সহজসাধ্য। নরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালীটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ, এমন কি, উৎকৃষ্ট; তার পর কাঁধাতঃ এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক করা এবং প্রণালীটি মনে রাখা দুইই সহজ। সাধারণ পাঠ্যগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীটি গৃহীত হওয়া—এই দুই কারণেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রণালীটির প্রতি আমার দেশের গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ বোষ

রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক।



## আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[ জন্ম—১২৭১ সাল ; মৃত্যু—১৩২৬ সাল ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান বর্ষের সভাপতি ববেণ্য অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইচলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-পরিচালনের ভার তাঁহাবই গ্রহণাগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলে আমার প্রতি পত্রিকার সেই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। তখন ভাবি নাই যে, তাঁহারই শোকসংবাদ বহন করিয়া আমার কণ্ঠের উদ্বোধন করিতে হইবে। যাহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও পরিষদের কার্যে অবহেলা করেন নাই। যাহারা নিত্য-নিয়ত পরিষদের কক্ষক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরের বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কস্তুর রোগশয্যা একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যা পরিণত হইতেছিল, যখন পারিবারিক আধি-ব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্রান্ত ললাটে ছরণেয় রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই জরাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহের অনির্বচনীয় তেজ দেদারপূর্ণ হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবার তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেমন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া ইহার মঙ্গলকামনা করিয়াছেন, যেমন একান্ত মনে ইহার উন্নতির প্রতি স্তব্বি বিন্দুভাবে নিরীক্ষণ করিতেন, তেমন করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে কেহ সেবা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে পরিষৎ এত অল্প দিনের মধ্যে এত উন্নতি কবিত্তে পারিত না। অল্প আরম্ভ হইতে ইহাকে বহু বিস্তৃত কার্যক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দাঁড়া করাইবার চেষ্টা যাহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তাকি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামই সর্বপ্রায়ে উল্লেখযোগ্য। ব্যোমকেশ বাবুর নাম আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই, তাঁহার অভাব এখনও পূরণ হয় নাই; রামেন্দ্র বাবুর নামও সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে; তাঁহার অভাবও বহু দিন অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। নিরাশ্রয় নিরবলম্ব পরিষদকে যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ভিকার দ্বারা, সেবার ঐকান্তিকতার দ্বারা যাহারা পরিষদের জন্ত রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি পরিষদের প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকিবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সাল হইতেই রামেন্দ্র বাবুকে আমরা



পরিষদের কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। শোভাবাজার রাজত্বন হইতে পরিষদকে বাহারা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অগ্রতম। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরিষৎ একটি সভা বা সমিতিমাত্র নহে; ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাবার পুণ্য-মন্দির; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-ভাষ্যের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গঙ্গোত্রীর হ্রদ এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গঙ্গাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপদনঙ্কল কর্মক্ষেত্রে অবতারণা হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মাতৃদেবীর সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম-ভাবাবিবোধে—নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিত্তশালী বদান্ত ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চক্ষুর হ্রাস সকলকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্ত তিনি কখনও অর্থের অভাব বড় একটা অনুভব করিয়া যান নাই। লাঙ্গগোণার রাজাবাহাড়া এবং কাশিমবাজারের মহারাজ রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতাকালে গৃহনির্ম্মাণকালে ও গ্রন্থপ্রকাশে পরিষদকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অত্যাশ্চর্য্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে ও রামেন্দ্র বাবু কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছিলেন। পরিষৎ ক্রমে গবর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং লর্ড কারমাইকেলের গবর্নমেন্ট পরিষৎকে বার্ষিক বার্ষিক টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে ত্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, ত্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্মধ্যক্ষগণের সহকারিতাও কম সহায়তা করে নাই। পরিষদের সভ্যসংখ্যাও উত্তমোত্তম বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও সভ্যসমিতির এত সদস্য নাই। সে বাহাই হউক, পরিষদের উন্নতির ইহাই শেষ সীমা নহে; বস্তুতঃ আমরা এখনও আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না যে, রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতায় কয়েক বৎসর মধ্যে পরিষৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অধ্যক্ষতায় প্রভূত দক্ষতার পরিচায়ক।

রামেন্দ্র বাবু যে কত ভাবে সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধের

বঙ্গ পরিসরে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে একবার সম্পাদক-পদে বৃত্ত হন। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে তিনি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভাপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করেন এবং ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ১৩০৬ সালেই পরিষৎ রাজা বিমলকৃষ্ণ দেবের প্রাসাদ হইতে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে উঠিয়া আসে। ১৩১০ সালে রামেন্দ্র বাবু চেষ্টার লালগোলাবাজারে রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৩০০ টাকা হিসাবে পরিষদকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১১ সালে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল এসেমব্লিজ কলেজে একটি সভার শ্রীযুক্ত রণীন্দ্রনাথ ঠাকুর “সংস্কৃতের সভাপায়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদের ভীত প্রতীবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক ধারাবাহিক। মাতৃভাষাকে বর্জন করিয়া, কষ্টসাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্র বাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুক প্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষায় স্থাপিত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণা করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনীর বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্র বাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কয়েক বর্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন

আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও আবেদনের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩১২ সালে প্রথম রামেন্দ্র বাবু এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্তব্য নির্ধারণ জন্ত এক প্রস্তাব করেন এবং তাহার ফলে এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এইখান হইতেই এ সম্বন্ধে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৩১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নবীন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তি দান করিয়াছিল। সম্মিলনের করুণা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রামেন্দ্র বাবু। কাশিমবাজারের সেই প্রথম সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুই সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনের বৈঠকে আর একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে লালগোলায় বদায় রাজাবাহাদুর পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতল নির্মাণের ব্যয়ভার-বহনে অঙ্গীকার করেন। ১৩১৫ সালে কাশিমবাজারের মাননীয় মহা-রাজের এবং লালগোলায় রাজাবাহাদুরের বদায়তায় সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্মিত হইলে, পরিষৎ সমারোহের সহিত নবগৃহে প্রবেশ করেন। অনেক বিজ্ঞোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের নিকট একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপস্থাপিত করিলে, তাহারা সেই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ২৩ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু আমরণ যথের মত এই স্থায়ী ভাণ্ডারটিকে পাগুরা দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না।

ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্তন করেন এবং নিজের ইহার প্রস্তাবনাস্বরূপ ‘মায়াপুরী’ নামক একটি অতি সারগর্ভ ও সমস্ব রচনা পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক শক্তির অপূর্ণ বিকাশে এই বিশ্বকে এক বিচিত্র মায়াপুরীরূপে পরিণত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য রামেন্দ্র বাবু যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। এমন সুন্দর ও সরল ভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর ও জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা সকলের বিশ্বয় উৎপাদন করিত।

রামেন্দ্র বাবু যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন, তাহাতে ডাঃ বনভগ্নারিলাল চৌধুরী, ডাঃ ইন্দুনাথ মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কিছু দিন চলেয়া এই বক্তৃতামালা বন্ধ হইয়া যায়। পরে আবার সার জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এইরূপ বক্তৃতার প্রবর্তন হইয়াছে। অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু প্রভৃতিকে আমরা বক্তারূপে পাইয়াছি।

১৩১১ সাল হইতে লালগোলায় রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যার্থ তিন শত টাকা করিয়া দিতেছেন। পরে ১৩১৫ সাল হইতে রাজাবাহাদুর এই দান বাড়িয়া ৮০০ টাকা করেন।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ত্রীযুক্ত রাজাশালস বন্সগোপাখ্যার ইহার অধ্যক্ষ-পদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলায় ভূপতিগণ ও অন্তর্গত অনেক হিঁতৈষী ব্যক্তি মুদ্রা ও অন্ত্যাত্ত সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত হয়। এই সারস্বত ভবনের জন্ত পরিষদের চিরসুহৃৎ ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারাধিপতি ভূমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৩১৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাইন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু সুখ্যাতি করেন। রমেশ-ভবন-নির্মাণ রামেন্দ্র বাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্রোড় তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্র বাবুরই অগ্রতম কীর্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্র বাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

“রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বহুগণ, যাহারা কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সারস্বতী-ভবন—সেই রম্যভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্ত আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি।”

এই বর্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, বাহার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম না করিয়া পারা যায় না। পরিষদের গ্রন্থাগার ১৩০১ সালে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবেই স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইহাতে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্প্রতি যে বিস্তৃত পুস্তকালয় পরিষদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহা পরিষদগ্রন্থাগারের বহুকালমুখিত গ্রন্থরাশির দ্বারাও সম্ভব হইত না। পুণ্যলোক জৈনচন্দ্র বিভাসাগরের সংরক্ষিত পুস্তকরাশিই পরিষদগ্রন্থাগারের কলেবর ও মূল্য অশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিভাসাগরলাইব্রেরী ১৩১৬ সালে পরিষদে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩১৭ সালে রামেন্দ্র বাবুর জন্ম ও পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ লালগোলায় রাজাবাহাদুরের স্মরণসাহায্যে ইহা পরিষদে স্থান পাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অচিরকালে ইহা পরিষদ-পুস্তকালয়ভূক্ত হইবে।

১৩১৭ সালে বঙ্গালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারাধিপের অর্থে তাম্রশাসনের তাম্রশাসন পরিষদের জন্ত ধরিত করা হয়। এই বর্ষেই রামেন্দ্র বাবুর বঙ্গ-নীলমণ্ডল কাব্য চণ্ডীমাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। চণ্ডীমাসের এতদ্ভবি

পদ ইহার পূর্বে আর কোনও গ্রন্থই সংকলিত হয় নাই। পর বৎসর আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—সংগৃহীত হয় এবং প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। রামেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের একটি স্থলক ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্বে বোধ হয়, কোনও প্রাচীন গ্রন্থই এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয় নাই। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ সম্ভবতঃ সর্কাপেক্ষা প্রাচীনতম, বঙ্গাকরে লিখিত, বাঙ্গালা পুথি।

১৮৮৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী-পরিবর্তন একটি বিশেষ ঘটনা। পরিষদের কার্যক্ষেত্রের পরিসর-বৃদ্ধি হওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে রামেন্দ্রবাবু সে সময়ে কর্ণধার ছিলেন। নিয়মাবলী-পরিবর্তনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দনা করেন। রবীন্দ্রবাবু তখনও ‘বিশ্বের সভায় বরগীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গজননী’র আলীকীর্তনরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাদুলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবার ভার পড়িয়াছিল রামেন্দ্র বাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কার্যকার্যের অপূর্ণ নিদর্শন। ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্র বাবুকে সংবর্দনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতিরহিত এই যুগলের প্রজ্জ্বলিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পূর্বেও বাঙ্গালার এই ছুটি বরণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২০শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্র বাবু মানবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র বাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি-পল্লিত্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু রোগশয্যায় এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রাতে রবীন্দ্র বাবু রামেন্দ্র-সুন্দরের রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্র বাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন; জানিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্র বাবুর আগমনেও তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্য রামেন্দ্র বাবু উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জলতা উদ্বেজনায় উজ্জলতর হইয়াছিল। তাঁহার সনির্বন্ধ জঁহুরোধে রবীন্দ্র বাবু উপাধি-পরিহার-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পরেই রামেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা-লোপ হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও রামেন্দ্র বাবু দেশহিতের প্রেরণা কি প্রাণান্তিক আগ্রহের সহিত অমৃতভব করিতেন, উপরিলিখিত ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার বিশ্ব-বন্দিত কবি রামেন্দ্রসুন্দরকে বৈরাগ্য প্রদান চোখে দেখিতেন; তাহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা,—“সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারার তোমার বন্ধু-

গণের চিন্তালোক অভিযুক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাত সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।”

১৩১৯ সালে রামেন্দ্র বাবুর শরীর অত্যন্ত ‘অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল’। মাথার পীড়ার জন্ত তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে কিছু কালের জন্ত অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময়েও তিনি পরিষদের কার্য্যে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। যেখানে ক্রটি, যেখানে অসম্পূর্ণতা, যেখানে মনোমালিন্য ঘটিত, সেখানেই রামেন্দ্র বাবুর হস্ত-সংকেত কর্তৃত্বপথ, উন্নতির পথ, শাস্তির পথ নির্দেশ করিয়া দিত। পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ সকল বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই অত্যন্ত হইয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারা, সহসা কর্ণধার-বিয়োগে হৃদক্ষ নাবিকেরাও যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেইরূপই চঞ্চল হইয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কর্তব্যের আহ্বান তিনি কখনও অগ্রহেলা করেন নাই এবং তিনি যে সেবাত্রুত জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রাণপাত করিয়া সম্পন্ন করিতে কখনও ক্রটি করেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি এমন করিয়াই তাঁহার ভঙ্গপ্রবণ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর একটু সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে ১৩২২ সাণে পরিষদের সহকারী সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পৰিষৎ যদিও তাঁহার যোগ্য, সহকারী সভাপতির পদ, তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তথাপি সে নিজের পদে তিনি বেশী দিন আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি ১৩২৪ সালে শ্বেচ্ছাক্রমেই গুরুতর শ্রমসম্বল পত্রিকাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। পরিষৎ-পত্রিকা, তাঁহারই স্নেহময় হস্তে গত দুই বৎসর কাল কাটাইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের অবশি ছিল না; সর্ববিভাগে কৃতিত্ব থাকা হেতু তিনি পরিষৎ-পত্রিকাখানিকে অনেক বিষয়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবুর শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ— তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্বে রামেন্দ্র বাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্র বাবুর ভবনই হইত এবং রামেন্দ্র বাবুর নির্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুকে সভাপতিপদ-গ্রহণে সম্মত করা দুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—“আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া বাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা- পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার বাধা দিবেন কি?”

আমি এত ক্ষণ সাহিত্য-পরিষদের দিক্ দিয়াই রামেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের আলোচনা

করিয়াছি। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শতাব্দিকপাদেই ইতিহাস অনেকাংশে রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবন-চরিত। কিন্তু সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। রামেন্দ্রবাবুর 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' বঙ্গসাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের গভীরতায় এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'জিজ্ঞাসা' জার্মান ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রামেন্দ্র বাবুর 'ভাবুকতা' চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার সংশয়-বিতর্কপ্রস্রবের মধ্যে পাঠক নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আমি ভরসা করি যে, রামেন্দ্র বাবুর চিন্তা-প্রণালীর সহিত পাশ্চাত্যজগতের পরিচয় হইলে, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর 'চরিতকথা' কতকগুলি সুন্দর জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'কর্মকথা'র অনেক দার্শনিক ও চারিত্রনৈতিক তত্ত্ব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সহিত, অথচ সাধারণের সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ধর্মের জয়', 'যজ্ঞ' ও 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অল্প কোনও লেখকের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা পরিহারপূর্বক প্রায়শঃ কবিত্বের মাধুর্য্যসম্পদ লাভ করিয়াছে। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মত পারিপার্শ্বিক শব্দ-কটকিত নীরস নিবন্ধের দ্বারা সত্যের শব্দব্যবচ্ছেদ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সত্যকে কোনও দিন আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। আধুনিক যে শ্রমবিভাগ-ফলে জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আত্মীয় ব্যাপারের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না; যে রসায়নবিজ্ঞা পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না; সে শ্রমবিভাগ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক যেন নবজন্মচিন্তা নভোমণ্ডল এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম-পরম্পরাকে প্রকৃতির যুগ্ম-রহস্য মনে করিয়া যুগপৎ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনে সত্যের সেইরূপ অখণ্ডনীয় স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ডাই তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বের মধ্যে এমন অগূঢ় রসসন্ধারে সমর্থ হইয়াছিল, যাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁরতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেহই ভারতীয় প্রতিভার সে নিজস্ব প্রভাব হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের 'বিজ্ঞানালোচনা' মধ্যেও উপনিষদের সেই চিরপুরাতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানগণ্যের গ্লানি, অ্যাসিড ও অ্যালক্যালির মধ্যেও ভারতের সনাতন জ্ঞানগরিমা অভিব্যক্তি লাভ করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভা মানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ বুদ্ধি করিয়াছিলেন<sup>১</sup>, তাহার অনেকগুলি এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলিকে মুক্তি দান করিয়া কবে আমরা দিনের আলোকে লইয়া আসিতে পারিব, তাহা বিধাতাই জানেন! তবে বঙ্গসাহিত্যের হিতকারী কোনও ব্যক্তি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। আমরা সাহিত্য-সংসারে বেকশ খরচ মূলধন লইয়া বাবসায় করি, তাহাতে রামেন্দ্র বাবুব প্রবন্ধের শ্রায় অমূল্য সম্পদ অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে আমাদেরিগকে প্রত্যাশায়ভাগী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্ত রামেন্দ্র বাবুব বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কি অপূর্ব বহু-সকল আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পাঠকগণের অবিরদিত নাই। কিছু দিন পূর্বে রামেন্দ্র বাবু তাঁহার কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সভায় যে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং বাহা 'ভারতবর্ষের' কাঁতপয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর ঐতর্য্যেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এই ছক্কা গ্রন্থেব যথায়থ অনুবাদ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়কে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ কবিতে গিয়া তাঁহাকে নূপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। মার্টিন হাউগ কর্তৃক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর সাহিত্যে ঐতর্য্যেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচাৰ করিয়াছিল, রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষায় ঐতর্য্যেয় ব্রাহ্মণের সঠিক অনুবাদ করিয়া একটি ভজ্যেয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহাও এই অনুবাদের অন্ততম ফল। ঐতর্য্যেয় ব্রাহ্মণ অনুদিত হইয়া 'ভারতীয় শাস্ত্রপিটক' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুব ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থমালায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা 'শতপথব্রাহ্মণের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করবেন। দীর্ঘপাতিয়ার কুশায় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় রামেন্দ্র বাবু কর্তৃক অনুবদ্ধ হইয়া এই পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তাহার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল,—

### জীবনী-আলোচনা।

৩২৭জনীকান্ত গুপ্ত, ৩২হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ব্যোমকেশ মুস্তকী।

### প্রাচীন সাহিত্য

কালীদাস দ্বায়ের রংশপরিচয় ও কাল-নির্ণয়, কালীদাস দাস (ইহার স্থিতি-সম্বন্ধ পরিবর্তন  
বে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মূল্যেও রামেন্দ্র বাবু ছিলেন।)

'চম্পককলিকা' পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য।



### বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর নিকট পরিষদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদে যাতাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সংকলন ও সংগ্রহ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, ভৌগোলিক পরিভাষা, শারীরবিজ্ঞান-পরিভাষা, ব্রেটন সাহেবকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

### ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

একখানি প্রাচীন দলিল, বাঙ্গালাটি সম্বন্ধে মতামত; আর একখানি প্রাচীন দলিল, গ্রামদেবতা।

### পুস্তক ও পুথি

পরিষদের পুথিশালা রামেন্দ্র বাবুই স্থাপন করেন। তিনি এবং ৮ব্যোমকেশ মুস্তফী পুরাতন পুস্তকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রকাশ করেন,—

• মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ( লংসাহেবের সংকলিত ), বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য়, বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ, গৌরীমঙ্গল, চম্পককলিকা।

### ভাষাতত্ত্ব

“বাঙ্গালা ব্যাকরণ; বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত সম্বন্ধে মন্তব্য; বাঙ্গালা কারক প্রকরণ; না; ধ্বনি-বিচার।

কার্যের দ্বারা বর্ত্তার সম্যক পরিচয় দান করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর যে কার্যাবলী বিবৃত হইল, তাহা অসাধারণ-রূপে বৃহৎ হইলেও তিনি এ সমস্ত অপেক্ষাও বহিষ্ঠর ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্র ও শুভ-ইচ্ছা তাঁহাকে এ সকলের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার কীৰ্ত্তি অপেক্ষাও চরিত্র বড় ছিল; এবং সরলতা সে চরিত্রে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার কৃতকাৰ্য্যতার মূলে যে গূঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা এই যে, তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করিবার জন্ত ব্যস্ত ছিলেন না। এই জন্তই সকলে স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইত। তিনি ফলাকাজ্জশূন্য হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন; এই জন্তই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। বোগে অবসন্ন, শ্রমে অসমর্থ, মস্তিষ্ক দুর্বল—তথাপি তিনি পরিষদের চিন্তার অস্থির। চিকিৎসক নিষেধ করিতেছে; বন্ধুগণ সতর্ক করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হইতেছে; তথাপি তিনি ‘পরিষৎ’ ‘পরিষৎ’ করিয়া পাগল। পরিষদের কর্মচারীগণকে বাড়ীতে ডাকিয়া তিনি সমস্ত বিভাগের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিরতি ছিল না; শ্রান্তি-বোধ ছিল না। যদি কখনও শুনিতেন যে, কোনও বিভাগের কার্যে ত্রুটি ঘটয়াছে, তখনই তাহার সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের যে কতখানি অনিষ্ট হইত, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। ব্যোমকেশ-বাবুর মৃত্যুতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা হাইতে পারে, তবে সে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী;—

“সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে নিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল।’ জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। ... ... ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।”

আমরাও বলি, রামেন্দ্রসুন্দরে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, জীবনে তাহা আর দেখি নাই। তাঁহার আত্ম কল্যাণযুক্ত হউক, তাঁহার কীর্তি অক্ষয় রহুক, সাহিত্য-পরিষৎ, সারস্বত-ভবন সাহিত্য-সম্মিলন জয়যুক্ত হউক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র



## দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা মার্চ ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বাগিনাথ নন্দা ( সভাপতি )

\* মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীমতীন্দ্রনাথ বিদ্যাবাস, শ্রীমহেশ্বরী ভট্টাচার্য, শ্রীমন্তোষকুমার  
মহোপাধ্যায় বিজ্ঞানবিদ বি.এ, শ্রীমহাশয় দত্ত, শ্রীযুক্তপ্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ,  
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবাস, শ্রীশ্যামকৃষ্ণ বসু, শ্রীকৃষ্ণকান্ত নাথ বি.এস.সি, শ্রীমতীচরণ  
নন্দা, শ্রীমতীকমোদন রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমহেশকুমার বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ ঘোষ,  
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীপ্রদাতাকরণ বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,  
শ্রীপোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমতীকমোদন চক্রবর্তী, শ্রীচাক্রচন্দ্র শীল, শ্রীবিজনকৃষ্ণ ঘোষ,  
শ্রীবাল্লদেব ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীস্বামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্বাচন।  
৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত  
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্বে", (খ) ও (গ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র  
রায় বিজ্ঞানবিদ, এম্ এ বাহাদুরের "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ" এবং "আট শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালী  
শব্দ" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এসসি মহাশয়ের  
পরলোক গমনে। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের  
সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাগিনাথ নন্দা মহাশয় সভাপতির আসীন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের তৃতপূর্ব সভাপতি ও বর্তমানে  
অন্ততম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'এসিরাটিক  
সোসাইটি অব বেঙ্গল' সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি পরিষদের  
পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, কার্য্য-নির্বাহক-  
সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত সভার সভাপতি নির্বাচনে  
ঐহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক আনন্দজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে।  
সভার সভ্য যোগ্য ব্যক্তিকে এসিরাটিক সোসাইটি, সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার পৌরষ  
স্বর্জন করিয়াছেন।

অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কর্তৃক পরলোকগত ভাট্যার

রাধাগোবিন্দ কর মহাপ্রবন্ধের জন্য শোক-প্রকাশার্থে আহুত পরিষদের বঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে গত নবম মাসিক ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ সমস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক

সমর্থক

নির্বাচিত সমস্ত

শ্রীরাধাকমল সিংহ

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীনিভাইচন্দ্র সিংহ এম এ

হেড্‌ মাষ্টার, জগদ্বন্ধু টেক্‌টিউশন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্রীনিশিকান্ত বসু

চৌহানী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ

শ্রীসত্যচরণ নন্দী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি এসসি, বি এল,

১১ উর্টাডিক্স মেন রোড।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন কোন বঙ্গসাহিত্যাহ্বয়গিণী মহিলা পরিষদের সমস্ত-পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। পরিষদের নিয়মে কোন বাধা না থাকিলে তিনি সভ্যকার সভায় একজন মহিলাকে পরিষদের সমস্তরূপে নির্বাচন জন্য প্রস্তাব করিবেন। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহিলা সমস্তগ্রহণে পরিষদের নিয়মে কোন বাধা নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়কে (১৩ বলরাম বহুর ফাউন্ডেশন, ভবানীপুর) পরিষদের সাধারণ সমস্তরূপে নির্বাচন করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলা পরিষদের সমস্তরূপে নির্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হৃদ্যাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) পূর্ণ্যপ্রতিমা, শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(২) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩) বহুরহাট বাগী-সঙ্গিনী ২য় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (খাতকুড়িয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৪) কতকগুলি মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর মিত্র, (৫) On Some Proverbs from the Tangail Sub-Division in the District of Mymensingh in Eastern Bengal. (6) Further Notes on a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (7) Indian Ophiolatry and Snake-worship of the Negroes of the West Indies. (8) Riddles current in the District of Chittagong in Eastern Bengal. Pt. I, (9) Notes on Some Ho-Riddles. (10) On the Use of the Swallow-worts in the Ritual, Sorcery and Leech-craft of the Hindus and the Pre-Islamitic Arabs. (11) Further Note on the

Use of Swallow-worts in the Ritual of the Hindus. Director General of Archaeology in India. (12) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I. 1916-17. Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(13) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1918. Director of Statistics—(14) Statistics of British India Vol. II, 1918. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(15) Progress of Education in India, 1912-17.

• তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেন। প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

“সমতটের পূর্বে”—অধ্যাপক পাণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞাবিনোদ, এম্ এ মহাশয় লিখিত। প্রবন্ধের দার মর্ম এইরূপ,—

চীন-পৃষ্ঠাটিক যখনচুরাং বলেন যে, সমতটের পূর্বে এই দেশগুলি ছিল,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তরপূর্বে, সমুদ্রতটে ও পূর্বতমধ্যে। (২) ক-মো-লং-ক—শিহলিচটলোর দক্ষিণপূর্বে সমুদ্রের শাখার উপরে। (৩) তো-লো-পো-তি—কমোলংকের পূর্বে। (৪) ই-শং-ন-পু-লো—তোলোপোতির পূর্বে। (৫) মোহচন্-পো—ইশংনপুলোর পূর্বে। (৬) ই-য়েন-সো-ন-চো—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম।

Thomas Watter-এর অনুবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। চীন পৃষ্ঠাটিকের মতে সমতটের অবস্থান এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—পৌত্তুবর্ধন হইতে ২০০ লি পূর্বে করতোয়া নদী পার হইয়া, কামরূপ উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে ১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট। অর্থাৎ ঢাকা, করিমপুর লইয়া বর্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও ব্রহ্মবন লইয়া সমতট। সমতট হইতে ২০০ লি পশ্চিমে তান্-মো-লিহ্-তি অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক।

প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রবন্ধলেখক স্থির করিয়াছেন যে,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—শিহলি। (২) কমোলংক—কমলাক বা কোমিল্লা। (৩) তোলোপোতি—জিপুরাণ্ডের রাজ্য। (৪) ইশংনপুলো—জিপুরা ও লান-রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ, তাহাই ইশংনপুলো বা বিষ্ণুপুর (কুবন পাহাড়ের পূর্বভাগের পাদপ্রদেশে বিষ্ণুপুর নগর ছিল)। (৫) মোহচন্পো—ব্রহ্মদেশের তামোর উত্তরে “লম্পানাগো” অর্থাৎ “চম্পানগর”। (৬) ইয়েন-সোনচো—অম্বুদীপ। “অম্বুদীপের অধিপতি” ব্রহ্মরাজ্যগণের একটি উপনাম ছিল। “অম্বুদীপ” অম্বুদীপের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

“এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ”—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিবি, এম্ এ মহাশয় লিখিত। প্রবন্ধের মূল মর্ম এইরূপ,—

(১) পৃথিবীর আপন অঙ্গে আবর্তনের কথা আর্ঘ্যভট এ দেশে প্রচার করেন। তাঁহাকে সেই গতির আবিষ্কর্তা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষীরা পৃথিবীর আঙ্গিক গতি স্বীকার করিতেন। (২) পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ বা পৃথিবীর বার্ষিক গতিও প্রাচীনগণের অপরচিত ছিল না। প্রবন্ধে তাহাই সমুখানের চেষ্টা।

“আট শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ”—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানী, এম্ এ এম্ এল্—এইরূপে।

টিভেওম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত অমরকোষের ১ খনি টীকা হইতে বহু বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহার কতক রূপ পরিবর্তন করিয়াছে কিছু বা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর শব্দগুলিকে বিভিন্ন ভাষাতে ভাগ করিয়া কএকটি স্থল নির্গাণের প্রবৃত্তি করা হইয়াছে। ‘টীকাকার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দ’। টীকাকার নাম ‘টীকা সর্বস্ব’, রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পরলোকগত অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এম্ সি মহাশয়ের তত্ত্ব শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিলেন, অকালে পরলোকগত ভাগ্যধর মল্লিক মহাশয়কে আমি বালাবধি জানি। তিনি সূচারক, মেধাবী ও পরহৃৎখ্যাতর ছিলেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে কলিকাতা করপোরেশনের গতি, ইন্সপেক্টর মহামারীর ঔষধালয় পুলিশা নানা ভাবে পঞ্জীবাদিগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার জন্মভূমি হাওড়া আমতার নিকটস্থ প্রদেশে এই মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার ভাগ্যধর বাবু নিজ ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদি সহ পীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে গিয়া নিজে মহামারীতে আত্মবলিদান দেন। তাঁহার স্ত্রীর অল্পবয়স্ক পরহৃৎখ্যাতর নিকিত ব্যক্তি বিরল। তিনি প্রসিদ্ধ মাতৃবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। ছুঃখের বিষয় বা স্ত্রের বিষয়, তাঁহার সহঃস্বামী মাত্র ৮১ মাস পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বর্গগত এই নবীন দম্পতির যুগল-আত্মার মঙ্গল ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভাগ্যধর বাবু বঙ্গের মাহিষ্য জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইরা মাহিষ্য-জাতি বিশেষ কতিগ্রস্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত্যীচন্দ্র বিজ্ঞাত্বণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে গুণ সভান্তঃ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২১, ২৫শে মার্চ ১৯১৯, মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩।০টা।

উপস্থিতি—

সার্ব শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ( সভাপতি )

রায় শ্রীচুলীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপারাগাল মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্ব-ভূষণ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীরাধাকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ. ডি, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ বি ট, স্বামী. শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীশশীভূষণ সিংহ এম্ এ, শ্রীবিনয়-কুমার সেন এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল, শ্রীঅমলাচরণ বিজ্ঞাভূষণ, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটনি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, শ্রীগৌর-হরি সেন, শ্রীললিতমোহন পাণ্ডে, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমরলকুমার বসু, শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসমুদ্রলাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহিংশুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসত্যীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবন্দ্যো, শ্রীসরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বটব্যাল, শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী, শ্রীরাসবিহারী দত্ত রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বজ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের সভাপতি সার্ব শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতা-মালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

বক্তৃতার বিষয়—সার্ব শ্রীযুক্ত চুলীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য আই এন্স ও, এম্ বি, এক্সি এন্স মহাশয়-কর্তৃক “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি সার্ব শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাস্থলে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও আনন্দকতা সম্বন্ধে কিকিৎ আলো-



চনা করিয়া শ্রীব্রজ রায় চৌধুরী বঙ্গ বাহাদুরকে “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীব্রজ চৌধুরী বঙ্গ বাহাদুর “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

## আহার-তত্ত্ব

### প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার

স্বাস্থ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। মানুষ যখন নিজ কৰ্মদোষে এই আশীর্বাদলাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান ভ্রষ্ট অগন্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যের দ্বাৰা অথবা খাদ্যের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যিক। আমরা পরে এই সকল উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বলিয়া এই যে, এই সকল ভিন্নজাতীয় উপাদানসমূহের যে-কোন একটির কম-বেশী হইলে দেহমধ্যে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যবিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ সাবধানতার সহিত এই সকল খাদ্য ব্যবহার না করিলে নানা হুমুরোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মাছ বা মাংস বিক্রত হইলে উহার মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Ploinaïnes) উৎপন্ন হয়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে মহা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধর্ম্যচারী ব্যবসায়ীগণ বৎসামাস লাভের জন্য মিথ্যা-ব্যবহার্য্য অনেকানেক খাদ্য দ্রব্যের সহিত নানাবিধ ছপাচা বা অখাদ্য পদার্থ ভেজাল দিয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। জাতি দুর্বল হইলে, উহার রোগপ্রতিবেদক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যে-কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বহুসংখ্যক লোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জীবাশ্রুত হইয়া থাকে। জাতি দুর্বল হইলে শীঘ্র-দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং দারিদ্র্য জাতিগত গুণরাশিনাশের কারণ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রধান সহায়—যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। (এই স্থলে বক্তা বাঙ্গালী যুবকের দেহ বাহ্যতে বলিষ্ঠ হয়, তৎসম্বন্ধে বৈদেশিক ও স্বজাতি-বৎসল স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করেন এবং ম্যাজিক-ল্যান্টার্ন সাহায্যে এই মহাপুরুষের আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন)।

খাদ্যের ব্যবহারিক ব্যবহার মানবজাতির সামাজিক ও মৈত্রিক জীবন যথেষ্ট উন্নতি

লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিকা শক্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটতেছে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এই উপলক্ষে আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলে? বাহা গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং বাহা দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই খাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা চারি প্রকার; যথা,—(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ, (২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন, (৩) তাপ জনন, (৪) শক্তি-উৎপাদন।

(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ—আমরা সর্ব্বদা কোন-না কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থিত বস্তুসমূহও স্তব্ধপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ নিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। যে-কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-বস্তুসমূহে পরিবর্তিত হইয়া শারীরিক উপাদান নিষ্কাশনের উপযোগী হয়। পরে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং যে স্থানে যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, শোণিত বাহিত জীর্ণ খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে অস্থি, মাংস, রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী, স্নায়ুগুণ্ডল, মেদ, চৰ্ম্ম, মস্তিষ্ক, কসেরিকা, হৃদযন্ত্র, জ্বপিণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক উপকরণ ও যন্ত্রাদি এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সরলভাবে বুকাইয়া দেন।

(২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন—শরীরের ক্ষয়-পূরণ ব্যতীত দেহের বৃদ্ধি-সাধনও খাদ্যের আর একটি কার্য্য। খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শিশুর ক্ষয়-দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক বৃদ্ধের বৃদ্ধিকার দেহে পরিণত হয়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের পর দেহ আর বাড়ে না, সুতরাং বালক ও যুবকের দেহের ওজন অল্পসারে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকের সে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হইলে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্তই কেবল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৩) তাপ-জনন—খাদ্যের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যের সারাংশ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়, তখন উৎপন্ন হইতে শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্ত যতটুকু সার পদার্থের আবশ্যক হয়, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজন মত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ রক্তস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধভাবে দগ্ধ হয় এবং এই দহনের ফলস্বরূপ তাপ উৎপন্ন

হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেমন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তাপ ও কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করে, সেইরূপ আমাদের দেহ-মধ্যস্থ অঙ্গাঙ্গীত জীর্ণ খাদ্য ও অন্ত্রাঙ্গ পদার্থ প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইয়া তাপ ও কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। নিশ্বাস-বায়ুর সহিত অক্সিজেন আমাদের দেহ-মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং তৎপরিণতিতে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া তাপ ও কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই আমরা শারীরিক উত্তাপ লাভ করিয়া থাকি এবং যে কার্বনিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা দূষিত পদার্থ বলিয়া প্রাণস্বাসের সহিত আমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

এই স্থলে বস্তু কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রাণ-বায়ু-মধ্যে যে কত অধিক পরিমাণ বিষাক্ত কার্বনিক এসিড বাষ্প থাকে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং বাসগৃহ-মধ্যে বিস্তৃত বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যকতা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) শক্তি উৎপাদন—আমাদের দেহমধ্যে নিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই আমরা কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হই। এঞ্জিন (Engine) চালাইবার অথবা যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যেমন পাথুরে কয়লা পুড়াইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের দেহ-মধ্যস্থ চালাইবার এবং পরিশ্রমঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, জীর্ণ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আমরা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

\*তাপ এক প্রকার শক্তিমাত্র (A form of Energy)। তাপকে কোশলে কার্য্য করিবার শক্তি (Mechanical energy), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শক্তিতে পরিণত করা বাহিতে পারে। পুনশ্চ তড়িৎ প্রভৃতি যে কোনরূপ শক্তিকেও তাপ বা আলোক প্রভৃতি অথবা প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত করা বাহিতে পারে।

এই স্থলে বস্তু নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকৃতির শক্তি কিরূপ সহজে অপরি প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) লইয়াই এই জগৎ। জগতে যে পরিমাণ জড় পদার্থ আছে, তাহার সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। এক কণা জড় পদার্থও নূতন করিয়া সৃষ্টি হইতেছে না, আবার এক কণাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বা ধ্বংস বলি, তাহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র। পদার্থের এককালীন বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

জড় পদার্থ সৰ্ব্বদা যে নিয়ম, শক্তি (Energy) সৰ্ব্বদা ঠিক তাই। জগতে মোটের উপর যে শক্তি আছে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তবে জড় পদার্থের ভায় শক্তিরও রূপান্তর হইয়া থাকে। তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি এক একট

প্রাকৃতিক শক্তি আমরা পৃথকভাবে উপলব্ধি করিলেও ইহারা একই আধিশক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে যেকোন একটি শক্তিকে সহজেই আর একটি শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। তাড়িৎশক্তি হইতে আলোক উৎপাদন এবং টান-গড়াচালন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 'আহার-তত্ত্ব' সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চুণীবাবুর জ্ঞান যোগ্য ব্যক্তি আর নাই, তাই তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। তারপর এইরূপ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্তন দ্বারা বঙ্গভাষার কি পরিমাণে প্রভুত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে, এবং মাস্তিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্গত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার জন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চাকুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## নবম বিশেষ অধিবেশন

২৭শে চৈত্র ১৩২৫, ১০ই এপ্রিল ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৯ঃটা

### উপস্থিতি—

মাননীয় সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি ( সভাপতি )

সার শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীচাকুচন্দ্র ঘোষ ( পূবা ), শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীশ্রীমদ্রামসেন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীকেশবরাম কাব্যভীষণ, শ্রীঅনুল্য-চরণ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীরজনীকান্ত বিজ্ঞানবিনোদ, শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীচাকুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দে, শ্রীগণপতি সরকার বিজ্ঞানজ্ঞ, শ্রীশান্তিসাধন বিদ্যাস, শ্রীভূদেব হালদার, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীপরিশদচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক।

কিরণচন্দ্র দত্ত

পরিষদের অগম্য সভাপতি সার শ্রীযুক্ত রঙ্গদীপচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্তিত বক্তৃতামালায় অন্তর্গত বর্ষ বক্তৃতার জন্ত এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

আলোচ্য বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এম্. ও, এম বি, এফ্. সি এস, রসায়নাদর্শ মহাশয় কর্তৃক “আহার-তত্ত্ব” সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অধুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি এম্ এ, এম্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসিয়া গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর অত্যন্ত ক্রোধের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের হেতুপায় সম্পাদক, সাহিত্য-সভার সম্পাদক এবং প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী রায় রঞ্জনচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দুর্ভাগ্যমান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বধাসময়ে উপযুক্তভাবে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীলাল আরও জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্ত আগামী ২২ বৈশাখ পরিষদের কার্যালয় বন্ধ রাখা হইবে এবং পরিষৎ কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কার্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

তৎপরে তিনি সেই দিনকার সভাপতি মহাশয়, বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া গেলেন যে, তাঁহাকে ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্নমেন্ট অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর এই গুরুত্বের অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তির জন্ত তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, ‘শ্রীযুক্ত চুণীলালকে তাঁহার বক্তৃতা বিষয়ে কৃত আস্থান করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের জায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল।

সভাপ্রতি মহাশয়ের অধুরোধ-মত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

## আহার-তত্ত্ব

( দ্বিতীয় বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার )

আমাদের দেহ—অঙ্গ, মাংস, চর্বি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত। এই সকল উপকরণ এক একটি যৌগিক পদার্থ (Compounds) অর্থাৎ কতকগুলি মূল পদার্থের (Elements) রাসায়নিক সম্মিলনে ইহারা নির্মিত হইয়াছে।

পদার্থ হই তাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই পদার্থ ভিন্ন অল্প কোন নূন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায় না, তাহাবিশেষে মৌলিক পদার্থ (Element) কহে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অদার, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, লৌহ ইত্যাদি এক একটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই পর্য্যন্ত ৮২টি মূল পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও, অনেক মৌলিক পদার্থ অনাবিস্কৃত রহিয়াছে।

মৌলিক পদার্থগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোনটি বা কঠিন, যেমন লৌহ; কোনটি বা তরল, যেমন পারদ; অল্পগুলি বাষ্পীকারে অবস্থিতি করে, যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। কোনটি রক্তবর্ণ, যেমন তাম্র; কোনটির বর্ণ উজ্জল পীত, যেমন স্বর্ণ; কোনটি, ধূসর বর্ণের, যেমন লৌহ; কোনটি কৃষ্ণবর্ণের, যেমন অদার; কোনটি বা উজ্জল শুভ্র, যেমন রৌপ্য; আবার কতকগুলি একেবারে বর্ণহীন, যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। মানুষের মত কাহারও প্রকৃতি অতি উগ্র, যেমন ক্লোরিন (Chlorine); কেহ বা নিরাস্থ শান্তস্বভাব, যেমন নাইট্রোজেন। মানুষের মত কেহ বা পাঁচ জনকে জ্বালাইয়া মারে, যেমন অক্সিজেন; কেহ নিজেই পুড়িয়া মরে, অপরকে পোড়ায় না, যেমন হাইড্রোজেন।

এই স্থলে বক্তা বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কতিপয় মৌলিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

হই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলিত হইয়া এক একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা করা যায় না। অগ্নি, মাংস প্রভৃতি শারীরিক উপকরণসমূহ এক একটি যৌগিক পদার্থ। এই সকল উপকরণ ১৬টি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক উপকরণের মধ্যে ১৬টি মূল পদার্থের যে সকলগুলিই আছে, তাহা নহে। মাংসপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন, অদার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও গন্ধক আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়টি মৌলিক পদার্থ ব্যতীত ক্যালসিয়াম (Calcium) ও ফসফরাস (Phosphorus) আছে; চর্বিয় মধ্যে কেবলমাত্র অদার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে।

আমাদের দেহ হইতে এই সকল উপকরণ নিয়ত ক্রয়লাভ হইতেছে; খাতের দ্বারা সেই ক্রয়ের পূরণ হইয়া থাকে। অতএব এই সকল পদার্থ আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। তাহাদের মধ্যে এই সকল মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি অবস্থা প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই সকল মৌলিক পদার্থদিগকে তাহাদিগের মৌলিক আকারে গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্রয় পূরণ হয় না। পাথুরে কয়লা বা কাঠের জ্বলন্ত মধ্যে বসেই পরিমাণ অদার আছে, কিন্তু কয়লা ভক্ষণ করিলে আমরা উহা হইতে আমাদের শরীর পোষণের উপযোগী অদার সংগ্রহ করিতে পারি না। বায়ুর মধ্যে বসেই পরিমাণ নাইট্রোজেন ও

কার্বনিক এসিড বাষ্প আছে, কিন্তু আমাদের দেহরক্ষার জন্য যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আবশ্যিক হয়, তাহা আমরা বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন অথবা কার্বনিক এসিড বাষ্প হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না। উদ্ভিদজগৎ, বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে এবং ভূমির মধ্য নাইট্রেট (Nitrate) নামক যে লবণ থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ও বায়ুস্থিত কার্বনিক এসিড বাষ্প হইতে দেহপোষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ নাইট্রোজেন ও অঙ্গার অস্ত্রান্ত্র মৌলিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদশরীরে প্রোটিন (Protein), তৈল (Fat), শ্বেতসার বা চিনি (Carbohydrate) প্রভৃতি উদ্ভিদ ও প্রাণী-দেহের প্রাণধারণোপযোগী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং উহার বৃক্ষের ফল, মূল, কন্দ, বীজ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত থাকে। জীবগণ, উদ্ভিদজগৎ এই সকল সার পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ মাংসভোজী প্রাণিগণও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, গৌণভাবে উদ্ভিদজগৎ হইতেই নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার প্রাণী, মেঘ, মাছ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহার সকলেই উদ্ভিদভোজী অর্থাৎ উদ্ভিদজগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দেহ নির্মিত হইয়াছে। অতএব কি আমিষভোজী, কি নিরামিষভোজী, সকল প্রাণীরই আহার সংগ্রহের আদিস্থান উদ্ভিদজগৎ।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও জীবজগতে অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন সংগ্রহের প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে এই দুই পদার্থের আদান-প্রদান সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

কার্বনিক এসিড বাষ্প জীবগণের পক্ষে অতীব বিষাক্ত পদার্থ। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জীবগণ প্রতিদিনই প্রাণসের সহিত ওহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের প্রধান সহায় অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। জগৎরক্ষার এক অল্প আশ্চর্য্য কোণে বায়ু হইতে এই বিষাক্ত কার্বনিক এসিড বাষ্প উদ্ভিদজগতের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডল পুনরায় নিষ্কল এবং জীবগণের শ্বাসোপযোগী হইতেছে। কার্বনিক এসিড বাষ্প অঙ্গার ও অক্সিজেন, এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন। গাছের পাতার যে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে অবস্থিত করে, তাহা সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্বনিক এসিড বাষ্পকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহা হইতে শরীর-পোষণোপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করে এবং জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান সহায় অক্সিজেন বাষ্পকে বায়ুমধ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের পক্ষে যাহা বিষ, সেই কার্বনিক এসিড বাষ্পই উদ্ভিদগণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে, যে অক্সিজেন আছে, জীবগণের প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে বায়ুমধ্যে পুনরায় ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদজগতের এই আশ্চর্য্য রাসায়নিক কোণে বায়ুর নিষ্কল সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীর-পোষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থের

( Nutritive principles ) অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সকল সার পদার্থ কি, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

হৃৎ প্রকৃতিদত্ত আৰ্শ্ব খাদ্য। হৃৎ আমাদিগের জীবনের এক অবস্থার শরীর ও আত্মার রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। জীব শৈশবে স্তনদুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করে, তাহার অল্প খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। হৃৎ দ্বারাই তাহার শরীর পোষণ হয়, হৃৎ পান করিয়াই, তাহার দেহ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজনে বাড়িতে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা সে হৃৎ হইতেই সংগ্রহ করে এবং চকল শিশু হাত-পা নাড়িয়া, হান্না দিয়া, চলিয়া বা দৌড়িয়া যে পরিশ্রমের কার্য করে, তাহার জন্য তাহার যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা সে হৃৎ হইতেই আহরণ করে। অতএব হৃৎশিশুর পক্ষে সর্ববাসিন্দ্রিয় পূর্ণ খাদ্য ( Complete food )।

একপে দেখা যাউক, হৃৎের মধ্যে কী কী সার পদার্থ ( Nutritive principles ) আছে।

হৃৎের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ অবস্থিতি করিতে দেখা যায়; এ সকলগুলিরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। হৃৎের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা বা চিনি, লবণ এবং জল আছে। আমাদের খাদ্যমধ্যে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ছানাজাতীয় পদার্থকে প্রোটীড্ ( Proteid ) বা ( Protein ), মাখনজাতীয় পদার্থকে ফ্যাট্ ( Fat ), শর্করাজাতীয় পদার্থকে কার্বোহাইড্রেট্ ( Carbohydrate ), লবণজাতীয় পদার্থকে সল্টস্ ( Salts ) এবং জলকে ওয়াটার্ ( Water ) বলা হয়। ইংরাজী নাড়ুর পরিবর্তে আমরা হৃৎজাত সার পদার্থসমূহের নাম লইয়া এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের নামকরণ করিলাম, যথা,—

( ১ ) ছানাজাতীয় উপাদান	...	...	Proteid
( ২ ) মাখনজাতীয়	...	...	Fat
( ৩ ) শর্করাজাতীয়	...	...	Carbohydrate
( ৪ ) লবণজাতীয়	...	...	Salts
( ৫ ) জল	...	...	Water

হৃৎ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ও পূর্ণ খাদ্য হইলেও বয়স্হ ব্যক্তির শুদ্ধ হৃৎের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ, তাহা হইলে প্রায় চার পাঁচ সের হৃৎপান করিবার আবশ্যক হয়। এত হৃৎ খাইতে গেলে জল এবং ছানাজাতীয় উপাদান অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে খাদ্যক্ষেপে গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পুনশ্চ প্রত্যহ কেবল হৃৎ পান করিলে আহায়ে অকৃতি জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

যখন আমরা শুদ্ধ হৃৎের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন হৃৎের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, উহাদিগকে অত্যন্ত খাদ্য হইতে আমাদিগের সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, চাউল, ডাল, ময়দা, ঘি, তৈল, চিনি, কল, তরকারি প্রভৃতি



নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী হইতে উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, ডিম, জল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিত করে। মাখন, ঘি, চর্নি এবং উদ্ভিজ্জ তৈল, এ সমস্তই মাখনজাতীয় পদার্থ। চাউল, মরিচা, যব, ডাল, চিনি, গুড়, কল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিত করে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিভিন্ন থাকে এবং বাজনের সহিত লবণ গ্রহণ করিয়া লবণের অভাব আমরা পূরণ করিয়া থাকি। সকল খাদ্যের মধ্যেই অজ্ঞাতপরিমাণে জল থাকে; এতদ্ব্যতীত পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহের জলের অভাব পূরণ হইয়া থাকে।

এখানে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপযোগিতা কি, তাহা নিয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) ছানাজাতীয় উপাদান। শুদ্ধ এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে। সুতরাং মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত দেহের উপকরণসমূহের পুষ্টি-সাধন ও ক্ষয়-পূরণ ছানাজাতীয় পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর ক্ষয়-পূরণ মাখনজাতীয় (Fat) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) উপাদানের দ্বারা হয় না। এই জন্য ছানাজাতীয় খাদ্যকে মাংস-গঠক (Flesh-former) খাদ্য কহে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কন থাকিলে দেহ সন্ধ্যা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শরীর জীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, ক্রোধো উদ্বেগ ও প্রবৃত্তি থাকে না এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রম-জনিত কার্য্য করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। আমরা যত দূর অল্পসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রিণের কাছে ছানাজাতীয় উপাদানের অর্থাৎ প্রোটিনের ভাগ কম থাকে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার প্রধান কারণ যে অর্থাতাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাতাব বাতীত খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবও ইহার আর একটি কারণ। দরিদ্র লোকে প্রচুর মাছ-মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু ডালের মধ্যে মাছ, মাংস অপেক্ষা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিত করে এবং ডাল, মাছ-মাংস হইতে অনেক সস্তা। সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা এই যে, ডাল অল্প পরিমাণে না থাকিলে অর্জীর্ণ ও পেটের অস্থখ হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা ঠিক সত্য নহে; এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এ স্থলে কেবল এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালী যুবকদের খাদ্য প্রোটিন বা ছানাজাতীয় উপাদানের বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার অভাবে তাহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ হইতে পারিতেছে না এবং তাহারা দুর্বল ও নিম্নেজ হইয়া পড়িতেছে। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংস গঠিত হয়; সুতরাং পরিশ্রম-জনিত মাংসপেশীর ক্ষয় কেবল এই জাতীয় পুষ্টিদ্রব্য সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ছানাজাতীয়

খাওয়ার দ্বারা মাথার বল (Nervous Energy) বৃদ্ধি হয় এবং নানাবিধ দেহান্তর রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শারীরিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(২) মাখনজাতীয় উপাদান—ইহার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, নাইট্রোজেন মোটেই নাই; সুতরাং ইহার দ্বারা মাংস-গঠন বা উহার ক্ষয়-পূরণ হয় না। ইহার প্রধান কার্য্য—তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা। শরীরের মধ্যে ইহা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং উদ্ধারা তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপের কতকংশ কার্য্য-করী শক্তিতে পরিণত হইলে, উদ্ভাদা যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জাতীয় খাদ্য অধিক থাকিলে কতকংশ দেহমধ্যে চর্বিরূপে পরিণত হয়, অপরূপ পরিণাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্য অপর সকল জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(৩) শর্করাজাতীয় উপাদান—এই জাতীয় খাদ্য হইতে আবার কেবল তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হই। ইহা মাখনজাতীয় খাদ্যের ত্রায় তত অধিক তাপ উৎপন্ন না করিলেও দেহমধ্যে উচ্চ অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্ত আনরা এই জাতীয় খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন নাই, সুতরাং ইহা মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে না। ইহা পরিবর্তিত হইয়া চাকতে পরিণত হয় এবং দেহমধ্যে সংগৃহীত হইয়া মাত্রমকে মোটা করে। বি ও চিনি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দ্বারা অধিক ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহ প্রায় স্থূল হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের বল বিধান করে। পূর্বে যোকের বিশ্বাস ছিল যে, মাংস ভক্ষণেই শরীরে বল উৎপন্ন হয়; এক্ষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বোধ হইয়াছে। মাংসপেশীর গঠন ও দৃঢ়তা ছানা জাতীয় খাদ্য (Proteid) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু মাংসপেশী তপনা করিবার শক্তি মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমসাদ্য-শ্যাম বা অধিক পরিশ্রমেত কার্য্য করিতে হইলে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে মাখন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক অফল লাভ করা যায়।

(৪) লবণজাতীয় উপাদান—জানাজাতীয় পদার্থের ভায় ইহাও শরীর-গঠনের সহায়তা করে। আহ-গঠনে ক্যালসিয়াম্ ফসফেট নামক লবণ, পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত করিবার জন্ত পোডিয়াম্ ক্লোরাইড্, অক্সিজেন শোষণের জন্ত রক্তের মধ্যে লৌহবর্তিত লবণ, রক্তের ক্ষারক সম্পাদনের জন্ত নানাবিধ ক্ষারবর্তিত লবণ, স্নায়ুশুলীর জন্ত স্কলফরাস-বৃত্ত লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই সকল লবণের অভাবে শরীরের উপকরণসমূহ ঠিক ঠিক ভাবে নির্মিত হয় না।

(৫) জল—জল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে,

নতুবা রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। জল পরিণাকের সাহায্য করে এবং পরিপাক প্রাপ্ত খাদ্যকে তরঙ্গ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। জল, শরীরের বাবতীর দ্বিত পদার্থ মল, মূত্র ও বর্ষের আকাবে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। জল না পাইলে কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি শরীর গঠন করিতে পারে না।

(৬) ভিটামিন (Vitaminea)—উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ ব্যতিরেকে ভিটামিন নামক আর এক জাতীয় সারপদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকার একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কি পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যের মধ্যে অপর সকল জাতীয় সারপদার্থ যথাপরমাণে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না এবং বেরিবেরি (Beriberi), স্কর্ভি (Scurvy) প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হয়। মাংস, দুধ, ডিম, চাল, ডাল, তরকারি ও ফল প্রভৃতিব মধ্যে এই পদার্থ অস্বাভাবিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। টাটকা খাদ্যের অভাবে স্কর্ভি রোগ জন্মে। চাউল বেশী মজা হইলে উহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ চাউল ব্যবহার করিলে বেরিবেরি নামক এক প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

বক্তৃতা পর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ম্যাজিক ল্যান্টার্নযোগে চিত্রাদি প্রদর্শন কর্তৃক ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাস্তম হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সভাপতি।

## স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

### ১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত রহৎ গ্রন্থ। সূচী—স্বপ্ন না চৈতন্য, সত্য, অগতির  
অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মহাকাব্য, এক না  
দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণিতব্য, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, কলিত  
জ্যোতিষ, নিরমের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, যোগ্যপূরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৮ হই টাকা মাত্র।

### ২। কল্প-কথা

সূচী—মুন্সির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও মৃত্যু—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম—প্রবৃত্তি—আচার—  
ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—বজ্র। মূল্য ১১০ পাঁচ টাকা মাত্র।

### ৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—  
অধ্যাপক হেল্মহোলৎজ—আচার্য্য মক্ষমুল্লর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও  
দ্বিতীয় প্রস্তাব) —বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৮০ দশ আনা মাত্র।

### ৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—  
বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—  
প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১১০ পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,

৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বরষা—জানের গুলীনা—  
প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—  
আবহাওয়া, প্রথম। মূল্য ১৮ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস. কে. লাহিড়ী প্রভু কোং, ৫৯ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

### ৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ.

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের, কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের  
সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ  
কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টকের গোপালব্দ সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য  
মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৮০ দেড় টাকা মাত্র।

# নিবেদন

দ্বীপ-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মন্দির-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আমি কিঞ্চিদধিক দুই সতস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্তি নির্মিত হইতে পা-  
ত্বেরকে মূর্তি নির্মাণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্যারিস প্রাক্টারে  
আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা পরিষৎ কর্তৃক মনোনীত হইয়াছে। এ  
ভাস্করকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিলেই তিনি মন্দির-প্রস্তরে মূর্তি খোদিত করি-  
এই জন্য দ্বীপ-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের  
এবং সহায়-বঙ্গবাসী মাত্রেই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।  
যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত  
হইবে। ভয়ঙ্কর, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য প-  
সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীধীগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, দ্বীপ-সাহিত্য-পরিষৎ

২২৭১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

## গোরক্ষ-বিজয়

মুদ্রী আনন্দ কলিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং লালগো-  
বলা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথায়ণ হাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূলে প্রকাশিত  
এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে  
শাখা-পরিষদের সন্তপক্ষে ১০/০ এবং সাধারণপক্ষে ৫০ আনা।

## ১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকা-  
গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২।

## সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বি এন্স সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত  
Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গা-  
ভাষায় স্বন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৬/০  
আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্যালয়















